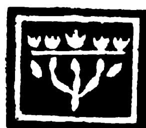
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কয়েকটি প্রধান লড়াই

ভি. লারিয়োনোভ
বি. সলোভিয়ভ
এন. ইয়েরোনিন
ভি. টিমোখোভিচ



মনীষা

Bengali translation of
World War II
Decisive Battles of the Soviet Army
Progress Publishers

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৫৮

অনুবাদক
অমলেন্দু সেনগুপ্ত

প্রকাশক
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক
শ্রীমৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮ সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

বিষয়সূচী

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

মুখবন্ধ

প্রগতি প্রকাশন আমাকে কয়েকজন সামরিক-ইতিহাসবিদ রচিত 'দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ ও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কয়েকটি প্রধান লড়াই' শীর্ষক গ্রন্থ সম্পর্কে অভিমত জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

গোড়াতেই স্বীকার করা ভাল যে ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে এই প্রস্তাবে আমি রাজী হয়েছি।

প্রথমতঃ এটা বলা বাহুল্য যে আমার পক্ষে সব কটা যুদ্ধে এমন কি সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় নি। তাছাড়া যে সমস্ত যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছি সেগুলির ভূমিকা ও তাৎপর্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমার একান্ত ব্যক্তিগত অভিমতের উপর জোর পড়ার আশংকাও বর্তমান।

দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত। কিন্তু কোন্ নিরিখে চূড়ান্ত যুদ্ধগুলি বাছাই করা হবে ও তাদের শ্রেণী নির্ধারণ করা হবে—সেই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ঐক্যমত এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পাঠকবর্গ নিশ্চয় জানেন, বিশ্বযুদ্ধের গতি ও পরিণাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে যখনই কোন একটি বিশেষ যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সঠিক মূল্যায়নের জন্য ঐতিহাসিক আকর অনুসন্ধান করা হয়—তখনই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তার উপর কয়েকজন বুর্জোয়া ঐতিহাসিক, আমার ধারণা, ইচ্ছে করেই যেন বিষয়টিকে আরো বিভ্রান্তিকর করে তুলেছেন। তাঁদের মতে, সকলের সাধারণ শত্রুকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে এই দেশ বা ঐদেশ বা কোন এক বিশেষ কোন সেনাবাহিনীর অবদানের বিষয়টা যাচাই করার কোন প্রকৃষ্ট মানদণ্ড নেই। এবং বিশেষ কোন একটি যুদ্ধের আলাদা তাৎপর্য নির্ণয় করাও অসম্ভব। আমার মতে তাঁরা হয় কপট অথবা অজ্ঞ; তাই এরকম কথা বলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আওতায় সোভিয়েত সেনাবাহিনী যতগুলি যুদ্ধ করেছে এবং যতগুলি রণনৈতিক অপারেশন সংঘটিত করেছে (যার সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি)—তার মধ্য থেকে নিম্নলিখিত নয়টি যুদ্ধকে এই সংকলনের রচয়িতারা নির্বাচিত করেছেন মস্কো, স্তালিনগ্রাড, কুর্স্ক এবং লেনিনগ্রাডের যুদ্ধ; বিয়েলো-রুশিয়া, য়াসি-কিসিনেভ, ভিশ্চুলাওডার, বার্লিন এবং মাঞ্চুরীয় রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অপারেশন।

পাঠক সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করতে পারেন, এই তালিকায় সোভিয়েত সেনা-

বাহিনীর কৃতিত্বের পরিচায়ক অন্যসব যুদ্ধের স্থান হয়নি কেন ? তথাপি আমি মনে করি এই সংকলনে তালিকাভুক্ত যুদ্ধগুলি নাৎসী জার্মানি ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের ক্ষেত্রে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অনস্বীকার্য যে সশস্ত্র সংঘাতের ব্যাপ্তি, সশস্ত্র লড়াইয়ের স্থায়িত্বকাল, যুদ্ধে নিয়োজিত জনবল ও অস্ত্রসম্ভারের বিপুলতা এবং বিশ্বযুদ্ধের পরিণামের বিচারে—বিশ্বযুদ্ধের আওতায় সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টই প্রধান রণক্ষেত্র।

উত্তরে ৩০০০ কিঃমিঃ থেকে দক্ষিণে ৬২০০ কিঃমিঃ এবং পূর্বে ২০০০ কিঃমিঃ থেকে পশ্চিমে ৩০০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গন জুড়ে মোট ১৪১৮ দিন ও রাত এই ভয়ংকর যুদ্ধ চলেছিল। এই রণাঙ্গনের মোট সময়-সীমার শতকরা ৯৩ ভাগ অর্থাৎ ১৩২০ দিন ধরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলেছিল।

প্রসঙ্গতঃ তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য রণাঙ্গনের ভৌগলিক বিস্তৃতি অনেক কম ; যথা, উত্তর আফ্রিকা রণাঙ্গনের সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৩৫০ কিঃ মিঃ ; ইতালীয় রণাঙ্গনের ৩০০ কিঃ মিঃ এবং পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গনের সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ছিল ৮০০ কিঃ মিঃ। সেই অনুপাতে এ সমস্ত রণাঙ্গনের সক্রিয় যুদ্ধও নিতান্ত স্বল্প-মেয়াদী : ৩০৯ দিন অর্থাৎ সমগ্র যুদ্ধের মোট সময় সীমার শতকরা ২৯ ভাগ ; ৪৯২ দিন অর্থাৎ ৭৪ ভাগ এবং ২৯৩ দিন অর্থাৎ শতকরা ৮২ ভাগ।

১৯৪১ সালের জুন মাসে যে নাৎসী বাহিনী বিশ্বাসভঙ্গ করে সোভিয়েত ভূমি আক্রমণ করে—তাতে ছিল মোট ১৯০ ডিভিসন সৈন্য ও ৪টি লুফ্‌তুফ্যোটেন বিমান বহর। অফিসার ও সৈন্য মিলিয়ে ৫৫ লক্ষ ৪৭ হাজারেরও বেশি কামান ও মর্টার এবং ঐ জাতীয় মারণাস্ত্র এবং ৫ হাজার জঙ্গী ও বোমারু বিমান নিয়ে নাৎসী হানাদার বাহিনীটি গঠিত। অথচ সে সময় অন্যান্য রণাঙ্গনে নাৎসী জার্মানী ও তার তাঁবেদার দেশগুলির মাত্র নয় ডিভিসন সৈন্য যুদ্ধে নিয়োজিত।

সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের সমগ্র যুদ্ধে জার্মানী ও তার ইউরোপীয় তাঁবে-দার দেশগুলির সবচেয়ে সেরা রণনিপুণ সেনাবাহিনী আটকা পড়ে। ১৯৪২ সালের এপ্রিলে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে ২১৯ ডিভিসন নাৎসী সেনা যখন যুদ্ধরত— তখন অন্যান্য রণাঙ্গনে যুদ্ধরত নাৎসী সেনার সংখ্যা মাত্র ১১ ডিভিসন ; অনুরূপ-ভাবে ১৯৪২-এর নভেম্বরে সংখ্যাটি ২৬৬ এবং ১২½ ডিভিসন ; ১৯৪৩-এর এপ্রিলে যথাক্রমে ২৩১ এবং ১৪½ ডিভিসন ; ১৯৪৪-এর জানুয়ারী মাসে ২৪৫ ও ২১ ডিভিসন নাৎসী ও তাঁবেদার সেনা যুদ্ধরত। এমন কি ১৯৪৪-এর জুনে মিত্রশক্তি নর্ম্যাণ্ডির উপকূলে অবতরণ করার পরও সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে যখন ২৩৯½ নাৎসী সেনা যুদ্ধে নিয়োজিত, তখন দ্বিতীয় রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনীকে মোকাবিলার জন্য মাত্র ৮৫ ডিভিসন নাৎসী সেনা মজুত।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অত্যন্ত নিপুণ রণক্রিয়ার ফলে নাৎসী জার্মানীর

ভ্যেরমাখটের (সেনাবাহিনী) রণনিপুণ বাহিনীগুলির যুদ্ধ-ক্ষমতা নস্যাৎ হয়ে যায়। যুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে যথাক্রমে উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ, ডন, উত্তর উক্রাইন, দক্ষিণ উক্রাইন, এ. বি ভিশ্চুলা এবং কুর্টল্যান্ডের আর্মি গ্রুপগুলির অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন স্থলবাহিনী, প্যানজার বাহিনী এবং অন্যান্য সেনাদল এই ফ্রন্টে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নাৎসী কম্যান্ডের হিসাবে পূর্ব রণাঙ্গনে তাদের ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় রয়েছে হতাহত ও নিখোঁজ মিলিয়ে অফিসার ও সৈন্যের মোট সংখ্যা ৭৫ লক্ষ ২৩ হাজার। অথচ অন্যান্য রণাঙ্গনে ক্ষয়ক্ষতির খাতে অফিসার ও সৈন্যের সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৮৭ হাজার; অর্থাৎ যার পরিমাণ গোটা যুদ্ধের মোট ক্ষয়ক্ষতির শতকরা ২০ ভাগ।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আগাগোড়া জাপান তার কোয়ানতুঙ বাহিনীকে রুশ সীমান্তে মোতায়েন রাখে। জাপানের স্থল বাহিনীর গ্রুপগুলির মধ্যে অভিজ্ঞতা ও রণদক্ষতার বিচারে এটা তার সবচেয়ে সেরা বাহিনী। ১৯৪৫-এর অগাস্টে কোয়ানতুঙ বাহিনীর অন্তর্গত ছিল ১০ লক্ষাধিক স্থলসেনা, ৬৬০০ কামান, ১২০০ ট্যাঙ্ক ও ১৯০০ যুদ্ধ বিমান। মাঞ্চুরিয়ার রণনৈতিক অপারেশনের পরিণামের উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি অনেকটা পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। কোয়ানতুঙ বাহিনীর সমূল উৎসাদনের ফলে ঘটল জাপানের বৃহত্তম পরাজয়।

অক্ষশক্তির পরাজয়ের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের জনগণ ও তার সশস্ত্রবাহিনীর চূড়ান্ত ভূমিকা সম্পর্কে উপরের পরিসংখ্যান নিশ্চয় নিরপেক্ষ পাঠককে নিঃসংশয়ী করবে। সেসময় অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্রদেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানরাও এই ভূমিকা সম্পর্কে যথোচিত মূল্যায়ন করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট বলেন: "যুদ্ধের মূল রণনৈতিক বিচারে, এই সহজ সরল ঘটনাটা উল্লেখ না করে পারছি না যে জাতিপুঞ্জের অন্য পঁচিশটি রাষ্ট্র মিলিতভাবে যত অক্ষ সেনা ধ্বংস করেছে, তার চেয়ে ঢের বেশি অক্ষ সেনা সোভিয়েত বাহিনীর হাতে মারা পড়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড আর স্টেটিনিয়াসের লেখাতেও এই সত্য স্বীকৃত। তিনি লিখেছেন: 'অতীত ঘটনার আবহ দ্রুত ভুলে যাওয়াটাই মানুষের স্বভাব। অন্ততঃ আমেরিকাবাসীর মনে রাখা উচিত যে ১৯৪২ সালে তারা ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিল। যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মান আক্রমণকে রুখে দিতে না পারত তাহলে গ্রেট ব্রিটেনকে জয় করতে জার্মানীর আদৌ অসুবিধে হত না। তারা তখন আফ্রিকাকে তছনছ করে ল্যাটিন আমেরিকায় ঢুকে পড়ত। এই আসন্ন বিপদের কথা রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মনে বাসা বেঁধে ছিল।[২]

এমনকি যাকে কেউ কখনো ভুলেও সাম্যবাদের সমর্থক বলে স্বীকার করবে

না, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী সেই উইনস্টন চার্চিলকেও স্বীকার করতে হয়েছিল : 'এই বিজয় লাভের জন্য সর্বপ্রথম রুশ বাহিনীকেই ধন্যবাদ জানাতে হয়···যে ভয়ংকর ঝুঁকি আমাদের নিতে হয়েছে এবং নিতে হবে তার জন্য তাঁদেরই দায়ী করতে হয়—যাঁরা সরকারের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকুন বা না থাকুন, নাৎসী বিপদের মর্ম উপলব্ধি করে তাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন'।[৩]

একটা জিনিস জলের মত পরিষ্কার! উপরোল্লিখিত উক্তি ও তথ্যগুলি অখণ্ডনীয়। বোধ হয় সে কারণে পশ্চিমী ঐতিহাসিকগণ প্রায়শঃ এগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যেই গণনা করেন না। অপরপক্ষে, সম্প্রতি ইঙ্গ-মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় গৌরবের কাহিনী ও যে সব খণ্ডযুদ্ধে তারা অংশ নিয়েছিল—সে সবের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে অজস্র লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ ফলাফল ও গুরুত্ব বিচারে যে সব চূড়ান্ত যুদ্ধে, সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনী অংশগ্রহণ করেছে—সে সব যুদ্ধের আদৌ উল্লেখ করা হচ্ছে না। অথবা সেগুলিকে নিতান্ত মামুলী যুদ্ধ বলে দেখান হচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ মার্কিন ঐতিহাসিক হ্যানসন বল্ডুইনের 'হারা ও জেতা যুদ্ধ' বইটার কথা উল্লেখ করছি।[৪] যেখানে লেখক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম নির্ধারণকারী এগারটি যুদ্ধের তালিকায় শুধু স্তালিনগ্রাডের যুদ্ধটিকেই স্থান দিয়েছেন। আরো অবাক ব্যাপার যে তিনি ঐ যুদ্ধটিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় তারাওয়া অ্যাটল দ্বীপে মার্কিন নৌ-সেনাদের লড়াইয়ের সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলেছেন।

পশ্চিম জার্মানীর ঐতিহাসিক হ্যান্স্ অ্যাডলফ জ্যাকবসেন এবং জুর্গেন রুহ্বার লিখিত 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত লড়াই বইখানায় রয়েছে বারটি যুদ্ধ ও সংঘর্ষ। এই দুই লেখক ক্রীট দ্বীপপুঞ্জের লড়াই, প্রশান্ত মহাসাগরীয় মিডওয়ে ও লীট দ্বীপপুঞ্জের লড়াই, আর্দেনিজের লড়াই (১৯৪৪-৪৫) ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কুস্কের যুদ্ধ, বিয়েলোরুশিয়ায় অভিযান, উক্রাইনে অভিযান অথবা ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশন প্রসঙ্গে একটি অক্ষরও লেখেন নি। এরকম উদাহরণ আরো বিস্তর।

রাজনৈতিক ও আদর্শগত কারণে ঐতিহাসিক সত্যের এরকম অনুসংস্কার প্রসূত বিকৃতির ঘটনা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। যাঁরা সামরিক ইতিহাসের একনিষ্ঠ গবেষক বলে নিজেদের দাবী করেন, তাঁদের এই ধরনের অশোভন পক্ষ-পাতিত্ব দেখে অবাক হতে হয়। বিশেষ কতকগুলি যুদ্ধের কৃত্রিম মহিমা কীর্তন ও তাদের মুখ্য ভূমিকায় স্থাপন ও অন্য যুদ্ধগুলির ভূমিকাকে খাটো করা—এটা কিছু নতুন কায়দা নয়। ইতিহাসের বিকৃতি সাধনে যাঁরা সিদ্ধ হস্ত তাঁদের কাছ থেকে এই কায়দা ধার করা হয়েছে।

আমার মতে, সোভিয়েত সামরিক ঐতিহাসিক যাঁরা এই বইখানি লিখেছেন,

তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে তাঁদের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী উপরোল্লিখিত 'গবেষকদের' থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁরা সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সে সব যুদ্ধকেই বাছাই করেছেন—যেগুলি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা করতে গিয়ে, অন্য রণাঙ্গনগুলির রণক্রিয়ার গুরুত্বকে খাটো করেন নি। বিজয় লাভের ক্ষেত্রে তাঁরা অন্য জাতিগুলির ভূমিকাকে তুচ্ছ করেন নি।

তাঁদের বর্ণিত যুদ্ধগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে প্রকৃতই মুখ্য স্থান লাভের দাবীদার। কারণ, তাদের ফলাফল রাজনৈতিক ও সামরিক পরিণামের ক্ষেত্রে প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করেছে এবং বিশ্বযুদ্ধের গতি ও চূড়ান্ত ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে। তাঁরা বিশ্বযুদ্ধ-ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ। বিষয়বস্তুর বিচারে, সবাই একমত হবেন যে মস্কো রণাঙ্গনের যুদ্ধ, সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। নাৎসী সেনানায়করা পর্যন্ত এটা স্বীকার করেছেন। মস্কোর দরজায় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়লাভ থেকেই ভ্যেরমাখ্‌টের একটার পর একটা বিপর্যয়ের সূচনা। অথচ এতদিন পর্যন্ত তাদের বিজয় রথ সমগ্র ইউরোপ জুড়ে অপ্রতিহত বেগে চলেছিল। মস্কো রণাঙ্গনে এই জয়লাভ অত্যন্ত শুভ; ফলে চিরদিনের জন্য হিটলারের তড়িৎ অভিযানের ছক এলোমেলো হয়ে গেল। মস্কো যুদ্ধের সাফল্য ব্রিটেনের উপর জার্মান আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত করে এবং ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জাতিগুলির মনে আশার সঞ্চার করে—তাহলে এই ঘূর্ণিত অতিকায় সমরযন্ত্র আজ হোক্‌, কাল হোক্‌ চূর্ণ হবেই। মস্কোর দরজায় শত্রুর হামলা বিধ্বস্ত হবার ফলে আমেরিকার ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তির প্রবক্তাদের হাত শক্তিশালী করে এবং জাপান রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

লেনিনগ্রাডের প্রতিরোধ গাথা ও মস্কোর সংগ্রাম অবিচ্ছেদ্য। বারবারোসা পরিকল্পনায় (জার্মানীর সোভিয়েত আক্রমণের সাংকেতিক নাম) মস্কোর মতো লেনিনগ্রাডকেও মুখ্য লক্ষ্যবস্তুর পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় স্তালিনগ্রাডের যুদ্ধ। স্তালিনগ্রাড রণক্ষেত্রে তিন লক্ষ সৈন্যশক্তি সম্পন্ন জার্মান আর্মি-গ্রুপের পরাজয়, মানবজাতির ইতিহাসে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অন্যতম চমকপ্রদ জয় বলে চিহ্নিত। এই যুদ্ধ সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতিধারায় আমূল পরিবর্তন সূচিত করে এবং যুদ্ধের প্রধান উদ্যোগ সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ডের হাতে চলে আসে।

স্তালিনগ্রাডের যুদ্ধ জয়ের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সমগ্র বাহিনীর আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়; এবং অপরপক্ষে নাৎসী জার্মানী ও তার তাঁবেদারদের মর্যাদাহানি ঘটে। এই জয় অক্ষশক্তি বিরোধী জোটকে জোরদার করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং নাৎসী কবলিত অঞ্চলের প্রতিরোধ আন্দোলনকে চাঙ্গা করে তোলে। এই জয়ের ফলে

জার্মানীর সপক্ষে যুদ্ধে যোগদানের জাপান ও তুরস্কের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

স্তালিনগ্রাড রণাঙ্গনে আহরিত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ১৯৫৩ এর গ্রীষ্মকালে কুর্স্কের যুদ্ধে সমৃদ্ধতর হয়। কুর্স্কের যুদ্ধ এমনি সময় ঘটেছে, যখন অক্ষশক্তি জোট দ্রুত ভাঙনের মুখে এবং অপরদিকে সোভিয়েতের পশ্চিমী মিত্রশক্তির বাহিনী উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনে সামরিক তৎপরতা তীব্রতর করেছে এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উপর তাদের কব্জা জোরদার করতে পেরেছে। সুতরাং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম নাৎসী জার্মানীর নেতাদের—পূর্ব এবং পশ্চিম ইউরোপ—উভয় রণাঙ্গনে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হল।

এহেন পরিস্থিতিতে কুর্স্কের যুদ্ধে নাৎসী বাহিনীর আমূল উৎসাদনের ফলে শুধু যে 'অপারেশন সিটাডেল'[৫] ব্যর্থ হল তা নয়, হিটলারের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের যুদ্ধের মূল উদ্যোগ ফিরে পাবার শেষ আশাটুকুও লোপ পেল। প্রকৃতপক্ষে কুর্স্ক রণাঙ্গনে ভেরমাখ্‌টের যুদ্ধ জয়ের আক্রমণাত্মক ছক সাংঘাতিক মার খেল।

তার ফলে পূর্ব রণাঙ্গনে ঘটনার গতিধারাকে নিজের সপক্ষে এনে—দোদুল্যমান মিত্রদের চাঙ্গা করে তোলা এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে চূড়ান্ত আঘাত হেনে সোভিয়েতের পশ্চিমী মিত্রদের নাজেহাল করে তাদের পৃথক শান্তি আলোচনায় বসতে বাধ্য করা প্রভৃতি হিটলারের যাবতীয় পরিকল্পনা একদম বানচাল হয়ে গেল।

কুর্স্ক রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনাবাহিনী সফল প্রতি-আক্রমণ চালানোর পর সর্বত্র রণনৈতিক আক্রমণ শাণাতে থাকে এবং এভাবে তারা দ্নিপার নদী অতিক্রম করে ডনবাস ও উক্রাইনের বামতীরবর্তী অঞ্চল শত্রু-কবল মুক্ত করে। সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে ভেরমাখ্‌টের অতিরিক্ত সৈন্যক্ষয়ের ফলে, সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালীতে ব্রিটিশ-মার্কিন বাহিনীর অবতরণক্রিয়া সহজসাধ্য হয়।

তার ফলে অক্ষশক্তি বিরোধী জোটের সপক্ষে যুদ্ধের গতি দ্রুত আবর্তিত হতে থাকে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রমাণ করেছে যে তারা একাই ভেরমাখ্‌টকে ধ্বংস করতে সক্ষম। তারই ফলে পশ্চিমী মিত্রশক্তিপুঞ্জ ইউরোপ ভূখণ্ডে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রস্তুতিকার্য ত্বরান্বিত করতে বাধ্য হয়।

আমি সেই সময় পশ্চিম রণাঙ্গনের একাদশ গার্ডস্ আর্মির সেনানায়করূপে সেই ঐতিহাসিক ঘটনায় অংশ গ্রহণ করেছি—তাই তিক্ততার সঙ্গে যখন পশ্চিমী লেখকদের এ সমস্ত অনুক্ত ভাষণ পড়ি এবং অবাক হয়ে দেখি যে এখনো সত্যের বিকৃতি ঘটিয়ে তাঁরা দাবি করছেন যে কুর্স্কের যুদ্ধের ফলাফল—ব্রিটিশ-মার্কিন ফৌজের সিসিলিতে অবতরণের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল। যদি ঘটনা-

গুলিকে কালানুক্রমিক সাজান হয়, তাহলে দেখা যাবে যে কুর্স্কের যুদ্ধ শুরু ১৯৪৩-এর ৫ই জুলাই—অপরপক্ষে সিসিলি অভিযান শুরু হয় ১০ই জুলাই—অর্থাৎ যখন ভেরমাখ্‌টের প্রধান শক্তি কুর্স্কে কঠিন সংগ্রামে রত। ফলে, নাৎসী কম্যাণ্ডের পক্ষে কুর্স্ক থেকে এক ডিভিসন সৈন্যকেও ইতালীর রণাঙ্গনে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়তঃ শত্রুর ক্ষয়ক্ষতির বিচারে কুর্স্কের যুদ্ধে শত্রুর ত্রিশটি সেরা ডিভিসন ধ্বংস হয়েছে। অপরদিকে জার্মান সূত্র থেকে জানা যায় যে ইতালীর রণাঙ্গনে জার্মানীর এক ডিভিসন সেনাও ধ্বংস হয়নি।

কুর্স্ক রণাঙ্গনে ভেরমাখ্‌ট যতই ক্ষতিগ্রস্ত হোক না কেন হিটলারের সমরযন্ত্র তখনো অনেকখানি অটুট। তখনো সোভিয়েত উক্রাইন, বিয়েলোরুশিয়া, বাল্টিক প্রজাতন্ত্রী দেশগুলি, প্রায় গোটা ফ্রান্স, ইতালির একাংশ, বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ড নাৎসী বুটের তলায় নিষ্পেষিত হচ্ছে।

১৯৪৪-৪৫ সালে দুর্বার আক্রমণ চালিয়ে এই ভূখণ্ডগুলি মুক্ত করার দায়িত্ব পড়ল সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর উপর। এই পর্যায়ের যুদ্ধ তালিকায় বিয়েলোরুশিয়া, জাসি-কিসিনেভ, ভিশ্চুলা-ওডার ও বার্লিন অভিযান বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। সোভিয়েতের ১৯৪৪ সালের মুখ্য সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা সম্পর্কে জার্মানীর রণনায়করা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। শত্রুর ধারণা ছিল —সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের বাম বাহুর দিক থেকে আক্রমণ শুরু হবে। ১৯৪৪-এর জুন-জুলাই মাসে সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনী বিয়েলোরুশিয়ায় জার্মান সেনা সমাবেশের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ হানল—যা অপারেশন ব্যাগরেশন বলে খ্যাত।

সামরিক প্রকরণগত উৎকর্ষতার বিচারে অভূতপূর্ব এই আক্রমণের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বিয়েলোরুশিয়া, ও লিথুয়ানিয়া মুক্ত করে পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করে এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনী একদম পূর্বপ্রাশিয়ার সীমান্তে এসে পৌঁছায়।

সফল বিয়েলোরুশীয় অভিযান নর্ম্যাণ্ডিতে ব্রিটিশ-মার্কিন বাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।[৬]

বিয়েলোরুশীয় মুখ্য আক্রমণাত্মক অভিযানের ফলে জার্মান আর্মি গ্রুপ সেণ্টার সমস্ত যুদ্ধ ক্ষমতা হারিয়ে অচল হয়ে পড়ে এবং পুরোপুরি উৎসাদিত হয়। সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে নাৎসী বাহিনীর সেনা সমাবেশের মাঝে সৃষ্টি হয় চারশ কিঃ মিঃ ব্যাপী এক বৃহৎ ফাটল এবং রণাঙ্গনের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে ঘটে আমূল রূপান্তর। সেই সুযোগে দক্ষিণাঞ্চলে শত্রুর উপর আর একটি আঘাত হানা হল এবং বিয়েলোরুশীয় যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বেই শুরু হল জাসি-কিসিনেভ অভিযান।

জাসি-কিসিনেভ অভিযানের ফলে জাসির নিকটে আড়াই লক্ষ নাৎসী সেনা অবরুদ্ধ হয়ে পরাজয় বরণ করে। এই অভিযানের ফলে, ১৯৪৪ এর অগাস্ট-

সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির পক্ষে নাৎসী জোয়াল থেকে মুক্তি-লাভের অবস্থা সৃষ্টি হয়। রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়া অক্ষশক্তি জোট থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে এবং ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের ফিনল্যাণ্ড তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে ভ্যেরমাখ্টের এই বিরাট পরাজয় নাৎসী জার্মানীকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে আসে।[৭] নুরেমবার্গ আদালতে ফিল্ড মার্শাল উইলহেল্ম কাইটেলের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে এই ধারণা সর্বোচ্চ নাৎসী সেনাপতিদের মনেও সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কখন তিনি সুনিশ্চিত হন যে জার্মানী যুদ্ধে হারতে চলেছে—তার উত্তরে কাইটেল বলেন, সাধারণভাবে এই ধারণা তাঁর মনে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে তৈরী হয়।

১৯৪৪ সালে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ভ্যেরমাখ্টের উপর যে মারাত্মক আঘাত হানল, তাতে যে শুধু সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে, জার্মানীর পরাজয় ত্বরান্বিত হল তা নয়, তাঁর ফলে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর যাবতীয় ছক বানচাল হয়ে গেল। তার ফলে মধ্য ইউরোপে আমাদের মিত্রবাহিনীর পক্ষে আক্রমণ হানার পথ সুগম হয়।

সোভিয়েত-জার্মান ও পশ্চিম-ইউরোপীয় রণাঙ্গনে ১৯৪৫ সালে সংশোধিত পরবর্তী অপারেশনগুলি আসলে ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীগুলির দ্বারা অর্জিত জয়ের উপসংহার মাত্র। যুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটানো, নাৎসী সমরযন্ত্রকে চূর্ণ করা ও জার্মানীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করার জন্য—সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে আরো দশটি বড়ো ও ভয়ংকর যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তার মধ্যে ভিশ্চুলা ও ওডারের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী অপারেশনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এই বইয়ের অষ্টম পরিচ্ছেদে ১৯৪৫-এর জানুয়ারী-মার্চে সংশোধিত ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের বর্ণনা লেখকরা দিয়েছেন। জোসেফ স্তালিনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চার্চিলের এক আতঙ্কগ্রস্ত তারবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে এই অপারেশনে পূর্ব-নির্ধারিত আক্রমণের দিনটিকে এগিয়ে আনা হয়। তারবার্তার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ আর্দেনেজে ভ্যেরমাখ্টে আকস্মিকভাবে প্রতি আক্রমণ শুরু করেছে, সুতরাং আসন্ন বিপর্যয় ও মিত্রবাহিনীর সমূল উৎসাদন রোধ করার জন্য যেন পূর্ব রণাঙ্গনে অবিলম্বে জোরদার আক্রমণ শুরু করা হয়। ঘটনাটি লেখকগণ বিশদ-ভাবে আলোচনা করেছেন।

ব্যাপ্তি ও পরিমাণের বিচারে, ভিশ্চুলা ও ওডার নদীর মধ্যবর্তী যুদ্ধটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আওতায় অন্যতম বৃহত্তম রণনৈতিক স্থলযুদ্ধরূপে আখ্যাত। এই অপারেশনকে কার্যকর করার জন্য '১৬টি সম্মিলিত আর্মি', ৪টি ট্যাঙ্ক ও ২টি বিমান বাহিনী (আর্মি) নিয়োজিত হয়।

৫০০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ও ৬০০ কিঃ মিঃ গভীর এক ফ্রণ্ট জুড়ে এক বিশাল আক্রমণ সংঘটিত হয়। সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম; কারণ ভিস্চুলা-ওডার অপারেশনটি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটিশ ও মার্কিন মিত্র বাহিনীর সহায়তার জন্য সংঘটিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন করে এবং সোভিয়েত বাহিনীর এই আক্রমণের ফলে রাজধানী ওয়ারশ সহ পোল্যাণ্ডের বৃহদাংশ শত্রুকবল মুক্ত হয়।'

১৯৪৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী সংঘটিত ভিস্চুলা-ওডার অপারেশনের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বার্লিন থেকে মাত্র ৬০ কিঃ মিঃ দূরে কুস্ত্রিনের (কোস্ট্রজিন) কাছাকাছি ওডার নদীর পশ্চিম কূলে এক সেতুমুখ অধিকার করে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ওয়ারশ-বার্লিনমুখী শেষ ও চূড়ান্ত অপারেশন হল বার্লিন আক্রমণ। ১৬ই এপ্রিল থেকে ৮ই মে-র মধ্যে এই অপারেশনটি যখন সংসাধিত হয় তখন জলে, স্থলে ও আকাশে অক্ষশক্তি বিরোধী জোটের প্রশ্নাতীত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। নাৎসী জার্মানীর সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আর বড় জোর কয়েক সপ্তাহ বাকী।

কিন্তু তথাপি শত্রুপক্ষ যে-কোন রকমের রাজনৈতিক সমঝোতার আশায় প্রাণ-পণ আত্মরক্ষা করতে প্রয়াসী হল। তখন দরকার হল সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে এই মতলব বানচাল করে নাৎসীবাহিনীর পরাজয়কে সুনিশ্চিত করা। যে-কোন মূল্যে বার্লিনকে রক্ষা করার জন্য এবং সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্য আরো বেশি ডিভিসন সেনা যাতে নিযুক্ত করা যায়—এই উদ্দেশ্যে কম্যাণ্ড পশ্চিম ফ্রণ্টে বিনাযুদ্ধে ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনীর রাস্তা খুলে দিল। বার্লিন যুদ্ধের ঘটনা-প্রবাহ থেকে তাদের এই মতলব পরিষ্কার বোঝা যায়—বিশেষ করে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা বুঝতে কারো আর অসুবিধে হয় না।

নাৎসী সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় ও দশ লক্ষাধিক নাৎসী সেনার বন্দীত্ব এবং নাৎসী জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে বার্লিন অপারেশনের পরি-সমাপ্তি। সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অপারেশনের তাৎপর্য অপরিসীম। জার্মানীর উৎসাদনের সঙ্গে সঙ্গে তার যুদ্ধবাজ মিত্র জাপানেরও দিন ঘনিয়ে এল। জার্মানীর সর্বশেষ মিত্র জাপানকে নতি স্বীকার করানোর জন্য দরকার তার সবচেয়ে পরাক্রমশালী স্থল সেনাবাহিনী গ্রুপ কোয়ানতুঙ আর্মিকে পরাজিত করে কোরিয়া ও উত্তর-পূর্ব চীনকে জাপানী হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করা। তাহলে এশিয়া ভূখণ্ডে জাপানের সামরিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি বিনষ্ট হবে এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ হানার উল্লম্ফন ঘাঁটিও তারই সঙ্গে খোয়া যাবে। এই কাজটি

সোভিয়েত সেনাবাহিনী ১৯৪৫ সালের ৯ই অগাস্ট থেকে ২রা সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভালভাবে সমাধা করে।

রণক্ষেত্রের আয়তনের দিক থেকে মাঞ্চুরিয়া অপারেশনের চৌহদ্দি বৃহত্তম বলা চলে—কারণ ৫000 কিঃ মিঃ দীর্ঘ ও ৮00 কিঃ মিঃ গভীর এক বিশাল জনপদ জুড়ে এই রণাঙ্গন প্রসারিত। দুর্গম তরাই অঞ্চল, মরুভূমি, তৃণভূমি, অরণ্য, জলাভূমি, তুন্দ্রাঞ্চল ও পর্বতসঙ্কুল পরিবেশে এবং নানা কঠিন প্রাকৃতিক বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থায় এই যুদ্ধ সংসাধিত হয়। দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অপারেশনকে নিপুণভাবে পরিচালিত করার জন্য GHQ মার্শাল আলেকজান্দার ভ্যাসিলভস্কির নেতৃত্বে এক হাই কম্যান্ড গঠন করেন। মার্শাল ইরলুগিয়ান চোয়বালসামের পরিচালনাধীন মঙ্গোলীয় জনগণের বিপ্লবী সেনাবাহিনীও এই অপারেশনে অংশ গ্রহণ করে।

মাঞ্চুরীয় অপারেশনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—পশ্চিম থেকে পূবে প্রায় ৯000 কিঃ মিঃ থেকে ১২000 কিঃ মিঃ দূরত্ব অতিক্রম করে সেনাবাহিনীর রণনৈতিক সমাবেশ করতে হয়। আট সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ২টি ফ্রন্ট কম্যান্ড, ৩টি সম্মিলিত ও ১টি ট্যাঙ্ক আর্মি, ২টি গোলন্দাজ শক্ ডিভিসন, ৭টি বিমান বিধ্বংসী কামান এবং ৭টি বিমানবাহিনী (ডিভিসন) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে স্থানান্তর করা হয়। এই বিশাল সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধসম্ভারকে স্থানান্তর করার জন্য ১৩৬,000 ট্রেনের কামরার প্রয়োজন পড়ে। জাপানের আত্মসমর্পণ, মিত্রশক্তি রচিত পটসডাম ঘোষণাপত্রে বর্ণিত শর্তাবলী মেনে নেওয়া এবং জাপান কর্তৃক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার অঙ্গীকার—এ সবই মাঞ্চুরীয় অপারেশনের ফলশ্রুতি।

রণনীতি ও রাজনীতি—উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অপারেশনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইউরোপে ১0 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ১১ কোটি ৩0 লক্ষ মানুষ অধ্যুষিত ১১টি দেশকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত সেনাবাহিনী পুরোপুরি অথবা অংশতঃ মুক্ত করেছে। এশিয়ায় জাপানের দাসত্ব থেকে ১,৫00,000 বর্গ কিঃ মিঃ জুড়ে চীন ও কোরিয়ার ৭ কোটি মানুষকে মুক্ত করেছে—এভাবে সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রকৃত মুক্তিদাতার ভূমিকা পালন করেছে।

এই বইয়ে বর্ণিত নয়টি প্রধান যুদ্ধের বিবরণ থেকে এটা পরিষ্কার যে, যুদ্ধের আসল ধাক্কা সোভিয়েত সেনাবাহিনীকেই সামলাতে হয়েছে এবং সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযানগুলিই সবচেয়ে কার্যকর হয়েছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম নির্ধারিত করেছে। এ সমস্ত অভিযানের মাধ্যমে যুদ্ধবিদ্যার যাবতীয় শিল্পসম্মত প্রকরণে—পরিবেষ্টন, সমগ্র ফ্রন্ট জুড়ে ও গভীরভাবে আক্রমণ চালানো, প্রয়োজন মত আত্মরক্ষামূলক ও প্রতি-আক্রমণে সেনাবাহিনী সংগঠিত

করা ও সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রতিটি স্তরে সমন্বয় গড়ে তোলা প্রভৃতি কাজে সোভিয়েত সেনাপতিরা সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। সোভিয়েত যুদ্ধবিদ্যা, রুশ ও অন্যান্য দেশের যুদ্ধবিদ্যার অন্তর্গত যাবতীয় প্রগতিশীল উপাদানে গঠিত ও বৈপ্লবিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এবং সেই যুদ্ধবিদ্যা ছিল বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনার ভিত্তি। GHQ, বিভিন্ন ফ্রন্ট ও আর্মির মিলিটারী কাউন্সিল এবং উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সমস্ত স্তরের সেনানায়ক এই যুদ্ধবিদ্যাকে বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিপুণভাবে প্রয়োগ করেন। সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী অর্থাৎ GHQ সমস্ত আর্মি গ্রুপের রণনৈতিক অপারেশনের প্রযোজনা করেন, GHQ রিজার্ভ বাহিনীকে নির্দেশ দেন ও প্রতিটি অপারেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনবল ও রণসম্ভার যোগানের ব্যবস্থা করেন। সমগ্র যুদ্ধে আগাগোড়া জে ভি স্তালিনই ছিলেন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। কিন্তু GHQ-তে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—সেসব তাঁর একার নয়। ফ্রন্ট সেনানায়ক হিসাবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত থেকে বলতে পারি যে বিভিন্ন অপারেশনের রণনৈতিক পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফ্রন্টের সেনানায়ক ও মিলিটারী কাউন্সিলের সদস্যরাও মোটামুটিভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অনেক চুলচেরা আলোচনার পর কোন একটি অপারেশনের ছক অবশেষে তৈরী হত। এই পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রেওয়াজের দরুন, রণনৈতিক অপারেশনগুলির সাফল্য সুনিশ্চিত হত এবং তার ফলে ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ কমই থাকত।

এই ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তের লেখকগণ, সোভিয়েত GHQ, সুপ্রীম কম্যাণ্ড ও তার কার্যনির্বাহী সংস্থা জেনারেল স্টাফের কাজের ধারা সম্পর্কে খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন এবং ফ্রন্ট ও আর্মির সেনানায়করা কিভাবে তাদের উপর ন্যস্ত অপারেশনগুলি যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে কার্যকর করতেন—তাও দেখিয়েছেন।

সবশেষে, আমি নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সংসাধিত, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংগ্রামের চরিত্রের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। সমগ্র প্রগতিশীল মানবসমাজ স্বীকার করেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। জার্মান ফ্যাসিবাদ ও জাপানী জঙ্গীবাদের সবচেয়ে রণনিপুণ বাহিনী যথাক্রমে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে ও দূর প্রাচ্যের অভিযানে পর্যুদস্ত হয়। এই কথাটা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে কারণ, কয়েকজন পশ্চিমী ঐতিহাসিক তাঁদের চারপাশে নানা অনুমান, অলীক কল্পনা ও বিকৃত তথ্যের কুয়াশা সৃষ্টি করে চলেছেন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিষয়ে। তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের প্রধান 'স্থপতি' রূপে চিত্রিত করছেন এবং শত্রুকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অসামান্য ভূমিকাকে খর্ব করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।

এটা বলা বাহুল্য যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এককভাবে নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করে নি। আগ্রাসী ফ্যাসিবাদের পদানত দেশের সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অক্ষশক্তি-বিরোধী জোটের সৈন্যবাহিনী সাহসের সঙ্গে লড়েছেন। তবুও এই সত্য কেউ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে পারে না যে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টই ছিল প্রধান ও পরিণাম নির্ধারণকারী রণাঙ্গন এবং এই বই তা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রতিপন্ন করেছে।[৮]

আইভান বাগরামিয়ান
সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল
২৬শে আগস্ট, ১৯৮২

১। হিটলারস্ ভাইজুঙ্গেন ফ্যুইর ডি ক্রীক্‌ফ্যুইরুং ১৯৩৯-৪৫। ডকুমেন্ট ডেস ও বারকমাণ্ডোস ডেয়্যার ভ্যেরমাথ্ট ব্যারনার্ড উন্ট গ্রেফে ফেয়্যারলাক ফ্যুইর ডেয়্যারভেজেন, ফ্রাংক্‌ফুর্ট আম মেইন ১৯৬২ দেখুন।

২। এডওয়ার্ড আর স্টেট্টিনিয়াস, জুনিয়র, রুজভেল্ট অ্যাণ্ড দা রাশিয়ান্‌স্ দা ইয়াল্টা কনফারেন্স, জোনাথান কেপ, লণ্ডন, ১৯৫০, পৃষ্ঠা ১৬।

৩। উইনস্টন এস চার্চিল, দা সেকণ্ড ওয়ার্লড্ ওয়ার, ভল্যুম ৪, পুগ্টন মিফ্লিন কোম্পানী, বোস্টোন,

৪। হ্যানসন বল্ড্ইন, ব্যাটেল্‌স্ লষ্ট অ্যাণ্ড ওয়ান্। গ্রেট ক্যাম্পেইন্‌স অব ওয়ার্লড্ ওয়ার সেকেণ্ড, হার্পার অ্যাণ্ড রো পাব্লিশার্স, ন্যু ইয়র্ক,

৫। কুর্স্কের নিকটবর্তী অঞ্চল কুর্স্ক স্যালিয়েন্টে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত নাৎসী অপারেশনের সাঙ্কেতিক নাম—সম্পাদক।

পৃষ্ঠা—১০।

৬। শেষ পর্যন্ত অ্যাঙ্গলো-আমেরিকান সেনাবাহিনী ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন অবতরণ করে।

৭। এই দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ও অসামান্য অপারেশন ছাড়াও সোভিয়েত সেনাবাহিনী আরো আটটি রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন অপারেশন সংসাধিত করে।

৮। এই মুখবন্ধটি একজন অসামান্য সেনানায়ক যিনি সাফল্যের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথমে একটি আর্মি ও পরে একটি ফ্রন্ট (কয়েকটি আর্মি মিলিয়ে একটি গ্রুপ) পরিচালনা করেন, সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল আইভান বাগরামিয়ান লিখিত সর্বশেষ নিবন্ধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম পর্বের যুদ্ধ

(ব্রেস্ট থেকে স্মোলেনস্ক)

একদিকে ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের ক্রমবর্ধমান গভীরতা ও অপরদিকে আরো লাভজনক বাজার ও কাঁচামালের উৎস সন্ধান এবং সে কারণে বিশ্বের পুনর্বণ্টন অভিলাষী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পারস্পরিক সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি—উভয়েরই অভিঘাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সূচনা। একই কারণে একদিকে নাৎসী জার্মানী, ফ্যাসিস্ত ইতালী ও জঙ্গীবাদী জাপান এবং অপরদিকে গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তিজোট সারা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ। যদিও এই দুই প্রধান শক্তিজোটের মধ্যে তীব্র সংঘাত অব্যাহত—কিন্তু উৎকট শ্রেণীবিদ্বেষে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ; কারণ তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র নির্মাণের সাফল্য ও তার ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক মর্যাদাকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজী নয়।

ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বের প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে দেবার জন্য নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসী মতলবকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চালিত করার জন্য প্রয়াসী হয় এবং তাদের আশা, এর মাধ্যমে তাদের সাংঘাতিক শত্রু জার্মানীও ঘায়েল হবে। তাদের বিশ্বাস, নাৎসীবাদই সেই ঝঞ্ঝাবাহিনী যাকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আন্তর্জাতিক—বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় বলীয়ান—নাৎসী ও জাপানী জঙ্গীবাদী শক্তি—উভয়েই এক শক্তিশালী সমরযন্ত্র গড়ে তুলল। সেই সমরযন্ত্র প্রথমে জাপান চীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করল। পরবর্তীকালে, জার্মানী অস্ট্রিয়া ও চেকো-শ্লোভাকিয়া দখল করল এবং তার পর গ্রাস করল পোল্যান্ড। তারপর নাৎসী সমরযন্ত্র তাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হল, যারা এতদিন জার্মানীতে নাৎসীবাদকে, সব রকমের মদত যুগিয়ে শক্তিশালী করেছে—অর্থাৎ, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও তাদের মিত্ররা, এখন নাৎসী সমরযন্ত্রের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এতদিন সাম্রাজ্যবাদী জার্মানী ও তার মিত্রদের আগ্রাসী নীতিকে প্রতিহত করার জন্য যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুসৃত নাৎসী তোষণ নীতি ও তাদের সঙ্গে গোপন হৃদ্যতার নীতি সোভিয়েত প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিয়েছে।

সম্প্রতি হিটলারের চূড়ান্ত গোপনীয় কাগজপত্রের পাঠোদ্ধার হবার ফলে সবাই জানতে পেরেছে যে সাধারণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশেষ করে ১৯৪১ সালের জুনে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাৎসী আক্রমণ—এ সবই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলশ্রুতি। বৈদেশিক ঋণ, আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেন প্রদত্ত কারিগরী সাহায্য ও মিউনিখ চুক্তি ছাড়া জার্মানী কখনোই এত বড় সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে পারত না—সৃষ্টি করতে পারত না এত সুসজ্জিত সমরযন্ত্র। সেক্ষেত্রে জার্মানী কখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার সাহস পেত না এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করার ঝুঁকি নিত না। পশ্চিমী শক্তি-পুঞ্জ যদি সোভিয়েত সরকারের সতর্কবাণীতে গুরুত্ব আরোপ করত এবং যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও শান্তিকামী শক্তির ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রস্তাবকে উড়িয়ে না দিত, তাহলে ফ্যাশিস্ত হামলা নিবারিত হত।

আজো কয়েকজন পশ্চিমী ঐতিহাসিক নাৎসী জার্মানী অনুসৃত আন্তর্জাতিক দস্যুবৃত্তির যুক্তি খোঁজার প্রয়াসী হন। তাঁরা এখনো সেই বস্তাপচা 'সোভিয়েত বিপদ' অর্থাৎ এক কাঁড়ি মিথ্যার বেসাতি করে চলেছেন। তাঁরা এখনো সোভিয়েতের বিরুদ্ধে গোয়েবেলসের সোভিয়েতের বিরুদ্ধে থার্ড রাইখের 'নিবারণমূলক' যুদ্ধের শঠতাপূর্ণ উক্তিতে বিশ্বাসী।

হিটলারের এসমস্ত প্রচারধর্মী মিথ্যার ফুলঝুরি স্বরূপ ইতিমধ্যে ধরা পড়ে গিয়েছে। নুরেমবার্গ আদালতের বিচার সংক্রান্ত নথিপত্রে এসব ফাঁস হয়ে গিয়েছে ভালমত। আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত প্রদত্ত রায়দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, '১৯৪১ সালের ২২শে জুন নাৎসীবাহিনী যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতিরেকে সোভিয়েত ভূমিকে যে আক্রমণ করে—তার পরিকল্পনা সুদীর্ঘ কাল আগেই রচিত।' নুরেমবার্গ আদালতের নথিপত্রের অন্তর্গত নাৎসী রেডিও ও সংবাদ বিভাগের প্রধান হান্স ফ্রিৎসের সাক্ষ্য সংক্রান্ত কাগজপত্র অন্তর্গত ; তা থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনি স্বীকার করছেন যে তাঁরা গোটা দুনিয়াকে বোঝাবার জন্য জার্মানী নয় আসলে যুদ্ধ শুরু করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নই দায়ী—এভাবে মহা সোর-গোল সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন যে তাঁদের, (নাৎসীদের সম্পাদক) জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে—এভাবে অভিযুক্ত করার আদৌ কোন ভিত্তি ছিল না।[১]

১৯৭৫ সালে ডেভিড আরভিং লিখিত 'হিটলারের যুদ্ধ' বইখানি বার্লিনে প্রকাশিত হয়। বইখানিতে ফুরারের সদর দপ্তরে অধিষ্ঠিত, জোয়াকিম্ ফন রিবেনট্রপের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ওয়ালথার হিউয়েলের রোজনামচার কয়েকটি দ্ব্যর্থহীন বর্ণনামূলক উদ্ধৃতি রয়েছে। তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে।'

'হিটলার ব্যাখ্যা করছেন···কেন তিনি কোন রকমের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়া

এমন কি সীমান্ত সংঘর্ষের অজুহাত ছাড়াই তিনি রাশিয়া আক্রমণ করলেন।' 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় কাউকে তার উদ্দেশ্য কি ছিল—এ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় না···ইতিহাসে সাফল্য ছাড়া আর সবই গৌণ···আমি ইতিহাসে বলশেভিকদের বিনাশকারী বলেই আখ্যাত হব—সীমান্ত সংঘর্ষ ঘটুক বা না ঘটুক। সবকিছুই ফলাফল দিয়ে বিচার করা হয়।' ২

যুদ্ধের প্রারম্ভকালীন ঘটনাপুঞ্জের বিচার করতে বসে, কয়েকজন পশ্চিমী এখনো ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর মধ্যে সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে থাকেন।

সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। প্রকৃতপক্ষে তখন জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে ঃ খালখিন-গোল নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ও মঙ্গোলীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধরত। পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রচিত নাৎসী জার্মানীর পরিকল্পনায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিপদ আসন্ন। পশ্চিম ও পূর্ব দুদিক থেকে আক্রমণের নাগপাশে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পিষে মারার আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি পুরোদমে ক্রিয়াশীল।

সেসময় সোভিয়েত সরকারের পক্ষে যে আর কোন রাস্তা খোলা ছিল না—একথা বিশিষ্ট পশ্চিমী রাজনৈতিক নেতারাও স্বীকার করেন। রুজভেল্ট সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব, হ্যারল্ড এল্ আইক্সের মতে তার জন্য কেবল চেম্বারলেনকেই দায়ী করা চলে। পররাষ্ট্র বিভাগের সহকারী সচিব সুমের ওয়েলস্‌ও তাঁর বিবৃতিতে একই অভিমত ব্যক্ত করেন। "জার্মান-সোভিয়েত চুক্তিতে সোভিয়েতের যে সুবিধাটুকু হয়, তার মূল্য অপরিসীম—সেটা বোঝা গেল দু-বছর পর যখন রাশিয়ার উপর শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত জার্মান আক্রমণ শুরু হল।৩ যে ইউরোপীয় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ফ্যাশিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা-প্রাচীরের মতো কাজ করত—তা যখন সোভিয়েতের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও সম্ভব হল না এবং তখনই যে সোভিয়েত সরকার নিতান্ত বাধ্য হয়ে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছেন—এই তথ্যের সমর্থনে সম্প্রতিকালে অসংখ্য দলিলপত্র বিশ্ব-জনমতের দরবারে সমুপস্থিত। ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের হেফাজতে রক্ষিত ১৯১৯-৩৯ সালের দলিলপত্রাদি জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে মস্কোয় প্রেরিত ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশনামাও রয়েছে। তার একটা অংশে রয়েছে ঃ আমাদের হাত পা বাঁধা পড়ে এ 'ধরণের কোন অঙ্গীকার করতে ব্রিটিশ সরকার অনিচ্ছুক···সুতরাং যথাসম্ভব ভাসাভাসা ধরনের সামরিক চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।"৪ সদ্য প্রকাশিত, প্রাক যুদ্ধকালীন পশ্চিমী দেশগুলির পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত অনেক বইপত্রে তার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সাম্প্রতিক দশকে, অত্যন্ত গোপনীয় অ্যাংলো-জার্মান আলোচনার সারমর্ম ফাঁস হয়ে গিয়েছে।

ও নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হবে। যুদ্ধ ও অন্যদেশের মানুষের উপর চড়াও হবার এটাই ফলশ্রুতি।' এই আবেদনের মাধ্যমে এটাও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে অনেক জার্মান জাতিদম্ভী মদগর্বিতার বিষগলাধঃকরণ করেছে এবং তারা তথা-কথিত' লেবেনস্রাম' তত্ত্বে আস্থাশীল।

১। রুশ আক্রমণের হিটলারী পরিকল্পনা

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের (১৯৪১-১৯৪৫) প্রারম্ভিক অধ্যায়কে সার্মাগ্রক নাৎসী আগ্রাসী পরিকল্পনার আলোতেই ভাল বোঝা যাবে। ফ্রান্সের পতনের পর ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকাল থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নাৎসী জার্মানী এক ছক প্রস্তুত করতে থাকে। ৫ই ডিসেম্বর হিটলার, সীমান্ত যুদ্ধের মাধ্যমে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর বেশীর ভাগকে ধ্বংস করে শীতঋতুর আবির্ভাবের পূর্বেই যুদ্ধ শেষ করার ছকটি অনুমোদন করেন। হিটলারের ধারণায় এই সামরিক অপারেশনটি সম্পন্ন করতে বড় জোর পাঁচ মাস লাগতে পারে। ১৯৪০ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তিনি ২১ নং নির্দেশনামা জারী করেন (বারবারোসা পরি-কল্পনা যা আগে অটো নামে অভিহিত—সম্পাদক)-এর মধ্যে রয়েছে সমগ্র রণক্রিয়ার ছক। পরবর্তীকালে, সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলির রণনৈতিক সমাবেশ, সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সংগঠন, যুদ্ধসম্ভার এবং ছদ্মাবরণ ও মিথ্যা সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থাদি সংক্রান্ত জার্মান হাইকমান্ড (OKW)[৭] ও ফিল্ড কম্যান্ডারদের অনুপুঙ্খ নির্দেশাবলী উপরোক্ত ছকের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

এই সমস্ত দলিলপত্রের মধ্যে ১৯৪১ সালের ৩১শে জানুয়ারীর নির্দেশনামাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেনাবাহিনীর রণনৈতিক সমাবেশ ও গতিবিধি ছিল তার প্রধান বিষয়বস্তু। ভেরমাখ্টের কর্তব্যাদি এবং তার কৌশল ও প্রকরণ প্রভৃতি এই দলিলে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

তিনটি স্তরে সার্মাগ্রক অভিযানটি পরিচালিত হবে। সীমান্তে অবস্থিত সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর মূল ইউনিটগুলিকে জার্মানরা পর্যুদস্ত করে দিয়ে, পশ্চিম দ্ভিনা ও দ্নিপার নদীর দিকে তাদের পশ্চাদপসরণের রাস্তা রুদ্ধ করে দেবে। তারপর একে একে সোভিয়েত বাল্টিক প্রজাতন্ত্রী দেশগুলি লেনিনগ্রাড, বিয়েলো-রুশিয়া এবং দ্নিপার নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী উক্রাইন (দ্নিপার নদীর পশ্চিম তীরবর্তী উক্রাইন সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের অংশাবিশেষ) দখল করে নেবে। এটা হবে ভেরমাখ্টের প্রথমস্তরে করণীয় কাজ।

দ্বিতীয় স্তরের কাজ হবে, ভেরমাখ্ট পশ্চাদপসরণরত সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে অনুসরণ করে, সোভিয়েত রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীকে নির্মূল করা এবং মস্কো ও ডনবাসকে বিধ্বস্ত করা। মস্কোর পতনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরে সার্মাগ্রক জয়ের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ঘটনা বলে বিবেচিত হয়েছিল।

অভিযানের তৃতীয় স্তরে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট ইউনিটগুলিকে

নির্মূল করে দিয়ে ভলগা-আর্চেঞ্জল লাইনের দিকে জার্মান বাহিনীর অবাধ অগ্রগতির পথ মুক্ত করে দিতে হবে। ২১নং নির্দেশনামায় বলা হয়েছে : 'অপারেশনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র ভলগা-আর্চেঞ্জল লাইন বরাবর এশিয়াটিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক প্রাচীর খাড়া করা। এভাবে প্রয়োজন হলে রুশ নিয়ন্ত্রণাধীন উরাল অঞ্চলের সর্বশেষ শিল্পাঞ্চলটিকে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে উড়িয়ে দেওয়া হবে।'[৮]

একযোগে তিনদিক থেকে আক্রমণ পরিচালিত হবে : পূর্ব প্রাশিয়া থেকে লেনিনগ্রাড অভিমুখে, ওয়ারশর পূর্বাঞ্চল থেকে মস্কোর দিকে এবং লুবিন অঞ্চল থেকে কিয়েভ ও ডনবাসের দিকে।

লুফৎভাপে (জার্মান বিমান বাহিনী), প্রতিটি রণনৈতিক ছক অনুসরণকারী হানাদার বাহিনীকে বিমানের ছত্রছায়ায় মদত যোগাবে।

নাৎসী সেনাবাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশকে (যার মধ্যে রয়েছে চারটি সাঁজোয়া বাহিনী সহ দশটি আর্মি) বাল্টিকসাগর ও কার্পেথীয় পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে নিয়োজিত করা হয়। জার্মান আক্রমণকারীরা সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র বরাবর (অর্থাৎ সোভিয়েত পশ্চিম সীমান্তের শতকরা চল্লিশভাগ) সমস্ত ডিভিসনের শতকরা ৭০ ভাগ, সমস্ত কামান ও মর্টারের শতকরা ৭৫ ভাগ এবং প্যানজার বাহিনীর শতকরা ৯০ ভাগ ও ভ্যেরমাখ্টের আওতায় যত যুদ্ধবিমান ছিল সবই সমাবেশ করা হয়।

জার্মান আর্মির প্রধান হানাদারি শক্তিকে পোলসীর (Polesye) উত্তরে সমাবেশ করা হয়। সেখান থেকে তারপর আর্মিগ্রুপ—উত্তর ও সেন্টার—আক্রমণে এগিয়ে যাবে।[৯]

ফিল্ড মার্শাল উইল হেলম্ রীটার ফন লীর পরিচালিত আর্মি গ্রুপ উত্তর—যার মধ্যে রয়েছে ১৮ নং ও ১৬ নং আর্মি এবং ৪ নং প্যানজার গ্রুপকে ক্লাইপেডা (মেমেল) এবং গোল্ডাপের মধ্যবর্তী ব্যূহ বরাবর মোতায়েন করা হয়। এই ব্যূহের মধ্যভাগেই প্রথম ৪ নং প্যানজার গ্রুপ ও টিলজিট অঞ্চল থেকে এগিয়ে এসে ১৬ নং ও ১৮ নং আর্মি অভিযান শুরু করবে। এই আক্রমণকারী সেনাবাহিনী ডোগাপিলস (দ্‌ভিন্‌স্ক), পিল্‌কভ ও লেনিনগ্রাডের দিকে এগিয়ে যাবে। তারা বাল্টিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে মোতায়েন সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করবে। এবং ফিন্ সেনাবাহিনী ও আর্মিগ্রুপ সেন্টারের চলমান ইউনিটগুলির সহায়তায় লেনিনগ্রাড ও ক্রুনস্টাড্‌ট্ দখল করে নিয়ে সোভিয়েতের বাল্টিক নৌবহরকে অকেজো করে দেবে। ২৯টি ডিভিসন নিয়ে আর্মি গ্রুপটি গঠিত—যার মধ্যে রয়েছে ৩টি প্যানজার ও ৩টি মোটরবাহী ডিভিসন, ১ নং লুফতফ্লোতে ৭৫০টি যুদ্ধ বিমানের দ্বারা মদত যোগাবে।

৯ নং ও ৪ নং স্থলসেনা আর্মি ও ২ নং ও ৩ নং প্যানজার গ্রুপ নিয়ে ফিল্ড

মার্শাল ফিডর ফন বক্ পরিচালিত আর্মি গ্রুপ সেণ্টার গঠিত। গোল্ডাপ থেকে উল্ডাওয়া বরাবর ৫00 কিঃ মিঃ দীর্ঘ রণাঙ্গন জুড়ে এই আর্মি গ্রুপ মোতায়েন। তাদের কাজ হবে বিয়েলোরুশিয়ায় মোতায়েন সোভিয়েত সেনাবাহিনী ধ্বংস করে স্মোলেনস্কের উপর আক্রমণ চালানো। রোসলাভল্-স্মোলেনস্ক-ভিটেবস্ক ব্যূহ পর্যন্ত আর্মি গ্রুপ সেণ্টার এগিয়ে যাবার পর পরিস্থিতি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে। যদি আর্মি গ্রুপ উত্তর লেনিনগ্রাড দ্রুত জয় করতে অক্ষম হয়, তাহলে আর্মিগ্রুপ সেণ্টার তাঁর প্যানজার ও মোটরবাহী ডিভিসনগুলিকে উত্তরদিকে চালান করে দেবে। যদি লীব পরিচালিত আর্মি গ্রুপ এককভাবে তার কর্তব্য সমাধা করে ফেলে, তাহলে আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের ইউনিটগুলি মস্কোর উপরে পুরোদস্তুর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আর্মিগ্রুপ সেণ্টার তার ঝঞ্ঝা বাহিনীকে মূল সেনাবাহিনীর পাশ্বর্ভাগে মোতায়েন করবে। ২ নং ও ৪ নং আর্মির সঙ্গে যুক্ত ইউনিটগুলির সঙ্গে একযোগে ব্রেস্টের পশ্চিমাঞ্চল বিচ্ছিন্ন করে দেবে। সোয়াল্কি স্যালিয়েণ্টে মোতায়েন প্রধান হানাদার বাহিনী অর্থাৎ ৩ নং প্যানজার গ্রুপ ও ৯ নং আর্মির সঙ্গে যুক্ত ইউনিটগুলি একযোগে ব্রেণ্ট ও গ্রডনো অঞ্চলের সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে মিন্স্ক পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে যাবে। নটি প্যানজার, ছটি মোটরবাহী এবং একটি ক্যাভেলরী ডিভিসন সহ মোট একান্নটি ডিভিসন নিয়ে এই আর্মি গ্রুপটি গঠিত। ২নং লুফতফ্লোতে ১৬00টি যুদ্ধ বিমানের ছত্রছায়ায় তাদের মদত যোগাবে।

ফিল্ড মার্শাল গার্ড ফন রনণ্টেডট্ পরিচালিত আর্মিগ্রুপ দক্ষিণ, ৬ নং, ১৭ নং এবং ১১ নং জার্মান স্থল সেনাবাহিনী, ১নং জার্মান প্যানজার গ্রুপ, ৩ নং ও ৪নং রুমেনীয় আর্মি ও হাঙ্গেরীয় আর্মিকোর্ নিয়ে গঠিত। এই আর্মি গ্রুপটি পোলসী থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত ব্যূহ বরাবর যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে মোতায়েন। লুবিন অঞ্চল থেকে বামপাশ্বর্বর্তী বাহিনী ঝিটমোর ও কিয়েভের দিকে লক্ষ্য করে প্রধান আঘাত হানবে। তাদের কাজ হবে উক্রাইনের পশ্চিমাঞ্চলীয় সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করা এবং দ্নিপার অতিক্রম করে কিয়েভ দখল করে নদীর পূর্ব তীরবর্তী আক্রমণ জারী রাখা। প্রথম প্যানজারের লক্ষ্য হবে কিয়েভ অঞ্চল থেকে দ্নিপারের দক্ষিণ তীরে আক্রমণ হেনে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তাদের কাজ হবে দক্ষিণ তীরবর্তী উক্রাইন অঞ্চল থেকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী নদী অতিক্রম করে পিছু হটতে না পারে এবং এই প্রচেষ্টা নিবারণ করে তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে হবে।

১১ নং জার্মান, ৩ নং ও ৪ নং রুমেনীয় আর্মি নিয়ে গঠিত দক্ষিণ পাশ্বর্বর্তী সেনাদলের উপর, সোভিয়েত-রুমেনীয় সীমানায় সোভিয়েত সেনাদলকে অচল করে রাখা ও আক্রমণ চালিয়ে ভিন্নিস্তার দিকে এগিয়ে যাবার দায়িত্ব ন্যস্ত হল।

আর্মি গ্রুপ দক্ষিণ ৬৩·৫টি ডিভিসন নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে ৫টি প্যানজার ও ৪টি মোটরবাহী ডিভিসনসহ ৪৪টি জার্মান ডিভিসন। এই আর্মি গ্রুপকে সহায়তা করার জন্য ৪ নং লুফতফ্লোতের ১০০০টি বিমান এবং রুমেনীয় ও হাঙ্গেরীয় বিমানবাহিনীর ৬৫০টিরও বেশি যুদ্ধ বিমান নিযুক্ত করা হয়।

চারটি জার্মান ও দুটি ফিন ডিভিসন মিলিয়ে মোট ছ ডিভিসন সৈন্যের একটি স্বতন্ত্র নরওয়ে আর্মি গঠিত হয়। নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলে এই আর্মিটিকে জার্মান হাইকম্যাণ্ডের (OKW) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে মোতায়েন রাখা হয়। এই আর্মিটির কাজ হবে কোলা উপদ্বীপে অবস্থিত সোভিয়েত সেনা দলকে ধ্বংস করে মুরমানস্ক্. পলিয়ার্নি ও কান্দালাক্শা অধিকার করা।

কারেলীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব ফিন আর্মিকে ফিনল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে মোতায়েন রাখা হয়। একটি জার্মান ডিভিসন সহ পনেরটি পদাতিক ডিভিসন, একটি ক্যাভেলরী ও দুটি পদাতিক ব্রিগেড নিয়ে বাহিনীটি গঠিত। যখন আর্মিগ্রুপ উত্তর লুগা নদীর নিকটবর্তী হবে—তখন ফিন সেনাবাহিনী কারেলীয় যোজকের উপর আক্রমণ চালিয়ে, জার্মান বাহিনীর সঙ্গে লেনিনগ্রাডের নিকটবর্তী স্ভীর নদীর তীরে মিলিত হবে। ৫নং লুফতফ্লোতের ২৪০টি বিমান ও ফিন বিমান বাহিনীর ৩১৭টি বিমান এই সেনাবাহিনীকে সহায়তা করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার ছকে অবশ্যকরণীয় শর্ত হচ্ছে: 'দ্রুততম বেগে তড়িৎ আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে হবে···।'[১০] সুতরাং নাৎসী কম্যাণ্ড প্রারম্ভিক অপারেশনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মোট ১৯০টি ডিভিসনের মধ্যে প্রথম দফা আক্রমণের সময় ১৬৬টি ডিভিসন সৈন্যকে যুদ্ধে নিয়োজিত করেন। বাকী ২৪ ডিভিসন সৈন্য অর্থাৎ শতকরা ১৩ ভাগকে রিজার্ভে রাখা হয় দরকার হলে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আর্মিগ্রুপগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের পাঠান হতে পারে।

তাঁর ঝটিকা আক্রমণ তত্ত্বে পুরোপুরি আস্থাশীল হয়েই হিটলার ২১ নং নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করেন। তাঁর ধারণায় ঝটিকা আক্রমণ পদ্ধতিতে সাফল্য অনিবার্য এবং ১৫ই অগাস্টের মধ্যে মস্কোর পতন ঘটবে ও ১লা অক্টোবরের মধ্যে গোটা যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।

তাঁর নির্দেশনামায় রয়েছে: 'ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ভ্যেরমাখ্‌টকে সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করার প্রস্তুতি নিতে হবে···প্যানজার বাহিনীর দুর্বার আক্রমণের দ্বারা রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের গভীরে প্রবেশ করে রুশবাহিনীর বড় অংশকে খতম করে দিতে হবে। অক্ষত ও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত অবস্থায় রুশবাহিনী যাতে রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পিছু হটে যেতে না পারে সেটা দেখতে হবে।'[১১]

নাৎসী নেতাদের ছক যে আগাগোড়াই দুঃসাহসিক—সেটা সহজেই বোধগম্য। তারা নাৎসী জার্মানী ও তার তাঁবেদারদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে বড় বাড়িয়ে দেখেছে। তারি সঙ্গে সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার শক্তি ও চরিত্র সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। তারা গোড়া থেকেই এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সামর্থ্যকে আদৌ হিসাবের মধ্যে আনেনি। তারা, এই নবীন সমাজতন্ত্রী আদর্শ, সোভিয়েত সমাজের নৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য এবং সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অচ্ছেদ্য মৈত্রীবন্ধনকে নিতান্তই লঘু করে দেখেছে।

থার্ড রাইখের পাণ্ডাদের বাসনা একবার সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজিত হোক, তারপর একের পর এক ব্রিটিশ উপনিবেশ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলি, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষকে সহজেই গ্রাস করা যাবে। তারা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকা আক্রমণের ছকও তৈরী করেছিল অর্থাৎ এক কথায় গোটা পৃথিবীকে তারা পদদলিত করতে চেয়েছিল।

শুধু সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস নয়, নাৎসী জার্মানীর সমর পরিকল্পনায় ঐ দেশের মানুষদেরও নির্মূল এবং দাসে পরিণত করার উদ্দেশ্য নিহিত। চীফ্ অব স্টাফদের এক সভায় হিটলার খোলাখুলি সিনিকের মত বলেন, শুধু রুশ সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করা ও লেনিনগ্রাড, মস্কো এবং ককেশাস জয়ই যথেষ্ট নয়। তিনি মানচিত্র থেকে ঐ প্রদেশকে মুছে দিতে এবং ঐ দেশের মানুষকে শেষ করে দিতে চান।

সোভিয়েত ইউনিয়নের যে দ্রুত পতন ঘটতে যাচ্ছে এ বিষয়ে যেন ফুরারের তল্পিবাহকদের মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। জার্মান হাইকম্যাণ্ড (OKW)-এর অন্যতম স্তম্ভ জেনারেল আলফ্রেড জোড্‌ল, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কৃতঘ্ন আক্রমণ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে জোরের সঙ্গে বলেন, আক্রমণের তিন সপ্তাহের মধ্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে।

পশ্চিমী দেশগুলির শাসক গোষ্ঠীরা, সোভিয়েত বিরোধিতায় এতখানি অন্ধ যে, তাঁরাও নাৎসী জোটের আক্রমণাত্মক ক্ষতির পুরো ছকটির অন্তর্নিহিত বিপদ সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারেন নি।

যুদ্ধের প্রাক্কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব ইউরোপ ভ্রমণ করে তাঁর বই, 'দা টাইম ফর ডিসিশান'-এ (হার্পার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স পাব্লিশার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৪) লেখেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রত্যেকটি পশ্চিমী দেশগুলির ধনপতি ও ব্যবসায়ী মহলের যুদ্ধপূর্বকালীন দিনগুলিতে নিশ্চিত ধারণা জন্মেছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নাৎসী জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ ঘটবে এবং তাতে তাদের বেশ ভালই হবে। তারা নিশ্চিন্ত যে রাশিয়ার পরাজয় অনিবার্য এবং তারি সাথে সাম্যবাদও খতম হয়ে যাবে।

২। শৌর্যমণ্ডিত সূচনা

বিশ্বাসঘাতকতা করে অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করার সময় হিটলার ও তাঁর জেনারেলদের হিসাবের মধ্যে ছিল যে শান্তিপ্রিয় দেশ যেহেতু আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করতে অভ্যস্ত নয়, সুতরাং সেই দেশ কখনো সুশিক্ষিত আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধ চালাতে পারবে না। থার্ড রাইখের রাজনৈতিক নেতাদের অস্থিমজ্জায় যে এই ধারণা আমূল প্রবিষ্ট হয়েছিল শুধু তা নয়, নাৎসী বাহিনীর গোটা অফিসার মহলেও এই ধারণা গেঁথে গিয়েছিল। এই ধারণা সৃষ্টির মূলে শুধু গোয়েবেলসের প্রচার যন্ত্রের একমুখীনতাই নয়, এই ধারণার উৎসভূমি হচ্ছে ঐতিহ্য সম্পৃক্ত জার্মান সমরবাদ। ভেরমাখ্‌ট এ যাবৎ যতগুলি যুদ্ধ করেছে, সব সময়ই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার পাশাপাশি শত্রুর শক্তিহীনতা সম্পর্কে তারা অকুণ্ঠ বিশ্বাস পোষণ করে এসেছে।

এ বিষয়ে ১৯৪১ সালের ৯ই মে ৪ নং আর্মি সদর দপ্তরের অফিসারদের উদ্দেশে কর্ণেল গানথার ব্লুমেনরিট্ (পরবর্তীকালে জেনারেল) প্রদত্ত বক্তৃতাটি একটি চমকের উদাহরণ: 'যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রশস্ত্র সব দিক দিয়েই আমাদের সৈন্যেরা রুশদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—আমাদের সেনানীমণ্ডলী, সংগঠন ও ক্ষিপ্রতার কথা তো ছেড়েই দিলাম। আমাদের শুধু প্রথম আট থেকে চোদ্দদিন ভয়ংকর লড়াই লড়তে হবে; সাফল্য তখন অনিবার্যভাবেই আসবে এবং আমরা তখন জয়লাভ করবো—যেমন সর্বদাই আমরা তা করেছি। ভেরমাখ্‌টের অপরাজেয়তার কথা যেন কখনো না ভুলি। এটা রুশদের বেলায় বিশেষভাবে কার্যকর হবে—কারণ তারা আক্রমণ করতে অভ্যস্ত নয়।"[১২]

যুদ্ধের গোড়াকার মাসগুলোতে সোভিয়েত বাহিনীকে যেটুকু বিপত্তি ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, যার আলোচনা বিশদভাবে করা যাবে তার কারণ শত্রু সোভিয়েত বাহিনীর জন্য প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল।

জল স্থল অন্তরীক্ষ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর যে আকস্মিক আঘাত হানা হয় তা শুধু অপ্রত্যাশিত ও মারাত্মক নয়, আরো কিছু। শত্রু সাময়িকভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে গেল, কারণ সে শান্তিপ্রিয় সোভিয়েত রাষ্ট্রকে অতর্কিতে চেপে ধরেছে—যার শিল্প, কৃষি, সেনাবাহিনী—কিছুই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত নয়। সুকঠিন প্রতিরক্ষার লড়াই করতে করতে সেনাসমাবেশের ব্যবস্থাদি করতে হয়েছে।

যখন যুদ্ধ শুরু হয়, পশ্চিম সীমান্তের সামরিক জেলাগুলিতে (লেনিনগ্রাড, বাল্টিক, পশ্চিমী অঞ্চল, কিয়েভ ও ওডেসা) মোতায়েন সোভিয়েত সেনাবাহিনী ২৬ লক্ষ ৮০ হাজার অফিসার ও সৈন্য, ৩৭ হাজার ৫শ কামান এবং মর্টার, ১৪৭৫টি যুদ্ধোপযোগী ট্যাঙ্ক ও ১৫৪০টি নতুন ধরনের যুদ্ধবিমান নিয়ে গঠিত। তাছাড়া

সেকেলে হাল্কা ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধবিমানও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ছিল ; কিন্তু তাদের কার্যক্ষমতার আয়ু নিতান্তই সীমাবদ্ধ। উত্তর বাল্টিক ও কৃষ্ণসাগরে মোট তিনটি নৌবহরের মোটশক্তি ১৮২টি উন্নত ধরনের যুদ্ধজাহাজ। তারমধ্যে রয়েছে তিনটি ব্যাটেলশিপ, সাতটি ক্রুজার, পঁয়তাল্লিশটি ডেস্ট্রয়ার ও টর্পেডোবোট এবং একশ সাতাশটি সাবমেরিন। সীমান্তবর্তী সামরিক জেলা ও নৌবহরে অবস্থানরত সশস্ত্র বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা ২৯ লক্ষ।

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কার্যকর শক্তি কিন্তু এক লক্ষের বেশি নয় এবং তাদেরই উপর সরাসরিভাবে সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত।

সুতরাং যুদ্ধোপযোগী সামর্থ্যের বিচারে সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনীর রণনৈতিক অগ্রভাগের শক্তি, সোভিয়েত সীমান্তে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নাৎসী জার্মানী ও তার তাঁবেদারদের তুলনায় অনেকখানি পরিমাণে হীনবল।

নাৎসী হাইকম্যাণ্ড তার আর্মির পুরোভাগে ১০৩ ডিভিসন সেনা সমাবেশ করেছেন—যার মধ্যে রয়েছে বারটি প্যানজার ডিভিসন। অপরপক্ষে সোভিয়েত বাহিনীর পুরোভাগে রয়েছে ৫৪টি রাইফেলধারী ও ২টি ক্যাভেলরী ডিভিসন। অর্থাৎ শত্রুর সংখ্যাধিক্যের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ২ : ১। অধিকন্তু নাৎসীদের যে শুধু জনবল ও রণসম্ভারের সংখ্যাধিক্য ছিল তা নয়, তাদের গতিশীলতা ও সমন্বয় সাধনের সামর্থ্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর তুলনায় অনেক বেশী ছিল। আবার শত্রু যখন আক্রমণ হানতে থাকে তখন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক সৈন্যের ঘনসন্নিবেশ ঘটায় যাতে সংখ্যার অনুপাতে সোভিয়েতের তুলনায় শত্রু আরো বলীয়ান হতে পারে।

বাল্টিক, পশ্চিমী অঞ্চল, কিয়েভ ও ওডেসা প্রভৃতি সামরিক জেলায় যে সমস্ত প্রতিরক্ষা অঞ্চল গড়ে তোলা হয়—তাদের দৈর্ঘ্য গড়পড়তা ৫০ কিঃ মিঃ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের প্রতিরক্ষা নির্ভর করছিল সরাসরিভাবে মাত্র এক রেজিমেণ্ট সৈন্যের উপর। কারণ আসল বাহিনী সীমান্ত থেকে কয়েকডজন কিঃ মিঃ দূরে আরো ভিতরে সামরিক ছাউনিতে অবস্থানরত। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জার্মানীর 'নিবারণ মূলক' অভিযান সংক্রান্ত নাৎসী প্রচার (যা একদল এখনো বিশ্বাস করে) কতখানি ভিত্তিহীন।'

সুতরাং যেহেতু আগে থেকেই হানাদার বাহিনীর অধিকতর বলীয়ান সেনাদলকে প্রতিহত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নিয়মিত সেনাদলের সময়োপযোগী সমাবেশ ঘটাতে পারেনি। অতএব অত্যন্ত অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে এমন কি সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে শত্রুর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধে নামতে হয়।

এই পর্বের যুদ্ধের ইতিবৃত্ত শুধু নাটকীয় নয়—তা শৌর্যমণ্ডিতও বটে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, বহুদিন ধরে যে

ভাবে মরিয়া প্রতিরক্ষার যুদ্ধ চালিয়েছে সীমান্তে অবস্থিত দুর্গগুলি, সামুদ্রিক বন্দর ও বিচ্ছিন্ন দ্বীপে অবস্থিত সোভিয়েত যোদ্ধারা এবং সামগ্রিক প্রতিকূল পটভূমিকায় সোভিয়েত সেনাবাহিনী যে ধরনের পাল্টা আক্রমণ ও প্রতি-আঘাত হেনেছে তার মনোহারিত্বে এবং ব্যাপ্তিতে এক কথায় অসাধারণ শৌর্যমণ্ডিত।

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বের ঘটনা পরিক্রমা এবার দেখা যাক্।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন অত্যন্ত প্রত্যুষে যুদ্ধ ঘোষণা না করেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিনা প্ররোচনায় যুদ্ধ শুরু করে। পশ্চিমাঞ্চলীয় সামরিক জেলাগুলি, সীমান্তের শহর, যোগাযোগ কেন্দ্র, বিমানঘাঁটি ও নৌঘাঁটি সমূহে অবস্থানকারী সোভিয়েত বাহিনীর উপর এক অতিকায় হাতুড়ির অত্যন্ত শক্তিশালী আঘাত তড়িৎবেগে নেমে আসে। লুফৎভাপের বিমান থেকে বোমাবর্ষণ ও দূর পাল্লার কামানের গোলাবর্ষণের প্রচণ্ড আঘাতে সীমান্তের পশ্চাদ্‌বর্তী বাহিনীর এক বিরাট অংশ বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী সময়মত পরিকল্পনা মাফিক তার মজুত সেনাদলকে সীমান্তে সমাবেশ করতে পারেনি ; কাজেই তাকে শত্রুর সঙ্গে অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। বিশেষ করে সোভিয়েত বিমান বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি হয়। যুদ্ধ শুরু হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে ১২০০ সোভিয়েত বিমান ধ্বংস হয় তার মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলীয় সামরিক জেলাতেই নষ্ট হয় ৭৩৮টি বিমান। তার ফলে আকাশে লুফৎভাপের তাৎক্ষণিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ ও দূরপাল্লার কামান থেকে গোলাবর্ষণের জোরদার মদতপুষ্ট নাৎসী ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহী পদাতিক বাহিনী জলপ্রপাতের মতো সোভিয়েত ব্যূহ বিদীর্ণ করে রুশ ভূমিতে ঢুকে পড়ে। অতি শীঘ্রই পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রন্টে অবস্থিত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর গোলাগুলির ডিপোগুলি খোয়া যায় যেখানে সেগুলি প্রচুর পরিমাণে মজুত করা হয়েছিল। তাছাড়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার আগেই বহু সোভিয়েত ট্যাঙ্ক ও কামান নাৎসীদের দখলে চলে যায়। ফলে শক্তিসাম্য নাৎসীদের অনুকূলে আরো হেলে পড়ে।

এত কঠিন পরিস্থিতি এত অসমশক্তিসাম্য—তবুও প্রতি ইঞ্চি জমি রক্ষার জন্য সোভিয়েত সেনা সাহসের সঙ্গে গোঁয়ারের মতো লড়তে থাকে।

যুদ্ধের তৃতীয় দিনে, জার্মান সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফের প্রধান জেনারেল ফ্রান্‌ঝ হালডের তাঁর যুদ্ধের ডায়েরীতে লিখছেন : 'রুশরা পিছু হটার কথা চিন্তা করছে না। বরঞ্চ উল্টে তারা অগ্রসরমান জার্মান বাহিনীকে ঠেকাবার জন্য তাদের সামর্থ্য উজাড় করে দিচ্ছে……।[১৩]

শত্রুর আক্রমণের প্রথম জোরালো ধাক্কাটার মোকাবিলা যাদের করতে হয়েছিল, সেই সোভিয়েত সীমান্তরক্ষী ইউনিটগুলি—তারা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে লড়াই চালায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভ্লাডিমির ভোলিন্‌স্কি অঞ্চলে অবস্থিত ১৩ নং সীমান্ত

ঘাঁটি লেফ্‌টেনেণ্ট এ লোপাটিনের নেতৃত্বে পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও, এগার দিন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে।

নাৎসী বাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বিমান যুদ্ধ ভয়ংকর আকারে চলতে থাকে। সোভিয়েত বিমান চালকরা অসম্ভব সাহসের পরিচয় দিতে থাকে সে। গোলাগুলি ফুরিয়ে গেলে, তারা নিজেদের বিমান নিয়ে শত্রু বিমানের উপর সরাসরি আঘাত হানতে থাকে।

বোমারু বিমানের ক্যাপ্টেন নিকোলাই গাস্টেল্লো ও তাঁর সতীর্থদের অতুলনীয় সাহসের ইতিবৃত্ত এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেনাপতি ও বিমানের অন্যান্য কর্মীরা কেউ প্যারাসুটের সাহায্যে নিরাপদে অবতরণ করলেন না। শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত ঘৃণা উজাড় করে দিয়ে তাঁরা জ্বলন্ত বিমান সুদ্ধ নাৎসী সৈন্য ও ট্যাঙ্ক সমাবেশের উপর মরণ ঝাঁপ দিলেন।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে সোভিয়েত বিমান বাহিনী যে শুধু লুফৎভাপের সঙ্গে আকাশ যুদ্ধে রত ছিল তা নয়—তারা সুযোগ মত শত্রুর বিমান ঘাঁটি এবং সামরিক উপকরণ শিল্পের লক্ষ্যবস্তুর উপরও আঘাত হানতে কসুর করেনি। ২২শে থেকে ৩০শে জুনের মধ্যে নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডের যে সব বিমান ঘাঁটিতে ৫ নং লুফতফ্লোতের ও ফিনল্যাণ্ডের বিমানগুলি অবস্থান করছিল, সে সব লক্ষ্য-বস্তুর উপর সোভিয়েত বিমানহানা বেশ কার্যকর হয়েছিল। ২৩শে জুন থেকে সোভিয়েত দূরপাল্লার বোমারু ও নৌবাহিনীর বিমানবহর, কোনিগসবাগ ও ডানজিগে অবস্থিত সমরোপকরণ শিল্প এবং বুখারেস্ট ও প্লোয়েস্তির তৈল-শোধনাগারে নিয়মিত নৈশ আক্রমণ চালাতে থাকে।

যুদ্ধের প্রথম আঠার দিনের মধ্যে সোভিয়েত বিমান চালকরা শত্রুর ৮৩৮টি যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করে।

যুদ্ধের একদম গোড়া থেকেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বড় আকারের পাল্টা আক্রমণ চালায়। উত্তর-পশ্চিম ফ্রণ্টে জেনারেল ভি আই মরোঝভের পরিচালনায় ৮ নং আর্মি এবং জেনারেল পি. পি সাব্রেনিকভের নেতৃত্বাধীন ১১ নং আর্মি এ ধরনের প্রতি-আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। সুয়োল্কির নিকটে পশ্চিম ফ্রণ্টে ৩ নং আর্মির একটি যান্ত্রিক কোর একটি প্রতি আক্রমণ সংসাধিত করে। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের সেনানায়ক যে পাল্টা আক্রমণ সংগঠিত করেন—তাতে অংশ নেয় ছটি যান্ত্রিক ও তিনটি রাইফেল-ধারী কোর।

এ ধরনের পাল্টা আক্রমণ যদিও এখানে ওখানে অসংলগ্নভাবে চলতে থাকে—যেহেতু সোভিয়েত GHQ[১৪] সমভাবে যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে পাল্টা আক্রমণে রত বাহিনীগুলিকে এক বজ্রমুষ্টির মতো সংহত করে তুলতে পারেনি—তবুও যতটুকু ফলপ্রসু হয়েছে—তারও গুরুত্ব কম নয়। অনেকগুলো ঘাঁটিতে শত্রুর

আক্রমণকে সাময়িকভাবে রুখে দেয়া সম্ভব হয়েছে—শত্রু হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে হতভম্ব হয়েছে এবং প্রায় পরাজয় স্বীকার করেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে সোভিয়েত সেনাবাহিনী যে পাল্টা আক্রমণ হানে তার ফলাফল শত্রুর উপর জোরালোভাবে অনুভূত হয়। ঐ ফ্রণ্টে ২৬শে জুন থেকে ২৯শে জুনের মধ্যে, লুটস্ক, দুবনো এবং ব্রডি অঞ্চলে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ের বৃহত্তম মুখোমুখি ট্যাঙ্ক যুদ্ধ সংসাধিত হয়। সোভিয়েত যান্ত্রিক বাহিনী শত্রুর আর্মিগ্রুপ দক্ষিণের ইউনিটগুলির উপর হামলা চালিয়ে প্রভূত ক্ষতি সাধন করে, ফলে গোটা এক সপ্তাহের জন্য শত্রুর অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়। সুভোভ স্যালিয়েণ্টে অবস্থানকারী দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের মূলবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করা ও তড়িৎ আক্রমণ চালিয়ে কিয়েভের দিকে এগিয়ে যাওয়ার শত্রুর এই ছকটি একদম বানচাল হয়ে যায়।

আবার জেনারেল হালডেয়ের ডায়েরীর প্রসঙ্গে আসা যাক্। ২৯শে জুন তিনি লিখছেন: রুশদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে আমাদের আবার সামরিক প্রথা মেনে বিধিসম্মত যুদ্ধ করতে হচ্ছে। পোল্যাণ্ডে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের সময় আমরা এসবের তোয়াক্কা করিনি। এখানে এসব খাটছে না।[১৫]

সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত সেনাবাহিনী অত্যন্ত সক্রিয় ও অবিচলিত ভাবে প্রতিরক্ষার যুদ্ধ চালিয়েছে—যদিও আকাশ যুদ্ধে শত্রুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত এবং তার সাঁজোয়াবাহিনী সোভিয়েত ব্যূহের পার্শ্বভাগ ও পশ্চাদভাগের অনেক গভীরে প্রবেশ করার ফলে রণনৈতিক ফ্রণ্টে সৃষ্টি হয়েছে গভীর ফাটল। সোভিয়েত সেনাবাহিনী কেবল আত্মরক্ষামূলক লড়াই করেনি; সুযোগ মতো তারা পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে—প্রত্যাঘাত করেছে। পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও তারা প্রবলভাবে যুদ্ধ করে বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে এবং শত্রু ব্যূহের পিছনেও বীরের মতো প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছে। ফ্রণ্ট লাইনের ১০০ থেকে ১৫০ কিঃ মিঃ পিছনেও শত্রুর বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরক্ষার যুদ্ধ চালিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বহুসংখ্যক শত্রু সেনাকে অচল করে রেখেছে। তার ফলে তারা শত্রুর আগুয়ান মূলবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে পারেনি।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ের ইতিবৃত্ত—ব্রেস্ট দুর্গমালার প্রতিরক্ষা বাহিনীর শৌর্যমণ্ডিত প্রতিরোধ কাহিনী এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সেখানে অস্ট্রিয় সেনাদের নিয়ে গঠিত ৪৫ নং পদাতিক ডিভিসনের সেরা সেনাদলকে অচল করে দেওয়া হয়। এই সেনাদল যারা ওয়ারশ ও প্যারিস জয় করেছে এবং যারা শহর জয় করে বিজয় মিছিলে মার্চ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল—তাদের অবস্থা এত কাহিল করে ফেলা হয় যে—রণাঙ্গন থেকে তাদের পুনর্গঠনের জন্য পিছনে সরিয়ে ফেলতে হয়। ব্রেস্ট দুর্গের প্রতিরক্ষাবাহিনী চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়েও; রেজিমেণ্টের কমিশনার হ'য়ে, এম. ফোমিন, মেজর পি. এম. গ্যাব্রিলভ

এবং ক্যাপ্টেন আই. এন ঝুবাচভের পরিচালনায় শত্রু সেনাদের এক মাসেরও বেশি সময় ঠেকিয়ে রাখে। সেই দুর্গের দেয়ালে সেই বীর যোদ্ধাদের উৎকীর্ণ লিপি এখনো রয়েছে। তাঁরা লিখেছেন: 'আমরা এখন পাঁচজন: সেডভ, গ্রুডভ, বোগোলিউব, মিখাইলভ এবং সেলিভানভ। আমরা ১৯৪১ সালের ২২শে জুন, ৩টে ১৫ মিনিটে প্রথম যুদ্ধ শুরু করি। আমরা বরঞ্চ মরব, কিন্তু এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়ব না।' আর একটি লিপি: 'মরছি কিন্তু আত্মসমর্পণ করব না। বিদায় মাতৃভূমি।" (২০ জুলাই ১৯৪১)।

নাৎসী ট্যাংক বহর স্মোলেনস্কের দিকে এগিয়ে আসছে—কিন্তু যারা তখনো জীবিত, তারা মৃত্যুহীন লড়াই শুরু করে দিল। দুর্গ রক্ষার যুদ্ধ করার মাধ্যমে তারা শত্রুর এক বড় সেনাদলকে অনড় করে রাখল। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অনমনীয় দৃঢ়তা ও সাহসের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল ব্রেস্ট দুর্গ এবং সঙ্গত কারণেই যুদ্ধশেষে তাকে বীরদুর্গের আখ্যায় ভূষিত করা হয়।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর অবস্থিত রাভা-রুশকায়া, পেরে-মিইশল ও অন্যান্য সুরক্ষিত অঞ্চলের দুর্গ রক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা অনুপম বীরত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালায়।

২৯শে জুন, নাৎসী জেনারেল ফ্রান্‌ৎস হালডের তাঁর যুদ্ধের ডায়েরীতে লেখেন: ফ্রন্ট থেকে যে সব খবর আসছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সর্বত্র রুশরা শেষ মানুষটি পর্যন্ত লড়ছে এবং তারা প্রায় কেউই আত্মসমর্পণ করছে না।[৬] ফিল্ড-মার্শাল অ্যাওযাল্ড ফন ক্লীষ্টও পরবর্তীকালে মন্তব্য করেন যে গোড়া থেকেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রথম শ্রেণীর সৈন্যদের নিয়ে গঠিত এবং তারা অতুলনীয় সাহস ও দার্ঢ্যের সঙ্গে লড়েছে। তাদের সহ্যশক্তিও অসাধারণ।

শত্রুপক্ষ সোভিয়েত নৌবহরের তরফ থেকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। সোভিয়েত নৌবাহিনী, পলিয়ার্নি, ক্রনস্টাড্‌ট এবং সিবাস্তোপোলের উপর লুফৎ-ভাপের প্রথম পর্যায়ের সবকটি হামলাকে প্রতিহত করে। শত্রু সোভিয়েত নৌবাহিনীর বিশেষ কিছু ক্ষতি সাধন করতে পারেনি।

যুদ্ধের শুরু থেকেই সোভিয়েত সেনা ও নৌবাহিনীর নিঃস্বার্থ লড়াই দেখে, মদগর্বী জার্মান জেনারেলদের অহমিকা কিছুটা খর্ব হয়। তাঁরা সোভিয়েত বাল্টিক প্রজাতন্ত্রী দেশগুলি, বিয়েলোরুশিয়া এবং উক্রাইনের ভিতর দিয়ে অনায়াসে বিজয়রথ ছুটানো যাবে বলে মনে করেছিলেন। সোভিয়েত GHQ ও রিজার্ভ বাহিনী গড়ে তুলে ফ্রন্টে আনা ও শিল্প এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস সাধনের সময় পেয়ে গেলেন।

সুতরাং যুদ্ধের প্রথম দিনগুলির ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একদিকে আক্রমণকারী নিজের সৈন্যবাহিনীর শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করেছে এবং অপরপক্ষে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ক্ষমতা, সোভিয়েত সেনা-

বাহিনীর শক্তি ও সামর্থ্য এবং সোভিয়েত সৈনিকের ধৈর্য ও একটানা লড়াই করার ক্ষমতা সম্বন্ধে তার হিসাবে গুরুতর ভুল হয়েছে।

ভ্যেরমাখ্‌ট কম্যাণ্ড একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে পূর্ব রণাঙ্গনে তাদের যে জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে—সে ধরনের অভিজ্ঞতা পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধ করার সময় তাদের কখনো হয়নি। যুদ্ধশেষে নাৎসী জেনারেল বুট্‌লার সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন যে যুদ্ধের গোড়ার দিনগুলিতে সোভিয়েত সেনা-বাহিনী যে ধরনের অনমনীয় প্রতিরোধ চালায়, তার ফলে পোল্যাণ্ড ও পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধে জার্মান বাহিনীর যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল—সেই অনুপাতে জার্মান বাহিনীর অনেক বেশি লোক লস্কর ও সমরোপকরণ খোয়া গিয়েছে রুশ রণাঙ্গনে। ক্রমশঃ এটা নাৎসী হাইকম্যাণ্ডের কাছে একদম স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, এতদিন পর্যন্ত ঝটিকা অভিযান চালিয়ে তাঁদের যা অভিজ্ঞতা হয়েছে—তার সঙ্গে রুশদের সংগ্রামী মনোবল ও যুদ্ধপদ্ধতির আদৌ কোন মিল নেই।

তবুও রণাঙ্গনের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক রয়ে গেল। সীমান্ত অঞ্চলে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা এবং অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতি আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েত হাইকম্যাণ্ডের রণনৈতিক উদ্যোগ ছিনিয়ে নেবার প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়নি। পশ্চিম ফ্রণ্টের বিয়ালিস্টক্ স্যালিয়েণ্টে, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে শত্রুর ৩ নং ও ২ নং প্যানজার গ্রুপ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ে এবং ২৮শে জুন তারা মিনস্কের কাছাকাছি গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়।

দশদিন-দশরাত সোভিয়েত সেনারা বীরের মতো যুদ্ধ করে আবেষ্টনী ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। তার ফলে ৮ই জুলাই পর্যন্ত নাৎসীরা আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের প্রধান স্থলবাহিনী এবং প্যানজার ইউনিটের একটা বড় অংশকে মিন্সকের কাছাকাছি ও পশ্চিমাঞ্চলে মোতায়েন রাখতে বাধ্য হয়। তার ফলে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের পক্ষে পশ্চিমাঞ্চলের রণনৈতিক ফ্রণ্টের পুনর্বিন্যাস সাধনের সমস্যাকে সমাধান করা সহজতর হয়। তাঁরা এই কাজের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। একাজটি সম্পন্ন করার জন্য GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের সৈন্যবাহিনীকে রক্ষণাত্মক অথচ সক্রিয় যুদ্ধ কৌশলের মাধ্যমে শত্রুর অগ্রগতি প্রতিহত করার আদেশ দেন। তার ফলে রণনৈতিক পাল্টা আক্রমণ শুরু করার জন্য রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনী গড়ে তোলার সময় পাওয়া যাবে।

GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড তাছাড়া, গৃহযুদ্ধ (১৯১৮-২০) পর্বের শ্রুত-কীর্তি নায়ক, সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল এস. এম. বুদিয়ানিকেকে, চারটি আর্মি নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে রিজার্ভ গ্রুপ করে তোলা এবং ২৮শে জুনের মধ্যে, ক্রাশলাভা-পোলোটস্‌ক, সুরক্ষিত অঞ্চল—ভিটেবস্ক—ওর্শা—লয়েভ বরাবর দ্নিপার নদী, এই লাইনের পিছনে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। তাঁকে

দেখতে হবে যাতে শত্রু এই ব্যূহ ভেদ করে মস্কোর দিকে এগিয়ে যেতে না পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত ১৬ নং আর্মিকেও তাঁর নেতৃত্বাধীন আনা হয় এবং এই আর্মিকে স্মোলেনস্কের কাছাকাছি মোতায়েন করা হয়।

২৮শে জুন সোভিয়েত GHQ-র আর একটি আদেশের মারফৎ, বেলি-উল্‌ভিয়াটাই পর্যন্ত দ্নিপার নদী ইয়েলনায়া-দেসনা নদী লাইনের ব্যূহকে প্রাণপণ শক্তিতে রক্ষা করার জন্য আরো তেরটি রাইফেলধারী, ছটি ট্যাঙ্ক ও তিনটি মোটরবাহী ডিভিসনকে পশ্চিমদিকে পাঠিয়ে দেন। GHQ রিজার্ভ আর্মি গ্রুপের সেনানায়কদের বিশেষ করে স্মোলেনস্কি-ভিয়াজমা রক্ষা ব্যবস্থার কাজে সহায়তা করার নির্দেশ দেন।

উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টের সেনানায়ককে প্সকোভওঁ অস্টোভ, নভোরঝেভ অঞ্চলে রিজার্ভ বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়ে লেনিনগ্রাড মুখীন রক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার আদেশ দেয়া হল।

GHQ দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গনের রক্ষণ ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করার জন্য আদেশ দিলেন যে ৯ই জুলাইয়ের মধ্যে যেন দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম ফ্রন্টের সেনাদলকে ধাপে ধাপে পূর্ব নির্মিত সুরক্ষিত অঞ্চলে সরিয়ে এনে নতুন করে এক শক্তিশালী রক্ষণ ব্যূহ গড়ে তোলা হয়।

সোভিয়েত রণনৈতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যে সব ফাটল দেখা দিয়েছিল, সে সব ভরাট করে নতুন রণনৈতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, GHQ সুপ্রীম কম্যান্ড প্রেরিত এ সমস্ত নির্দেশের গুরুত্ব অপরিসীম।

যুদ্ধের শুরু থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর এক বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং তা ১৯৪১ সালের ২৯শে জুন এক নির্দেশ নামার আকারে প্রচারিত হয়। তাতে পার্টি, সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হয় যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে সমস্ত শক্তি ও সম্পদকে নিয়োজিত করতে হবে। রণাঙ্গনের পশ্চাদভূমিতে জাতীয় অর্থনীতিকে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হবে এবং এভাবে সবকিছুকে পুনর্বিন্যাস সাধন করতে হবে। সর্বতোভাবে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে—শত্রু ব্যূহের পশ্চাদভাগে পার্টিজান আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং সমগ্র আদর্শগত ও রাজনৈতিক কর্মসূচীর পুনর্বিন্যাস সাধন করতে হবে। এই নির্দেশনামায় বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, 'এখন এক মিনিটও নষ্ট না করে কি করে আমরা দ্রুতগতিতে নিজেদের সংগঠিত করতে পারি এবং একটা সুযোগেরও অপচয় না ঘটিয়ে কি ভাবে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারি—এ দুটি বিষয়ে আমাদের দক্ষতার উপর এখন সব কিছু নির্ভর করছে।

এই নির্দেশনামা সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ঝুকভ তাঁর স্মৃতি-চারণে লেখেন, সে সময়ে তাঁর এটাকে মনে হয়েছিল 'শক্তিশালী অথচ শঙ্কিত 'এক

হ‍ুঁশিয়ারী—যেন লেনিনের সেই বিখ্যাত আহ্বানের প্রতিধ্বনি—সমাজতন্ত্রী পিতৃভূমি বিপন্ন !···সব কিছু রণাঙ্গনের জন্যে, সব কিছু জয়ের জন্যে···পার্টির এই শ্লোগান বিপদ সম্পর্কে সমস্ত সোভিয়েত মানুষকে সজাগ করে তুলল··· মাতৃভূমি রক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহান রুশ জনগণ উঠে দাঁড়াল। একই আত্মিক সংকল্প নিয়ে দেশের সমস্ত মানুষ ও জাতি উঠে দাঁড়াল এবং তার ফলে সশস্ত্রশক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেল'।[৭]

ইতিমধ্যে তখন ৩000 কিঃ মিঃ দীর্ঘ বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে যুদ্ধ চলছে, জুলাই মাসের গোড়াতেও পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো। নাৎসী সেনাদের শক্তি বৃদ্ধির বহর থেকেও একই ছবি ফুটে ওঠে। যুদ্ধের প্রথমদিন নাৎসীরা ১১৭ ডিভিসন সেনা নিয়োজিত করে; কিন্তু দশ দিন পর দেখা যায় বিভিন্ন ফ্রণ্টে মোট ১৭১ ডিভিসন নাৎসী সেনা যুদ্ধরত। ৯ই জুলাই উত্তর-পশ্চিম ফ্রণ্টে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী পুসকভ থেকে হটে এল। ৮ নং আর্মি ফ্রণ্টের মূল সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১লা জুলাই রিগা ছেড়ে যেতে বাধ্য হল। ১০ই জুলাইয়ের মধ্যে তারা পার্নু-টার্টু লাইনে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি তৈরি করে দীর্ঘকাল ১৮ নং জার্মান অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখল।

তখনো পশ্চিম রণাঙ্গনের পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সেখানে যুদ্ধরত সমস্ত বাহিনীকে একত্রিত করে, শত্রুর বিরুদ্ধে আরো ভাল প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য, ১লা জুলাই একটা হাইকম্যাণ্ড রিজার্ভ গ্রুপকে পশ্চিম ফ্রণ্টে পাঠানো হল। প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল এস. কে. টিমোশেস্কো এই রণাঙ্গনের অধিনায়কত্ব পদ গ্রহণ করলেন।

উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ফ্রণ্টের পিছনে ২৪, ২৮, ২৯ ও ৩০ নং রিজার্ভ আর্মির সমন্বয়ে নতুন এক ফ্রণ্ট খাড়া করা হল। স্টারায়ারুশা—ওসটানকভ—ইয়েলনায়া ব্রিয়ানস্ক লাইন বরাবর এই রিজার্ভ আর্মিগুলিকে মোতায়েন করা হয়।

শত্রু যখন পশ্চিম দ্‌ভিনা ও দ্নিপার নদী পর্যন্ত এগিয়ে এল, তখন তাদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয় এবং দিস্‌না, ভিটেবস্ক ও ওর্শা অঞ্চলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নতুন নতুন পাল্টা আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয় শত্রুকে।

জুলাইয়ের গোড়ার দিকে-দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটল। ৮ই জুলাই জেনারেল ফন ক্লীস্টের ১নং প্যানজার গ্রুপ বার্দিচেভ দখল করে নেয় ৯ই জুলাই প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ঝিটমিরে প্রবেশ করে। নাৎসীবাহিনীর একাংশ কিয়েভে পৌঁছানর প্রয়াস পায়। শুধু যে কিয়েভ হাত ছাড়া হতে পারে তা নয়—দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের মূল বাহিনীর পরিবেষ্টিত হবার আশঙ্কাও দেখা দিল। এই বিপদ কাটিয়ে ওঠার জন্যে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের দুটি সোভিয়েত আর্মি ১নং প্যানজার গ্রুপের পার্শ্ববর্তী অংশে পাল্টা আক্রমণ

হানল। তার ফলে, শত্রুসেনার কিয়েভমুখী আক্রমণ সাময়িক ভাবে স্তিমিত হল এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে সরিয়ে এনে বার্দিচেভ—খেমেলিস্ক লাইনে মোতায়েন করা হল।

কিয়েভের শৌর্যমণ্ডিত প্রতিরক্ষা সংগ্রাম দু'মাসের বেশি কাল ধরে অব্যাহত ছিল। কিয়েভ ও লেনিনগ্রাডের প্রতিরক্ষী-যোদ্ধাদের বীরত্ব, হিটলারের ঝটিকা আক্রমণ বানচাল করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কিয়েভের রক্ষীবাহিনীর নিপুণ ও দুঃসাহসিক লড়াইয়ের ফলে, নাৎসী আর্মি গ্রুপ দক্ষিণের প্রায় কুড়ি ডিভিসন সৈন্য অচল হয়ে পড়ে। তখন নাৎসী কম্যাণ্ড আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের সেনাবাহিনীর একাংশকে দক্ষিণে পাঠাতে বাধ্য হয়।

শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েত নৌবাহিনীও যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে নাৎসী আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে, তালিনিন, মুনসুন্দ দ্বীপপুঞ্জ, হ্যাঙ্কো, ওডেসা, সিবাস্তোপোল এবং অন্যান্য নৌঘাঁটির প্রতিরক্ষা সংগ্রামের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ করে সোভিয়েত বাহিনী রক্ষণাত্মক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে প্রথম রণনৈতিক পর্যায়ের প্রতি আক্রমণ হানছে সোভিয়েত বাহিনী এবং যুদ্ধার্থে নিযুক্ত রিজার্ভ বাহিনীও পাল্টা আঘাত হানছে—তাই বিভিন্ন রণাঙ্গনে ভ্যের-মাখ্‌টের আক্রমণ স্তব্ধ হয়ে গেল। বাল্টিক প্রজাতন্ত্রী দেশে ফ্রন্ট পার্নু-টার্টু লাইন বরাবর অটুট হয়ে খাড়া। গোটা এক মাস ধরে জার্মান সেনাবাহিনীর লেনিনগ্রাডমুখী অগ্রগতি লুগা নদীর সীমানায় ঠেকিয়ে রাখা হল। ১০ই জুলাই পশ্চিম রণাঙ্গনে হিংস্রযুদ্ধ শুরু হয় এবং তা চলল প্রায় দুমাস পর্যন্ত। দ্নিপার নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে, দ্নিপার নদীর তীরে ও কিয়েভের কাছাকাছি এবং আরো দক্ষিণে, দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর আক্রমণকে রুখে দিল।

এসব যুদ্ধ আসলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর শিক্ষায়তন। তাদের গোড়ার দিককার ট্যাঙ্ক ভীতি দূর হয়ে গেল। তারা শিখল কি করে ট্যাঙ্ক বহরকে ট্রেঞ্চের উপর দিয়ে চলে যেতে দিতে হয়; তারপর ট্যাঙ্কের পিছনে, মেশিনগান থেকে গুলি বৃষ্টিরত যে পদাতিক বাহিনীটি এগিয়ে আসছে-তাকে বিচ্ছিন্ন করে শেষ করে দিতে হয়। সামনে এগিয়ে আসছে বর্মাবৃত বিশাল বিশাল সাঁজোয়া গাড়ী এবং তার আড়ালে সাবমেশিনগান থেকে অবিরাম গুলি বৃষ্টি করছে আগুয়ান এক ঘন সন্নিবদ্ধ সেনাবাহিনী—আর এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ রুখতে গিয়ে বহু সোভিয়েত সৈন্য যেন অভীমন্ত্রে দীক্ষিত হল। সোভিয়েত সৈনারা ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে নিজেদের কামানের উপর আস্থাশীল হয়ে ওঠে—তাছাড়াও ট্যাঙ্ক বিনাশ করার বাড়তি হাতিয়ার হিসাবে তরল বিস্ফোরক-পূর্ণ বোতলকেও প্রয়োগ করতে শেখে।

মূলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে সীমান্ত যুদ্ধে ধ্বংস করে, তারপরে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলির দিকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার যে রণনৈতিক পরিকল্পনা নাৎসী হাইকম্যাণ্ড ফেঁদেছিল, সোভিয়েত সেনাবাহিনী তা বানচাল করে দিল। নাৎসী সেনার অগ্রগতির যে সময়-সীমা, বারবারোসা পরিকল্পনায় নির্ধারিত হয়েছিল—দেখা গেল তার মধ্যে প্রচুর গরমিল। শ্বেতসাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে সর্বত্র সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর প্রভূত ক্ষতিসাধন করল। জেনারেল স্টাফ্ প্রধান, জেনারেল ফ্রান্‌ৎস হালডেরের হিসাবে ১৩ই জুলাইয়ের মধ্যে নিহত, আহত ও নিখোঁজ মিলিয়ে জার্মান সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এক লক্ষের মতো—যদিও সংখ্যাটা তিনি অনেক কম করে দেখিয়েছেন। শত্রুর অনেক সমরোপকরণও খোয়া যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর সময় ২৮৮৭টি প্যানজার যান নিয়োজিত হয়—১৯৪১ সালের ১০ই জুলাই দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে ১৭০২টি অবশিষ্ট রয়েছে। ১৯শে জুলাইয়ের মধ্যে লুফৎভাপের ১২৮৪টি বিমান খোয়া যায়।

কিন্তু এসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য যা পরবর্তীকালে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের সামরিক ঘটনা প্রবাহের বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল—সে সব অর্জন করতে গিয়ে চড়া দাম দিতে হয়েছিল। সোভিয়েত সেনাবাহিনী সীমান্ত এলাকায় শত্রুর অগ্রগতি প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাই রণনৈতিক উদ্যোগও শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারেনি। অনেক সৈন্য, সমরোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র হারিয়ে, প্রবল লড়াইয়ের পর সোভিয়েত সীমান্ত রক্ষীবাহিনী দেশের অভ্যন্তরে পিছু হটে আসে, তারা শত্রুর কাছে অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। সেকারণে যুদ্ধের প্রথম বারদিনের ফলাফল বিচার করে নাৎসী হাইকম্যাণ্ড মনে করল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইতিমধ্যেই জয়যুক্ত হয়েছে। জেনারেল ফ্রান্‌ৎস হালডের তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন: 'একথা এখন মোটামুটিভাবে বলা যায় যে পশ্চিম দ্ভিনা ও দ্নিপারের তীরে প্রধান রুশ বাহিনীকে খতম করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে······তাই একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান জয়যুক্ত হয়েছে।'[১৮] কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করল যে এই হিসাব আগাগোড়া ভুল।

সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড শত্রুর সম্ভাব্য পরবর্তী আক্রমণের ছক বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করলেন যে শত্রুর আগের তিনটি ফ্রণ্টেই জোরদার আক্রমণ শানাবে; কিন্তু তার প্রধান আক্রমণ পরিচালিত হবে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ মস্কো অভিমুখে। সে কারণে GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড, সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের মধ্যভাগে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা স্থির করলেন, শত্রুর সর্বাধিক পরাক্রমশালী আর্মিগ্রুপের উপর চূড়ান্ত প্রতি-আক্রমণ

হানলেই শুধু চলবে না—রণাঙ্গনেও তার আক্রমণ-ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করে দিতে হবে।

অতএব ১৯৪১ সালের জুলাই-অগাস্টে, পশ্চিম রণাঙ্গনে, মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের গোড়ার যুগের অন্যতম যে বৃহত্তম যুদ্ধটি ঘটে—তাকে আদৌ আকস্মিক বলা চলে না। ইতিহাসে এই যুদ্ধটি স্মোলেনস্কের যুদ্ধ বলে খ্যাতি অর্জন করেছে। সেখানে যা ঘটেছিল—তার কাহিনীতে এবার আসা যাক্।

সীমান্তবর্তী এলাকায় যুদ্ধের গতি খারাপের দিকে মোড় ঘোরার ফলে—সোভিয়েত কম্যাণ্ড দ্বিতীয় রণনৈতিক পর্যায়ের সেনাবাহিনীকে (২২, ১৯, ২০ ও ২১ নং আর্মি) দ্নিপার নদী বরাবর মোতায়েন করে এবং তাদের পশ্চিম ফ্রণ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৬ নং আর্মিকে স্মোলেনস্কের কাছাকাছি মোতায়েন করা হয়। নাৎসী প্যানজার বাহিনী এসে পড়ার আগে যদিও এই আর্মিগুলির সমাবেশ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি—তবুও তারা মস্কো রণাঙ্গনের পরবর্তী রণ-নৈতিক অপারেশনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাদের কাজ ছিল শত্রুর মস্কো অভিযানের পথকে আগলে দাঁড়ান।

পশ্চিম দ্ভিনা ও দ্নিপার নদী লাইন বরাবর যে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা-বাহিনী মোতায়েন, তাকে পাশ থেকে আক্রমণ করে, ওর্শা, স্মোলেনস্ক ও ভিটেবস্ক দখল করে মস্কোগামী সংক্ষিপ্ততম পথ প্রশস্ত করার দায়িত্ব পড়ল নাৎসী আর্মি-গ্রুপ সেণ্টারের উপর। তারপর জেনারেল হার্মান হথের ৩ নং প্যানজার গ্রুপকে কাজে লাগান হবে—তারা হয় আর্মি গ্রুপ উত্তরকে শক্তি যোগাবে, নয়তো পূর্ব-মুখী যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং মস্কোর উপর সরাসরি আক্রমণ না হেনে—মস্কোকে ঘিরে রাখবে। জেনারেল ফ্রান্‌ৎস হালডের, তাঁর যুদ্ধের ডায়েরীতে লিখলেন, 'ফুয়ারের অনড় সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে মস্কো ও লেনিনগ্রাডকে এমনভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে যে সেখানে কোন মানুষের পক্ষে কিছুতেই বাস করা সম্ভব না হয়। নাহলে সারা শীতকাল আমাদের তাদেরকে বসিয়ে খাওয়াতে হবে। এই শহর দুটোকে নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব লুফতভাপের উপর ছেড়ে দিতে হবে। এই কাজে ট্যাংক ব্যবহার করা ঠিক হবে না। এটা হবে একটা জাতীয় বিপর্যয়। শুধু যে বলশেভিকবাদ শেষ হবে তা নয় তার সঙ্গে খতম হবে মস্কো শহরের যাবতীয় কেন্দ্র।'[১৯]

শক্তিসাম্য তখন আক্রমণকারীর সপক্ষে। পশ্চিম ফ্রণ্টের আওতায় স্মোলেনস্ক অঞ্চলে শত্রুর জনবল, কামান ও বিমানের সংখ্যাধিক্যের অনুপাত ২ঃ১ এবং ট্যাঙ্কের অনুপাত ৪ঃ১।

১০ই জুলাই, জার্মানীর ২ নং ও ৩ নং প্যানজার গ্রুপ দ্নিপার নদীর ব্যূহের মধ্যে কীলক প্রবেশ করিয়ে দিতে সমর্থ হয় এবং তারপর তারা স্থির লক্ষ্যে স্মোলেনস্কের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তারপরই স্মোলেনস্কের

যুদ্ধ শুরু। তার রণক্রিয়া ও ফলাফলগুলিকে চারটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম স্তর (জুলাই ১০-২০)। নাৎসী বাহিনী পশ্চিম ফ্রণ্টের দক্ষিণ ও মধ্যভাগের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়। শত্রুর প্যানজার বাহিনী ২০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে মোগিলেভ পরিবেষ্টিত করে এবং ওর্শা, স্মোলেনস্ক, ইয়েলনায়া এবং ক্রিচেভ অধিকার করে। সোভিয়েতের ১৯, ১৬ এবং ২০ নং আর্মি স্মোলেনস্কের সন্নিকটে হয়ে পড়ে।

তারপরে সর্বত্র যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয় তাতে সোভিয়েত সেনারা সাহস ও শৌর্যের পরিচয় দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৬ই জুলাই যখন উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনী প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে প্রবেশ করে, তখন শহরের রাস্তায় রাস্তায় রাত-দিন অবিরাম লড়াই চলতে থাকে। কয়েকদিন ধরে ২ নং প্যানজার গ্রুপের নাৎসী ইউনিটগুলি দ্নিপার নদী অতিক্রম করে শহরের উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ করে ৩ নং প্যানজার গ্রুপের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টায় রত ছিল। কিন্তু নাৎসীদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভারী অস্ত্রশস্ত্রের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত সৈন্যরা অসামান্য জেদের সঙ্গে লড়াই করে, শেষ সৈনিকটি পর্যন্ত তারা প্রাণপণে ঘাঁটি আগলে রাখে। জেনারেল হাইনৎস্ গুডেরিয়ান, ২ নং প্যানজার গ্রুপের সেনানায়ক, পরবর্তীকালে লেখেন যে রুশ সৈন্যদের সম্পর্কে একটা অত্যন্ত খাঁটি কথা বলেন মহান ফ্রেডারিক। তিনি বলেছিলেন, রুশ সৈন্যকে যদি মারতে চাও—তাহলে তাকে দুবার গুলি কর—তারপরেও তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে হবে। তিনি রুশ সৈনিকের একগুঁয়েমি সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। ১৯৪১ সালেও জার্মানরা আবার একই সিদ্ধান্তে উপনীত হল। সাঁজোয়া বাহিনীর আক্রমণ পরিচালনায় সেরা বিশেষজ্ঞের মতে, সোভিয়েত সেনারা অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের ঘাঁটি আগলে রেখেছে।

জেনারেল এম. এফ. লুকিনের নেতৃত্বাধীন ১৬ নং আর্মি এবং জেনারেল আই. এস. কোনিয়েভ পরিচালিত ১৯ নং আর্মির ভিটেবস্ক থেকে সরে আসা ইউনিটগুলি যখন স্মোলেনস্কের কাছাকাছি লড়াই করছে, পশ্চিম ফ্রণ্টের মূল বাহিনী তখন ওর্শা, মগিলেভ, ক্রিচেভ এবং ঝ্লোবিন অঞ্চলে সক্রিয় রক্ষণাত্মক সংগ্রামে রত। ১৪ই জুলাই সর্বপ্রথম যুদ্ধে জেনারেল পি এ. কুনরোচকিনের পরিচালনাধীন ২০ নং আর্মির এলাকায় M-13 রকেট উৎক্ষেপক ব্যবহৃত হয়। সোভিয়েত সৈন্যরা আদর করে এই নতুন অস্ত্রটির নামকরণ করে—'কাট্যুশা'। তারা তখন ওর্শার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে যুদ্ধরত। ক্যাপ্টেন আই. এ. ফ্লেরভ পরিচালিত গোলন্দাজ বাহিনী, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী শত্রুসেনার উপর মারাত্মক আঘাত হেনে তাদের প্রবল ক্ষতিসাধন করে।

১৩ নং আর্মির কয়েকটি ইউনিট শত্রুব্যূহ ভেদ করে সোঝ নদীর দিকে

এগিয়ে যায় এবং অবশিষ্টরা শত্রুর প্যানজার আক্রমণ ব্যর্থ করে মোগিলেভের উপর দখল বজায় রাখে। পশ্চিম ফ্রন্টের বামপার্শ্ববর্তী ২১ নং আর্মি, ২ নং আর্মির অন্তর্ভুক্ত শত্রুর মূল বাহিনীকে দীর্ঘকাল দ্নিপার ও বেরেঝিনা নদীর মাঝখানে নিশ্চল করে রেখে, রোগাচেভ এবং ঝলোবিন মুক্ত করে।

স্মোলেনস্কের যুদ্ধের দ্বিতীয় স্তরে রিজার্ভ বাহিনীর সাহায্যে সোভিয়েত কম্যাণ্ড পশ্চিম রণাঙ্গনে শত্রুর উপর পাল্টা আঘাত হানেন। এই কাজের জন্য পাঁচটি গ্রুপকে সংঘবদ্ধ করা হয়। পশ্চিম ফ্রণ্টে নিযুক্ত এই গ্রুপগুলি—বেলি, ইয়ার্টসেভো এবং রোজলাভ্লের দিক থেকে ১৬ ও ২০ নং আর্মির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় স্মোলেনস্ক থেকে শত্রুর আর্মি গ্রুপ উত্তর ও দক্ষিণকে উৎসাদন করার জন্য একযোগে আক্রমণ শুরু করে।

৩ নং ক্যাভেলরি ডিভিসনের একটি গ্রুপ অন্যান্য ইউনিট মিলে, নাৎসী ২১ নং আর্মি বলয়ের পশ্চাদভাগে আক্রমণ করে। যদিও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ স্মোলেনস্ক থেকে শত্রু সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি উৎখাত করতে পারে নি, কিন্তু এই পাল্টা আক্রমণ ২০ ও ১৬ নং সোভিয়েত আর্মিকে বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে যেতে ও মূলবাহিনীকে দ্নিপার অতিক্রম করে সরে যেতে সহায়তা করেছে। উপরন্তু ৩০শে জুলাই নাৎসী কম্যাণ্ড, যতদিন পর্যন্ত না আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের পার্শ্বভাগে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হামলার আশংকা তিরোহিত না হয়—ততদিন পর্যন্ত মস্কোর উপর সরাসরি আক্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রেখে—আক্রমণাত্মক ভূমিকা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১১ই অগাস্ট জেনারেল হালডের তাঁর যুদ্ধের ডায়েরীতে লিখলেন, 'সাধারণ পরিস্থিতির বিচারে, এটা ক্রমশঃ আরো বেশি করে ফুটে উঠেছে যে আমরা অতিকায় রাশিয়ার ক্ষমতাকে ছোট করে দেখেছি। কি অর্থনৈতিক—কি সংগঠনগত বা যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত এবং বিশেষ করে সামরিক বিষয় সংক্রান্ত—সব ক্ষেত্রেই এই কথা সমান প্রযোজ্য।'[২০]

স্মোলেনস্কের যুদ্ধের তৃতীয় স্তরে (৮ই অগাস্ট থেকে ২১শে অগাস্ট) প্রধান রণাঙ্গন দক্ষিণ দিকে সরে আসে। জার্মানীর ২ নং ফিল্ড আর্মি ও ২ নং প্যানজার গ্রুপ ৮ই অগাস্ট সেণ্ট্রাল ফ্রণ্টের সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে।[২১] অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও তারা সোভিয়েত বাহিনীকে দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে হটে যেতে বাধ্য করে। ২১শে অগাস্টের মধ্যে তারা ১২০ কিঃমিঃ থেকে ১৪০ কিঃমিঃ পথ অতিক্রম করে গোমেল-স্টারোডুব লাইন পর্যন্ত এগিয়ে আসে। এভাবে নাৎসী বাহিনী ব্রিয়ানস্ক ও সেণ্ট্রাল ফ্রণ্টের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।[২২] এবং তার ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে সোভিয়েত বাহিনীর পার্শ্বভাগ ও পশ্চাদভাগ বিপন্ন হয়।

পশ্চিম ফ্রণ্টের সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও রিজার্ভ বাহিনীর ইউনিটগুলি

মিলিতভাবে ইয়েলনায়া এবং ফুখোভশ্চিনা থেকে শত্রুগ্রুপকে উচ্ছেদ করার অভিযান শুরু করে। যদিও এই আক্রমণ কখনো তেমন বড় আকার ধারণ করেনি—তবুও তার ফলে ইয়েলনায়ায় শত্রুর শক্তিশালী ব্যূহে ফাটল সৃষ্টি হয়, এবং নাৎসী বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।

স্মোলেনস্কের যুদ্ধের চতুর্থস্তরে (২২শে অগাস্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর) সোভিয়েত কম্যান্ড শত্রুর আর্মি গ্রুপ সেন্টারকে পরাস্ত করা ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের পশ্চাদভাগে তাদের দক্ষিণমুখী আক্রমণকে বানচাল করার সিদ্ধান্ত নেন। এই স্তরে ইয়েলনায়া থেকে শত্রু গ্রুপের উৎসাদন সম্পূর্ণ হয় এবং ৪৬০টি জঙ্গী ও বোমারু বিমান বিয়ানস্ক ফ্রন্ট বলয়ে এক প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ সংসাধিত করে। ফলে, জার্মান ২নং প্যানজার গ্রুপের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়।

স্মোলেনস্কের কাছাকাছি, ১লা সেপ্টেম্বর পশ্চিম ফ্রন্টের সেনাবাহিনী আবার আক্রমণ শুরু করে কিন্তু সেটা আর অব্যাহত রাখা হয়নি।

১০ই সেপ্টেম্বর GHQ সুপ্রিম কম্যান্ড পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে রক্ষণাত্মক ভূমিকা অবলম্বনের নির্দেশ দেন।

স্মোলেনস্কের যুদ্ধের সময় ৬৫০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ও ২৫০ কিঃ মিঃ গভীরতা বিশিষ্ট রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর প্রভূত ক্ষতি সাধন করে এবং মস্কোর উপরে সরাসরি চড়াও হবার নাৎসী পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আওতায় এই প্রথম নাৎসী সেনাবাহিনী তাদের সরাসরি আক্রমণ বন্ধ রেখে রক্ষণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হল এবং তার ফলে হিটলারের ঝটিকা আক্রমণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে দেখা দিল এক বড় রকম বিপর্যয়। সোভিয়েত কম্যান্ড ইতিমধ্যে আরো রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনী এনে মস্কো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার সময় পেল। পরবর্তীকালে মস্কোর যুদ্ধে নাৎসীদের ভরাডুবি ঘটে।

স্মোলেনস্কের যুদ্ধে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য সাহস, বীরত্ব ও সামরিক কলাকৌশলের উপর তাদের প্রগাঢ় জ্ঞানের স্বাক্ষর রাখে। এই প্রথম যে সমস্ত ডিভিসন সেখানে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাদের গার্ড উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।

জার্মান জেনারেলরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে স্মোলেনস্কের যুদ্ধে নাৎসীদের আড়াই লক্ষ অফিসার ও সাধারণ সৈন্য খোয়া গিয়েছে। মার্শাল জি. কে. ঝুকভ তাঁর স্মৃতিচারণে লেখেন, 'যদিও শত্রুকে জেনারেল হেড কোয়ার্টারের পরিকল্পনামত পরাজিত করা সম্ভবপর হয়নি, তবুও শত্রুর আক্রমণকারী বাহিনী যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'[২৩]

২২শে জুলাই লুফৎভাপে মস্কোর উপরে প্রথম বিমান হানা শুরু করে। এই বিমান হানায় ২৫০টি বোমারু বিমান এই আক্রমণে অংশ নেয়। সুসংগঠিত বিমান

বিরোধী রক্ষা ব্যবস্থার দৌলতে কয়েকটি মাত্র শত্রু বিমান মস্কো শহরের আকাশ সীমায় উড়তে পেরেছিল—কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। সোভিয়েত জঙ্গী বিমান ১২টি শত্রু বিমানকে ভূপাতিত করে এবং বিমানধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনী আরো দশটিকে গুলি করে নামায়।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে, শত্রু প্রায় একমাস যাবৎ লুগা নদীর লাইনে অনড় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। ১০ই অগাস্ট নাৎসী আর্মি গ্রুপ সেন্টারের মোটর বাহিত ইউনিটগুলি লুগা শহরে পৌঁছানোর পর, আর্মি গ্রুপ উত্তর সোভিয়েত সেনাব্যূহ ভেদ করে লেনিনগ্রাডের উপর আবার নতুন করে আক্রমণ শানাতে থাকে।

কিয়েভের যুদ্ধের সময়, ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে আবার দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রবল যুদ্ধ শুরু হয়।

জার্মান কম্যাণ্ড, গুডেরিয়ানের ২নং প্যানজার গ্রুপ ও ভাইস্ এর ২নং ফিল্ড আর্মিকে দক্ষিণ দিক থেকে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের পশ্চাদভাগে অনুপ্রবেশ করার জন্য নিযুক্ত করেন। জেনারেল ফন্ ক্লীস্টের প্যানজার গ্রুপ দ্নিপার নদীর উপর ক্রেমেনচুগ সেতুমুখ থেকে আক্রমণ শানাবার জন্য সবেগে ধেয়ে আসে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে, নাৎসী বাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের মূল সোভিয়েত বাহিনীর পূর্বদিকে সরে যাবার পথ বন্ধ করে দেয়। শত্রুর আর্মি গ্রুপ দক্ষিণের মূল বাহিনী ও আর্মি গ্রুপ সেন্টারের দুটি আর্মি দ্বারা পরিবেষ্টিত সোভিয়েত সেনারা ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রবল প্রতিরোধ সংগ্রাম জারী রাখে। তার ফলে, বিভিন্ন সৈন্যদল ও ইউনিট বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়।

অক্টোবর মাসে শত্রুসেনা বাহিনী ক্রিমিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে। ৩০শে সেপ্টেম্বর GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড ক্রিমিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য ওডেসা প্রতিরক্ষা বলয় থেকে আরও সৈন্য সেখানে সরিয়ে আনে। ৫ই অগাস্ট থেকে ১৬ই অক্টোবর পর্যন্ত ওডেসার প্রতিরক্ষাবাহিনী বীরের মতো যুদ্ধ করে। সতেরটি পদাতিক ডিভিসন এবং সাত ব্রিগেড সৈন্য নিয়ে গঠিত রুমেনীয় ৪ নং আর্মি গ্রুপ এবং নাৎসী প্যানজার ইউনিটের মদতপুষ্ট হয়ে ওডেসাকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। এভাবে আট-দশ ঝাঁক শত্রু বাহিনীর দ্বারা সোভিয়েত ব্যূহ আক্রান্ত হয় এবং জনবল ও সমরোপকরণের দিক থেকে শত্রুর প্রাধান্য ৫ : ১ অনুপাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে শত্রু সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যূহের মধ্যভাগ ভেদ করে শহরে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু বাধা পেয়ে তারা পাশ থেকে ব্যূহ ভেদ করার প্রয়াসী হয়।

GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড ওডেসা রক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সোভিয়েত জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণ পার্শ্বভাগে এই রণাঙ্গনের অবস্থান এবং ফলে

শত্রুর বহু আর্মি ইউনিট অন্যান্য অঞ্চল থেকে এখানে এসে আটকা পড়ে। নভোরোশিস্ক থেকে সমুদ্র পথে পুরো এক ডিভিসন সৈন্য আমদানী করে শহরের প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। কৃষ্ণ সাগরের নৌবহরকে এই অঞ্চলে সক্রিয় ভূমিকা নিতে বলা হয়। রক্ষীবাহিনী ও নৌসেনারা মিলে শত্রুকে শহরের প্রাচীরের কাছ থেকে দূরে হটিয়ে দেয়। অবরুদ্ধ শহর এক দীর্ঘ শীতকালীন অবরোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড ক্রিমিয়া বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য, যারা সসম্মানে সমস্ত ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছে, সেই সৈনিক ও নাবিক দলকে সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে ক্রিমিয়া উপদ্বীপে সরে যাবার জন্য নির্দেশ দেন।

কোন রকমের ক্ষতি স্বীকার না করে, সমস্ত সেনাবাহিনীকে সিবাস্তোপোলে অপসারণ করা হয়। ওডেসার প্রতিরক্ষা যুদ্ধের মত, তাদের অপসারণ—মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ইতিবৃত্তে আর একটি গৌরবময় পৃষ্ঠার সংযোজন ঘটল।

১৯৪১ সালের ৩০শে অক্টোবর, কৃষ্ণসাগরের উপকূলে প্রধান শহর ও নৌকেন্দ্র সিবাস্তোপোলের শৌর্যমণ্ডিত প্রতিরক্ষা যুদ্ধের সূচনা হয়। দুর্গরক্ষী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ২৩০০০ এবং তাদের হাতে আছে ১৫০টি ফিল্ডগান ও সোর ব্যাটারী। সমুদ্রপথে আক্রমণ রুখবার জন্য রয়েছে সোর ব্যাটারী ও কৃষ্ণসাগরের নৌবহর। ১১ নং জার্মান আর্মি সিবাস্তোপোলের দিকে এগিয়ে আসছিল। সরাসরি আক্রমণ হেনে সিবাস্তোপোল দখল করার চেষ্টা তাদের সফল হল না। অতুলনীয় দৃঢ়তা ও বীরত্ব সহকারে সিবাস্তোপোলের রক্ষী বাহিনী যুদ্ধ করতে লাগল। কৃষ্ণ সাগরের নৌবহরের অধিনায়ক, ভাইস অ্যাডমিরাল এফ. এস. অক্টায়াব্রস্কি সিবাস্তোপোল প্রতিরক্ষা বলয়ের দায়িত্বভার পেয়েছিলেন।

ককেশাস থেকে যে বিশাল শত্রু সেনাবাহিনী কার্চ প্রণালী পার হয়ে আসে কিন্তু সিবাস্তোপোলের আটমাস দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষা সংগ্রামের ফলে গতি রুদ্ধ হয়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকে। এভাবে সোভিয়েত জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণ দিকে জার্মান বাহিনীর অগ্রগতি একদম মন্থর হয়ে আসে। হতাহত মিলিয়ে নাৎসী বাহিনীর তিন লক্ষ সৈন্য খোয়া যায়। স্থল সেনা, নৌ সেনা ও বিমান বাহিনীর মধ্যে সার্থক সমন্বয়ের জন্য সিবাস্তোপোলের প্রতিরক্ষা সংগ্রাম স্মরণীয়। একটি মাত্র কম্যাণ্ডের মাধ্যমে ও সৈন্য পরিচালনা ব্যবস্থার নিপুণ সংগঠনের দৌলতে এটা সম্ভবপর হয়।

লেনিনগ্রাডমুখী দূরপাল্লার সড়কের উপর শৌর্যমণ্ডিত লড়াই, কিয়েভ, ওডেসা, সিবাস্তোপোল এবং স্মোলেনস্কের প্রতিরক্ষা সংগ্রামের ধাক্কায় হিটলারের ঝটিকা আক্রমণের ছক বানচাল হয়ে গেল। শত্রু যদিও বিভিন্ন রণাঙ্গনের যুদ্ধে সাফল্য লাভ করছে কিন্তু মূল সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে পূর্ব

দিকে এগিয়ে যাওয়ার মূল রণনৈতিক লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিটি রণাঙ্গনে শত্রুকে ক্রমশঃ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বেশি পরিমাণে সংগঠিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

এটা পরিষ্কার যে, নাৎসী নেতারা সোভিয়েত জনগণের নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে খাটো করে দেখেছে। তাছাড়া এত দ্রুত যে রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীকে রণাঙ্গনে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত অবস্থায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে এটাও তাদের আন্দাজের বাইরে ছিল।

এই বিশাল সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের প্রতিটি বলয়ে, ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে নাৎসী কম্যাণ্ড চারদিকে তার সৈন্যদের ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়। তার ফলে শত্রুর আঘাত করার ক্ষমতা দুর্বল হয় এবং তার অগ্রগতিও মন্দীভূত হয়। যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহে নাৎসী বাহিনীর অগ্রগতি ছিল দৈনিক ২০ থেকে ৩০ কিঃ মিঃ। সেটা কমে গিয়ে জুলাই মাসের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ায় দৈনিক ৩৫ থেকে ৮৫ কিঃ মিঃ। অগাস্ট মাসে আর জুন-জুলাইয়ের মতো, নাৎসীরা সারা রণাঙ্গন জুড়ে অগ্রসর হতে পারছিল না। যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসের অসাফল্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়নি—যা ঘটেছিল নাৎসী বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত অন্য কয়েকটি দেশের বেলায়। তবুও তার প্রভাব সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে যুদ্ধের প্রকৃতি ও গতির উপর বর্তে ছিল।

নাৎসী কম্যাণ্ড শীতকালের আগেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জয়ের আশা এতদ্‌-সত্ত্বেও ছাড়েনি। কাউণ্ট হেলমুট ফন মোল্টকে বলতেন শত্রুর মূল বাহিনীর সঙ্গে একবার যুদ্ধ ঘটার পর, সামরিক কার্যক্রমের কোন একটি পরিকল্পনাকেও আর অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখা যায় না—এটা সুস্পষ্ট যে হিটলারের জেনারেলরা এই উক্তিটিকে ভুলে মেরে দিয়েছেন।

নাৎসীদের এখন আশা যে তারা মস্কো দখল করবে। মস্কোর যুদ্ধ মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

* * *

প্রারম্ভিক পর্যায়ের যুদ্ধ থেকে কি কি শিক্ষা নেওয়ার আছে? প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ নাৎসী আক্রমণের বহু আগে থেকেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে যে ধরনের সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন ও সেনাবাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল।

অন্যান্য শিক্ষার মধ্য থেকে এটাই বড় শিক্ষা যে আক্রমণকারী শত্রু, প্রথম আঘাত হানার আগেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় সৈন্য ও সমরোপকরণ যুদ্ধে নিয়োজিত করে এবং আকাশে ও সমুদ্রবক্ষে প্রাধান্য অর্জনের জন্যেও তারা প্রয়াসী হয়। সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্যের জোরে তারা দ্রুত রণনৈতিক লক্ষ্য সাধনের

জন্য প্রয়াসী হয়। শত্রুকে বেকায়দায় ফেলার জন্য আক্রমণকারী দেশ সামরিক পদ্ধতি ছাড়াও রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ছলাকলার আশ্রয় নেয়। তাছাড়া যুদ্ধের গোড়ার দিকে আক্রান্ত দেশের নৈতিক ও রাজনৈতিক মনোবলের দিকটাও বিশেষভাবে চিন্তা করা হয়।

যুদ্ধোত্তর যুগের ঘটনাবলী থেকে এসব সিদ্ধান্ত সমর্থিত। আঞ্চলিক যুদ্ধে দেখা যাচ্ছে আগ্রাসী দেশগুলি অধিকতর পরিমাণে আকস্মিক আক্রমণের পন্থা অনুসরণ করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৭ সালে আকস্মিক বিমান হানার মাধ্যমে, মিশর, সিরিয়া ও জর্ডনের উপর ইজরায়েলী হানার সূচনা। যথাক্রমে ১৯৪৫, ১৯৬২ ও ১৯৬১ সালে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় গ্রেটব্রিটেন ও নেদারল্যাণ্ডের নৌসেনারা আকস্মিকভাবে অবতরণ করে আক্রমণের সূচনা ঘটায়। ১৯৬০ সালে কঙ্গোয় আমেরিকা ও বেলজিয়াম আকস্মিকভাবে ছত্রী বাহিনী নামিয়ে আক্রমণ শুরু করে।

এসব অভিজ্ঞতা থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে আকস্মিক আক্রমণের সম্ভাবনাকে মনে রেখে সদাসতর্ক অতন্দ্র পাহারার ব্যবস্থা রাখতে হবে—তারি সঙ্গে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত সেনা বাহিনী মজুত রাখতে হবে। সুসংগঠিত নিরীক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সময়োচিত সেনা সমাবেশ ও দ্রুত তাদের রণাঙ্গনে পাঠানোর ব্যবস্থার উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

১। ট্রায়েল অব্ দা মেজর ওয়ার ক্রিমিন্যালস্ বীফোর দা ইণ্টারন্যাশানাল মিলিটারী ট্রাইবুন্যাল, মস্কো,ভলুাম ১, সেক্রেটারিয়েট অব্ দা ট্রাইবুনাল, নুরেনবার্গ, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা ২১৪।

২। ঐ

৩। ডেভিড আরভিং, হিটলারস্ ওয়ার, দা ভাইকিং প্রেস, নিউইয়র্ক, ২৮২-৮৩।

৪। সুমের ওয়েলস্, দা টাইম ফর ডিসিশান, হার্পার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক অ্যাণ্ড লণ্ডন

৫। ডকুমেণ্টস অন ব্রিটিশ ফরিন পলিসি ১৯১৯-৩৯, থার্ড সিরিজ, ভলুাম ৬, হার মেজেষ্টিজ্ ষ্টেশনারী অফিস, লণ্ডন, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা ৭৬৩-৭৬৪।

৬। ডক্যুমেণ্টস্ অ্যাণ্ড ম্যাটেরিয়ালস্ রিলেটিং টু, দা ইভ্ অব দা সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ভলুাম ২, ফরিন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিসিং হাউস, মস্কো, ১৯৪৮ পৃষ্ঠা ২১।

৭। দা XVIII কংগ্রেস অব দা সি. পি. এস. ইউ (বি) ষ্টেনোগ্র্যাফিক রিপোর্ট পোলিটিৎসডাট্, মস্কো, ১৯৩৯, পৃষ্ঠা, ১৩ (রুশভাষায়) পৃষ্ঠা ২২।

৮। ও. কে. ডব্লু ও বার কম্যাণ্ডো ডেরভ্যেরমাখ্ট।

৯। হিটলারস ভাইজুঙ্গেন ফ্যুইর ডী ক্রীক ফ্যুইরুং ১৯৩৯-১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৮৫।

১০। বিয়েলো রুশিয়ার দক্ষিণে ও উক্রাইনের উত্তর-পশ্চিমে এবং প্রিপিয়াট নদীর দুইতীরে অবস্থিত এক জলা-জঙ্গলা জায়গা।

১১। হিটলারস ভাইজুঙ্গেন ফ্যুইর ডা ক্রীক ফ্যুইরুং ১৯৩৯-১৯৪৫, পৃষ্ঠ ৮৪।

১২। ঐ

১৩। ক্লাউস রাইনহার্ট ডী ভেণ্ডে ফোর মস্‌কাউ ডয়েৎশে ফেয়্যারলাক-আনষ্টাল্‌ট, ষ্টুটগার্ট ১৯৭২, পৃষ্ঠা ২১।

১৪। ফ্রান্‌ঝ হালডের ক্রীক্‌স্‌ টাগেবুক ভল্যুম ৩, কোলহামের ফেয়্যারলাক, ষ্টুটগার্ট ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ১১।

১৫। ১৯৪১ সালের ১০ ই জুলাই থেকে হাই কম্যাণ্ড অব দা জেনারেল হেডকোয়াটার্স এর পরিবর্তিত নাম হল সুপ্রীম কম্যাণ্ড অব দা সোভিয়েত আর্মড্‌ ফোর্সেস্‌'।—সম্পাদক

১৬। ফ্রান্‌ঝ হালডের—উপরোক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ২৫।

১৭। ঐ

১৮। মেময়ার্স অব মার্শাল ঝুকভ, জোনাথন কেপ্‌, লণ্ডন. ১৯৭১, পৃষ্ঠা ২৭০-২৭১।

১৯। ফ্রান্‌ঝ হালডের—উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৮।

২০। ঐ

২১। ঐ

২২। ১৯৪১ সালের ২৪ শে জুলাই, পশ্চিম ফ্রন্টের বাম প্রান্তিক ১৩ ও ২১ নং বাহিনী এবং রিজার্ভ থেকে রণাঙ্গনে প্রেরিত ৩ নং আর্মির সমন্বয়ে গঠিত।

২৩। রিজার্ভ ও সেণ্ট্রাল ফ্রন্টের মাঝখানে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য ১৯৪১ সালের ১৬ই অগাষ্ট গঠিত।

২৪। দা মেময়ার্স্‌ অব মার্শাল ঝুকভ, পৃষ্ঠা ২৭৫।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মস্কোর যুদ্ধ : ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়ের সূচনা

যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের অভিঘাতে ভ্যেরমাখটের পতন নির্ধারিত হয়েছে, তার অন্যতম মস্কোর অদূরে সংঘটিত যুদ্ধটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই প্রথম নাৎসী সেনাবাহিনীর বড় দরের পরাজয় ঘটল এবং এই প্রথম সোভিয়েত জনগণ ও সশস্ত্র সেনাবাহিনী এক প্রত্যক্ষ জয়ের স্বাদ পেল। এসবই ঘটছে যখন সময় অত্যন্ত কঠিন ও প্রতিকূল—কিন্তু তারই সঙ্গে যুদ্ধের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাঁক নিল। এই অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনী অতুলনীয় বীরত্ব, দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ আনুগত্য ও অকুণ্ঠ ভালবাসার পরিচয় দিয়েছে। হাজারো অসুবিধার মধ্যেও সোভিয়েত সামরিক কলাকৌশল যে নাৎসী জার্মানীর সমর যন্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর তার অগ্নিপরীক্ষাও হয়ে গিয়েছে এবং তাতে সোভিয়েত ভালভাবে উত্তীর্ণ।

যখন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ পরিস্থিতি সত্যই প্রতিকূল, তখনই মস্কোর নিকট যুদ্ধের সূত্রপাত। কৃতঘ্ন শত্রুসেনার সংখ্যাধিক্যের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই, লড়তে গিয়ে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অজস্র সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ খোয়া গিয়েছে। দেশের একটা বিরাট অঞ্চল ইতিমধ্যে শত্রুর দখলে, লেনিনগ্রাড পরিবেষ্টিত এবং শত্রু খারকভ, ডনবাস ও ক্রিমিয়ার দিকে ধেয়ে আসছে। দেশের কাঁচামাল সম্পদ বৃদ্ধি ও কলকারখানার উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং অপর দিকে আরো নতুন নতুন সেনাবাহিনী গঠন এবং শত্রুর পশ্চাদভাগে, পার্টিজান আন্দোলনের বিস্তার—এই কার্যক্রম সফল করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল।

প্রথম পর্যায়ের সীমান্ত যুদ্ধে, লেনিনগ্রাড মুখ্য সড়কের উপর, স্মোলেনস্ক ও কিয়েভের যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ভ্যেরমাখটের অগ্রগতি মন্দীভূত করে দিল এবং তার ফলে নাৎসী সমরযন্ত্র খানিকটা দুর্বল হল। নাৎসী কম্যাণ্ডের লেনিনগ্রাড ও রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় তৈল ক্ষেত্রগুলিকে শীত পড়ার আগেই এক ধাক্কায় দখল করার ছক বানচাল হয়ে গেল। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি দেখা যাচ্ছে যে নাৎসী সেনাবাহিনী ভলকভ নদী—ইলমেন হ্রদ—বোজস্বাভল—পোলটাভা—ঝাপোরঝাই লাইন বরাবর অবস্থান রত। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের অন্তর্গত দক্ষিণ ও উত্তর বলয়ের প্রধান লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ নাৎসী

কম্যাণ্ড, সর্বশক্তি দিয়ে মধ্য রণাঙ্গনে মস্কো জয়কেই প্রধান লক্ষ্যরূপে স্থির করল।

শত্রু মস্কোর অপরিসীম রাজনৈতিক ও রণনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে রীতিমতো অবহিত। সমগ্র বিশ্বের জনগণের দৃষ্টিতে নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে পবিত্র সংগ্রামের জন্য যার অভ্যুদয়—এই গ্রহের সেই প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতীক হল মস্কো। মস্কো নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সেই লড়াইয়ের সংগঠন-কেন্দ্র। সোভিয়েত রাজধানীর সীমানায় সমরোপকরণ নির্মাণ ও অন্যান্য শিল্পসংস্থা বিপুল পরিমাণে অবস্থিত—তাছাড়া মস্কো দেশের রেলপথ ও প্রধান সড়কগুলির স্নায়ুকেন্দ্র। মস্কোর পতনের অর্থ হচ্ছে রণাঙ্গন ও গোটা দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং বারেন্তস থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জলরাশির উপর চলমান নৌবহরের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার ক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি।

মস্কো অধিকারের সংকল্প উপস্থাপিত করে, হিটলার তাঁর ২১ নং নির্দেশনামায় লিখলেন: 'উত্তরে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মস্কোয় পেঁছাতে হবে। এই শহর জয়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম··· ।'[১]

১। শত্রু যখন মস্কো থেকে দূরে

যখন দেশের অর্থনীতিকে পুরোপুরি যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও সামরিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধিত হচ্ছে এবং সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান দেশের পূর্বাঞ্চলে স্থানান্তর করা হচ্ছে—সেই ভয়ংকর কঠিন অবস্থার সামাল দিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের নতুন স্তরে প্রবেশ করল। ইতিমধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পরিচালনা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরের সেনানায়কদের, সৈন্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। নাৎসী আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে সংসাধিত ক্ষয়ক্ষতির আংশিক পূরণও সম্ভবপর হয়েছে—যদিও তার ফলে কিন্তু শক্তিসাম্যের ক্ষেত্রে মস্কো রণাঙ্গনে তেমন বড় রকমের পরিবর্তন কিন্তু ঘটেনি। তথাপি জয়ের সম্ভাবনা কিন্তু অনেক পরিমাণে উজ্জ্বল।

মস্কোর যুদ্ধকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়: রক্ষণাত্মক, প্রতি-আক্রমণমূলক এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক কার্যক্রম। সামরিক কার্যক্রমের প্রকৃতি ও তার ফলাফলের বিচারে এই যুগ-বিভাজনটির উৎপত্তি।

১৯৪১ এর শরতে, লেনিনগ্রাড, মস্কো, ডনবাস এবং রোস্টভ—পূর্ব নির্ধারিত এই তিনটি রণনৈতিক লক্ষ্য সামনে রেখে ঢালাও আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল নাৎসী কম্যাণ্ড।

১৯৪১ এর সেপ্টেম্বরে, প্রধানতঃ মস্কোর উপর 'চূড়ান্ত আক্রমণ' হানার প্রস্তুতি শুরু হয় OKW-র ছক অনুযায়ী—যার মর্মবস্তু হচ্ছে, ৬ই সেপ্টেম্বর হিটলার স্বাক্ষরিত ৩৫ নং নির্দেশনামা। ১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আর্মি গ্রুপ

সেণ্টারের সদর দপ্তর, 'টাইফুন' সাংকেতিক নামে যুদ্ধাভিযান পরিকল্পনা তৈরী করল। ৩০শে সেপ্টেম্বর ঐ পরিকল্পনাকে কার্যকর করার দিনরূপে ধার্য হল।[২]

এখন একটু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক্।

পশ্চিমী সাংবাদিক মহলের ধারণায়, মস্কো আক্রমণের নির্ধারিত সময়—দু মাস পিছিয়ে দেওয়ার জন্যই মূলতঃ ভোরমাখ্‌টের পরাজয় ঘটেছে। তাঁরা এই মর্মে অনেক কিছু লিখে চলেছেন। তাঁদের মতে এই দেরী করার জন্য অনেক সময় ও যুদ্ধের উদ্দীপনার অপচয় ঘটেছে। তাঁদের মতে হিটলার এবং কেবল-মাত্র হিটলারই এর জন্য দায়ী। এখন দেখা যাক্, এই অভিযোগের কতটুকু সত্যি এবং কতটুকু মিথ্যে?

এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের জন্য আমরা এ বিষয়ে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ মার্শাল জি. কে. ঝুকভের অভিমতের আশ্রয় গ্রহণ করব। ১৯৭০ সালে এই সম্পর্কে এক সোভিয়েত সাংবাদিককে তিনি বলেন: 'কয়েকজন জেনারেল যেভাবে চেয়েছিলেন, সেভাবে কিন্তু নাৎসী বাহিনী অগাস্টের মধ্যে এক ধাক্কায় মস্কো জয় করতে পারেনি। তখন তারা যদি আক্রমণ শুরু করত, তাহলে তারা ১৯৪১-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর তুলনায়, মস্কোর দুয়ারে আরো বেশি কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হত। শত্রুর আর্মি গ্রুপ সেণ্টারকে মস্কোমুখী সড়কে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হত এবং তাছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে আমাদের সেনাবাহিনী প্রচণ্ড পাল্টা-আক্রমণ শুরু করত। সে-কারণে জার্মান জেনারেলদের ও কিছু পশ্চিমী সামরিক-ঐতিহাসিকের মস্কোর দুয়ারে বিপর্যয়ের সব দোষ একা হিটলারের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা—সমগ্র নাৎসী রণনীতির মতই ভিত্তিহীন।'[৩]

এই সুচিন্তিত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি নতুন উদ্যমে মস্কো আক্রমণের যে সিদ্ধান্ত নাৎসী কম্যাণ্ড গ্রহণ করে—তা মূলতঃ রণাঙ্গনের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ—তা হিটলারের অভিপ্রায় বা প্রমোদপ্রসূত সিদ্ধান্ত নয়।

মস্কোর উপর সর্বাত্মক আঘাত হানার দায়িত্ব ন্যস্ত আর্মি গ্রুপ সেণ্টার, জেনারেল এরিথ হোপ্‌নারের ৪ নং প্যানজার গ্রুপ এবং আর্মি গ্রুপ উত্তর এর অন্তর্ভুক্ত ৮ নং এয়ার কোর; আর্মি গ্রুপ দক্ষিণ এবং অন্তর্ভুক্ত দুটি মোটর বাহিত ডিভিসন এবং OKW রিজার্ভ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত দুটি প্যানজার ডিভিসন নিয়ে গঠিত। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের আওতায় রয়েছে, ভাইসের ২ নং, ক্লুগের ৪ নং ও স্ট্রাউসের ৯ নং ফিল্ড আর্মি অর্থাৎ মোট তিনটি ফিল্ড আর্মি, যথাক্রমে গুডেরিয়ান, হথ্ এবং হোপ্‌নার পরিচালিত তিনটি প্যানজার গ্রুপ, সৈন্য শক্তি, চোদ্দটি প্যানজার ও আটটি মোটর বাহিত ডিভিসন সহ মোট ৭৪·৫ ডিভিসন অথবা ১৮ লক্ষ সৈন্য এবং তার সঙ্গে রয়েছে ১৪০০০-এরও বেশি ফিল্ডগান এবং মর্টার, ১৭০০ ট্যাঙ্ক এবং ১৩৯০টি যুদ্ধবিমান।

অপরপক্ষে ৩০শে সেপ্টেম্বর নাগাদ তিনটি সোভিয়েত ফ্রণ্ট (পশ্চিম, ব্রিয়ানস্ক ও রিজার্ভ) মিলিয়ে সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর মোট শক্তি: ৯৫ টি অসম্পূর্ণ ডিভিসন, ৭৬০০টি ফিল্ডগান ও মর্টার, ৯৯০টি ট্যাঙ্ক ও ৬৭৭টি যুদ্ধ বিমান অর্থাৎ সব বিভাগেই শত্রুর পর্যাপ্ত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। শক্তিসাম্যের অনুপাতে শত্রুর জনবল ১'৪ গুণ, কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ১'৮ গুণ, ট্যাঙ্ক ১'৭ গুণ এবং যুদ্ধ বিমানের সংখ্যা শত্রুর ডবলেরও বেশি বর্তমান।

সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ডের পরিকল্পনা হচ্ছে সুরক্ষিত অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী ও সক্রিয় রক্ষণাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে শত্রুকে হয়রান করা ও তার প্রভূত সৈন্যক্ষয় ঘটিয়ে—মস্কোর দিকে তার অগ্রগতিকে মন্দীভূত করা। তার ফলে যে সময়টুকু পাওয়া যাবে, তার মধ্যে নতুন রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়ে, অদূর ভবিষ্যতে যাতে চূড়ান্ত প্রতি-আক্রমণ শুরু করা যায়—তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে, কর্নেল জেনারেল আই. এস. কোনেভের পরিচালনাধীন পাঁচটি আর্মি নিয়ে গঠিত বাহিনীটি, ওস্টাস্কভ থেকে ইয়েলনায়া পর্যন্ত ৩৪০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত বলয়টির প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করছিল। মস্কোর দিকে শত্রুর অগ্রগতি রোধ করার ভার পড়ল এই বাহিনীটির উপর। এই ফ্রণ্টের মূল দায়িত্ব হবে স্মোলেনস্ক-ভিয়াজমা ব্যূহটি রক্ষা করা।

মার্শাল এস. এম বুদিয়ানীর পরিচালনাধীন রিজার্ভ ফ্রণ্টকে পশ্চিম ফ্রণ্টের পূর্বের রক্ষাব্যূহ অর্থাৎ ওস্টাস্কভ—সেলিঝারোভো লাইন বরাবর ৩০০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ বলয়ে মোতায়েন করা হল। শত্রু যদি কোনভাবে পশ্চিম ফ্রণ্টের রক্ষা ব্যূহে ফাটল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়, তাহলে শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করা হবে তাদের কাজ। মস্কো রণাঙ্গনে এটি হল দ্বিতীয় সারির রক্ষা ব্যবস্থা। পশ্চিম রণাঙ্গনের দক্ষিণে-ইয়েলনায়া থেকে স্নোপট পর্যন্ত এবং স্পাস—ডেমেনস্ক ও কিরভ অঞ্চলকে বেড় দিয়ে দুটি আর্মি নিয়ে প্রথম সারির রক্ষা ব্যবস্থাও খাড়া করা হল।

কর্নেল জেনারেল এ. আই. এরেমেস্কো পরিচালিত ব্রিয়ানস্ক ফ্রণ্ট—তিনটি আর্মি ও জেনারেল এ. এন ইয়েরমাখোভের পরিচালনাধীন ৬টি ডিভিসন নিয়ে গঠিত। ব্রিয়ানস্ক-কালুগা ও ওরেল-টুলা ক্ষেত্র নিয়ে গঠিত ২৮০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত প্রতিরক্ষা বলয় রক্ষার দায়িত্ব এই ফ্রণ্টের উপর। পশ্চিম ফ্রণ্টের সেনানায়কদের ধারণা, শত্রুর প্রধান আক্রমণ স্মোলেনস্ক-মস্কো সড়ক দিয়ে আসবে ; তাই তিনি ঐদিকটায় ১৯ নং ও ১৬ নং আর্মি ইউনিট ও ফ্রণ্টের রিজার্ভ বাহিনী থেকে ছয় ডিভিসন ও তিন ব্রিগেড সৈন্য মোতায়েন করলেন।

ব্রিয়ানস্ক ফ্রণ্টের সেনানায়ক নভোঝাইবকভ-ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলে শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাবার ব্যবস্থা নিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলে ৩ নং আর্মি ও ফ্রণ্টের রিজার্ভ বাহিনী থেকে তিন ডিভিসন এবং এক ব্রিগেড সৈন্য মোতায়েন করলেন।

রিজার্ভ ফ্রণ্টের সেনানায়ক রোজলাভল অঞ্চল ও ফ্রণ্টের পশ্চাদবর্তী ঘাঁটি রক্ষার ব্যবস্থা করলেন। শত্রু যদি ব্যূহভেদ করতে সমর্থ হয় তাহলে পশ্চাদবর্তী ঘাঁটি থেকে প্রতি-আক্রমণের ব্যবস্থাও রাখা হল।

আমরা যদি বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে মস্কো-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মানচিত্রের দিকে তাকাই, তাহলে উপলব্ধি করতে পারবো যে মস্কোকে বেড় দিয়ে—ঘন সন্নিবিষ্ট রক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো যথেষ্ট সৈন্য সোভিয়েত কম্যাণ্ডের হাতে ছিল না। তার অনেক কারণ; যথা, ইতিমধ্যে যথেষ্ট সৈন্যক্ষয় হয়েছে, রিজার্ভ বাহিনী গড়ে তোলার মতো পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়নি এবং শিল্পসংস্থাগুলিকে দেশের পূর্বাঞ্চলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সুদূর বিস্তৃত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উপযুক্ত শক্তি যোগাবার মত পর্যাপ্ত জনবল ও সমরোপকরণের অভাব অনুভূত হচ্ছিল তখন। বিশেষ করে ট্যাঙ্ক ও কামানের অভাব। ফলে, সৈন্য সমাবেশের ঘনত্ব প্রায় ছিল না বললেই চলে। ফ্রণ্ট লাইনের প্রতি কিলোমিটারে শত্রুর কামান ও মর্টারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাধিক্য যার অনুপাত ১ঃ৪ এবং ট্যাঙ্ক ১৩ঃ০'৩।

প্রথম সারির রাইফেলধারী সেনাদের ঘনত্বের স্বল্পতা ও গতি মন্থরতার দরুন, দ্বিতীয় সারির সেনাদের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা বলয়ের পুরোভাগের প্রতিরক্ষা ব্যূহের দশ থেকে ষোল কিঃ মিঃ দূরে মোতায়েন করা হয়। আর ফ্রণ্টের রিজার্ভ বাহিনীকে শত্রু ব্যূহের কুড়ি থেকে পঁচিশ কিঃ মিঃ দূরে রাখা হয়। তার ফলে আর্মির প্রতিরক্ষা লাইনের গভীরতা বার থেকে সতের কিলোমিটারের বেশি নয় এবং গোটা ফ্রণ্টের গভীরতা ছিল পঁচিশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার এটা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম।

শত্রুর আক্রমণ যখন শুরু হয় বেশির ভাগ প্রতিরক্ষা ঘাঁটির প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্কারের কাজ তখনো অসম্পূর্ণ। ১৬ নং আর্মি ও অন্যান্য রিজার্ভ বাহিনীর পুরোভাগের প্রতিরক্ষা লাইন বলতে একটি দুটি ভাঙাচোরা পরিখা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

প্রকৃত মস্কোর যুদ্ধ কবে থেকে শুরু হয়? আলঙ্কারিক অর্থে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন যেদিন সোভিয়েত সেনারা প্রথম রুশ দেশের সীমানায় হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মস্কোর যুদ্ধ শুরু হয় ৩০শে সেপ্টেম্বর। ঐদিন গুডেরিয়ানের ২ নং প্যানজার গ্রুপ (অনতিকাল পরে যার নাম প্যানজার আর্মি) টুলা অভিমুখে এগিয়ে যাবার পথে ব্রিয়ানস্ক ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীর উপর আঘাত হানে। ২রা অক্টোবর, আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের প্রধান বাহিনী পশ্চিম ও রিজার্ভ ফ্রণ্ট বলয়ে আক্রমণ শুরু করে। প্রথম দিনই শত্রু বাহিনী ব্রিয়ানস্ক ফ্রণ্টের রণ-কৌশলগত ব্যূহ ভেদ করে এবং আক্রমণ চালিয়ে ৩রা অক্টোবর ওরেল শহরে প্রবেশ করে। ২রা অক্টোবর সোভিয়েত GHQ

সুপ্রীম কম্যাণ্ডের ঐ অঞ্চলে ৪৯ নং আর্মিকে (রিজার্ভ) পাঠান ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

ওরেল পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল। এখানে ব্রিয়ানস্ক ফ্রণ্টের ১৩ নং ও ৩ নং আর্মি সাময়িক ভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। তারা অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যে নিপুণ সামরিক কসরতের মাধ্যমে আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে এসে পোনিরি-ফাটেঝ-লগভ লাইনে সরে যায়। কিন্তু তাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

অক্টোবরের গোড়ার দিকে মস্কো অঞ্চলের পরিস্থিতি বেশ খারাপ বলা চলে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে শত্রু ঢুকে পড়ার আশঙ্কা প্রবলরূপে বিদ্যমান। তিনটি ফ্রণ্টেরই বেশ কিছু সৈন্য দল ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। রক্ষাব্যূহে বেশ কিছু জায়গায় ভাঙন ধরেছে। ব্যূহের ফাঁক দ্রুত ভরাট করার মতো প্রয়োজনীয় রিজার্ভ সৈন্যদল সোভিয়েত ফ্রণ্ট সেনানায়কদের হাতে নেই। মস্কোর দুয়ারে নতুন রক্ষাব্যূহ খাড়া করা এখন নিতান্ত জরুরী।

আজ এটা স্বীকার করা কঠিন যে অক্টোবরের গোড়ায় তখন মস্কো শহরে নাৎসী ট্যাঙ্কের ঢুকে পড়ার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। পরিস্থিতির এতখানি অবনতি ঘটেছিল যে, সর্বোচ্চ অধিনায়ক জে. ভি. স্টালিন লেনিনগ্রাড রণাঙ্গন থেকে জেনারেল জি. কে. ঝুকভকে আর একবার ডেকে পাঠাতে বাধ্য হন— যদিও লেনিনগ্রাডের সামরিক পরিস্থিতিও তখন মোটেই ভাল নয়। এই ভরসা নিয়ে তাঁকে পশ্চিম ফ্রণ্টের দায়িত্বভার দেয়া হয় যে, অভিজ্ঞতা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সামরিক প্রতিভার দৌলতে তিনি মস্কো ফ্রণ্টকে মজবুত করে গড়ে তুলবেন এবং রাজধানী রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সক্ষম হবেন।

পশ্চিম ফ্রণ্টের দায়িত্বভার পেয়ে ঝুকভ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে আশু বিপদ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে লেখেন : জনবল ও সাজসরঞ্জামের ক্ষেত্রে শত্রুর প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও, আমাদের সেনাবাহিনীর অবরুদ্ধ হওয়ার কোন কারণ ছিল না। অবরোধ এড়াবার জন্য দরকার ছিল ঠিক কোন সময়ে এবং কোন দিক থেকে শত্রুর প্রধান আক্রমণ আসছে এটা আগে স্থির করা। তাহলে অন্যান্য নিষ্ক্রিয় আত্মরক্ষার ঘাঁটি থেকে আরো সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে সেখানে মজুত করা যেতে পারে। যাই হোক্, এটা করা হয় নি এবং তার ফলে আমাদের রক্ষাব্যূহ শত্রুর সুসংহত আক্রমণ সামাল দিতে পারেনি।'[৪]

ঝুকভ অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীর পুনর্বিন্যাস সাধন করে প্রতিরক্ষার উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলেন। তাঁর নির্দেশে অভিজ্ঞ সেনানায়কদের পরিচালনাধীন ট্যাঙ্ক ফোর্সগুলিকে যেখানে মারাত্মক রকমের ঝুঁকি রয়েছে রক্ষাব্যূহের সেসব অংশে পাঠান হয়। তাদের কাজ হবে পশ্চাদপসরণকারী বাহিনীগুলিকে আবার সংঘবদ্ধ করে প্রতিরক্ষা ব্যূহ খাড়া করা।

২। শত্রু যখন মস্কোর দুয়ারে

গুরুতর পরিস্থিতির কথা মনে রেখে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি ৫ই অক্টোবর, মস্কোর রক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ভলোকলোমস্ক থেকে মোঝাইস্কের মধ্য দিয়ে কালুগা পর্যন্ত বিস্তৃত মস্কো থেকে ১২০ কিঃ মিঃ দূরে প্রধান প্রতিরক্ষা বলয় রূপে মোঝাইস্ক রক্ষাব্যূহকে চিহ্নিত করা হল। এই অবস্থানে GHQ রিজার্ভ বাহিনী, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট থেকে সমবেত সেনাবাহিনী এবং মস্কো সামরিক জেলার সমস্ত সেনাবাহিনী ও সহায়-সম্বল উজাড় করে—জমায়েত করা হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে আরো চোদ্দটি রাইফেল ডিভিসন, ষোলটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড এবং চল্লিশটিরও বেশি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট পশ্চিম ফ্রন্টে এসে জড়ো হয়।

১০ই অক্টোবর, রিজার্ভ ফ্রন্টের আর্মিগুলি ঝুকভের পরিচালনাধীন পশ্চিম ফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত হয়। শত্রু যেহেতু মস্কো বরাবর এগিয়ে আসছে, তাই ১২ই অক্টোবর একেবারে শহরের দুয়ারে আর একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। মস্কো ও মস্কো এলাকার প্রায় সাড়ে চার লক্ষ বেসামরিক অধিবাসী মস্কো প্রতিরক্ষা বলয়কে (MDZ) সুরক্ষিত করার কাজে অংশ নেয়। ২০ নং আর্মির চিফ অব স্টাফ, জেনারেল এল. এম. সান্ডালভ, মস্কো কি ভাবে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তার বিবরণ লিখে রাখেন। তাতে তিনি লিখছেন, 'ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আর্মি সদর দপ্তর খিমকির দিকে গাড়ি হাঁকালাম। আমাদের গাড়ি যখন লেনিনগ্রাড রাজপথে গিয়ে পড়েছে, তখন দেখি মস্কো আত্মরক্ষা বলয়ের সৈনিকরা ও শত শত মস্কো শ্রমিক মিলে জোরদার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। রাজপথে ও শহরের পরিধির মধ্যে নানাধরনের ট্যাঙ্ক-গতি-রোধক ব্যবস্থা খাড়া করা হয়েছে এবং মস্কো-ভল্গা খালের দুধারে গড়ে উঠেছে প্রতিরক্ষার শক্ত ঘাঁটি। শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য সব ব্যবস্থা তৈরী। এসমস্ত ঘাঁটি, লাইন করে বসান কাঁটা গাছ ও বৈঁচির ঝোপ এবং ঘন কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। প্রতিরক্ষা ব্যূহের সামনের জমিতে মাইন পাতা হয়েছে।'[৫]

ইতিমধ্যে মস্কোর অদূরে যুদ্ধ পরিস্থিতি আরো সঙ্গীন। শত্রু গুঝাটস্ক অধিকার করে কালুগার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ৯ নং ও ৩ নং নাৎসী প্যানজার গ্রুপ, ১৪ই অক্টোবর কালিনিনে প্রবেশ করেছে এবং উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টের পশ্চাৎবর্তী লাইনকে বিপন্ন করে তুলেছে। ১৮ই অক্টোবর মোঝাইস্ক, মালোইয়ারোস্লাভেৎস, ভলোকলোমস্ক, কালুগা এবং তারুসা শত্রুর কবলে চলে গেল।

২০শে অক্টোবর রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি মস্কো ও তার সন্নিহিত অঞ্চলকে অবরুদ্ধ এলাকা বলে ঘোষণা করলেন। মস্কো এখন ফ্রন্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত শহর।

অনেকগুলি শিল্পসংস্থা, সরকারী দপ্তর ফ্রন্টের পিছনে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু পার্টি, সরকার ও সামরিক নেতৃবৃন্দ মস্কোতেই অবস্থান করেন এবং অবিচলিতভাবে সামরিক অপারেশন পরিচালনা করতে থাকেন।

সে সময় মস্কো শহরে সোভিয়েতের সভাপতি ছিলেন ভি. পি. প্রোনিন (মস্কোর মেয়র)। তাঁর মনে আছে, শুধু সৈন্যদেরই নয় সাধারণ শ্রমিকদেরও আত্মবিশ্বাস এত প্রবল যে—শ্রমিকরা অনেকে পূর্বাঞ্চলীয় দেশে স্থানান্তরিত হতে অস্বীকার করে।

ভি. পি. প্রোনিন দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন: "১৬ই অক্টোবর লেনিনগ্রাড জেলা সোভিয়েতের (মস্কোর অন্যতম জেলা) কেউ একজন মস্কো শহর সোভিয়েতকে ফোন করে জানাচ্ছেন যে, দ্বিতীয় ঘড়ি নির্মাণ শিল্পের শ্রমিকরা ট্রাক বোঝাই যন্ত্রপাতি ও মালপত্রকে কারখানার গেটের বাইরে যেতে দিচ্ছে না। আমি কারখানায় পৌঁছে দেখি গোটা আঙিনা জুড়ে উত্তেজিত শ্রমিকদের জটলা। পরে জানা যায় যে, এই স্থানান্তর যে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হচ্ছে—এটা তারা জানত না।"৬

মস্কো পার্টি কর্মীদের এক সভা রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট, কমসোমল (ইয়াং কমিউনিস্ট লীগের সদস্য) ও শ্রমিকদের নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে একনিষ্ঠ ও অবিচলিতভাবে লড়াই করার আহ্বান জানান হয়। আরো উন্নততর শৃঙ্খলাবোধ এবং যারা অহেতুক আতঙ্ক ছড়ায়, কাপুরুষ ও ফ্রন্ট থেকে পালিয়ে এসেছে—এহেন লোকদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রামের ডাকও দেওয়া হয়। শহরের শ্রমিকদের নিয়ে ব্যাটেলিয়ান গঠিত হল এবং পুরোদমে মস্কোর অস্ত্র কারখানায় উৎপাদন চলতে লাগল।

কয়েকদিনের মধ্যে যে পঁচিশটি কমিউনিস্ট ও শ্রমিক কোম্পানী ও ব্যাটেলিয়ান গঠিত হল তার তিন-চতুর্থাংশই হল পার্টি ও কমসোমল সদস্য। প্রধানত তারা এবং ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ইউনিট মিলিয়ে দাঁড়াল গণস্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর অন্তর্গত নতুন চারটি ডিভিসন—যার জনসংখ্যা উনচল্লিশ হাজার। অক্টোবরের প্রথমার্ধে মস্কো থেকে ৫0,000 এর আরও এক নতুন সৈন্যদল ফ্রন্টে চলে এল। স্থানীয় বিমানবিধ্বংসী রক্ষাব্যবস্থা (AAD) আরও জোরদার করা হল। পঁচিশটি AAD ব্যাটেলিয়ান, চারটি মেরামতী ও পুনর্গঠনে দক্ষ রেজিমেন্ট, কমসোমল—যুব AAD রেজিমেন্ট এবং ৩৬০০ স্বেচ্ছাসেবী-রক্ষীদল গঠিত হয়।

গোটা ইউরোপে মস্কো-ই একমাত্র রাজধানী যা শত্রুর কাছে দুর্ভেদ্য—স্থল পথে আক্রমণ করে বা বিমান হানার মাধ্যমে কোনভাবেই কব্জা করা যায় না।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মস্কো প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, ১৭ই অক্টোবর GHQ সুপ্রীম কম্যান্ড, পশ্চিম ফ্রন্টের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ চারটি আর্মি নিয়ে জেনারেল আই. এস কোনেভের পরিচালনাধীন কালিনিন ফ্রন্ট গঠন

করেন। ১৮ই থেকে ২০শে অক্টোবরের মধ্যে নবগঠিত ফ্রন্টের সেনাবাহিনী হোপ্‌নারের ৩নং প্যানজার গ্রুপের উপর পাল্টা আঘাত হানল এবং তার অগ্রগতি স্তব্ধ করল। নাৎসী প্যানজার বাহিনী রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে বাধ্য হল।

৩রা নভেম্বর ৫০ নং আর্মি ও টুলার শ্রমিকরা সম্মিলিতভাবে টুলার উপকণ্ঠে গুডেরিয়ানের ২ নং প্যানজার আর্মির আক্রমণ রুখে দিল।

পশ্চিম ফ্রন্টের মাঝামাঝি অবস্থানে, বিভিন্ন সৈন্যদল ও ইউনিট মিলিয়ে গঠিত নতুন আর্মিগুলিকে মোঝাইস্ক প্রতিরক্ষা লাইন বরাবর জমায়েত করা হয়। তাদের কাজ হবে—ভলোকলোমস্ক, মোঝাইস্ক, নারোফোমিনস্ক, মালোয়ারোজ-লাভেট্‌স এবং কালুগা অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একনিষ্ঠভাবে রক্ষা করা।

লেফ্‌টেনেণ্ট জেনারেল কে কে রকসোভস্কির পরিচালনাধীন ১৬ নং আর্মি যখন মোতায়েন, সেই ভলোকলোমস্ক অঞ্চলে কঠিন লড়াই শুরু হল। এই সেনাপতিটি অত্যন্ত ধীর-স্থির ও দৃঢ়চেতা—তিনি ইতিমধ্যেই মস্কোর নিকটবর্তী যুদ্ধে তাঁর স্থৈর্য ও স্থির বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। (পরবর্তীকালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল হন এবং বেশ কয়েকটি ফ্রন্টে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।) তাঁর আর্মি হোপ্‌নারের ট্যাঙ্ক বাহিনীর অগ্রগতি রুখে দিয়ে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে এবং শত্রুকে মস্কোর পশ্চিমের প্রতিরক্ষা-ব্যূহে ফাটল ধরাতে তারা দেয়নি।

এই অঞ্চলেই ভলোকলোমস্ক রাজপথের উপর ৫০টি নাৎসী ট্যাঙ্কের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন আটাশজন বীর প্যানফিলভ্‌ যোদ্ধা। (জেনারেল প্যানফিলভ্‌ পরিচালিত ৩১৬ নং ডিভিসনের সৈন্য।) তাঁদের অধিকাংশই মারা গেছেন—কেউ পিছু হটেননি। যাঁর নেতৃত্বে এই প্যানফিলভ্‌ যোদ্ধারা লড়াই করেন, সেই প্রবাদপুরুষ রাজনৈতিক কমিশার ক্লোচকভ এই প্রতীকী কথাগুলি বলেছিলেনঃ 'রুশ দেশ বিরাট কিন্তু আমাদের পিছু হটার স্থান নেই—মস্কো আমাদের পেছনে।' যখন শত্রুর অর্ধশত ট্যাঙ্ক তাদের আক্রমণ করল—সেই আঠাশ জন যোদ্ধার মধ্যে একজনও বিচলিত হননি। তাঁরা শত্রুর আঠারটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেন ও নিজেদের ঘাঁটি অটুট রাখেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৪১ সালের ১৬ই নভেম্বর। তার ছদিন পর নারোফোমিনস্ক অঞ্চলের দিক থেকে জেনারেল ইয়েফ্রেমভের ৩৩ নং আর্মি ও ভলোকলোমস্কের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত স্কির মানোভোর দিক থেকে ১৬ নং আর্মির ইউনিটগুলি পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং তার ফলে পশ্চিম দিক থেকে মস্কোর উপর নাৎসী আক্রমণ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। ঠিক সেখানে অর্থাৎ মস্কো থেকে চল্লিশ কিঃমিঃ দূরে ফ্রন্ট সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়ায়।

অক্টোবর আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর শত্রু নভেম্বর মাসে ফের সর্বাত্মক আক্রমণের

প্রস্তুতি শুরু করে। রণাঙ্গনের পশ্চাৎ থেকে রিজার্ভ বাহিনী নিয়ে এসে সেনা-সমাবেশের পুনর্বিন্যাস ঘটায়। নভেম্বরের প্রথমার্ধে মস্কো-রণাঙ্গনে নাৎসী বাহিনীর সৈন্য শক্তি আরো দশ ডিভিশন বৃদ্ধি করা হয়।

১৩ই নভেম্বর মস্কোর উপর নতুন পর্যায়ের সর্বাত্মক আক্রমণ শানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যাকে অপারেশন টাইফুনের দ্বিতীয় পর্যায় বলে অভিহিত করা হয় এবং যার সাংকেতিক নাম 'মস্কো ক্যানি।' হিটলারের পরিকল্পনায় ছিল, পশ্চিম ফ্রন্টের উপর পাশ থেকে চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিপুল সেনা সমাবেশ এবং তার ফলে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে—এবং তারপর শক্তিশালী গতিময় বাহিনী উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে মস্কোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে নোগিনস্ক এলাকায় মিলিত হবে: মস্কো দখলের জন্য নাৎসী কম্যান্ড একান্ন ডিভিসন সৈন্য সমাবেশ করেছিল। কিন্তু কালিনিন ফ্রন্টে অবস্থার অবনতি ঘটার ফলে তাদের মধ্য থেকে নয় ডিভিসন সৈন্য উত্তর দিকে ঐ ফ্রন্টকে সামাল দেবার জন্য স্থানান্তরিত হয়।

GHQ সুপ্রীম কম্যান্ড শত্রুর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ও তার সেনা সমাবেশের লক্ষ্য উপলব্ধি করে মস্কো রক্ষার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও শত্রুর আসন্ন আক্রমণ বানচাল করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

অবিচলিত ও সক্রিয়ভাবে শত্রু ব্যূহের পাশ কাটিয়ে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ চালান, শত্রুর আক্রমণ ক্ষমতার ক্ষয়সাধন ও তার মতলব বানচাল করার দায়িত্ব পড়ল পশ্চিম ফ্রন্টের উপর।

যাতে সেখান থেকে মস্কো রণাঙ্গনে শত্রু কোন সৈন্যদল স্থানান্তর করতে না পারে—সে জন্য কালিনিন ফ্রন্টের উপর সক্রিয় অপারেশন শুরু করার দায়িত্ব ন্যস্ত হল।

ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্ট থেকে আগত ৩নং ও ১৩নং আর্মি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টকে আরো শক্তিশালী করা হল। ইয়েলেৎস্-মিচুরিনস্ক অঞ্চল রক্ষা করা, শত্রুর ব্যূহভেদের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা রোধ করা এবং সে যাতে মস্কোর পিছনে অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে সেটা দেখা—এসব কাজের ভার পড়ল এই ফ্রন্টের উপর।

যদিও ফ্রন্টের প্রত্যক্ষ সামরিক তৎপরতায় নিযুক্ত মাত্র এক সারি সৈন্য—সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ সেনার সংখ্যাও বেশি নয়; কিন্তু GHQ সুপ্রীম কম্যান্ডের আওতায় প্রচুর রিজার্ভ বাহিনী শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সর্বদা মজুত। এই রিজার্ভ বাহিনীগুলি ইতিমধ্যেই রণাঙ্গনের বিভিন্ন অংশে জড়ো করা হয়েছে।

নভেম্বরের গোড়ার দিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মনোবল যথেষ্ট উচ্চমানের

ছিল। শত্রু যদিও মস্কোর দুয়ারে হাজির, তবুও ৭ই নভেম্বর, ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের বার্ষিকী উপলক্ষে মস্কোর লালচকে সামরিক বাহিনীর এক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হল। সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক জে. ভি. স্টালিন সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। লালচকের এই কুচকাওয়াজ থেকেই সেনাবাহিনী সরাসরি ফ্রন্টের দিকে মার্চ করে গেল। পাল্টা আক্রমণের দিন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে—কিন্তু তার আগে শত্রুর মস্কো দখলের শেষ চেষ্টা বানচাল করতে হবে।

নাৎসী সেনাবাহিনী শেষবারের মতো মস্কো দখলের অভিযান শুরু করল। ১৫ই নভেম্বর এক সর্বাত্মক অভিযান চালিয়ে জার্মান সেনাবাহিনী উত্তর দিক থেকে মস্কোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ১৮ই নভেম্বর গুডেরিয়ানের ট্যাঙ্ক বাহিনী টুলা অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করে।

অনেক ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেও শত্রু ক্লিন ও মস্কোর উত্তরে অবস্থিত সোলনেচ-নগোরস্ক দখল করে নেয় এবং ২৮শে নভেম্বর শত্রুবাহিনী মস্কো-ভল্গা খাল পর্যন্ত এগিয়ে আসে ও ইয়াখরোমা অধিকার করে।

গুডেরিয়ানের ২ নং প্যানজার আর্মি দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করে, টুলার বীর রক্ষী বাহিনীর পাশ কাটিয়ে উত্তরে কাশিরা পর্যন্ত এগিয়ে আসে। ২৪শে নভেম্বর তারা ভেনেভ শহরের ব্যূহ ভেদ করে এবং ২৬শে নভেম্বর টুলা-মস্কো রেল লাইন বরাবর এসে পড়ে। কিন্তু ১১২ নং রাইফেল ডিভিসনের সহযোগে, জেনারেল পি. এ. বেলভের ক্যাভেলরী কোর এক পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর গতিরোধ করে। টুলার প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত জেনারেল বোলডিনের ৫০ নং আর্মির শক্তি বৃদ্ধি ঘটানো হয়।

স্ট্রাউসের ৯ নং আর্মি, ক্লুগের ৪ নং আর্মির সঙ্গে যেখানে মিলিত হয়েছিল —ঠিক সেই জায়গায়, ২৭শে নভেম্বর কালিনিন ফ্রন্টের সৈন্যরা এক প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালায়। এই ঘটনা নাৎসীদের কাছে অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত।

এর আগে ১৬ই থেকে ১৮ই নভেম্বরের মধ্যে সোভিয়েত হাইকম্যাণ্ড পশ্চিম ফ্রন্টকে শক্তিশালী করার জন্য (১ নং ও ২০ নং আর্মি) দুটি নতুন সেনাবাহিনীকে রণাঙ্গনে পাঠায়। তার ফলে শত্রু আক্রমণের উদ্যত বর্শাফলকের সামনের দুর্বল স্থানগুলির যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড যে ঠিক সময়ে এই কাজটি করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১লা ডিসেম্বরের ঘটনাবলী থেকে। ঐদিন নাৎসীর আর এক জায়গা থেকে অর্থাৎ মস্কোর ৬০ কিঃ মিঃ উত্তরে খোব্রনিকভো স্টেশনের কাছ থেকে মস্কো-ভল্গা খাল অতিক্রম করার জন্য বেপরোয়া চেষ্টা চালায়।

সেখানে শত্রুবাহিনী সদ্য রণাঙ্গনে প্রেরিত ২০ নং আর্মির মুখোমুখি

হল। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ১ নং আর্মি ইয়াখরোমা শত্রুর সেতুমুখ উড়িয়ে দিয়েছে।

নভেম্বরের শেষ দিকটাকে, মস্কোর উপর নাৎসী-হামলার সংকটকাল বলা চলে। ২৯ শে নভেম্বর, আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল ফন বক তাঁর যুদ্ধের ডায়েরীতে লিখছেন: "যদি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমরা মস্কোর উত্তর-পশ্চিম ফ্রণ্টের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে না পারি, তাহলে আক্রমণ বন্ধ রাখা উচিত। আক্রমণ অব্যাহত রাখা মানে শত্রুর সঙ্গে অর্থহীন মুখোমুখি সংঘর্ষ চালিয়ে যাওয়া। মনে হয় শত্রুর যথেষ্ট জনবল ও সাজসরঞ্জাম রিজার্ভে মজুত।"[৮]

ফিল্ড মার্শাল ফন বকের এবিষয়ে ভুল হয়নি। যদিও ইতিমধ্যে রণাঙ্গনে বহু রিজার্ভ বাহিনী পাঠান হয়েছে এবং ফ্রণ্টের শক্তিবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে—তাই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি অক্টোবরের গোড়া থেকেই নতুন রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনী গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করেন। GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ডের আওতায় আরো দশটি রিজার্ভ বাহিনী গড়ে তোলা ছাড়াও, ফ্রণ্টের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য নতুন সেনা ডিভিসন ও মোটর বাহিত ইউনিট গড়ে তোলার ব্যবস্থাও করা হয়।

GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ডের রিজার্ভ আর্মিগুলি আসলে পাল্টা আক্রমণের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু নভেম্বর মাসে মস্কোর দুয়ারে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হওয়াতে—সোভিয়েত কম্যাণ্ড বাধ্য হয়ে সমস্ত যুদ্ধক্ষম আর্মিকে রণাঙ্গনে পাঠাতে বাধ্য হন। এই রিজার্ভ বাহিনীগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে নাৎসীদের হিসাবে সত্যিই ভুল হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পূর্বাঞ্চলীয় সেনা বিভাগের নাৎসী জেনারেল স্টাফের ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ধারণা ছিল যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আর রিজার্ভ বলে কিছু নেই—রণাঙ্গনের পিছনে তাদের রিজার্ভ বাহিনীর মজুত নিঃশেষিত। যদিও রাইনহার্ড, হোপনার ক্লুগ ও গুডেরিয়ান প্রমুখ সৈন্যাধ্যক্ষেরা নিশ্বাস ফেলার অবকাশ চাইছেন এবং ৯নং ও ২নং প্যানজার আর্মির অগ্রগতি ইতিমধ্যেই স্তব্ধ তবুও হিটলার ও তাঁর জেনারেল স্টাফ সৈন্যবাহিনীকে আরও এগিয়ে যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছেন। জার্মান সৈন্যরা শীতের পোষাক সঙ্গে আনেনি। এ বিষয়ে নাৎসী জেনারেল স্টাফের কাছে জানতে চাইলে—বারবার একই উত্তর: শীতের পোষাক শীগ্‌গীর পৌঁছে যাবে।

এক কথায় সোভিয়েত সেনাবাহিনী মস্কোর অদূরে প্রতিরক্ষা সংগ্রামে জয়লাভ করেছে। সোভিয়েত রাজধানীর উপর দ্বিতীয় দফা হামলায় শত্রু হারিয়েছে—১৫০,০০০ সেরা সৈন্য, প্রায় ৮০০ ট্যাঙ্ক, প্রায় ৩০০ ফিল্ডগান এবং ১৫০০ যুদ্ধবিমান। আকাশ পথে হামলা চালিয়ে মস্কোকে ধ্বংস করার চেষ্টাও তার ব্যর্থ হয়েছে। মস্কোর বিমান বিধ্বংসী প্রতিরক্ষা বিভাগ (MAADS)

চমৎকার কাজ করেছে। নভেম্বরে মস্কোর আকাশে শত্রুর গুটি কয়েক মাত্র বিমান দেখা গিয়েছিল। সবশুদ্ধ MAADS ১৯৪১ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে শত্রুর ১২২ বার আকাশ পথে হামলা রুখে দিয়েছে। মস্কোর উপর বোমা বর্ষণের জন্য লুফতভাফে মোট ৭১৪৬টি বিমান পাঠিয়েছিল। তার মধ্যে মাত্র শতকরা তিন ভাগ অর্থাৎ ২২৯টি শত্রু বিমান শহর পর্যন্ত পেঁছতে পেরেছিল।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি কিছু কম হয়নি। কিন্তু ভ্যেরমাখ্‌টের মতো তার শক্তি তাতে কমেনি—বরং বেড়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে নতুন রিজার্ভ বাহিনী রণাঙ্গনে জড়ো হয়েছে এবং পূর্বাঞ্চল থেকে ট্রেন বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র অবিরাম ধারায় মস্কো এসে পেঁছেছে। দেশের সমস্ত মানুষ, যাতে সোভিয়েত সেনাবাহিনী দরকার মতো সব কিছু পেতে পারে তার জন্যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করেছে। 'শত্রুর পরাজয় মস্কো থেকেই শুরু হোক'—পার্টির এই শ্লোগান, সোভিয়েত জনগণকে নিঃস্বার্থ শ্রমদানে এবং ফ্রন্টের সৈন্য-বাহিনীকে অতুলনীয় গণ-বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৯৪১-এর নভেম্বরের শেষ ভাগে ও ডিসেম্বরে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে মস্কো জয় করার ভ্যেরমাখ্‌টের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যান্ড উপলব্ধি করলেন যে, এটাই পাল্টা আক্রমণ শুরু করার উপযুক্ত সময়।

৩। পাল্টা আক্রমণ

আমরা যদি মানচিত্রে, ১৯৪১ এর ১লা ডিসেম্বর দিনটিতে সোভিয়েত ও জার্মান সেনাবাহিনীর অবস্থান ক্ষেত্রগুলি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো যে, মস্কোর পূব দিকে একটি জায়গায় প্যানজার বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানের দুটি মুখ কাছাকাছি এসে গিয়েছে। সোভিয়েত রাজধানী অর্ধেকেরও বেশি পরিবেষ্টিত। মস্কোর খুবই কাছাকাছি উত্তরে ডিমিত্রভ, ইয়াখরোমা এবং ক্রাসনায়া পলিয়ানা এবং দক্ষিণ পূর্বে কাশিয়া পর্যন্ত জার্মান সেনাবাহিনী এসে পেঁছেছে। যেহেতু মস্কোর পশ্চিম দিকের ফ্রন্ট অনেকটা স্থিতিশীল—অতএব শত্রু ইউনিটগুলি পশ্চিম ফ্রন্টের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বভাগে যে ফাটল সৃষ্টি করেছে—অতএব সেখানেই রয়েছে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিপদের উৎস।[২]

এখানে ফ্রন্টের সৈন্যাধ্যক্ষ, জেনারেল ঝুকভ শত্রুর অবস্থা ও পশ্চিম ফ্রন্টের পরিস্থিতি সম্পর্কে যা ভেবেছেন সেটা উল্লেখ করা হচ্ছে:

ডিসেম্বরের গোড়ায় দেখা যাচ্ছে শত্রুর যথেষ্ট শক্তি ক্ষয় হয়েছে। শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় এক হাজার কিঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তার উপর গেরিলা সেনাদের আক্রমণ অনবরত চলছে।……অতিরিক্ত সৈন্যক্ষয়, দীর্ঘমেয়াদী অপারেশন এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর একরোখা প্রতিরোধ সংগ্রাম—শত্রুর

রণনিপুণতার যথেষ্ট ব্যাহত করেছে। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে এবং আক্রমণের সফল পরিণাম সম্পর্কে তাদের মনে অনাস্থার উদয় হয়েছে।

'পাল্টা আক্রমণ পরিকল্পনার প্রারম্ভিক কর্তব্য হচ্ছে পশ্চিম ফ্রন্টের পার্শ্ববর্তী বাহিনীরা শত্রুর সেণ্টার গ্রুপ আর্মির হামলাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে মস্কোকে বিপদমুক্ত করা। যদিও পশ্চিম ফ্রন্টে আরো তিনটি আর্মিকে জুড়ো করা হয়েছে—কিন্তু একমাত্র যুদ্ধ বিমান ছাড়া সংখ্যার দিক থেকে তখনো আমাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ট্যাঙ্ক ও কামান শত্রুরই বেশি। পাল্টা আক্রমণের ছক তৈরীর সময় এ সমস্ত বিবেচনা করতে হয়েছিল।

মস্কোর অদূরে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের সূচনাই হচ্ছে মস্কো যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে এটাই হল হিটলারের ভোরমাখ্‌টের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রথম উল্লেখযোগ্য জয়। এভাবেই শুরু নাৎসী সমর যন্ত্রের একের পর এক পরাজয়।

সামরিক কলা কৌশল, প্রতিরক্ষা ও প্রতিআক্রমণের ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগের নিদর্শন হিসাবে মস্কোর যুদ্ধ নতুন সংযোজন রূপে পরিগণিত। এটা বিশেষ-ভাবে মনে রাখতে হবে যে সেনাবাহিনী তখনো পর্যন্ত কেবল পশ্চাদপসরণের গ্লানি সহ্য করেছে এবং রক্ষণাত্মক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে—সেই বাহিনী এই প্রথম প্রতিআক্রমণ করতে যাচ্ছে। এই প্রতিআক্রমণ অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় সংগঠিত হয়েছিল এবং যখন মস্কোর কাছাকাছি রণাঙ্গনের অবস্থা তখনো স্থিতিশীল হয়নি।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী যখন প্রতিআক্রমণ শুরু করতে উদ্যত, তখনো কিন্তু শত্রুর আক্রমণ করার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও সে মস্কো দখল করার আশা একেবারে ত্যাগ করেনি। সোভিয়েত প্রতিআক্রমণ শুরু হওয়ায় মাত্র দুদিন আগে অর্থাৎ ৩রা ডিসেম্বর, আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের সৈন্যাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল ফন বক তাঁর যুদ্ধের ডায়েরীতে লিখছেন: পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও আমি কিন্তু নিরাশ হয়নি। এখনো মস্কো জয়ের সামান্য একটু আশা রয়েছে। শেষ ব্যাটেলিয়ান সৈন্য দিয়েও সব কিছুর ফয়সালা হয়ে যেতে পারে'।

সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড ভালভাবেই জানতেন যে শত্রু মস্কো অধিকারের জন্য শেষ বারের মতো মরীয়া হয়ে চেষ্টা করবে যা নিশ্চয়ই পণ্ডশ্রম হবে। সুতরাং তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে, যে-কোন মুহূর্তে পরিস্থিতি সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অনুকূলে পরিবর্তিত হবে। সুতরাং প্রতিআক্রমণ শুরু করার জন্য অনুকূল মুহূর্তটি বাছাই করতে হবে। কালক্রমে সেই মুহূর্তটি এসে গেল। নাৎসী বাহিনীর অগ্রগতি স্তব্ধ কিন্তু তারা তখনো রক্ষণাত্মক ভূমিকায় যায়নি এবং মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস ঘটায়নি।

সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি জরীপ করেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, একদিকে যেমন মস্কোর বিপদের আশংকা অবলুপ্ত হয় নি—তেমনি অপর দিকে নাৎসী বাহিনী সংকটের কবলে। সুতরাং সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড শত্রুর কাছ থেকে উদ্যোগ ছিনিয়ে নেওয়ার গুরুত্ব ভালভাবেই উপলব্ধি করলেন। উদ্যোগ ছিনিয়ে নিতে গেলে প্রয়োজন সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ডের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সেনাবাহিনী ও জনগণের বিপুল প্রচেষ্টা, সোভিয়েত অফিসারদের অপরিসীম রণ নিপুণতা।

যখন জার্মান আক্রমণ নিশ্চল তখনই প্রতিআক্রমণের সূত্রপাত—এ কথাটার অর্থ কি? সোভিয়েত সেনাবাহিনীর একটানা ও অবিচলিত প্রতিরোধ এবং ডিসেম্বরের শুরুতে পাল্টা আক্রমণ ও পাল্টা আঘাত হানার ফলে শত্রুর আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং তার শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। যদিও শত্রুর ঝঞ্চাবাহিনী উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে মস্কোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে এবং উন্মত্তের মতো আক্রমণ চালিয়ে গেছে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে আর্মি গ্রুপ সেণ্টার এক হাজার কিঃ মিঃ-এরও বেশি এলাকা জুড়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। তার পশ্চাৎভাগ এত দূরে রয়েছে যে, যতই দিন যাচ্ছে নাৎসী বাহিনীর পক্ষে নিয়মিত রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা রীতিমত কঠিন হয়ে পড়েছে।

জার্মান কম্যাণ্ড এখনো আশা রাখে যে কয়েক দিনের মধ্যে মস্কোর পতন ঘটবে। তাদের ধারণা, সোভিয়েত সেনাবাহিনী আর প্রতিরোধ জারী রাখতে পারবে না। ফিল্ড মার্শাল ফন বক তাঁর ২রা ডিসেম্বরের হুকুমনামায় জার্মান সেনাবাহিনীকে অগ্রসর হবার আদেশ দিলেন। 'এটা সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে শত্রু ফ্রণ্টের অপেক্ষাকৃত কম তীব্রতাসম্পন্ন রণক্ষেত্র থেকে গোটা ডিভিসন অথবা তার ইউনিটগুলিকে সেখানে নিয়ে আসছে যেখানে লড়াই তীব্রতম। একটা মাত্র অঞ্চলে তারা নতুন বাহিনী এনে শক্তি বৃদ্ধি ঘটিয়েছে; কিন্তু সংখ্যাটা খুব বেশি নয়। তার অর্থ শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বসে পড়ার মুখে। সুতরাং সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ নিতে হবে।'[৯] জার্মান জেনারেল স্টাফের গোয়েন্দা রিপোর্টেও একই আশার সুর। সেই রিপোর্ট অনুসারে—সোভিয়েতের সংগঠিত সেনাবাহিনীর নিদর্শন কোন রণাঙ্গনেই দেখা মেলেনি।

স্পষ্টতঃ এই কারণেই জেনারেল স্টাফের চীফ, কর্ণেল জেনারেল হালডের তাঁর যুদ্ধের ডায়েরীতে ১৯৪১ সালের ২রা ডিসেম্বর লিখলেন: 'প্রতিরোধ শীর্ষ-বিন্দুতে পৌঁছেছে……শত্রুর হাতে বাড়তি কোন সেনাবাহিনী নেই।'[১০]

এই মূল্যায়ন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রিজার্ভ বাহিনীকে প্রতিআক্রমণের জন্য মজুত রেখে GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড সঠিক কাজই করেছেন। মস্কোর বিপদ যখন চরমে পৌঁছেছে, তখন রক্ষণাত্মক ভূমিকা ছেড়ে হঠাৎ পাল্টা আক্রমণ করে

শত্রুকে হতভম্ব ও মানসিকভাবে বিচলিত করার জন্য এই 'হিসেবিপনা'র জন্য যথেষ্ট সাহস ও মনোবলের প্রয়োজন। পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিক তাঁর 'ডিভেন-ডার ফর মসকাউ' (মস্কোর ঘটনাপ্রবাহে পরিবর্তন) গ্রন্থে লেখেন যে এমন প্রকৃষ্ট সময়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু হয় যে, ঐ ঘটনার জন্য জার্মান কম্যাণ্ড আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

মস্কো রণাঙ্গনের রণনৈতিক প্রতিআক্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কে এখানে দু-একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যদিও সোভিয়েত GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ডের সে সময় বিরাট আকারের আক্রমণাত্মক অভিযানের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না— তবুও তাঁরা মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ শুরু হবার পর এই প্রথম সফলভাবে ও সতর্কভাবে বিভিন্ন ফ্রন্টের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করেন।

কালিনিন ফ্রন্ট, পশ্চিম ফ্রন্ট ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী সেনাবাহিনীগুলি মস্কো রণাঙ্গনের পাল্টা আক্রমণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মস্কো প্রতিরক্ষা বলয়ের বিমানবহর, ৬ নং বিমান-বিধ্বংসী কোর, দুটি GHQ রিজার্ভ বিমানবহর ও দূরপাল্লার বোমারু বিমানগুলি এই পাল্টা আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে।

মার্শাল এ এম. ভ্যাসিলভস্কি তাঁর বইতে লেখেন যে পাল্টা আক্রমণের চিন্তা, GHQ ও জেনারেল স্টাফ 'নভেম্বরের গোড়া থেকেই' করতে থাকেন। তখনো মস্কোর আশেপাশে প্রচণ্ড রক্ষণাত্মক যুদ্ধ চলছে। নভেম্বরের শেষাশেষি এই পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা পাকাপাকিভাবে গৃহীত হয়।[১১]

পরিকল্পনাটির খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা করার জন্য GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড, জেনারেল স্টাফ ছাড়া ফ্রন্টের সামরিক পরিষদের সদস্যদেরও জড়িত করা হয়। স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে মার্শাল ঝুকভ বলছেন, "২৯শে নভেম্বর বিকেলে আমরা জানতে পারি যে GHQ পাল্টা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই পাল্টা আক্রমণ অপারেশনের জন্য আমাদের পরিকল্পনা পেশ করতে বলা হয়। পরের দিন সকালে আমরা GHQর সামনে ফ্রন্ট সামরিক পরিষদের পক্ষ থেকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সহ পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা দাখিল করি।······তার উপর জে. ভি. স্টালিন অনুমোদিত কথাটি লিখে—তলায় স্বাক্ষর করলেন।"[১২]

৩০শে নভেম্বর GHQর কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের আক্রমণাত্মক অপারেশনের পরিকল্পনা পেশ করা হয় এবং সেটাও অনুমোদন লাভ করে। ১লা ডিসেম্বর, কালিনিন ফ্রন্টের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ডের পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রেরিত হয়। এই নির্দেশনামায়—কালিনিন ফ্রন্টের শত্রুবাহিনীর উপর ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যেই উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণ হানার জন্য ফ্রন্টের সেনা-বাহিনীকে আদেশ করা হয়।

অতএব অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ফ্রন্টের পরিকল্পনা ও আক্রমণ প্রস্তুতির কার্যক্রম সমাধা করতে হয়। অপারেশন শুরুর চার-পাঁচ দিন আগে ফ্রন্টের কম্যাণ্ড ও স্টাফদের বহুমুখী জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজতে হয়ঃ প্রয়োজনীয় টাস্ক ফোর্স জড়ো করা এবং তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেওয়া, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশের সমন্বয়সাধন, অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাকে রক্ষণাত্মক পর্যায় থেকে আক্রমণাত্মক পর্যায়ে নিয়ে আসা ইত্যাদি।

মস্কো রণাঙ্গনের প্রতিআক্রমণের মূল লক্ষ্য হিসাবে সেনাবাহিনীর সামনে রাখা হয়ঃ মস্কো অভিমুখী শত্রুর হানাদার বাহিনী ষেটা উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে আসছে তাকে বিধ্বস্ত করতে হবে, মস্কো ও মস্কোর শিল্পাঞ্চলকে প্রত্যক্ষ বিপদ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং রণনৈতিক উদ্যোগ ছিনিয়ে নিয়ে আরো অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

পাল্টা-আক্রমণ ছকের মর্মবস্তু হচ্ছে পশ্চিম ফ্রন্টের বাহিনীগুলি, কালিনিন ফ্রন্টের বাম পার্শ্ববর্তী বাহিনী ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী বাহিনীর সঙ্গে একযোগে নাৎসী ঝঞ্চা বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে মস্কো প্রতিরক্ষা বলয়ের (MDZ) উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলকে বিপদমুক্ত করতে হবে।

পশ্চিমের রণাঙ্গন থেকেই শত্রুর উপর সবচেয়ে জোরালো আঘাত হানা হয়। পশ্চিম ফ্রন্টের সৈন্যদের উপর আক্রমণের প্রধান বর্শা ফলকের ভূমিকা ন্যস্ত হয়েছিল। সে কারণে পশ্চিম ফ্রন্টকে শক্তিশালী করার জন্য GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যে নভেম্বরের শেষাশেষি ও ডিসেম্বরের গোড়ায় GHQর রিজার্ভ থেকে ১ নং শক্ আর্মি ও ২০ নং আর্মি এবং অল্পকাল পরে ১০ নং আর্মিকে এই ফ্রন্টে পাঠানো হয়। তাছাড়া ন'টি রাইফেলধারী ও দুটি ক্যাভেলরী ডিভিসন, আটটি রাইফেল-ারী ও ছটি ট্যাঙ্ক এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশেষ ধরনের বাহিনীকে এই ফ্রন্টে পাঠানো হয়।

পশ্চিম ফ্রন্টের কর্তব্য তালিকা হচ্ছেঃ

(১) ক্লিন, সোলনেচনগোরস্ক এবং ইস্ক্রা অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে, ফ্রন্টের ডান দিকের শত্রুর প্রধান সমাবেশকে পর্যুদস্ত করতে হবে।

(২) দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হয়ে মস্কোকে পাশ কাটিয়ে ষেতে উদ্যত গুডেরিয়ানের প্যানজার বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করতে হবে এবং গুডেরিয়ানের আর্মির পার্শ্বভাগে ও পশ্চাৎভাগে অর্থাৎ যথাক্রমে উঝলোভায়া বগরোডিৎস্ক অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে—মস্কোকে টুলার দিক থেকে আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত করতে হবে।

পশ্চিম ফ্রন্টের পাল্টা আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে কালিনিন ও দক্ষিণ-পশ্চিম

ফ্রন্টের সেনাবাহিনী সক্রিয় লড়াইয়ের মাধ্যমে পশ্চিম ফ্রন্টের অপারেশনকে সহায়তা করে। কালিনিন ফ্রন্টের কর্তব্য তালিকায় ছিল পশ্চিম ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে টুর্গিনভো অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে, ক্লিনের শত্রু সমাবেশের পশ্চাৎভাগে পৌঁছান এবং তাকে ধ্বংস করা। তাদের তারপরের কাজ হবে একক প্রচেষ্টায় কালিনিন ফ্রন্টের শত্রুসমাবেশকে বিধ্বস্ত করে র্‌ঝেভ অঞ্চলে সাধারণ আক্রমণ শুরু করা। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের কাজ হবে ইয়েলেৎস বলয়ে শত্রুসৈন্য পর্যুদস্ত করে পশ্চিম ফ্রন্টের সৈন্যরা যাতে বাম পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কর্তব্য সমাধা করতে পারে তাতে সহায়তা করা।

পাল্টা আক্রমণ পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে বিমানবাহিনীর বিশেষ ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মস্কোকে শত্রুর বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, আকাশ পথে নিরীক্ষণ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন, ফ্রন্ট লাইনে শত্রুসেনা সমাবেশের উপর হামলা করা এবং শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে সোভিয়েত বিমানবাহিনী ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে আকাশপথে যেটুকু প্রাধান্য অর্জন করেছে—এখন তাকে তা অব্যাহত রাখতে হবে।

এভাবে GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে পাল্টা আক্রমণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ফ্রন্ট ও বাহিনীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কাজের ভার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিলেন।

পশ্চিম দিকে ও সোভিয়েত জার্মান ফ্রন্টের পার্শ্বভাগে একযোগে আক্রমণ শুরু করার জন্য GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড, সমস্ত সোভিয়েত সেনাগ্রুপের মধ্যে রণনৈতিক সমন্বয় গড়ে তুললেন, তার দ্বারা মস্কো পাল্টা আক্রমণের সাফল্য অনেকখানি পরিমাণে নির্ধারিত হয়।

পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি হিসাবে রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনী জড়ো করাই ছিল প্রধান সমস্যা। মনে রাখা দরকার যে একাজ তখনই করতে হবে যখন প্রতিরক্ষার লড়াই ভয়ংকরভাবে চলেছে এবং যখন শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য অনেক সৈন্যের দরকার এবং রিজার্ভ থেকে তাদের রণাঙ্গনে স্থানান্তর করাটা সেসময় অত্যন্ত জরুরি।

তাছাড়া ক্রমাগত জাপানী আক্রমণের আশংকা থেকে সমস্যাটাকে আরো জটিল করে তোলে। অক্ষশক্তির চুক্তি অনুসারে জাপান জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্র। অতএব সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে দূর-প্রাচ্যের সীমানা থেকে রক্ষী বাহিনীর কোন অংশকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা একেবারেই অসম্ভব।

এরকম চরম নাটকীয় পরিস্থিতিতে ১লা নভেম্বর GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড বাষট্টিটি রাইফেলধারী ও ষোলটি ক্যাভেলরী ডিভিসন নিয়ে দশটি রিজার্ভ আর্মি গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই আর্মিগুলিকে ভিটেগ্রাকস্ট্রোমা-গোর্কী-সারাটভ

স্টালিনগ্রাড লাইন বরাবর সমাবেশ করার কথা। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও কম্যাণ্ড স্টাফের লোকজন সংগ্রহ করার নানা অসুবিধার জন্য, এই বাহিনীগুলিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

মস্কো রণাঙ্গনকে প্রধান ও চূড়ান্ত ফ্রন্ট বলে GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড মনে করেন। তাই ডিসেম্বরেই ২৬ নং ও ৬১ নং আর্মিকে পশ্চিম ফ্রণ্টের পার্শ্বভাগে স্থানান্তর করা হয়। তার ফলে রণাঙ্গনের পুরোভাগে সেনা সমাবেশের প্রয়োজনীয় ঘনত্বের মান রক্ষিত হয়। GHQ নবগঠিত ২৪ নং আর্মি ও দেশের অভ্যন্তর থেকে আমদানীকৃত ৬০ নং আর্মিকে যুক্ত করে মস্কো প্রতিরক্ষা বলয়কে আরো শক্তিশালী করেন।

GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড নবগঠিত সেনাবাহিনীর সেনানায়কদের, বাহিনীকে শুধু রক্ষণাত্মক প্রশিক্ষণ নয় তারি সাথে আক্রমণমূলক কার্যক্রমেও যাতে তারা প্রধানতঃ অংশ নিতে পারে—তার প্রশিক্ষণের উপরও জোর দিতে বলেন। তারা যাতে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে শীতকালীন অভিযানে কাজে লাগাতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার জন্য সেনানায়কদের বলা হয়।

নতুন নতুন রিজার্ভ বাহিনী আমদানী হওয়ার ফলে অক্টোবরের তুলনায় মস্কো রণাঙ্গনে সোভিয়েত সৈন্যের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। শত্রুর তবুও সংখ্যাগত প্রাধান্য বজায় রইল, যার অনুপাত : সৈন্যবল— ১'৫ : ১, গোলন্দাজ বাহিনী— ১'৪ : ১ ; ট্যাঙ্ক—১'৬ : ১। তবে বিমান বহরের ক্ষেত্রে সোভিয়েত বাহিনী শত্রুর চেয়ে সংখ্যাগত প্রাধান্য অর্জন করেছে—যার অনুপাত ১'৬ : ১। অবশ্য বিমানবহরের মধ্যে বোমারু বিমানের তুলনায় জঙ্গী বিমানই দলে ভারী।

এর থেকে প্রমাণ হয় যে, পাল্টা আক্রমণ শুরু করার সময় সোভিয়েত বাহিনীর বিরাট সংখ্যাগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—বুর্জোয়া ঐতিহাসিক মহলের এই বক্তব্য কতখানি ভিত্তিহীন। আসলে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড যে অত্যন্ত সঙ্গোপনে রিজার্ভ বাহিনী জড়ো করে এবং প্রধান রণাঙ্গনে পাল্টা আক্রমণ শুরু করার জন্য চকিতে তাদের স্থানান্তর করতে পেরেছিলেন—এই কৃতিত্বের কথা পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা ভুলেও উল্লেখ করেন না।

সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণ শুরু হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ৪ঠা ডিসেম্বর, আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের নাৎসী গোয়েন্দা বিভাগ এবং জেনারেল স্টাফের পূর্বাঞ্চলীয় আর্মি বিভাগ একই ধারণা ব্যক্ত করল এবং সেটা হচ্ছে—আরও নতুন সৈন্য বাহিনী আমদানী না করে সোভিয়েত বড় আকারের আক্রমণ হানতে পারবে না ; কারণ তাদের সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত।

আসলে নাৎসী গোয়েন্দাদের অগোচরে নভেম্বরেই পশ্চিম ফ্রণ্টের শক্তিবৃদ্ধি করা হয়। GHQ রিজার্ভ ও অন্যান্য ফ্রন্ট থেকে, একটি ট্যাঙ্ক, এগারটি রাইফেলধারী এবং নটি ক্যাভলুরী ডিভিসন ; ছটি রাইফেলধারী এবং আটটি

ট্যাংক ব্রিগেড, চারটি আলাদা ট্যাংক ব্যাটেলিয়ান এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গোলন্দাজ বাহিনী এনে পশ্চিম ফ্রণ্টে জমায়েত করা হয়।

এই স্থানান্তর কার্যক্রম নিখুঁত ছদ্মাবরণ (camouflage) ও গোপনীয়তার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

মস্কো রণাঙ্গনে পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে শত্রুর শক্তি সমাবেশকে পর্যুদস্ত করার জন্য কোন যুদ্ধপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়—সেটা অনুধাবনযোগ্য। সুপ্রীম ও ফ্রণ্ট কম্যাণ্ড নিজেদের অভিপ্রায় অনুসারে আক্রমণের গতি, পদ্ধতি ও শত্রুসেনা ধ্বংসের উপায় নির্ধারণ করতে পারেননি। সব কিছুই তখন ফ্রণ্টের বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। মূল লক্ষ্য ছিল, অগ্রসরমান শত্রুর ব্যূহ স্থিতিশীল হবার আগেই নাৎসী ঝঞ্ঝা বাহিনীর অগ্রগতিকে স্তব্ধ করা ও তাদের পরাজিত করে সোভিয়েত রাজধানীকে বিপদ মুক্ত করা। এটাও মনে রাখতে হবে যে সোভিয়েত কম্যাণ্ড, বিরাট আকারে সেনা সমাবেশ ঘটানো ও শক্তিশালী শক্ গ্রুপ তৈরি করে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো যথেষ্ট সময় পায়নি। এসব বাধা বিপত্তি মেনে নিয়েই সোভিয়েত সেনাবাহিনী নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি আক্রমণে অবতীর্ণ হয়।

৫ই ডিসেম্বর সকালে কালিনিন ফ্রণ্ট পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং পরের দিন পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্ট থেকেও আক্রমণ শুরু হয়।

গোড়া থেকেই সোভিয়েত সামরিক অপারেশন বড় আকারে শুরু হয়। কালিনিন থেকে ইয়েলেৎস পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে লড়াই চলতে থাকে। GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ডের কড়া নিয়ন্ত্রণাধীনে বিভিন্ন ফ্রণ্টের পাল্টা আক্রমণের সঙ্গে জড়িত অপারেশনগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। এটা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে ২২০ কিঃ মিঃ প্রশস্ত এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে পাল্টা আক্রমণের সূচনা বেশ ভালভাবেই হয়। কিন্তু অচিরেই এই আক্রমণের পরিধি সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ এক হাজার কিঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রথম আঘাতেই নাৎসী বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় এবং তারা পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। জেনারেল হালডের তাঁর যুদ্ধের ডায়েরীতে ৭ই ডিসেম্বর লিখছেন, 'আজকের ঘটনা খুবই ভয়ংকর ও অবমাননাকর। আরো ভয়ংকর ব্যাপার হয়েছে যে OKW আমাদের সেনাবাহিনীর বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারছে না এবং সেটা না বোঝার দরুন তারা বড়ো আকারের সিদ্ধান্ত না নিয়ে শুধু জোড়াতালি দেবার ব্যবস্থা করে চলেছে।'[১৩] হালডেরের আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের সেনাবাহিনীকে ওস্টাশকভরুঝা লাইনে সরিয়ে নেওয়া উচিত। হিটলার ইতস্তত করছিলেন, কারণ পরিস্থিতি যে এ জাতীয় গুরুত্বর ঝাঁকি নিতে পারে এটা তাঁর ধারণার বাইরে। কিন্তু ৮ই ডিসেম্বর যখন জেনারেল রুউজ রাইনহার্ড ও এরিখ হোপ্নার (যথাক্রমে ৩ নং ও ৪ নং প্যানজার গ্রুপের সেনানায়ক

এবং জেনারেল হাইনিৎ গ্যুডেরিয়ান (২ নং প্যানজার আর্মি'র অধিনায়ক) বার্তা পাঠালেন যে সোভিয়েত বাহিনীর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের মুখে তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন বাহিনীগুলি আর অগ্রসর হতে পারছে না—তখনই কেবল হিটলার তাঁর স্বাক্ষরিত ৩৯ নং হুকুমনামায় সমগ্র পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রণ্টে নাৎসী সেনাবাহিনীকে রণনৈতিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেন। এটা এখন দিনের আলোর মতই পরিষ্কার যে-মস্কো অধিকার করে বিদ্যুৎগতিতে রুশ অভিযান সমাপ্ত করার যে ছক নাৎসী কম্যাণ্ড তৈরী করেছিল তা বানচাল হয়ে গিয়েছে। নাৎসী আক্রমণ বানচাল হবার জন্য রুশ দেশের প্রবল শৈত্যকে দায়ী করা হল: 'পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রণ্টে অসময়ে হাড় কাঁপান শীত পড়ার দরুন এবং সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেওয়াতে আমাদের এক্ষুণি সমস্ত বড় রকমের আক্রমণ স্থগিত রেখে রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে হয়েছে···।[১৪] অসময়ে তুষারপাতের উপর দোষ চাপানোর ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখলে, ধোপে টেঁকে না। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের মহাফেজখানায় রক্ষিত, ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসের গড়পড়তা তাপমাত্রার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে সে সময় মস্কো অঞ্চলের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড) নেমেছিল। এটা সত্যি যে ৫-৭ই ডিসেম্বর তাপমাত্রা আরো নেমে গিয়ে হিমাঙ্কের নিচে ২৮ ডিগ্রি (সেণ্টিগ্রেড) পর্যন্ত পেঁছেছিল। কিন্তু সেটা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আসলে নাৎসী নেতারা এটা স্বীকার করতে চায় না যে তারা তুষারপাতের আগেই রুশ অভিযান শেষ করতে চেয়েছিল। তাদের সেনাবাহিনী শীতকালে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

সমস্ত ফ্রণ্টগুলিতে একযোগে ও একটানা আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তার মধ্যে যেগুলির সাফল্য উল্লেখযোগ্য:

ক্লিন—সোলনেচনোগোরস্ক অপারেশন (৬-২৫শে ডিসেম্বর ১৯৪১)

পশ্চিম ফ্রন্টের দক্ষিণ পার্শ্বের আর্মিগুলি এই অপারেশন কার্যকর করে। অপারেশনের প্রথম দিনেই ৩০ নং আর্মি পাঁচ কিলোমিটার এগিয়ে যায় এবং দ্বিতীয় দিনে আরও সাত থেকে আট কিলোমিটার এগিয়ে তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। শত্রু ব্যূহের পশ্চাতে ও পার্শ্বভাগে তারা ফাটল সৃষ্টি করে এবং শত্রুকে তাদের ঘাঁটি থেকে স্থান চ্যুত করে।

৩০ নং, ১ নং শক, ২০ নং ও ১৬ নং আর্মি একযোগে আঘাত হেনে ইস্ত্রা জলাধারের কাছে শত্রুব্যূহে ফাটল সৃষ্টি করল এবং শত্রুর উত্তরাঞ্চলীয় ঝঞ্জা বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ ঘিরে ফেলল। সোভিয়েত সেনাবাহিনী, লামা ও রুঝা নদী বরাবর নাৎসীদের পূর্বতন সুরক্ষিত ঘাঁটি পর্যন্ত এগিয়ে এল। সোভিয়েত গোলন্দাজ বাহিনীগুলির একযোগে গোলাবর্ষণের ফলে এই রক্ষাব্যূহেরও পতন ঘটে।

এই অপারেশনের ফলে শত্রুর ৩নং ও ৪নং প্যানজার গ্রুপগুলির মূলবাহিনীর ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থা। সোভিয়েত সেনাবাহিনী একশ থেকে দুশ কিলোমিটার পর্যন্ত এগিয়ে এসে ক্লিন, সোলনেচনোগোরস্ক, ইস্ত্রা, রুঝা এবং ভলো কোলামুস্ক শহরগুলি মুক্ত করে। এই অপারেশনের ফলে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মস্কোর উপর সরাসরি হামলার আশংকা দূরীভূত হয়।

কালিনিন আক্রমণমূলক অপারেশন (৫ই ডিসেম্বর ১৯৪১— ই জানুয়ারী ১৯৪২) কালিনিন ফ্রন্টের ২৮ নং ও ৩১ নং আর্মি ইউনিটগুলি বরফে জমাট ভল্গা নদী অতিক্রম করার সাথে সাথে এই অপারেশন শুরু হয়। শত্রু পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েত সেনাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করতে চেয়েছিল কিন্তু সোভিয়েত সেনাবাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটিগুলির পাশ কাটিয়ে কালিনিন শহরকে মুক্ত করে। ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ডান বাহু ভল্গা লাইন পর্যন্ত পেঁছায় এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে বুঝেভ শহরকে ঘেরাও করে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বাম বাহু বুঝেভের উত্তর পূর্বদিক থেকে এগিয়ে এসে মস্কো-কালিনিন রেলপথে শত্রুমুক্ত করে। তার ফলে নাৎসী আর্মি গ্রুপ সেন্টার সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দ্বারা বেষ্টিত হবার উপক্রম।

টুলা আক্রমণমূলক অপারেশন (৬-১৭ ডিসেম্বর ১৯৪১) : পশ্চিম ফ্রন্টের বাম দিক থেকে, ১০ নং আর্মির আগুয়ান গার্ড ব্যাটালিয়ানের চকিত নৈশ অভিযানের মাধ্যমে এই অপারেশনের সূত্রপাত। ৭ই ডিসেম্বর, ভোর হবার আগেই তারা সেরেব্রিয়ানিয়ে প্রুডি ও মিখাইলভ অধিকার করে। ১ নং ক্যাভ্লরী কোর. ১০ নং, ৪৯ নং এবং ৫০ নং আর্মিগুলি মিলিতভাবে আক্রমণ করে গুডেরিয়ান ও ক্লুগ পরিচালিত আর্মিগুলির প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। তারা তাড়াতাড়ি পশ্চিম দিকে পালাতে গিয়ে, অনেক ভারী কামান, ট্যাংক ও মোটর ট্রাক ফেলে যায়। ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে ফ্রন্টের বাম বাহুর সেনাদল ১২০ থেকে ১৩০ কিঃ মিঃ এগিয়ে যায়। টুলা ও আলেক্সিন অঞ্চলের শত্রু সেনা সমাবেশের উৎসাদন ঘটিয়ে তারা দক্ষিণ দিক থেকে মস্কোর উপর হামলার আশংকা নিরসন করে।

কালুগা আক্রমণমূলক অপারেশন (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১ থেকে ৭ই জানুয়ারী ১৯৪২) : আসলে এই অপারেশনটি টুলা অপারেশনেরই একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। শত্রুর পেছনে তাড়া করে, ফ্রন্টের বামবাহুর সৈন্যবাহিনী ওকা নদীর উপর শত্রুর প্রতিরক্ষা ঘাঁটিকে উচ্ছেদ করে এবং ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ১০০ থেকে ২০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে আসে। তারা যথাক্রমে উখনভের পূবে এবং দক্ষিণে, কিরভের পূবে এবং বেলিয়ভের পশ্চিমে অবস্থিত তিখনোভা পুস্তিন লাইন পর্যন্ত এগিয়ে আসে। শত্রুবাহিনীর পাশ কাটিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে আর্মিগ্রুপ সেন্টারকে বেষ্টিত করে।

ইয়েলেৎস অপারেশন (৬-১৬ ডিসেম্বর ১৯৪১) : দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের বামবাহুর সেনাদল এই অপারেশনের সূত্রপাত ঘটায়। ১৩ নং আর্মি উত্তর দিক থেকে ইয়েলেৎসের শত্রু সমাবেশের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। ৭ই ডিসেম্বর, একটি ক্যাভেলরী কোর, দুটি রাইফেলধারী ডিভিসন এবং একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড নিয়ে গঠিত জেনারেল এফ. ইয়ে. কোস্টেঙ্কো পরিচালিত টাস্ক ফোর্স আক্রমণ শুরু করে। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের প্রচণ্ড লড়াইয়ের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনী দশ দিনের মধ্যে ৮০ থেকে ১০০ মাইল এগিয়ে যায় এবং ইয়েফ্রেমভ ও ইয়েলেৎস শহর দুটি ছাড়াও ৪০০টি গ্রাম শত্রুমুক্ত করে। এই সামরিক কার্যক্রম পশ্চিম ফ্রন্টে জার্মান ২ নং প্যানজার আর্মির উৎসাদনকে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করে।

১৮ই ডিসেম্বর পশ্চিম ফ্রন্টের মধ্যভাগে সমবেত আর্মিগুলি আক্রমণ শুরু করে এবং শত্রু ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে চলে। ২রা জানুয়ারী তারা মালয়ারোস্লাভেৎস অধিকার করে, ৪ঠা জানুয়ারী তারা বোরোভস্ক মুক্ত করে এবং ভেরিইয়া ও মেডিন পর্যন্ত অনায়াসে এগিয়ে যায়।

পাল্টা আক্রমণের বেলায় স্বভাবতঃই সবকিছু ঠিকঠাক চলেনি। প্রথম পাঁচ-ছ দিন আক্রমণকারী বাহিনীগুলি, জনাকীর্ণ অঞ্চলে শত্রু দ্রুত যে সব প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণ করেছিল সেগুলি দখল করার জন্য ভয়ংকর লড়াই চলে। প্রধানতঃ ট্যাঙ্ক ও কামানের অপ্রতুলতার দরুন, প্রাথমিক পর্যায়ে বেশির ভাগ ইউনিটের অগ্রগতি দৈনিক দুই থেকে চার কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

আক্রমণকারী সোভিয়েত ইউনিটগুলির যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট হচ্ছিল। তারা শত্রুর পাশ কাটিয়ে না গিয়ে, মুখোমুখি সংঘর্ষে মেতে উঠেছিল। ফলে, তারা শত্রুর সব চেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটিগুলি দখল করার যুদ্ধে আটকা পড়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু সোভিয়েত কম্যাণ্ড এ বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—তাঁরা এসব ত্রুটি নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংশোধন করেন।

৯ই ডিসেম্বর পশ্চিম ফ্রন্টের সামরিক পরিষদ এক নির্দেশনামায় সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে শত্রুর পৃষ্ঠপোষক (covering) ইউনিটগুলির সঙ্গে তাদের সুরক্ষিত অবস্থানের কাছাকাছি মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে বলল।

নির্দেশনামায় বলা হচ্ছে : 'শত্রুকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে ঘিরে ফেলার পরিবর্তে, আমাদের কয়েকটি ইউনিট তাদের ঘাঁটির উপর সরাসরি চড়াও হয়ে তাকে স্থানচ্যুত করার চেষ্টায় রত। শত্রুর রক্ষাব্যূহে অনুপ্রবেশে প্রয়াসী না হয়ে, তার সামনেই তারা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজ করছে (mark time) এবং তারপরেই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও নানারকমের বাধাবিপত্তি সম্পর্কে অনুযোগ করা হচ্ছে। যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে এধরনের নেতিবাচক পদ্ধতির ফলে শত্রুর সুবিধা

হচ্ছে এবং সে সামান্য মাত্র ক্ষতি স্বীকার করে নতুন ও নিরাপদ অবস্থানে সরে গিয়ে তার সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের সুযোগ পাচ্ছে। তার ফলে সে আবার আমাদের আক্রমণকারী ইউনিটগুলিকে প্রতিহত করার অবস্থা ফিরে পাচ্ছে।' নির্দেশনামায় আরো বলা হয়, পৃষ্ঠপোষকবাহিনীর একটা অংশকে পিছনে রেখে দেওয়া উচিত যাতে তারা শত্রুব্যূহের পশ্চাদভাগের বাহিনী ও সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলি মোকাবিলা করতে পারে। তারা যেন শত্রুব্যূহকে দ্রুত পাশ কাটিয়ে গিয়ে শত্রুর পিছু হটার পথ বন্ধ করে দেয়। একজন সাহসী ও বেপরোয়া সেনানায়কের অধীনে, ট্যাঙ্ক, সাবমেশিনগান ও ক্যাভেলরী সহযোগে একটি তড়িৎবাহিনী (Shock troops) গড়ে তুলে তাদের শত্রু ব্যূহের পশ্চাদভাগে পাঠিয়ে দিতে হবে।'[১৫]

পশ্চাদপসরণরত শত্রুবাহিনীকে তাড়া করার জন্য, আর্মিগুলিকে ক্যাভেলরী, ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর ইউনিট নিয়ে টাস্ক ফোর্স গড়ে তোলার পরামর্শ দেওয়া হল। এ ধরনের টাস্ক ফোর্স শত্রুর উপর আরো নিপুণভাবে আঘাত হানতে সক্ষম হল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ৩০ নং আর্মি কম্যাণ্ডের ১০ই ডিসেম্বরের নির্দেশানুসারে, ক্লিন অঞ্চলের শত্রু উৎসাদনকে ত্বরান্বিত করা ও তাদের পশ্চিম দিকে পিছু হটার সম্ভাব্য সব পথ বন্ধ করার জন্য কর্ণেল পি. জি. চার্লাচবাদ্জের নেতৃত্বাধীন ট্যাঙ্ক, ক্যাভেলরী ও পদাতিক ইউনিট নিয়ে একটি গতিশীল (mobile) গ্রুপ গঠিত হয়। শত্রুব্যূহের পশ্চাদভাগে এই গ্রুপের সরাসরি অনুপ্রবেশ ৩০ নং আর্মির সফল আক্রমণের সহায়ক হয়েছিল।

এ বিষয়ে টুলা-কালুগা অঞ্চলে যুদ্ধরত ৫০ নং আর্মির গতিশীল গ্রুপের অভিজ্ঞতা অনুধাবনযোগ্য। ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে এই আর্মির উপর কালুগা পুনর্দখলের ব্যাপারে একটা গতিশীল গ্রুপ গঠন করে তার দক্ষিণ দিকের প্রতিবেশী ৪৯ নং আর্মিকে সহায়তা দানের নির্দেশ এল। এই টাস্ক ফোর্সের দায়িত্ব দেওয়া হয় ৫০ নং আর্মির সহকারী অধিনায়ক মেজর জেনারেল ভি. এস. পোপোভকে। ১৫৪ নং রাইফেলধারী, ১২২ নং ট্যাঙ্ক এবং ৩১ নং ক্যাভেলরী ডিভিসন, টুলা শ্রমিকদের একটি পৃথক রেজিমেণ্ট এবং ১৩১ নং পৃথক ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়ান নিয়ে টাস্ক ফোর্সটি গঠিত।

গোপনে শত্রুব্যূহের গভীরে অনুপ্রবেশ করে, এই গতিশীল গ্রুপটি সাড়ে তিনদিনের মধ্যে নব্বুই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে কালুগায় এসে পৌঁছায়। তারা শহরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকণ্ঠে আক্রমণ শুরু করে এবং পরে মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে কালুগা শত্রু কবলমুক্ত করে। মস্কো পাল্টা আক্রমণের সময়, বেলোবরোডভ, কাটুকভ এবং রোমিঝভ প্রমুখ জেনারেলরা সাফল্যের সঙ্গে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে অবশেষে শত্রুব্যূহের অনেক পেছনে এসে তাদের পরিচালনাধীন টাস্ক ফোর্স নিয়ে হামলা চালান।

শত্রু অধিকৃত অঞ্চলের অনেক ভেতরে এসে জেনারেল এল. এম. ডোভাটর এবং জেনারেল পি এ. বেলভের নেতৃত্বে গার্ড ক্যাভেলরী কোর যেভাবে দুঃসাহসিক আক্রমণ চালায়—তা মস্কো যুদ্ধের ইতিবৃত্তের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

সোভিয়েত বিমানবাহিনীও আক্রমণকারী বাহিনীকে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করেছে। তারা রণাঙ্গনে শত্রুঘাঁটি ও লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হেনেছে, পশ্চাদপসরণরত শত্রুবাহিনীর উপরও আক্রমণ চালিয়েছে, রেলওয়ে জংশনের উপর বোমাবর্ষণ করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে শত্রুর নতুন করে সেনা-সমাবেশের প্রয়াসকে অসম্ভব করে তুলেছিল। শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে মস্কো অঞ্চলের পার্টিজান ও মস্কোর শ্রমিকদের সক্রিয় ভূমিকা, সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

১৯৪২ সালের জানুয়ারীর গোড়ার দিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী লামা ও রুমা নদী—মালোইয়ারোস্লাভেট্স্-কালুগা-মিৎসেনস্ক-নভোসিল লাইন পর্যন্ত এগিয়ে আসে। আর্মি গ্রুপ সেন্টারের মূল বাহিনীকে তারা পর্যুদস্ত করে GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ডের দেওয়া কর্মসূচী সম্পাদিত করে। মস্কো থেকে শত্রুকে ১০০—২৫০ কিঃ মিঃ দূরে হটিয়ে দেওয়া হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ও মস্কো শিল্পাঞ্চলের বিপদমুক্তি সম্পূর্ণ হয়। মস্কো, টুলা, কালিনিনের অংশবিশেষ ও ওরেল অঞ্চল থেকে শত্রুকে পুরোপুরি উৎখাত করা হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হাতে সবসুদ্ধ শত্রুর এগারটি ট্যাঙ্ক, চারটি মোটরবাহিত ও তেইশটি পদাতিক ডিভিসন নাস্তানাবুদ হয়। কালিনিন এবং কালুগাসহ হাজার হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুকবল মুক্ত করে।

৮ই জানুয়ারী থেকে মস্কো প্রতিআক্রমণ, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এক সাধারণ অভিযানে পরিণত হয়।

বক, ক্লুগ, গুডেরিয়ান ও হোপ্নারের বাহিনীর পশ্চাদপসরণ বার্লিনের কর্তাদের মহলে এক ধরনের তড়িতাহত অভিঘাতের সৃষ্টি হয়। ফিল্ড মার্শাল কাইটেল স্বীকার করেন, 'রুশদের এই আক্রমণ একেবারেই অপ্রত্যাশিত। লাল ফৌজের রিজার্ভ বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে আমাদের হিসাব বিলকুল ভুল।'[১৬] এই স্বীকারোক্তি তখনি করা হচ্ছে যখন নাৎসীদের মন খুলে কথা বলতে কোন বাধা নেই। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে এই ভুল হিসাবের জন্য দোষী ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করলেন হিটলার ও কাইটেল। প্রথম কোপ পড়ল স্থল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ওয়ালথার ফন ব্রাউচিৎশের উপর—তাঁর জায়গায় হিটলার নিজে স্থলাভিষিক্ত হলেন। তারপর এল ফিল্ড মার্শাল ফন বকের পালা—তাঁর জায়গায় ক্লুগকে বসানো হল। ৬ই জানুয়ারী ২ নং প্যানজার

-আর্মির অধিনায়কত্বের পদ থেকে গুডেরিয়ানকে বরখাস্ত করা হয়। অল্প কিছু দিন পর হোপ্‌নার ও স্ট্রাউসকে পদচ্যুত করা হয়।

বর্তমানে সহজলভ্য ভেরমাখ্‌টের লগবুক থেকে জানা যায় যে আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের ইউনিটগুলো একেবারে ছন্নছাড়া অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল।

কথাটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য জেনারেল রকসোভস্কি ও কুজনেৎসভের সেনাবাহিনীর আক্রমণে জর্জর, পশ্চাদপসরণরত ৩ নং প্যানজার বাহিনীর যুদ্ধের বুলেটিন থেকে একটা অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"দেখ সৈন্যরা কিরকম ছন্নছাড়া হয়ে গরু আর স্লেজ গাড়ীর পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ...এই সৈন্যদের আচরণ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। ...অবিরাম বিমান আক্রমণকে ঠেকাবার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সময় নেই। ফ্রন্টের ঘাঁটিগুলি রক্ষা করা অসম্ভব। ১ নং ও ৭ নং প্যানজার ডিভিশনের মতো রণনিপুণ বাহিনীগুলিও ধ্বংসের মুখে। এর থেকে বোঝা যায় যে আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধ করার সামর্থ্যে কতখানি টান পড়েছে।"

সোভিয়েত GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড শত্রু অফিসার ও সৈন্যদের মহলে ব্যাপক হতাশা ও বিভ্রান্তির খবর রাখতেন। তাই তাঁরা ডিসেম্বরের পাল্টা আক্রমণের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অদম্য আগ্রহ দেখে জানুয়ারীর গোড়ায় ব্যাপক আক্রমণ শুরু করার প্রশ্ন নিয়ে বিচার-বিবেচনা করেন।

সোভিয়েত সেনা বাহিনীর সাধারণ অভিযান (শীতকাল—১৯৪২) : ১৯৪২ সালের ৫ই জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকের পর, লাডোগা হ্রদ থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত রণাঙ্গন জুড়ে এক ঢালাও আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড। ঐ সভায় জোসেফ স্টালিন বলেন, 'মস্কোর দুয়ারে পরাজয়ের ফলে জার্মানরা ঘাবড়ে গিয়েছে। ব্যাপক আক্রমণের পক্ষে এটাই প্রকৃষ্ট সময়।'[১৭]

সাধারণ আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে : উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে শত্রু সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত করা ; তাদের লেনিনগ্রাড, মস্কো ও উক্রাইন থেকে যথাসম্ভব পশ্চিমের দিকে দূরে হটিয়ে দেওয়া এবং শত্রু যাতে ১৯৪২-এর বসন্তের আগে রিজার্ভ সেনাবাহিনী নামাতে বাধ্য হয় তার ব্যবস্থা করা।

এই বৃহদায়তন ও বিস্তৃত পরিধির আওতায়, রণনৈতিক কার্যক্রমকে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। শক্তি-সাম্য তখনো সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অনুকূলে বলা চলে না। ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারীতে শত্রুর শক্তি ৩৯ লক্ষ দক্ষ সৈন্য, ৩৫ হাজার ফিল্ডগান ও মর্টার এবং পনেরশ ট্যাঙ্ক নিয়ে গঠিত। অপরদিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী, ৪১ লক্ষ ৯৯ হাজার অফিসার ও সৈন্য, ২৭ হাজার সাতশ ফিল্ডগান ও মর্টার এবং ১৭৮৪টি ট্যাঙ্ক নিয়ে গঠিত।

কিন্তু সংখ্যার দিক দিয়ে ভারী কামান, ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান, গোলাগুলি, ভারী ও মাঝারি ট্যাঙ্ক নাৎসীদের অনেক বেশি। তাছাড়া আকাশের উপর শত্রুর সামগ্রিক প্রাধান্য বর্তমান।

যখন প্রচণ্ড তুষার ঝড় বইছে, সোভিয়েত সেনাদের মোটর পরিবহন ব্যবস্থা দুর্বল ও গোলাগুলির পরিমাণ আশানুরূপ নয়—তখনই আক্রমণ শুরু করল সোভিয়েত সেনাবাহিনী।

ফ্রণ্টের গ্রুপগুলির অপারেশনের মাধ্যমে তিনটি রণাঙ্গনেই আক্রমণ শুরু হ'ল। আকাশে উড্ডীন সোভিয়েত বিমান বাহিনী ও ফ্রণ্টের অন্যান্য সেনাবাহিনী এবং সমুদ্র উপকূলের লড়াইয়ের বেলায় সোভিয়েত নৌবাহিনী এই আক্রমণকে যথোচিত সহায়তা দান করে।

গ্ঝাটস্ক, ভিয়াজমা ও উথনোভ অঞ্চলের আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের মূল বাহিনীকে ঘিরে টুকরো টুকরো করে শেষ করে ফেলাই হল পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণকারী সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রধান লক্ষ্য।

নটি ফ্রণ্ট একযোগে আক্রমণ শুরু করেছে। কালিনিন, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রণ্টের সোভিয়েত সেনাবাহিনী, আর্মি গ্রুপ সেণ্টার ও আর্মি গ্রুপ উত্তরের সংযোগস্থলের প্রায় ৩০০ কিঃ মিঃ গভীরে ঢুকে পড়েছে। দশ-বারো দিনের প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর কালিনিন ফ্রণ্টের শক্ আর্মি ৯০—১২০ কিঃ মিঃ এগিয়ে খলম্, টরোপেটস্ এবং ঝাপাডনায়া দ্ভিনা শহরগুলি পুনর্দখল করে। তাদের এই আক্রমণে উত্তর-পশ্চিম ফ্রণ্টের ৩নং ও ৪নং শক্ আর্মি সহায়তা করে।

দুটি সোভিয়েত ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী শত্রু ব্যূহের এত গভীরে প্রবেশ করার ফলে, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আর্মি গ্রুপ সেণ্টার বেষ্টিত হয়ে পড়ে ও তার সরবরাহ ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটে।

একই সঙ্গে ইতিমধ্যে ৭ই জানুয়ারী লেনিনগ্রাডকে অবরোধ মুক্ত করার জন্য ভলকভ্ ও লেনিনগ্রাড ফ্রণ্টে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। তার ফলে শত্রুর আর্মি গ্রুপ উত্তরে তার সেনাবাহিনীকে ভলকভ নদীর ওপারে স্থানান্তর করে। বেশ কয়েকটি ঘাঁটি থেকে শত্রুবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়।

পশ্চিম ফ্রণ্টের আক্রমণকারী বাহিনীর দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ভিয়াজমার দিকে অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়। ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিনগুলির মধ্যেই মোসালস্ক, সুখিনিচি ও ঝিঝদরা শহরগুলি দখল করার পর শত্রুর প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে সাময়িকভাবে সোভিয়েত সেনা বাহিনীর অগ্রগতি থেমে যায়।

১৯৪২ সালের ৩রা থেকে ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রণ্টের সোভিয়েত সেনাবাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে ডনবাস—টাগানরক আক্রমণাত্মক অপারেশন সাফল্যমণ্ডিত করে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী ১৯৪২-এর জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে

পরিবেষ্টিত সিবাস্তোপোল প্রতিরক্ষা বলয়কে অবরোধ মুক্ত করে এই উপদ্বীপ থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে সামরিক তৎপরতা জোরদার করে।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ১৯৪১-৪২-এর শীতকালীন অভিযানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। GHQ সুপ্রীম কম্যান্ড নির্ধারিত লক্ষ্য পুরোপুরি পূরণ না হলেও সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর যথেষ্ট ক্ষতি-সাধন করে।

১৯৪২ সালের জানুয়ারী-এপ্রিল মাসের সাধারণ আক্রমণের মাধ্যমে, উত্তর-পশ্চিম, কালিনিন ও পশ্চিম ফ্রণ্টের সঙ্গে যুক্ত সোভিয়েত সেনাবাহিনী ভিতেবস্ক রণাঙ্গনে ২৫০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। গুঝাটস্ক ও উখানভ রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ৮০-১০০ কিঃ মিঃ অগ্রগতি ঘটে। এই সমস্ত যুদ্ধের ফলে শত্রুর ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার রণনিপুণ সেনা ও ১৬টি ডিভিসন ও একটি ব্রিগেড বিধ্বস্ত হয়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এই সাধারণ আক্রমণ রণনৈতিক অপারেশনের দিক থেকে যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হয়। এটা আরো বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে সোভিয়েত আক্রমণ প্রসূত ক্ষয়-ক্ষতি সামাল দেবার জন্য নাৎসী কম্যাণ্ডকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে ৪৯টি ডিভিসন, ৬টি ব্রিগেড ও ৮ লক্ষ অফিসার ও সৈন্যকে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে স্থানান্তর করতে হয়।

মস্কো রণাঙ্গনের যুদ্ধের সারাৎসার হচ্ছে, একাধারে সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং তার সমাজ ব্যবস্থার অপরিমেয় সহ্যশক্তি ও দার্ঢ্যের পরিচয় এবং সোভিয়েত জনগণ ও সেনাবাহিনীর নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির জ্বলন্ত প্রমাণ।

শত্রুকে পরাজিত করার জন্য জনগণ ও সেনাবাহিনীকে সমবেত করার যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্র সেই বিশাল কর্মকাণ্ডের ধাক্কায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণকারীর যুদ্ধ-পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রারম্ভিক দিন ও সপ্তাহগুলির পাহাড়-প্রমাণ বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধন করে এবং সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ঢেলে সাজিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে নতুন স্তরে উন্নীত করে।

নাৎসী যুদ্ধ-প্রভুরা তাদের ইউরোপীয় 'কেরামতি' আর একবার দেখাতে পারল না। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশাল শিল্প-সম্পদ-লোকবলকে পদানত করে দেশের অর্থনীতি ও সরকারকে অচল করে দিতে পারল না। হিটলারের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না। তিনি ভেবেছিলেন যে সোভিয়েত অর্থনীতি যুদ্ধের ধকল সহ্য করতে না পেরে চাপের মুখে ভেঙে পড়বে।

মস্কো রণাঙ্গনে জয় আসলে সোভিয়েত যুদ্ধবিদ্যার জয়। প্রথমে পাল্টা

আক্রমণ ও পরে সাধারণ আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী মস্কো থেকে ২৫০-৪০০ কিঃ মিঃ পশ্চিমে শত্রুকে হটিয়ে দেয় এবং ১১ হাজার জনপদ পুনর্দখল করে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী রণনৈতিক উদ্যোগ শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং তার ফলে পাল্টা আক্রমণের পরেই সাধারণ আক্রমণ চালান সম্ভবপর হয়।

GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড শুধু রক্ষণাত্মক লড়াইয়ের বেলায় নয়, আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রেও ফ্রণ্টগুলির সংগঠন ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সেনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সামরিক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

মস্কোর অদূরে যখন প্রতিরক্ষার সংগ্রাম চলছে, তখন টিখ্ভিন অঞ্চলে ও রস্টোভের কাছাকাছি সৈন্য পাঠিয়ে আক্রমণ শুরু করা হয়। তার ফলে নাৎসী কম্যাণ্ড আর্মি গ্রুপ উত্তর ও দক্ষিণের আওতা থেকে মস্কো রণাঙ্গনে সৈন্য স্থানান্তর করতে পারেনি।

প্রতিরক্ষা সংগ্রামে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে সোভিয়েত সেনানায়করা রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীর সমাবেশ ঘটানো এবং ঠিক সময়ে তাদের যুদ্ধে নামিয়ে দেবার কাজে সফল হয়েছিলেন। অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মস্কো রণাঙ্গনের যুদ্ধে, ফ্রণ্টে ভাঙন সৃষ্টি হলেই রিজার্ভ বাহিনী নামিয়ে তাকে সামাল দেওয়া হত। নতুন নতুন ঘাঁটি স্থাপন এবং ব্যূহ ভেদ করে যখন শত্রু-বাহিনী এগিয়ে আসছে তখন পাল্টা আক্রমণ করে তাদের হটিয়ে দেওয়া, প্রথম সারির সেনা বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি ও অত্যন্ত দুর্বল ঘাঁটিকে মজবুত প্রতিরক্ষা বলয়ে রূপান্তরিত করার কাজ রিজার্ভ বাহিনী দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করেছে।

১৯৪১ সালের ২১শে এপ্রিল জেনারেল হালডের তাঁর যুদ্ধের ডায়েরীতে লিখছেন: "শীতকালীন যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি: (ক) ১৯৪১ সালের ১লা নভেম্বর থেকে ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৯ লক্ষ জন হতাহত। ১৯২২ সালের লোকদেরও ডাকতে হয়েছে এবং সাড়ে চার লক্ষ নতুন সৈন্যকে রণাঙ্গনে পাঠাতে হয়েছে।...তার ফলে দেশের অর্থনীতিতে বড় রকম চাপ সহ্য করতে হচ্ছে।[১৮]

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের পর ভেরমাখ্টকে এই প্রথম এত বড় ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। মস্কো রণাঙ্গনের পরাজয়ের ফলে ভেরমাখ্টের নেতৃত্বের নাজেহাল অবস্থা। পঁয়ত্রিশ জন জেনারেলকে বরখাস্ত করা হয় এবং তাদের কয়েকজনকে এমনকি সামরিক আদালতেও হাজির করা হয়। ব্রিটিশ সামরিক ঐতিহাসিক ফুলার লিখছেন, 'মার্নের যুদ্ধের পর এত জন জেনারেলের আম কোতল আগে কখনো ঘটেনি।'[১৯]

জেনারেলদের পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীতেও উৎপীড়ন নিপীড়ন

চলতে থাকে। মস্কো যুদ্ধ চলাকালীন ৬২ হাজারেরো বেশি অফিসার ও এন সি ও-কে সামরিক আদালতে বিচার করা হয়।●

সোভিয়েত বাহিনীর বিজয় লাভের ফলে গোটা দেশের রাজনৈতিক মনোবল চাঙা হয়ে ওঠে। মস্কো রণাঙ্গনে শত্রুর বিরুদ্ধে এই ঐতিহাসিক জয়ে সোভিয়েত জনগণ নতুন কর্মপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয় এবং শত্রু যে শেষ পর্যন্ত নির্মূল হবেই—এ বিষয়ে তারা আরো আস্থাশীল হয়।

মস্কো রণাঙ্গনের যুদ্ধে নাৎসী বাহিনীর পরাজয় ঘটেছে এই সংবাদে সারা দুনিয়ায় প্রবল অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। এই জয়, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তির জয় বলে অভিনন্দিত হয়। এই জয় স্বাধীনতা-কাম্য জাতিগুলির মনোবল উদ্দীপিত করে নাৎসী অধিকৃত দেশগুলির অভ্যন্তরে প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার করে এবং অক্ষশক্তি-বিরোধী জোটের সংহতি সুদৃঢ় করে।

ইতালীর প্রগতিশীল জননেতা রবার্টো বাতাগ্লিয়ার রণক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই জয়, আটলান্টিকের উভয় পাড়ের অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তি ভরা এক অচলায়তনের অবসান ঘটান।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের শ্রুতকীর্তি নেতা উইলিয়াম ফেড্ ফস্টার উচ্ছ্বসিত ভাষায় এই জয়কে অভিনন্দিত করেন। তাঁর মতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এই পাল্টা আক্রমণ আসলে নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে এক মহান গণ-আক্রমণের উত্তরণের সূচনা।

অক্ষশক্তি-বিরোধী জোটের দেশগুলির বহু রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের সংগ্রামের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট অবদানের স্বীকৃতি জানান। ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট এক বার্তা পাঠিয়ে জে ভি স্টালিনকে জানান যে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সাফল্যে গোটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ অনাবিল আনন্দ প্রকাশ করেছে।[২০] ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি যখন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন উইনস্টন চার্চিল সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধানদের এক স্মারকলিপি পাঠিয়ে জানান যে এই মুহূর্তে যুদ্ধের বড় খবর হচ্ছে রাশিয়ায় হিটলারের বিপর্যয় ঘটেছে। বিখ্যাত ফরাসী সামরিক নেতা ও ঐতিহাসিক এ গেয় বলেন যে, মস্কোর দুয়ারে এই জয় শুধু সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয় নয়—এটা, নাৎসী-বিরোধী দেশগুলির যে সর্বনাশ করা হয়েছে—তার বদলাও বটে। ফরাসী জেনারেল স্টাফের প্রাক্তন সহকারী প্রধান জেনারেল লায়োনেল চাসি'র মতে মস্কোর যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে এক পালাবদল সূচিত করেছে।

মস্কো যুদ্ধের সফল পরিণাম, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জাপানের রুশ-সীমান্তে

অপেক্ষমান দশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে গঠিত কোয়ানতুং বাহিনীর ঝাঁপিয়ে পড়ার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে গেল। মস্কোর দুয়ারের ঘটনাবলী তুরস্কের যুদ্ধবাজ গোষ্ঠীকেও দমিয়ে দিল।

কয়েকটি আর্মি গ্রুপের সম্মিলিত রণনৈতিক অপারেশনের ফলশ্রুতি এই মস্কো পাল্টা আক্রমণ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই প্রথম এবং এমন কি যুদ্ধের ইতিহাসেও এটা অভিনব ঘটনা। একই রণনৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য কয়েকটি ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনীর একত্র সমাবেশের ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে সোভিয়েত রণনীতি একটি নতুন ও উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছে। পরবর্তী যুদ্ধগুলির ক্ষেত্রেও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর রণনৈতিক অপারেশনগুলি একই পদ্ধতি মেনে চলেছিল।

মস্কো পাল্টা আক্রমণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু শত্রু-বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ হানা হয়েছে—যুদ্ধের ইতিহাসে যা অনন্য। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার মাধ্যমেই এত অল্প সময়ের মধ্যে আক্রমণাত্মক কার্যক্রমের প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন ফ্রন্ট ও বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধরত বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও আক্রমণের গতি নির্ধারণ প্রভৃতিতে সোভিয়েত রণনীতির উৎকর্ষতা প্রমাণিত। কঠিন শীতকালীন পরিবেশে এই আক্রমণ হানার পরিকল্পনা সোভিয়েত যুদ্ধবিদ্যার, অভিজ্ঞতালব্ধ বিচক্ষণতার ছাপ বহন করছে।

পাল্টা আক্রমণের জন্য রিজার্ভ বাহিনী মজুত ও আক্রমণের স্থান-কাল নির্বাচনের মাধ্যমে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড যথেষ্ট সহনশীলতা, দক্ষতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

আত্মরক্ষা থেকে আক্রমণে উত্তরণ শত্রুর সম্পূর্ণ অগোচরে ঘটেছিল। ফলে এই আক্রমণ শত্রুর জন্য প্রবল বিস্ময়ের চমক সৃষ্টি করে। নাৎসীরা ভাবতেই পারেনি যে যারা এভাবে মরণপণ আত্মরক্ষায় ব্যস্ত তারা আকস্মিকভাবে আক্রমণ শুরু করতে পারে। এই পাল্টা আক্রমণে কোন ছেদ বা বিরতি ছিল না। এমন সময়ে এই আক্রমণ চলে যখন শত্রুর আক্রমণে ফিরে আসার শক্তি নিঃশেষিত এবং এমন কি আত্মরক্ষা করার জন্য পরিখা খননের সময়ও তার হাতে ছিল না।

পাল্টা আক্রমণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফ্রন্ট ও আর্মিগুলি-প্রতিরক্ষা সংগ্রামে রত অবস্থাতেই যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েছিল। যারা যেখানে প্রতিরক্ষা-সংগ্রামে রত তারা সেখান থেকেই আক্রমণের সূত্রপাত ঘটায়। এমন কি GHQ ও অন্যান্য সূত্র থেকে রণাঙ্গনে প্রেরিত রিজার্ভ বাহিনীগুলি সরাসরি আক্রমণে অংশ-গ্রহণ করে।

মস্কোর নিকটে নাৎসী বাহিনীর বিপর্যয় ও টিখ্‌ভিনের কাছাকাছি তাদের পরাজয় কিন্তু শত্রুর প্রতিরোধ ক্ষমতার পুরোপুরি অবসান সূচিত করে না।

ভোরমাখ্টের হাই কম্যান্ড প্রেরিত ৩৯ নং নির্দেশিকায় আশু লক্ষ্য হিসাবে বলা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন সমস্ত ঘাঁটি ধরে রেখে ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালীন ব্যাপক আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

ভোরমাখ্টের সেরা বাহিনীর এই পরাজয় যেন জার্মান সামরিক নেতাদের কাছে এক বিপন্ন বিস্ময়ের মতো। নাৎসী রণনীতি বিশারদরা এটা খোলাখুলি স্বীকার করেছেন। জেনারেল সীগফ্রীড ওয়েস্টফাল লিখছেন যে, জার্মান আর্মিকে একদা অপারেজয় বলে মনে করা হত—আজ তা ধ্বংসের মুখে। ৪নং ফিল্ড আর্মির প্রাক্তন চীফ্ অব স্টাফ জেনারেল গান্থার ব্লুমেন রীটের মতে, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আওতায় স্থলযুদ্ধে, জার্মান বাহিনীর প্রথম পরাজয় ঘটল মস্কোর যুদ্ধে। যে ঝটিকা আক্রমণ এতদিন পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও বলকান অঞ্চলে হিটলার ও ভোরমাখ্টকে এতখানি সাফল্য এনে দিয়েছে—এবার তার অবসান।'[২১] রুশ অভিযান ও বিশেষ করে মস্কোয় এই পালাবদল, জার্মানীর রাজনৈতিক জীবনে ও সমর ক্ষেত্রে প্রথম বড় রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।'

পশ্চিম জার্মানীর ঐতিহাসিক ক্লাউজ রাইনহার্ডের মতে, 'হিটলারের পরিকল্পনা ও জার্মানীর যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা—১৯৪১ সালের অক্টোবরে এবং বিশেষ করে ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে মস্কোর পাল্টা আক্রমণের পর উভয়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ ও তার সেনাবাহিনীর অনমনীয় প্রতিরোধের ফলে হিটলারের রণনৈতিক লক্ষ্য চিরতরে বানচাল হয়ে যায়।'[২২]

যখন নুরেমবার্গ আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় ফিল্ড মার্শাল উইলহেল্‌ম কাইটেল দাঁড়িয়ে—তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কখন তিনি বুঝলেন যে 'বারবারোসা' অপারেশন বানচাল হয়ে গিয়েছে? তার উত্তরে তিনি অনেক ইতস্ততঃ করে শুধু একটা কথা উচ্চারণ করেন: মস্কো। নাৎসীরা মস্কোয় যুদ্ধ শেষ করতে চেয়েছিল—অথচ সেখানে তাদেরই বিলুপ্তির সূত্রপাত ঘটল।

এ বিষয়ে এবার পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা কি বলেন তা দেখা যাক্। উদাহরণস্বরূপ, ডারমট ব্রাডলের মতে মস্কোয় জার্মানদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'ঝটিকা আক্রমণের যুগ শেষ হয়ে গেল এবং তা আর ফিরে আসবে না।'[২৩] আর একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক, ব্যারি এ. লীচ্, তাঁর গ্রন্থে (German Strategy against Russia 1939-1941) কেন নাৎসী বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণ পদ্ধতি ব্যর্থ হল তার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে খোলাখুলি লেখেন যে, 'সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঝটিকা আক্রমণে ধরাশায়ী করা যায়—এটা ভেবে জার্মান নেতারা মস্ত ভুল করেছেন।'[২৪]

আজও পর্যন্ত ঝটিকা আক্রমণের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে পশ্চিমী ঐতিহাসিক মহলে তুমুল বিতর্ক চলছে। কেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বেলায় 'নাৎসী-তড়িৎ

'আক্রমণ' ব্যর্থ হল এনিয়ে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও পশ্চিম জার্মানীতে যথেষ্ট লেখালেখি চলেছে। এ বিষয়ে যত রকমের মিথ্যার বেসাতি চলেছে। 'দৈবাৎ পরাজয়' এবং হিটলারের 'মারাত্মক প্রমাদ' প্রভৃতি কুযুক্তিপূর্ণ বাগাড়ম্বর বিস্তারের প্রয়াস চলেছে। কিন্তু এর কোনটাই ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রামাণ্য দলিলপত্রের সামনে ধোপে টিকছে না।

ঝটিকা যুদ্ধের রণনীতি কেন ব্যর্থ হল তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের সাধারণতঃ আসল কারণ সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁরা ভোরমাখটের যুদ্ধ পদ্ধতি এবং মুখ্যতঃ ঝটিকা যুদ্ধ তত্ত্ব সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন দুর্বলতাকে ঢাকতে পারে না—সেখানে নানা ধরনের অর্থহীন কৃত্রিম ব্যাখ্যার অবতারণা করে ভোরমাখটের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করেন।

এই বিপজ্জনক তত্ত্বকে যে অভিধার সাহায্যেই আড়াল করা হোক না কেন তার রাজনৈতিক মর্মবস্তু কিন্তু এতটুকু বদলায়নি। এটা বরাবরের মতো এখনো আগ্রাসী যুদ্ধ চালানোর তত্ত্ব।

মস্কোর সন্নিকটে নাৎসী সেনাবাহিনীর বিপর্যয় যে হিটলারের রণনীতির দেউলিয়াপনারই প্রমাণ, তা নয়—এর ফলে জার্মানীর নাৎসী নেতৃত্বের সামগ্রিক দুঃসাহসী নীতির চরম পরিণতিও সূচিত হল। নাৎসী রণনীতি বিশারদদের হিসাবে প্রধান গলদ হচ্ছে যে তাঁরা ভেবেছিলেন যে লড়াইটা শুধু সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু কার্যতঃ সমগ্র সোভিয়েত জনগণের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যে লড়তে হবে এই ধারণা তাঁদের ছিল না।

মস্কো যুদ্ধের এই গুরুত্বপূর্ণ জয় সম্ভবপর হয়েছে, যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র সোভিয়েত জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পেরেছিলেন এবং সশস্ত্রবাহিনীর সমস্ত সৈন্যদের সংহত করে, রণক্ষেত্রে চরম সাহসের পরিচয় দেবার জন্য সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল। এই কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে পার্টি অতুলনীয় সামরিক ও সাংগঠনিক এবং আদর্শগত কৃতিত্বের অভ্রান্ত স্বাক্ষর রেখেছে। পার্টি নেতৃত্বের পরিচালনায় সোভিয়েত জনগণ দেশের উপর নাৎসী জার্মানীর আকস্মিক আক্রমণজনিত ক্ষয়ক্ষতি সামলে উঠে, শত্রুর সঙ্গে হিংস্র লড়াইয়ের মাধ্যমে নিজেদের অনুকূলে শক্তিসাম্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে।

মস্কোর দুয়ারে সোভিয়েত জনগণ ও সেনাবাহিনী অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেশপ্রেমের মহৎ দৃষ্টান্ত উপহার দিয়েছে। তারা এক অতিকায় শত্রু বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে ফ্রন্টে গণশৌর্য ও রণাঙ্গনের পশ্চাদভাগে বিপুল কর্মতৎপরতার স্বাক্ষর রেখেছে। এই জয় জনগণ ও সেনাবাহিনীর মনোবল উদ্দীপিত করার ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এই জয়ের ফলে অনুপ্রাণিত জনগণ আরো সাহসের পরিচয় দিতে উন্মুখ এবং শত্রুর অবশ্যম্ভাবী পরাজয় সম্পর্কে তাদের মনে তিলমাত্র আর সন্দেহ নেই।

সাময়িকভাবে শত্রু অধিকৃত সমগ্র অঞ্চল জুড়ে পার্টিজান আন্দোলনের বিস্তারের মধ্যে রয়েছে গণশৌর্যের আর একটি বহিঃপ্রকাশ। অধিকৃত অঞ্চলের জনগণ নাৎসী হানাদারদের বিরুদ্ধে পবিত্র লড়াই শুরু করে। মস্কোর কাছাকাছি যখন প্রতিরক্ষা সংগ্রাম চলছে তখনি পার্টিজান আন্দোলন যথেষ্ট জোরদার হয়ে উঠেছে। কালিনিন, মস্কো, স্মোলেনস্ক, ওরেল, টুলা ও কুর্স্কের একটা অঞ্চল জুড়ে শত্রু অধিকৃত এলাকায় ২৬ হাজারেরো বেশি পার্টিজান সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। যখন সোভিয়েত সেনাবাহিনী মস্কো রণাঙ্গনে আক্রমণ শুরু করে তখন উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে ৪০ হাজার পার্টিজান শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৬ নং আর্মির প্রতিরক্ষা বলয়ে তিরিশটি পার্টিজান যোদ্ধার দল সক্রিয় ছিল। তারা রেলপথ ও রাজপথ ধরে মস্কো অভিমুখী নাৎসী সরবরাহ ব্যবস্থার উপর আঘাত হানত।

কেবল কালিনিন রক্ষা বলয়ে আশিটির মতো পার্টিজান বাহিনী ও গ্রুপ সক্রিয়। তারা শত্রুব্যূহে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর, হেডকোয়ার্টার্স, বিমান ঘাঁটি ও অস্ত্রাগার সম্পর্কীয় অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করত এবং সেগুলি সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে পেঁছে দিত। তারা ফ্রন্ট লাইন অতিক্রম করে নাৎসী হেডকোয়ার্টার্স-এর মূল্যবান কাগজপত্র ও শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ছক এবং এমন কি খোদ নাৎসী সৈন্যকেও সশরীরে ধরে আনত। মোঝাইস্ক জেলার পার্টিজানরা, মিনস্ক-মোঝাইস্ক-মস্কো রাজপথ ধরে শত্রুর সৈন্যের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য নিয়মিত সোভিয়েত ফ্রন্টের সদর দপ্তরে পেঁছে দিত। ক্রেমেনটিয়েভ, গোরলেড ও রুঝার কাছাকাছি অঞ্চলে প্যানজার বাহিনীর এক বিরাট সমাবেশ সম্পর্কেও নিখুঁত তথ্যাদি তারা যুগিয়েছিল।

সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণ শুরু করার আগে ওরেল অঞ্চলের পার্টিজানরা ১৪৮ টি শত্রু সেনার অবস্থান ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে সোভিয়েত কম্যান্ডের কাছে পেঁছে দেয়। তারা কয়েক ডজন বিমান ক্ষেত্র ও নাৎসী সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের অবস্থান সম্পর্কেও নিখুঁত তথ্য সরবরাহ করে।

আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্টিজানদের তৎপরতাও বেড়ে গেল। তারা শত্রু বাহিনীর চলাচল ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে; সামরিক ইউনিট ও লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ হানতে থাকে; সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল করতে থাকে; শত্রুর সেনা সমাবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং শত্রু সেনা ও সমরোপকরণকে ধ্বংস করতে থাকে। তখন জার্মান কম্যান্ড বাধ্য হয়ে শুধু রিজার্ভ থেকে নয় রণাঙ্গন থেকেও সৈন্যদের সরিয়ে এনে পার্টিজানদের বিরুদ্ধে লড়াই ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বস্তু সম্ভারের পাহারার কাজে নিযুক্ত করে।

মস্কোর দুয়ারে যখন সাড়ে ছ'মাস ধরে কঠিন লড়াই চলছে তখন উপরোক্ত

শত্রু কবলিত অঞ্চলগুলিতে পার্টিজানরা তিরিশ হাজারেরো বেশি শত্রুসেনা ও অফিসারদের কচুকাটা করেছে। তারা সমরসম্ভারপূর্ণ দু' হাজার মোটরযান ধ্বংস করেছে এবং দুশোর বেশি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়াগাড়ী, ৫০টি ফিল্ডগান এবং ৬৬টি জঙ্গী বিমান বিনষ্ট করেছে। তারা ১৭০টি অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যের গুদাম, চারশটি সেতু উড়িয়ে দিয়েছে এবং নাৎসী সেনা ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই ৪০টি ট্রেন লাইনচ্যুত করেছে।

মস্কো যুদ্ধের সময়, পার্টিজান আন্দোলন সংগঠন ও তাদের উপযুক্ত সহায়তা ও নেতৃত্ব দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪২ সালের ৩০ শে মে GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ডের নেতৃত্বে, পার্টিজান আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদরদপ্তর গঠিত হয়।

১৯৪১ সাল সোভিয়েত জনগণ ও সেনাবাহিনীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন একটি বৎসর। অজস্র প্রাণহানিও বিরাট ধ্বংসলীলায় আকীর্ণ এই বৎসর। পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত সংকটজনক এবং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই অবিশ্বাস্য রকমের তীব্র। রণাঙ্গনের পরিস্থিতিও অত্যন্ত প্রতিকূল। কিন্তু ১৯৪১ সালে সোভিয়েত দেশ ও জাতির জীবন অসংখ্য শৌর্যমণ্ডিত ঘটনায় পরিপূর্ণ, যদিও সাহিত্যে যতখানি রঙ চড়িয়ে দেখান হয় ততখানি নাটকীয় নয়। কিন্তু নবীন সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র বনাম নাৎসী হানাদারদের মধ্যে এই মহতী সংগ্রাম কি কম মহিমামণ্ডিত!

যুদ্ধের প্রথমাবস্থার বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে বিশ্বাসঘাতক অথচ শক্তিশালী শত্রুকে এভাবে পুরোপুরি পরাজিত করেছে—এরকম আর একটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে কি!

১৯৪১ সালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র তার শক্তির অভ্রান্ত স্বাক্ষর রেখেছে। পশ্চিমের অন্য কোন দেশ বা সমাজব্যবস্থা যা পারেনি, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র তা পেরেছে। সে শত্রুর অগ্রগতি স্তব্ধ করেছে। তার ছক বানচাল করে দিয়েছে। শত্রুর লোকবল ও সমরোপকরণের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র অবশেষে মস্কোর দুয়ারে ভ্যেরমাখ্‌টের মূল হানাদার বাহিনীকে উৎসাহিত করে, চিরদিনের জন্য ঝটিকা যুদ্ধ তত্ত্বের কবর রচনা করেছে। এসবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য অপরিসীম এবং অচিরেই দেখা গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল গতি পরিবর্তিত হয়ে ভবিষ্যত জয়ের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হয়েছে।

১। হিটলারস ভাইজুঙ্গেন ফ্যুইর ডী ক্রীক ফ্যুইরুং ১৯৩৯-১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৮৫।

২। লিউ এ, বেসিমেন্‌স্কি, জাহমুঙ্গ ডেস টাইফুনস্, ভারলেগ ডেয়ার নেশন, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৮৮।

৩। দা মেময়ার্স্ অব মার্শাল ঝুকভ, পৃষ্ঠা ৩৩২-৩৩৩।

৪। কোল্যাপ্‌স্ অব দা নাজি মস্কো অফেন্‌সিভ্, ভয়োনিঝডাট, মস্কো, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ২২-২৩ (রুশ ভাষায় লিখিত)।

৫। ব্যাটেল্ অব মস্কো, পোলিৎঝডাট, মস্কো ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৫৬০ (রুশ ভাষায় লিখিত)।

৬। লিউ এ. বেসিমেন্‌স্কি—উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২১৫-২১৬। (উদ্ধৃত)

৭। দা মেময়ার্স্ অব মার্শাল ঝুকভ, পৃষ্ঠা ৩৪৭-৩৪৯।

৮। দা ফন বক ওয়ার ডায়েরী ৩ XII, ১৯৪১, (লিউ এ বেসিমেন্‌স্কি লিখিত উপরোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৯৪)।

৯। ইউ. এস. এস. আর ডিফেন্স মিনিষ্ট্রি সেন্ট্রাল আর্কাইভ্‌স্, আর্কাইভাল কালেকশান নাম্বার ৬৫৯৮ ফাইল ৭৮, পৃষ্ঠা ৯৬।

১০। ফ্রান্‌ঝ হালডের উপরোক্ত গ্রন্থ, ভল্যুম ৮, পৃষ্ঠা ৩২৩।

১১। এ. এম. ভ্যাসিলিভস্কি, এ. লাইফলং কজ্ প্রোগ্রেস পাব্‌লিশার্স, মস্কো, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ১২১।

১২। দা মেময়ার্স্ অব মার্শাল ঝুকভ, পৃষ্ঠা ৩১৮।

১৩। ফ্রান্‌ঝ হালডেব, উপরোক্ত গ্রন্থ, ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৩৩২।

১৪। হিটলারস ভাইজুঙ্গেন ফ্যুইর ডী ক্রীক ফ্যুইরুং ১৯৩৯-১৯৪৫, পৃষ্ঠা ১৭১।

১৫। দা ইউ. এস. এস. আর. ডিফেন্স মিনিষ্ট্রি সেন্ট্রাল আর্কাইভস্, আর্কাইভাল কালেকশান নাম্বার ২০৮, ডেস্‌ক্রিপশান লিষ্ট ২৫১১, ফাইল ২২২, পৃষ্ঠা ১১-১২।

১৬। লিউ বেসিমেন্‌স্কি লিখিত উপরোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৫৭।

১৭। দা মেময়ার্স্ অব মার্শাল ঝুকভ, পৃষ্ঠা ৩৫২।

১৮। ফ্রান্‌ঝ হালডের উপরোক্ত গ্রন্থ, ভল্যুম ৩ পৃষ্ঠা ৪৩০।

১৯। জে. এফ. সি. ফুলার, দা সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার ১৯৩৯-১৯৪৫, আয়ার আণ্ড স্পটিউড, লণ্ডন, ১৯৪৮, পৃষ্ঠা ১২৬।

২০। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়ে (১৯৪১-৪৫) সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রি পরিষদের চেয়ারম্যান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পত্র বিনিময়, ভল্যুম ১, ফরীন ল্যাংগুয়েজ পাব্‌লিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ১৮।

২১। দা ফ্যাটাল ডিসিশান্‌স্, ওয়ার্লড ডিষ্ট্রিবিউটার্স, লণ্ডন ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৪৫ ও ৮৪।

২২। ক্লাউজ্ রাইনহার্ড উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৭ ও ২৯১।

২৩। ডার্মট ব্রাড্‌লে, জেনারেল বার্ষ্ট হাইলজ গুডারিয়েন উণ্ড ডী এনটেসটিহানিগস-গেসচিসটে ডেস মর্ডানেন ব্রিটজগ্রীগেস, বিবলিও ভারলেগ ওসনাব্রুইক, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ২৩৩।

২৪। ব্যারী এলীচ জার্মান ষ্ট্রেটেজী এগেনষ্ট রাশিয়া ১৯৩৯-১৯৪১ ক্লারেণ্ডন প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ২৪০।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লেনিনগ্রাড গৌরবগাথা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আওতায় হিংস্রতম যুদ্ধগুলির অন্যতম লেনিনগ্রাডের যুদ্ধ। যারা ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন করেছে, সেই নেভা নদীর তীরের অধিবাসীদের ভয়ংকর শত্রুর বিরুদ্ধে পুরোপুরি 'তিন বৎসর' ব্যাপী যুদ্ধের উপর, সারা দুনিয়ার রণনীতি বিশারদ, সংবাদ ভাষ্যকার, রাষ্ট্রনায়ক ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

কেন নাৎসী জার্মানী লেনিনগ্রাড দখলের উপর অগ্রাধিকার দান করল ?

১। পঞ্চম বিকল্প

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মস্কোই যে হিটলারের রণনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যবস্তু—এটা সন্দেহাতীত। তার প্রামাণ্য দলিল হল ২১ নং নির্দেশনামা। তাতে রয়েছে: 'উত্তরে রয়েছে মস্কো, সেখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেঁছাতে হবে। এই শহরটি দখলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম...।'[১] অপারেশন বারবারোসা-র অন্যতম রচয়িতা ফিল্ড মার্শাল ফ্রিয়েড্রিশ পাউলাস প্রমুখ ভেরমাখটের অফিসারদের স্মৃতিচারণেও একথা স্বীকৃত। ১৯৪১ সালের ঘটনাবলীও তার সাক্ষ্য বহন করছে।

হিটলার কিভাবে তাঁর লক্ষ্য পূরণ করতে চেয়েছিলেন, এই প্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে জার্মান জেনারেল স্টাফ রচিত অপারেশন ছকের আওতায় ছটি বিকল্পের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। ১৯৪০ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তার মধ্যে একটির উপর হিটলার অনুমোদনের স্বাক্ষর দেন। ফিল্ড মার্শাল পাউলাসের মতে, এই বিকল্পগুলির মধ্যে এক জায়গায় মিল ছিল: অন্যান্য ফ্রন্টে সামরিক কার্যক্রমের উপর মস্কো দখলের প্রভাব কি রকম বা কতখানি পড়তে পারে তা নিরূপণ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই বিকল্পগুলি বস্তুগতভাবে একটা অপরটার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। দৃষ্টান্তস্বরূপ: ১ নং বিকল্প অনুসারে, উক্রাইনের রাজধানী কিয়েভ ও ডনবাসের দিকে প্রধান আক্রমণ হানা হবে এবং পরে মস্কো ও গোর্কী অভিমুখে আক্রমণের কীলক প্রসারিত করা হবে। ২ নং বিকল্প অনুসারে প্রধান আক্রমণ হানা হবে উক্রাইন অভিমুখে এবং মস্কো ও লেনিনগ্রাডের বিরুদ্ধে আক্রমণটি হবে তারই সহায়ক। ৩ নং বিকল্প অনুসারে প্রধান আক্রমণ হানা হবে মস্কোর বিরুদ্ধে, সহায়ক আক্রমণ লেনিনগ্রাডের বিরুদ্ধ এবং কিয়েভের বিরুদ্ধে আক্রমণটি

হবে গৌণ স্তরের। ৪ নং বিকল্প অনুসারে দু'পাশ থেকে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে লেনিনগ্রাড ও কিয়েভকে ঘিরে ফেলা হবে। ৫ নং ও ৬ নং বিকল্প অনুসারে, তিনটি শত্রু গ্রুপ একযোগে লেনিনগ্রাড, মস্কো ও কিয়েভের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং ৫ নং বিকল্প অনুযায়ী মস্কোর পূর্বেই লেনিনগ্রাডকে দখল করতে হবে।

কর্ণেল লস্‌বার্গের কল্পনাপ্রসূত ৫ নং বিকল্পটিকেই হিটলার বেছে নেন। তাঁর মতে মস্কো অভিযান দুটি পর্যায়ে সমাধা করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে সোভিয়েত-বাল্টিক প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রপুঞ্জ ও লেনিনগ্রাড দখলই মুখ্য উদ্দেশ্য।

সুতরাং ঘটনাক্রমে লেনিনগ্রাডকে নাৎসীরা প্রধান লক্ষ্যবস্তু বলে স্থির করেনি। উত্তরমুখী অভিযানের ক্ষেত্রে ৫ নং বিকল্পের পক্ষে জার্মান জেনারেল স্টাফের যুক্তি হচ্ছে: সেনাসমাবেশের উপযোগী রেল পরিবহন ব্যবস্থা এবং এখান থেকে মস্কো সহজে পৌঁছান যাবে ফিনল্যান্ডের সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতা লাভও এখান থেকে সম্ভব এবং শেষে হিটলার ও তাঁর জেনারেলদের মতে লেনিনগ্রাডের রাজনৈতিক ও অনর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট।

প্রাক্তন ফিল্ড মার্শাল মানস্টীনের ভাষায়, 'হিটলারের রণনৈতিক লক্ষ্য মূলতঃ রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত। লেনিনগ্রাড দখলের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেহেতু এই শহর বলশেভিকবাদের দোলনা। আবার এই শহর দখলের মাধ্যমে ফিনদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিকে পদানত করার কাজ—উভয়ই সম্পাদিত হবে।'[২]

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে লেনিনগ্রাডের অবস্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং তার সামরিক-রণনৈতিক গুরুত্বও তুচ্ছ করার বিষয় নয়। বহু বছর ধরে লেনিনগ্রাড (পূর্বতন সেন্ট পিটার্সবুর্গ ও পেট্রোগ্রাড) রাশিয়ার রাজধানীর মর্যাদায় ভূষিত ছিল। জারতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুশ জনগণের সমগ্র লড়াইয়ের সঙ্গে এই শহরটি সম্পৃক্ত। এই শহরের বুকে ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের সূতিকাগারে প্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির জন্ম হয় এবং বিশ্ব ইতিহাসের আঙিনায় অবতীর্ণ হয় এক নতুন যুগ। ১৯২৪ সালে যথার্থভাবেই এই শহরের সঙ্গে বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণীর নেতা সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম কর্ণধার লেনিনের নাম যুক্ত হয়।

শত্রুর আক্রমণ থেকে লেনিনগ্রাডকে রক্ষা করে সোভিয়েত জনগণ একটি শিল্পপ্রধান শহর ও প্রযুক্তিবিদ্যার কেন্দ্রকে রক্ষা করেছে। ১৯৪০ সালে দেখা যাচ্ছে যে রুশ দেশের উৎপাদিত মোট শিল্পজাত পণ্যের শতকরা দশভাগ এখানে উৎপাদিত হয়। তাছাড়া সমরোপকরণ শিল্পের কেন্দ্র হিসাবেও লেনিনগ্রাড প্রখ্যাত।

বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও লেনিনগ্রাডের ভূমিকা নগণ্য নয়। রুশ

দেশের বিজ্ঞান চর্চার স্নায়ুকেন্দ্র অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্স ১৭৭২ সাল থেকে লেনিনগ্রাডেই অবস্থিত। বেতার যন্ত্রের প্রখ্যাত নক্সা নির্মাতা, এম. ভি. লমোনোসভ রসায়নবিদ ভি. আই মেণ্ডেলিয়েভ, শারীরবৃত্ত-বিজ্ঞানী আই. এম. সেমসেচেনভ, উজ্জ্বল সাদা আলো আধার-এর উদ্ভাবক এ. এন. লোডিগিন এবং অন্যান্য শ্রুত-কীর্তি মানুষেরা এখানে তাঁদের কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন।

রুশ দেশের প্রথম জাতীয় মিউজিয়াম অর্থাৎ মহামতি পিটার প্রতিষ্ঠিত কুনস্ট্কাম্মের এবং প্রথম পাঠাগার এখানে স্থাপিত হয়।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই শহরেই অবস্থিত ছিল; তাছাড়া এখানে রয়েছে পলিটেকনিক্যাল, টেকনো-লজিক্যাল, মাইনিং প্রভৃতির উচ্চ শিক্ষায়তন ও অন্যান্য কলেজ ও রাষ্ট্রীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। যুদ্ধের আগে লেনিনগ্রাডের গবেষণা কেন্দ্র কয়েকটি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল। তার মধ্যে রয়েছে আই. পি. পাভলভের নামাঙ্কিত ইন্স্টিটিউট অব ফিজিওলজি, ফিজিও-টেকনিক্যাল অ্যাণ্ড রেডিয়াম ইন্স্টিটিউট ও পুল্কভো অবজার্ভেটারী।

প্রায় দু'শ বছর ধরে লেনিনগ্রাড রুশ ও সোভিয়েত সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র। বিশ্ববন্দিত রুশ লেখক পুশকিন, গোগোল, লারমেনটভ, টুর্গেনিভ, গনচারভ ও ডস্টয়েভস্কি এই শহরে বাস করেছেন ও সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। গীতিকার গ্লিঙ্কা, ডার্গোমিঝস্কি, মৌউসরগুস্কি এবং বরোডিন সেণ্ট্ পিটার্সবুর্গে বসে সঙ্গীত সৃষ্টি করেন। এই শহরের সঙ্গে মহান প্রলেতারিয় কথাশিল্পী ম্যাক্সিম গোর্কি, শ্রুতকীর্তি সঙ্গীতশিল্পী ফিওডর চ্যালিয়াপাইন, প্রখ্যাত চিত্রকর কার্ল ব্রুলভ, রেপিন, ক্রামস্কই, সুরিকভ এবং স্থপতি রাস্ট্রেল্লি, রোসি ও মণ্ট্ফেরুরান্তের নাম বিজড়িত।

বিশ্ব বিখ্যাত স্থাপত্যকলার নিদর্শন, যথা, সেন্ট আইজাক্ ক্যাথেড্রাল, সেণ্ট্ পিটার ও পল দুর্গ, পিটার হফ্ প্রাসাদ এবং কাজান ক্যাথেড্রাল প্রভৃতি এখানে রয়েছে।

লেনিনগ্রাড একটি প্রধান স্থল পরিবহন কেন্দ্র এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটিও বটে। অতএব লেনিনগ্রাড প্রতিরক্ষার সামরিক ও রণনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন মূল্যে এই শহরকে রক্ষা করতে পারলে, তাহলে নাৎসী বাহিনী এখানে আটকা পড়ে যাবে তার ফলে OKW প্রবর্তিত ঝটিকা যুদ্ধের ছক বানচাল হয়ে যাবে।

লেনিনগ্রাডের যুদ্ধে একদিকে রাজনৈতিক, সামরিক ও রণনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভরপুর নাৎসী বাহিনী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ফিনবাহিনী বনাম অপরদিকে সোভিয়েত রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক নেতৃত্বের লৌহদৃঢ় মনোবলের মধ্যে সংঘাত প্রতিফলিত। এই যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত সোভিয়েত জনগণ ও সেনাবাহিনীর অভূতপূর্ব শৌর্য ও আত্মত্যাগ।

লেনিনগ্রাডের যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ঘটনাবলীকে প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর বিচারে মূলতঃ চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় ঃ

প্রথম পর্যায় (১০ই জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১), লেনিনগ্রাডের দূরে ও অদূরে সামরিক তৎপরতা, এক ধাক্কায় শহর জয়ে নাৎসী কম্যাণ্ডের ব্যর্থতা।

দ্বিতীয় পর্যায় (অক্টোবর ১৯৪১—জানুয়ারী, ১৯৪৩), অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাডে সোভিয়েত স্থলসেনা, নৌসেনা ও লেনিনগ্রাডের শ্রমিকদের লড়াই।

তৃতীয় পর্যায় (জানুয়ারী ১৯৪৩) লেনিনগ্রাডের অবরোধ মুক্তির জন্য সামরিক অভিযান।

চতুর্থ পর্যায় (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪), লেনিনগ্রাড—নভোগরোদ আক্রমণাত্মক অপারেশন এবং লেনিনগ্রাডের নিকট নাৎসী বাহিনীর চূড়ান্ত বিপর্যয়।

২। লুগা প্রতিরক্ষা ব্যূহ

দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণের বর্শাফলক দিয়ে লেনিনগ্রাডকে বিদ্ধ করার জন্য জার্মান কম্যাণ্ড, আর্মি গ্রুপ উত্তর গঠন করল। ১৬ নং ও ১৮ নং ফিল্ড আর্মি এবং ৪ নং প্যানজার গ্রুপ নিয়ে এটি গঠিত। এই আর্মি গ্রুপের আওতায় রয়েছে ২৯ ডিভিসন সৈন্য ও তাকে আকাশ পথে সহায়তা করার জন্য ১ নং লুফতফ্লোতের ৭৬০টি বিমান।

একটি জার্মান ডিভিসনসহ ষোল ডিভিসন ও তিন ব্রিগেড সৈন্য দক্ষিণ-পূর্ব ফিনল্যাণ্ডে সমাবেশ করা হয়। তাদের সহায়তা করার জন্য রয়েছে ২৪০টি জার্মান ও ৩০৭টি ফিন জঙ্গী বিমান।

উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনের নাৎসী কম্যাণ্ডের অভিপ্রায় হয়েছে একযোগে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে নাৎসী বাহিনী এবং উত্তরদিক থেকে ফিন বাহিনী লেনিনগ্রাডের কাছাকাছি সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উপর আঘাত হেনে শহরটিকে দখল করা।

লেনিনগ্রাডের নিকটবর্তী উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টের সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আর্মি গ্রুপ উত্তরের অধিনায়ক হলেন ফিল্ড মার্শাল উইল হেলম্ রিটার ফন লীব। তাঁর পরিচালনাধীন বাহিনীর উপর এই অপারেশনের প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত।

লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে, অপারেশন বারবারোসার সামগ্রিক ছক অনুসারে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে দ্রুত বিধ্বস্ত করার জন্য, স্মোলেনস্ক অধিকৃত হবার পর, আর্মি গ্রুপ সেন্টার থেকে ৩ নং প্যানজার গ্রুপকে সরিয়ে এনে আর্মি গ্রুপ উত্তরের সঙ্গে যুক্ত করে এই আর্মি গ্রুপটিকে আরো শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেন নাৎসী কম্যাণ্ড।

লেনিনগ্রাডের দূরবর্তী প্রতিরক্ষা বলয়ের রক্ষাকার্য উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ফ্রন্টের সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও সোভিয়েত বাল্টিক নৌবহরের উপর ন্যস্ত।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে লেনিনগ্রাড রক্ষাকার্যে নিযুক্ত জেনারেল পি. পি. সোবেনিকভের পরিচালনাধীন উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টের সেনাবাহিনী। ৮ নং, ১১ নং ও ২৭ নং আর্মি নিয়ে এই ফ্রন্ট গঠিত। যুদ্ধের গোড়ায় এই ফ্রন্ট সীমান্ত যুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাছাড়া সংখ্যার দিক থেকে পদাতিক বাহিনী, কামান ও ট্যাংক প্রভৃতিতে শত্রুর যথেষ্ট প্রাধান্য রয়েছে। বিমান শক্তির দিক থেকেও নাৎসীদের দ্বিগুণ সংখ্যাধিক্য রয়েছে।

উত্তরদিকে লেনিনগ্রাডের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে রয়েছে জেনারেল এম. এম. পোপোভের পরিচালনাধীন উত্তর ফ্রন্ট। এই ফ্রন্টের স্থলবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বেশি নয়। যদিও এই ফ্রন্ট দুটি আর্মি নিয়ে গঠিত কিন্তু তাতে রয়েছে মাত্র আটটি অসম্পূর্ণ ডিভিসন। লেনিনগ্রাডের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সোভিয়েত সৈন্য শক্তির তুলনায় ফিনল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী দ্বিগুণ বলীয়ান।

লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনের কঠিন পরিস্থিতির কথা খেয়াল রেখে সোভিয়েত কম্যাণ্ড সেখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এ বিষয়ে, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি, GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড, ফ্রন্ট কম্যাণ্ড এবং লেনিনগ্রাড পার্টি সংস্থা ও স্থানীয় সরকারী সংস্থা যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১৯৪১ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পার্টির উদ্যোগে এগারটি সমাবেশ, লেনিনগ্রাড ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ের মধ্যে যারা যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য আহূত—তারা ছাড়াও ৫৭ হাজার কমিউনিস্টকে স্থলবাহিনী ও নৌ-বাহিনীতে পাঠান হয়।

লেনিনগ্রাডের নিকটে সক্রিয় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কর্মক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার জন্য, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি, ১৯৪১ সালের ১০ই জুলাই, উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনের জন্য একটি পৃথক হাই কম্যাণ্ড গঠন করলেন। এই হাই কম্যাণ্ডের নেতৃত্বাধীন থাকবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্ট এবং উত্তর ও বাল্টিক নৌবহর। গৃহযুদ্ধের প্রবাদ পুরুষ মার্শাল কে. ইয়েভরোশিলভ উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন।

উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কর্মসূচী হবে: সক্রিয় ও অনমনীয় প্রতিরোধ সংগঠিত করে শত্রুর অগ্রগতি স্তব্ধ করা, শত্রু যাতে লেনিনগ্রাডে প্রবেশ করতে না পারে তা দেখা, শহরের সঙ্গে পশ্চাৎ ভাগের যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ ও সুরক্ষিত রাখা এবং এই রণাঙ্গনের কিছু সৈন্য দিয়ে বাল্টিক নৌবহরের প্রধান ঘাঁটি-শহর-বন্দর ট্যালিনকে রক্ষা করা।

GHQ সুপ্রীম কম্যাণ্ড, উত্তর-পশ্চিম ফ্রণ্টকে শক্তিশালী করার জন্য উত্তর ফ্রণ্ট থেকে কিছু সৈন্য সেখানে পাঠান।

বাকী সৈন্যদের নিয়ে উত্তর ফ্রণ্টের কাজ হবেঃ লুগা নদী-ফিনল্যাণ্ড-উপসাগর ইলমেন হ্রদ লাইন বরাবর ঘন সন্নিবিষ্টভাবে সেনা সমাবেশ করা এবং কিংগিসেপ ও লুগা রণাঙ্গনকে আড়াল করা। আরো ঠিক হয় যে লুগা প্রতিরক্ষা বলয়ের পুরোভাগে, পুসকভের ২৫ থেকে ৩০ কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্বে প্রথম প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণ করা হবে।

GHQ-র নির্দেশানুসারে লুগা নদীর লাইন বরাবর প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ করা হয়। ১০ই জুলাই-এর মধ্যে চারটি রাইফেলধারী, তিনটি লেনিনগ্রাডের গণ স্বেচ্ছাসেবী কোর ডিভিসন, লেনিনগ্রাড সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্যাডেট এবং একটি পৃথক পার্বত্য রাইফেল ব্রিগেডকে সেখানে পাঠান হয়। এই সেনাদলগুলিকে, লুগা টাস্ক ফোর্সের আওতায় সংঘবদ্ধ করা হয় এবং তাদের উত্তর ফ্রণ্টের সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বাধীনে আনা হয়।

উত্তর ফ্রণ্টের সামরিক পরিষদ—লেনিনগ্রাড ও শহর অঞ্চলের পার্টি এবং সরকারী সংস্থার সহযোগিতায়, নভোগরোদ, স্টারায়ারুশ ও নার্ভার নিকটে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণের জন্য জনগণকে সমবেত করলেন। লেনিনগ্রাডের গা ঘেঁষে তৈরী হল নতুন প্রতিরক্ষা বেষ্টনী।

শহরের মধ্যবর্তী প্রতিরক্ষা বলয়, লেনিনগ্রাডের উপকণ্ঠকে ছুঁয়ে ফিনল্যাণ্ড উপসাগর পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত।

খোদ লেনিনগ্রাডে সাতটি সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা বলয় নির্মিত হয়। সাত ডিভিসন গণ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠিত হয় ও শহরের গোটা শিল্পসংস্থাকে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ঢেলে সাজান হয়।

আয়ত্তাধীন বিমানবহরকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্য এবং হাওয়াই হামলা থেকে লেনিনগ্রাডকে রক্ষা করার জন্য উত্তর-পশ্চিম ফ্রণ্ট, বাল্টিক নৌবহর ও বিমান আক্রমণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় ৭ নং জঙ্গী বিমান কোরকে—উত্তর ফ্রণ্টের বিমান বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল এ. এ. নভিকভের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। ১৯৪১ সালে ১০ই জুলাই—দেখা যাচ্ছে যে ঐদিন লেনিনগ্রাড প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় মোট ১৪৩৫টি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত জঙ্গী বিমান রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার মধ্যে শতকরা আশি ভাগ বিমানই সেকেলে।

সবশেষে, বাল্টিক নৌবহর, লাডোগা ও ওনেগাফ্লোটিলার সঙ্গে যুক্ত নৌ-সেনাদের মধ্যে যে কজন না হলে নয় তাদের শুধু জাহাজে ও নৌ-ঘাঁটিতে রেখে বাকী সকলকে ফ্রণ্টের স্থল বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য নিয়োজিত করা হয়।

এসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও লেনিনগ্রাডের নিকটবর্তী রণাঙ্গনের অবস্থা কিন্তু সঙ্গীন। শত্রুর লোকবল ও সমরোপকরণের সংখ্যাগত বিপুল প্রাধান্য সন্দেহাতীত। এটাও উল্লেখ্য যে, লেনিনগ্রাডের দূরবর্তী অঞ্চলে যখন লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে তখনো কিন্তু সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা ঘাঁটি নির্মাণের কাজ অসমাপ্ত এবং লেনিনগ্রাডকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে পাহারা দেবার জন্য লুগা প্রতিরক্ষা লাইন বরাবর সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সমাবেশ পুরোপুরি শেষ হয়নি।

১৯৪১ সালের ১০ই জুলাই শত্রু উন্মত্তের মতো লেনিনগ্রাডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঐদিন জার্মান-ফিন বাহিনী, লুফতভাফের ব্যাপক সহযোগিতায়পুষ্ট হয়ে লুগা, নভোগরোদ, স্টারায়ারুশা, পেট্রোঝাভোডস্ক ও অলোনেৎস রণাঙ্গনে একযোগে আক্রমণ করে।

লুগা রণাঙ্গনে যে ৪১ নং জার্মান মোটর বাহিত কোরটি আক্রমণ করে তারা সংখ্যায় উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টের যে ১১ নং আর্মি প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত তাদের চেয়ে ঢের বেশি। জার্মান কোরের যে গতিশীল ইউনিটগুলি ব্যূহ ভেদ করে লুগা প্রতিরক্ষা লাইনের সুরক্ষিত বলয়ের দিকে এগিয়ে যায় তাদের অগ্রগতি সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হিংস্র প্রতিরোধের ফলে প্রতিহত হয় এবং ১২ই জুলাই শত্রুর আক্রমণ স্তব্ধ হয়।

এক ধাক্কায় লেনিনগ্রাড দখলের শত্রুর যাবতীয় চেষ্টা নস্যাৎ হয়ে গেল। অতএব লেনিনগ্রাডকে ঘিরে শুরু হল একটানা দীর্ঘমেয়াদী লড়াই।

সোভিয়েত গোলন্দাজ সেনাদের ব্যাপক ও ঘন সন্নিবদ্ধ গোলা বর্ষণের ফলে শত্রুর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। এভাবে কর্ণেল জি এফ. ওডিনৎসোভ পরিচালিত গোলন্দাজ ইউনিটগুলি সাফল্যের সঙ্গে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে। তারা একটা মাত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে, ১২ই জুলাই, সাতচল্লিশটি জার্মান ট্যাঙ্ককে অকেজো করে দেয়।

উত্তর ফ্রন্টের বিমান বাহিনীর দুটি ডিভিসনসহ সোভিয়েত বিমান বহর প্রতিরক্ষা বাহিনীকে দক্ষতার সঙ্গে সহায়তা করেছে।

এই পথে অগ্রগতির ব্যর্থ চেষ্টার পর এবং লেনিনগ্রাড রক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে না পেরে, ৪নং সাঁজোয়া গ্রুপের কম্যান্ড ৪১নং মোটর বাহিত বাহিনীকে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিল। শত্রুবাহিনী গোপনে অগ্রসর হয়ে, কিংগিসেপের ২০-৩৫ কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্বে লুগা নদী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেখানকার দুর্বল সোভিয়েত রক্ষাব্যূহ ভেদ করে—অনায়াসে শত্রু বাহিনী লুগা নদী অতিক্রম করে। তারা লুগা নদীর দক্ষিণ পারে সাইভানভস্কোই ও বলশোয় সারস্কের কাছাকাছি দুটি সেতুমুখ অধিকার করে।

তারপর শুরু হয় এই দুটি সেতুমুখে প্রবল লড়াই। শত্রু চেষ্টা করে তাদের অর্জিত জায়গাটুকুকে সম্প্রসারিত করতে এবং অপরদিকে সোভিয়েত

সেনাবাহিনী প্রাণপণে চেষ্টা করছে তাদের হটিয়ে দিতে। এই সংঘর্ষে দাবানল সৃষ্টি হল বটে এবং সেই আগুন চারধারে ছড়িয়ে পড়ে বনের গাছপালাকেও পুড়িয়ে দিল। সেই বহ্নি বলয়ের হাত থেকে সোভিয়েত বাহিনীর পরিখা-গুলিও রেহাই পেল না। কিন্তু সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মনোবল দুর্দমনীয়, তারা শত্রুকে এক ইঞ্চিও জায়গা ছেড়ে দিল না।

প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য বাল্টিক নৌবহরের মূল বিমানবহরকে নিয়োজিত করা হয়। সোভিয়েত বৈমানিকরা কার্যতঃ চব্বিশ ঘণ্টা আকাশে উড়তে থাকে এবং দিনে অন্ততঃ পাঁচ-ছ'বার শত্রু ঘাঁটির উপর হানা দেয়। ছয় দিনের মধ্যে তারা ৩,১০০ বার শত্রুর উপর হামলা চালিয়েছে।

লুগা প্রতিরক্ষা লাইনের যেখানে গণ-স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ও ক্যাডেটরা শত্রুর আক্রমণকে মোকাবিলা করছে—সেখানে আসেন মার্শাল ভরোশিলভ নিজে। এই অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে ভরোশিলভের উপস্থিতি ও তাঁর সহজ অথচ কঠিন বাস্তব-ঘেঁষা কথা, সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করে। সোভিয়েত সেনাদের হিংস্র পাল্টা আক্রমণের ফলে শত্রুর অগ্রগতি স্তব্ধ হয়। চড়া দামে নাৎসী বাহিনী, লুগা নদীর দক্ষিণ তীরের এই পা রাখার জায়গাটুকু বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

নভোগরোদ রণাঙ্গনের যুদ্ধের ঘটনাও কম নাটকীয় নয়। ১৪ই জুলাই শিমুস্কের পশ্চিমে লুগা রক্ষা-ব্যূহের উপর ৫৬ নং নাৎসী মোটরবাহিত কোরের আগুয়ান বাহিনী এসে চড়াও হয়। উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টের সেনানায়ক সোলটসীর কাছাকাছি আগুয়ান জার্মান বাহিনীর উপর পাল্টা-আঘাত হেনে পরিস্থিতিকে সামাল দেবার জন্য ১১ নং আর্মি ইউনিটগুলিকে নিয়োজিত করে। উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ফ্রন্টের বিমান বাহিনী এবং দূরপাল্লার বোমারু বিমানগুলি সোভিয়েত বাহিনীর সামরিক তৎপরতাকে যথোচিত সহায়তা দান করে। সোভিয়েত বিমান বহর আকাশ থেকে শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রাখে, শত্রু সমাবেশ ও রণাঙ্গনে তার আশ্রয়স্থল ও রক্ষা ব্যবস্থার উপর আঘাত হানে এবং রণাঙ্গনে প্রেরিত রিজার্ভ বাহিনীর উপর হামলা চালায়। এভাবে সোভিয়েত বিমান বাহিনীর নির্ভরযোগ্য সহায়তা পায় পাল্টা আক্রমণরত সোভিয়েত সেনা-বাহিনী।

চারদিন ব্যাপী সোলটসীতে সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনারা শত্রুর ৩নং মোটর বাহিত ডিভিসনের ৮নং সাঁজোয়া দলকে ঘিরে ফেলে এবং তাদের উৎসাহিত করে। ৫৬নং মোটর বাহিত কোরের সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় এবং ৪০০টি মোটর যান সোভিয়েত সেনারা অধিকার করে। সোভিয়েত ১১নং আর্মি শত্রুকে পশ্চিম দিকে আরো চল্লিশ কিঃ মিঃ দূরে হটিয়ে দেয়। আতঙ্কিত শত্রু ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে থাকে।

৫৬নং মোটর বাহিত কোরের প্রাক্তন সেনানায়ক জেনারেল ফিৎস ম্যানষ্টিন স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে, সোলটসীর ঘটনা উল্লেখ করে বলছেন : সে সময় কোরের অবস্থা মোটেই সুবিধের নয় .....তারপর আরো খারাপের দিকে গেল এবং শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থায় গিয়ে পেঁছাল।'[৩]

সোভিয়েত সেনাদের পাল্টা আক্রমণের ফলে নভোগরোদের দিকে নাৎসী বাহিনীর অগ্রগতি সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়। সমগ্র লুগা অঞ্চলে সোভিয়েত বাহিনীর কর্মতৎপরতা ও তাদের পাল্টা আঘাত হানার সামর্থ্য দেখে বিমূঢ় নাৎসী কম্যাণ্ড ১৯শে জুলাই লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে সমস্ত আক্রমণাত্মক কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। যতদিন না আর্মি গ্রুপ উত্তর-এর মূল বাহিনী লুগা নদী পর্যন্ত পেঁছাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আক্রমণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় নাৎসী কম্যান্ড।

১০ই জুলাই—২২শে জুলাই, এই সময়ে ৮নং সোভিয়েত সেনাবাহিনী এস্তোনিয়া রণাঙ্গনে প্রবল প্রতিরক্ষা সংগ্রামে রত থাকে। তারা সেখানে শত্রুর পাঁচ ডিভিসন সৈন্যকে আবদ্ধ রেখে লেনিনগ্রাডের উপর শত্রুর চাপ খানিকটা পরিমাণে প্রশমিত করে।

১০ই জুলাই পেট্রোঝাভডস্ক ও ওলোনেৎস রণাঙ্গনে ফিনবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। উত্তর ফ্রণ্টের সোভিয়েত ৭নং আর্মি এই আক্রমণের মোকাবিলা করে। শত্রুর সৈন্যসংখ্যা যেখানে সোভিয়েতের তুলনায় চারগুণ বেশি, সেক্ষেত্রে মাত্র তিন ডিভিসনের উপর পাঁচশ কিঃ মিঃ বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনের প্রতিরক্ষা ন্যস্ত।

লোকবল ও সমরোপকরণের প্রাধান্যে বলীয়ান শত্রু বাহিনীর চাপের মুখে দাঁড়াতে না পেরে, ৭নং বাহিনী ধীরে ধীরে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে হটে যায়। এখানকার পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনের হাই কম্যাণ্ড কারেলিয়ান যোজক থেকে সেনাবাহিনীর কয়েকটি ইউনিটকে পাঠিয়ে ৭নং আর্মিকে শক্তিশালী করে।

৭নং বাহিনী কঠোর-কঠিন লড়াই চালিয়ে এবং মাঝে মাঝে পাল্টা আঘাত ও পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ৩০শে জুলাইয়ের মধ্যে ফিন বাহিনীর গতিরুদ্ধ করে। যদিও কঠিন প্রতিরক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে ১৪০-১৫০ কিঃ মিঃ পিছু হটতে হয় তবুও তারা শত্রুকে নাজেহাল করে ছেড়েছে। শত্রুর ক্ষতি হয়েছে বিস্তর এবং শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ষণাত্মক ভূমিকায় ফিরে যেতে হয়।

অতএব সারা জুলাই মাস ধরে লেনিনগ্রাডের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরের প্রবেশ পথে অবিরাম প্রতিরক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর মূল বাহিনীর হামলা ঠেকাতে পেরেছে। শত্রুর এক ধাক্কায় লেনিনগ্রাড জয়ের বাসনা চরিতার্থ হয়নি।

হিটলারের হিসাবে অগাস্টের গোড়ার দিকেই লেনিনগ্রাড ও ক্রনস্টাডট্ দখল হওয়ার কথা ; কিন্তু দেখা যাচ্ছে জার্মানবাহিনী এখনো লেনিনগ্রাড থেকে একশ কিঃ মিঃ দূরে। তার ফলে লেনিনগ্রাড প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করা ও উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে আরো সৈন্য সমাবেশ করার সময় সোভিয়েত কম্যাণ্ড পেয়ে গেলেন।

স্মোলেনস্কের প্রতিরক্ষাযুদ্ধ লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনের যুদ্ধের ফলাফলকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করে। আগেই বলা হয়েছে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী জুলাইয়ের শেষাশেষি আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের অগ্রগতি রুদ্ধ করে এবং স্মোলেনস্কের কাছাকাছি একটি যুদ্ধে তাকে অচল করে দেয়। ফলে, পূর্ব পরিকল্পনা মতো ৩নং প্যানজার গ্রুপকে লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে নাৎসীরা স্থানান্তর করতে পারেনি। কিন্তু ক্ষয় ক্ষতি সত্ত্বেও নাৎসীবাহিনীর সৈন্যবল তখনো অগাধ। অতএব লেনিন-গ্রাডের সামগ্রিক পরিস্থিতি সঙ্গীনই রয়ে গেল।

সোভিয়েত জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার জন্য তার সঙ্গে ৩৪ নং আর্মিকে যুক্ত করেন। লেনিনগ্রাড প্রতিরক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিমানবহরের সঙ্গে আরো তেরটি বিমান রেজিমেণ্টকে জুড়ে দেওয়া হল। লেনিনগ্রাডের রক্ষাব্যবস্থা নিখুঁত করার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রীফেব্রিকেটেড কংক্রীটের গাঁথুনির উপর কামান ও মেশিনগানের মঞ্চ নির্মিত হল। সাঁজোয়া বাহিনীর জন্য ঘূর্ণ্যায়মান মঞ্চ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র পাতার মঞ্চ, এবং লৌহকীলক ও ইস্পাতের গোঁজ দিয়ে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি দুর্ভেদ্য করার সাজসরঞ্জাম লেনিনগ্রাডের কারখানা ও ওয়ার্কশপে তৈরী হতে থাকে।

লেনিনগ্রাড যাতে ফিন-উপসাগর ও লাডোগা হ্রদ এলাকা দিয়ে আক্রান্ত হতে না পারে তার জন্য উপকূলবর্তী গোলন্দাজ বাহিনী বা শোর্ ব্যাটারীকে নতুন করে সংগঠিত করা হয়। লেনিনগ্রাডের প্রবেশ পথে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় নাগরিকরা—নানাধাঁচের আশ্রয়স্থল, পরিখা, ট্যাঙ্ক-বিরোধী প্রতিবন্ধক, ফক্সহোল, কাঁটাতারের বেড়া এবং তাতে আবার বৈঁচিফলের ঝোপ ও অন্যান্য ঝোপঝাড়ের আচ্ছাদন ইত্যাদি তৈরী করে শত্রুর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়।

অগাস্টের গোড়ার দিকে স্থলবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বাল্টিক নৌবহরের জাহাজ ও শোর্ ব্যাটারীকে নতুন করে সমাবেশ ঘটান হয়। এই কাজের জন্য ৭৮টি দূর পাল্লার কামানসহ ২৬২টি ফিল্ডগান (১৮০-৪৬০ মিলিমিটার) সংগৃহীত হয়।

এত সব আয়োজন সত্ত্বেও লেনিনগ্রাডের প্রবেশপথের প্রতিরক্ষাব্যূহ শত্রুর আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে পারবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তার কারণ এটি একসার সৈন্য নিয়ে গঠিত ; লোকবলের প্রয়োজনীয় ঘনত্ব নেই এবং রক্ষা-

ব্যূহের কারিগরি কাজও নিতান্ত পলকা। অতএব এত কিছুর ঘাটতি শুধুমাত্র সৈন্যদের অগাধ উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে পূরণ করা যায় না।

জুলাইয়ের শেষাশেষি ও অগাস্টের গোড়ায় নাৎসী কম্যাণ্ড তার সেনাবাহিনীকে সংঘবদ্ধ করে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবেশপথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তিনটি হানাদার বাহিনী গঠন করল। আইভানভস্কোয়ি ও সাবস্ক এলাকায় লুগা নদীর সেতুমুখে—দুটি প্যানজার, একটি মোটরবাহিত ও দুটি পদাতিক ডিভিসন নিয়ে গঠিত উত্তর গ্রুপের সেনাবাহিনীকে জড়ো করা হয়। তাদের কাজ হবে নভোগরোদ-চুডভো অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করে লেনিনগ্রাডকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া, যাতে পূর্ব দিক থেকে বাইরের সঙ্গে লেনিনগ্রাডের সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর এ বাহিনী গিয়ে, শহরের উত্তরদিক থেকে হামলাকারী ফিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে। আর্মি গ্রুপ নর্থের ১নং লুফতফ্লোতের সঙ্গে ৮ নং ডাইভ বোম্বার কোর যুক্ত করে আক্রমণশক্তি বাড়ান হয়।

নতুন সেনাবাহিনী আমদানী করার ফলে, নাৎসী কম্যাণ্ডের আওতায় সেনাবাহিনীর সন্দেহাতীত শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে ; যার অনুপাত ঃ পদাতিক ১.৫ ঃ ১ ; বিমানবাহিনী ৩ ঃ ১ ; কামান ও মর্টার ৩ ঃ ১ এবং ট্যাঙ্ক ২ ঃ ১। অর্থাৎ সর্বদিক থেকে সোভিয়েতের তুলনায় নাৎসীবাহিনীর সংখ্যাগত প্রাধান্য রয়েছে।

অতএব এই অবস্থায়, ১৯৪১ সালের অগাস্টে লেনিনগ্রাডের দুয়ারে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টের সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষার যুদ্ধ শুরু করে।

শত্রু, ৩রা অগাস্ট কিংগিসেপ-ক্রাসনোগভারডিস্ক রণাঙ্গনে ; ১০ই অগাস্ট লুগা, নভোগরোদ ও পেট্রোঝাভডস্ক অঞ্চলে ; এবং ৩১শে জুলাই কারেলিয়ান যোজকে আক্রমণ শুরু করে।

কিংগিসেপ প্রতিরক্ষা বলয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রু আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সংগঠিতভাবে সামলালেও—সংখ্যাধিক্যে বলীয়ান শত্রু বাহিনীর আক্রমণকে শেষ পর্যন্ত প্রতিহত করতে পারেনি। এখানে নাৎসী কম্যাণ্ড তার রিজার্ভ থেকে ৮ নং প্যানজার ডিভিসনকে নিয়োজিত করে। ফলে, শত্রুর প্রাধান্য আরো প্রকট হয়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং ৬ই সেপ্টেম্বর তারা কপোরকোয়ী মালভূমি-ক্রাসনোগভারডিস্ক লাইন বরাবর পরিখা খনন করে শত্রুর অপেক্ষায় থাকে। সংক্ষিপ্ততম পথ ধরে লেনিনগ্রাডে প্রবেশের চেষ্টায় শত্রু ব্যর্থকাম হয়।

লুগার কাছাকাছি সোভিয়েত বাহিনী সাফল্যের সঙ্গে শত্রুর যাবতীয় আক্রমণ ঠেকিয়ে দিয়ে ঐ অঞ্চলে শত্রুর অগ্রগতি স্তব্ধ করে।

নভোগরোদ অঞ্চলে ৪৮নং সোভিয়েত বাহিনী তিনদিন ধরে শত্রুর আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু চতুর্থ দিনে শত্রু তিনগুণ লোকবল ও আকাশের উপর

পুরোপুরি কর্তৃত্বের জোরে শিমস্কের কাছাকাছি সোভিয়েত প্রতিরোধ ব্যর্থ করে দেয় এবং ১৫ই অগাস্ট নভোগরোদ জয় করে।

নভোগরোদ অধিকার করার পর নাৎসী কম্যাণ্ড লেনিনগ্রাডমুখী সড়ক খুলে গিয়েছে মনে করে তার মূল বাহিনীকে চুডোভোর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে। ঠিক সে সময় উত্তর-পশ্চিম ফ্রণ্টের সেনানায়ক স্টারায়ারুশা অঞ্চলে আকস্মিকভাবে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন এবং এই আক্রমণে জঙ্গী বিমানের সমর্থনপুষ্ট ৩৪ নং ১১ নং আর্মি ইউনিটগুলি অংশ গ্রহণ করে।

১৮ই অগাস্ট সন্ধ্যার মধ্যে সোভিয়েত বাহিনী স্টারায়ারুশী পর্যন্ত ৪০ কিঃমিঃ এগিয়ে এসে শত্রু আর্মি গ্রুপের দক্ষিণ বাহুর বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। নভোগরোদের কাছাকাছি শত্রু-ব্যূহের পশ্চাৎ ভাগ সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণে বিপন্ন হয়।

সোভিয়েতবাহিনীর এই চাতুর্যপূর্ণ তৎপরতার ফলে, আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের সেনানায়ক নভোগরোদ ও লুগা অঞ্চল থেকে যথাক্রমে মোটরবাহিত ওয়াফেন্ এস. এস. ডিভিসন টোটেনকফ্ ও ৫৬নং মোটরবাহিত কোরকে, ৩৪নং সোভিয়েত আর্মির বিরুদ্ধে নিয়োজিত করার জন্য সরিয়ে নিয়ে যায়। এই অঞ্চলটি আবার ৮নং জার্মান ডাইভ বোম্বার কোরের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। নাৎসী কম্যাণ্ড চট্জলদি স্মোলেনস্ক অঞ্চল থেকে ৩৯নং মোটর বাহিত কোরকেও এখানে নিয়ে আসে।

১৯শে অগাস্ট, তিনটি আমদানীকৃত বাহিনীর মদতপুষ্ট নাৎসীবাহিনী এক বড় রকমের আঘাত হানে এবং ৩৪নং সোভিয়েত বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। সোভিয়েত বাহিনী লোভাট নদীর দিকে সরে যায় এবং সেখানে কয়েক মাস পর্যন্ত এক স্থিতিশীল প্রতিরক্ষা ব্যূহ বজায় থাকে।

স্টারায়ারুশায় তার দক্ষিণ বাহুর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে নাৎসী কম্যাণ্ড এবার চুডভোর উপর হামলা শুরু করে।

চুডভোর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ ও ঐ অঞ্চলে শত্রুর ১৮নং আর্মির বিশাল সেনা-সমাবেশ আবার ৪৮নং সোভিয়েত আর্মির অবস্থাকে ঘোরালো করে তোলে।

ঐ দুর্দিনে সোভিয়েত কম্যাণ্ড আরো রাইফেলধারী ও ক্যাভেলরী ডিভিসন আমদানী করে লেনিনগ্রাড প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করেন। আরো সুষ্ঠু সৈন্যবাহিনী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে উত্তর ফ্রণ্টকে লেনিনগ্রাড ও কারেলিয়ান—এই দুটি ফ্রণ্টে ভাগ করা হল। সম্প্রসারিত লেনিনগ্রাড ফ্রণ্ট ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রণ্টের মধ্যে যোগসূত্র রচনার জন্য ভলকভ অঞ্চলে ৫৪ নং আর্মি ও তার দক্ষিণে ৫২নং আর্মিকে নিয়োজিত করা হয়। শত্রুকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল শক্তিকে দক্ষতার সঙ্গে জড়ো করার জন্য মার্শাল কে. ইয়ে. ভরোশিলভের নেতৃত্বে লেনিনগ্রাড প্রতিরক্ষা-সামরিক পরিষদ গঠিত হয়।

পরিস্থিতি সামাল দেবার পক্ষে এসবও কিন্তু যথেষ্ট নয়।

২৫শে অগাস্ট, যখন ১নং লুফতফ্লোতে ও ৮নং ডাইভ বোম্বার কোরের সহায়তায় শত্রুর দুটি আর্মি ও একটি মোটরবাহিত কোর চুডভো থেকে আক্রমণ শুরু করে, তখন সোভিয়েত সেনাবাহিনী সে আক্রমণ ঠেকাতে না পেরে পুশকিন ও কিরিশি অঞ্চলের দিকে হটে যায়। তার ফলে নাৎসীদের জন্য টস্নোওম্গা অঞ্চলের পথ উন্মুক্ত হয় এবং সেই ফাঁক দিয়ে ৩৯নং জার্মান মোটরবাহিত কোর সবেগে ধেয়ে যায়। নাৎসী বাহিনী ২৯শে অগাস্ট কল্পিনোতে পৌঁছায়। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনীর স্লুট্স্ক-কল্পিনো সুরক্ষিত এলাকায় প্রচণ্ড প্রতিরোধ-সংগ্রামের মাধ্যমে শত্রুর অগ্রগতি রোধ করে।

তৎসত্ত্বেও নাৎসীবাহিনী ম্গার প্রতিরক্ষা-ব্যূহ ভেদ করে স্চল্সেলবার্গ অধিকার করে এবং তার ফলে স্থলপথে লেনিনগ্রাড ১৯৪১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই অবরুদ্ধ নগরীর সঙ্গে শুধু আকাশপথে ও লাডোগা হ্রদের মাধ্যমে বাইরের যোগাযোগ বজায় রইল। অতএব লেনিনগ্রাড প্রতিরক্ষা সমস্যা আরো জটিল হয়ে পড়ে।

মার্শাল এ. এম. ভ্যাসিলিভস্কি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, নাৎসী জেনারেলরা ভেবেছিলেন যে যেহেতু বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ নেই এখন নিশ্চয়ই সেনাবাহিনী ও জনগণ এবার রণে ভঙ্গ দেবে। অতএব তারা টিখ্ভিন ও ভলকভ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে, স্ভির নদীর কাছে ফিন বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। তারা লেনিনগ্রাডকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করার জন্য লাডোগা হ্রদের পূর্বে দ্বিতীয় বেষ্টনী গড়ে তোলে। জার্মান কম্যাণ্ড নিজেদের ও সৈন্যদের এই বলে আশ্বস্ত করতে চান যে লালফৌজের আর কোন মজুত বাহিনী নেই, অতএব আর একটু চাপ দিলেই তাদের প্রতিরোধ ধ্বসে পড়বে। জার্মান সামরিক নেতাদের হিসাবে আর একবার বড়রকমের ভুল হল। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে যে ইতিমধ্যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তার সম্বন্ধে তাঁরা সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।[8]

৯ই সেপ্টেম্বর লেনিনগ্রাডের বিরুদ্ধে সাধারণ আক্রমণ শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে নাৎসী কম্যাণ্ড দুটি শক্ গ্রুপ সংগঠিত করে। তার মধ্যে একটি আট ডিভিসন সৈন্য নিয়ে গঠিত এবং অপরটি তিন ডিভিশন নিয়ে গঠিত এবং তাদের যথাক্রমে ক্রাসনোগ্ভারডিস্কের পশ্চিমে ও কল্পিনোর দক্ষিণ-পূর্বে মোতায়েন করা হয়। তাদের সহায়তার জন্য ১নং লুফতফ্লোতের পুরো বিমানবাহিনীকে নিয়োজিত করা হয়।

লেনিনগ্রাডের সমস্ত প্রতিরক্ষা লাইন বরাবর প্রচণ্ড লড়াই চলে। প্রতিটি মহল্লা ও প্রতিটি টিলার জন্য লেনিনগ্রাডের প্রতিরক্ষাবাহিনী মরণপণ সংগ্রাম চালাতে থাকে। ফ্রণ্টের নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনীর পদাতিক, নাবিক, গোলন্দাজ ও বিমানকর্মীরা মরীয়া হয়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে।

স্টারায়ার্‌শার নিকটবর্তী অঞ্চলে পাল্টা-আক্রমণ, সৈন্য পরিচালনা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের রিজার্ভ বাহিনী আমদানি করে প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা প্রভৃতি বহুমুখী প্রয়াস সত্ত্বেও, সেপ্টেম্বরের গোড়ায় লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনের পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে গেল। সি. পি. এস. ইউ (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে পলিটব্যুরো সদস্য ভি. এম. মালেনকভ ও ভি. এস. মলোটভের নেতৃত্বে এক বিশেষ কমিশন লেনিনগ্রাডে পাঠান হয়। তাঁরা সেখানে সরজমিনে তদন্ত করে কতকগুলি আশু সমস্যার মীমাংসা করলেন। বেশি কিছু করার সময় হাতে নেই; কারণ শত্রুর আক্রমণ অব্যাহত এবং শহরের প্রবেশপথের যুদ্ধ-পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর।

এই অবস্থায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড জেনারেল জি কে. ঝুকভকে লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে সেনানায়ক করে পাঠালেন। সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উন্নতি সাধনের জন্য তিনি অবিলম্বে শত্রুর বিরুদ্ধে কয়েকটি পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দেন এবং ক্রাসিনো-কনস্টাণ্টিনভকা-পুশকিন লাইনকে আরো সৈন্য পাঠিয়ে মজবুত করার বন্দোবস্ত করেন। ২১শে সেপ্টেম্বর শত্রু যখন পুলকভো অঞ্চলে আক্রমণ শানায় তখন তাদের উপর গোলাবর্ষণ করে আক্রমণ ব্যর্থ করে দেওয়া হয়।

অবশেষে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মরীয়া ও একরোখা লড়াই ও পাল্টা আক্রমণের ফলে নাৎসী আক্রমণ স্তব্ধ হয় এবং শত্রুর প্রভূত ক্ষতি হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে লেনিনগ্রাডের প্রবেশপথের প্রতিরক্ষা বলয় স্থিতিশীল হয়। প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে শহরে প্রবেশের চেষ্টায় শত্রু ব্যর্থকাম হয়। অতএব বিদ্যুৎ গতিতে আক্রমণ চালিয়ে লেনিনগ্রাড দখলের নাৎসী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা ছাড়া নাৎসী কম্যাণ্ডের উপায়ান্তর রইল না।

সামগ্রিক বিচারে, লেনিনগ্রাডের অদূরে ও দূরবর্তী অবস্থান কেন্দ্রের যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনী সাফল্য লাভ করতে পারেনি। লোকবল ও সমরোপ-করণের বিপুল সংখ্যাধিক্যের দৌলতে, শত্রু বহু অঞ্চল অধিকার করে এবং স্থলপথে লেনিনগ্রাডকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

তৎসত্ত্বেও সোভিয়েত স্থলবাহিনী, বাল্টিক নৌবহর ও শহরবাসীর সহযোগিতায় অবিচলিতভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে শহর দখলের নাৎসী পরিকল্পনা বানচাল করে দেয় ও শত্রুর প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য, অন্যান্য রণাঙ্গনের শক্তি হ্রাস করে ষোলটি নতুন ডিভিসন ও একটি বিমান বাহিনীর কোরকে আমদানি করা হয়। তার ফলে মস্কো রণাঙ্গনে আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের অগ্রগতি স্তিমিত ও বিলম্বিত হয়।

ইতিমধ্যে অক্টোবর শুরু হয়েছে শীত আসন্নপ্রায় এবং সেটা জার্মান বাহিনীর পক্ষে মোটেই উপাদেয় নয়।

কেন ফন লীবের আর্মির লেনিনগ্রাড দখলের পরিকল্পনা ব্যর্থ হল ?

প্রধান কারণ নিশ্চয়ই, প্রতিরক্ষাবাহিনীর বীরোচিত প্রয়াস ও একগুঁয়েমি, প্রতিরক্ষা সংগ্রামের গতিশীল প্রকৃতি ও শহরবাসীর অকুণ্ঠ আত্মত্যাগের মধ্যে নিহিত।

এই প্রসঙ্গে অবশ্যি পশ্চিমী মহলে প্রকাশিত ঐতিহাসিক গবেষণা গ্রন্থ ও স্মৃতিকথায় ভিন্ন সুর ফুটে উঠেছে। যেমন, তাঁর 'ফ্যাটাল ডিসিশান্‌স্' বইতে জেনারেল গান্হার ব্লুমেনরিট ব্যক্ত করেছেন: হিটলার ডানকার্কের বেলায় যেমন মারাত্মক ভুল করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করলেন এখানে। তিনি উইলহেলম্‌ রিটার ফন লীবের ট্যাংক বাহিনীকে শহর প্রাকারের কাছে এসে থেমে থাকার আদেশ দিলেন।

আসল ঘটনা হচ্ছে হিটলার নয়, সোভিয়েত সেনাবাহিনীই লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে ৪নং জার্মান প্যানজার বাহিনীর গতিরোধ করে। তারপর তিনি ঐ বাহিনীকে মস্কো রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেন। কারণ, লেনিনগ্রাড দখলের মুখ্য লক্ষ্য আপাতত ব্যর্থ হওয়াতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কো দখল করাটা অগ্রাধিকার লাভ করে।

জার্মান যুদ্ধপ্রভুদের হিসাব যে ভুল—লেনিনগ্রাড দখলের ছক বানচাল হওয়াতে সেটা আর একবার প্রমাণিত হয়।

৩। অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাড

১৯৪১ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৪৩-এর জানুয়ারী পর্যন্ত লেনিনগ্রাড শহরকে এক কঠিন পরীক্ষার মোকাবিলা করতে হয়েছে। যদিও লেনিনগ্রাডে প্রতিরক্ষা ব্যূহ স্থিতিশীল রয়েছে এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনী তাদের নিজ নিজ জায়গা কামড়ে পড়ে আছে তবুও অবরুদ্ধ শহরের যাবতীয় প্রতিকূলতার মধ্যে প্রতিরক্ষাবাহিনীকে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। বাকী দেশের যোগাযোগের মাধ্যম শুধু লাডোগা হ্রদ, যার আবার জাহাজঘাটা নেই এবং খেয়া পারাপারের ভাল বন্দোবস্ত নেই। শুধু কয়েকটি মালবাহী বিমান আকাশপথে শহরের নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের খানিকটা যোগান দিত।

যুদ্ধ এসে পড়েছে শহরের পরিধির মধ্যে, অতএব পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকট-জনক। শত্রু ইচ্ছে মতো শহরের উপর গোলাবর্ষণ করতে পারে বা বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করতে পারে। এই কঠিন অবস্থার মধ্যেও প্রতিরক্ষাবাহিনী শহরকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে। শহরের প্রবেশমুখে নির্মিত হল এক ব্যামপার্ট এবং সেটা চক্ররেলের লাইন বরাবর চলে গিয়েছে। শহরের উপকণ্ঠে

আর একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মিত হয়। তার মধ্যে রয়েছে ফক্স হোল, পরস্পরের সঙ্গে লাগোয়া পরিখা, বংকার, পিলবক্স, ট্যাংক গতিরোধক গর্ত ও লোহার ফলক। মানুষ মারা ও ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন পাতা হয়েছে মাটির নীচে। প্রতিরক্ষা বলয়ের রক্ষীদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরের ব্যবস্থাও রয়েছে।

খোদ লেনিনগ্রাড শহরের মধ্যে সাতটি প্রতিরক্ষা বলয় গঠিত হয় এবং প্রতিটি তিনটি অবস্থান ঘাঁটিতে বিভক্ত। স্থায়ী কোন রক্ষীবাহিনী ঐ সমস্ত ঘাঁটি পাহারা দিত না। প্রয়োজন পড়লে, অভ্যন্তরীণ বাহিনী, দমকল, শহর রক্ষীদল ও গণ-স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর লোকজন ঐগুলি পাহারা দিত।

লেনিনগ্রাড ফ্রন্টের প্রাক্তন চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল বি. ভি. বাইচেভস্কী ঐ সময়ের অবস্থা সম্পর্কে স্মৃতিচারণায় বলেছেন: 'সেপ্টেম্বরের গোড়ায় লেনিনগ্রাড যেন আগুনের বেড়া জালের মধ্যে রয়েছে। শিকার মুখের কাছে অতএব শত্রু যেন মাতালের মতো আমাদের রক্ষা ব্যবস্থা চুরমার করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছে। 'লেনিনগ্রাডের মানুষ রাস্তায় রাস্তায় লড়বার জন্য প্রস্তুত। অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হল। ফ্রন্টের কম্যান্ড পোস্ট শেষ পর্যন্ত স্মলিনিতে স্থাপিত হয়।[৫] পার্টি ও সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সংগঠকদের ঐক্য ও সংহতি এর দ্বারা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়।

'জেলা পার্টি কমিটি, জেলা সোভিয়েত ও কারখানা পার্টি কমিটি প্রকৃত অর্থে জনগণের সদর দপ্তরে পরিণত হয়। ঠিক যেন সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের কাজ কর্মের মতো, ঐসব জায়গায় বসেই, কোথায় কি ধরনের ব্যারিকেড তৈরী হবে এবং কোন্ কোন্ রাস্তায় লড়াইয়ের জন্য বিশেষ ধরনের বাহিনীর দরকার পড়বে—এসব স্থির হত।

'ব্যারিকেড গড়ে তোল'—এই আহ্বান সব সময় স্বাধীনতা-সংগ্রামী মানুষের কাছে এক বিশেষ অর্থ বহন করে আনে। কারণ ব্যারিকেড লড়াইয়ের সংগ্রাম পদ্ধতি সাধারণ মানুষেরই সৃষ্টি। অবশ্যি আমার মতো মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারদের দৃষ্টিতে ব্যারিকেড গড়াটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের ব্যাপার।

'এমনভাবে ব্যারিকেড তৈরী করতে হবে যা কামানের গোলাবর্ষণেও অটুট থাকবে এবং ট্যাংক আক্রমণের ধাক্কাও সামলাতে পারবে। রি-ইনফোর্স-কংক্রীট, টিউবিং, ইস্পাতের চাদর, সিমেন্ট ও ইঁটের আস্তরণ দিয়ে ব্যারিকেডের সহন-ক্ষমতাকে প্রায় দুর্ভেদ্য করা হয়।

পয়ঃপ্রণালীর শ্রমিকরা ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর এক নক্সা হাজির করেন—যেখানে রয়েছে মাটির নীচে নানা অলিগলি। এসব রাস্তা ধরে এক ব্যারিকেড থেকে অপর ব্যারিকেডে মাটির নীচ দিয়ে সহজে যাতায়াত করা যায়। এলেকট্রোসিলা প্ল্যান্ট ও কিরভ প্ল্যান্টের শ্রমিকরা মিলে পয়ঃপ্রণালীর ম্যানহোলে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী আগুনের ফাঁদ পাতার এক পরিকল্পনা পেশ করে।

'প্রতিটি আবাস গৃহের একতলাকে রিংইনফোর্স কংক্রীটের চাদর দিয়ে মুড়ে দেবার বন্দোবস্ত হয়—যাতে উপরের তলা শত্রুর হামলায় ধ্বসে পড়লে—একতলা অটুট থাকে।

'সামরিক পরিষদ লেনিনগ্রাড আভ্যন্তরীণ রক্ষা-ব্যবস্থাকে কয়েকটি বলয়ে বিভক্ত করার পরিকল্পনাকে অনুমোদন জানায়। শহরের বিভিন্ন সেতু ও বাঁধের কথা খেয়াল রেখে এসব প্রতিরক্ষা বলয় গঠিত হয়। প্রতিটি সেতুকে হিসাবের মধ্যে আনা হয়, যাতে প্রয়োজন হলে এই সেতুগুলিতে মাইন পাতা যায় তার জন্য আমরা একটা বিশেষ টীম তৈরি করেছিলুম যারা বিশেষ নির্দেশ পেলে এ কাজটি করবে।'[৬]

উপকূলের প্রতিরক্ষা বলয়কে বিশেষভাবে শক্তিশালী করা হয়। শোর্ ব্যাটারী থেকে গোলাবর্ষণ করা ও কৃত্রিম প্রতিবন্ধক সৃষ্টির বন্দোবস্ত নিপুণভাবে করা হয়। পরবর্তীকালে নাৎসীরা যখন ফিন্ উপসাগরের দিক থেকে আক্রমণ করে উপকূলে অবতরণের ছক ফাঁদে, তাদের প্রয়াসকে নৌবাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনী ও স্থল বাহিনীর গোলন্দাজ সেনারা একযোগে প্রবল গোলাবর্ষণের মাধ্যমে ব্যর্থ করে দেয়। অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

১৯৪১-এর নভেম্বরের মাঝামাঝি বাল্টিক নৌবহরের যুদ্ধ জাহাজগুলি নেভা নদীর মোহনায় প্রবেশ করে। তার ফলে শহরের প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোলাবর্ষণের সামর্থ্য আরো বৃদ্ধি পায়।

লেনিনগ্রাড শুধু জলে স্থলে নয় আকাশ পথেও আক্রান্ত। আজ এটা কারো অজানা নয় যে এই শহরটিকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার সংকল্প করে নাৎসী কম্যান্ড। কেবল, ১৯৪১—১৯৪২ এই কালপর্বে লুফতভাফে লেনিনগ্রাডের উপর ২২,২৮৩ বার হাওয়াই হামলা চালায়। আক্রমণকারী বিমানগুলির শতকরা ৬৩ ভাগই ছিল বোমারু বিমান।

১৯৪২ সালের এপ্রিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি, সমস্ত বিমান আক্রমণ প্রতিরক্ষা সংস্থা ও ইউনিটগুলিকে, লেনিনগ্রাডের বিমান প্রতিরক্ষা আর্মির কাঠামোর মধ্যে সংগঠিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং শেষোক্ত বাহিনীর অনবরত শক্তি বৃদ্ধি ঘটান হয়। ১৯৪১ সালের জুলাই থেকে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে লেনিনগ্রাডের স্থল বাহিনীর বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার দৌলতে ৩২২টি জার্মান হানাদার বিমানকে গুলি করে নামান হয়। এই ঘটনা থেকে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়।

ফ্রন্টের কম্যান্ড, সেনাবাহিনী ও শহরবাসী মিলে লেনিনগ্রাডকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে।

বাইরের সঙ্গে লেনিনগ্রাডের সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে এখানে

দারুণ খাদ্য সংকট দেখা দেয়। খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থার কমিশনার হিসাবে, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত ডি. পাভলভ জানান যে আর মাত্র দু'সপ্তাহের মতো ময়দা ও খাদ্যশস্য রয়েছে এবং মাংস এখন নিতান্তই দুর্লভ। নভেম্বর মাস থেকে মাথাপিছু রেশনের পরিমাণ কমিয়ে ঠিক হয় যে শ্রমিকের জন্য ২৫০ গ্রাম রুটি, অশক্ত, শিশু, বৃদ্ধ ও অফিস কর্মচারীদের জন্য ১২৫ গ্রাম রুটি এবং স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর সৈনিকদের জন্য মাথা পিছু ৩০০ গ্রাম পাঁউরুটি ও ১০০ গ্রাম সেঁকা রুটি বরাদ্দ করা হয়। ক্ষুধা, মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে উপস্থিত এবং শহরে মৃত্যুর হার দ্রুত বাড়তে লাগল।

এগার বৎসরের একটি মেয়ে তানিয়া সাভিচেভার ছোট ডায়েরিটি মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সোভিয়েত-মার্কিন যৌথ উদ্যোগে তোলা তথ্য-চিত্রের দৌলতে এই ডায়েরিতে বর্ণিত এক তুলনাহীন বিয়োগান্ত কাহিনী আজ সকলের জানা। (পশ্চিমদেশে এই তথ্য-চিত্রটি, 'দ্য আননোন্ ওয়ার' অভিধায় পরিচিত)। ক্ষুধা মেয়েটিকে প্রতিদিন শীর্ণতর করছে আর মেয়েটি ডায়েরির পাতায় তার অভিজ্ঞতা ধরে রাখছে। মেয়েটি লিখছে, "ঝেনিয়া ১৯৪১ এর ২৮শে ডিসেম্বর বেলা ১২-৩০ মিঃ এ মারা গেল। ১৯৪২ সালের ২৫শে জানুয়ারী বিকেল তিনটেয় গ্রানি মারা গেল। লিয়োনিয়া মারা গেল ১৯৪২ সালের ১৭ই মার্চ সকাল পাঁচটায়। ভাস্যা খুড়ো মারা গেল ১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল রাত দুটোয়। ১৯৪২ সালের ১০ই মে বিকেল চারটেয় লিওশা খুড়োর মৃত্যু হল। ১৯৪২ সালের ১৩ই মে সকাল সাড়ে সাতটায় মা চলে গেলেন। এভাবে সাভিচেভ পরিবারের সবাই মরে গেল…'।

এই অসহনীয় পরিস্থিতিতেও লেনিনগ্রাডবাসীরা উপস্থিত বুদ্ধি হারায়নি। অবরুদ্ধ শহরে বাস করেও তারা কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলেছে। তার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ডি. পাভলভ এক অনুপম কাহিনীর অবতারণা করেন: "কামানের এক গোলা এসে রুটি বোঝাই গাড়ীর উপর সরাসরি আঘাত করে। রাস্তার উপর সমস্ত পাঁউরুটি ছত্রাকার হয়ে পড়ে। কিন্তু একজন পথচারীও দৌড়ে গিয়ে একটা পাঁউরুটিও নিজের জন্য নেয়নি। একজন গিয়ে নাগরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ফোন করে। সবাই মিলে পাঁউরুটিগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে এবং এই মহার্ঘ বস্তুটিকে নির্ধারিত দোকানে গিয়ে পেঁছে দেয় যেখানে অনেকে এই পাঁউরুটির প্রতীক্ষায় সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে।"

অবরোধের সময়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সামরিক তৎপরতা একাধারে দুঃসাহস, স্থৈর্য ও দৃঢ়তার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তারা অনেক বেপরোয়া ও ও সক্রিয় ভূমিকার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে কোন পক্ষই বড় রকমের আক্রমণ শুরু করার অবস্থায় ছিল না। উভয়পক্ষই পরিখার গভীরে, কাঁটাতারের বেড়ার আড়ালে, ট্যাংক বিরোধী প্রতিবন্ধক ও মাইনফিল্ডের

পেছনে নিরাপত্তার সন্ধান করেছে। মাঝে মাঝে কামান ও মর্টার থেকে গোলা বিনিময় ঘটেছে এবং নিজেদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটিকে আরো নিরাপদ করার জন্য চতুর সামরিক ক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

১৯৪১ সালের গোটা শরত ও শীতকাল ধরে কামানের যুদ্ধের উপর পুরোপুরি জোর দেওয়া হয়। ৪২০ মিলিমিটার কামানসহ ভারী ও অতিশয় ভারী কামান নাৎসী কম্যাণ্ড স্ট্রেলনায়া, উরিৎস্ক, পুশকিন ও পিটারহফ অঞ্চলে এনে জড়ো করে এবং সেসব জায়গা থেকে লেনিনগ্রাডের উপর গোলা বর্ষণ শুরু করে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর, প্রথম গোলা এসে ফাটল শহরের রাস্তায়। তারপর থেকে ১৯৪১ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত লেনিনগ্রাডের উপর ২৭২ বার কামান দাগা হয়।

নাৎসী ফিল্ডগানকে স্তব্ধ করার জন্য ফ্রন্টের গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল ভি. পি. স্ভিরিডভের নেতৃত্বে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং তার জন্য একটা বিশেষ গোলন্দাজ গ্রুপ গঠিত হয়। শত্রুর দূরপাল্লার কামানকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য সোভিয়েত বিমানবাহিনীও আসরে নামে।

১৯৪১ সালের নভেম্বরে লেনিনগ্রাড ফ্রন্টের সেনাবাহিনী সক্রিয় সামরিক তৎপরতার পরিচয় দেয়। ৩রা থেকে ৮ই নভেম্বরের মধ্যে ৫৫নং আর্মি উসৎ-টসনো অপারেশন ও ২০ থেকে ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে ক্রাসনোবরোস্ক অপারেশন সংসাধিত করে। যদিও এই সামরিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল খুব একটা সুদূর প্রসারী নয়; তবুও এসবের ফলে শত্রুর আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের ক্ষতি হয় বিস্তর। ফিনল্যাণ্ড উপসাগর থেকে ইলমেন হ্রদ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ কিঃ মিঃ ব্যাপী রণাঙ্গনে শত্রু বাহিনী আটকা পড়ে।

টিখ্ভিন অঞ্চলে সোভিয়েত বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে লেনিনগ্রাড প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করার ব্যাপারে সহায়তা করে। লেনিনগ্রাডের ফ্রন্টের ৫৪ নং আর্মি ও ৫২ নং আর্মি (উভয়ই জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের রিজার্ভ বাহিনী) এই পাল্টা আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৪১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে সংগঠিত এই পাল্টা আক্রমণের ফলে টিখভিন এলাকায় শত্রু বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী পশ্চিমমুখী অভিযানে ১০০-১২০ কিঃ মিঃ অগ্রসর হয়ে ভলকভ নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী এক বিশাল অঞ্চল শত্রু মুক্ত করে। উত্তর-পশ্চিম রণনৈতিক রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সোভিয়েত বাহিনীর পক্ষে টিখ্ভিনের কাছাকাছি এই জয় এক বড় দরের সাফল্য।

১৯৪২ সালের জানুয়ারীতে লেনিনগ্রাড ফ্রন্টের ৫৪নং আর্মি ও ভলকভ ফ্রন্টের সেনাবাহিনী মিলিতভাবে লিউবান অপারেশন সফল করে। তাদের লক্ষ্য ছিল উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে লিউবনের দিকে অভিযান চালিয়ে চুডভো-কিরিশি রণাঙ্গনে শত্রু গ্রুপকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করা। তারপর তারা দক্ষিণ দিক থেকে লেনিনগ্রাডের দিকে আক্রমণ চালিয়ে শহরটিকে অবরোধ মুক্ত করা। যদিও

তাদের অপারেশন পুরোপুরি সফল হয়নি—কিন্তু তারা নাৎসীদের বেকায়দায় ফেলে দেয়। ভলোকভ ফ্রণ্টের ২নং শক্ আর্মি পরিবেষ্টিত হবার ফলে, নাৎসী কম্যাণ্ড যে সেনাবাহিনীকে ১৯৪২ এর গ্রীষ্মে লেনিনগ্রাডের উপর আক্রমণ হানার জন্য মজুত করেছিল তারা সেই বাহিনীটিকেও যুদ্ধে নামাতে বাধ্য হয়।

পরবর্তী সপ্তাহগুলিতেও সোভিয়েত সৈন্যরা নিজেদের উদ্যোগে আঞ্চলিক ভিত্তিতে আক্রমণাত্মক অপারেশন চালাতে থাকে। এই অপারেশনগুলি সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে সংগঠিত হলেও—লেনিনগ্রাডের যুদ্ধে ও সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করে। লেনিনগ্রাড যুদ্ধের সফল পরিণামের ক্ষেত্রে এই আঞ্চলিক যুদ্ধগুলির অবদানও উপেক্ষণীয় নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৪২-এর জানুয়ারী থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে জার্মান কম্যাণ্ড, আরো দশ ডিভিসন নতুন সৈন্য উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে আমদানি করতে বাধ্য হয়। এতদসত্ত্বেও অনায়াসে লেনিনগ্রাড দখলের মতো উপযুক্ত শক্তিশালী আক্রমণাত্মক বাহিনী তারা গড়ে তুলতে পারেনি। বিরামহীন ও অসংখ্য যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুর শক্তি নিঃশেষিত প্রায়; তারা আক্রমণ স্থগিত রেখে, রক্ষণাত্মক ভূমিকার আশ্রয় নিল।

সমগ্র লেনিনগ্রাড যুদ্ধের কালপর্বে, ভাইস-অ্যাডমিরাল ভি. এফ. ট্রিবুটসের পরিচালনায় বাল্টিক নৌবহর স্থলবাহিনীকে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেছে।

বাল্টিক সাগরের বুকে শত্রুর প্রাধান্য ছিল দ্বিগুণেরও বেশি। জার্মানীর ছিল দু'শোরও বেশি জাহাজ এবং ফিনল্যাণ্ডের একশ। তাছাড়া তাদের যথেষ্ট সংখ্যায় সহায়ক জলযান ছিল। এতদসত্ত্বেও বাল্টিক নৌবহর সক্রিয়ভাবে সমুদ্রের উপর তৎপরতা চালিয়েছে। যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই তারা শত্রুর জাহাজ চলাচলে নানা বাধা সৃষ্টি করে।

সমুদ্রপথে লেনিনগ্রাডকে সুরক্ষিত করার জন্য, বাল্টিক নৌবহরের জাহাজগুলি তিনটি মাইন পেতে ও গোলাবর্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে ফিন উপসাগরের প্রবেশপথ বন্ধ করে দিল। লেনিনগ্রাডের নিকটতম প্রবেশদ্বার সমুদ্র ও আশেপাশের হ্রদগুলির মাধ্যমে যাতে কোন বিপদ না আসে—তা দেখার জন্য নৌ-বিভাগের হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হল। একই উদ্দেশ্যে লাডোগা, চুডস্কোইয়ী, ইলমেন ও ওনেগা হ্রদের উপর ফ্লোটিলা টহল দিতে থাকে।

সারিমা, হিইউমা, মুহু ও ভর্মিসার নিয়ে গঠিত মুনসুণ্ড দ্বীপপুঞ্জ দখলের জন্য জোর লড়াই করল নাৎসীরা। দ্বীপপুঞ্জটি জেনারেল এ. বি ইয়েলিসভের নেতৃত্বাধীন বাল্টিক অঞ্চলের উপকূল রক্ষী ইউনিটের ১৫ হাজার সৈন্যের রক্ষণাধীন। ১৯৪১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত ছ'সপ্তাহ ধরে—এই দ্বীপগুলি দখল ও ফিন উপসাগরের জার্মান ও ফিন জাহাজগুলির উপকূল বরাবর যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটানা লড়াই চলতে থাকে।

অনেক দাম দিয়ে শত্রু অবশেষে মুনসুণ্ড দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। তাদের ২৫ হাজার অফিসার ও সৈন্য হতাহত হয়। কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে, সেই চরম সংকটের সময়ে দুটি জার্মান ডিভিসন ঐ তুচ্ছ দ্বীপপুঞ্জ দখল করতে গিয়ে আটকা পড়ে এবং তার ফলে লেনিনগ্রাড প্রতিরক্ষীবাহিনীর চাপ খানিকটা শিথিল হয়।

জেনারেল এস. আই. কাবানভের পরিচালনাধীন হ্যাঙ্কো উপদ্বীপের প্রতিরক্ষী দল তাদের অসাধারণ শৌর্যের জন্য গৌরবের অধিকারী হয়েছে। এই দ্বীপপুঞ্জটি ফিন উপসাগরের প্রবেশ পথের নৌবাহিনীর সুরক্ষিত ঘাঁটির উত্তর প্রাকার। আবার এটি সোভিয়েত সাবমেরিন ও হাল্কা জলযানের একটি ঘাঁটিও বটে। বাল্টিক মহাসাগরের উত্তর ভাগে অথবা খোলা সমুদ্রে ও বথনিয়া উপসাগরের প্রবাল দ্বীপের এলাকায় শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায়—সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজগুলি এই হ্যাঙ্কো উপদ্বীপকে ব্যবহার করত।

১৯৪১ সালের ২৯শে জুন থেকে পাঁচ মাস যাবৎ এই উপদ্বীপের ২৫ হাজার রক্ষীদল সংখ্যাগুরু ফিনবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেছে। এই সোভিয়েত সৈন্যরা ফ্রন্টের মূলবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ও শত্রুর মারাত্মক গোলাগুলি বর্ষণকে উপেক্ষা করে শুধু যে পরিখা খনন করে আত্মরক্ষা করেছে তা নয়—তারা শত্রুকে নানাভাবে নাজেহালও করেছে। তারা হ্যাঙ্কো উপদ্বীপের উত্তরে ও পুবে কয়েকটি ছোটখাট দ্বীপ অধিকার করে ও ৫ হাজার সেরা ফিন সৈন্যকে ধ্বংস করে এবং শত্রুর একশ জলযান ডুবিয়ে দেয়—যার মধ্যে বেশ কিছু ছিল উপকূলে হামলা ও অবতরণের উপযোগী ভেলা। তারা শত্রুর ৫২টি জঙ্গী বিমানকে ভূপাতিত করে। ১৯৪২ সালের নভেম্বরে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড থেকে আদেশ পাবার পরেই কিন্তু হ্যাঙ্কোর রক্ষী দলকে ক্রনস্টাডতে সরিয়ে ফেলা হয়।

ক্যাপ্টেন ভি. এস. চেরোকভের পরিচালনাধীন লাডোগা ফ্লোটিলা লেনিনগ্রাডের যুদ্ধে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। শহরের একমাত্র সরবরাহ পথ—যাকে জীবন সড়ক বলে অভিহিত করা হয়, সেই সড়কটির পাহারাদার এই ফ্লোটিলাটি। গ্রীষ্মে যেটি জলপথ আবার শীতকালে সেটি বরফের রাস্তা—এহেন সরবরাহ পথের দৃষ্টান্ত যুদ্ধের ইতিহাসে একান্তই দুর্লভ। ট্রাকের পর ট্রাক, ফ্রন্টের জন্য নতুন ফৌজ, খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানী ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই সড়ক ধরে—সে যুগে লেনিনগ্রাডে অবিরাম প্রবাহের মত পৌঁছাত। এবং ফিরতি পথে শূন্য ট্রাকগুলি সাথে করে নিয়ে যেত শিশু, আহত ও অশক্ত মানুষ এবং লেনিনগ্রাডের শিল্পজাত পণ্য।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, নিষ্ঠুর শত্রুর বিরামহীন গোলা ও বোমাবর্ষণ এবং পরিবহনের নানা সমস্যা—সব কিছু উপেক্ষা করে জীবন সড়কের উপর দিয়ে সরবরাহ মিছিল দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা অব্যাহত। এই সড়কটিকে কার্যকর রাখতে

গিয়ে কত লোকই না প্রাণ দিল। গ্রীষ্মকালে যখন নৌচলাচল সম্ভব সেই সময় ১৯৪২ সালে একা লাডোগা ফ্লোটিলাই (২০০টি জলযানের সমবায়) দশ লক্ষেরও বেশী মেট্রিক টন পণ্য-সামগ্রী ও স্থলবাহিনী এবং নৌবাহিনীর শক্তিকে জোরদার করার জন্য আড়াইলক্ষ যোদ্ধা সহ প্রায় দশলক্ষেরও বেশী লোক বহন করে।

শীতকালে যখন হ্রদের জল জমে শক্ত বরফে পরিণত হয় তখন তার উপর দিয়ে পণ্য সামগ্রী লোকলস্কর নিয়ে ছুটে আসে বিভিন্ন মোটরযান। অবরোধের যুগের প্রথম শীতে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার মেট্রিক টন পণ্য সামগ্রী লেনিনগ্রাডে পেঁছে দেওয়া হয় এবং ফেরার সময় এই মোটরযানের কনভয়গুলি পাঁচ লক্ষেরও বেশি নারী, শিশু ও অশক্ত বৃদ্ধ এবং ৩১০০ ওয়াগন ভর্তি শিল্পজ সাজসরঞ্জাম লেনিনগ্রাডের বাইরে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লাডোগা হ্রদের তীরের কর্নেভো গ্রামটির কাছে একটি স্তম্ভ নির্মিত হয়। সেই স্তম্ভের গায়ে পাথরের উপর এই লিপিটি উৎকীর্ণ করা হয়ঃ 'এখান দিয়ে জীবন সড়ক গিয়েছিল। সাহসী লোকের বীরত্ব লেনিনগ্রাডকে রক্ষা করে। সেইসব প্রয়াত বীরদের শাশ্বত গৌরবগাথার উদ্দেশ্যে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি।' এই সড়কটি যারা ব্যবহার করেছে, রক্ষা করেছে এবং তার জন্যে সংগ্রাম করেছে— এই লিপিটি সেই নাবিক, ট্রাকচালক, বিমান কর্মী এবং অন্যান্য সোভিয়েত জনগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে, লাডোগা হ্রদের জলের নীচে পাতা ২৫ কিঃ মিঃ দীর্ঘ পাইপ লাইন দিয়ে প্রথম তরল জ্বালানি এসে লেনিনগ্রাডে পেঁছাল। এভাবে জলের নীচে পাতা ক্যাবেল মারফৎ-আংশিক মেরামতের পর ভলকভ জলবিদ্যুৎ শক্তি প্ল্যান্ট থেকে লেনিনগ্রাডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়।

লেনিনগ্রাডের আশেপাশে সক্রিয় পার্টিজান বাহিনীও লেনিনগ্রাড রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১৯৪১ সালের জুনে যে প্রথম পার্টিজান আন্দোলন গড়ে ওঠে তার অন্যতম তেরটি পার্টিজান বাহিনী লেনিনগ্রাড অঞ্চলে তৎপর হয়ে ওঠে। লেনিনগ্রাড শহর পার্টি কমিটির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পার্টিজান বাহিনীগুলিতে লিস্‌গ্রাফ ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ ফিজিক্যাল কালচারের ছাত্র ও শিক্ষকরাও যোগ দেন। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে লেনিনগ্রাড অঞ্চলে পার্টিজান বাহিনীর সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২২৭ এবং তাদের লোকসংখ্যা ৯০০০। ১৯৪২ সালের মধ্যে ৩৫ হাজার নরনারী পার্টিজান বাহিনীতে যোগ দেয়। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী থেকে বিচ্ছিন্ন পার্টিজান বাহিনীগুলিকে ব্রিগেডের মধ্যে সংঘবদ্ধ করা হয়।

পার্টিজান ব্রিগেড ও বাহিনীগুলি শত্রুর রক্ষীদলকে আক্রমণ করে এবং সুযোগ মতো শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগেও আক্রমণ করে তার সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিশৃংখল করে তোলে। ১৯৪১ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী—এই কালপর্বে

পার্টিজানরা ১ লক্ষ ৪ হাজার ন্যাৎসী অফিসার ও সৈন্য ও ৮ জন জেনারেলকে হত্যা করেছে। তারা শত্রুর ১১০৬টি ট্রেন ও ৩৮০০-এর বেশি মোটরযান, ট্যাঙ্ক এবং ফিল্ডগানকে কেবল লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনেই ধ্বংস করেছে। তাদের দুঃসাহসী আক্রমণের ফলে অনেকগুণ বড় আকারের শত্রুবাহিনী গতি-পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। পার্টিজানদের হামলায় শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থা ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে।

কাজেই লেনিনগ্রাড-অবরোধের কঠিন পরিস্থিতিতে নাৎসী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার সব ধরনের সম্ভাব্য শক্তি জড়ো করা হয়। সোভিয়েত বাহিনীর স্থলসেনা ও নৌসেনারা—লেনিনগ্রাড শহর ও শহরতলীর শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই প্রতিরোধ সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত স্থল বাহিনী ও নৌবাহিনীর লোকবল ও সামরিক সাজসরঞ্জাম, বিমান আক্রমণ, প্রতিরক্ষী বাহিনী এবং স্থানীয় পার্টি ও সরকারি সংস্থা ও পার্টিজান বাহিনী—সবই লেনিনগ্রাড ফ্রন্টের সামরিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। সামরিক পরিষদ সকলের জন্য কাজ ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

৪। নাৎসী বেষ্টনী ভেদ

১৯৪৩ সালের জানুয়ারীর মধ্যে সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের রণনৈতিক পরিস্থিতিতে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি ঘটে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ রণাঙ্গনে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং স্টালিনগ্রাডের দুয়ারে ও উত্তর ককেশাসে শত্রুকে রীতিমতো ধরাশায়ী করে।

কিন্তু লেনিনগ্রাড অঞ্চলে এবং বিশেষ করে শহরের পরিস্থিতি যথারীতি সঙ্গীনই থেকে যায়। লাডোগা হ্রদের উপর দিয়ে লেনিনগ্রাডের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ফ্রন্ট ও শহরের যাবতীয় প্রয়োজন মেটান একান্তই অসম্ভব।

শহরের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম প্রবেশপথের প্রতিরক্ষায় রত লেনিনগ্রাড ফ্রন্টের সেনাবাহিনী মূলবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন। ফিন উপসাগরের পূর্বাঞ্চলে বাল্টিক নৌবহরও অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। মাত্র চার থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে শহরের উপকণ্ঠে যুদ্ধ চলছে। শহরের উপর শত্রুর গোলা-বর্ষণের কোন বিরতি নেই। লুফতভাফে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও শহরের লক্ষ্য-বস্তুর উপর অবিরাম প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে চলেছে।

জেনারেল ফ্রিৎস লিন্ডেম্যান পরিচালিত ১৮নং নাৎসী আর্মি, লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনের ৪৫০ কিঃ মিঃ প্রশস্ত অঞ্চলে সক্রিয় কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। কারোলিয়ান যোজকে, লেনিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিম প্রবেশপথে ২৩ নং সোভিয়েত আর্মির বিরুদ্ধে ৫ ডিভিসন ফিন সেনা যুদ্ধরত।

জার্মানরা যাকে গলার কাঁটা বলে মনে করে সেই স্চেলুসেলবুর্গ-সিনিয়াভিনো স্যালিয়েণ্টকে দখল করার জন্য সোভিয়েত কম্যাণ্ড সেখানকার সৈন্যবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে। উঁচু ঢিবির মতো যুদ্ধক্ষেত্রটি মাত্র সতের কিঃ মিঃ চওড়া।

নাৎসীরা কিন্তু মূল রণাঙ্গনের শক্তি সমাবেশের ক্ষেত্রে কোন রকমের কার্পণ্য করেনি। প্রতি কিলোমিটার জায়গার জন্য তারা এক ব্যাটেলিয়ান পদাতিক, ৩৫ থেকে ৪০টি কামান বা ঐ জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্রের মঞ্চ, ১৫টি ফিল্ডগান ও ৩০টি মর্টার বরাদ্দ করেছে।

জলাভূমি, অরণ্য ও সিনিয়াভিনো টালা মিলিয়ে ভূখণ্ডটি শত্রুর পছন্দসই—কারণ আত্মরক্ষা ব্যূহকে স্থিতিশীল করার পক্ষে সব কিছুই এখানে রয়েছে। ৫০০-৬৫০ মিটার চওড়া নেভা নদীও একটি বড় রকমের প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক। নদীটির বামতীর—যেখানে শত্রু আস্তানা গেড়েছে—সেটি অপর তীরের চেয়ে উঁচু। এবং কোন কোন জায়গায় সেটা বার মিটার পর্যন্ত উঁচু। নদীর এবড়ো-খেবড়ো পাড়ে আবার এখানে ওখানে গভীর খাদ—যা স্বচ্ছন্দে চলাচলের পক্ষে বাধাস্বরূপ।

'গলার কাঁটা' তুলের ফেলার জন্য পশ্চিম দিক থেকে জেনারেল এল এ. গভরোভের নেতৃত্বাধীন লেনিনগ্রাড ফ্রণ্টের সৈন্যবাহিনী এবং পূব দিক থেকে জেনারেল কে. এ. মেরেৎসকোভের পরিচালনাধীন ভলকভ ফ্রণ্টের সৈন্যবাহিনী অপারেশন শুরু করে।

লেনিনগ্রাডকে অবরোধ মুক্ত করার জন্য, সোভিয়েত জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর ইস্ক্রা (ফুলকি) সাংকেতিক নামে একটি অপারেশন-ছক তৈরী করে। এটিকে সফল করার জন্য লেনিনগ্রাড ও ভলকভ ফ্রণ্টের সৈন্যদের উপর ভার দেওয়া হয়ঃ তারা সম্মিলিত ভাবে লিপকা, গাইটালোভো, মস্কোভস্কায়া ডুব্রোভকা ও স্চেলুসেলবুর্গ অঞ্চলের শত্রু গ্রুপকে ধ্বংস করে লেনিনগ্রাডের বেষ্টনীতে ফাটল সৃষ্টি করবে। তারপর তারা জানুয়ারীর শেষাশেষি ময়কা নদী মিখাইলোভস্কি জনপদে টরটোলোভো লাইন বরাবর প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ করে অবস্থান করবে।

শত্রুর ব্যূহ ভেদ করা ও পরে শত্রু-ব্যূহের পশ্চাদভাগের উপর আক্রমণ হানার জন্য ৬৭নং ও ২নং শক্ আর্মি নিয়ে গঠিত হল শক্তিশালী শক্ আর্মি গ্রুপ। যে জায়গায় শত্রু-ব্যূহ ভেদ করা হবে সেখানে প্রতি ১.৫—২ কিঃ মিঃ-এর জন্য একটি করে রাইফেল ডিভিসনকে জড়ো করা হবে। শত্রুর তুলনায় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর লোকবল ও সামরিক সাজসরঞ্জামের সংখ্যাধিক্য সুস্পষ্ট। পদাতিক বাহিনী নাৎসীদের তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ বেশি এবং সেই অনুপাতে ট্যাঙ্কের সংখ্যা সাত গুণ, কামান পাঁচ থেকে ছয় গুণ বেশি। অর্থাৎ ব্যূহের যে

অংশে সোভিয়েত বাহিনী আঘাত হানবে—সেই নির্দিষ্ট অংশে সোভিয়েত সেনা সমাবেশের ঘনত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

অপারেশন শুরুর প্রাক্কালে সেনানায়ক ও এই আক্রমণের জন্য বাছাই করা রাইফেল, ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনীর স্টাফ অফিসাররা মিলে এক নকল যুদ্ধের মহড়া করে। প্রতিটি বাহিনী ও শাখার মধ্যে সমন্বয় সাধন যাতে নিখুঁত হয়—তার দিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি দেওয়া হয়। ঘনবন ও জলাভূমি অধ্যুষিত এলাকায় শত্রুর সুরক্ষিত ঘাঁটির উপর আক্রমণ হানার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নির্বাচিত বাহিনীগুলিকে।

আক্রমণ শুরুর আগে গোলন্দাজ বিভাগের সাংগঠনিক প্রস্তুতির দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হয়। যে সব প্রতিরক্ষা বলয়ে ব্যূহ ভেদ করা হবে, সেখানকার শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া, শত্রুর কামান দাগার মঞ্চকে উড়িয়ে দেওয়া অথবা নিষ্ক্রিয় করার জন্য শক্তিশালী গোলন্দাজ গ্রুপ গঠিত হয়। ৬৫নং আর্মির ভেদ্য বলয়ের জন্য (break through sector) প্রতি কিলোমিটারে ১৩০টি ফিল্ডগান ও মর্টার কেন্দ্রীভূত হবে এবং ২ নং শক্ আর্মির জন্য অনুরূপ হারে ১৭৩টি ফিল্ডগান অথবা মর্টার বরাদ্দ হয়।

ধীরে ধীরে শক্ গ্রুপের সৈন্যদলগুলিকে জড়ো করা হয়। সূর্যাস্তের পর ও দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশেই সেনাদল ও মালপত্রের যাবতীয় গতিবিধি সম্পন্ন হয়। ঠিক যে জায়গায় আক্রমণ শানান হবে সেখান থেকে অন্যত্র শত্রুর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য—ভলখভ ফ্রন্টের কম্যান্ড মৃগার ৩০ থেকে ৩৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্বে নকল আক্রমণের মহড়া দেয়। আক্রমণের এরকম পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির ফল ভালই হয়।

শত্রু ব্যূহের ভেদ্য বলয়ে বিমান বাহিনীর শতকরা নব্বই ভাগ বমানকে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এই নির্বাচিত অঞ্চলে বিমান হানার মাধ্যমে সোভিয়েত বিমানবাহিনী তার আক্রমণাত্মক অপারেশন শুরু করবে। এই প্রস্তুতির সময় পর্বে জঙ্গী বিমান ও বোমারু বিমানের বৈমানিকদের উপর থেকে নীচে ছোট জায়গায় সীমাবদ্ধ লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ হানার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপর কামান দাগা অথবা বোমা বর্ষণের তালিম দেওয়া হয় তাদের। আকাশে বিমান যুদ্ধের তালিম পায় জঙ্গী বিমানের বৈমানিকরা। আকাশ থেকে শত্রুর রক্ষা ব্যূহের অবস্থান, তার আগ্নেয়াস্ত্র ও সেনা সমাবেশের নিখুঁত তথ্য সংগ্রহের জন্য নিরীক্ষণ ব্যবস্থা সংগঠিত হয়। বৈমানিকরা উপর থেকে হয় ফটো তুলবে নয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করবে। একটা অপারেশনের পরিকল্পনা রচনা ও তাকে কার্যকর করার জন্য এগুলি অবশ্যকরণীয়।

যুদ্ধ শুরু করার আগে ২নং শক্ আর্মির সৈন্যদল শপথ বাক্য উচ্চারণ করল:

"বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এবার এসেছে হে দীর্ঘকালব্যাপী যন্ত্রণাবিদ্ধ লেনিনগ্রাড, আমরা তোমাকে মুক্ত করতে যাচ্ছি। আমরা এগিয়ে চলবো—শুধু এগিয়ে চলবো। আমাদের দলে কোন কাপুরুষ অথবা দুর্বল চেতার স্থান নেই...... মৃত্যু অথবা জয়! লেনিনগ্রাড, আমরা তোমার কাছে অঙ্গীকার করছি: জয়—শুধু জয়!"

১৯৪৩ সালের ১২ই জানুয়ারী, লেনিনগ্রাড ও ভলকভ ফ্রন্টের শক্ আর্মি গ্রুপ আক্রমণ শুরু করে। তার আগে দু'ঘণ্টা কুড়ি মিনিট ধরে শত্রুর রক্ষা ব্যূহের ভেদ্য অঞ্চল দুটির উপর ৪৫০০ ফিল্ডগান ও মর্টার থেকে অবিরাম অগ্নিবৃষ্টি হয়।

অনর্গল কামানের গোলা ও আকাশ থেকে বোমার বিস্ফোরণের ফলে শত্রুর আগুয়ান ঘাঁটি ও তার ব্যূহের পশ্চাদভাগে অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আতঙ্কিত নাৎসী সৈন্য ও অফিসাররা প্রাণভয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে এধার ওধার ছুটতে থাকে।

বরফাবৃত নেভা নদীর বুকে ভাঙন সৃষ্টি না করে সোভিয়েত গোলন্দাজরা নদীর তীর থেকে দু'শ মিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুর উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে। শত্রুর অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলির রক্ষণ ব্যবস্থা ও কামান মঞ্চগুলি সরাসরি গোলার আঘাতে চুরমার হয়ে যায়।

এই অগ্নিবৃষ্টির পর বিমানবহরের ছত্রছায়ায় ৬৭ নং ও ২ নং শক্ আর্মি দুটি একই সঙ্গে বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে আক্রমণ শুরু করে। ট্যাঙ্ক বহরের সহায়তায় রাইফেলধারী ইউনিটগুলি শত্রুর গোলাবর্ষণ তুচ্ছ করে শত্রুর রক্ষাব্যূহের দিকে সরাসরি ধেয়ে যায় এবং শত্রু ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে চলে।

আক্রমণের প্রথম দিনই নাৎসীদের প্রবল বাধা অতিক্রম করে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে তিন কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। একই সময়ে লেনিনগ্রাড ফ্রন্টের সৈন্যরা নেভা নদীর পূর্ব তীরে ছয় কিঃ মিঃ চওড়া এক সেতু মুখ নির্মাণ করে সরাসরি আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

সোভিয়েত সেনাদের অগ্রগতির হার কিন্তু প্রত্যাশিত রকমের দ্রুত নয়। তার কারণ ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ বাহিনী আগুয়ান পদাতিক বাহিনীর অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। সমস্ত পথ জুড়ে শত্রুর মাইন পাতা এবং শত্রুর গোলাবর্ষণের আওতায় রয়েছে সমস্ত পথঘাট। ট্যাঙ্কের ভার বহন করার ক্ষমতা নেই ঐ সব জলাজঙ্গলা জায়গায়। শত্রু ব্যূহের গভীরের সামরিক প্রস্তুতির সুনির্দিষ্ট খবর না পাওয়ার দরুন সোভিয়েত গোলন্দাজ বাহিনী এলোপাথারি গোলা ছুড়ছে—শত্রুর লক্ষ্যবস্তুকে তাক্ করে গোলাবর্ষণ সম্ভব হচ্ছে না। তার ফলে গোলাবর্ষণের ক্ষমতা পুরোপুরি কার্যকর হচ্ছে না।

১৩ই জানুয়ারী পুনর্গঠিত সোভিয়েত আর্মি গ্রুপ দুটি আবার আক্রমণ শুরু

করে। এবার গোলন্দাজ বাহিনীকে আরো কাছাকাছি আনা হয়। কিন্তু শত্রুও তার শক্তি বৃদ্ধি করেছে ইতিমধ্যে। আচমকা আক্রান্ত হওয়ার ধকল সামলে উঠে শত্রু সমস্ত সেক্টরে শক্তিশালী পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ বাহিনী পুষ্ট জার্মান সেনাবাহিনী আক্রমণকারী সোভিয়েত বাহিনীকে দূরে হটিয়ে দিয়ে হৃত জায়গাগুলি পুনর্দখলের চেষ্টা শুরু করে।

শত্রুর পাল্টা আক্রমণ মোকাবিলায় রত সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রগতি কিন্তু অব্যাহত। পূব ও পশ্চিম দিক থেকে দুই অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর দূরত্ব ১৩ই জানুয়ারীর মধ্যে কমে গিয়ে দাঁড়াল মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। আক্রমণের তৃতীয় দিন লড়াই তুঙ্গে গিয়ে ওঠে—উভয় পক্ষই তাদের দ্বিতীয় সারির সৈন্য ও রিজার্ভ বাহিনীকে যুদ্ধে নামিয়েছে। হিংস্র ও একটানা লড়াই চলতে থাকে।

১৭ই জানুয়ারীর মধ্যে এই দুই অগ্রসরমান সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যবধান কমে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র এক কিলোমিটার। এই এক চিলতে জায়গাটি যেন মেশিনগান ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রের গোলাগুলি ঝেঁটিয়ে চলেছে। ১৮ই জানুয়ারী সকাল সাড়ে দশটায় লেনিনগ্রাড ও ভলকভ ফ্রন্টের সৈন্যদের মধ্যে মিলন ঘটল। গত ষোল মাস ধরে যে অবরোধ লেনিনগ্রাডের শ্বাস রোধ করে রেখেছিল—এবার তার অবসান ঘটল।

সমস্ত সোভিয়েত জনগণ ও বিশেষ করে লেনিনগ্রাডবাসীর জীবনে আজ বিরাট আনন্দের দিন। সেই ঐতিহাসিক রাত্রিতে লেনিনগ্রাডের কোন মানুষ ঘুমোয়নি। সমস্ত স্টেশন থেকে বেতারে শুধু গান আর বাজনা শোনান হয়েছে। জনসাধারণ একে অপরকে কেবল অভিনন্দন জানিয়েছে, আলিঙ্গন করেছে ও চুম্বন করেছে।

'সেদিন বেতারে লেনিনগ্রাডের মহিলা-কবি ওলগা বার্গহোলৎস এক বেতার ভাষণে বলেন : আমরা বহুদিন ধরে এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে আসছি এবং জানতাম যে দিনটি অবশ্যই আসবে।......আমরা অনশনে কৃশ ও কুৎসিত, শারীরিক দুর্বলতায় আমাদের হাঁটু ঠক ঠক করে কাঁপে......তবুও আমরা প্রত্যেকে মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রতিরক্ষার জন্য ও শহরকে বাঁচাবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছি। আমরা প্রত্যেকেই জানতাম যে একদিন হিসাব নিকাশের দিন আসবে এবং আমাদের সেনাবাহিনী এসে এই যন্ত্রণাদায়ক অবরোধের অবসান ঘটাবে।'

১৮ই জানুয়ারীর মধ্যে লাডোগা হ্রদের দক্ষিণ তীর থেকে শত্রুকে আট থেকে দশ কিঃ মিঃ দূরে হটিয়ে দেওয়া হয়। আঠার দিনের মধ্যে রেলপথ পরিবহন চালু হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা রাস্তা ধরে স্থলপথে সরবরাহ আসতে থাকে। খাদ্যবস্তু ও সামরিক উপকরণের সরবরাহের পরিমাণ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। লেনিনগ্রাডকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রেখে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার শত্রুর চতুর পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

ইস্ক্রা আক্রমণের ফলশ্রুতিস্বরূপ, ১৩ হাজার নাৎসী অফিসার ও সৈন্য হতাহত এবং ১৫০০ বন্দী হয়।

লেনিনগ্রাডের অবরোধ-মুক্তি থেকে, ১৯৪২-৪৩ পর্বের সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর শীতকালীন সাধারণ আক্রমণের সূচনা। যদিও এই অবরোধমুক্তির অপারেশনটি খুব বৃহদায়তন নয়—কিন্তু এর সামরিক-রণনৈতিক ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অবরোধের অবসানের পর থেকে লেনিনগ্রাডের নিকটবর্তী এলাকায় সামরিক অপারেশনের ক্ষেত্রে উদ্যোগ পুরোপুরি সোভিয়েতের হাতে চলে আসে। শত্রুর সুরক্ষিত রক্ষাব্যূহে ঢুকে পড়া এবং শীতকালে বন ও জলাভূমি অধ্যুষিত ভূমিতে আক্রমণের অর্জিত অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে একই পরিবেশে যুদ্ধ অপারেশনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজে লেগেছিল।

৫। লেনিনগ্রাড অবরোধের অবসান ও লেনিনগ্রাড অঞ্চলের মুক্তি

লেনিনগ্রাডের অবরোধ-মুক্তি এবং শহরের সঙ্গে দেশের পশ্চাদভূমির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের ঘটনাটি শুধু লেনিনগ্রাডের বীর রক্ষীবাহিনীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তা নয়—এটি ঐ রণাঙ্গনে মৌলিক রণনৈতিক পরিবর্তন সংসাধিত করেছে। এটা উল্লেখ্য যে লেনিনগ্রাডের অবরোধমুক্তি ও স্টালিনগ্রাডে সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর বিজয়—দুটো একই সময়ে ঘটেছে।

ইতিমধ্যে স্থলপথে অবরোধের অবসান ঘটিয়ে—সোভিয়েত বাহিনী বাকী দেশের সঙ্গে লেনিনগ্রাডের যোগাযোগের যে পথটি উন্মুক্ত করেছে তা অতি সরু মাত্র আট থেকে দশ কিলোমিটার প্রশস্ত। লেনিনগ্রাড অঞ্চলের বৃহত্তর অংশটি শত্রুর হাতেই থেকে গেল। আগেরই মতো যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধি শহরের উপকণ্ঠের গা ছুঁয়ে রয়েছে। শহরের জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের উপর শত্রুর বর্বর গোলাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। লাডোগা হ্রদের দক্ষিণে সদ্যমুক্ত এক চিলতে জায়গার উপর নির্মিত রাজপথ ও রেলপথ শত্রুর গোলাবর্ষণের আওতার মধ্যে রয়েছে। লেনিনগ্রাডের অধিবাসী ও লেনিনগ্রাড ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর জীবনধারণ ও যুদ্ধ-চালনার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা এই স্থলপথ দিয়ে পুরোপুরি মেটানো অসম্ভব।

১৯৪৩ সালে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে ও তদানীন্তন জরুরি কর্তব্যগুলি সমাধা করার মতো যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্যশক্তির অভাবে তখনো লেনিনগ্রাড অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ মুক্তিসাধন সাধ্যাতীত।

লেনিনগ্রাডের নিকটবর্তী ফ্রন্ট তখন স্থিতিলাভ করেছে এবং সোভিয়েত কম্যান্ড দৃঢ়তা সহকারে উদ্যোগ নিজের হাতে নিয়েছে। কাজেই পুরোদস্তুর আক্রমণ শুরু করার জন্য সোভিয়েত কম্যান্ড ধারাবাহিকভাবে সেনা সমাবেশ ঘটাতে লাগল।

১৯৪৩-এর শেষাশেষি ও ১৯৪৪-এর গোড়ায় এ ধরনের অপারেশনের উপযোগী অবস্থা তৈরী হল। সামরিক ঐতিহাসিকদের ভাষায় অপারেশনটির নাম ঃ লেনিনগ্রাড-নভোগরোদ আক্রমণাত্মক অপারেশন।

জেনারেল এম. এম. পোপোভের পরিচালনায় ২নং বাল্টিক ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী প্রথম আক্রমণ শুরু করে। তাদের কাজ হচ্ছে ১৬নং জার্মান আর্মিকে ফিন উপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় আবদ্ধ রাখা—যাতে তাদের লেনিনগ্রাড-নভোগরোদ অঞ্চলে স্থানান্তর করা অসম্ভব হয়। ৩ নং শক্ আর্মি ও ১০ নং গার্ড আর্মি ১৯৪৪ সালের ১২ই জানুয়ারী আক্রমণ শুরু করে।

১৪ই জানুয়ারী লেনিনগ্রাড ও ভলকভ ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী যথাক্রমে এল এ. গভোরভ ও কে এ মেরেৎসকভের পরিচালনায় আক্রমণ হানে। উত্তর দিক থেকে লেনিনগ্রাড ফ্রণ্ট ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ভলকভ ফ্রণ্ট একযোগে লুগার দিকে ১৮নং জার্মান আর্মিকে ঘেরাও করে উৎসাদিত করার জন্য অভিযান শুরু করে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের ছক অনুযায়ী ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে তিনটি আগুয়ান ফ্রণ্টের সৈন্যবাহিনী মিলিতভাবে লেনিনগ্রাড অঞ্চল মুক্ত করার জন্য ও সোভিয়েত বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলি থেকে হানাদারদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী অভিযান শুরু করে।

গোপন সূত্রে জেনারেল হেড কোয়ার্টারের কাছে খবর ছিল যে, সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের সামগ্রিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটার ফলে নাৎসীবাহিনী লেনিনগ্রাড ছেড়ে চলে যাবে। যতদিন পর্যন্ত বাল্টিক, লেনিনগ্রাড ও ভলকোভ রণাঙ্গনে যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষা সংগ্রামে রত ছিল, তাই আক্রমণ করা ও শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করার মানসিকতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা একান্ত দরকার। ইতিমধ্যে উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে শক্তিসাম্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অনুকূলে পরিবর্তিত হয়। ১৯৪৪ সালের গোড়ায় দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিপুল সংখ্যাধিক্য বর্তমান। নাৎসীদের তুলনায় লোকবল সোভিয়েতের দ্বিগুণ বেশি, কামান তিন গুণ ও ট্যাঙ্ক ছ'গুণ বেশি। লেনিনগ্রাড ফ্রণ্টের ২নং শক্ আর্মি অরানিয়েনবাম সেতুমুখ থেকে এবং ৪২ নং আর্মি লেনিনগ্রাডের দক্ষিণাঞ্চল থেকে প্রথম পর্যায়ের আক্রমণ শুরু করে রোপশার উপর আঘাত হানল। আক্রমণ শুরু করার তৃতীয় দিনের শেষে তারা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের প্রধান বলয়ের বাধা অতিক্রম করে ক্রাসনোয়ে সেলোর দিকে ধাবিত হয়। শত্রু তাদের মধ্যবর্তী প্রতিরক্ষা লাইনের মাধ্যমে বাধাদানের ব্যর্থ চেষ্টার পর পিছু হটে যায়।

চরম প্রতিকূল আবহাওয়া সত্বেও আক্রমণের গতি অব্যাহত থাকে। তুষার ঝড় ও ঘন কুয়াশা গোলন্দাজদের দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করছে এবং বৈমানিকদের পক্ষেও অগ্রসরমান বাহিনীকে সাহায্য করা সহজসাধ্য নয়। অসময়ে বরফ গলা শুরু হয়েছে। ফলে, ফ্রণ্টের উত্তর-পশ্চিম বলয়ের বরফে ঢাকা নদী ও জলাভূমির

উপরিভাগ দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু সোভিয়েত সেনাবাহিনী এ সমস্ত বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তাদের অন্তরে রয়েছে লেনিনগ্রাডের অবরোধ মুক্তির জ্বলন্ত বাসনা।

১৯শে জানুয়ারীর মধ্যে ক্রাসনোয়ে সেলো ও রোপসা অঞ্চলের ১৮ নং নাৎসী আর্মি উৎসাদিত হয়: ২ নং শক্ ও ৪২ নং সোভিয়েত আর্মি সরাসরি সাধারণ আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর ২০ হাজার সেরা সৈন্যকে ধ্বংস করে। লেনিনগ্রাডের উপর গোলাবর্ষণের জন্য যে পঁচাশিটি ভারী কামান (১৫০—৪২০ মিলিমিটার) নাৎসীরা জড়ো করেছিল সেগুলি সোভিয়েত সেনাবাহিনী অধিকার করে ও এক হাজারেরও বেশি নাৎসী সেনাকে বন্দী করা হয়।

লেনিনগ্রাডের দক্ষিণদিক থেকে পরিচালিত এই আক্রমণের সঙ্গে তাল রেখে ভলকোভ. ফ্রন্টের সেনাবাহিনী নভোগরোদের কাছাকাছি আক্রমণ শুরু করে। ২০শে জানুয়ারীর সকালে, খারাপ রাস্তাঘাট ও তুষার গলার সূত্রপাতের নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ৫৯ নং আর্মি ধীরে ধীরে শত্রুর প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে দেয় এবং ৫৪ নং আর্মির সহযোগিতায় নভগোরোদ মুক্ত করে।

প্রামাণ্য কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে—এই প্রাচীন শহর ও তার অতুলনীয় প্রাচীন রুশীয় স্থাপত্য-সৌধ শত্রুর হাতে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত। নাৎসীরা প্রাচীন চার্চ ও ক্যাথেড্রালগুলিতে যথেষ্ট লুটপাট চালিয়েছে এবং সেগুলিকে ধ্বংস করেছে। নাৎসীরা সেন্ট সোফিয়া ক্যাথেড্রালের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে; তারা ক্রেমলিনের চূড়া ও সৌধমালাকে ধ্বংস করেছে। রাশিয়ার সহস্র বৎসর জন্মতিথি উপলক্ষে নির্মিত বিখ্যাত স্তম্ভটিকে তারা চুরমার করে। শহরের প্রায় প্রত্যেকটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে দাস শ্রমিক হিসাবে বেগার খাটাবার জন্য জার্মানীতে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সোভিয়েত নাগরিকদের বলপূর্বক জার্মানীতে স্থানান্তর প্রসঙ্গে সনডারফ্যুরার সর্চাভসেলমান বলেন যে, এই অপারেশনটি পূর্ব-পরিকল্পিত। পার্টিজানদের দলে বা সেনাবাহিনীতে যাতে তারা যোগ দিতে না পারে তাই তাদের জার্মানীতে চালান করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে সর্চাভসেলমান বলেন: লালফৌজের অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য ও মুক্ত অঞ্চল যাতে মজবুত ভিত না পায় এবং বলশেভিকরা যাতে কোন লোকজন, খাদ্য ও আশ্রয় না পায়—তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য, জার্মান কম্যাণ্ডের নির্দেশে লেনিনগ্রাড অঞ্চল থেকে, দলে দলে মানুষকে বলপূর্বক স্থানান্তরের ব্যবস্থা হয়।'[৭]

নভোগরোদ ও সন্নিহিত অঞ্চল শত্রুর হাতছাড়া হবার ফলে, আর্মি গ্রুপ উত্তর কম্যাণ্ড অবিলম্বে ১৮নং জার্মান আর্মিকে সরে যাবার আদেশ দেন। না হলে তারা মুগা ও টসনো অঞ্চলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বেষ্টনীর মধ্যে ধরা পড়বে।

লেনিনগ্রাড ও ভলকভ ফ্রন্টের সেনাবাহিনী—তাদের উপর ন্যস্ত জরুরি কর্তব্যগুলি, ভালভাবে সম্পন্ন করেছে।

শত্রুবাহিনীর অপসারণের পর, জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড তাদের জন্য পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ করেন: তারা প্রথমে লিউবান-টসনো অঞ্চলের শত্রুবাহিনীর পশ্চিম দিকের পিছু হটার রাস্তা বন্ধ করে তাদের ধ্বংস করবে। তারপর তারা কিংগিসেপ ও নার্ভার দিকে আক্রমণ চালিয়ে লুগা প্রতিরক্ষা ব্যূহের দিকে এগিয়ে যাবে।

৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে লেনিনগ্রাড ও ভলকভ ফ্রন্টের সেনাবাহিনী ১৮ নং জার্মান আর্মির সমগ্র প্রতিরক্ষা ব্যূহকে সরাসরি আক্রমণ করে তছনছ করে দেয় এবং শত্রু অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে ৬০ থেকে ১০০ কিঃ মিঃ অগ্রসর হয়। তারা লুগা নদী প্রতিরক্ষা ব্যূহ পর্যন্ত এগিয়ে এসে শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ-পথ নষ্ট করে দেয়।

আর্মি গ্রুপ উত্তর-এর সৈন্যাধ্যক্ষ জর্জ ফন কুচলার যখন উপলব্ধি করেন যে ১৮নং আর্মির অবশিষ্ট সেনাদলের পরিবেষ্টিত হবার আশঙ্কা, তিনি তাদের পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে যাবার আদেশ দিলেন। এটাই তাঁর শেষ আদেশ। ৩১শে জানুয়ারী ফিল্ড মার্শাল কুচলারকে পদচ্যুত করে তাঁর জায়গায় হিটলার ফিল্ড মার্শাল ওয়াল্টার মডেলকে বসালেন।

সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ ও লেনিনগ্রাড অঞ্চল-মুক্তির কার্যক্রম অব্যাহত রইল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ৪২নং সোভিয়েত আর্মি গডোভ মুক্ত করে। ১২ই ফেব্রুয়ারী, লেনিনগ্রাড ফ্রন্টের—৬৭নং আর্মি ভলকভ ফ্রন্টের ৫৯নং আর্মি ও স্থানীয় পার্টিজানদের সহযোগিতায় লুগা শহরটি মুক্ত করে। ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী যেখানে লেনিনগ্রাড প্রতিরোধের গৌরব গাথার উৎপত্তি, সেই লুগা প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে শত্রুকে উৎখাত করে।

৩১শে জানুয়ারী থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সোভিয়েত বাহিনী নার্ভা নদী-প্রতিরক্ষা ব্যূহ পর্যন্ত এগিয়ে আসে। এখন রণাঙ্গন অনেক ছোট হয়ে এসেছে—তাই ভলকভ ফ্রন্টের আলাদা অস্তিত্ব বিলোপ করা হল। লেনিনগ্রাড ফ্রন্ট নার্ভা ও পস্কোভ রণাঙ্গনে পুরোদস্তুর আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। লেনিনগ্রাড ফ্রন্টের বাম বাহু ৫৪নং ও ৬৭নং আর্মির সঙ্গে একযোগে অপারেশন চালাবার জন্য দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্টের উপর নির্দেশ জারী হল। তাদের একযোগে অস্ট্রোভ শহর পর্যন্ত এগিয়ে এসে ভেলিকায়া নদী পর্যন্ত অগ্রসর হতে হবে।

এই কাজ মার্চ মাসের গোড়ায় লেনিনগ্রাড ও দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্টের সৈনাবাহিনী একযোগে সম্পন্ন করে। তারা নার্ভা-চুডস্কোয়ী হ্রদ পস্কোভ-অস্ট্রোভ-নভরোঝেভ-পুসটোসকার পূর্ব উপকূল বরাবর পুনরধিকৃত অঞ্চলের ভিত্তি সংহত করে।

লেনিনগ্রাড-নভোগরোদ অপারেশনের ফলে শত্রুকে লেনিনগ্রাড থেকে ২২০ থেকে ২৫০ কিঃ মিঃ দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। প্রায় সমগ্র লেনিনগ্রাড অঞ্চল মুক্তি লাভ করে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী লেনিনগ্রাডকে পুরোপুরি অবরোধ মুক্ত করে। এই বিখ্যাত প্রশাসন শিল্প-সংস্কৃতি নৌকেন্দ্রের যে ৯০০ দিনব্যাপী অমর প্রতিরক্ষা সংগ্রাম এক ঐতিহাসিক মহাকাব্যের মর্যাদা অর্জন করেছিল, এবার তার অবসান ঘটল।

* * *

লেনিনগ্রাডের দুয়ারে নাৎসীবাহিনীর বিপর্যয়ের সংবাদে সমস্ত শান্তিকামী জাতি আনন্দ প্রকাশ করে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে তারিফ জানায়। হিটলার বিরোধী শক্তি জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়। আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে তারা মনে করে যে চূড়ান্ত বিজয়ের দিন (V. Day) এবার আগত প্রায়।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'স্টার' মন্তব্য করে যে সমস্ত মুক্ত ও নাৎসী পদানত মানুষ আজ বুঝতে পারছে যে লেনিনগ্রাডের দুয়ারে ভ্যেরমাখ্‌টের পরাজয়—থার্ডরাইখের সামরিক শক্তির ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। বহু আগে থেকেই লেনিনগ্রাড এই যুদ্ধের বীর নগরীগুলির অন্যতম বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। লেনিনগ্রাডের যুদ্ধ জার্মানদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। তারা বুঝতে পারছে যে প্যারিস, ব্রাসেল্‌স্‌, আমস্টারডাম, ওয়ারশ ও অসলোর উপর তাদের প্রভুত্ব নিতান্ত সাময়িক।

উনত্রিশ মাস ধরে লেনিনগ্রাডের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। গোটা দেশ সর্বতোভাবে লেনিনগ্রাডকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। লেনিনগ্রাডের ঐতিহাসিক লড়াইয়ের সমগ্র কালপর্বে, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের দৃষ্টি, উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গন ও লেনিনগ্রাড অঞ্চলের উপর নিবদ্ধ ছিল। লাডোগা সড়ক ধরে সরবরাহ প্রেরণ, মূল্যবান সামগ্রী ও মানুষজন অপসারণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও অন্যান্য ভাবে সহায়তা দানের ফলে শহর ও শহরের বেশির ভাগ মানুষ রক্ষা পায়।

লেনিনগ্রাডের কাছাকাছি নাৎসী বাহিনীর উৎপাদনের ক্ষেত্রে পার্টিজান বাহিনীর ভূমিকাও নগণ্য নয়।

লেনিনগ্রাডের যুদ্ধের বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষণীয় ও শিক্ষণীয়। আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক অপারেশন মিলিয়ে যুদ্ধটি স্বমহিমায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্গত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দ্বারা সংগঠিত চমকপ্রদ যুদ্ধগুলির অন্যতমরূপে চিহ্নিত হবার দাবী রাখে। অত্যন্ত কঠিন ও রক্তাক্ত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে লেনিনগ্রাডের প্রতিরক্ষা বাহিনী শত্রুর অগ্রগতি রুখে দেয়, তারপর তাকে দুর্বল করে এবং তার বাছাই করা বাহিনীর বহু আক্রমণকে প্রতিহত করে। পরিশেষে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এক প্রচণ্ড আক্রমণের মাধ্যমে নাৎসী জার্মানী ও ফিনল্যাণ্ডের সেরা

বাহিনীকে চুরমার করে দেয়। নাৎসী জার্মানীর স্থলবাহিনীর জেনারেল স্টাফের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে এই যুদ্ধে ভেরমাখ্‌টের পঞ্চাশটি পদাতিক, প্যানজার ও মোটরবাহিত ডিভিসন খোয়া গিয়েছে।

মস্কো রণাঙ্গনে যখন অত্যন্ত কঠিন ও চূড়ান্ত লড়াই চলছে, তখন লেনিনগ্রাড ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টের সেনাবাহিনী জার্মান বাহিনীর এক বড়ো অংশকে নিজেদের দিকে টেনে আনে। শত্রু বাহিনী যখন প্রিপিয়াৎ জলাভূমির উত্তরে আক্রমণরত তখন তার শতকরা ৩২ ভাগ সেনাবাহিনীকে আবদ্ধ রেখে তারা মস্কো যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে ও শরৎকালে, ভলকভ, উত্তর-পশ্চিম ও লেনিনগ্রাড ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর লাগাতর আক্রমণ—স্টালিনগ্রাডের দুয়ারে ও উত্তর ককেশাস অঞ্চলের প্রতিরক্ষা সংগ্রামকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। শত্রু এমন বেকায়দায় পড়ে যায় যে সে এক ডিভিসন সৈন্যকেও লেনিনগ্রাড থেকে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণ বলয়ে সরাতে পারেনি।

সোভিয়েত সেনারা শুধু লেনিনগ্রাডের যুদ্ধে সাহস ও শৌর্যের পরিচয়-ই দেয়নি তারা কুশলী যুদ্ধ বিদ্যার স্বাক্ষরও রেখেছে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ডের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে সংগঠিত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা সংগ্রাম অসাধারণ ধৈর্য ও রণচাতুর্যের পরিচায়ক। অত্যন্ত কঠিন লড়াইয়ের সময় সোভিয়েত সেনাবাহিনী সংখ্যাগুরু শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক ও সুসংগঠিত রক্ষা ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করে মাতৃভূমির প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্য সাহসের সঙ্গে লড়াই করে। তারা যেভাবে পাল্টা আঘাত হেনে শত্রুকে নাজেহাল করে তার ছক বানচাল করে দেয় এবং তার শক্ বাহিনীকে কাহিল করে এবং অবশেষে নাৎসী কম্যাণ্ডকে তার আক্রমণের দিক পরিবর্তন করতে বাধ্য করে—তার মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব রয়েছে। এভাবে তারা প্রতিরক্ষা ব্যূহকে শক্তিশালী করা ও গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন শুরু করার সময় পেয়ে যায়।

লেনিনগ্রাডেই কেবল প্রকৃত প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণের সমস্যার সফল সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। যে অঞ্চলটায় সবচেয়ে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে, শহরের সেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবেশপথে সোভিয়েত সেনাবাহিনী চক্রাকারে সমস্ত অবরুদ্ধ শহর ও তার উপকণ্ঠকে বেড় দিয়ে ঘনসন্নিবদ্ধ প্রতিরক্ষা বলয় নির্মাণ করে। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে এই প্রথম নিবিড় পরিখা ব্যবস্থা সংগঠিত হয়। এই পরিখাগুলি সমস্ত প্রতিরক্ষা ঘাঁটি ও সমগ্র প্রতিরক্ষা এলাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। এই পরিখার বেড়াজালের মধ্যে সমগ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থিতি লাভ করে। পরিখার মধ্য দিয়ে শত্রুর নজর এড়িয়ে সেনাবাহিনী চলাফেরা করতে পারত এবং তার ফলে শত্রুর অগোচরে বিভিন্ন আক্রান্ত অথবা বিপন্ন এলাকায়

সেনা সমাবেশ করা সহজ হত। এ ধরনের নিবিড় ও মজবুত পরিখা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অন্যান্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ; যেমন, পিলবক্স, কামান-মঞ্চ, মাইন পাতার ব্যবস্থা, ট্যাংক-প্রতিরোধী খাদ, উঁচু ঢিপি ও কাঁটা তারের বেড়াজাল। সর্বোপরি সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব গোপন রাখার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা ছিল, যা কামান, ট্যাংক ও বিমান থেকে গোলাগুলি বর্ষণ সত্ত্বেও দুর্ভেদ্য।

লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনেই প্রথম শহরের উপর হামলাকারী শত্রুবাহিনীর উপর কামান ও বিমান থেকে গোলা ও বোমাবর্ষণের কার্যক্রম সফল করে সোভিয়েত কম্যাণ্ড।

আক্রমণাত্মক অপারেশনের সংগঠন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে লেনিনগ্রাডের যুদ্ধ নতুন পথের প্রদর্শক।

অরণ্য, জলাভূমি ও হ্রদ অধ্যুষিত অঞ্চলের শত্রুর বহুবলয় বিশিষ্ট স্থায়ী সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনী নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। একটি অবরুদ্ধ শহর বন্দর ও তার উপকণ্ঠে আত্মরক্ষায় রত এক প্রতিরক্ষা বাহিনীর আঘাতে অবরোধকারী শত্রু বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অবরুদ্ধ নগরী থেকে এত বড় সেনাবাহিনী বেরিয়ে এসে অবরোধকারীদের উপর আঘাত হানল—এটা যুদ্ধের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। বিভিন্ন শক্ আর্মি গ্রুপগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের ঘটনাটিও অভিনব।

লেনিনগ্রাডের প্রতিরক্ষা সংগ্রামের গৌরবগাথা সঙ্গতকারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্গত বিশেষ উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলির পর্যায়ভুক্ত এবং যেসব শহর স্বমহিমায় বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল—লেনিনগ্রাড অবশ্যই তাদের অন্যতম।

যুদ্ধের ইতিহাসে এরকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে অবরুদ্ধ শহরের নাগরিকরা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু এরকম আর একটি দৃষ্টান্তও নেই, যেটা লেনিনগ্রাডের বেলায় ঘটেছিল। জলে-স্থলে অবরুদ্ধ এবং তার উপরে বিমান থেকে অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণ ও কামান থেকে গোলাবর্ষণের আওতায় এক জনাকীর্ণ শহর সমস্ত কিছু সত্ত্বেও টিকে রইল এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। লেনিনগ্রাডের মানুষের বিজয়ের মূল কারণ হচ্ছে যে তারা দুঃসহ অভিজ্ঞতার মধ্যে বাস করেও দেশের বৃহত্তর জন সমাজ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। লেনিনগ্রাডের প্রতিরক্ষা বাহিনী অন্যান্য ফ্রন্টের সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ লড়াই থেকে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করে এবং ঐ সব লড়াই লেনিনগ্রাডের অবরোধ মুক্তির দিনকে ত্বরান্বিত করে। মস্কোর যুদ্ধ অবরুদ্ধ শহরের উপর থেকে চাপ কিছুটা প্রশমিত করে ; স্টালিনগ্রাডের বিজয়ের ফলে, ১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে শহরের চারপার্শ্বের নাৎসী বেষ্টনী ভেদ করা সম্ভব হয়, কুর্স্কের যুদ্ধ ও সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর পরবর্তী আক্রমণাত্মক অভিযানগুলি ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজয়লাভের পূর্ব শর্ত সৃষ্টি করে।

লেনিনগ্রাড-প্রতিরক্ষা ও মুক্তির ইতিহাসে লেনিনগ্রাডবাসী ও পার্টিজানরা অবিস্মরণীয় স্থান জুড়ে রয়েছে। তিনটি রুশ বিপ্লবের শরিক পক্ককেশ বৃদ্ধ, শ্রমিক, যুবক, নারী ও শিশুরা মিলিয়ে সমস্ত লেনিনগ্রাডবাসী শত্রুর পুরোভাগে ও পশ্চাৎ ভাগে সমস্ত দুঃখ কষ্ট তুচ্ছ করে, অবিশ্রান্ত বোমা ও গোলবর্ষণ অগ্রাহ্য করে—অকুতোভয়ে যুদ্ধ করেছে।

লেনিনগ্রাডবাসীর গণ-বীরত্ব শুধু ইউরোপের প্রতিরোধ আন্দোলনের যোদ্ধাদের নয়—নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৪, আমেরিকার 'দা নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকায় যথার্থ মন্তব্য করা হয়েছে যে লেনিনগ্রাডবাসীরা সুদীর্ঘ কাল ধরে যে অপারেজয় সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে—তার তুলনা মেলা ভার। এই সংবাদপত্রের মতে তাদের এই সাহসিক কাজ নিশ্চয়ই এক শৌর্যের নিদর্শন হিসাবে ইতিহাসে স্থান পাবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার লেনিনগ্রাডের সাহসিক কীর্তিকে অভিনন্দিত করে ও এই শহরকে বীর নগরীর আখ্যায় ভূষিত করে এবং লেনিনগ্রাড প্রতিরক্ষীদের মধ্যে অনেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর বলে সম্মানিত করা হয়। এই সশস্ত্র শৌর্য ও অভূতপূর্ব স্থৈর্যের আলেখ্য যারা জীবিত ও যারা অনাগত সকলের মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

১। হিটলারস ভাইজুঙ্গেন ফ্যুইর ডী ক্রীক ফ্যুইরুং ১৯৩৯-১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৮৭।
২। এরিখ ফন ম্যানস্টিন, ভারলোরেন সেইজ, এথেনিয়াম ভারলেগ, বন ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ১৭৩
৩। এরিখ ফন ম্যানস্টিন, উপর্যুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৯৬-৯৭
৪। এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি—উপর্যুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৩৬।
৫। যে বাড়ীটায় লেনিনগ্রাড আঞ্চলিক কমিটির দপ্তর অবস্থিত—তার নাম—(সম্পাদক)
৬। বি. ডি. বাইচেভস্কী—ব্যাটেল্ ফ্রন্ট সিটি, ভয়েনিজডাট, মস্কো, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯ (রুশ ভাষায় লেখা)
৭। ব্যাটেল অব লেনিনগ্রাড, ১৯৪১—১৯৪৪, ভয়েনিজডাট, মস্কো,

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধ ও নাৎসী রণনীতির অধোগতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আওতায় নাটকীয় সংঘর্ষের সংখ্যা বড় কম নয় এবং শত্রুর বিরুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল জয়ের পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর নয়। কিন্তু স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধের মতো আর কোনটা এতখানি সামরিক, রাজনৈতিক ও রণনৈতিক অভিঘাত সৃষ্টি করেনি। সারা বিশ্ব রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ভোলগার তীরে এই যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করেছে। ওয়াশিংটন, লণ্ডন, প্যারিস এবং বেলগ্রেডে অথবা বার্লিন এবং রোমে—সর্বত্রই মানুষের মনে একটাই ধারণার উদ্ভব, গোটা যুদ্ধের পরিণাম ঐ ভোলগার তীরেই নির্ধারিত হচ্ছে।

সোভিয়েতের জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর অবিচলিত নিষ্ঠা, সাহস ও শৌর্য যার স্বাক্ষর তারা সমাজতন্ত্রীদেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও নাৎসী দাসত্বের কবল থেকে বিপন্ন মানবসমাজকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে রেখেছে, তার সব কিছুরই প্রতীক হ'ল স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অক্ষশক্তি বিরোধী জোটের সমগ্র যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ভোলগার তীরের যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শুধু নাৎসী বাহিনীর বাছাই করা সৈন্যদলের আক্রমণকেই প্রতিরোধ করে নি, তারা ভোলগা অঞ্চলে ভেরমাখটের শিরদাঁড়া ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ থেকে যার জন্ম, জাতি বৈষম্য যার প্রধান তত্ত্ব, বলপ্রয়োগ হচ্ছে যার ধর্মবিশ্বাস এবং 'সাম্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযান' যার পবিত্র কর্ম—সেই দানবীয় নাৎসীবাদের বিলুপ্তির সূচনা ঘটে স্টালিনগ্রাড যুদ্ধে—যা এক মহাকাব্য বিশেষ। থার্ড রাইখের যাবতীয় উন্মাদ পরিকল্পনা ও রক্তপিপাসু কার্যকলাপে কিন্তু অনবধানবশতঃ মদত যুগিয়েছিল সেদিন প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। কারণ বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের উন্মাদ চিন্তায় এরা সবাই বিভোর, অতএব আদর্শগত ও পদ্ধতিগত যথেষ্ট মিল ছিল এদের চিন্তায় ও আচরণে।

সেদিন আলো-আঁধারি ও আশা-নিরাশায় ভরা দিনগুলির কথা স্মরণ করলেই প্রথমে মনে আসে সেই লক্ষ কোটি সোভিয়েত মানুষের কথা; যারা 'এক পাও পিছু হটা যাবে না।'—এই আদেশ অস্ত্র হাতে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে ও মাতৃভূমির প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই করেছে। তারা কনকনে ঠাণ্ডা ও

তুষার ঝঞ্ঝার মধ্যে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পশ্চিম দিকে অভিযান চালিয়ে শত্রুকে উৎসাদিত করে। তাদের কথাও মনে পড়ে যারা অবিরাম অস্ত্র বানিয়েছে এবং ফসল ফলিয়ে—'সব কিছু ফ্রণ্টের জন্য, সবকিছু জয়লাভের জন্য'—এই শ্লোগানকে কার্যকর করেছে। যারা রণাঙ্গনে যুদ্ধরত আর যারা তাদের রসদ যুগিয়েছে—উভয়ের মহান ঐক্য ও সংহতির উপরে গড়ে উঠেছে সোভিয়েত জনগণের শত্রুর বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ-প্রতীক্ষিত বিজয়ের ভিত্তি-প্রস্তর।

১৯৪২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ও ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকায়, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও ইতালীতে যে সাফল্য অর্জন করে—তার পটভূমি কিন্তু সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে সে সময় যে ব্যাপক ও তীব্র সামরিক অপারেশন চলে, তার মধ্যে সৃষ্ট হয়। কারণ, ভেয়ারমাখটের মূলবাহিনী ঐ ফ্রণ্টেই তখন আবদ্ধ থাকে এবং তার রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীও বড় একটা অবশিষ্ট থাকে না।

অভূতপূর্ব ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা সহ স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধ ১৭ই জুলাই, ১৯৪২ থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ছ'মাস ধরে অবিরাম চলতে থাকে। তাতে উভয় পক্ষের লক্ষ-কোটি সৈন্য অংশ নেয়।

এই যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক—উভয় অপারেশনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও পদ্ধতিগতভাবে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছে। এই যুদ্ধের আওতায় সংসাধিত প্রধান ঘটনাগুলিকে কালপর্বের নিরিখে দুটি প্রধান অধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। আত্মরক্ষামূলক : ১৭ই জুলাই, ১৯৪২ থেকে ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪২ এবং আক্রমণাত্মক : ১৯শে নভেম্বর, ১৯৪২ থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩।

প্রথম কাল পর্বে, ১৭ই জুলাই থেকে ১১ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্টালিনগ্রাডের দূরে ও নিকটে স্টালিনগ্রাড ও দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীর দ্বারা এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ই নভেম্বর শহরের পরিধির মধ্যে স্টালিনগ্রাড (পরবর্তীকালে ডন), দক্ষিণ-পূর্ব (পরবর্তীকালে স্টালিনগ্রাড) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীর দ্বারা সম্পাদিত দুটি রণনৈতিক আত্মরক্ষামূলক অপারেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন একটা অবস্থায় সোভিয়েত সেনারা এই অপারেশনগুলি করে যখন সব কিছুতেই শত্রুর সংখ্যাগত প্রাধান্য বর্তমান। শত্রুর লোকবল, বিমান ও সাজসরঞ্জাম সোভিয়েত সেনাদের তুলনায় ঢের বেশি—ফলে রণনৈতিক উদ্যোগ তখন শত্রুর হাতেই রয়েছে। এসব সত্ত্বেও অত্যন্ত শক্ত হাতে সোভিয়েত সেনাবাহিনী নাৎসীবাহিনীর সাঁজোয়াবাহিনীর হামলাকে মোকাবিলা করেছে। শুধু যে তারা স্টালিনগ্রাডের বিরুদ্ধে শত্রুর অভিযানকে মন্থর করে দিয়েছে তাই নয়; তারা শত্রুর অপূরণীয় লোকক্ষয়ও ঘটিয়েছে। অধিকন্তু তারা শত্রুকে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা নিতে বাধ্য করে ও শত্রুর কাছ থেকে রণনৈতিক উদ্যোগ

ছিনিয়ে নেয় এবং এভাবে শত্রুর বৃহৎ সেনা সমাবেশের ধ্বংস সাধনের পথ তৈরী করে।

স্টালিনগ্রাড যুদ্ধের দ্বিতীয় কালপর্ব সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরামহীন অবিচলিত পাল্টা আক্রমণের দ্বারা চিহ্নিত। সামরিক ও রাজনৈতিক ফলাফলের নিরিখে বৃহত্তম এই স্টালিনগ্রাড রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অপারেশনটি, জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। কালানুক্রমিকভাবে সাজালে দাঁড়ায়: ১৯শে নভেম্বর, ১৯৪২ থেকে ৩০শে নভেম্বর ১৯৪২ —এই সময়ের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম, ডন ও স্টালিনগ্রাড ফ্রণ্টের আক্রমণাত্মক অপারেশনের ফলে স্টালিনগ্রাডের অদূরে শত্রু আর্মি গ্রুপ পরিবেষ্টিত হয়।

১২ই ডিসেম্বর ১৯৪২ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৪২—এই সময়ের মধ্যে সংসাধিত কোটেলনিকভো অপারেশনের (স্টালিনগ্রাড ফ্রণ্ট) মাধ্যমে সোভিয়েত বেষ্টনীর বাইরে কোটেলনিকভো অঞ্চলে নাৎসী বাহিনীর শক্ গ্রুপ বিধ্বস্ত হয়। এই অপারেশনের প্রথম পর্যায়ে স্টালিনগ্রাড ফ্রণ্টের সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সংখ্যাগুরু শত্রু সেনাবাহিনী—যারা স্টালিনগ্রাডের নিকটে অবরুদ্ধ নাৎসীবাহিনীকে উদ্ধার করতে এসেছিল তাদের পরাজিত করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের সঙ্গে একযোগে আক্রমণ চালিয়ে শত্রু আর্মি গ্রুপ ডনকে বিধ্বস্ত করে।

১৯৪২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে ডন আক্রমণাত্মক অপারেশনে দক্ষিণ-পশ্চিম ও ভরোনেঝ ফ্রণ্টের অংশগ্রহণের ফলে, মধ্য ডন এলাকায় ইতালীর ৮নং আর্মি ও টরমসিন এলাকায় আর্মি গ্রুপ ডনের বাকী জার্মান সেনারা সোভিয়েত আবেষ্টনীর বহির্বলয়ে পরাজিত হয়।

কলৎসো আবেষ্টনকারী অপারেশনের মাধ্যমে ১৯৪৩ সালের ১০ই জানুয়ারী থেকে ২রা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ডন ফ্রণ্ট—স্টালিনগ্রাড অঞ্চলে অবরুদ্ধ শত্রুসেনা গ্রুপকে নির্মূল করে দেয়।[১]

১। ১৯৪২-এর কঠিন গ্রীষ্মকাল

১৯৪১—৪২-এর শরৎ ও শীতে নাৎসী জার্মানীর মস্কো রণাঙ্গনে পরাজয় বরণ করা সত্ত্বেও—সে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নতুন গ্রীষ্মকালীন আক্রমণ শুরু করার জন্য পুরোদস্তুর প্রস্তুতি নিতে থাকে। দুটি কারণে জার্মানী সাহস পেল; প্রথমতঃ পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট সৃষ্টি হয়নি এবং দ্বিতীয়তঃ তখনো পর্যন্ত সোভিয়েত অর্থনীতিকে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো সম্ভব হয়নি।

সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড এ বিষয়ে নিশ্চিত যে ১৯৪১ সালের মতো ভ্যোরমাখ্‌ট একই সঙ্গে অনেকগুলি রণাঙ্গনে আক্রমণ শুরু করার ক্ষমতা রাখে না।

এবার তারা কোন একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে পর পর আক্রমণাত্মক অপারেশন চালিয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেটা কোথায়? এই প্রশ্নের জবাবের উপর সেই আক্রমণ ঠেকানোর প্রস্তুতিও অনেকটা নির্ভরশীল।

যাই হোক, সোভিয়েত কম্যাণ্ডের বিবেচনায়, দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন ও পশ্চিম রণাঙ্গনের পরিস্থিতি বিপজ্জনক মোড় নিতে পারে। অতএব এই দুটি জায়গায় রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীর সমাবেশ ঘটান হয়।

আজ অন্ততঃ সেদিনকার নাৎসী পরিকল্পনার নিখুঁত ও মূল চেহারাটি সকলেরই অল্প বিস্তর জানা। পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালীন অভিযানের জন্য রচিত ৪১নং নির্দেশ নামায় হিটলার ১৯৪২ সালের ৫রা এপ্রিল স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীকালে ৪৪নং ও ৪৫নং নির্দেশিকায় এটা পরে পল্লবিত ও বিকশিত হয়।

নাৎসী রণপ্রভুদের রণনৈতিক লক্ষ্য হচ্ছেঃ মধ্য রণাঙ্গনে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, উত্তরে লেনিনগ্রাড আক্রমণ করে স্থলপথে ফিনদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং দক্ষিণ রণাঙ্গনে সোভিয়েত ব্যূহ ভেদ করে ককেশাসের দিকে অগ্রসর হওয়া। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের দক্ষিণ বাহুরূপে মোতায়েন সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ককেশীয় রণাঙ্গনে প্রধান আঘাত হানা এবং ডন, কুবান ও নিম্ন ভোলগা অঞ্চলের উর্বরা কৃষিজ অঞ্চল এবং ককেশাসের তৈলক্ষেত্র অধিকার করাও অন্যতম রণনৈতিক লক্ষ্য।

ভোলগা নদীতে পৌঁছনোর জন্য স্টালিনগ্রাডের উপর দ্বিতীয় পর্যায়ের আর একটি আক্রমণ হানার প্রয়োজন পড়ল। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য দেশের মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ জলপথটি করায়ত্ত করা ও স্টালিনগ্রাডের সমরোপকরণ-শিল্পকে অকেজো করে দেওয়া।

দক্ষিণের দিকে মূলবাহিনীকে আক্রমণে ঠেলে দেবার আগে, নাৎসী কম্যাণ্ড অন্যান্য অঞ্চলে কিছু ছোটখাট আক্রমণাত্মক মহড়া দিতে থাকে—যাতে সৈন্যরা দক্ষিণ রণাঙ্গনের জন্য আক্রমণোপযোগী হতে পারে।

অবস্থা যে দিকে গড়াচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত কম্যাণ্ড ঠিক করলেন যে প্রথমেই খারখোভ অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করা দরকার যাতে শত্রু আক্রমণের জন্যে সৈন্য সমাবেশ করতে না পারে। এ প্রসঙ্গে এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে বলছেন, 'আজ যখন ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালের কার্যক্রমের কথা খুঁটিয়ে ভাবি তখন দেখি যে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল একই সঙ্গে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং তার মধ্যে ঝুঁকিও ছিল অনেক।'[২]

১২ই মে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করে নাৎসী রক্ষাব্যূহ ভেদ করে এবং তিন-চার দিনের মধ্যে শত্রু অধিকৃত অঞ্চলের কুড়ি থেকে তিরিশ কিঃ মিঃ গভীরে এগিয়ে যায়। জার্মান কম্যাণ্ড কিন্তু অবস্থার সামাল

দেয় এবং ৯ লক্ষ সৈন্য, ১২শ ট্যাংক ও আক্রমণ চালাবার কামান, ১৭ হাজারেরও বেশি ফিল্ডগান ও মর্টার এবং ১৬৪০টি যুদ্ধ বিমান সহ ৯৭টি পুরোপুরি সজ্জিত ডিভিসন নিয়ে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের দক্ষিণ বলয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংখ্যালঘু শক্তিশালী শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ের পর সোভিয়েত সেনাবাহিনী অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে ডন নদীর উত্তরাঞ্চলে সরে যেতে বাধ্য হয়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে, ১৯৪২ সালের ককেশাসের বিরুদ্ধে 'মূল আক্রমণ' শুরু করার প্রস্তুতি হিসাবে কয়েকটি সুবিধাজনক অবস্থান ক্ষেত্র দখল করার জন্য নাৎসী কম্যাণ্ড-হীনবল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি আক্রমণ হানতে থাকে। শত্রু একই সঙ্গে আক্রমণ হানার জন্য ক্রিমিয়াকে বেছে নেয় এবং তার ফলে ১৯৪১ সালের শরতকাল থেকে অসম্ভব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যে সোভিয়েত প্রতিরক্ষী দল লড়াই চালাচ্ছিল তারা কার্চ উপদ্বীপ ও সিবাস্তোপোল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

সিবাস্তোপোলের পতনের ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনী রোস্টভকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়ে আরো দক্ষিণে সরে যায়। জুনের শেষাশেষি অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে এবং শত্রু আবার রণনৈতিক উদ্যোগ ফিরে পায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যয়ের ফলে সোভিয়েত সরকার দেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে আবার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপসারণ করতে বাধ্য হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও জনগণের জীবনে আবার পরাজয় ও দুঃসহ অভিজ্ঞতার দিন ঘনিয়ে এল।

উদ্যোগ হারাবার পর, সোভিয়েত সেনাবাহিনী, সোভিয়েত জার্মান-ফ্রণ্টের দক্ষিণ বলয়ে শত্রুর অগ্রগতি প্রতিরোধ করার জন্য রণনৈতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের উদ্দেশ্য হল এভাবে পরবর্তী আক্রমণাত্মক অভিযানের বাস্তব অবস্থা তৈরী করা। ফ্রণ্টের অখণ্ডত্ব ও প্রতিরক্ষা ব্যূহকে অটুট রাখার জন্য সোভিয়েতের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইতিমধ্যে ব্যাপক আকারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা ব্যূহের নক্সায় তৈরী গভীর ও ঘন সন্নিবিষ্ট রণনৈতিক রক্ষণাত্মক ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাস্তব অবস্থার গভীর বিশ্লেষণের পর জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে বর্তমান পর্যায়ে স্টালিনগ্রাডই হবে প্রধান রণক্ষেত্র। প্রথমতঃ জার্মানরা যদি স্টালিনগ্রাড দখল করতে পারে, তাহলে সোভিয়েত ফ্রণ্ট দু টুকরো হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েত যদি স্টালিনগ্রাড রণক্ষেত্রের রণনৈতিক ফ্রণ্টের অখণ্ডত্ব বজায় রেখে তার শক্তি বৃদ্ধি ঘটাতে পারে তাহলে সেখান থেকে ককেশাস মুখী শত্রুবাহিনীর পার্শ্বভাগে ও পশ্চাদভাগে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বেশ গভীর ও প্রচণ্ড আক্রমণ হানতে পারবে। তৃতীয়তঃ ভোলগা ছাড়িয়ে ট্রান্স ককেশিয়ায় নাৎসী বাহিনীর সোভিয়েত ব্যূহ ভেদ প্রচেষ্টা

যদি ব্যর্থ হয় তাহলে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তুরস্ক ও জাপানকে যুদ্ধে নামাবার হিটলারী মতলব বানচাল হয়ে যাবে।

বহুসার বিশিষ্ট গভীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে নির্মিত হয় এবং এই ব্যূহের পশ্চাদভাগ ভোলগা বরাবর বিস্তৃত। ১৯৪২ সালের বসন্তকালে এর প্রস্তুতি শুরু হয় এবং ছ'শ কিলোমিটার জুড়ে এই প্রতিরক্ষা ব্যূহটির অস্তিত্ব।

নাৎসী সেনাবাহিনীর ১৯৪২ সালের 'চূড়ান্ত আক্রমণ' ২৮শে জুন দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে শুরু হয়। তার তিন দিন আগে হিটলার জার্মান হাইকম্যাণ্ডের সদর দপ্তরে (OKW) উপস্থিত জেনারেলদের আশ্বাস দেন যে—রুশদের প্রতিরোধ হবে নিতান্ত পলকা ধরনের। কিন্তু শুরু থেকেই 'চূড়ান্ত আক্রমণ'-এর অগ্রগতি নাৎসী কম্যাণ্ডের ছক মাফিক ঘটেনি।

কুর্স্ক থেকে আক্রমণরত ভিচস্ পরিচালিত আর্মি গ্রুপ ভরোনেঝ অঞ্চলে আটকা পড়ে এবং তার ফলে তার একটা বড় অংশ স্টালিনগ্রাড ও ককেশাসের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। ভয়ংকর লড়াই চলে। প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও শত্রুবাহিনী গোঁয়ারের মতো পূর্বদিকে এগিয়ে চলে।

দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রন্টের সেনাবাহিনী এতদিন শত্রুর উপর্যুপরি আক্রমণ ও তার সাঁজোয়া বাহিনীর সরাসরি হামলাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল—জেনারেল হেড কোয়ার্টারের নির্দেশে তারা যুদ্ধ করতে করতে হটে যায়। দশ দিনের মধ্যে তারা (রাত্রিবেলায়) ডন পার হয়ে যথাক্রমে পূবে ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে সরে যায়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সাহসিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও শত্রুর প্যানজার ও যান্ত্রিক বাহিনী সোভিয়েত ব্যূহ ভেদ করে ১৫০ থেকে ১৭০ কিঃ মিঃ অগ্রসর হয় এবং ডন নদীর নিম্নাঞ্চল দিয়ে নদী অতিক্রম করে। শত্রু এবার ভোলগার দিকে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত এবং তারই সঙ্গে স্টালিনগ্রাড ও উত্তর ককেশাসের সত্যিকার বিপদ ঘনিয়ে এল।

দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রন্টের পশ্চাদভাগের বিপদ দূরীভূত করার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড নবগঠিত স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের ৬২নং, ৬৩নং ও ৬৪নং রিজার্ভ আর্মিগুলিকে এনে স্টালিনগ্রাডের নব্বুই থেকে একশ মাইল পশ্চিমে ডন নদী বরাবর পাঁচশ কিলোমিটার প্রশস্ত রণাঙ্গনে মোতায়েন করলেন। স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের আওতায় ২১নং আর্মি ও পরে নিজেদের ঘাঁটিতে চলে আসা এবং নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত ৫১নং ও ৫৭নং আর্মিকেও আনা হয়। এই নবগঠিত আর্মি গ্রুপটির কিন্তু যুদ্ধ-ক্ষমতা নিতান্তই কম। মোট আটত্রিশটি সোভিয়েত ডিভিসনের মধ্যে কেবল আঠারটির শতকরা ৮৫ ভাগ সামর্থ্য রয়েছে ; ছটি ডিভিসনের মধ্যে প্রতিটির সৈন্য সংখ্যা ২৫০০ থেকে ৪ হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; বাকী চোদ্দটির মধ্যে প্রতিটির যুদ্ধক্ষম সৈন্যের সংখ্যা ৩০০ থেকে

১০০০। এই ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত ৮ নং বিমান বহরের শতকরা ৬০ ভাগের বেশী বিমানের কোন কার্যকারিতা নেই।

সোভিয়েত জেনারেল হেড কোয়ার্টার, স্টালিনগ্রাড রণক্ষেত্রের সৈন্যবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে পিছু হটে আসা ২৮ নং ও ৩৮ নং আর্মির শক্তির ভিত্তিতে ৪ নং ও ১ নং সম্মিলিত ট্যাংক আর্মি গঠন করে।

সুতরাং গঠন-সমাবেশে-পুনর্বিন্যাস অর্থাৎ এককথায় ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্টালিনগ্রাড ফ্রন্ট রণ-কুশলতার ঘাটতি নিয়ে প্রতিরক্ষার সংগ্রাম শুরু করে। ডন ও ভোলগার মাঝামাঝি, বাহির-মধ্যবর্তী-অন্তর্বর্তী-শহর এই চারটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ সম্বলিত গোটা রক্ষা ব্যবস্থাকে দ্রুত গড়ে তুলে সোভিয়েত কম্যান্ড স্টালিনগ্রাডের কাছের ও দূরের প্রবেশপথ পাহারার ব্যবস্থা করেন। দু লক্ষ পঁচিশ হাজার শ্রমিক, যৌথ খামারের কৃষক, চাকুরে, ছাত্র ও স্কুলের বাচ্চারা ট্যাংক প্রতিরোধকারী পরিখা খনন, অ্যাসপারাগাসের ঝোপ বসান এবং কামান পাতার মঞ্চ নির্মাণ প্রভৃতি কাজে হাত লাগায়। যুদ্ধ শুরুর আগে পর্যন্ত পুরোপুরি সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ সম্ভব হয়নি। তবুও অল্প সময়ের মধ্যে যেটুকু করা হয়েছে তাও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করার পক্ষে কম নয়।

সি. পি. এস ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কাউন্সিল অব পীপলস্ কমিশনারের ডেপুটি চেয়ারম্যান ভি. এ. মালিশেভ, সহকারী প্রধান সেনাপতি জি. কে. ঝুকভ ও জেনারেল স্টাফ প্রধান এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি প্রমুখ প্রধান পার্টিনেতা ও সরকারী এবং সামরিক মুখপাত্রগণ স্টালিনগ্রাডের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিশেষভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে লাগলেন। স্টালিনগ্রাডের কাছাকাছি যুদ্ধ চলে এসেছে ; অতএব শত্রুকে কিভাবে ঠেকান যায় সেই জরুরি সমস্যার সমাধানে তাঁরা মনোনিবেশ করেন। তাঁরা ট্যাংকের উৎপাদন বাড়ান ও শহরের প্রবেশপথগুলিকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করলেন এবং ফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধি করার সম্ভাব্য লোকবল ও সমরোপকরণ জড়ো করেন। ১৩ হাজার ৬'শ লোক গণ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীতে যোগ দেয় ও তিরিশটি ট্যাংক-আক্রমণ প্রতিরোধকারী ব্যাটালিয়ান গঠিত হয়।

কিন্তু শত্রু ক্ষয়ক্ষতির তোয়াক্কা না করে সরাসরি স্টালিনগ্রাডের দিকে ধেয়ে আসে। ১৭ই জুলাই চির নদীর রেখা বরাবর অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে মোতায়েন ৬২নং সোভিয়েত পৃষ্ঠপোষক বাহিনীর আগুয়ান ইউনিটগুলির উপর শত্রুর প্রথম হামলা শুরু হয়। অতএব এভাবে ডন নদীর পঞ্চাশ থেকে ষাট কিঃ মিঃ পশ্চিমে স্টালিনগ্রাডে যুদ্ধ শুরু হয়। পৃষ্ঠপোষকবাহিনী প্রচণ্ডভাবে শত্রুকে বাধা দেয় এবং ফলে, শত্রুকে অসময়ে তার মূল বাহিনীকে যুদ্ধে নামাতে হয়। এই অবসরে কিন্তু সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাল করে গড়ে তোলার সময় পেয়ে গেল।

এত ট্যাঙ্ক ও বিমানের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও শত্রু কিন্তু ২৩শে জুলাইয়ের আগে সোভিয়েত রক্ষাব্যূহের মূল রেখা পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেনি। আট ডিভিসন সৈন্য নিয়ে গঠিত জার্মান বাহিনীর উত্তরাঞ্চলীয় ও তিন ডিভিসন নিয়ে গঠিত দক্ষিণাঞ্চলীয় গ্রুপকে যথাক্রমে পেরেলাঝভস্কি ও ওবলিভ্স্কায়া অঞ্চলে জড়ো করা হয়। এই সেনা সমাবেশের ধরন থেকে মনে হয় শত্রু দুদিক থেকে কালাচ্ আক্রমণ করে ৬২ নং ও ৬৪ নং সোভিয়েত আর্মিকে ঘিরে ফেলে, তারপর এক ধাক্কায় স্টালিনগ্রাড জয় করতে চেয়েছিল।

রণাঙ্গনের মধ্যস্থল ও বামপার্শ্বে অবস্থানকারী ৬২নং সোভিয়েত আর্মির দক্ষিণ পার্শ্বভাগে শত্রুর উত্তরাঞ্চলীয় গ্রুপের আঘাত নেমে আসে এবং ২৪শে জুলাই নাগাদ শত্রু প্রধান প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ভেরখ্নে-বুঝিনোভকা পর্যন্ত এগিয়ে আসে। সেদিনই সোভিয়েত সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালায় বটে কিন্তু ৬২ নং আর্মির প্রতিরক্ষা ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্বভাগে যে ফাটল সৃষ্টি হয় তা আর জোড়া লাগে না। বরঞ্চ দুটি রাইফেল ডিভিসন ও একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেডকে শত্রু ঘিরে ফেলে।

এহেন পরিস্থিতিতে স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের কম্যান্ড ২৫শে জুলাই পাল্টা আক্রমণ হানার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্থির হয় যে ৪নং ও ১নং ট্যাঙ্ক আর্মিদ্বয় ভেরখ্নে-বুঝিনোভকার দিকে এবং ১৩নং ট্যাঙ্ক কোর্ ম্যানোলিনের দিকে আক্রমণ শানাবে। তারা ২১নং ও ৬২নং আর্মিদ্বয়ের সহযোগিতায়, শত্রুর যে সেনাগ্রুপ ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে এসেছে তাদের ঘিরে ফেলে উৎসাদিত করবে।

নির্ধারিত দিনে ১নং ট্যাঙ্ক আর্মি যুদ্ধ শুরু করল বটে—কিন্তু ৪নং ট্যাঙ্ক আর্মির ডন নদী অতিক্রম করতে দেরী হয়ে গেল। ফলে, আটচল্লিশ ঘণ্টা পর ৪নং আর্মি যখন যুদ্ধে যোগ দিল—তখন কিন্তু শত্রুবাহিনী ডন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

১৭ই অগাস্ট পর্যন্ত ভেরখ্নে-বুঝিনোভকা অঞ্চলে ভয়ংকর যুদ্ধ চলতে থাকে কিন্তু জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকে। শত্রুর লোকবল, সাজসরঞ্জাম সব কিছুই বেশি। তবুও তার অগ্রগতি থেমে গেল এবং ভার্টিয়াচি ও কালাচের কাছাকাছি ডন নদী পারাপারের জায়গা দখল ও তার ৬২ নং সোভিয়েত আর্মিকে ঘিরে ফেলার ছক উল্টে গেল। ৬২ নং আর্মি, হেড কোয়ার্টারের চীফ্ অব্ অপারেশনের নেতৃত্বে চারদিন পর্যন্ত সংখ্যাগুরু শত্রুর উপর্যুপরি আক্রমণকে ঠেকিয়ে রেখে সংগঠিতভাবে বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসে। ১৩নং ট্যাঙ্ক কোর গিয়ে ৬২নং আর্মির যুদ্ধরত ডিভিসনগুলির সঙ্গে মিলিত হয়।

নাৎসী দক্ষিণাঞ্চলীয় আর্মি গ্রুপ ২৬শে জুলাই আক্রমণ শুরু করে। তারা ৬৪নং সোভিয়েত বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বভাগকে ঘায়েল করে নিঝনিচিরের কাছাকাছি ডন নদীর পারাপার ক্ষেত্রটি অধিকার করে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে শত্রুবাহিনীর গতিরোধ করে।

এক ধাক্কায় স্টালিনগ্রাড দখলের চেষ্টায় ব্যর্থকাম শত্রুবাহিনীর কম্যাণ্ড এবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে টিখোরেটস্কায়া-স্টালিনগ্রাড রেল সড়ক বরাবর আক্রমণ হানার মনস্থ করে। এই অঞ্চলে এক বিশাল সেনা-সমাবেশ গড়ে তুলে, নাৎসীরা ফ্রন্টের বিশাল এলাকা জুড়ে প্রতিরক্ষারত ৫১ নং সোভিয়েত আর্মির ব্যূহভেদ করে। নাৎসীবাহিনী ৩রা অগাস্ট নাগাদ ঝুটেভো অঞ্চলের আকশাই নদী পর্যন্ত এগিয়ে আসে। ব্যূহের ফাটল ভরাট করার জন্য তিনটি রাইফেল ডিভিসন, একটি ম্যারিন ও একটি ট্যাংক ব্রিগেড নিয়ে গঠিত নতুন আর্মি গ্রুপটি জেনারেল ভি. আই. চুইকভের নেতৃত্বে শত্রুর উপর পাল্টা আক্রমণ হানে। কিন্তু এই অপারেশন সাফল্যলাভ করেনি। তার ফলে সেনাগ্রুপটি আকশাই নদী অতিক্রম করে ৬৪নং আর্মির প্রতিরক্ষা ব্যূহের অবস্থান ক্ষেত্রে চলে যায়।

৬ই অগাস্ট নাগাদ শত্রু রেল সড়কের ৭৪ কিঃ মিঃ কাছাকাছি শহরের বাইরেকার প্রতিরক্ষা ব্যূহ বরাবর এগিয়ে আসে। সাঁজোয়াবাহিনীর জোরালো হামলা চালিয়ে স্টালিনগ্রাড দখলের সংকল্প নিয়ে নাৎসী সাঁজোয়া বাহিনী মারমুখী হয়ে এগিয়ে এসে ৬৪ নং সোভিয়েত আর্মির রক্ষাব্যূহ ভেদ করে। সমগ্র ফ্রন্ট লাইন জুড়ে হিংস্র লড়াই চলতে থাকে।

আবগানেরোভো অঞ্চলে ইতিমধ্যে ১৩নং ট্যাংক কোরের হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরিত অঞ্চলে এবং সেখানে তিনটি ট্যাংক ব্রিগেড ও বাকী পদাতিক ইউনিট-গুলি এক যোগে পরিখা খনন করে নতুন রক্ষাব্যূহ নির্মাণ করে। তারা প্রবলভাবে বাধা দিয়ে নাৎসীবাহিনীর গতিরোধ করে।

৯ই অগাস্ট দুটি রাইফেল ডিভিসন ও ১৩নং ট্যাংক কোরের শক্তি জড়ো করে ৬৪নং আর্মির কম্যাণ্ড শত্রুর তৈরি ফাটল ভরাট করার জন্য এক পাল্টা আক্রমণ সংগঠিত করে। ১১০টি ফিল্ডগান নিয়ে গঠিত এক বিশেষ গোলন্দাজ বাহিনী ৮নং বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি এই পাল্টা আক্রমণে সহায়তা করে।

এই সুসংগঠিত পাল্টা আক্রমণটি ফলপ্রসূ হয়। শত্রুর ১৪০টি ট্যাংক খোয়া যায় এবং শত্রু পিছু হটে রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়।

স্টালিনগ্রাডের দূর-প্রবেশপথের কাছাকাছি লড়াইয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী দার্ঢ্যের পরিচয় দেয়; তারা বিমানবাহিনীর সহায়তা পেয়ে শত্রুর ভোলগার দিকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে এসে এক ধাক্কায় স্টালিনগ্রাড জয়ের প্রচেষ্টা বানচাল করে। এই একমাসব্যাপী কঠিন লড়াইয়ের ফলে শত্রুর যথেষ্ট লোকক্ষয় ঘটে ও সমরোপকরণ বিনষ্ট হয়। নাৎসীদের অগ্রগতি পঞ্চাশ থেকে সত্তর কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং অগাস্টের মাঝামাঝি নাগাদ তারা শুধু সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বাইরেকার প্রতিরক্ষা ব্যূহ পর্যন্ত এগুতে পারে।

ডন নদী যেখানে বড় রকম বাঁক নিয়েছে, সেখানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে এবং নিজেদের বাম পার্শ্বভাগের নিরাপত্তার কথা

চিন্তা করে, নাৎসী কম্যাণ্ড ৩১শে জুলাই ককেশাসগামী ৪ নং প্যানজার আর্মিকে দ্রুত স্টালিনগ্রাড অভিমুখে পরিচালিত করে। তার ফলে স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধের সময় ককেশাসের শত্রুসেনা গ্রুপ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। ককেশাস ও স্টালিনগ্রাড দুটো জায়গারই শত্রুর সেনাবল এখন সমান সমান। 'তারা কার্যতঃ এখন দুটো লক্ষ্য বস্তুকেই তাড়া করেছে কিন্তু অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে……।'[৩]

যখন শত্রুর হাতে রণনৈতিক উদ্যোগ চলে গিয়েছে, সেই অবস্থাতেও সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড শত্রুকে বেকায়দায় ফেলতে সমর্থ হয়। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের দক্ষিণ বাহুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাৎসী বাহিনীর শক্ গ্রুপ দলছুট অবস্থায় বিপদে পড়ে।

অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করেও স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে শত্রু, নতুন নতুন ডিভিসন আমদানী করে যে কোন মূল্যে শহরটি দখল করতে বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, শহরের প্রতিরক্ষীদের প্রতিরোধ ততই তীব্রতর হয়ে উঠছে। উভয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। এক মুহূর্তের জন্যেও যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পেল না। সোভিয়েত প্রতিরক্ষাবাহিনীর বহির্বলয়ের কাছাকাছি এসে শত্রু তার সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস ঘটায়। নতুন করে স্টালিনগ্রাডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে, দুটি প্যানজার ও দুটি মোটরবাহিত ডিভিসনসহ পনেরটি নাৎসী ডিভিসন ডন নদীর তীরবর্তী ভার্টিয়াচি-কালাচ্ এলাকায় চলে আসে। দক্ষিণ-দিক থেকে আক্রমণরত শত্রুবাহিনীর সৈন্যশক্তি ছ' ডিভিসন এবং ইতালীয় ও রোমানীয় সেনারা নাৎসী বাহিনীর পার্শ্বভাগ রক্ষায় রত।

নাৎসী কম্যাণ্ডের মতে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলীয় আর্মি গ্রুপ একযোগে আক্রমণ করে নি বলে এক ধাক্কায় স্টালিনগ্রাড দখল করা সম্ভব হয়নি। অতএব এবার পশ্চিম দিক থেকে ৬নং ফিল্ড আর্মি ও দক্ষিণ দিক থেকে ৪নং প্যানজার আর্মির সমবেত আঘাত হানার ব্যবস্থা হল। স্টালিনগ্রাড ও দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রণ্টের সেনা-বাহিনীর লোকবল ও সাজসরঞ্জামের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও তারা মাটি কামড়ে ব্যূহের বহির্বলয়ে প্রতিরোধ জারী রাখে।

১৭ই অগাস্ট ভোরেমাথ্‌টের আক্রমণকারী বাহিনী নতুন করে আক্রমণ শুরু করে সোভিয়েত ব্যূহের বহির্বলয়ে ফাটল সৃষ্টি করে স্টালিনগ্রাডের রক্ষীবাহিনীকে ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করে। ডন নদীর পারঘাটায় ৪নং সোভিয়েত ট্যাঙ্ক বহর ও ৬২নং আর্মির সেনাদল ছ'দিন ধরে কঠিন সংগ্রাম চালাতে থাকে। ২৩শে অগাস্ট নাগাদ সংখ্যাগুরু শত্রুবাহিনী—বিশেষ করে ট্যাঙ্ক ও বিমান শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ভার্টিয়াচি সেতুমুখ দখল করে এবং চার ডিভিসন সৈন্যকে ডনের পূর্বতীরে নিয়ে আসে। তারা ঐ দিনই স্টালিনগ্রাডের উত্তরে ভোলগার তীরে এসে পৌঁছয়।

ঐ দিনটি সোভিয়েত প্রতিরক্ষী বাহিনীর পক্ষে অন্যতম কঠিনতম দিন।

নাৎসী প্যানজার বাহিনী স্টালিনগ্রাডের উত্তরে ভোলগার তীরে পৌঁছে গিয়ে শহরের প্রতিরক্ষায় রত ৬২নং আর্মিকে স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তাছাড়া লুফৎভাফের বিমান বহর সেদিন শহরের আবাসিক এলাকা, হাসপাতাল ও স্কুলবাড়ীর উপর বর্বর আক্রমণ চালায়। জার্মান বিমান স্টালিনগ্রাড শহরের উপর এই যুদ্ধের সময় মোট দু' হাজার বার হানা দেয়; তার মধ্যে এই দিনের হানাদারী অত্যন্ত ভয়াবহ।

ভোলগার তীরে পৌঁছেই, উত্তর দিক থেকে শত্রু স্টালিনগ্রাড দখলের জন্য হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। এই আক্রমণ ঠেকাবার কাজে বিমান বিধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনী ও স্টালিনগ্রাড ট্রাক্টর ওয়ার্কস্ ক্রাসনি অক্টিয়াবর (লাল অক্টোবর) প্ল্যান্টের ট্যাংক বিধ্বংসী ব্যাটেলিয়ানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ট্রাক্টর কারখানায় ষাটটি ট্যাংক মেরামত করা হয় তারপর তারাও প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি ঘটায়। শহরের পরিধির মধ্যে গণ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে। তারা নিয়মিত সেনাবাহিনী না আসা পর্যন্ত সুখায়া মেচেটকা নদী বরাবর প্রতিরক্ষা ঘাঁটি আগলে রাখে।

শহরের প্রতিরক্ষীদের অন্যতম আইভান মার্তিয়োনোভ স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলছেন, '১৯৪২ সালের ২৩শে অগাস্ট দিনটিকে সম্ভবতঃ কেউ কখনো ভুলবে না। শহরের নাগরিক ও প্রতিরক্ষীদের কি কঠিন পরীক্ষাই না দিতে হয়েছে সেদিন। ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান মাথার ওপরে, মাটিতে ট্যাংকের দঙ্গল ও দলে দলে রণদুর্মদ পদাতিক বাহিনী একসঙ্গে আক্রমণ করে ভোলগার তীরের এই শক্ত ঘাঁটিটিকে চুরমার করতে চাইছে।

সেই সূর্যকরোজ্জ্বল নির্মেঘ দিনটি নিমেষে কিরকম যেন বদলে গেল। ঢেউয়ের উপর ঢেউয়ের মতো আকাশে শত্রু বিমান এবং তার উপর এসে ফাটছে বিমান-বিধ্বংসী কামানের গোলা, নীচে বোমা ফাটার শব্দ তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে কারখানার সাইরেনের কর্কশ সতর্ক-ধ্বনি এবং জাহাজের বাঁশি, আগুন ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে।···সেদিন নাৎসী কম্যান্ড শহরের উপর ৬০০ বোমারু ও কয়েকশ ট্যাংক লেলিয়ে দিয়েছিল।'[৪]

ট্রাক্টর কারখানার প্রবেশ পথের প্রহরারত বিমান বিধ্বংসী রেজিমেন্টটিকে শত্রু উত্তর দিক থেকে এসে আক্রমণ করল। এদিক থেকে আক্রমণের ব্যাপারটা একদম অপ্রত্যাশিত তাই এখানে কোন পদাতিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি বা বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক খাড়া করা হয়নি। বিমান বিধ্বংসী গোলন্দাজরা শত্রুর সামনাসামনি পড়ে গেল। নাৎসীরা তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য বিমান, ট্যাঙ্ক ও কামান থেকে গোলাগুলির বেড়াজাল সৃষ্টি করে তাদের ঘাঁটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সোভিয়েত বিমান বিধ্বংসী গোলন্দাজরা শত্রুর শহরে ঢোকার প্রবেশ পথ

আগলে রাখার জন্য তুমুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও যুদ্ধ করে যায়। নাৎসী বাহিনীর প্রচুর লোক ক্ষয় ও সমরোপকরণের ক্ষতি হতে থাকে। দুদিন ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এই রেজিমেণ্টটি শত্রুর তিরাশিটি ট্যাংক ও পনেরটি সৈন্যবাহী মোটরযান বিনষ্ট করে। সাবমেশিন গানধারী তিন ব্যাটেলিয়ান সৈন্য ধ্বংস হয় ও গুলিবিদ্ধ হয়ে চোদ্দটি শত্রু বিমান ভূপাতিত হয়।

এই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে লেফ্টেনেণ্ট এম. বাসকাকভের পরিচালনাধীন ব্যাটারীর সৈন্যরা অমরত্ব অর্জন করে। ভোলগার পারঘাটা রক্ষাকারী এই বিমান বিধ্বংসী গোলন্দাজরা কয়েক ঘণ্টা ধরে শত্রুর মরীয়া আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখে। কামানগুলি একে একে বিকল হয়, যোদ্ধারা হতাহত হয় তবুও এই ব্যাটারীর লোকেরা হার স্বীকার করে না। যখন শেষ কামানটি নীরব হয়ে গেল, সৈন্যরা হাতবোমা ছুঁড়ে লড়তে থাকে। যখন হাতবোমা নিঃশেষিত, তারা বেয়নেট নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এই অসম যুদ্ধে গোটা ব্যাটারীর সৈনিকরা নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করে বীরের মৃত্যু বরণ করে।

বিকেলের মধ্যে স্টালিনগ্রাডের প্রবেশ পথের যুদ্ধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। শহরটাকে যেন লেলিহান অগ্নিশিখা গ্রাস করেছে। বাড়ীগুলি জ্বলছে, ডক এলাকাও জ্বলছে, ফেটে যাওয়া ট্যাংকের তেলে আগুন ধরে যাওয়ায়—আগুনের স্রোত পাহাড় বেয়ে নামছে। নদীর বুকেও আগুন ছড়িয়ে পড়েছে এবং গোটা ভোলগা নদী যেন জ্বলছে। বেশ কয়েক বছর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ইয়েরে মেঙ্কো লিখছেন: 'আমি জীবনে যুদ্ধের সন্ধিক্ষণের বহু দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু ২৩শে অগাস্ট স্টালিনগ্রাডে যা দেখেছি—তা আমায় হতবুদ্ধি করেছে।'[৫] কিন্তু শহরবাসীরা এতটুকু বিচলিত হয়নি। শহরের প্রতিরক্ষী বাহিনী শত্রুর উন্মত্ত আক্রমণকে ঠেকিয়ে যেতে থাকে। প্রতিরক্ষার কাজে বৃদ্ধ ও যুবা—সবাই এগিয়ে আসতে থাকে। ট্রাক্টর কারখানার ফটক দিয়ে শ্রমিকরা ট্যাংক চালিয়ে সোজা রণক্ষেত্রে নিয়ে যায়। ঘরের মেয়ে ও স্কুলের বাচ্চারাও আগুনে বোমা নেভানোর কাজে সহায়তা করতে থাকে।

স্টালিনগ্রাড যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে শত্রুর সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তার আক্রমণকে প্রতিহত করা হয়েছে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও সোভিয়েত সেনাদল ও শহরের বাসিন্দারা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। স্টালিনগ্রাড রুখে দাঁড়াবে। স্টালিনগ্রাড জয়ী হবে—এই বিশ্বাস সকলকে শক্তি যুগিয়েছে। ইস্পাতদৃঢ় মনোবল নিয়ে শত্রুকে এগুতে দেওয়া হবে না—এই জেদ নিয়ে—মাতৃভূমির প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য সবাই লড়াই করতে নামে।

২৩শে অগাস্ট থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর—এই কালপর্বে ভোলগার ব্যূহ ভেদ করে আগুয়ান জার্মান বাহিনীকে উৎখাত করার জন্য স্টালিনগ্রাড ফ্রণ্টের সৈন্যবাহিনী উপর্যুপরি পাল্টা আক্রমণ চালাতে থাকে। ৬৩নং; ২১নং ও ১নং গার্ড আর্মি

এবং জেনারেল কে এ. কোভালেস্কোর পরিচালনাধীন, চারটি রাইফেল, ডিভিসন ও দুটি ট্যাঙ্ক কোর নিয়ে গঠিত টাস্ক ফোর্স এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। এই ক্রমবর্ধমান ফ্রন্টের নানা অঞ্চলে পাল্টা আক্রমণ হানা হয়।

যদিও শত্রু বাহিনীর যে অংশ ভোলগার তীরে পৌঁছে গিয়েছে—তাদের উৎখাত করা সম্ভব হয়নি—কিন্তু সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এই পাল্টা আক্রমণ স্টালিনগ্রাড যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফলকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। নাৎসীরা স্টালিনগ্রাডের উপর মূল আক্রমণকে কিছুটা শিথিল করে—কয়েক ডিভিসন সৈন্যকে উত্তরাঞ্চলে সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণ সামাল দেবার জন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

এই পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ডন নদীর তীরবর্তী উল্‌ত্‌-খোপেরেস্কি ও সিরোটিনস্কায়া অঞ্চলের দুটি সেতুমুখ অধিকার করে। পরবর্তীকালে, ঐগুলি পাল্টা আক্রমণের উল্লম্ফন অঞ্চল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

১৭ই অগাস্ট, দক্ষিণাঞ্চলীয় গ্রুপের নাৎসী বাহিনী ডন নদীর পারঘাটা অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করে। ১৭ই অগাস্ট থেকে ২৩শে অগাস্টের মধ্যে তারা ৬৪নং ও ৫৭নং আর্মির প্রতিরক্ষা বলয়ের উপর উপর্যুপরি হামলা চালায় কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও নাৎসীবাহিনী সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে ব্যর্থ হয়। তারা শুধু ফ্রন্ট লাইনের এক জায়গায়, ট্‌সাৎসা হ্রদ ও টিঙ্গুটার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পনের কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই সাফল্যটুকুকে তারা আর বেশিদূর সম্প্রসারিত করতে পারেনি। প্রচুর সৈন্য ও ট্যাঙ্ক খোয়া যাওয়ার দরুন শত্রু আর আক্রমণে এগিয়ে যেতে ভরসা পায় না। পরবর্তী আক্রমণের প্রস্তুতি নেবার জন্য তারা সৈন্য বাহিনীর পুনর্বিন্যাসে মনোনিবেশ করে।

শত্রুর দক্ষিণাঞ্চলীয় গ্রুপের সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ৫৭নং সোভিয়েত আর্মিকে ভোলগা-ফ্লোটিলা রীতিমতো সহায়তা করে। ভোলগা নদীতে টহলদারীরত ফ্লোটিলার কামান সব সময় শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ পথের দিকে উদ্যত। ফলে, ভোলগার তীরে শত্রুর বিচ্ছিন্ন কোন আস্তানা গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

গার্ড মর্টার ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত কাট্যুশা রকেট উৎক্ষেপক দল, ফিল্ডগান ও ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে গঠিত হয় গতিশীল অগ্নিবর্ষী বাহিনী (Fire unit)।

২৯শে অগাস্ট শত্রু আবগানেরোভো-স্টালিনগ্রাড রেলপথের পূর্ব দিকে ব্যর্থ আক্রমণ চালাবার পর; আবার নতুন করে ঐ রেলপথের পশ্চিমদিকে আক্রমণ হানতে থাকে। ফ্রন্টের একটি সংকীর্ণ জায়গায় বিপুল সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে শত্রু-সোভিয়েত বাহিনীর তুলনায় লোকবলে ও অস্ত্রবলে প্রাধান্য অর্জন করে এবং

৬৪নং আর্মি'র ব্যূহ ভেদ করে। ফলে, স্টালিনগ্রাডের পশ্চিমে ৬২নং আর্মি ও ৬৪নং আর্মি'র কয়েকটি ইউনিটের পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়।

এহেন পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রন্টের কম্যান্ড আর্মি দুটিকে মধ্যবর্তী প্রতিরক্ষা ব্যূহে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তারা ঠিক মতো পরিখা খনন করে স্থিতিলাভ করার আগেই ৩১শে অগাস্ট, শত্রুর নতুন আক্রমণে এই রক্ষাব্যূহ বিপন্ন হয়। তখন সোভিয়েত বাহিনী প্রতিরক্ষা ব্যূহের অন্তর্বলয়ে সরে আসে।

শহরের পরিধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষা ব্যূহে অবস্থানকারী ৬২নং সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে এক বিশাল শত্রুবাহিনী এগিয়ে আসে। শত্রুর সৈন্যসংখ্যা দুগুণ বেশি, কামান আড়াই গুণ বেশি এবং শত্রুর ট্যাঙ্কের সংখ্যা সোভিয়েতের তুলনায় আট থেকে নগুণ বেশি। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর স্থৈর্য ও বীরত্ব সত্ত্বেও ১২ই সেপ্টেম্বর নাগাদ শত্রুসেনা স্টালিনগ্রাডের উপকণ্ঠ বরাবর শহরের অভ্যন্তরীণ ব্যূহের কাছে চলে আসে।

এভাবে ১৭ই জুলাই থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর—এই কালপর্বে স্টালিনগ্রাড ও দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর রণনৈতিক প্রতিরক্ষা সংগ্রাম শেষ হয়। দেখা যাচ্ছে যে এই পর্যায়ে শত্রুর এক ধাক্কায় স্টালিনগ্রাড দখলের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গিয়েছে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী ডন নদী যেখানে বড় রকমের বাঁক নিয়েছে ঠিক সেই জায়গায় স্টালিনগ্রাড-প্রতিরক্ষা ব্যূহের পরিধিতে শত্রুর সঙ্গে প্রবল প্রতিরক্ষা সংগ্রামে রত হয়। শত্রুর প্রভূত ক্ষতিসাধন করে সোভিয়েত বাহিনী তার আক্রমণকারী আগুয়ান বাহিনীর গতিরোধ করে।

স্টালিনগ্রাডের শৌর্যমণ্ডিত প্রতিরক্ষা

যখন সোভিয়েত সেনাবাহিনী শহরে অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যূহের বলয়ের মধ্যে সরে আসে—তখন শুরু হয় রাস্তায় রাস্তায় লড়াই। স্টালিনগ্রাডের রাস্তার লড়াই অব্যাহত থাকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। দ্বিতীয় রণনৈতিক প্রতিরক্ষা সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এই রাস্তার লড়াই। জেনারেল ভি. আই. চুইকভের নেতৃত্বাধীন ৬২ নং আর্মি'র উপর শহর রক্ষার ভার। পূর্বতন লড়াইজনিত বহু ক্ষয়ক্ষতির ফলে কিছুটা হীনবল এই আর্মি প্রতিরক্ষা ব্যূহের পঞ্চাশ কিঃ মিঃ ব্যাপী পুরোভাগ রক্ষা করে চলেছে। প্রতিরক্ষা ব্যূহের গভীরতা মাত্র তিন থেকে দশ কিলোমিটার। আর্মি'র বেশিরভাগ সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম শহরের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা বলয়ে নিয়োজিত। আর্মি কম্যান্ডের হাতে রিজার্ভ হিসাবে মাত্র দুটি রাইফেল ডিভিসন ও একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড মজুত।

৬২ নং আর্মি'র মুখোমুখি শত্রু বাহিনীটি এগার ডিভিসন সৈন্য নিয়ে গঠিত। উপরন্তু শত্রুর ট্যাঙ্কের সংখ্যাও ঢের বেশি। শত্রুর পাঁচশ ট্যাঙ্কের মোকাবিলায় ৬২ নং আর্মি'র ট্যাঙ্কের সংখ্যা মাত্র তিরানব্বইটি।

অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন অবস্থার চাপে পড়েও ৬২ নং আর্মি শত্রুর শত শত উন্মত্ত আক্রমণ প্রতিহত করে এবং সসম্মানে কঠিন পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়। এই আর্মির অফিসার ও সৈন্যদের গণ বীরত্বের জন্য আর্মিটি ৮ নং গার্ডস্ আর্মির মর্যাদায় ভূষিত হয়। তারা সগৌরবে বার্লিন পর্যন্ত বাহিনীর নিজস্ব পতাকা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে এই বাহিনীটি মূল রণাঙ্গনে বিয়েলো রাশিয়া-ফ্রন্টের আওতায় যুদ্ধ করেছিল। আগাগোড়া ভি. আই. চুইকভ বাহিনীটিকে নেতৃত্ব দেন। স্টালিনগ্রাড যুদ্ধের সময়ে চুইকভের সামরিক প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই বৃহৎ শহরের রাস্তার লড়াইগুলিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। তাঁকে দুবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরের মর্যাদায় ভূষিত করা হয় এবং যুদ্ধের পর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল-পদে উন্নীত হন। ১৯৪২-৪৩ সালের স্টালিনগ্রাড প্রতিরক্ষা সংগ্রামের ক্ষেত্রে ঘটেছে তাঁর সামরিক প্রতিভার উজ্জ্বলতম প্রকাশ। সুতরাং ১৯৮২ সালে তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর মরদেহ যে মামায়েভ কুরগান বা মামাই পাহাড়ের কাছে সমাহিত হবে—এতে অবাক হবার কিছু নেই। এখানেই স্টালিনগ্রাড যুদ্ধের মোড় ফিরেছিল এবং এখানেই ১৯৬৭ সালে স্থাপিত হয়েছে সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর চমকপ্রদ জয়ের স্মারক স্তম্ভ।

সরাসরি আক্রমণ করে স্টালিনগ্রাড জয়ের চেষ্টা, নাৎসীবাহিনী তৃতীয়বার এবং শেষ বারের মতো ১৩ই সেপ্টেম্বর আরম্ভ করে। এই আক্রমণের হিংস্রতায় আগের যে কোন আক্রমণ হার মানবে। অপর দিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীও অতুলনীয় জেদ ও পরাক্রমের পরিচয় দিতে থাকে।

অনেক ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে অবশেষে শত্রুবাহিনী ১৪ই সেপ্টেম্বর শহরের নিম্নাঞ্চলে রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি জায়গায় ব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ হয়। পরিস্থিতি সত্যিই খুব খারাপ। "সেই কঠিন এবং শেষ মুহূর্তে, এ আই. রোদিমস্তেভ পরিচালিত ১৩নং ডিভিসন এসে পরিস্থিতির সামাল দেয়। ভোলগা পার হয়ে স্টালিনগ্রাডে পেঁাছেই রোদিমস্তেভের বাহিনী পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। তাদের আক্রমণের ফলে শত্রু হকচকিয়ে যায়। ১৬ই সেপ্টেম্বর তারা মামাই পাহাড়টি পুনরাধিকার করে। বিমান আক্রমণ এবং উত্তরদিক থেকে কামানের গোলাবর্ষণ স্টালিনগ্রাডবাসীদের পক্ষে বিশেষ স্বস্তিদায়ক।"[৬]

২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, শহরের মধ্যাঞ্চলও দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে ঘোরতর যুদ্ধ চলতে থাকে।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বিধ্বস্ত শহরের ধ্বংসস্তূপ ঘিরে চলেছে জীবন-মরণ লড়াই। বাড়ীঘর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে—জ্বলন্ত তেলের আগুনে ভোলগার বুকেও আগুন ধরেছে। ছোঁমারা বোমারু বিমানের বিলাপের সঙ্গে মিশে গিয়েছে ট্যাঙ্কের কর্কশ ও ধাতব শব্দ। সহস্র সহস্র বিস্ফোরণের ঐক্যতান থেকে জন্ম

নিচ্ছে বজ্রের প্রবল নির্ঘোষ। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কি করে এই নরকের মধ্যে মানুষ বেঁচেছিল! কি করে এই আগ্নেয় সমুদ্রের আওতায় মানুষ জীবিত ছিল!

সে সময় শুধু মাটিতে নয়—আকাশেও যুদ্ধ চলছে। সোভিয়েত বৈমানিকদের দিনের মধ্যে আট-দশ বার আকাশে উড়তে হত। একটুখানি মাটি ছুঁয়ে তেল ও অস্ত্রশস্ত্র ভরে নিয়ে, ওড়ার সঙ্কেত ধ্বনি বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তারা আকাশে উড়ে গিয়ে শত্রু বিমানের মোকাবিলা করত।

"১৩ই সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে শহরের রক্ষা ব্যবস্থায় ভাঙন প্রকটিত হয়। আর্মি চীফ্ অব স্টাফ, এন. আই. ক্রাইলভের যুদ্ধ-মানচিত্রে সেটা সহজেই ধরা পড়ে। মানচিত্রের উপর অনেক জায়গায় নীল রেখাগুলি লালরেখাকে বিদ্ধ করেছে। সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলি হল: গুমরাক্, গারোডিশচে, সাডোভায়া টীলা, ডারাগোরা প্রভৃতি। শহরের দক্ষিণাঞ্চল থেকে নিম্নাঞ্চল পর্যন্ত রক্ষা ব্যূহে ভাঙন ধরেছে। সেখানে অনেকগুলি লালবৃত্ত রয়েছে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ ঘাঁটি। ট্রাক্টর কারখানার দিকে নির্দেশিত তীরের গায়ে নীল চতুর্ভুজ বা রম্বাস আঁকা —অর্থাৎ শত্রুর পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনী সেখানে হামলা শুরু করেছে।··· কুপরোস্নায়া গিরিসংকট ধরে নাৎসীরা ভোলগার দিকে এগিয়ে চলেছে এবং তার ফলে শহরটি দু টুকরো হয়ে গিয়েছে। শহরের মাঝখানে—রেলওয়ে স্টেশনের অবস্থা ঠিক পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। এক কথায় সব কিছু সুতোর উপর ঝুলছে।

সে সময় আইভান পাডেরিন ৬২ নং আর্মির রাজনৈতিক বিভাগের প্রশিক্ষক। তিনি ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের দিনগুলি স্মরণ করে লিখছেন:

স্টালিনগ্রাডের মাথার উপরের আকাশ দেখলেই আমার এক রক্তাক্ত ছেঁড়া সার্টের কথা মনে হত। ভোলগার তীর ধরে কয়েক ডজন কিলোমিটার ব্যাপী শহরের ঈষৎ লালাভ ধোঁয়া ও ছাইয়ের মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের বুকে ভেসে চলেছে। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্ফোরক বোমা ফেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা শহর দুলে দুলে উঠছে এবং লোকের বাড়ীগুলি থরথর করে কাঁপছে। তাজ্জব কাণ্ড! উঁচু চিমনীগুলি কিন্তু অটুট। সেগুলি যেন উদ্যত সঙ্গীন এবং তারা আকাশকে খোঁচা দিচ্ছে।···

'বিকেলের দিকে আর্মি হেড কোয়ার্টারকে টুসারিৎসা নদীর তীরবর্তী এক পরিত্যক্ত খনির গর্ভে সরিয়ে নেওয়া হল। জানা গেল যে, রোদিমৎসেভের ১৩ নং গার্ড ডিভিসন আসছে শহরের নিম্নাঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্যে। কিন্তু তারা এখনো ভোলগার অপর পারে কোথাও রয়েছে; এক দিনের মধ্যে তারা এসে ক্রাসনায়া স্লোবোডা পার ঘাটায় নামবে।···

"১৫ সেপ্টেম্বর সকালে জেনারেল এ. আই. রোদিমৎসেভের ১৩ নং গার্ড-

ডিভিসন ভোলগার এপারে এসে পেঁছেই, নাৎসী বাহিনীকে রেলস্টেশনের কাছের টীলাটা থেকে উৎখাত করল। শহরের মধ্যাঞ্চল আবার আমাদের হাতে এসে গেল।

"রোদিমৎসেভের গার্ডস্ বাহিনীর শহরের নিম্নাঞ্চলে জোরালো তৎপরতা নাৎসী সেনানায়কদের খেপিয়ে তুলল। গার্ডস্‌বাহিনীর উপর তারা বিমান, ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর সম্মিলিত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চারদিন-চাররাত ধরে শত্রুর আক্রমণ চলতে থাকে। স্টেশনটির মোট তেরবার হাতবদল ঘটে। ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১৩ নং গার্ডস্ ডিভিসনের প্রতিরক্ষা ব্যূহ প্রধান জেটি থেকে ধাতব শিল্পের প্ল্যাণ্ট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শহরের মধ্যাঞ্চল একেবারে প্রতিরক্ষা রেখার পুরোভাগে রয়ে গেল। আবার সবকিছু সরু সুতোর উপর ঝুলতে লাগল। বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েও বিশেষ সুবিধা হল না। শত্রুর হাত থেকে উদ্যোগ কেড়ে নেওয়া গেল না। রাত্রিতে নাৎসীদের চীৎকার ভেসে আসে। তারা মেগ্যাফোনে মুখ লাগিয়ে চেঁচাচ্ছে 'রুশ জাবত্রা বুল-বুল ঝাভাইশিয়া।'[৭]

"ঐ দিনগুলিতে সঠিক ভাবে বলতে গেলে রাতগুলিতে কোম্পানির স্তর থেকে আর্মি স্তরের রাজনৈতিক প্রচার বিভাগের প্রশিক্ষকদের একটাই কাজ ছিল—সেটা হল একটি কথা স্টালিনগ্রাড প্রতিরক্ষীদের প্রত্যেকের চেতনায় বারে বারে ঢুকিয়ে দেওয়া: আমাদের জন্যে ফেরার কোনো পথ নেই।

"মার্শাল রকসোভস্কি লিখিত 'সৈনিকের কর্তব্য' বইখানিতে এই কথাগুলি রয়েছে: যুদ্ধের সময় এমন এক একটা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, "যখন শেষ মানুষ পর্যন্ত লড়াইটা হল একমাত্র সম্ভাব্য করণীয়।' আমার বেলায় এই কথাগুলি ১৯৪২-এর শরতকালে ভোলগা তীরের শহর কেন্দ্রিক যে ঘটনাগুলির সঙ্গে আমি জড়িত ছিলুম তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। শেষ মানুষটি বেঁচে থাকা পর্যন্ত লড়ে যাওয়াই ছিল তখনকার অবস্থায় আমাদের একমাত্র এবং সঠিক সিদ্ধান্ত।"

"কত বীরোচিত মানুষেরই না দেখা পেয়েছি তখন! আমার মনের দরজার সামনে সবাই সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে: লক্ষ্যভেদী Sniper) ভ্যাসিলা ঝেইৎসেভ; টমিগানধারী নিকোলাই ডেমিয়ানভ; ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী রাইফেলধারী গেলনাডি স্তেপানভ; মর্টার চালক ভ্যাসিলি ডুপ্লেস্কো ও আইভান উমুনিকভ…'।[৮]

সৈন্য ও সেনানায়ক সবাই মিলে নতুন নতুন যুদ্ধ কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাত। দুই পক্ষের মধ্যে ব্যবধানের জমিটা একেবারে হাতবোমা ছোঁড়ার পরিধির মধ্যে সংকুচিত করে ফেলা হত—যাতে লুফৎভাফের বিমান বোমা ফেলতে না পারে। পরিখা থেকে সৈন্যদের রসিকতা শোনা যেত: বোমা তো আর বুলেট নয়। কাজেই জার্মান বিমানের বোমায় তাদেরই সৈন্যরা মারা পড়বে। সে সময় রেজিমেণ্ট, ব্রিগেড ও ডিভিসনের হেডকোয়ার্টার গুলি সরাসরি প্রতিরক্ষা ব্যূহের

পরিধির মধ্যে অবস্থান করছিল। শত্রুর তুরুপের তাস—প্রচণ্ড ও ব্যাপক বোমা বর্ষণের আগেকার ধার অনেকখানি ভোঁতা হয়ে এসেছে। শহর সীমার মধ্যে ভোলগা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অনেকটা নমনীয় ধরনের। শত্রুর আক্রমণের পরই সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণ শুরু হত।

স্টালিনগ্রাডবাসীরা দিনরাত অবিশ্রান্ত যুদ্ধের ভেতর দিয়ে রাস্তার লড়াইয়ের কলাকৌশলও শিখে নিয়েছে। এক একটা ছোট্ট শক্ গ্রুপ তৈরী করে আক্রমণে এগিয়ে যাওয়া, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফিল্ডগান ও মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ প্রভৃতি তারা রপ্ত করেছে। অনবরত তারা নানা রকমের যুদ্ধ কৌশল আয়ত্ত করে চলেছে। সৈন্য থেকে জেনারেল সবাই যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে উঠছে। লক্ষ্যভেদের প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

অক্টোবরের গোড়ার দিকে জেনারেল পাউলাসের বিশাল পদাতিক বাহিনী ও ট্যাংক বহর ট্রাক্টর কারখানা অঞ্চলে জড়ো হল। তাদের মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত স্মেখোটভরোভ, গুরিয়েভ, গুর্টিয়েভ ও গোরিশিনি পরিচালিত ডিভিসনের অন্তর্গত কয়েক রেজিমেণ্ট সোভিয়েত সেনা। ৪ঠা অক্টোবর, ভি জি ঝোলুদেভ পরিচালিত ৩৭নং গার্ডস ডিভিসনের সৈন্যদের ট্রাক্টর কারখানা অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যূহে মোতায়েন করা হয়। তারা সবাই প্রাক্তন ছত্রী সেনা। তাদের উর্দিতে ছত্রীসেনার ব্যাজ আঁটা এবং কোমরে গোঁজা রয়েছে ছোরা। মস্কো ও মস্কো অঞ্চল থেকে আগত কমিউনিস্ট ও কমসোমল সদস্যদের নিয়ে রেজিমেণ্ট ও ব্যাটালিয়ানগুলি মূলতঃ গঠিত। তারা আসামাত্রই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ট্রাক্টর কারখানার গেট থেকে নাৎসীদের বিতাড়িত করে।

১৪ই অক্টোবর ভোর হতে না হতেই স্টালিনগ্রাডের আকাশে শোনা গেল ভারী বোমারুর গুঞ্জন। ট্রাক্টর কারখানার কাছাকাছি ফ্রণ্ট লাইনের এক চিলতে জমির উপর শত্রুর বোমা এসে পড়তে থাকে। ঝোলুডেভের ডিভিসনের অবস্থান ঘাঁটি-গুলির উপর শত্রুবিমান বেলা দুপুরের মধ্যে অন্ততঃ দুহাজার বার হানা দিল।

কারখানার পাঁচ কিঃ মিঃ ব্যাপী প্রতিরক্ষা ব্যূহের উপর শত্রু তিনটি পদাতিক ডিভিসন ও ১৮০টি প্যানজার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে চলল গোলা, মাইন ও হাত বোমার অবিরাম বর্ষণ। কিন্তু হানাদাররা কেউ জ্যান্ত ফিরে যেতে পারল না। যারা ওয়ার্কশপে ঢুকে পড়েছিল বা ভোলগার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল তাদের সোভিয়েত শক্ টীমরা নির্মূল করে।

জেনারেল চুইকভের ভাষায়, 'পাউলাসের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। সে এরকম আর একটি বড় আক্রমণ চালাতে পারবে না।'

সমস্ত শহর যেন গনগনে লাল তাতানো লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা। প্রতি রাত্রে হাত বোমা ও মেশিনগানের গুলিতে শেকলের কড়াগুলোর মত তেতে ওঠে। এই শব্দায়মান পরিবেশে তখন শক্ গ্রুপের সৈন্যরা লোকক্ষয় ও

সমরোপকরণ নষ্ট করার জন্য শত্রুর ঘাঁটিতে হানা দেয়। প্রতিটি সংঘর্ষের এখন একটাই উদ্দেশ্য: যতখানি সম্ভব শত্রু সেনাদের এক জায়গায় আটকে রাখা। জেনারেল হেড কোয়ার্টার-সুপ্রীম কম্যান্ড নির্দেশিত পথে শক্ গ্রুপগুলি এই কাজই করে চলেছে।

৪ঠা অক্টোবর থেকে ১৯শে নভেম্বর—এই কাল পর্বে, ক্রাসনি ওক্টিয়াবর ও ব্যারিকেড ওয়ার্কস ঘিরে লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সংগ্রামের অন্তিম পর্ব ঘনিয়ে আসে। শত্রু শহরে আরো বার ডিভিসন নতুন সৈন্য আমদানি করেছে। ৬২ নং আর্মি'র প্রতিরক্ষা রেখাটি সঙ্কুচিত হয়ে পঁচিশ কিলোমিটারে ঠেকেছে এবং তার গভীরতা মাত্র কয়েক শ' মিটার। প্রতিরক্ষা ব্যূহের অগ্রবর্তী ঘাঁটির মাত্র ২০০ থেকে ৮০০ মিটারের মধ্যে আর্মি ও ডিভিসনের হেড কোয়ার্টার নদী তীরের একটা খাদের মধ্যে অবস্থিত। সমস্তটাই শত্রুর গোলাগুলির নাগালের মধ্যে খোলামেলা এবং সবই শত্রুর নজরবন্দী। সেনাবাহিনীর লোকবল ও অস্ত্রবল—দুটোরই অভাব। এমন কি ভোলগার ওপারে আহতদের সরাবার সময় পর্যন্ত নেই।

কিন্তু স্টালিনগ্রাডের প্রতিরক্ষীরা প্রাণপণে তাদের ব্যূহ আঁকড়ে রইল। এই একনিষ্ঠতা বিচারের মাপকাঠি মেলানো সহজ নয়। এই সহ্য শক্তি ও সাহসের তো নজীর নেই। 'আমরা যারা ৬২নং আর্মি'র সৈনিক ও অফিসার—আমাদের জন্য ভোলগার ওপারে কোন জায়গা নেই, আমরা খাড়া দাঁড়িয়ে এবং শেষ মানুষটি পর্যন্ত আমরা লড়ব।'—এই কথাটি বলেন স্টালিনগ্রাডের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য-ভেদী, ভ্যাসিলি ঝেইৎসেভ। শহরের প্রতিটি প্রতিরক্ষীর কণ্ঠেই ছিল এই ধ্বনি।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, শত্রুর স্টালিনগ্রাড জয়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে, শহরের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ভূমিকা নগণ্য নয়। এই সময়ের মধ্যে স্থানীয় যে সব অপারেশন সংগঠিত হয়, তাদেরও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। কারণ, তার ফলে শহরাঞ্চল থেকে কিছু সৈন্য নাৎসীরা সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় এবং ফলে মূল রণাঙ্গনের প্রতিরক্ষীদের উপর চাপ কিছুটা শিথিল হয়।

শহরের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভোলগা ফ্লোটিলার অবদান অনস্বীকার্য। প্রবল গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যেও ফ্লোটিলার জাহাজগুলি হাজারে হাজারে সৈন্য, হাজার হাজার টন পণ্য, খাদ্যশস্য, অস্ত্রশস্ত্র ও ট্যাঙ্ক পারাপার করেছে। ফ্লোটিলার কামান থেকে গোলাবর্ষণ করে শত্রু সেনাদের দূরে হটিয়ে দেওয়া হয় এবং পদাতিক বাহিনীকে সহায়তা করা হয়।

১৪ই অক্টোবর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও শত্রু ট্রাক্টর কারখানার নিকটবর্তী ব্যূহ ভেদ করে ভোলগার দিকে এগিয়ে যায়। তার ফলে ৬২ নং আর্মি'টি দু

টুকরো হয়ে যায়। এসব সত্ত্বেও যুদ্ধের উত্তাপ কিছুমাত্র কমেনি এবং সোভিয়েত বাহিনী এক মাস ধরে শত্রুর একের পর এক আক্রমণকে ঠেকাতে থাকে।

১১ই নভেম্বর শত্রু ব্যারিকাডি ওয়ার্কসের দক্ষিণ দিয়ে ভোলগার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তার ফলে স্টালিনগ্রাড প্রতিরক্ষারত ৬২নং বাহিনীটি, যথাক্রমে, ক্রাসনি ওক্টিয়াবর প্লান্টের কাছাকাছি ভোলগার তীরের একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ডে। রাইনকের কাছাকাছি এবং ১৩৮ নং ডিভিসন ব্যারিকাডি ওয়ার্কসের পূর্বাংশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

১৪ই নভেম্বর ভোলগার বুকে বরফ জমাট বাঁধা শুরু হয়; ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ভোলগার পূর্ব উপকূল থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। তবুও তারা তাদের ঘাঁটি ছেড়ে যায়নি।

একটি দুর্গের আকৃতি দিয়ে শহরের রক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা হয়। প্রতিটি ইঁটের বাড়ি এক একটি দুর্গ বিশেষ এবং সব রকম আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে তৈরী। বাড়ীর ভূগর্ভস্থ কক্ষ, পয়ঃপ্রণালী ও ম্যানহোল সব কিছুকেই প্রতিরক্ষার কাজে লাগানো হয়। বাড়ির প্রতিটি তলে এবং এমনকি সিঁড়িতে পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্র স্থাপনা করে শত্রুর বিরুদ্ধে গুলিবৃষ্টির আয়োজন করা হয়। এভাবে শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং এমনকি গলিখুঁজিকে পর্যন্ত শত্রুর হামলার বিরুদ্ধে শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়। শহরের অরক্ষিত অঞ্চল বলতে কিছু আর অবশিষ্ট রইল না। এখানকার প্রত্যেকটি মানুষই এক একটি দুর্গ।

প্রতিরক্ষার উপযোগী সমস্ত আরামগৃহের চারপাশে পরিখা খনন করা হয়েছে—যাতে শত্রু বিমান থেকে বোমাবর্ষণ বা কামান থেকে গোলাবর্ষণের সময় প্রতিরক্ষা ঘাঁটির রক্ষীরা সেখানে আশ্রয় নিতে পারে। তার ফলে বোমা বা গোলার আঘাতে হতাহতের হারও যথেষ্ট কমে আসে। শহরের পথে পথে ট্যাংক ও পদাতিক বাহিনীর গতিরোধকারী প্রতিবন্ধক খাড়া করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলির প্রবেশ পথে পাতা হয়েছে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ফাঁদ। নানা ধরনের নিবিড় প্রতিরক্ষা-মূলক ব্যবস্থার জালবিস্তার করে শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে করা হয়েছে নিরেট নীরন্ধ্র। প্রতিটি ঘাঁটিতে রাখা হয়েছে এক প্ল্যাটুন থেকে এক কোম্পানী সৈন্য—সঙ্গে রয়েছে তাদের ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান, ফিল্ডগান ও মর্টার।

সোভিয়েত সেনাদের হাতে মজুত ট্যাঙ্কগুলিকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে সমস্ত ঘাঁটিগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যে সমস্ত ট্যাঙ্ক চলনক্ষমতা হারিয়েছে সেগুলিকে আগ্নেয়াস্ত্র ছোঁড়ার স্থিতিশীল মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

একটানা কঠিন লড়াইয়ের মাধ্যমে স্টালিনগ্রাড-প্রতিরক্ষীরা অতুলনীয় সাহস ও শৌর্য সহকারে শত্রুর মরীয়া আক্রমণ একের পর এক ঠেকিয়ে চলেছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়েছে পার্টি ও যুব কমিউনিস্ট সংস্থাগুলি। তারা স্টালিনগ্রাডের প্রতিরক্ষীদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। যুদ্ধের

সবচেয়ে সঙ্কটজনক অবস্থায় কমিউনিস্টরা আক্রমণের পুরোভাগে থাকে। শত্রুর ঘাঁটির উপর হামলা চালিয়ে সকলের সামনে তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তারা শেষ মানুষটি পর্যন্ত লড়াই চালায়। এক মিটার পিছু হটাকেও মানুষের অযোগ্য কাজ বলে মনে করা হয়। শত্রু যেখানে ব্যূহভেদ করে এগিয়ে এসেছে ধরে নিতে হবে যে সেখানে কোন সোভিয়েত সৈন্য জীবিতাবস্থায় ছিল না। প্রতিটি বাড়ি এক একটি দুর্গ এবং প্রতিটি ইউনিট তার অজেয় দুর্গরক্ষী দল' —এই সারকথাটি সবাই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করেছে।

এ ধরনের সাহস ও শৌর্য প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল: 'পাভলভ হাউসের' প্রতিরক্ষা বাহিনী। ২৭শে সেপ্টেম্বরের আগের রাত্রিতে, পঁচিশ বৎসর বয়সী সার্জেন্ট ইয়া. ভী. পাভলভের নেতৃত্বে চারজনের এক নিরীক্ষণকারীর দল স্টালিনগ্রাডের মাঝামাঝি জায়গায় চারতলা এক ভাঙাচোরা বাড়ীতে ঘাঁটি বানায়। রেজিমেণ্ট সেনানায়ক কর্নেল আই. পি. ইয়েলিন দেখলেন যে বাড়ীটার অবস্থান এমন জায়গায় যে সেখান থেকে সমস্ত প্রতিরক্ষা অঞ্চলের উপর নজর রাখা যায়। তিনি আই. এফ. আফানাসিয়েভের নেতৃত্বে একটি মেশিনগানধারী প্ল্যাটুন পাঠিয়ে বাড়িটাকে সুরক্ষিত করেন। নাৎসীরাও বাড়ীটার অবস্থান-গুরুত্ব উপলব্ধি করে সেটাকে দখল করার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। প্রতিদিন বাড়ীটি দখল করার লড়াই ক্রমশঃ জমাট বাঁধতে থাকে। নাৎসীরা বাড়ীটার ওপর প্রথমে মেশিনগান থেকে এবং পরে ফিল্ডগান থেকে সরাসরি গোলাগুলি ছুঁড়তে থাকে। বিমান থেকেও বাড়ীটিকে লক্ষ্য করে প্রবল বোমাবর্ষণ করা হয়। পাভলভ হাউসের রক্ষীদের বহুবার শত্রুর ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর হামলা মোকাবিলা করতে হয়েছে। ছটি জাতি গোষ্ঠীর সদস্য চব্বিশ জন সোভিয়েত সৈন্য কিন্তু প্রতিরোধে অবিচল। আটান্নটি দিন ও রাত কেটে গেল কিন্তু এই ঘাঁটিটি টিকে রইল এবং স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে নাৎসী বাহিনীর উৎসাদনের দিন পর্যন্ত বাড়িটি সোভিয়েতের দখলেই থেকে গেল। ভি. আই. চুইকভের মতে, প্যারিস দখল করতে গিয়ে যত নাৎসী সেনা প্রাণ হারিয়েছে তার চেয়ে বেশি মারা গিয়েছে এই বাড়ীটা দখল করতে গিয়ে। এবং তারা মারা পড়েছে এই ক্ষুদ্র প্রতিরক্ষী দলের হাতে। সোভিয়েত সরকার এই সৈনিকদের বীরত্বকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করেছে এবং ইয়া. এফ. পাভলভকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অভিযাত্রী সৈন্যবাহিনীর সহযাত্রী রূপে তিনি এলব্ নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি সিনিয়র লেফটেনেণ্টের পদে উন্নীত হন এবং তাঁকে রিজার্ভ বাহিনীতে বদলী করা হয়। সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটি পরিচালিত উচ্চতর পার্টি স্কুলের তিনি একজন স্নাতক এবং বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতি শাখার সঙ্গে যুক্ত।

শহর সীমানার মধ্যে লড়াইয়ের সময় ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সোভিয়েত

সৈন্যরা আত্মরক্ষা ও আক্রমণের মিশ্রণে এক অভিনব নমনীয় সমর কুশলতার পরিচয় দেয়। অক্টোবরের শেষ ভাগ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়সীমার মধ্যে রণাঙ্গনের সর্বত্র শত্রুর অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন লড়াই চালাত ছোট ছোট হানাদার বাহিনী। শহরের একটা অঞ্চলের জন্য লড়াই নয়—লড়াই চলত কোন একটা বাসাবাড়ীর ব্লকের জন্য বা একটা বাড়ী দখলের জন্য। কখনো বা বাড়ীর একটা তলার জন্য বা শুধুমাত্র একটা ঘর দখলের জন্য।

৬২নং আর্মি ইউনিটগুলির অবিরাম আক্রমণের ধাক্কায় শত্রু শরীরে ও মনে একদম বিধ্বস্ত। শত্রু বাহিনীর এক বিশাল অংশে বেশ কিছু পরিমাণে অনড় অবস্থায় পৌঁছে এবং তার ফলে আগেকার মতো তার গতিময় তৎপরতা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অতএব এভাবে স্টালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের সোভিয়েত সেনা বাহিনীর পক্ষে অপারেশন কার্যকর করার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস নাগাদ, নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করা ও ৬২নং সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য ডন ও স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের সেনাবাহিনী বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক অপারেশন সংসাধিত করে। তার মধ্যে ১৮ই সেপ্টেম্বর গুমরাক রণাঙ্গনে পরিচালিত ডন ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর অপারেশনটি বৃহত্তম।

এই আক্রমণে ৭নং, ৪নং এবং ১৬নং ট্যাঙ্ক কোর ও পাঁচটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের সহায়তা পুষ্ট ১নং গার্ডস্ ও ২৪ নং আর্মি অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধে এই প্রথম সোভিয়েতের পক্ষে আনুপাতিক হারে এত বেশি ট্যাঙ্ক অংশগ্রহণ করে। চব্বিশ কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গনে ৩২৪টি ট্যাঙ্ক অর্থাৎ প্রতি কিলোমিটারে দশ থেকে পনেরটি ট্যাঙ্ক যুদ্ধে নিয়োজিত হয়।

আগুয়ান সোভিয়েত বাহিনীর দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে শত্রু এক ডজনেরও বেশি ডিভিসন সৈন্যকে এদিকে স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়। ফলে, খোদ স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে তার সামরিক শক্তি বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অবসরে সোভিয়েত কম্যাণ্ড ভোলগা নদীর বাম তীর থেকে রিজার্ভ বাহিনী নিয়ে আসার সুযোগ পেয়ে গেল।

পরবর্তী পর্যায়ে ২৯শে সেপ্টেম্বর ও ৪ঠা অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে স্টালিন-গ্রাড ফ্রন্টের সৈন্যরা, হ্রদ এলাকার গিরিসংকটে আটক সৈন্যদের বিপদমুক্ত করার জন্য, স্টালিনগ্রাডের দক্ষিণে আর একটি আঞ্চলিক অপারেশন সংসাধিত করে।

এসমস্ত আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেও স্টালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক কার্যক্রমের ফলে স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যূহের ভিত্তি দৃঢ়তর হয়।

নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ নাৎসীবাহিনীর আস্ফালন ক্ষীণতর হয়ে আসে, তাদের মনোবল ভেঙে যায় এবং ক্ষয়ক্ষতিতে কাহিল তাদের শক্ বাহিনীর দম

ফুরিয়ে যায়। জুলাই থেকে নভেম্বরের মধ্যে শত্রুর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বিরাট আকার নেয়ঃ অফিসার ও সৈন্য মিলিয়ে ৭ লক্ষাধিক হতাহত এবং ২ হাজারেরও বেশি ফিল্ডগান ও মর্টার, ১৪০০ জঙ্গী বিমান ও এক হাজারেরও বেশি ট্যাংক বিনষ্ট হয়। এক বিশাল শত্রুবাহিনী স্টালিনগ্রাড অঞ্চলে একটানা ও ক্লান্তিকর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ পায়নি। অপরপক্ষে, সোভিয়েত সৈন্যরা যে শুধু শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছে, তা নয়—তারা স্থির সংকল্প নিয়ে আক্রমণ করার মতো শক্তিও মজুত করেছে এবং পরবর্তী-কালে নিজেদের অনুকূলে শক্তিসাম্য সৃষ্টি করার জন্য রিজার্ভ বাহিনীর সমাবেশ ঘটাবার মতো যথেষ্ট অবকাশও পেয়েছে।

*   *   *

স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে সামরিক অপারেশনের আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ের ফলাফলের সারাংসায় হচ্ছে যে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ডের পক্ষে প্রতিরক্ষা-লড়াইয়ের প্রারম্ভিক পর্বে অবস্থা সত্যিই প্রতিকূল ও সমস্যা-সংকুল ছিল।

শত্রুর আগুয়ান হানাদার দলকে নাজেহাল করতে পারে এবং ভোলগা ও ককেশাসের দিকে শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়াকে রুখতে পারে—এরকম এক রণনৈতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তারই সঙ্গে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী যাতে পাল্টা আক্রমণ শুরু করতে পারে—সেরকম অনুকূল অবস্থা তৈরী করার উপরও জোর দেওয়া হয়।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড এটা ভালভাবেই বুঝতে পেরে-ছিলেন যে নাৎসী বাহিনী ভোলগা রক্ষাব্যূহ ভেদ করেছে এবং তার চেয়েও বড় কথা তারা ভোলগার পূর্ব উপকূলে সেতুমুখ নির্মাণ করেছে। এই ঘটনা এক বিরাট বিপদের সূচনা করেছে। নাৎসী কম্যাণ্ডের মতলব যে স্টালিনগ্রাডকে ভ্যেরমাখটের পরবর্তী অভিযানের উল্লম্ফন মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা—এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয়। স্টালিনগ্রাডে মোতায়েন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব—ককেশাসমুখী আগুয়ান নাৎসী বাহিনীর (এ গ্রুপ) বাম বাহুর সেনাদলের পক্ষে বিপদের কারণস্বরূপ। স্টালিনগ্রাড জয়ের সঙ্গে আবার ভ্যেরমাখট ও হিটলারের ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। জার্মান জেনারেল স্টাফের তৈরী ছক অনুযায়ী স্টালিনগ্রাড জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪২ সালের অভিযান-সূচীর পরিসমাপ্তি ঘটবে। সে কারণে সোভিয়েত জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের নির্দেশ ঃ স্টালিনগ্রাডের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে শেষ মানুষটি জীবিত থাকা পর্যন্ত লড়তে হবে। শত্রুর পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে তাকে নির্মূল করার প্রস্তুতি নিতে হবে।

স্টালিনগ্রাডের দুয়ারে যুদ্ধের এক ঘোর সন্ধিক্ষণে ১৯৪২ সালের ২৮শে জুলাই, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সৈন্যদের উদ্দেশ্যে, ২২৭নং নির্দেশনামায় রণাঙ্গনের পরি-

স্থিত খোলাখুলি বর্ণনা করে আহ্বান জানান : 'এক পাও পিছু হটা চলবে না। এটা হোক সকলের মূল মন্ত্র'। তারপর সব নৈরাশ্য দূরে সরিয়ে বলা হয়, 'আমরা কি শত্রুর আঘাত সামাল দিয়ে তাকে পশ্চিমে হটিয়ে দিতে পারবো? হ্যাঁ পারবো।…'[৯] এই নির্দেশনামা সেই কঠিন সময়ে পার্টি ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু। এই নির্দেশনামায় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মূল প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিত চিহ্নিত হয়েছে।

সমাজতন্ত্রী মাতৃভূমির জন্য সোভিয়েত সেনাবাহিনী কতখানি সাহসের পরিচয় দিতে পারে—স্টালিনগ্রাডের দুর্জয় প্রতিরক্ষার সংগ্রাম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই অসাধারণ নিষ্ঠা ও মনোবলের জোরে সোভিয়েত জনগণ তাদের বহুপ্রতীক্ষিত জয়ের স্বাদ পায় ও শত্রুর ভরাডুবির দিন ঘনিয়ে আনে।

১৯৪১ সালের তুলনায়, সোভিয়েত কম্যাণ্ড এবার অনেক দক্ষতার সঙ্গে ডন ও স্ট্যালিনগ্রাড ফ্রন্টের রণনৈতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করে। শত্রু এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহে ফাটল সৃষ্টি করে ; কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে সোভিয়েত কম্যাণ্ড রণনৈতিক ফ্রণ্টটির পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়। নবগঠিত স্টালিনগ্রাড ফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত রিজার্ভ আর্মির ইউনিটগুলির সুষ্ঠু সমাবেশের মাধ্যমেই এটা সম্পন্ন হয়। এই ফ্রণ্টের বাম বাহুর সঙ্গে যুক্ত সেনাদল নিয়ে গঠিত দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রণ্টের উপর শত্রুর দ্বারা বিপদাপন্ন অঞ্চল এবং বিশেষ করে ডন নদীর বড় বাঁক সংলগ্ন অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।[১০] অক্টোবরের শেষাশেষি, পাল্টা আক্রমণ শুরু করার প্রাক্কালে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের হেড কোয়ার্টার পুনর্গঠিত হয়। এই ফ্রণ্টের আওতায়, স্টালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিম দিকে ডনের উপকূলে মোতায়েন সেনাবাহিনী ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার প্রেরিত রিজার্ভ বাহিনীগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়। স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে এই ফ্রণ্টের অবদান নগণ্য নয় এবং এই ফ্রণ্ট স্টালিনগ্রাড প্রতিরক্ষাবাহিনীর আক্রমণাত্মক অপারেশনের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ বাহিনীগুলির অবস্থান ক্ষেত্রকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। জরুরি প্রস্তুতি উদ্ভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্টালিনগ্রাড অঞ্চলে রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনী পেঁছানোরও ব্যবস্থা ছিল। নভেম্বরের গোড়ার দিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর যুদ্ধ-ক্ষমতা বিশেষ করে গুণগত মানের নিরিখে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। কেবলমাত্র ২৩শে জুলাই থেকে ১লা অক্টোবরের মধ্যেই পঞ্চান্নটি রাইফেল ডিভিসন, সাতটি ট্যাংক কোর, নটি রাইফেল ও তিরিশটি ট্যাংক ব্রিগেড এবং অনেকগুলি বদলী ইউনিট স্টালিনগ্রাড রণক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়। অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে আরো পঁচিশটি রাইফেল ডিভিসন, নটি ক্যাভেলরী ডিভিসন, ছটি ট্যাংক ও যান্ত্রিক কোর এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গোলন্দাজ ইউনিটকে এখানে পাঠানো হয়।

তার ফলে ধারাবাহিকভাবে শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন

পর্যায়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। পাল্টা আক্রমণের জন্য নির্দিষ্ট সৈন্যদল গড়ে তোলা, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা, যে সব অঞ্চলে যুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে সেসব জায়গায় আরও সৈন্য পাঠানোও সবচেয়ে বড় কথা—ফ্রন্টকে স্থিতিশীল করা ও পাল্টা আক্রমণের জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ প্রভৃতি কাজও এখন সহজে সমাধা হয়।

রণনৈতিক সহযোগিতাও কি রকম সৃজনধর্মী হতে পারে—জেনারেল হেড কোয়ার্টার, স্টালিনগ্রাডের প্রতিরক্ষা সংগ্রাম যখন তুঙ্গে তখন উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম রণাঙ্গনে কয়েকটি আঞ্চলিক আক্রমণাত্মক অপারেশন পরিচালনার মাধ্যমে তার প্রমাণ দিয়েছে। তার ফলে, শত্রু তার সেখানকার রিজার্ভ বাহিনীকে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে পাঠাতে পারেনি।

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ১৯৪১ সালের তুলনায় স্টালিনগ্রাডের নিকটবর্তী প্রতিরক্ষা সংগ্রাম অনেকখানি পরিমাণে মজবুত ও গতিময়। তাছাড়া ইতিমধ্যে সেনানায়ক ও সৈন্যদের সংগঠনী দক্ষতা ও বিচারবুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে পরিণতি লাভ করেছে।

গোড়া থেকেই স্টালিনগ্রাডের রক্ষাব্যূহ ১২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত গভীরতা বজায় রেখে নির্মিত হয়। ফলে, তার প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলি গোড়া থেকেই শক্ত-পোক্ত। তাছাড়া, সময়মতো সৈন্য সমাবেশ, শত্রুর আক্রমণ এক নাগাড়ে ঠেকিয়ে দেওয়া এবং অধিকতর দক্ষ রিজার্ভ বাহিনী; বিশেষ করে ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী গোলন্দাজ ইউনিট আমদানী করে ফ্রন্ট ও আর্মির শক্তি বৃদ্ধি করার কাজ প্রভৃতি সহজসাধ্য হয়। আর্মির মধ্যে দ্বিতীয় সারির সেনাবাহিনী গঠনের মাধ্যমে প্রথম সারিকেও যেমন জোরদার করা হয়—তারই সাথে পাল্টা আক্রমণ জোরালো করার ক্ষেত্রও তৈরী করা হয় এবং তার ফলে আত্মরক্ষামূলক তৎপরতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

একদিকে ট্যাঙ্ক কোর প্রমুখ সাঁজোয়া বাহিনীর ব্যাপক হারে নিয়োগ এবং অপরদিকে আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে আর্মি ও ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ পরিচালনা উভয় মিলে প্রতিরক্ষার সংগ্রামকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যায়। এই প্রতিরক্ষাত্মক সংগ্রামের পর্যায়ে সোভিয়েত বাহিনী ফ্রন্ট ভিত্তিতে তিনবার ও আর্মির মাধ্যমে বার বার পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করে। তার ফলে যে বেশ কিছু জায়গা দখল করা গিয়েছে তা নয়—তবে শত্রুর আক্রমণ স্তব্ধ করা সম্ভব হয়েছে। শত্রু স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে আক্রমণাত্মক কার্যক্রম বন্ধ রেখে সাময়িক-ভাবে আত্মরক্ষার ভূমিকা নেয় এবং তার সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে অন্যত্র সাফল্যের আশায় ছুটে যায়। লাভ কিছুই হয় না, শুধু সময় নষ্ট হয় তার। যে কোন উপায়েই হোক শত্রুর অগ্রগতি মন্থর করতে হবে, তার আক্রমণের ধার ও শক্তি ক্ষয় করতে হবে—এটাই ছিল প্রধান বিবেচ্য বিষয় এবং সেটা ভালভাবে

সাধিত হয়। ১৭ই জুলাই পর্যন্ত যেখানে শত্রুর অগ্রগতির হার ছিল দৈনিক তিরিশ কিঃ মিঃ, সেটা কমে গিয়ে, ১৭ই জুলাই থেকে ২২শে জুলাইয়ের মধ্যে দাঁড়ায় দৈনিক বার থেকে পনের কিলোমিটার। যতই দিন যাচ্ছে ততই তার অগ্রগতির হার কমছে এবং শেষ পর্যন্ত নেমে দাঁড়াল ১৯৪১ সালের মস্কো রণাঙ্গনে তার অগ্রগতির তুলনায় চারগুণ কম।

জুলাইয়ের শেষভাগে শত্রু যখন ব্যূহ ভেদ করে ডন নদী লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ৬২ নং ও ৬৪ নং সোভিয়েত আর্মিকে ঘিরে ফেলতে উদ্যত—ঠিক সে সময় স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের প্রতি-আক্রমণটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এই তৎপরতার ফলে শত্রুর আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং তাকে নতুন সৈন্যদল না আসা পর্যন্ত একটানা আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়।

সোভিয়েত বাহিনীর কয়েকটি আঞ্চলিক আক্রমণাত্মক অপারেশনের ফলে শত্রুর কাছ থেকে কিছু হৃত জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই অপারেশনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত স্টালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিমে ডন-অঞ্চলে কয়েকটি সেতুমুখ দখলের অপারেশনটি এবং অক্টোবরে অনুষ্ঠিত লেক এলাকার গিরিসংকট থেকে আটক সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে উদ্ধার করার জন্য, স্টালিনগ্রাডের দক্ষিণে লেক সার্পা অপারেশনটি। শত্রুসেনাগ্রুপের দুই পার্শ্বভাগে সেতুমুখ দখলে আনার ফলে সোভিয়েত শকগ্রুপের সাবলীল গতিবিধি ও পাল্টা আক্রমণ শুরুর ক্ষেত্র তৈরী হয়।

স্টালিনগ্রাডের উত্তরে ভোলগা অঞ্চলে শত্রু সোভিয়েত ব্যূহে যে কীলক প্রবেশ করিয়েছে তাকে অপসারণের জন্য—সেপ্টেম্বরে সম্পাদিত স্থানীয় আক্রমণাত্মক অপারেশনটি বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সতেজ আক্রমণের ফলে শত্রু তার ৬ নং আর্মির একটি বড়ো অংশকে উত্তরে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তার ফলে স্টালিনগ্রাডের উপর শত্রুর চাপ বেশ কিছু পরিমাণে শিথিল হয়।

শত্রুর প্যানজার বাহিনীর হামলার বিরুদ্ধে সোভিয়েতের ট্যাংক বিধ্বংসী ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রণাঙ্গনের যে সব জায়গায় শত্রুর প্যানজার বাহিনীর দাপট বেশি—সে সব জায়গায় তার প্রতিরোধ ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করা হয়। সমগ্র রক্ষাব্যূহ জুড়ে কোম্পানী ও ব্যাটেলিয়ান স্তর পর্যন্ত ট্যাংক বিরোধী ব্যবস্থা বিস্তৃত করা হয় এবং তার ফলে সামগ্রিকভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়মূল হয়। ট্যাংক-বিধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনী ও রিজার্ভ ট্যাংক বাহিনী গঠনের মাধ্যমে শত্রু ট্যাংক ধ্বংস করার ব্যবস্থা পোক্ত হয়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় ট্যাংক প্রতিরোধের কৃত্রিম প্রতিবন্ধক ও মাইন পেতে ট্যাংক রোখার ব্যবস্থা। স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে এভাবে ট্যাংক বিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুশৃংখল হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী যুদ্ধগুলির ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা খুবই কার্যকর হয়।

সৈন্য সমাবেশের ক্ষেত্রে, বড় আকারে দ্বিতীয় সারি ও রিজার্ভ বাহিনী গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষার ব্যবস্থা জোরদার হয়। স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের আওতায় যেসব প্রতিরক্ষা বলয়ে ৬৪ নং ও ৫৭ নং আর্মি নিয়োজিত হয়—প্রতিরক্ষা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে সেখানে কয়েকটি প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়ঃ তিন থেকে পাঁচ কিঃ মিঃ গভীর প্রধান প্রতিরক্ষা বলয়কে নিটোলভাবে নির্মাণ এবং প্রতিরক্ষাব্যূহের অগ্রবর্তী ঘাঁটি থেকে বার বা পনের কিঃ মিঃ দূরে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা বলয় নির্মাণ। যেসব অঞ্চলে রিজার্ভ বাহিনী প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত তাদের ফ্রন্ট লাইন থেকে পনের কুড়ি কিঃ মিঃ দূরে সরিয়ে রাখা হয়। যেসব অঞ্চলে ফ্রন্টের রিজার্ভ বাহিনী অবস্থান করছে এবং সরাসরি ফ্রন্ট লাইনের ক্ষেত্রে রক্ষাব্যূহ যথাক্রমে ৪০ থেকে ৫০ কিঃ মিঃ এবং ৭৫ থেকে ১০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত গভীরভাবে নির্মাণ করা হয়। প্রতিরক্ষার ঘাঁটি-গুলিতে—বিশেষ করে রণকৌশল গতিবলয়ে ব্যাপকভাবে পরিখা খননের ব্যবস্থা হয়। ট্যাঙ্ক পদাতিক বিধ্বংসী মাইন পাতার ব্যবস্থা ফ্রন্টের প্রতি কিলোমিটারে ব্যাপকতর করা হয়। সুতরাং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা এখন শুধু বিচ্ছিন্ন কোন পকেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—সারা রণাঙ্গন জুড়ে সেটাকে মজবুত ও টেকসই আকার দেওয়া হয়েছে।

সেনা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে স্টাফের ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফ্রন্ট ও আর্মি সেনানায়কদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ের বেতার যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়। নিরীক্ষণ ঘাঁটিকে ফ্রন্ট লাইনের আরো কাছে আনা হয়। যেখানে রণাঙ্গন প্রসার লাভ করেছে সেখানে অতিরিক্ত ফ্রন্ট ও আর্মি কম্যান্ড পোস্ট স্থাপিত হয়।

যুদ্ধ বিদ্যার উৎকর্ষের দিক থেকে, মূল প্রতিরক্ষা ব্যূহের ৪০ থেকে ৬০ কিঃমিঃ দূরে, চির নদীর তীর পযন্ত প্রসারিত রণাঙ্গন জুড়ে ৬২ নং আর্মির আগুয়ান ইউনিটগুলির সামরিক তৎপরতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তারা ছ'দিন পর্যন্ত সংখ্যাগুরু শত্রুবাহিনীর হামলা ঠেকিয়ে রাখে এবং তাদের অধিকৃত ঘাঁটি আঁকড়ে থাকে। তাদের হটাবার জন্য শত্রুকে অসময়ে আরো সৈন্য এনে কঠিন লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হয় এবং শত্রুর প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। তার ফলে কিন্তু ৬২ নং আর্মির মূল প্রতিরক্ষাব্যূহের উপর শত্রুর আকস্মিক আক্রমণের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। নাৎসীবাহিনীর আক্রমণের এই অশুভ সূচনার ফলে। ২৩শে জুলাই নাৎসী কম্যান্ড, ৫টি প্যানজার ও মোটর বাহিত ডিভিসনসহ দশ ডিভিসন সৈন্যকে ভরোনেঝ অঞ্চল থেকে এনে ৬নং আর্মির শক্তি বৃদ্ধি ঘটাতে হয়। ৩১শে জুলাই যখন মূল সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে তার জোর লড়াই বাধে—শত্রুকে তখন ককেশাস থেকে স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে ৪নং প্যানজার আর্মিকে সরিয়ে আনতে হয়।

গোলন্দাজ বাহিনীর কাজকর্মে যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। কামানের গোলা সরবরাহ ব্যবস্থাও উন্নততর হয়। প্রতিটি গোলন্দাজ ইউনিটকে আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি গোলা সরবরাহের ফলে গোলন্দাজ ইউনিটগুলি আরো নিবিড়ভাবে গোলা-বর্ষণ করতে পারছে। জুলাই মাসে যেখানে প্রতি কিলোমিটারে পনের থেকে পঁচিশটি ফিল্ডগান নিয়োজিত হয়—সেক্ষেত্রে স্টালিনগ্রাড যুদ্ধের প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে প্রতি কিলোমিটারে চল্লিশটি কামান থেকে গোলা দাগা হতে থাকে। পদাতিক বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য দূর পাল্লার কামান ব্যবহার ছাড়াও ফ্রন্ট ও আর্মি ভিত্তিক পৃথক গোলন্দাজ গ্রুপ গঠিত হয়। সমগ্র গোলন্দাজ বাহিনীর শক্তিকে ফ্রন্ট সেনানায়কের অধীনে কেন্দ্রীভূত করা হয়। তার ফলে প্রয়োজন মতো গোলন্দাজ বাহিনীর শক্তিকে রণাঙ্গনের কোন একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিবদ্ধ করা সহজ হয় এবং এমন কি ফ্রন্টে কিলোমিটার পিছু একশটা পর্যন্ত ফিল্ডগানকে কাজে লাগিয়ে প্রবল ও নিবিড়ভাবে গোলাবর্ষণ সম্ভব হয়।

পদাতিক বাহিনীকে আকাশপথে পাহারাদানের ক্ষেত্রে জঙ্গী বিমানবাহিনীর ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ফলে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় সাধনের সমস্যাটা বড় হয়ে দেখা দিল। তাই সম্মুখ সারির প্রতিটি রাইফেল ইউনিটের সঙ্গে বিমান বাহিনীর যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য একজন করে যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসার নিযুক্ত হয়।

প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের কৌশলগত দিকটার উন্নতি সাধন করা হয়। বার বার পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে আর্মির সেনাদল পুরোপুরি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়। পাল্টা আক্রমণের ফলে যে শুধু শত্রুর আক্রমণের ধার কমে যায় তা নয়, তারই সঙ্গে অনবরত প্রতিরক্ষা সংগ্রামে রত সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক শক্তিও বৃদ্ধি পায়। রাইফেল-ধারী বাহিনীর বিন্যাসেও গভীরতা আনা হয় তার ফলে মূল রক্ষাব্যূহের আওতায় আরও নতুন ঘাঁটি স্থাপনায় ভিত্তি তৈরী হয়। ফ্রন্ট বরাবর গভীর ট্রেঞ্চ খননের ব্যবস্থা রক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি হওয়াতে সমগ্র রক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ়মূল হয়। তার ফলে, পদাতিক বাহিনীর সাবলীল গতিবিধি সহজ হয়ে ওঠে—তাদের হতাহতের সংখ্যাও কমে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

রাত্রির অন্ধকারে কি করে যুদ্ধ করতে হয় তাও সোভিয়েত বাহিনী আয়ত্ত করে। রাস্তার লড়াইয়ে, বড় শহরের ক্ষেত্রে কিভাবে সেনাবাহিনীর সমস্ত বিভাগের অংশগ্রহণ সম্ভব হয় সে বিষয়ে সংগঠনগত দক্ষতা সোভিয়েত বাহিনী অর্জন করে। প্রতিরক্ষার সংগ্রামে নতুন কৌশলগত ইউনিট হিসাবে শক্ গ্রুপের সৃষ্টি হয় এবং তার অপারেশনগত কৌশল প্রভৃতি বিশদভাবে নির্ধারিত হয়।

৩। যুদ্ধের মোড় ফেরার চূড়ান্ত মুহূর্তে

স্টালিনগ্রাডের কাছাকাছি ব্যাপক আকারে পাল্টা আক্রমণ শুরু করার প্রশ্নটি ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সঠিকভাবে বলতে গেলে ১২ই সেপ্টেম্বরই প্রথম জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড বিবেচনা করতে বসলেন—যখন ঠিক সেই মুহূর্তে কঠিন আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম চলেছে সেখানে। নাৎসীবাহিনী ইতিমধ্যে ভোলগা পর্যন্ত এসে গিয়েছে এবং স্টালিনগ্রাডের উপর তাদের হামলা শুরু হয়ে গিয়েছে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কামান উপদ্বীপ থেকে সরে গিয়েছে এবং শত্রুবাহিনী ককেশাসের উত্তরাঞ্চলে গ্রোঝনি ও বাকু লক্ষ্য করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। সেই সময় সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে এই কঠিন অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য জে. ভি. স্টালিন, জি. কে. ঝুকভ ও এ. এম. ভ্যাসিলি-ভস্কি—পাল্টা আক্রমণ শুরু করার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন। কোন্ জায়গায় প্রথম আক্রমণ হেনে, সোভিয়েত ভূমি থেকে নাৎসী হানাদারদের উৎখাত করার জন্যে গোটা ফ্রণ্ট জুড়ে সার্মগ্রিক আক্রমণের সূচনা করা হবে—তা নিয়ে তাঁরা পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেন।

মজার কথা হচ্ছে, যেদিন বসে সোভিয়েত সামরিক নেতারা স্টালিন রণাঙ্গনে পাল্টা আক্রমণের ছক তৈরী করা স্থির করলেন—সেদিনই জার্মান হাই কম্যাণ্ডের সদর দপ্তরে (OKW) আহূত এক বৈঠকে ফুরার তাঁর জেনারেলদের জানাচ্ছেন যে রুশদের শক্তি নিঃশেষিত। ভ্যেরমাখ্‌টকে বিপদে ফেলার মতো বড় আকারের কোন পাল্টা আক্রমণ চালাবার সামর্থ্য তাদের নেই।···

ইতিহাস কিন্তু এই হতভাগ্য ভবিষ্যদবক্তার প্রতি সত্যিই নির্দয়।

সোভিয়েত কম্যাণ্ড কেন তাঁদের ১৯৪২—১৯৪৩-এর শীতকালীন অভিযানের প্রধান আক্রমণ-স্থল হিসাবে স্টালিনগ্রাডকে বেছে নিলেন ?

তার কারণ আঘাত হানার পক্ষে স্টালিনগ্রাডের পরিস্থিতি তখন সবচেয়ে অনুকূল। শত অসুবিধা সত্ত্বেও স্টালিনগ্রাডের প্রতিরক্ষাবাহিনী দৃঢ়তা সহকারে রুখে দাঁড়িয়ে ভ্যেরমাখ্‌টের বাছাই করা বাহিনীকে সেখানে আটকে দিয়েছে এবং তার সেরা অংশকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। নাৎসী কম্যাণ্ড সমস্ত রিজার্ভ বাহিনী সেখানে উজাড় করে দিয়ে তার ব্যূহের পার্শ্বভাগকে দুর্বল করে ফেলেছে এবং সেখানে রুমেনীয় বাহিনীকে মোতায়েন রেখেছে।

নাৎসী সেনা গ্রুপের যে মূল বাহিনীটি অন্ধের মতো যুদ্ধ করে চলেছে তার পার্শ্বভাগে আক্রমণ হানাটা সমীচীন বলে স্থির করলেন সোভিয়েত কম্যাণ্ড। ছুরি চালানোর মত তার ব্যূহকে ভেদ করে দুদিক থেকে চক্রাকারে অভিযান চালিয়ে স্টালিন রণাঙ্গনে শত্রু সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলে উৎসাদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফ্রণ্ট লাইনে সমবেত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এধরনের আক্রমণোপ-যোগী অবস্থান লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়।

এটাই সব নয়। স্টালিন রণাঙ্গনে শত্রু সেনার উৎসাদনের সঙ্গে সঙ্গে রোস্তভ ও ডনবাসের দিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে। তার ফলে যে শুধু গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলগুলি শত্রু-কবলমুক্ত হবে তা নয়, ককেশাসে যুদ্ধরত নাৎসীবাহিনীর পিছু হটার রাস্তাটি বন্ধ করাও সহজ হবে। কারণ ককেশাসগামী রাস্তাটি রোস্তভের উপর দিয়ে গিয়েছে।

একদিকে যখন পাল্টা-আক্রমণের ছক তৈরী হচ্ছে, অন্যদিকে তখন সঙ্গোপনে রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীর সমাবেশ ঘটান চলছে এবং অস্ত্রশস্ত্র, জ্বালানি ও রসদ এনে জড়ো করা হচ্ছে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড, জেনারেল স্টাফ, ফ্রণ্ট কম্যাণ্ড ও তার স্টাফ প্রভৃতি সবাই মিলে স্টালিনগ্রাডের রণনৈতিক আক্রমণের এক সৃজনধর্মী পরিকল্পনা সৃষ্টি করেন। তার সাঙ্কেতিক নাম হল উরান। নির্ধারিত সময়সূচী নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার যাবতীয় প্রস্তুতি মোটামুটিভাবে সম্পন্ন হয়।

প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে সোভিয়েত কম্যাণ্ড, সেনাবাহিনীর যুদ্ধক্ষমতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করেন। সেনাবাহিনীর হাতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ তুলে দেওয়া হয় এবং তার সংগঠনকে ঢেলে সাজিয়ে তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা হয়। এসবের ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর যুদ্ধক্ষমতা উন্নীত হয়।

পাল্টা আক্রমণ শুরু করার আগে স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনের সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে মিশ্র ট্যাঙ্ক আর্মি, ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক কোর, ভেদশক্তিসম্পন্ন গোলন্দাজ ডিভিসন, বিমান আর্মি এবং এক ধরনের বিশিষ্ট বিমান ডিভিসন ও কোর প্রভৃতি নতুন বাহিনী যুক্ত করা হয়।

গতিশীল রিজার্ভ বাহিনী হিসাবে একটি পৃথক যান্ত্রিক বাহিনীর ব্রিগেডকে আর্মির সেনানায়কদের হেফাজতে মজুত রাখা হয়।

লক্ষ্যাভিমুখী অগ্রসর আক্রমণকারী সেনাদলের সাফল্যকে বিস্তৃততর করার জন্য ফ্রণ্ট ও আর্মির প্রধান শক্তি হবে ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক বাহিনী। তারা তখনই কাজে নামবে যখন অগ্রসরমান সেনাবাহিনী শত্রুর প্রধান রক্ষাব্যূহ ভেদ করেছে এবং পদাতিক বাহিনী শত্রুর গোলন্দাজ-ঘাঁটি পর্যন্ত পেঁাছে গিয়েছে।

১৯৪২ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের ৮নং ইতালীয় ৩নং ও ৪নং রুমেনীয় আর্মি এবং ৬নং ও ৪নং জার্মান প্যানজার আর্মি। তাদের নিয়ে আর্মি গ্রুপ-বি গঠিত। স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে অগ্রসরমান শত্রুর সেনা-গ্রুপটি চল্লিশটি পদাতিক, আটটি ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত ডিভিসনটি নিয়ে গঠিত। শত্রুবাহিনীর বেশির ভাগটাই আক্রমণের প্রথম সারিতে মোতায়েন এবং শত্রুর হাতে মাত্র ছয় ডিভিসন সৈন্য রিজার্ভ হিসাবে মজুত। স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে শত্রু মোট দশ লক্ষ পদাতিক, দশ

হাজারেরও বেশী ফিল্ডগান ও মর্টার, ৬৭৫টি ট্যাংক ও ১২০০টি যুদ্ধবিমান নিযুক্ত করেছে।

সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের বেশির ভাগ সেক্টরে বিশেষ করে রক্ষা-ব্যূহের পার্শ্বভাগে শত্রুবাহিনী রক্ষণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে। স্টালিনগ্রাডেই শুধু ৬নং ও ৪নং প্যানজার আর্মির মাধ্যমে শত্রু শহর দখলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে। আর্মির শক্ গ্রুপের পার্শ্বভাগ রক্ষা করছে রুমেনীয় ও ইতালীয় সৈন্যবাহিনী যাদের রণকুশলতা জার্মানদের তুলনায় নিম্ন মানের।

শত্রুর রণকৌশলগত রক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র পাঁচ থেকে আট কিঃ মিঃ গভীর এক বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

১৯৪২ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে তিনটি ফ্রন্টে সংহত করা হয়ঃ জেনারেল এন. এফ. ভাতুনিন পরিচালিত দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট, জেনারেল কে কে. রকসোভস্কি পরিচালিত ডন ফ্রন্ট এবং জেনারেল এ. আই. ইয়েরেমেঙ্কো পরিচালিত স্টালিনগ্রাড ফ্রন্ট।

২৫০ কিঃ মিঃ ব্যাপী অঞ্চলে সক্রিয় ১নং গার্ড, ৫নং ট্যাংক ও ২১নং আর্মির সেনাবাহিনী নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টটি গঠিত হয়। তাদের সহায়তার জন্য ১৭ নং বিমান আর্মি নিযুক্ত হয়।

১৫০ কিঃ মিঃ ব্যাপী এলাকায় সক্রিয় ৬৫ নং, ২৪ নং, ৬৬ নং আর্মি ও ১৬নং বিমান আর্মি নিয়ে ডন ফ্রন্ট গঠিত।

২৫০ কিঃ মিঃ ব্যাপী অঞ্চলে সক্রিয় ৬২ নং, ৬৪নং, ৫৭নং, ৫১ নং আর্মি ৮নং বিমান আর্মির সেনাদল নিয়ে স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টটি গঠিত। তাছাড়া এই ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত ২৮ নং আর্মির উপর আস্ত্রাখান অঞ্চলের রক্ষাব্যবস্থারও দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

দশ লক্ষের সামান্য একটু বেশি সংখ্যক পদাতিক, তের হাজার পাঁচশ ফিল্ডগান ও মর্টার, ৮৯৪টি ট্যাংক ও স্বয়ংক্রিয় কামান এবং ১৪০০ যুদ্ধ বিমান—এই হল স্টালিন রণাঙ্গনে সোভিয়েতের মোট সামরিক শক্তি।

যেহেতু সামরিক শক্তিতে উভয় পক্ষই সমান, তাই সোভিয়েত কম্যান্ডকে কয়েকটা বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হলঃ আক্রমণ শুরু করার আগে নিটোল সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও অবাধ সরবরাহ ব্যবস্থার গ্যারাণ্টি এবং প্রধান আক্রমণ হানার জন্য নির্ধারিত আর্মি ও ফ্রন্টের সৈন্যশক্তির প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য দক্ষতা সহকারে সেনা সমাবেশ। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সোভিয়েত কম্যাণ্ডের ধারণায়—জয় সুনিশ্চত। রণাঙ্গনের পরিস্থিতি তাঁদের ধারণায়, শত্রু-সৈন্যদের পরিবেষ্টিত করার পক্ষে অনুকূল; তাছাড়া ডন নদীর দক্ষিণ তীরের সেতুমুখগুলি সোভিয়েত সেনাদের দখলে থাকায় সেখান থেকে শত্রুব্যূহের পার্শ্বভাগ ও পশ্চাদ-ভাগের উপর অনায়াসে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।

শত্রু সৈন্যগ্রুপকে বিধ্বস্ত করার জন্য দ্রুততার সঙ্গে পরিবেষ্টনমূলক আক্রমণের পথ বেছে নেওয়া হয়।

শত্রুর মূল বাহিনীকে স্টালিনগ্রাডে নিবদ্ধ রেখে, কালাচ রণাঙ্গনে শত্রুব্যূহের পার্শ্বভাগের উপর জোরালো আক্রমণ হানা হবে। শত্রুর সেনাগ্রুপের অপারেশনরত পশ্চাদভাগের ব্যূহে প্রবেশ করে তাকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করতে হবে। এই পদক্ষেপগুলির কার্যকারিতার উপর সমগ্র অপারেশনের পরিণাম নির্ভরশীল।

রুমেনীয় ৩নং আর্মি'র সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করে গতিশীল ইউনিট সহ দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট কালাচ পর্যন্ত এগিয়ে আসবে এবং তারপর স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের সঙ্গে একযোগে স্টালিনগ্রাডের মূল নাৎসী বাহিনীকে ঘিরে ফেলবে। কালাচের মূল রণাঙ্গনে, সোভিয়েতের ৫নং ট্যাঙ্ক আর্মি ও ২১নং আর্মি মোক্ষম আঘাতটি হানবে। চির নদী পর্যন্ত পেঁছে আবেষ্টনীর বাইরের চক্রটি গড়ে তোলার জন্যে, বোকোভস্কায়া রণাঙ্গনে ১নং গার্ড আর্মি'র সেনাদল দ্বিতীয় পর্যায়ের আঘাতটি হানবে। ১নং গার্ড আর্মি'র সক্রিয় অংশটি এক সারি বিশিষ্ট সৈন্যদল নিয়ে গঠিত হবে ; ৫নং ট্যাঙ্ক ও ২১নং আর্মি—দুই সারিবিশিষ্ট হবে এবং তা ছাড়া পরবর্তী ধাপে অপারেশনের সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সারিবদ্ধ আকারে আরও সেনাদল মজুত থাকবে।

একটি মাত্র সারিতে সমাবেশিত ডন ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী ভার্তিয়াচি রণাঙ্গনে চক্রাকারে আক্রমণ শুরু করে—ডন নদীর ছোট বাঁকের কাছাকাছি জায়গায় শত্রু সেনাগ্রুপকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করার জন্য উদ্যোগী হবে।

৬নং রুমেনীয় আর্মি কোরকে উৎসাদিত করে কালাচের দিকে মূল আক্রমণ পরিচালনা করা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর সঙ্গে একযোগে স্টালিন-গ্রাড রণাঙ্গনের মূল শত্রুবাহিনীকে ঘিরে ফেলাই হবে স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের মুখ্য লক্ষ্য। কালাচের দিকে প্রধান আক্রমণ হানবে হ্রদ অঞ্চলের গিরি সংকটের কাছা-কাছি অবস্থান থেকে ৫৭ নং আর্মি'র একাংশ, ১৩নং ও ৪নং যান্ত্রিক কোর এবং ৫১নং আর্মি'র বাম পার্শ্ববর্তী সেনাদল। স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর একাংশ আবগারোভার দিকে এগিয়ে গিয়ে আবেষ্টনীর বহির্বলয় রচনা করবে। ফ্রন্ট ও আর্মি দুটির শক্ গ্রুপের অপারেশনমূলক সংগঠনটি হবে এক সারি বিশিষ্ট সেনাদল নিয়ে গঠিত। তাছাড়া আর্মিগুলির হাতে—অপারেশনের সাফল্যকে বিস্তৃত করার জন্য আরো সৈন্য সারিবদ্ধভাবে মজুত থাকবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম ও ডন ফ্রন্ট পরিচালিত পাল্টা আক্রমণ শুরু হবে ১৯শে নভেম্বর এবং স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের অপারেশনের গভীরতা যেহেতু কম—তাই এই ফ্রন্টের সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করবে ১৯৪২ সালের ২০শে নভেম্বর।

অপারেশনের ছকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফ্রন্টের সমাবেশের পুনর্বিন্যাস সাধিত হয় অতি সঙ্গোপনে। তার ফলে রণাঙ্গনের যে অংশে প্রধান আক্রমণ হানা হবে—সেই

অংশে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দুই-তিন গুণ সংখ্যাগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জরুরি কর্তব্য সম্পাদন অর্থাৎ শত্রু সেনাগ্রুপকে ঘিরে ফেলার ভার পড়ল দক্ষিণ-পশ্চিম ও স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক ইউনিটগুলির উপর। তারা স্টালিনগ্রাডে সমাবেশিত শত্রুর প্রধান গ্রুপের চারপাশের বেষ্টনীকে আঁটসাট করার জন্যে দুদিক থেকে চক্রাকারে এগিয়ে যাবে।

রণাঙ্গনের যে অঞ্চলে প্রধান আক্রমণ হানা হবে সেখানে প্রতি কিলোমিটারের জন্য ৭০টি ফিল্ডগান ও মর্টার বরাদ্দ করা হয়। আক্রমণ শুরুর আগে আশি মিনিট ধরে নিবিড় গোলাবর্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আক্রমণকারী সেনাবাহিনী যখন শত্রু রক্ষাব্যূহের গভীরে গিয়ে যুদ্ধ করবে—তখন গোলন্দাজবাহিনীকে ধারাবাহিক ও কেন্দ্রীভূত গোলাবর্ষণের মাধ্যমে তাদের সহায়তা করতে হবে। কামানের সংখ্যা কম হওয়ার ফলে, অগ্রসরমান সেনাবাহিনীর পুরোভাগে চলমান কামান শ্রেণী থেকে গোলাবর্ষণের বেড়াজাল সৃষ্টি করা সম্ভব হল না।

অপারেশনের ছক অনুযায়ী, ট্যাঙ্ক বাহিনীর অপারেশনের প্রথম দিনের দ্বিতীয়ার্ধে সক্রিয় ভূমিকা নেবার কথা।

ফ্রন্টের সেনাবাহিনী যে সব অঞ্চলে প্রধান আক্রমণ হানবে—সেসব জায়গায় ব্যাপকভাবে বিমানবাহিনীকে কাজে লাগানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। গোলা-গুলি নিক্ষেপকারী বিমানগুলির ছোট ছোট দল, জঙ্গী বিমানের রক্ষণাধীনে ট্যাঙ্ক বহরের পাহারাদার হিসাবে কাজ করবে এবং শত্রুব্যূহের ফাটলকে আরো প্রসারিত করে—সেনাবাহিনীর অগ্রগতির সহায়ক হবে।

১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত চলল—রিজার্ভবাহিনী জড়ো করা, ব্যাপক হারে সৈন্য-বাহিনীর পুনর্বিন্যাস সাধন ও সেনাবাহিনীকে আক্রমণোপযোগী করে তোলার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে আকাশে চলতে থাকে, শত্রুবিমানের সঙ্গে সোভিয়েত বিমানের প্রাধান্য অর্জনের লড়াই। সাধারণভাবে রেল পরিবহনের অপ্রতুল ব্যবস্থা ও যে সব অঞ্চলে সেনাবাহিনীর শক্ গ্রুপকে জড়ো করা হবে—সেখানে বিশেষ করে রেল পরিবহনের ক্ষমতা এত কম যে সৈন্য সমাবেশ প্রক্রিয়া তার ফলে বেশ জটিল হয়ে দাঁড়াল। তার উপর লুফতভাফের বিমানবাহিনীর অনবরত আক্রমণ-পরিস্থিতিকে আরো ঘোরালো করে তোলে। তখন সোভিয়েত কম্যান্ড, সৈন্য সমাবেশের নির্ধারিত এলাকা থেকে প্রায় দুশ কিঃ মিঃ দূরে সেনা-বাহিনীকে ট্রেন থেকে নামাতে বাধ্য হন। তখন শরতকাল। পথঘাট নরম কাদায় ডুবে রয়েছে। ফলে, ভোলগা ও ডন নদী অতিক্রম করে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে মার্চ করতে বেশ বেগ পেতে হয়।

পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ঠিক সময় মতো রসদ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতির আর একটি প্রয়োজনীয় দিক হিসাবে

ইউনিটের সদর দপ্তরে বিশেষ মহড়া আয়োজিত হয়। সেই মহড়ায় রণাঙ্গনের ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে সেনাবাহিনীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটানোর জন্য—মানচিত্র, বালির বস্তা ও মাঠময় দৌড়াদৌড়ির মাধ্যমে কৃত্রিম যুদ্ধের পরিবেশ রচিত হয়। শত্রুর ব্যূহভেদের জন্য নির্ধারিত বাহিনীর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মহড়া আয়োজিত হয়। সেই মহড়ার সময় সংশ্লিষ্ট পদাতিক, গোলন্দাজ বাহিনী, ট্যাঙ্ক ও বিমান-বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সাধনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

আকস্মিক আক্রমণের চমক সৃষ্টির জন্য আক্রমণের প্রস্তুতিপর্বে অনেক কিছু করা হয়। একথা মনে রেখে ফ্রন্ট লাইনের তিরিশ থেকে ষাট কিঃ মিঃ দূরে প্রকৃষ্ট ছদ্মাবরণের আড়ালে রিজার্ভ বাহিনীকে জড়ো করার ব্যবস্থা করা হয়। সৈন্যবাহিনীর চলাচল শুধু রাত্রিবেলাতেই ঘটবে। ৭ই নভেম্বর থেকে ১৮ই নভেম্বরের মধ্যে সেনাবাহিনী তার প্রাথমিক পর্যায়ের অবস্থান ক্ষেত্রে চলে গেল এবং যাদের জায়গায় গেল—তারা ঘাঁটি ছেড়ে চলে এল। পাল্টা আক্রমণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত সব রকম বেতার যোগাযোগ পুরোপুরি নিষিদ্ধ হল। প্রস্তুতিমূলক কারিগরি কাজকর্ম রাত্রির অন্ধকারেই সারা হল।

অপারেশন উরাণ

মূল সেনাবাহিনীর আসল আক্রমণ শুরু হওয়ার দুদিন আগে, ১৭ই নভেম্বর, শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শক্তি পরখ করার জন্য পরীক্ষামূলক আক্রমণ চালানো হয়। এই কাজের জন্যে ডিভিসনগুলি থেকে প্রথম সারির বিশেষ শক্তিসম্পন্ন রাইফেল কোম্পানীগুলিকে বাছাই করা হয়। তারা গোলন্দাজবাহিনীর প্রহরাধীনে প্রশস্ত রণাঙ্গন জুড়ে একযোগে আক্রমণ শুরু করে; এবং শত্রুর অগ্রবর্তী ঘাঁটি-গুলিকে উড়িয়ে দিয়ে তার প্রধান প্রতিরক্ষা বলয়ের পুরোভাগ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। এটা সম্ভব হয়েছে যেহেতু সোভিয়েত কম্যাণ্ডের কাছে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ছবিটি ছিল পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত। তার ফলে সেনাবাহিনীর তৎপরতা ও বিশেষ করে গোলন্দাজ ইউনিটের কার্যক্রমকে বিশদভাবে নির্ধারিত করা সম্ভবপর হয় এবং শত্রুব্যূহ ভেদের প্রচেষ্টাও সেজন্যে বাস্তবায়িত হয়।

অতএব ১৯শে নভেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সেনাবাহিনী প্রবল গোলাবর্ষণের পর আক্রমণে এগিয়ে গেল। খারাপ আবহাওয়ার দরুন পরিকল্পিত বিমান আক্রমণ আর চালানো সম্ভব হল না।

৫নং ট্যাঙ্ক ও ২১নং আর্মির শকগ্রুপের প্রথম সারির রাইফেল ডিভিসনগুলি সকাল আটটা পঞ্চাশ মিনিটের সময়, গোলন্দাজবাহিনী ও ট্যাঙ্কের সহায়তায় শত্রুর ঘাঁটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের পুরোভাগে চিড় ধরায়। তারা শত্রুব্যূহের রণকৌশলগত পশ্চাদভাগের নানা অঞ্চলে যুদ্ধ ছড়িয়ে দেয়। দিনের প্রথমভাগের আক্রমণের গতি কিছুটা মন্থর; কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে

৫নং ট্যাঙ্ক ও ২১নং আর্মির নতুন সেনাদল যুদ্ধে নেমে শত্রুব্যূহের ফাটলকে আরো সম্প্রসারিত করে এবং আক্রমণকে জোরালো করে। ট্যাঙ্ক কোরের প্রথম সারির ট্যাঙ্ক ব্রিগেড এসে শত্রুর রক্ষাব্যূহের মূল অঞ্চলের ভাঙন দ্রুততর করে। ট্যাঙ্ক বাহিনীর হামলার ফলে শত্রু যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে মূল রক্ষাব্যূহের আওতায় শত্রুকে দ্রুত পরাজিত করে অপারেশন চালাবার মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করা। ট্যাঙ্ক বাহিনীর প্রবল আক্রমণে শত্রু দিশেহারা এবং প্রধান রক্ষাব্যূহে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়।

দুপুর বেলা ১নং, ২৬নং ও ৪নং ট্যাঙ্ক কোর শত্রুব্যূহের উন্মুক্ত অঞ্চল দিয়ে দ্রুত দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের অনুসরণ করে এগিয়ে আসে রাইফেলধারী পদাতিক বাহিনী এবং তাদের হাতে বিভিন্ন শত্রু-বাহিনী গ্রুপ-প্রতিরোধ করতে গিয়ে কচুকাটা হয়।

ট্যাঙ্ক কোরের দ্রুত অগ্রগতির ফলে শত্রুবাহিনীর সুশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অনুসরণকারী সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে শত্রু ভারী ভারী সামরিক সাজসরঞ্জাম ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে থাকে।

২৬নং ট্যাঙ্ক কোরের সৈন্যদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে পায়ে হেঁটে ডন অতিক্রম করে রেলওয়ে জংশন শহর কালাচ অধিকার এবং খুতোর বেরেঝোভস্কিতে অবস্থিত ডন নদীর একমাত্র অবশিষ্ট পারঘাটাটিকে শত্রুর সম্ভাব্য সাবোতাজ প্রচেষ্টা থেকে রক্ষা করা।

ট্যাঙ্কের সহায়তাপুষ্ট দুটি মোটর বাহিত রাইফেল কোম্পানী নিয়ে গঠিত আগুয়ান বাহিনীর উপর পারঘাটা দখলের ভার পড়ল। চাতুরীর সাহায্যে শত্রু-ব্যূহের পাশ কাটিয়ে, তারা সারা রাস্তা মোটর হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করে ২২শে নভেম্বর ভোরে এসে অকুস্থলে পেঁছায়। তারা অনায়াসেই জায়গাটা দখল করে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে জায়গাটা ধরে রাখে। বিকেল পাঁচটায় একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ডন নদীর তীরে এসে আগুয়ান বাহিনীটির সঙ্গে মিলিত হয়। পরের দিন সকালে মূল বাহিনীটি পারঘাটায় এসে পেঁছয় এবং আক্রমণ অব্যাহত রাখে। তারা বেলা দুটোয় কালাচ অধিকার করে স্টালিনগ্রাডের শত্রু সেনাগ্রুপের পশ্চিম দিকে সরে পড়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয়। ফ্রণ্টের অন্যান্য বাহিনীগুলি এই সাফল্যকে কাজে লাগায়। এভাবে ২২শে নভেম্বর ৪নং ট্যাঙ্ক কোর অধিকৃত পারঘাটা দিয়ে নদী পার হয়ে ডনের পূর্বতীরে চলে আসে এবং বিকেল চারটেয় সোভিয়েৎস্কি অঞ্চলে গিয়ে পেঁছয়। সেখানে স্টালিনগ্রাড ফ্রণ্টের ৪নং যান্ত্রিক কোরের সঙ্গে তাদের সংযোগ ঘটে। এই অপারেশনের ফলে স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে শত্রুবাহিনীকে ঘিরে ফেলার কাজ সম্পূর্ণ হয়। একই সঙ্গে রাসপোপিনস্কী এলাকায় ৪নং ও ৫নং রুমেনীয় আর্মি কোরকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী পরিবেষ্টিত করে।

২৩-২৫শে নভেম্বর, ৫নং ট্যাংক আর্মি ও ৮নং ক্যাভেলরী কোর চির নদী পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে সেখানে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি বানিয়ে অবস্থান করতে থাকে। তার ফলে পরিবৃত শত্রুবাহিনীর আবেষ্টনীর একটি বহির্বলয়ও সৃষ্টি হয়।

২০শে নভেম্বর নিবিড় কুয়াশার জন্য স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের সেনাবাহিনী একযোগে আক্রমণে নামতে পারেনি। কিন্তু ৫৭নং ও ৫১ নং আর্মির রাইফেল ডিভিসনের সতেজ হামলার ফলে শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা বলয় বিদীর্ণ হয় এবং দিনের শেষে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ৮ থেকে ১০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। বিকেল চারটে নাগাদ, ৫৭নং আর্মি সৃষ্ট ফাটলের মধ্য দিয়ে ১৩নং যান্ত্রিক কোর ও ৫১নং আর্মি সৃষ্ট ফাটলের মধ্য দিয়ে ৪নং যান্ত্রিক কোর এগিয়ে চলে। তাকে অনুসরণ করে রাত্রি আটটায় ৪নং ক্যাভেলরী কোর আবগানেরভোর দিকে এগিয়ে যায়। তার উদ্দেশ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে সম্ভাব্য শত্রুর আক্রমণ থেকে ৪নং যান্ত্রিক বাহিনীকে রক্ষা করা।

শত্রুর তরফ থেকে বিশেষ বাধা না পেয়ে ৪নং যান্ত্রিক কোর শত্রুর চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে এবং পলায়নপর শত্রুবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে। ২২শে নভেম্বর দুপুরে দ্রুত অগ্রসর হয়ে ৪নং যান্ত্রিক কোর সোভিয়েৎস্কি মুক্ত করে এবং সেখানে প্রতিবেশী ফ্রন্ট বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ৪নং ট্যাংক কোরের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটে। পরবর্তী দুদিন ধরে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসরমান শত্রুর ট্যাংক ও পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে তাদের জোর লড়াই চলে।

অতএব ২৩শে নভেম্বর স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের সেনাবাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য স্টালিনগ্রাডের দক্ষিণে অবস্থিত এক এলাকা থেকে আক্রমণ চালিয়ে কালাচের পূর্বদিকের বেষ্টনীর অন্তর্বলয়টি নিশ্ছিদ্র করে।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আক্রমণ ছড়িয়ে দিয়ে ৫১নং আর্মি ও ৪নং ক্যাভেলরী কোর ২৩শে নভেম্বরের মধ্যে আকসাই নদী পর্যন্ত ও ৩রা ডিসেম্বরের মধ্যে কোটেলনিকভোর দুয়ারে এসে পৌঁছে। তার ফলে আবেষ্টনীর বহির্বলয়ের পরিধি আরো প্রায় একশ কিঃ মিঃ বৃদ্ধি পায়। ফ্রন্ট শকগ্রুপের তৎপরতা ভালভাবেই সম্পাদিত হয়।

ডন ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর আক্রমণও আলাদাভাবে শুরু হয়। ১৯শে নভেম্বর, ৬৫ নং আর্মির শকগ্রুপ দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের ২১নং আর্মির সাফল্যের সুযোগে শত্রুর রক্ষাব্যূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু ২৩শে নভেম্বরের মধ্যেও শত্রুকে পুরোপুরি ঘিরতে পারেনি। তারা শুধু ডন নদীর অপর পারের শত্রু সেনাগ্রুপকে বাম পাশ থেকে ও পিছন থেকে ঘিরে ফেলতে সমর্থ হয়। নাৎসী কম্যান্ড অতএব তার সেনাবাহিনীর একাংশকে ডন নদী পার করে সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। এবং স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে নিজেদের বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্যে আরো সৈন্য পাঠায়।

অতএব প্রতি-আক্রমণ পরিকল্পনার প্রথম অংশ বেশ ভালভাবে সফল হয়। স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে মূল শত্রুবাহিনী পরিবেষ্টিত হয়েছে—এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রণাঙ্গনের মূল উদ্যোগ সোভিয়েত কম্যাণ্ডের হাতে চলে এসেছে এবং শত্রুবাহিনীর অস্তিত্ব অনেকটা পরিমাণে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভরশীল।

২৪শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী এক-দিকে আবেষ্টনীর বহির্বলয়ের পরিধিকে আরো প্রসারিত করে এবং আর একদিকে অন্তর্বলয়ের পরিধিকে সংকুচিত করে পরিবেষ্টিত শত্রুবাহিনীকে দুর্বলতর করার জন্য আক্রমণ চালায়। ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে পরিবেষ্টিত শত্রুবাহিনীর অবস্থান ক্ষেত্রটির আয়তন সংকুচিত হয়ে অর্ধাংশে পরিণত হয়। বাইশটি ডিভিসন নিয়ে গঠিত ৬নং ফিল্ড ও ৪নং প্যানজার আর্মি দুটির তিন লক্ষ সৈন্য ১৫০০ বর্গ কিলোমিটার বিশিষ্ট কটাহের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

অবরুদ্ধ শত্রু সৈন্যদের টুকরো টুকরো করে উৎসাদন করার জন্যে ডিসেম্বরের গোড়ায় সোভিয়েত সেনাবাহিনী এক অভিযান শুরু করে। কিন্তু সৈনা সংখ্যা কম পড়ার ফলে আক্রমণ দানা বাঁধে না এবং লক্ষ্য অপূর্ণ থাকে। সেকারণে সোভিয়েত কম্যাণ্ড একই উদ্দেশ্য নিয়ে আরো জোরদার অভিযানের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কিন্তু আবেষ্টনীর বহির্বলয়ে ঘনায়মান পরিস্থিতির জন্য এই অপারেশন জানুয়ারী মাস পর্যন্ত মুলতুবী থাকে।

বহির্বলয়ে যুদ্ধ

নভেম্বরের শেষাশেষি ও ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে আবেষ্টনীর অন্তর্বলয়ের পরিধি সংকুচিত করার প্রয়াসের সঙ্গে তাল রেখে বহির্বলয়েও আক্রমণ শুরু করে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী বহির্বলয়ের পরিধিকে অন্তর্বলয় থেকে ৪০ থেকে ১৪০ কিঃ মিঃ দূরে সরিয়ে দেয়।

নাৎসী কম্যাণ্ড স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনের বাস্তব অবস্থাও শক্তিসাম্যকে উপেক্ষা করে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে শহরের অধিকৃত অঞ্চলকে দখলে রাখতে বদ্ধপরিকর হয়। তারা বহির্বলয়ের পরিধি থেকে পরিবেষ্টিত সেনাদলকে সহায়তা দানের জন্য স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে আক্রমণ শুরু করে এবং অবরুদ্ধ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এক যোগে সোভিয়েত আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে জোরদার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে তারা যথাক্রমে টরমোসিন-মরোঝভস্ক এলাকায় ও কোটেলনিকভোর কাছাকাছি অঞ্চলে—এই দুই জায়গায় সেনা সমাবেশ করে।

জেনারেল হেডকোয়ার্টার শত্রুর অভিসন্ধি টের পেয়ে ১৩ই ডিসেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের উপর একটি নতুন দায়িত্ব ন্যস্ত করে। এই ফ্রন্টের সেনাবাহিনীকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের অভিযান (অপারেশন স্যাটার্ণ) স্থগিত রেখে—তার পরিবর্তে

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় টার্টসিনস্কী ও মরোঝভস্কীর উপর প্রবল হামলা চালাতে হবে। এই আক্রমণের মাধ্যমে ৮নং ইতালীয় আর্মি, রুমেনীয় ৩নং আর্মির ভগ্নাবশেষ ও টরোমাসিন এলাকায় সমবেত নাৎসী বাহিনীকে উৎসাদিত করে—অবরুদ্ধ জায়গা থেকে আবেষ্টনীর বহির্বলয়ের পরিধিকে আরো দেড়শ থেকে দুশ মাইল দূরে হটিয়ে দিতে হবে। এই পরিবর্তিত অপারেশন পরিকল্পনার সাঙ্কেতিক নাম হল মালি স্যাটার্ণ।

স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের ৫১নং আর্মির কাজ হবে প্রাণপণে প্রতিরোধ করে কোটেলনিকভোর শত্রুবাহিনী গ্রুপের অগ্রগতি স্তব্ধ করে তার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করা।

জেনারেল হেড কোয়ার্টারের পরামর্শ মতো দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সেনানায়ক বাধাদানকারী শত্রু সৈন্যবাহিনীকে টুকরো টুকরো করে উৎখাত করার জন্য উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বদিক থেকে আক্রমণ হানার সিদ্ধান্ত নেন। এই আক্রমণে প্রধান ভূমিকা নেবে ১নং গার্ড আর্মি—যার কাজ ইতালীয় সেনাবাহিনীর ১৮ কিঃ মিঃ প্রশস্ত রক্ষাব্যূহে ফাটল সৃষ্টি করা। এই ফাটলের উন্মুক্ত পথ ধরে ১৮নং, ২৪নং ও ২৫নং ট্যাঙ্ক কোরের প্রথম সারিটি দ্রুত এগিয়ে যাবে এবং অপারেশনের চতুর্থ দিনে টার্টসিনস্কী ও মরোঝভস্ক অধিকার করবে।

৩নং গার্ড আর্মির কাজ হবে চৌদ্দ কিঃ মিঃ প্রশস্ত শত্রু রক্ষাব্যূহ বিদীর্ণ করে অপারেশনের তৃতীয় ১নং গার্ড যান্ত্রিক কোরসহ আরো সাফল্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে মরোঝভস্ক ওবলিভস্কায়া লাইন পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া। তারপর এই বাহিনীর একাংশ ১নং গার্ড আর্মির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে বকোভস্কায়া অঞ্চলের শত্রু সেনাদলকে ঘিরে ফেলবে।

টরোমাসিন এলাকার শত্রু সেনাদলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের ৫নং শক্ আর্মির সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য ট্যাঙ্ক আর্মিকে নির্দেশ দেওয়া হল।

ফ্রন্টের শক্ আর্মি গ্রুপের দক্ষিণ পার্শ্বভাগ রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হল—কান্টেমিরোভকার দিকে আগুয়ান ভরোনেঝ ফ্রন্টের ৬নং আর্মিকে।

এই অপারেশনটি হবে ২২০ কিঃ মিঃ গভীর এবং এর স্থায়িত্বকাল ছ'দিন। এর পরিকল্পিত গড় অগ্রগতির হার হবে ঃ রাইফেলধারী পদাতিক বাহিনীর বেলায় দৈনিক ২৫ থেকে ৩৫ কিঃ মিঃ এবং সাঁজোয়া ও যান্ত্রিক বাহিনীর বেলায় দৈনিক ৫০ থেকে ৫৫ কিঃ মিঃ।

মধ্য ডন অঞ্চলে এই অপারেশনের মূল লক্ষ্য হবে যে শত্রুবাহিনীটি স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে অবরুদ্ধ সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হতে আসছে তাকে ধ্বংস করা ও অবরুদ্ধ সেনাবাহিনীটি যাতে বাইরের সব রকম সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়—তার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা।

ডন লাইন বরাবর মূল শত্রু বাহিনীকে নিবিড় আবেষ্টনীতে বেঁধে ফেলাতেই

রয়েছে অপারেশনটির মূল সার্থকতা। ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক বাহিনীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে শক্তিশালী শত্রু বাহিনী এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। রাইফেল ডিভিসনের প্রথম দফায় অর্জিত সাফল্যকে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে তারা নির্ভয়ে শত্রুব্যূহের পশ্চাদভাগে ঢুকে পড়ে তার সৈন্য চলাচল ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে শত্রু রিজার্ভ বাহিনীকে আবদ্ধ করে রাখবে।

নব্বুই মিনিট ধরে প্রবল গোলাবর্ষণের পরে ১৬ই ডিসেম্বর সকালে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। খারাপ আবহাওয়ার দরুন পরিকল্পিত বিমান হানা সম্ভব হয়নি।

প্রথম দিনেই ১৭নং, ১৮নং ও ২৫নং ট্যাঙ্কের ও ১নং গার্ড যান্ত্রিকদের যুদ্ধে অংশ নেয়। ১৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে তারা পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে একযোগে আক্রমণ করে শত্রুর রণকৌশলগত প্রতিরক্ষা বলয়কে ছত্রাকার করে দিয়ে পরের দিন সকালবেলা পলায়নপর শত্রুবাহিনীর পিছনে ধাওয়া করতে থাকে

১৯শে ডিসেম্বর ভরোনেঝ ফ্রন্টের ৬নং আর্মির অন্তর্ভুক্ত ট্যাঙ্ক কোর কান্তে-মিরোভকার কাছাকাছি চলে এসে ভরোনেঝ ও রস্টোভের মধ্যে শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে। সেদিনই জেনারেল হেড কোয়ার্টারের নির্দেশে ৬নং আর্মিটি পশ্চিম ফ্রন্টে স্থানান্তরিত হয়। ১নং গার্ড আর্মির অন্তর্ভুক্ত ২৪নং ও ২৫নং ট্যাঙ্ক কোর সবেগে অগ্রসর হতে থাকে।

ঐদিন আরো পরে শত্রুব্যূহের উন্মুক্ত ফাটল দিয়ে ২৪নং ট্যাঙ্ক বাহিনীকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। শত্রুব্যূহের পিছনে গিয়ে এই ট্যাঙ্ক বাহিনী উপস্থিত হয় এবং পাঁচ দিন পর ২৩শে ডিসেম্বর নাগাদ টাটসিনস্কী-মরোঝভস্ক রেলপথ পর্যন্ত এগিয়ে আসে এবং পরের দিন আচমকা আক্রমণ চালিয়ে টাটসি-নস্কী রেলস্টেশনটি অধিকার করে। আক্রমণের আকস্মিকতায় ও দ্রুততায় দিশেহারা শত্রু তার বিমানগুলিকে পর্যন্ত রক্ষা করার অবকাশ পায়নি। নিকটবর্তী বিমানক্ষেত্রের তিনশটি শত্রুবিমান আকাশে ওড়ার আগেই সোভিয়েত সেনাদের দখলে চলে যায়।

টাটসিনস্কী এলাকায় কিন্তু শত্রু রিজার্ভবাহিনী আমদানী করে সোভিয়েতের ২৪নং ট্যাঙ্ক কোরকে ঘিরে ফেলে। পাঁচদিন ধরে যুদ্ধ চলার পর, ২৮শে ডিসেম্বর ট্যাঙ্ক বহরটি শত্রুর বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে এসে মূলবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়।

২৪নং ট্যাঙ্ক কোর যখন টাটসিনস্কী এলাকায় শত্রু বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত তখন ২৫নং ট্যাঙ্ক কোর ও ২নং গার্ড যান্ত্রিক কোর মরোঝভস্ক দখলের জন্য যুদ্ধ করে চলেছে।

গতিশীল রাইফেল ইউনিটগুলি ইতিমধ্যে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে একশ থেকে দুশ কিঃ মিঃ পর্যন্ত অগ্রসর হয়

এবং ৮নং ইতালীয় আর্মি ৩নং রুমেনীয় আর্মির অবশিষ্টাংশ তাদের হাতে কচুকাটা হয়। এভাবে অপারেশনের নির্ধারিত কর্মসূচী সম্পাদিত হয়। কাণ্টেমিরোভকা, টাটসিনস্কী ও মরোঝভস্ক অঞ্চলে সোভিয়েত সেনার উপস্থিতি এবং কোটেলনিকভোর রণাঙ্গনে স্টালিনগ্রাড ফ্রণ্ট বাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনে ২৪শে ডিসেম্বরের সংসাধিত সোভিয়েত্ সৈন্যের আক্রমণের ফলে শত্রুর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়। নাৎসী আর্মি গ্রুপ-ডন এখন অবরোধের কবলে।

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের অভিযানের ফলে, টরমোসিন অঞ্চলের কুদ্রত শত্রু-বাহিনীর বিপর্যয় ঘটল; তার পাঁচ ডিভিসন ও তিন ব্রিগেড ইতালীয় সেনা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয় এবং বারটি শত্রু সেনা ডিভিসনের পঞ্চাশ থেকে সত্তর ভাগ সৈন্য হতাহত হয়। ৩৬০ কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গন জুড়ে সোভিয়েত বাহিনীকে শত্রুর গতিরোধের মোকাবিলা করতে হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী ১৫০ থেকে ২০০ কিঃ মিঃ অগ্রসর হয় এবং তার ফলে স্টালিনগ্রাডে অবরুদ্ধ নাৎসী সেনাদের সাহায্য করার সুযোগ থেকে নাৎসী কম্যাণ্ড বঞ্চিত হয়। ইতি-মধ্যে মধ্য-ডন অঞ্চলে শত্রু সেনাবাহিনীর বিপর্যয় ঘটার ফলে কোটেলনিকভোতে শত্রুবাহিনীর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের ভরোশিলভগ্রাড অভিমুখী ১৯৪৩ এর জানুয়ারী মাসের পরিকল্পিত আক্রমণের ভিত্তি রচিত হয়।

কোটেলনিকভো অভিমুখী স্টালিনগ্রাড ফ্রণ্টের অভিযান শুরু হওয়ার আগে ৫১নং সোভিয়েত আর্মি বহির্বলয়ের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত একটানা যুদ্ধ করার ফলে আর্মিটির শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে এবং তার ফলে ১৪০ কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গনে দ্রুত সংগঠিত প্রতিরক্ষাটি অগভীর ও কমজোরী। ইতিমধ্যে কোটেলনিকভোতে ৫১নং আর্মির তুলনায় শত্রুর সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণ ও ট্যাঙ্কের সংখ্যা চার গুণে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শত্রুর সংখ্যাগত প্রাধান্য সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

১২ই ডিসেম্বর কামান থেকে প্রবল গোলাবর্ষণ ও বিমান থেকে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে কোটেলনিকভোর শত্রুবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। ফ্রণ্টের একটি সংকীর্ণ অঞ্চলে শত্রুবাহিনী ঢুকে পড়ে ৫১নং আর্মির প্রতিরক্ষা ব্যূহ বিদীর্ণ করে এবং দুদিনে ৪০ কিঃ মিঃ অগ্রসর হয়। ২০শে ডিসেম্বর শত্রু মিশকোভা নদী পর্যন্ত এগিয়ে যাবার পর সেখানে ৫নং শক্ আর্মির তিনটি রাইফেল ডিভিসনের কাছে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। সোভিয়েত ব্যূহের ফাটলকে প্রসারিত করার জন্য শত্রুর যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

৫১নং আর্মির প্রতিরক্ষা সংগ্রামে ৮নং বিমান আর্মি সর্বতোভাবে সহায়তা করেছে। এই বিমান বহরটি শত্রু সেনাসমাবেশের উপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে—নাৎসী বাহিনীর পশ্চাদভাগে আক্রমণ চালিয়েছে, সোভিয়েত রিজার্ভ বাহিনীর

প্রহরীর কাজ করেছে এবং শত্রু বিমানের সঙ্গে আকাশ-যুদ্ধ করেছে। দশদিনের মধ্যে সোভিয়েত বৈমানিকরা ১৫৪৭ বার বিমান হানায় অংশ নিয়েছে এবং আকাশ-যুদ্ধে শত্রুর আটচল্লিশটি জঙ্গী বিমান ধ্বংস করেছে।

৫১নং সোভিয়েত আর্মির অনমনীয় প্রতিরোধের ফলে কোটেলনিকভো রণাঙ্গনে শত্রুর যথেষ্ট ক্ষতি হয় কিন্তু শত্রু তখনো কিন্তু নির্মূল হয় নি। তাই স্টালিনগ্রাড ফ্রন্ট-কম্যান্ড ৫নং শক্ আর্মি, ৫১নং আর্মি ও জেনারেল হেড-কোয়ার্টার রিজার্ভ থেকে পাওয়া ২নং গার্ড আর্মির সম্মিলিত এক আক্রমণাত্মক অপারেশন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। শত্রুব্যূহ বিদীর্ণ হবার পর চারটি যান্ত্রিক কোর ও একটি ট্যাঙ্ক কোর বাকী কাজটুকু সারবে।

কোটেলনিকভোর উপর সরাসরি আক্রমণ হানবে জেনারেল আর. ইয়ে. ম্যালিনভস্কি পরিচালিত ২নং গার্ড আর্মি। তারি সঙ্গে ৫নং শক্ আর্মি ডনের পশ্চিম উপকূল ধরে এগিয়ে যাবে এবং তার ডান পাশে স্টালিনগ্রাড কোটেল-নিকভো রেলপথ বরাবর এগুবে ৫১নং আর্মি। ৫১নং আর্মির বাঁপাশে থাকবে ১৩নং ও ৩নং গার্ড যান্ত্রিক কোর। তারা ঝিমোভনিকি অভিমুখে অগ্রসর হয়ে কোটেলনিকভো অঞ্চলের শত্রুব্যূহের পশ্চাদভাগে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করবে।

২৪শে ডিসেম্বর সকালে স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। পরবর্তী তিন দিনের তীব্র লড়াইয়ের মাধ্যমে ২নং গার্ড ও ৫১নং আর্মি ইউনিটগুলি ২নং গার্ড যান্ত্রিক কোর ও ৭নং ট্যাঙ্ক কোরের সঙ্গে একযোগে মিশকোভা ও আকসাই নদী এলাকার শত্রুব্যূহ পুরোপুরি ভেদ করে এবং চল্লিশ কিঃ মিঃ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সোভিয়েত গতিশীল ইউনিটগুলি দ্রুত পলায়নপর শত্রুর পশ্চাদধাবন করে।

৭নং ট্যাঙ্ক কোর কোটেলনিকভোতে গিয়ে দ্রুত পেঁছায় এবং ঐ এলাকার শত্রুবাহিনীকে প্রায় ঘিরে ফেলে। কোটেলনিকভো দখলের জন্য ২৯শে ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত ভয়ংকর ও একটানা লড়াই চলতে থাকে। যদিও শত্রু অবরোধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় কিন্তু কোটেলনিকভোতে শত্রুর পরিত্রাণের আশা খুবই কম। প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি বরণ করে সোভিয়েত গতিশীল ইউনিটগুলির আক্রমণে বিপর্যস্ত শত্রুবাহিনী দক্ষিণদিকে বিশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ করে। তাদের পিছনে সোভিয়েত রাইফেল ইউনিটগুলি ধাওয়া করে।

কোটেলনিকভোতে শত্রুবাহিনী নিশ্চিহ্ন হবার পর স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের সেনা-বাহিনীকে রস্টোভের দিকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

অতএব নাৎসী বাহিনীর বহির্বলয়সীমানা থেকে 'শীতকালীন ঝড়' নামক আক্রমণ অথবা অবরোধের ভিতর থেকে 'যন্ত্রের আঘাত' শীর্ষক আক্রমণ চেষ্টা করে কোনটাই কার্যকর হল না। পাউলাস পরিচালিত আর্মির শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে। হিসাব নিকাশের দিন আগত প্রায়।

১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে সংসাধিত স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনের পাল্টা আক্রমণটি লেনিনগ্রাড থেকে উত্তর ককেশাস পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের সাধারণ আক্রমণে রূপান্তরিত হয়। যদিও তখনো পাল্টা আক্রমণের মূল লক্ষ্য পূরণ হয় নি ; অর্থাৎ স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর পুরোপুরি উৎসাদন সম্ভব হয়নি। তৎসত্ত্বেও টরমোসিন ও কোটেলনিকভোতে শত্রুবাহিনী নিশ্চিহ্ন হবার পর এবং ভরোশিলভগ্রাড ও রস্টোভ অভিমুখে সোভিয়েত বাহিনীর অব্যাহত অগ্রগতির ফলে স্টালিনগ্রাডের নিকটবর্তী অবরুদ্ধ শত্রুবাহিনীর অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যায়। তাদের উদ্ধার লাভের কোন সম্ভাবনা নেই—তারা একেবারেই বিচ্ছিন্ন। তাদের মজুত অস্ত্রশস্ত্র, জ্বালানি ও রসদ দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। স্থলপথে সবরকম সরবরাহ বন্ধ এবং আকাশপথে সরবরাহ ব্যবস্থাও নিতান্ত অনিয়মিত ও বিঘ্নসংকুল।

১৯৪৩ সালের শুরুতে আবেষ্টনীর বাহির্বলয়টি ছিল স্টালিনগ্রাড থেকে ২০০—২৫০ কিঃ মিঃ দূরে। যে বৃহৎ কটাহের মধ্যে নাৎসী বাহিনী আটকা পড়েছে—তার পরিধি কিন্তু ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে।

জানুয়ারীর গোড়াতেই স্টালিনগ্রাডে অবরুদ্ধ নাৎসীবাহিনীর ৮০ হাজারেরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়। যতই দিন যাচ্ছে ততই ক্ষয়ক্ষতি বাড়ছে এবং সেনাবাহিনীর মনোবল ততই হ্রাস পাচ্ছে।

তবুও অবরুদ্ধ নাৎসীবাহিনীটি নিখুঁত সংগঠনশক্তিসহ একটি উল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তি। তার আওতায় রয়েছে ৬নং ও ৪নং প্যানজার আর্মির হেড কোয়ার্টার, চারটি আর্মি ও সাঁজোয়া কোর, ৬টি ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত ডিভিসনসহ মোট ২২টি ডিভিসন। ২ লক্ষ ৫০ হাজার অফিসার ও সৈন্য, ৩০০ ট্যাঙ্ক ও ও আক্রমণ চালাবার কামান, চার হাজারেরও বেশি ফিল্ডগান ও মর্টার এবং একশটি যুদ্ধবিমান নিয়ে নাৎসীবাহিনীটি গঠিত।

উত্তর-দক্ষিণে ৩৫ কিঃ মিঃ, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ৫৩ কিঃ মিঃ ও সবসুদ্ধ ১৪০০ বর্গ কিঃ মিঃ বিশিষ্ট এই এলাকায় নাৎসী বাহিনীটি অবরুদ্ধ। এই পরিবেষ্টিত এলাকায় শত্রু গভীর ও আঁটসাট প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ করে অবস্থানরত। সাত-আট কিঃ মিঃ পিছু এক ডিভিসন সৈন্য মোতায়েন এবং তার ফলে অপারেশন চালানোর পক্ষে সৈন্য সমাবেশকে যথেষ্ট নিবিড় বলা চলে।

পরিবেষ্টিত শত্রুবাহিনীকে উৎসাদনের দায়িত্ব জেনারেল কে. কে. রকসোভস্কি পরিচালিত ডন ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর উপর ন্যস্ত হয়। এই ফ্রন্টের আওতায় রয়েছে ২১, ২৪, ৫৭, ৬২, ৬৪, ৬৫ ও ৬৬নং আর্মি অর্থাৎ মোট সাতটি আর্মি অথবা ৩৯টি ডিভিসন, যা ২ লক্ষ ৮৪ হাজার অফিসার ও সৈন্য, ২৫০ ট্যাঙ্ক, ৭২৯০টি ফিল্ডগান ও মর্টার এবং ২৭০টি বিমান নিয়ে গঠিত।

অবরুদ্ধ শত্রুবাহিনীকে নির্মূল করার জন্য অপারেশন-ছক হল: প্রথমে নানা দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর সেনা সমাবেশকে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন পকেটের মধ্যে ছত্রভঙ্গ করে দিতে হবে এবং তারপর একে একে এই পকেটগুলিকে ধ্বংস করা হবে।

১৯৪২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর পরিকল্পনাটি (কলৎসো যার সাঙ্কেতিক নাম) জেনারেল হেড কোয়ার্টারের কাছে অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হয় এবং সেখানে সেটি বিশদভাবে আলোচিত হয়। তারপর ফ্রন্ট সেনানায়ককে নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমে অপারেশন চালাবার নির্দেশ দেওয়া হয়: প্রথম পর্যায়ে অবরুদ্ধ অঞ্চলের অন্তর্গত পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব বলয়ের শত্রুবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস করতে হবে; দ্বিতীয় পর্যায়ে পেশচাংকা, গুমরাক ও আলেকসান্দ্রোভকা অঞ্চলের শত্রু-বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে এবং তৃতীয় পর্যায়ে শহরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন শত্রু প্রতিরক্ষী গ্রুপগুলিকে একে একে ধ্বংস করতে হবে।

অবরুদ্ধ শত্রুবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য—পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রধান আক্রমণ হানবে। ৬৫নং আর্মি এবং ২১নং ও ২৪নং আর্মির শক্ গ্রুপগুলি ক্রাসনি অক্টিয়াবর অঞ্চলের দিকে আক্রমণ চালাবে। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের দুর্বলতম জায়গা বেছে নিয়ে এই আক্রমণ হানা হবে। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রসারিত গিরিসংকটের অস্তিত্ব আক্রমণকারী বাহিনীর এবং বিশেষ করে সাঁজোয়া বাহিনীর চলাচলের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়।

ফ্রন্টের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তবর্তী শত্রু সেনা সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ৬৬নং ও ৬২নং আর্মির সৈন্যরা প্রথম আঘাত এবং ৫৭নং ও ৬৪নং আর্মি সৈন্যরা দ্বিতীয় আঘাত হানার জন্যে তৈরী হয়।

আক্রমণে যাবার জন্যে ২৪নং আর্মির সৈন্যরা দুটি সারিতে সমাবেশিত হয় এবং রাইফেল ডিভিসনগুলিকে এক সারিতে সাজানো হয়। আক্রান্ত অঞ্চলের দুই থেকে তিন কিঃ মিঃ এর অনধিক জায়গা ডিভিসন পিছু বরাদ্দ হয়। ৬৫ নং আর্মির প্রতিটি রাইফেল ডিভিসনকে সহায়তা করার জন্যে থাকবে এক রেজিমেন্ট ভারী ট্যাংক। এই প্রথম শত্রুব্যূহের এক অথবা দেড় কিলোমিটারেরও বেশি গভীর পর্যন্ত কামান থেকে গোলাবর্ষণ করে আক্রমণকে সহায়তা করা হচ্ছে। আক্রমণের সময় প্রধান রণাঙ্গনের জন্য প্রতি কিলোমিটারে ১৬৭টি কামান ও অপ্রধান রণাঙ্গনে প্রতি কিলোমিটারে ৪৯টি ফিল্ডগান ও মর্টার ব্যবহার করা হয়।

স্থলবাহিনীর আক্রমণে ১৬নং বিমান আর্মিও সহায়ক ভূমিকা নেয়। ১৯৪২ এর নভেম্বর থেকেই ৮নং ও ১৭নং বিমান আর্মির সহযোগিতায় এই বিমান আর্মিটি আকাশ থেকেও পরিবেষ্টিত শত্রুর অবরোধ ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে কায়েম করে।

সোভিয়েত সেনবাহিনীর পুনর্বিন্যাসের পর শত্রুর তুলনায় সোভিয়েত বাহিনীর

সংখ্যাগত অনুপাত গিয়ে দাঁড়াল : লোকবল : ৩ : ১ এবং গোলন্দাজ বাহিনী ৮ : ১। সোভিয়েত ট্যাংকের সংখ্যা শত্রুর তুলনায় খুব বেশি নয়। আসন্ন সামরিক অপারেশনের সময় আকাশে সোভিয়েত বিমানের নিরংকুশ প্রাধান্য যে থাকবে সেটা সুনিশ্চিত।

৮ই ডিসেম্বর হিটলারের আদেশ শিরোধার্য করে—পাউলাস সোভিয়েত কম্যাণ্ডের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তার দ্বারা তিনি বেশ কয়েক সহস্র ফাঁদে পড়া অসহায় সৈন্যের ব্যর্থ প্রতিরোধ দায়িত্ব পুরোপুরি নিজেই নিলেন। অতএব ১০ই জানুয়ারী ডন ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী জোরদার আক্রমণ শুরু করে।

পরবর্তী তিনদিনব্যাপী কঠিন লড়াইয়ের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আট থেকে দশ কিলোমিটার অগ্রসর হয়ে রশোস্কী নদীর তীরে গিয়ে পেঁছায়। তার ফলে শত্রুর পশ্চিম প্রান্তবর্তী অবরুদ্ধ সৈন্যবাহিনী নির্মূল হয়—কিন্তু নাৎসী-বাহিনীকে খণ্ডিত করার অপারেশনটি ব্যর্থ হয়। শত্রু তার রক্ষাব্যূহকে সংকুচিত করে এবং তার ফলে ছত্রী বাহিনীকে বহুধা বিভক্ত করা সম্ভব হয়নি।

যেহেতু আক্রমণাত্মক প্রয়াসে ২১নং আর্মিটি সবচেয়ে সফল; তাই ফ্রণ্ট সেনানায়ক আক্রমণের মূল দায়িত্ব এই আর্মিটির উপর আরোপ করে। কিছুটা পুনর্বিন্যাস ও সংক্ষিপ্ত প্রস্তুতির পরে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আবার আক্রমণ শুরু করে। নবপর্যায়ের আক্রমণের প্রথম দিনেই রশোস্কী নদীর তীরবর্তী শত্রুব্যূহ বিদীর্ণ হয়। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি বরণ করে নাৎসীবাহিনী স্টালিনগ্রাডের দিকে হটে যায়।

১৭ই জানুয়ারীর শেষাশেষি ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী কুড়ি থেকে পঁচিশ কিঃ মিঃ অগ্রসর হয়ে শত্রুর পূর্বতন প্রতিরক্ষা ব্যূহের অন্তর্বলয় পর্যন্ত পেঁছয়। কিন্তু আগেরই মতো শত্রুর সেনাসমাবেশকে দ্বিখণ্ডিত করা গেল না। শত্রু অধিকৃত এলাকাটি কিন্তু সংকুচিত হয়ে অর্ধেকে পরিণত হয়।

পরবর্তী কদিন ধরে আরো প্রস্তুতি নিয়ে—সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ হানে এবং তার ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ে। ২৬শে জানুয়ারী ২১নং আর্মি মামায়েভ কুরগানের কাছাকাছি ৬২নং আর্মির সঙ্গে মিলিত হয়। তার ফলে শত্রুব্যূহ উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

জার্মান ৬নং আর্মির সেনাপতি জেনারেল পাউলাস এটুকু ভালভাবেই উপলব্ধি করেছেন যে ডিসেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাঁর আর্মির গলার ফাঁস ক্রমশঃ শক্ত হয়ে কেটে বসছে এবং বাইরে থেকে কোন সাহায্য এসে পেঁছবে না। হিটলার বলেছেন, শেষ গুলি অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত ৬নং আর্মিকে লড়াই জারী রাখতে হবে এবং তিনিও তাতে সম্মতি দিয়েছেন। এই দুটো জিনিসই সমান অর্থহীন। সেনাবাহিনীর মধ্যে ও তাঁর অধস্তন জেনারেলদের মধ্যে অসন্তোষ মাথা চাড়া দিচ্ছে। এক কঠিন অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। লড়াই করার মতো জার্মান—

-বাহিনীর সাজসরঞ্জামের নিতান্ত অভাব এবং মনোবলও নেই। অতএব আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কি পথ আছে? জানুয়ারী শেষ হবার আগেই সেনাবাহিনী খুইয়ে অনেক জেনারেল বেকার। তারা নিজেদের মতো আত্মসমর্পণের ফিকিরে রয়েছে এবং সোভিয়েত কম্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।

৩১শে জানুয়ারী ভোরের আগে জার্মান ৬নং আর্মির চীফ অব স্টাফ, জেনারেল স্‌চীমিভৎ পাউলাসের ঘরে ঢুকে তাঁর হাতে একটা তারবার্তা দিয়ে বললেন হিটলার পাউলাসকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করেছেন, তারবার্তাটি পড়ে পাউলাস খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেন, 'এই আদেশ পালনের অর্থ আত্মহত্যা করা। আমি কিন্তু তাঁকে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবো।'[১১]

৩১ শে জানুয়ারী সকালবেলা, ৬নং ফিল্ড আর্মি কম্যান্ড সোভিয়েত কম্যান্ড আয়োজিত শর্তাদি মেনে আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করল। ঐদিন বিকেলে স্টাফ অফিসারদের সঙ্গে করে পাউলাস ডন ফ্রন্টের হেডকোয়ার্টারে পেঁছে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধবন্দী থাকাকালীন পাউলাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও পরিণামের কারণ বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়নের যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি একসময় ভেরমাখ্‌টের স্টাফের একজন ছিলেন ও বড় সেনাপতি ছিলেন অতএব নাৎসী জার্মানীর রাজনীতি ও রণনীতি বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। পুরনো ধ্যানধারণা সহজে যায় না এবং তাঁর বেলাতেও সেটা সত্যি। তিনি অনেক যন্ত্রণাদায়ক অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সত্যের কাছাকাছি গিয়ে পেঁছান এবং তার ছাপ পড়েছে তাঁর স্মৃতিকথায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৪৯ সালে তিনি হেল্ডার লিখিত, 'হিটলার অলস ফেল্ডহের' গ্রন্থখানি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গ্রন্থকারের মূল বক্তব্যকে খণ্ডন করেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন যে নাৎসীদের পুরো ইতিহাস একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিরামহীন আগ্রাসী ও রাজ্যলোভী যুদ্ধ প্রস্তুতি ভিন্ন আর কিছু নয়। তিনি আরো বলেন যে যেটা একদম হেল্ডারের নজরে পড়েনি সেটা হচ্ছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি যার জন্যে জার্মানী যুদ্ধে জিততে পারেনি। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

যুদ্ধবন্দী পাউলাস জার্মান অফিসারদের ফ্যাসিবিরোধী লীগ ও 'মুক্ত জার্মানের' জাতীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৪৬ সালে তিনি নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের নুরেমবার্গ আদালতে বিচারের সময় অভিযোক্তাদের পক্ষে সাক্ষী দেন। ১৯৫৩ সাল থেকে তিনি জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ড্রেসডেনে বসবাস করছেন।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সফল আক্রমণের ফলে অবরুদ্ধ শত্রু সেনাদের যুদ্ধ ক্ষমতায় টান পড়ে। দলে দলে তারা আত্মসমর্পণ করতে থাকে। ৩০শে জানুয়ারীর নাগাদ দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাগ্রুপের সব প্রতিরোধের অবসান ঘটে এবং তারা আত্মসমর্পণ করে।

উত্তরাঞ্চলীয় গ্রুপের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্যে এক বিশাল গোলন্দাজ বাহিনী সমাবেশিত হয়। ৬৫নং আর্মির এলাকায় রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে ৩০০টি করে ফিল্ডগান ও মর্টার নিয়োজিত হয়। এটা অভূতপূর্ব ঘটনা। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের বেড়াজালে নাজেহাল নাৎসীবাহিনী ২রা ফেব্রুয়ারী আত্মসমর্পণ করে এবং স্টালিনগ্রাডের প্রতি আক্রমণ অভিযানের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৪৩ সালের ১০ই জানুয়ারী থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যুদ্ধের মাধ্যমে ডন ফ্রন্টের সেনাবাহিনী বাইশটি শত্রু ডিভিসনকে খতম করে। পাউলাসের নেতৃত্বে ২৫০০ জন সিনিয়র অফিসার ও জেনারেল সহ ৯১ হাজার নাৎসী অফিসার ও সৈন্য বন্দী হয়। একজন ফিল্ড মার্শাল যুদ্ধে বন্দী হয়েছেন জার্মানীর ইতিহাসে এরকম কোন নজীর নেই। ১ লক্ষ ৪৭ হাজার অফিসার ও সৈন্যের মৃতদেহ স্টালিনগ্রাডের নিকটবর্তী মাঠে পড়ে রয়েছে। নাৎসী জার্মানীতে জাতীয় শোক উদ্‌ঘোষিত হল। ভ্যেরমাখ্‌টের প্রাক্তন জেনারেল সীগফ্রিড ফন ওয়েস্টফাল লিখছেন: স্টালিনগ্রাডের বিপর্যয় গোটা জার্মান জাতি ও সেনাবাহিনীতে বিমূঢ় করেছে—সবাই আতঙ্কিত। জার্মানীর ইতিহাস আগে কখনো এত বড় সেনা-বাহিনীর এরকম বিপর্যয় ঘটেনি।[১২] সারা পৃথিবী জুড়ে উল্লাস। সোভিয়েত জনগণ ও বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ এই মহান বিজয়ে উৎসব পালন করল।

গত নভেম্বর-ডিসেম্বরের তুলনায় এবার আবহাওয়া অনুকূল ছিল—তাই সোভিয়েত বিমানবহর সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরুর আগে শত্রুকে দুর্বল করার জন্য আঘাত হানতে থাকে। এটা উল্লেখ্য যে নাৎসীবাহিনী পুরো-পুরিভাবে অবরুদ্ধ হওয়ার সময় থেকে তার বিলুপ্তি পর্যন্ত সোভিয়েত বিমানবহর শত্রু সেনা ও তার কামানশ্রেণীর উপর ধারাবাহিক আক্রমণ চালিয়ে তার প্রভূত ক্ষতি সাধন করে।

আকাশপথে পরিবেষ্টিত শত্রুর উপর অবরোধজারীর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। ডন, স্টালিনগ্রাড এবং বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের বিমানবহর এবং দূর পাল্লার বিমানবহরের ইউনিটগুলি, সেনাবাহিনীর বিমান নাৎসী গোলন্দাজ বাহিনী ও বিমান আক্রমণ বিরোধী প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্তর্গত বিমানধ্বংসী কামানবাহিনী ও জঙ্গী বিমান ডিভিসন প্রভৃতি এবিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। আকাশপথে অবরোধ ব্যবস্থা পুরোপুরি সার্থক হয়। ফ্রন্টের বোমারু, জঙ্গীবিমান এবং দূর পাল্লার বিমানবাহিনী পরিবেষ্টনীর ভেতরে শত্রুর বিমান ক্ষেত্রের উপর ও পরিবেষ্টনীর বাইরের সীমানার উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। সোভিয়েত জঙ্গীবিমান ও হানাদার বিমানগুলি—বিমান ধ্বংসী কামানের সহযোগিতায় নাৎসী পরিবহন ও জঙ্গীবিমানগুলির সঙ্গে আকাশযুদ্ধে রত হয় এবং শত্রুর পরিবহন বিমানগুলি যখন নীচে বিমান ঘাঁটিতে অবস্থান রত তখন সেগুলির উপর বোমা ও গুলি বর্ষণ করে যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত করে।

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে এভাবে শত্রুর সাতশোর বেশি বিমান ধ্বংস করা হয়—তা থেকে সোভিয়েত বিমান বাহিনীর আকাশপথে অবরোধের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়।

৪। ভোলগা-তীরের যুদ্ধের পরিণাম

স্টালিনগ্রাডের দুয়ারে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অর্জিত জয়ের ঐতিহাসিক ও বিশ্বজনীন গুরুত্ব অপরিসীম। নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ফেরার ক্ষেত্রে এই জয়ের চূড়ান্ত ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহের পরবর্তী মোড় নেওয়ার প্রসঙ্গে ও সোভিয়েত ভূমি থেকে হানাদারদের ঝাড়েবংশে উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে ভোলগার তীরবর্তী এই জয়ের সামগ্রিক প্রভাব অনস্বীকার্য। এই জয়ের ফলে রণনৈতিক উদ্যোগ চিরকালের জন্যে আক্রমণকারীর হাত ছাড়া হয়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রতিআক্রমণ জনিত এই জয়, প্রতিটি সোভিয়েত মানুষের কাছে উপাদেয় ঘটনা—কারণ, অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন অবস্থার মধ্যে এটি অর্জিত হয়েছে। শত্রু অত্যন্ত শক্তিশালী ও আত্মপ্রত্যয়ী এবং শত্রুর উপর সংখ্যাগত প্রাধান্যও সোভিয়েত বাহিনীর নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কাজেই স্টালিন-ভ্রোরমাখ্‌টের সেরাবাহিনীর উৎসাদন শুধু একটা মামুলী জয় নয়। এটা সমগ্র সোভিয়েত জনগণ ও তার সামরিক বাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনের আক্রমণটি, ইতিমধ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিচালিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন দ্বিতীয় পাল্টা আক্রমণ। মস্কো রণাঙ্গনের যুদ্ধের মতো নয় এটা—কারণ, এটার প্রস্তুতি আগে থেকেই নেয়া। এই প্রথম প্রতিরক্ষা সংগ্রাম পর্যায়েই রীতিমতো আটঘাট বেঁধে এই আক্রমণের তোড়জোড় শুরু হয়। তাছাড়া, উন্নততর বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত আনুকূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই আক্রমণের সূত্রপাত। সোভিয়েত কম্যান্ড কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্য সাধনের জন্য শক্তিশালী শক্ সেনাগ্রুপ গঠন তার ফলে সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে দেশের অর্থনীতিকে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ঢেলে সাজান হয়েছে এবং রণাঙ্গনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় আধুনিক উপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদিত হচ্ছে। যদিও দেশের দক্ষিণাঞ্চল ফ্যাসিস্তদের পদানত—তৎসত্ত্বেও কিন্তু ১৯৪২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে টি-৩৪ ট্যাঙ্কের উৎপাদন দ্বিগুণ ও সোভিয়েত বিমানবাহিনীর জন্য বিমানের উৎপাদন ঐ বৎসরেয় গোড়াতেই দেড়গুণ বেড়ে যায়। নতুন বিমান-গুলি আধুনিকতম মান অনুযায়ী তৈরী। ৭৬ মিঃ মিঃ কামান ও ৮২ এবং ১২০ মিঃ মিঃ মর্টারের সংখ্যা বাড়ান হয়। এবং তাতে গোলন্দাজ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি হয়। এসবের ফলে সামরিকবাহিনীকে নতুনভাবে সজ্জিত করা ও আক্রমণাত্মক অপারেশনের জন্য তাদের সংগঠিত করা সম্ভব হয়।

এই প্রতি আক্রমণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—সামরিক শক্তিতে উভয় পক্ষই সমান ; তাই শক্তিশালী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শত্রুকে জয় করতে গিয়ে, সোভিয়েত সেনানায়কদের উচ্চ স্তরের পেশাদারী সামরিক দক্ষতা, সাহস ও ইস্পাত-কঠিন ইচ্ছা শক্তির পরিচয় দিতে হয়েছে। শীর্ষস্থানীয় সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা, আর্মি গ্রুপের অধিনায়ক ও বিভিন্ন ইউনিটের সেনানায়ক—সকলেই, যে সব কুটিল সমস্যা অহরহ সৃষ্টি হত—সেগুলির সমাধানে অসাধারণ সাহস ও সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রথমতঃ এবং মুখ্যতঃ জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড ও জেনারেল কম্যাণ্ডকে তাঁদের সমরকুশলতার জন্যে প্রশংসা করতে হয়। কারণ, তাঁরা কঠিন প্রতিরক্ষা সংগ্রামের পর্যায়েই রণনীতিগত ও রণকৌশলগত বিষয়-চমক (Surprise factors) সৃষ্টির জন্যে কতকগুলি কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তার ফলে রণনৈতিক অপারেশনের পরিকল্পনা, আক্রমণের জন্য নির্ধারিত স্থান-কাল, রিজার্ভ বাহিনীর সমাবেশ ও সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস প্রভৃতি সব কিছুই শত্রুর কাছে গোপন থাকে। সে কারণে যুদ্ধের গতি ও পরিণাম অনেকখানি পরিমাণে আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে যায়। নাৎসী কম্যাণ্ড যদি সময় থাকতে ঘুণাক্ষরেও সোভিয়েত প্রতিআক্রমণের পরিকল্পনা আঁচ করতে পারত, তাহলে এরকম বড়ো আকারের পরিবেষ্টনী অভিযান সফল হত না। কারণ, লোকবল ও সমরোপকরণের দিক থেকে উভয় পক্ষের শক্তি সমান।

ভাবী অপারেশনের প্রারম্ভিক ছকের গোপনীয়তা কঠোরভাবে রক্ষিত হয়। কিসের পরিকল্পনা হচ্ছে, সর্বাধিনায়ক জে. ভি. স্টালিন ছাড়া, এ বিষয়ে আর যাঁরা জানতেন, তাঁরা হচ্ছেন—স্টালিনের সহকারী জি. কে. ঝুকভ ও চীফ অব স্টাফ এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি। পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ও স্টালিনগ্রাডে যুদ্ধরত ফ্রন্টের সেনানায়করা মিলে এই অপারেশন ছকটিকে বিকশিত করেন—কিন্তু তাঁদের সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

কঠিন গোপনীয়তার আবরণে পরিকল্পনাটির পরিবর্ধন ও বিভিন্ন ফ্রন্টের অপারেশন ঘটিত কার্যক্রম নির্ধারিত হয়। সব রকমের এমন কি সাংকেতিক ভাষায় লেখা বার্তা বিনিময় এবং টেলিফোনে আলাপ পর্যন্ত—এই আসন্ন অপারেশন সম্পর্কে পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়। যাঁরা আদেশ পালন করবেন—শুধু তাঁদেরকেই সব নির্দেশ মুখের কথাতেই দেওয়া হত। বিশেষ করে জেনারেল হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ মতো, ফ্রন্টের সেনা প্রধানরা আর্মির সেনানায়কদের ডেকে, আসন্ন প্রতিআক্রমণ সম্পর্কে যাবতীয় নির্দেশ নিজেরাই মানচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে দিতেন। ফ্রন্ট এলাকায় যাবতীয় সৈন্য পুনর্বিন্যাস ও স্থানান্তর ক্রিয়া কেবল রাত্রির অন্ধকারেই সম্পন্ন হত।

আসন্ন আক্রমণের গোপনীয়তা সুরক্ষিত করার জন্য, অক্টোবরের মাঝামাঝি

জেনারেল হেড কোয়ার্টার থেকে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি বিষয়ে একটি প্রকাশ্য নির্দেশ পাঠান হয়। তাঁরা জানতেন যে এটা শত্রুর হাতে পড়বে এবং তাতে আসন্ন আক্রমণের গোপনীয়তা আরো নির্বিঘ্ন হবে।

১৯৪২-৪৩ এর শীতকালীন অভিযানের আসল লক্ষ্য সম্পর্কে নাৎসী কম্যাণ্ডকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে—সোভিয়েত জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড—পশ্চিম রণাঙ্গনে এক বড় ধরনের আক্রমণ শুরু করা হবে বলে এ জাতীয় এক ভ্রান্ত ধারণা শত্রুর মনে সৃষ্টি করেন। উপরন্তু উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম রণাঙ্গনে পরিচালিত আঞ্চলিক আক্রমণগুলি এই ধারণাকে বদ্ধমূল করে। মস্কোর পশ্চিমাঞ্চলে (টামবঙ-বালাশভ লাইন যার দক্ষিণ সীমানা) রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীর সমাবেশ প্রভৃতি ঘটনা থেকেও নাৎসী কম্যাণ্ডের ধারণা হয় যে আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে।

নাৎসী কম্যাণ্ডের, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর যুদ্ধ ক্ষমতা ও আক্রমণের সামর্থ্যকে ছোট করে দেখার বিশেষ প্রবণতার উপর আস্থা রাখার ঝুঁকিটুকুও নিতে হয়। এটা সুবিদিত যে নাৎসী নেতারা তাদের গ্রীষ্মকালীন সাফল্যকে বাড়িয়ে দেখেছে। তাদের ধারণায় ঐ গ্রীষ্মকালীন লড়াইয়ের ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বড় রকম বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতির ধাক্কায় কাহিল। অতএব বড় রকমের কোন আক্রমণ চালাবার সামর্থ্য তাদের নেই; বিশেষ করে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের দক্ষিণ সেক্টরে তো নেই-ই। এসব ধারণা ও ভ্যেরমাখটের পাণ্ডাদের অনুরূপ ধারণার সমর্থনসূচক, ভ্যেরমাখটের স্থলবাহিনী কম্যাণ্ডের ১নং অপারেশন নির্দেশিকায় (১৯৪২ সালের ১৪ই অক্টোবর) বলা হয় যে, "সাম্প্রতিকতম যুদ্ধগুলির মাধ্যমে রুশদের গুরুতর শক্তিহানি ঘটেছে। অতএব তারা গত শীতের মতো—১৯৪২-৪৩ সালের শীতকালে, আক্রমণ চালানোর মতো বিরাট কোন বাহিনী যোগাড় করতে পারবে না।"[১৩]

সমস্ত রকমের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাকে সুকৌশলে আড়াল করার মাধ্যমে সোভিয়েত কম্যাণ্ড, জার্মান কম্যাণ্ডের এই ভ্রান্ত ধারণাকে স্টালিনগ্রাড আক্রমণাত্মক অপারেশনের প্রাক্কাল পর্যন্ত ইন্ধন যুগিয়েছেন। পশ্চিম রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরাট সমাবেশ সম্পর্কে ভুল ধারণা ও সেখানে আঞ্চলিক আক্রমণ চালানোর ঘটনা প্রভৃতি থেকে জার্মান নিরীক্ষণ বিভাগ ১৯৪২ সালের ৬ই নভেম্বর এই সিদ্ধান্তে আসে যে: জার্মান পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে ভবিষ্যত রুশ অপারেশনের মূল ক্ষেত্র হবে খুব সম্ভবতঃ আর্মি গ্রুপ সেণ্টার অধিকৃত অঞ্চলটি। সুতরাং প্রধান আক্রমণ ঐ অঞ্চলেই প্রত্যাশিত এবং আর একটি আক্রমণ ডন অঞ্চলেও ঘটতে পারে।"[১৪] সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণ শুরুর এক সপ্তাহ আগে আর্মি গ্রুপ (বি) কম্যাণ্ডের মন্তব্যঃ 'আর্মি গ্রুপের কাছে এটা

পরিষ্কার যে শত্রু মিত্রবাহিনী অধিকৃত অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করতে ইচ্ছুক' এবং তারপর আরো বলা হচ্ছে 'রুমেনীয় ৩নং আর্মির বিরুদ্ধেই এই আক্রমণ প্রত্যাশিত।"[১৫] এটাও জোর দিয়ে বলা হয় যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী যদি স্টালিনগ্রাডের নিকটে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করে—সেটা হবে সীমাবদ্ধ লক্ষ্য নিয়ে। কারণ 'বড় রকম অপারেশন' চালানোর যথেষ্ট সামর্থ্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নেই।

পরবর্তীকালে যখন ১৯৪৫ সালের ১৮ই জুলাই জার্মান হাই কম্যাণ্ড (OKW) অপারেশন বিভাগের চীফ অব স্টাফ, আলফ্রেড জোড্‌ল্‌কে প্রশ্ন করা হয়—তিনি তখন দুঃখের সঙ্গে জানান যে ঐ এলাকার রুশ সেনাবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে জার্মান কম্যাণ্ড একেবারেই কিছু জানত না। কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত নেমে এল এবং তারপরই সব শেষ। এটা যে শুধু জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের বড় রকমের ব্যর্থতার নমুনা তা নয়—সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সেনাবাহিনীর সামর্থ্যকে হিটলারের রণপ্রভুদের ছোট করে দেখার প্রবণতারও এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

বিস্ময়-চমককে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে, সোভিয়েত কম্যাণ্ড যতদিন পেরেছেন নতুন দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্ট আর্মি গ্রুপটির গঠনের তথ্যটি ততদিন গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ আর্মি গ্রুপটির সৈন্যবাহিনী ও সমরোপকরণের জমায়েত অক্টোবরের গোড়া থেকেই শুরু হয়—যদিও সরকারিভাবে তার ফ্রণ্ট হেড কোয়ার্টার সৃষ্টি ও সেনাপতি মনোনয়ন কাজটি করা হয় অক্টোবরের শেষাশেষি।

রিজার্ভবাহিনী এবং বিশেষতঃ সাঁজোয়া বাহিনীর সমাবেশ কাজটি অত্যন্ত কট্টর ছদ্মাবরণের আড়ালে সম্পন্ন হত।

এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে সোভিয়েত কম্যাণ্ড চমৎকার সাফল্য অর্জন করেন। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণের স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে শত্রু আগাগোড়া অজ্ঞতার অন্ধকারে বাস করেছে।

১৯৪২-৪৩ সালের শীতকালীন অভিযানের রণাঙ্গন নির্বাচন ও আক্রমণের সময় নির্ধারণ সংক্রান্ত রণনৈতিক সমস্যাটিকেও সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড গভীর সামরিক বিচক্ষণতা সহকারে সমাধান করেন।

স্টালিনগ্রাডের দুয়ারে ও ককেশাসের নিম্ন পার্বত্যাঞ্চলে প্রতিরক্ষার লড়াই লড়তে গিয়ে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হল: দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে নাৎসী বাহিনীর আক্রমণের সামর্থ্যে টান পড়েছে। জার্মান হাই কম্যাণ্ডের (OKW) সমস্ত প্রধান বাহিনী ও যাবতীয় রিজার্ভ বাহিনীকে স্টালিনগ্রাড এলাকার এক সংকীর্ণ অঞ্চলের ক্লান্তিকর ও ব্যর্থ লড়াইয়ে—তারা উজাড় করে দিয়েছে। এটা পরিষ্কার যে এই অবস্থায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নাৎসী কম্যাণ্ড দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে বা পশ্চিম রণাঙ্গনে কোন বড় রকম আক্রমণ শুরু করতে পারবে না। তার ফলে সোভিয়েত কম্যাণ্ড তার রিজার্ভ

বাহিনীকে উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে ঠিকমতো সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। স্টালিনগ্রাডে ও ককেশাসে যুদ্ধরত বিপজ্জনক শত্রু সেনা সমাবেশকে ধ্বংস করা সম্ভব হলে—পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে ; ফ্রন্ট লাইন ছোট হয়ে আসবে এবং সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে পরবর্তী অপারেশনের পথ খুলে যাবে। ফ্রন্ট লাইনের পরিবর্তিত চেহারার ফলে শত্রুকে ঘিরে ফেলার কার্যক্রম নেওয়া সম্ভব হবে এবং ৬নং ও ৪নং জার্মান প্যানজার আর্মিকে দ্রুত পরিবেষ্টিত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। ভোরেমাখ্টের সেনাবাহিনীর পার্শ্বভাগ রক্ষাকারী জার্মানীর তাঁবেদার বাহিনীগুলির উৎসাদনও সম্ভব। তার ফলে, জার্মানীর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অবনতি অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং তার পরিণতি স্বরূপ অক্ষশক্তি জোটের মধ্যে ভাঙন ধরবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড স্থির করেন যে স্টালিনগ্রাডের আসন্ন অপারেশনটি হবে ১৯৪২ সালের শেষাশেষি প্রধান অভিযান।

স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষার সংগ্রাম থেকে জোর-দার আক্রমণে উত্তরণের সময় নির্ঘণ্টটি—প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ, রণাঙ্গনে তৎকালীন অনুকূল অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে, সোভিয়েত কম্যান্ডের শত্রুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করার আগ্রহ থেকে উদ্ভূত। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে আক্রমণ শুরু করার সময়োচিত সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। শত্রুর অবস্থা তখন অনিশ্চিত। একদিকে তার আক্রমণ করার সামর্থ্য ফুরিয়ে গিয়েছে—অপরদিকে এখনো পর্যন্ত সোভিয়েত আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ এবং অনির্ভরযোগ্য রুমেনীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা রক্ষিত পার্শ্বভাগকে জোরদার করার জন্যে রিজার্ভ বাহিনী সমাবেশ ঘটাতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আওতায় স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে পাল্টা আক্রমণের বেলাতেই সর্বপ্রথম যুদ্ধের ইতিহাসের বৃহত্তম শত্রু সমাবেশের পরিবেষ্টন ও ধ্বংস সাধনের জন্য সমস্ত ফ্রন্টের মিলিত অপারেশনের পরিকল্পনাটি আগে থেকেই গৃহীত হয়। এই ধ্রুপদী অপারেশনটি সোভিয়েত যুদ্ধবিদ্যার উন্নত মান, তার সৃজনধর্মী দৃষ্টি-ভঙ্গি ও সোভিয়েত সেনানায়কদের বিচক্ষণতার পরিচায়ক। আবেষ্টনী রচনার ক্ষেত্রে দ্রুত ও একই সঙ্গে নিবিড় অন্তর্বলয় ও মজবুত বহির্বলয় রচনার মূল্যবান অভিজ্ঞতা তাঁরা এখানেই অর্জন করেন। আবেষ্টনীর অন্তর্বলয়ে সৈন্যবাহিনীর বেশির ভাগ অংশ এবং মূলতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম ও স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের সাঁজোয়া বাহিনীকে জড়ো করা হয় এবং বহির্বলয়ের জন্য বরাদ্দ হয় মূলতঃ রাইফেলধারী বাহিনী নিয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত এক ক্ষুদ্র বাহিনী। তারা কোন বড় রকম আক্রমণে অংশগ্রহণ করবে না—তারা শুধু প্রতিরক্ষা ব্যূহটিকে স্থিতিশীল রাখবে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে অবরুদ্ধ শত্রুবাহিনী নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত বহির্বলয়টি অনড় হয়ে খাড়া থাকবে।

বলা বাহুল্য যদিও গোড়াতে ঠিক হয় যে শত্রুর পরিবেষ্টন ও ধ্বংসসাধন—এই দুটি কাজ একই সঙ্গে চলবে—কিন্তু রণাঙ্গনের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনাটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকার নেয়। বস্তুতঃ অবরুদ্ধ শত্রুর বাইশটি ডিভিসনের সাংগঠনিক সংহতি ও যুদ্ধক্ষমতা অটুট থাকে এবং ফলে, এক বিরাট সোভিয়েত সেনাবাহিনী সেখানে আটকা পড়ে। তাছাড়া আবেষ্টনীর ভিতর ও বাহির মিলিয়ে রণাঙ্গনের দৈর্ঘ্যও যা ভাবা গিয়েছিল তার চেয়েও দ্বিগুণ আকার নেয় এবং তার ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অপারেশনগত নিবিড়তায় ঘাটতি পড়ে। এই অবস্থার সুযোগে, শত্রু তার অবরুদ্ধ সেনাবাহিনীকে বেষ্টনী ভেদ করে মুক্ত করার প্রয়াসী হয়। তাই সোভিয়েত কম্যান্ড নমনীয়তার পরিচয় দিয়ে স্থির করেন যে প্রথমে বহির্বলয়ের শত্রুবাহিনীকে নির্মূল করা হবে এবং নতুন এক সযত্নে প্রস্তুত অপারেশনের মাধ্যমে অবরুদ্ধ শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করা হবে।

নিজস্ব প্রতিনিধির মাধ্যমে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ডের ফ্রণ্ট লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে রণনৈতিক নেতৃত্বদানের পদ্ধতিটি স্টালিনগ্রাড-প্রতিআক্রমণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়। পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই প্রতিনিধিরা অকুস্থলে থেকে সমন্বয়সাধন ও অপারেশনের জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তুগত ও কারিগরি সহায়তাদানের মাধ্যমে ফ্রণ্ট সেনানায়কদের আক্রমণের প্রস্তুতির কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। তাঁদের মাধ্যমে সুপ্রীম কম্যান্ড যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহকে সরাসরি প্রভাবিত করার জন্যে গৃহীত পরিকল্পনার দ্রুত ও সময়োচিত রদবদল করে থাকেন।

ফ্রণ্টের প্রধান রণাঙ্গনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সৈন্য সমাবেশের মাধ্যমে শক্ বাহিনী সৃষ্টি এবং তার পাশাপাশি অপ্রধান রণাঙ্গনের জন্য অল্প সংখ্যক সৈন্যের মোতায়েন করা—এই দুঃসাহসিক কল্পনা স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে প্রতিআক্রমণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের ঝুঁকি নিয়ে সোভিয়েত কম্যান্ড যে শুধু শক্তিশালী শক্ আর্মি গ্রুপ সৃষ্টি করলেন তা নয়—তাঁরা ব্যূহভেদের জন্যে নির্বাচিত অঞ্চলে শত্রুর তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় সৈন্যবল ও সমরোপকরণ সমাবেশ করতে সক্ষম হলেন। তার ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রারম্ভিক আঘাতটি অত্যন্ত জোরালো হয়; তারা দলে দলে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের রণকৌশলগত এলাকায় দ্রুত প্রবেশ করতে পারে এবং আক্রমণের গভীরতা বাড়ে।

শত্রুব্যূহের কয়েকটি জায়গায় (প্রায় সাতটি) একসঙ্গে জোরালো আঘাত হেনে ঢুকে পড়ার নতুন পদ্ধতিটি সোভিয়েত সেনাবাহিনী স্টালিনগ্রাডে পরখ করে। সংশ্লিষ্ট তিনটি ফ্রণ্টের প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যে পনের থেকে কুড়ি কিঃ মিঃ ব্যবধান বজায় রেখে শত্রুব্যূহের দুই বা তিনটি সেক্টরে একযোগে প্রবেশ করে। তার ফলে দুই-তিন দিনের মধ্যে পাশাপাশি সক্রিয় শক্ গ্রুপগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এক সম্মিলিত জোরালো আঘাতের মাধ্যমে শত্রুব্যূহের ফাটলকে প্রশস্ত

করার কাজ সহজতর হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যূহ ভেদ করার ফলে শত্রু তার রণ-কৌশলগত ও অপারেশনগত রিজার্ভ বাহিনীকে বহু জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে বাধ্য হয়—কারণ সে জানে না যে সোভিয়েতের আসল আক্রমণ কোন্ দিক থেকে আসছে।

এই আক্রমণে গোলন্দাজ বাহিনীকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো হয়। এই প্রথম পদাতিক ও ট্যাংক বাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযানকে অনুসরণ করে, অবরুদ্ধ শত্রুবাহিনীকে নির্মূল করার জন্যে গোলাবৃষ্টির বেড়াজাল তৈরী করা হয়। (পরবর্তীকালে এই প্রথার বহুল প্রয়োগ ঘটে।) শত্রুব্যূহের উন্মুক্ত পথ ধরে গতিশীল ইউনিটকে পাঠিযে বৃহত্তর সাফল্য অর্জনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ও এই যুদ্ধের আর একটি বৈশিষ্ট্য। আকাশে সোভিয়েত বিমানবাহিনী পূর্ণাঙ্গ প্রাধান্য অর্জন করে এবং বিমানধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় অবরুদ্ধ শত্রুর উপর আকাশপথে অবরোধ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি কায়েম রাখে। এই প্রথম নীচে ট্যাংক ও যান্ত্রিক বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে তাদের উপর ছত্রছায়া বিস্তার ও শত্রুব্যূহ ভেদের অপারেশনে—উপর থেকে আক্রমণ চালিয়ে অংশগ্রহণের মূল্যবান অভিজ্ঞতা সোভিয়েত বিমানবাহিনী অর্জন করে।

স্টালিনগ্রাড যুদ্ধে ভোলগা-ফ্লোটিলাও পিছিয়ে নেই। তারাও সেনাবাহিনী সমাবেশ ও তার সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। কামান দেগে স্থল সেনাবাহিনীকে সহায়তা দান ছাড়াও সৈন্যবাহিনীর অবতরণ কার্য ও সৈন্য এবং সাজসরঞ্জাম প্রভৃতিকে ভোলগা নদী পারাপার প্রভৃতি কাজ ভোলগা-ফ্লোটিলা নিপুণভাবে সমাধা করে। ১৯৪২-এর ২৪শে জুলাই থেকে ১৯৪৩-এর জানুয়ারীর শেষ পর্যন্ত এই ফ্লোটিলা ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য, ১৩ হাজার টনেরও বেশি মালপত্র এবং ৪০০টি মোটরযান বহন করেছে।

স্টালিনগ্রাডের প্রতিআক্রমণের সময়—মূল আক্রমণকারী বাহিনীর গতিশীল ইউনিট হিসাবে সাঁজোয়া বাহিনীর ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে। ট্যাংকের অনুপস্থিতিতে শত্রুব্যূহ ভেদ করার কাজে পদাতিক বাহিনীকে, সাঁজোয়া বাহিনীর বৃহদাকার ইউনিটগুলি সরাসরি সহায়তা করে। শত্রু সৈন্যকে ঘেরাও করা, শত্রুব্যূহের পশ্চাদভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আক্রমণ হানা ও তার রিজার্ভ বাহিনীকে ধ্বংসসাধন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি অধিকার প্রভৃতির মাধ্যমে সাঁজোয়া বাহিনী অপারেশনের ক্ষেত্রে রণকৌশলগত সাফল্য অর্জন করে। অপারেশনগত স্তরে সাঁজোয়াবাহিনীর ব্যাপক প্রয়োগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার সংগঠনগত উন্নতি-বিধান ও বিশেষ করে অবিমিশ্র ট্যাংক আর্মি গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে, স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধের ফলে সোভিয়েত যুদ্ধবিদ্যা নতুন আহরিত ধ্যানধারণা ও উৎকর্ষের মাধ্যমে সমৃদ্ধতর হয় এবং নাৎসী জার্মানীর রণদক্ষতার তুলনায় আপন শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখে। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা যেন

রুবিকন নদী অতিক্রম করার সামিল এবং তার পর থেকে সোভিয়েত যুদ্ধবিদ্যার দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধান এবং তার সংগঠন ও সামরিক কার্যক্রমের পদ্ধতি ও প্রকরণগত উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে এই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

জয়লাভের মধ্যেই যুদ্ধবিদ্যার আসল সার্থকতা নিহিত। সেই অর্থে স্টালিনগ্রাডের জয় নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। সেখানে শত্রুকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী আবার এবং স্থায়ীভাবে রণনৈতিক উদ্যোগ ফিরে পায় এবং গোটা যুদ্ধের মোড় ফেরানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান সৃষ্টি করে। এই যুদ্ধে যে শুধু নাৎসী বাহিনীর সেরা অংশ বিধ্বস্ত হয় তা নয়—নাৎসী আক্রমণের বিপর্যয় ঘটে এবং ফ্যাসিবাদের মনোবল দারুণ ভাবে মার খায়। স্টালিনগ্রাডেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী নাৎসী জার্মানী ও তার তাঁবেদারদের অভূতপূর্ব পরাজয় ঘটায়। এই যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনী—দুটি জার্মান, দুটি রুমেনীয় ও একটি ইতালীয় আর্মিকে বিধ্বস্ত করে। সবসুদ্ধ বত্রিশ ডিভিসন ও তিন ব্রিগেড সৈন্য পুরোপুরিভাবে উৎসাদিত হয় এবং ষোলটি ডিভিসনের অর্ধেকের বেশি সৈন্য খোয়া যায়। নাৎসী বাহিনীর ১৫ লক্ষ অফিসার ও সৈন্য, সাড়ে তিন হাজার ট্যাঙ্ক ও আক্রমণ চালাবার কামান, তিন হাজারেরও বেশি জঙ্গী ও পরিবহন বিমান, বার হাজারেরও বেশি ফিল্ডগান ও মর্টার, ৭৫ হাজার মোটর যান এবং বিপুল সংখ্যক অন্যান্য উপকরণ খোয়া যায়।

সোভিয়েত কম্যান্ডের সব স্তরের সেনানায়কদের সৃজনশীল প্রয়াস, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সুষ্ঠু রাজনৈতিক প্রশাসন ব্যবস্থা ও সাধারণ সৈনিকদের অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের ফলশ্রুতি হল এই জয়। তাই ছোট বড় মিলিয়ে ১৮০ ইউনিটকে গার্ড উপাধি দান করা হয়; ৪৬টি ইউনিটকে স্টালিনগ্রাড, ডন, কান্টেমিরোভকা, কোটেলনিকভো, টাটসিনস্কী প্রমুখ ঐ যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলির অভিধায় সম্মানিত করা হয় এবং ৭ লক্ষ ৭ হাজারেরও বেশি অফিসার ও সৈন্যকে-'স্টালিনগ্রাড প্রতিরক্ষা পদক' দান করা হয়। স্টালিনগ্রাড যুদ্ধ জয়ের মূলে রয়েছে গোটা দেশের সহায়তা। এই যুদ্ধের মাধ্যমে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের ঐক্য ও সংহতি উজ্জ্বলরূপে ফুটে ওঠে এবং স্টালিনগ্রাড রক্ষার সংগ্রামে রত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ ইউনিটই নানা জাতির সৈন্য নিয়ে গঠিত।

স্টালিনগ্রাডে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই অসাধারণ জয়ের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ এই জয় নাৎসী জার্মানী ও তার তাঁবেদারদের আভ্যন্তরিক পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। ভোরমাখটের সেনাবাহিনীর উৎসাদনের ফলে শত্রুর মনোবল ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় সম্পর্কে তার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। স্টালিনগ্রাডের বিপর্যয় কিভাবে

নাৎসী জার্মানীর মধ্যে নৈরাশ্য সঞ্চার করে—সে প্রসঙ্গ অবতারণা করতে গিয়ে—জার্মান লেখক হাইনজ রেইন মন্তব্য করেন যে 'এই চূড়ান্ত আঘাতের ফলে আমাদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল—আমাদের মনোবল বলে কিছু রইল না। তারি সঙ্গে মনে হল যে আমরা হেরে গিয়েছি।'[১৬] স্টালিনগ্রাডের পরাজয় গোটা নাৎসী বাহিনীকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। তার সৈন্যেরা আর জয়ের আশা রাখে না। যে কোন কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হলে অফিসার ও জেনারেলরা কেবল সেনাবাহিনীর পার্শ্বভাগ ও পশ্চাদভাগের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়। স্টালিনগ্রাডে পরিবেষ্টিত হওয়ার স্মৃতি তাদের দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে ফিরছে। লিডেল্ হার্টের ভাষায়, 'এর পর থেকে স্টালিনগ্রাড সংক্ষা বিষক্রিয়ার মতো জার্মান সেনাপতিদের মনকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তার ফলে যে সমস্ত রণনীতি তাদের কার্যকর করার কথা তার সম্বন্ধে তাদের কোন আস্থা রাখাই আর সম্ভব নয়। স্টালিনগ্রাডে জার্মান সেনাবাহিনীর বস্তুগত পরাজয়ের চেয়ে নৈতিক বিপর্যয়টাই বড় আকারে ঘটেছে যার থেকে সে কোনদিনই বেরিয়ে আসতে পারে নি।'[১৭] নাৎসী অতিকায় সমরযন্ত্রটির সেলাইয়ের জোড় যেন খুলে গিয়েছে।

পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টে যে অতিমাত্রায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাকে পূরণের জন্য ও যুদ্ধ শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থাকে চাঙা করার জন্যে সবাইকে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে নাৎসীরা আহ্বান জানায়। তারা ফ্রন্টের প্রয়োজনে দেশের সমস্ত সম্পদকে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু জাতীয় অর্থনীতি তার সঙ্গে তাল রাখতে অক্ষম। সকলকে যুদ্ধে যাবার আহ্বান অসামরিক জার্মানদের মনে ঘোরতর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। নাৎসী অধিকৃত দেশের শ্রমিকরা জার্মানীতে বলপূর্বক স্থানান্তর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করে। এ সবের ফলে নাৎসী রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর ভিত্তি দ্রুত ক্ষয় হয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত জাতিদম্ভী প্রচার জনিত মোহনিদ্রা ভেঙে জার্মান জনগণের বিবেক ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নাৎসী জার্মানী ও তার পাণ্ডাদের মর্যাদা দারুণ হ্রাস পায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর আগে জার্মানীর সঙ্গে চোদ্দটি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। স্টালিনগ্রাডে বিপর্যয়ের ফলে সংখ্যাটি কমে দাঁড়ায় তার মধ্যে বেশির ভাগই নাৎসী রাইখের নিয়তির সঙ্গে নিজেদের আর যুক্ত রাখতে ইচ্ছুক নয়। ইতালী, হাঙ্গেরী আর রুমেনীয়ার শাসককুল নানা সম্ভাব্য উপায়ে হিটলারের ফরমায়েস এড়িয়ে যেতে উৎসুক। স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে ঐ সমস্ত দেশের সেনাবাহিনীর নিদারুণ পরাজয়ের ফলে সংশ্লিষ্ট ফ্যাসিস্ত দেশগুলির শাসনব্যবস্থায় সংকট সৃষ্টি হয় এবং পরিশেষে তা অক্ষশক্তি জোটের পতনের পথ প্রশস্ত করে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিপর্যয়, ইতালীয়, রুমেনীয় ও হাঙ্গেরীয় অফিসার ও সৈন্যদের প্রতি নাৎসীদের অবজ্ঞা ও সোভিয়েত ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের পরিচয় সব কিছু মিলে

প্রতারিত অভিযাত্রী বাহিনীর চোখ খুলে দিল। তাদের ধ্যান-ধারণা অনুভূতি সব দ্রুত বদলাতে থাকে। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের যুদ্ধ থেকে ঘরে ফেরার পর তারা দেশের মানুষের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করতে থাকে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ফ্যাসি বিরোধী সংগঠনে যোগদান করে এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের আওতায় পার্টিজান বাহিনীর যোদ্ধা হয়।

ইতালীয় ৮নং আর্মির উৎসাদনের ফলে, অক্ষশক্তি জোট থেকে ইতালীর নিষ্ক্রমণ-প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। স্টালিনগ্রাড পতনের সংকেতের জন্য জাপান অপেক্ষায় ছিল—তার পর সে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দূর প্রাচ্যে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের উদ্বোধন ঘটাত—এখন সে ঐ অভিপ্রায় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত তুরস্কের শাসনচক্র সোভিয়েত ট্রান্স ককেশীয় প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে সরাসরি অক্ষশক্তিতে যোগদানের ফন্দি আঁটছিল—কিন্তু স্টালিনগ্রাডের ঘটনা প্রবাহের এই অভাবনীয় পরিণতি দেখে তাদেরও সেই ফন্দি ত্যাগ করতে হল। হিটলারপন্থী শিবিরে ঘোরতর অবিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে। তথাকথিত নিরপেক্ষ দেশগুলি যারা নাৎসী জার্মানীকে যুদ্ধের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করে আসছিল—তাদের মধ্যে দোদুল্যমানতা দেখা দেয়।

স্টালিনগ্রাডে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এই জয়ের ফলে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আনন্দে আত্মহারা। নাৎসী অধিকৃত দেশের মুক্তি সংগ্রাম নতুন শক্তি নিয়ে জ্বলে ওঠে। শুধু দলবদ্ধ হওয়া নয়—দেশপ্রেমী মানুষ এখন প্রতিরোধের পথে পা বাড়িয়েছে। প্রতিরোধবাহিনীর যোদ্ধাদের সংখ্যা এখন ক্রমবর্ধমান এবং তাদের সংগ্রামও বিচিত্র পথ ধরে আগুয়ান। যুগোশ্লাভিয়া ও পোল্যান্ডের মতো দেশগুলিতে নাৎসী হানাদারদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করে এবং দেশপ্রেমিক ফরাসীরাও পিছিয়ে নেই—তারাও নতুন উদ্যমে হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের মুখপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্টালিনগ্রাড যুদ্ধের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লেখা হয়ঃ সোভিয়েত ফ্রন্টে সৈন্যরা যখন অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করছে—তখন শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়াররা মিলে উৎপাদনের নতুন রেকর্ড সৃষ্টিতে রত…অমানুষিক পরিশ্রম করে যৌথ খামারের কৃষকগণ, সাংঘাতিক যুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্যেও সৈন্যবাহিনী ও গোটা রাষ্ট্রের জন্য ফসল উৎপাদনে রত। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সম্পদের নতুন নতুন উৎস সন্ধানে ব্যস্ত এবং লেখক ও শিল্পীরা জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করে চলেছে নবীন উদ্দীপনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সার্বজনীন ও সর্বাত্মক প্রয়াস শুধু আজ প্রশংসার বস্তু নয়—সেটা আমাদের পথ নির্দেশিকাও বটে।"[১৮]

বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়ার পার্টিজান বাহিনী এবং রুমেনিয়া ও হাঙ্গেরীর আত্মগোপনকারী দলগুলি তাদের তৎপরতা আরও বৃদ্ধি করেছে। ভোরমাখটের

জন্য উৎপাদনরত যুদ্ধোপকরণের কারখানাগুলিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার শ্রমিকগণ অন্তর্ঘাত শুরু করে দিয়েছে। বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও হল্যাণ্ডে নাৎসী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জোরদার হয়ে উঠেছে। সর্বত্র জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামরত যোদ্ধাদের পুরোভাগে রয়েছে কমিউনিস্টরা। তারাই গণমুক্তি সংগ্রামের সংগঠন ও প্রেরণার প্রধান উৎসস্থল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়ে অনুপ্রাণিত আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের লক্ষ-কোটি শ্রমিক সোভিয়েত জনগণ ও তার সৈন্যবাহিনীর প্রতি অকপট শ্রদ্ধায় আপ্লুত।

এটা প্রকৃতই এক ঐতিহাসিক কীর্তি যার মাধ্যমে সোভিয়েত সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বীর্যবত্তা, সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির বলিষ্ঠতা ও উন্নততর যুদ্ধবিদ্যার পরাকাষ্ঠা ফুটে উঠেছে। এই বহুজাতি অধ্যুষিত দেশের জনগণ ও সৈনিকদের গণবীরত্ব, সাহস ও মহান ঐক্য এই শৌর্যমণ্ডিত কীর্তির মধ্যে বিধৃত।

১। রুশ ভাষায় শব্দটার অর্থ হল বেষ্টনী। —সম্পাদক

২। এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি —পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৫৭।

৩। হান্‌সডোয়ের, ডেয়্যার ফেল্টযুক নাখ স্টালিনগ্রাড, ই. এস. মিটলার উন্ট ডার্মস্ট্যাট ১৯৫৫, পৃঃ ৩০।

৪। ক্রাসনায়া ঝভেজভা, ২৫শে অগাস্ট ১৯৪২।

৫। এ. আই. ইয়েরেমেঙ্কো, স্টালিনগ্রাড নোট্‌স্ অব্ আ ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার, ভয়েনিজডাট, মস্কো, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ২১১। (রুশ ভাষায়)

৬। দা মেময়ার্স্ অব মার্শাল ঝুকভ, পৃষ্ঠা ৩৮৫।

৭। রুশ ভাষায় কথাটার অর্থ: আত্মসমর্পণ কর, না হলে কাল ডুবে মরবে।

৮। প্রাভদা, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২।

৯। হিস্ট্রী অব দা সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ১৯৩৯-১৯৪৫, ভল্যুম ৫, ভয়েনিঝডাট, মস্কো, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭। (রুশ ভাষায়)

১০। ১৯৪২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর স্টালিনগ্রাড ফ্রন্টের নতুন নাম হল—ডন ফ্রন্ট এবং দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রন্টের নতুন নাম স্টালিনগ্রাড ফ্রন্ট।

১১। দা ইউ. এস. এস. আর. ডিফেন্স মিনিস্ট্রি সেণ্ট্রাল আর্কাইভস্ আর্কাইভাল কলেক্‌শানস্ নং ২২৩ ডেসক্রিপশন লিষ্ট ১২৮৬ ফাইল ১৫১, পৃষ্ঠা ৫৭।

১২। দা ফ্যাটাল ডিসিশানস্, পৃষ্ঠা ১৮৪।

১৩। ক্রীক্‌সটাগেবুক ডেস ওব্যার কমাণ্ডোস ডেয়্যার ভ্যেরমাখ্‌ট ১৯৪০-১৯৪৫ ভল্যুম ২, Hbbd বারনার্ড উন্ট্ গ্রেফে ফেব্যারলক ফ্যুইর ডেয়্যারভেজেন, ফ্রাংকফুট আম মেইন ১৯৬৩, পৃঃ ১৩০১।

১৪। ঐ।

১৫। ঐ ১৩০৬।

১৬। হাইনৎস রাইন ফিনালে ব্যার্লিন, ফেয়্যারলাক. ব্যার্লিন, পৃঃ ৬০৯।

১৭। বি. এইচ. লিডেল হার্ট হিস্ট্রী অব দা সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, নিউইয়র্ক ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৪৭৯।

১৮। এম. সেমিরিয়াগা, ইকো অব দা ব্যাটেল অব স্টালিনগ্রাড, ভলগোগ্রাড ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৬১। (রুশ ভাষায়)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুর্স্কের যুদ্ধ ঃ সমানে সমানে লড়াই

১। ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মকালে সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি নাগাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সর্বোচ্চ সীমায় এসে পেঁছায়। ক্রমবর্ধমান তীব্রতার সঙ্গে এই লড়াই চার বছর ধরে চলছে। বিশাল স্থল ও জলভাগ জুড়ে সামরিক তৎপরতা চলেছে। ভয়ংকর বিমানযুদ্ধও বাদ নেই। ইউরোপের বিশাল অংশ ও এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জার্মান ও জাপানী আগ্রাসকদের বুটের তলায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঠিক এই সময়েই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে জার্মানী ও তার মিত্ররা বেশ কয়েকবার চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে। সেখানেই নতুন ঊষা তার বর্ণাঢ্য রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং ফ্যাসিবাদের পরাজয় সূচিত হয়।

স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়লাভের ফলে, হিটলার বিরোধী শক্তিজোটের পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিবর্তন সূচিত হয়। রণনৈতিক উদ্যোগ নাৎসী জার্মানীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী যে শুধু আগ্রাসনের প্রধান তরঙ্গকে রুখে দিল তা নয়, তাকে পিছু হটতেও বাধ্য করে। তারা ভ্যেরমাখ্‌ট ও তার মিত্রদের অধিকৃত অঞ্চলগুলির অনেকখানি পুনর্দখল করে এবং লক্ষ কোটি সোভিয়েত নাগরিককে ফ্যাসিস্ত দাসত্ব থেকে মুক্ত করে। ককেশাসের তৈলক্ষেত্র দখল করা ও সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে গিয়ে জঙ্গীবাদী জাপানের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার নাৎসী পরিকল্পনা তাসের ঘরের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনে ইতালীয় ও জার্মান বাহিনীর পরাজয় ঘটে। তবুও নাৎসী ডুবোজাহাজ আমেরিকা ও মিত্র দেশগুলির ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ রসদ বোঝাই জাহাজগুলিকে সমুদ্রবক্ষে সন্ত্রস্ত করে রাখে।

সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে, জার্মানী ও তার মিত্রদের বিপর্যয়ের ফলে অক্ষশক্তি জোট কাহিল হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যবাদী জাপানের যুদ্ধের প্রিরিপ্রেক্ষিত একদম বদলে যায়। এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ড ও প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে জাপানী সেনা-বাহিনী ও নৌবাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। অধিকৃত জায়গাগুলির প্রতিরক্ষা

সমস্যা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে খোদ জাপান থেকে রিজার্ভ বাহিনী তলবের প্রয়োজন পড়ে। বড় আকারে আক্রমণ চালানোয় সামর্থ্য জাপানের ফুরিয়ে আসছে।

কিন্তু সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ঝটিকাকেন্দ্র। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তখনো অক্ষশক্তি জোটের সেনাবাহিনী সমাবেশিত এবং অশ্রুতপূর্ব ব্যাপ্তি ও তীব্রতা নিয়ে যুদ্ধ সেখানে অব্যাহত। তারই পরিণামের উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যত পরিণতি নির্ভরশীল।

সোভিয়েত ফ্রন্টে ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর সশস্ত্র বাহিনীর প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কেবল ১৯৪২-১৯৪৩ সালের শীতকালীন অভিযানের সময়েই তাদের একশরও বেশি সেনা ডিভিসন খোয়া গিয়েছে। জার্মানীর জঙ্গী তাঁবেদার দেশগুলিও যুদ্ধে যোগ দিয়ে চরম খেসারত দিয়েছে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী দুটি রুমেনীয়, একটি ইতালীয় ও একটি হাঙ্গেরীর আর্মিকে খতম করেছে। সাড়ে তিন হাজার ট্যাঙ্ক, ২৪ হাজার ফিল্ডগান ও ৪ হাজার ৩'শ বিমানসহ, ভেরমাখ্‌ট ও তার মিত্রদের বিপুল সংখ্যক যুদ্ধাস্ত্র ও সমরোপকরণ খোয়া গিয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভে, নাৎসী আগ্রাসকদের অধিকৃত দেশের অনুপ্রাণিত জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম বৃহত্তর আকার ধারণ করে। সশস্ত্র লড়াইয়ের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। খোদ অক্ষশক্তি জোটের দেশগুলির মধ্যে প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়লাভজনিত অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগে হানাদার কবলিত দেশগুলির জনগণ সাফল্যের সঙ্গে সমস্ত ধরনের দেশপ্রেমী শক্তিকে জমায়েত করে।

নাৎসী জার্মানীর সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে তাদের যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাকে পূরণ করার জন্য নতুন সেনাবাহিনী আমদানি করে—রণাঙ্গনের প্রতিকূল ঘটনাপ্রবাহকে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য আপ্রাণ সচেষ্ট হয়। তৃতীয় রাইখের নেতারা বিশেষ ধরনের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তারা ফ্যাসি-বিরোধী ও শান্তিকামী মানুষদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং যে কোন মূল্যে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে এক বড় রকম জয়ের আশায় পদানত ইউরোপের অবশিষ্ট সম্পদকে যুদ্ধের কাজে লাগায়। যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক সমাবেশের ঘোষণা জারী করে তারা জার্মান যুদ্ধ যন্ত্রকে শক্তিশালী ও তৈলনিষিক্ত করার প্রয়াস পায়।

তৃতীয় রাইখের অন্তর্গত বছর ষোল থেকে পঁয়ষট্টি পর্যন্ত সব পুরুষ ও সতের থেকে পঁয়তাল্লিশ বয়সী সব নারীকে সর্বাত্মক সমাবেশের আওতায় আনা হয়। তাদের মধ্যে যারা অস্ত্রধারণে সক্ষম তাদের যুদ্ধে যেতে হয় এবং বাকীদের কলকারখানা, পরিবহন ও খেত-খামারে কাজ করতে হয়। নাৎসী কবলিত দেশগুলি

থেকে, এস. এস. বাহিনী মেশিনগানের নল ঠেকিয়ে ট্রেন বোঝাই নরনারীকে জার্মানীতে জোর করে ধরে আনত। অস্ত্রনির্মাণ কারখানায় শ্রমদাস অথবা ক্ষেত-খামারের সবচেয়ে শ্রমসাধ্য কাজ তাদের জন্যে বরাদ্দ ছিল। পুরোপুরি ফ্যাসিবাদী পাশবিকতা সহকারে এ ধরনের বর্বরোচিত কাজ করা হত। ১৯৪৩ সালে কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ করানোর জন্যে কুড়ি লক্ষ মানুষকে জার্মানীতে বলপূর্বক চালান দেওয়া হয়। তার ফলে শ্রম-দাসের সংখ্যা ঐ দেশে সত্তর লক্ষেরও বেশিতে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত প্রকার মানবিক অধিকার বঞ্চিত এই মানুষদের অবস্থা ক্রীতদাসের চেয়ে কোন অংশে ভাল নয়। হিটলার ঘোষিত 'এক হাজার বছর স্থায়ী সাম্রাজ্যে' তাদের রক্ষা করার জন্য কোন আইন তৈরী হয়নি। সবচেয়ে নোংরা ও হাড়ভাঙা শ্রমসাধ্য কাজ—যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে একত্রে তাদের করতে হত। সবরকম পাশবিক অত্যাচার তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। তাদের না খাইয়ে মারা হত। কারণ, হিটলারের 'অনর্থ' বাধ্যতামূলক শ্রম শিবিরের' প্রথা ছিল যে, নাৎসী রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শক্তির শেষ কণাটুকু নিঙড়ে নিয়ে তাদের দৈহিক বিলুপ্তি ঘটাতে হবে।

এধরনের অভূতপূর্ব শ্বেতাঙ্গদাস শ্রম আহরণের মাধ্যমে ১৯৪৩ সালে তৃতীয় রাইখ ভ্যেরমাখ্‌টের প্রয়োজনে শিল্প ও কৃষিতে নিযুক্ত কুড়ি লক্ষ অসামরিক নাগরিককে যুদ্ধের জন্যে টেনে নিল।

যুদ্ধের জন্যে সর্বাত্মক সমাবেশ ছাড়াও নাৎসীরা সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে সমরোপকরণ উৎপাদন বাড়াতে প্রয়াসী হয়। ইউরোপীয় দেশগুলির সম্পদকে আরো বেশি পরিমাণে জড়ো করা হয়, শ্রমজীবী মানুষদের উপর আরো পাশবিক উপায়ে নির্যাতন চালানো হয় এবং মুষ্টিমেয় একচেটিয়াপতির হাতে যুদ্ধ-অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ আরো বেশি পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হয়। এসবের ফলে, কিছু সময়ের জন্যে জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালের তুলনায় তার ট্যাংক ও আক্রমণ চালাবার কামান উৎপাদন শতকরা ৭৩ ভাগ ও বিমান উৎপাদন শতকরা ৭১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে, জার্মানী তার পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনীর জন্য 'টাইগার' ও 'প্যান্থার' ট্যাংক এবং 'ফার্ডিনান্ড' কামান প্রভৃতি হালে তৈরী ও আরো কার্যকর সব অস্ত্রশস্ত্র পাঠায়। নতুন ধরনের ফক্‌-উলফ ১৯০-এ জঙ্গীবিমান ও হেংকেল-১২৯ বিমান যুক্ত করে লুফতভাফের শক্তিবৃদ্ধি ঘটান হয়।

'সর্বাত্মক সমাবেশ' ব্যবস্থা অবলম্বিত হবার ফলে যে বাড়তি লোকবল ও সম্পদ সংগৃহীত হয়, তার বেশির ভাগ অংশকে, নাৎসী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে পাঠিয়ে দেয়। তাদের কাছে এটা জলের মতো পরিষ্কার ছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম বহুলাংশে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভাবী যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল। অতএব তারা সোভিয়েত সেনা-

বাহিনীর প্রধান অংশকে বিধ্বস্ত করে যুদ্ধের পাল্লা নিজেদের দিকে ফেরাবার জন্যে বড় রকমের আক্রমণ শুরুর তোড়জোড় করে। ১৯৪৩ সালে পশ্চিমী মিত্রশক্তি দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সূত্রপাত ঘটাবে না—এই ধারণার ভিত্তিতে নাৎসী হাই কম্যাণ্ডের রণনৈতিক হিসেব নিকেশ তৈরী হয়েছে।

১৯৪৩ সালের জুলাইয়ের গোড়ায়, জার্মানী ও তাঁর তাঁবেদার গোষ্ঠী ৫৩ লক্ষ ২৫ হাজার সৈন্য, ৫৪ হাজারেরও বেশি ফিল্ডগান ও মর্টার, ৫৮৫০টি ট্যাংক ও আক্রমণ চালাবার কামান এবং প্রায় তিন হাজার জঙ্গী বিমান সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে জমায়েত করে।

সে সময় সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে খবর এসেছে যে জার্মানীর রণপ্রভুরা, যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্যে পদানত ইউরোপের সব সম্পদ জড়ো করে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে জোরদার আক্রমণ চালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যেহেতু গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রতিশ্রুতি পালন করতে একান্ত অনিচ্ছুক—তাই এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আগামী যুদ্ধ ঘটতে যাচ্ছে। অতএব সোভিয়েত জনগণকে এককভাবেই ফ্যাসিবাদী শক্তিজোটের প্রধান সেনা-বাহিনীর বিরুদ্ধে আর একবার লড়তে হবে।

মিত্র রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন শাসক-গোষ্ঠী যে ধরনের কপটতার আশ্রয় নেয়—তা সত্যিই ঘৃণ্য। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি লাভ করে। পরিমাণ গত ও গুণগত ভাবে মার্কিন সেনাবাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি পায়। মিত্র সেনাবাহিনীর একাংশ ইতিমধ্যে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছে। গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তাদের সেনাবাহিনী ও সামরিক উপকরণকে যুদ্ধার্থে নিয়োজিত করতে তখনও অনিচ্ছুক। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের মিলিত সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা —জার্মানী, জাপান ও ইতালীর সেনাবাহিনীর তুলনায় ৫৩ লক্ষ বেশি। তাদের ট্যাংকের সংখ্যা দ্বিগুণ, স্বয়ংচালিত কামানের সংখ্যাও তাই এবং জঙ্গী বিমানের সংখ্যা তিনগুণ বেশি। অর্থাৎ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মোক্ষম আঘাত হানার মতো সব কিছুই মজুত। দরকার এখন সেগুলিকে কাজে লাগানো।

ফ্যাসীবাদী আগ্রাসকদের তাড়াতাড়ি নির্মূল করা কিন্তু আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের রণনীতি ও উদ্দেশ্য নয়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রভুত্ব বিস্তারের অবস্থা সৃষ্টি করাতেই পশ্চিমী দেশগুলির শাসকচক্রের প্রধান স্বার্থ নিহিত এবং তারা সে কাজেই রত। তারা প্রধানতঃ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের ঘাঁটিগুলিকে শক্তিশালী করাতেই আগ্রহী। তাছাড়া তারা আটলান্টিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তা বিধান করতে চায়।

ব্রিটেন ও আমেরিকার সরকার, জার্মানী ও তার মিত্রদের প্রধানতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে ঘায়েল করতে চায়—যাতে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমাজতন্ত্রী দেশ—উভয়ই রক্ত মোক্ষণে দুর্বল হয়ে পড়ে।

মিত্রশক্তিরা স্থির করল যে ১৯৪৩ সালে সিসিলিতে প্রথম সীমাবদ্ধ আকারে আক্রমণাত্মক অপারেশন শুরু করা হবে। তারা আপেনাইন উপদ্বীপে সৈন্য অবতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। জার্মানীর উপর ব্যাপকভাবে বোমাবর্ষণের কথাও ওঠে। মিত্রদের মতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হবে অপ্রধান রণাঙ্গন। জাপান থেকে কয়েক হাজার কিঃ মিঃ দূরবর্তী জাপানের প্রতিরক্ষা ব্যূহের বহির্বলয়ের উপরও সীমাবদ্ধ আকারে হামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবিত অপারেশনগুলির ফলে কিন্তু জার্মানী ও জাপানের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি কোনভাবেই বিপন্ন হচ্ছে না বা এসবের ফলে ফ্যাসীবাদী গোষ্ঠীকে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্ট থেকে খুব বেশি সৈন্য অন্যত্র সরাতে হচ্ছে না।

১৯৪৩ সালের ১-ই জুন জে. ভি. স্টালিন ফ্রাংকলিন ডি. রুজভেল্টকে লিখলেন: "আপনাদের সিদ্ধান্ত [১৯৪৪ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সূত্রপাত স্থগিত রাখা—লেখক।] সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করেছে—যে নাকি নিজের সমস্ত কিছু উজার করে দিয়ে গত দুবছর ধরে, জার্মানী ও তার তাঁবেদারদের মূল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত, আপনাদের সিদ্ধান্তের ফলে লালফৌজকে নিঃসঙ্গ করে ফেলেছে—যে নাকি অত্যন্ত শক্তিশালী ও ভয়ংকর শত্রুর বিরুদ্ধে শুধু নিজের দেশের জন্যে নয়—মিত্রদের জন্যেও এককভাবে লড়াই করে চলেছে।"[১] এহেন পরিস্থিতিতে যাতে হিটলার বিরোধী জোটের সদস্য দেশগুলি তাদের মিত্রোচিত অঙ্গীকার পালন করে তার জন্যে ধারাবাহিক সংগ্রাম চালানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

সোভিয়েতের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব দ্রুত জয়লাভ ও ফ্যাসিবাদী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে সমস্ত স্বাধীনতা প্রেমী মানুষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে যথাসাধ্য সব কিছু করেন। হিটলার বিরোধী প্রগতিশীল মানুষ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়লাভকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে এবং অবিলম্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সূত্রপাত ঘটানোর জন্য দাবী জানায়।

নাৎসী জার্মানীর 'সর্বাত্মক সমাবেশ' ব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সোভিয়েত যুদ্ধ শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি দরকার। শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভকে অব্যাহত রাখার জন্যে—সোভিয়েত সামাজিক ও রাষ্ট্রীক ব্যবস্থা, সোভিয়েত অর্থনীতি ও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সমস্ত শক্তি ও সারবস্তুকে একত্রিত করা দরকার এবং তার জন্যে চাই সোভিয়েত জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংহতি। ১৯৪৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী সর্বোচ্চ অধিনায়কের নির্দেশনামায়

বলা হয়েছে : "লালফৌজের হাতে মার খেয়ে হিটলারের সেনাবাহিনী সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে পারে না। জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হতে ঢের দেরী—যুদ্ধ সবে ছড়িয়ে পড়ছে মাত্র···। এই যুদ্ধে জয়ী হতে গেলে চাই—আরো সময়, ত্যাগ, আমাদের সেনাবাহিনীর আপ্রাণ প্রয়াস আমাদের সম্পদ-শক্তির দ্রুত সমাবেশ।"[২]

নিঃস্বার্থ শ্রমের মাধ্যমে সোভিয়েত জনগণ দেশের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে আরো শক্তিশালী করার কাজকে সম্পন্ন করে। ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩৫ হাজার বিমান—যা জার্মানীর চেয়ে দশ হাজার বেশি, জার্মানীর দ্বিগুণ বেশি ট্যাঙ্ক, স্বয়ংক্রিয় কামান, সাধারণ কামান ও মর্টার উৎপাদন করে। পদানত ইউরোপের সম্পদকে কাজে লাগিয়েও জার্মানী যুদ্ধ শিল্পোৎপাদনে সোভিয়েতের চেয়ে পেছিয়ে পড়ে।

সোভিয়েতের যুদ্ধভিত্তিক অর্থনীতির দৌলতে শত্রুর অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে উন্নততর ও বেশি সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র সোভিয়েতের সেনাবাহিনীর হাতে পৌঁছে গেল। সোভিয়েত সাঁজোয়া বাহিনী ও গতিশীল কোর পেল—উন্নত ধরনের টী-৩৪ ট্যাঙ্ক, এস. ইউ.-১২২ ও এস. ইউ. স্বয়ংচালিত কামান। সোভিয়েতের নতুন এল. এ-৫ এফ. এন. জঙ্গী বিমানগুলি লুফতভাফের জঙ্গী বিমানের চেয়ে উন্নততর। প্রখ্যাত আই. এল-২ জঙ্গী বিমান ও পি. ই-২ ডাইভ বোম্বার বিমানের আরো উন্নতি ঘটানো হয়।

সোভিয়েতের লক্ষ কোটি শ্রমিক, কারিগর, ইঞ্জিনীয়ারদের সমবেত চেষ্টার ফলে এই যুদ্ধাস্ত্রগুলির সৃষ্টি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তারা একদিনও ছুটি ভোগ না করে এক নাগাড়ে কাজ করেছে, মাসের পর মাস। যারা মনে করে যে দেশের এই অগ্নি পরীক্ষায়, মাতৃভূমির জন্যে সমস্ত শ্রম নিঃস্বার্থভাবে উজাড় করে দেওয়াই হল প্রকৃত নাগরিক ও দেশ প্রেমিকের কাজ এবং তার মধ্যেই রয়েছে যাবতীয় তাৎপর্য—একমাত্র তারাই পারে এই অসাধ্য সাধন করতে।

সোভিয়েত যুদ্ধ অর্থনীতির চমকপ্রদ সাফল্যের দৌলতে, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর আরো শক্তি ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য—কয়েকটি ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হল। এপ্রিলের তুলনায়, ১৯৪৩ এর জুলাইয়ে রণাঙ্গনে সৈন্য-বাহিনীর হাতে দ্বিগুণ বেশি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র পৌঁছে গেল। সেনাবাহিনী পেল ১৫ গুণ বেশি ট্যাঙ্ক ধ্বংসী কামান, বিমান ধ্বংসী কামান ১.২ গুণ; বিমান ১.৭ গুণ ও দ্বিগুণ বেশি ট্যাঙ্ক। সোভিয়েতের সক্রিয় সৈন্যের মোটসংখ্যা সে সময় ৬৬ লক্ষ ১২ হাজার এবং তাদের জন্যে রয়েছে ১ লক্ষ ৫ হাজার ফিল্ডগান ও মর্টার, ১০ হাজার দুশ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান এবং ১০ হাজার ২৫০টি জঙ্গী বিমান।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েতের যে বাহিনীটি ভোরমাখটের মোকা-

বিলায় নেমেছে—তারা গত দুবছর ব্যাপী যুদ্ধে পোড় খাওয়া। তাদের আছে পর্যাপ্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র (তৎকালীন), যথেষ্ট পরিমাণে যুদ্ধের মূল্যবান অভিজ্ঞতা এবং শত্রুর চেয়ে বেশিসংখ্যায় ট্যাংক, বিমান ও কামান। সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে যারা নেতৃত্বদান করছে—সেই জেনারেল ও সামরিক নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে সৈন্যপরিচালনার দুরূহ বিজ্ঞান ভালভাবে আয়ত্ত করেছেন। সোভিয়েত সেনাবাহিনী এখন আসন্ন চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্যে পুরোপুরি তৈরী।

২। নাৎসী প্রতিহিংসা পরিকল্পনা

১৯৪৩ সালের বসন্তকালে হিটলার ও তার দাম্ভিক জেনারেলদের মনে হল যে স্টালিনগ্রাডে পরাজয়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বড় আকারে আক্রমণ শুরু করার মতো যথেষ্ট শক্তি তাদের হয়েছে। অক্ষশক্তি বাহিনী সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উপর আবার প্রাধান্য অর্জন করেছে এই পুরোপুরি ভিত্তিহীন ধারণাকে অবলম্বন করে—সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে নতুন করে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার পরিকল্পনা করতে থাকে নাৎসী হাইকম্যাণ্ড। তাদের খোয়া যাওয়া রণনৈতিক উদ্যোগ পুনরুদ্ধার করে যুদ্ধজয়ের মতলবে নাৎসী জার্মানীর শাসকচক্র নতুন শক্তিশালী আঘাত হানার জন্যে তৈরী হয়। পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রণ্টে জয়লাভের মাধ্যমে জার্মান মিত্রদের মধ্যে ভেরমাখটের পর্যুদস্ত মর্যাদার পুনর্বাসন ঘটবে এবং অক্ষশক্তি জোটের আওতায় জনগণ ও সেনাবাহিনীর মনোবল আবার চাঙা হয়ে উঠবে।

স্থির হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নাৎসী সেনাবাহিনীর প্রধান অংশকে নিয়োগ করা হবে এবং ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টই হবে প্রধান রণাঙ্গন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম যে সেখানেই নির্ধারিত হবে—এবিষয়ে নাৎসী জার্মানীর উচ্চতর রাজনৈতিক ও সামরিকচক্র নিঃসংশয়। অতএব তারা তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আক্রমণ শুরু করার জন্যে জার্মান রণপ্রভুরা কুস্ক রণাঙ্গনকে বেছে নিল। জার্মান কম্যাণ্ডের মধ্যে মধ্য ও ভরোনেঝ ফ্রণ্টের প্রতিরক্ষী বাহিনী ও তার রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীকে পরিবেষ্টিত করে ধ্বংসসাধনের পক্ষে কুস্ক অঞ্চলের সুদূর পশ্চিমে প্রসারিত কুস্ক স্যালিয়েণ্টই হল প্রকৃষ্ট স্থান। এই পরিকল্পনার সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন সিটাডেল'। বিদীর্ণ ব্যূহের সংকীর্ণ সেক্টরের উপর বিপুল সংখ্যক ট্যাংক নিয়ে আকস্মিক আক্রমণ হানার কার্যকারিতার উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৫ই এপ্রিল, হিটলার তাঁর অপারেশন নির্দেশ নং ৬ এর মাধ্যমে জানাচ্ছেন : আমি ঠিক করেছি যে আবহাওয়া অনুকূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বছরের প্রথম আক্রমণ—'অপারেশন সিটাডেল' শুরু করব। এই আক্রমণের উপর সর্বোচ্চ

গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।…কুস্ক' রণাঙ্গনে জয় সারা দুনিয়ার কাছে আলোর সংকেত-স্বরূপ'। হিটলার আরও আদেশ করেন যে, "বেলগরোদ অঞ্চল থেকে একটি বাহিনী অত্যন্ত দ্রুত ও জোরালো আঘাত হানবে এবং ওরেলের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত আর একটি বাহিনী আক্রমণ শুরু করবে। এই দুটি বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণের মাধ্যমে কুস্ক' স্যালিয়েণ্টে শত্রু বাহিনীকে ঘিরে বিধ্বস্ত করে ফেলা হবে।"৩

অপারেশন সিটাডেলকে কার্যকর করার জন্যে ভেরমাখ্‌ট এই অঞ্চলে বিপুল শক্তি সমাবেশ করেছিল—১৬টি প্যানজার ও মোটর বাহিত ডিভিসন সহ পঞ্চাশ ডিভিসন সৈন্য। ১০ হাজার ফিল্ডগান ও মর্টার, ২৭০০ প্যানজার ও আক্রমণ চালাবার কামান এবং দুহাজারের বেশি বিমান। জার্মানীর সেরা ইউনিট, সেরা যুদ্ধ সরঞ্জাম, সেরা সেনানায়ক ও অজস্র অস্ত্রশস্ত্র কুস্ক' স্যালিয়েণ্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে নিয়োজিত হয়।

কুস্কে' আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হবার পরই নাৎসী কম্যাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের পৃষ্ঠভাগে সজোরে আঘাত করে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ধ্বংস করা এবং ফ্রণ্টলাইনকে আরো পূর্বদিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। প্যান্থার ছিল এই অপারেশনের সাংকেতিক নাম। হিটলারের জেনারেলদের হিসেবে, সোভিয়েতের নির্মিত সেনাবাহিনীর যে প্রধান অংশটি সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের রণাঙ্গনে সক্রিয়—সিটাডেল ও প্যান্থার অপারেশনের মাধ্যমে সেটা চুরমার হয়ে যাবে। তার ফলে রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতিতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটবে। এবং ভেরমাখ্‌টের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে অর্জিত জয়ের ফলে জার্মান সেনাবাহিনী সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মধ্যাঞ্চলীয় সমাবেশের পশ্চাৎভাগের গভীরে অনুপ্রবেশ করে মস্কোকে বিপন্ন করার জন্য উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করতে পারবে।

নাৎসী কম্যাণ্ডের শরৎকালীন অভিযানের তালিকায় লেনিনগ্রাডের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণসূচীও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। সিটাডেল অপারেশন সফল হবার পরই কুস্ক' রণাঙ্গন থেকে সৈন্যবাহিনীকে লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে স্থানান্তর করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। পার্কপ্লাৎস ১ ও পার্কপ্লাৎস ২—এই দুই অপারেশনের মাধ্যমে, ভলখভ নদী পর্যন্ত পৌঁছে লেনিনগ্রাড অধিকার, সেই এলাকায় সক্রিয় সোভিয়েতের সেনাবাহিনীর উৎসাদন ও বাল্টিক নৌবহরের ধ্বংসসাধন ছিল অন্যতম লক্ষ্য।

যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করে ও সমস্ত খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণ করে অপারেশন সিটাডেলের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। অপারেশন শুরুর দিনটি কেবলই পরবর্তী দিনের জন্য পেছান হয়। আক্রমণ সেনাবাহিনীকে হাল আমলের ভারী ট্যাংক, আক্রমণ চালাবার কামান ও অন্যান্য সরঞ্জাম প্রভৃতি সর্বোচ্চ মাত্রায় যোগাবার

ব্যবস্থা হয়। ১৯৪৩ এর জুলাই মাসের গোড়ায় জার্মানীর রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে আক্রমণের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি এবার সাঙ্গ হয়েছে।

বুর্জোয়া ইতিহাসতত্ত্বে এক বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যে জার্মান হাই কম্যাণ্ডের পরিকল্পনায় কুর্স্ক রণাঙ্গনে ভেরমাখ্‌টের আক্রমণ কখনো মুখ্য বিষয় ছিল না এবং বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলের উপর তার প্রভাব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। উদাহরণ-স্বরূপ, বুন্দেশভেয়েরের, সামরিক ইতিহাস গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'ল অব মোশান, অপারেশন সিটাডেল ১৯৪৩' গ্রন্থে গ্রন্থকার আর্ণেস্ট ক্লিংক লিখেছেন—ফ্রন্টলাইনকে সঙ্কুচিত করা, সৈন্যবাহিনীর কিছু অংশকে ছুটি দেওয়া, শত্রুকে দুর্বল করা ও জার্মানীর যুদ্ধ-শিল্পের জন্যে কিছু রুশ শ্রমিক সংগ্রহ ইত্যাদি সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যে কুর্স্ক আক্রমণ পরিচালিত হয়। এই ঐতিহাসিক-প্রবর, সে সময়ের রণনীতির প্রধান স্তম্ভ আকারে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সামরিক অপারেশকে বড় করে দেখিয়েছেন; এধরনের তথ্য-বিকৃতির সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই। হিটলারের হুংকার নিশ্চয় কাকতালীয়বৎ নয় যখন তিনি আক্রমণ শুরু করার আগে সৈন্যদের আদেশ দিয়ে বলেন: "সৈনিকবৃন্দ! তোমরা আজ এমন একটা বড় আক্রমণ হানতে যাচ্ছ-যার ফলাফল এই যুদ্ধের পরিণামের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ সকালে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানবে যে-তাদের গোটা অস্তিত্ব দুলে উঠবে। তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে এই যুদ্ধের সাফল্যের উপর সবকিছু নির্ভর করছে।[৪] নাৎসী নেতৃত্বের এই আশা অবশ্য পূরণ হবার কথা ছিল না।

৩। শত্রু পর্যুদস্ত করার সোভিয়েত পরিকল্পনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম বৃহত্তম যুদ্ধের কয়েক মাস ব্যাপী প্রস্তুতিকাল—যুদ্ধ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপুল কর্মচাঞ্চল্য এবং যুদ্ধকে অব্যাহত রাখার জন্যে দেশের সমস্ত বস্তু সম্পদ ও আত্মিক সম্পদ সমাবেশের জন্যেই শুধু তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তার সঙ্গে রয়েছে সুপরিকল্পিত ভাবে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে দুটি পরস্পরবিরোধী সামরিক চিন্তাধারা ও দুধরনের রণনীতির সংঘাত—যার একটির পরিপোষক সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড ও ফ্রন্ট অধিনায়কগণ ও অপরটির পরিপোষক ভেরমাখ্‌টের অধিনায়কমণ্ডলী। গোটা ১৯৪৩ সালের জন্য রচিত নাৎসী জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিযান-পরিকল্পনার সারবস্তু কুর্স্ক রণাঙ্গনে পরীক্ষিত হয়েছে।

শীতকালীন অভিযান শেষ হবার পরই সোভিয়েত কম্যাণ্ড ১৯৪৩ এবং মার্চের পর সম্ভাব্য গ্রীষ্ম-শরৎ-অভিযানের ছক তৈরী করতে শুরু করেন। কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনাটি পূর্ণাঙ্গ আকার নেয়। জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড, জেনারেল স্টাফ, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের

কম্যাণ্ড ও সদর দপ্তরের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট এবং বিভিন্ন ফ্রণ্টের কম্যাণ্ড ও সদর-দপ্তরের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট—সবাই এই পরিকল্পনা তৈরীর কাজে অংশ গ্রহণ করেন। প্রথমে স্থির হয় যে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে আঘাত হেনে বড় আকারে আক্রমণ শুরু করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে সুপ্রীম কম্যাণ্ডের ধারণা যে রণনৈতিক উদ্যোগ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হাতে চলে এসেছে এবং লোকবল ও যুদ্ধের সরঞ্জাম ভ্যেরমাখ্‌টের চেয়ে সোভিয়েতেরই বেশি।

শত্রুর মতলব বোঝার জন্যে সোভিয়েত কম্যাণ্ড শত্রুর প্রতিটি গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখলেন। এই প্রসঙ্গে জেনারেল হেড কোয়ার্টার, ১৯৪৩ সালের ৩রা এপ্রিল যে নির্দেশনামা জারী করেন তাতে বলা হয় যে শত্রু সমাবেশের সমস্ত পরিবর্তিত অবস্থার খোঁজ রাখতে হবে এবং কোন রণাঙ্গনমুখী শত্রু সৈন্য ও বিশেষ করে তার প্যানজার বাহিনীর চলাচল ঘটছে—সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে অবহিত থাকতে হবে। সে জন্যে শত্রু সৈনাকে বন্দী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই কাজের জন্যে বিশেষ দায়িত্ব ভার পড়ে জেনারেল স্টাফের গোয়েন্দা বিভাগ ও পার্টিজান আন্দোলনের সদর দপ্তরের উপর। শত্রু সেনাবিন্যাস ও সমাবেশ এবং বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ থেকে নিয়ে আসা সেনাবাহিনীর গতিবিধির নিখুঁত তথ্য সংগ্রহের ভার তাঁদের নিতে বলা হয়। নাৎসী কম্যাণ্ডের মতলব জানার জন্যে, তথ্য সংগ্রহের জন্যে সব রকমের উপায় অবলম্বন করা হয়। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পর্যবেক্ষণদল কাজ করতে থাকে। মধ্য ও ভরোনেঝ ফ্রণ্টের পদাতিক বাহিনীর ইউনিটগুলি ১৯৪৩ সালের এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মধ্যে—কম্যাণ্ড পোস্ট ও গোলন্দাজ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ছাড়াই ২৭০০ নিরীক্ষণ কেন্দ্র চালু করে। এই দুই ফ্রণ্টের সৈন্যরা দলবদ্ধভাবে একশবারেরও বেশি পর্যবেক্ষণ অভিযান চালায় এবং ২৬০০ বার শত্রু অধিকৃত এলাকায় নৈশ আক্রমণ ও ১৫০০ বার ওঁৎ পেতে থেকে শত্রুসেনা পাকড়াও করার (ambush) কাজ তারা সংগঠিত করে। শত্রুব্যূহের পশ্চাদভাগে সক্রিয় পর্যবেক্ষণ ও তৎপরতা চালান হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সিনিয়র লেফট্যানেণ্ট এস. পি. বুখতোইয়ারভ পরিচালিত সাতটি বিমানক্ষেত্র, তেরটি অস্ত্রশস্ত্রের ডিপো ও আটটি জ্বালানি সঞ্চয় কেন্দ্র আবিষ্কার করে এবং তিরিশজন শত্রু সৈন্যকে বন্দী করে আনে। সোভিয়েত স্কাউটরা নতুন ধরনের ট্যাংক ও আক্রমণ চালাবার কামান আবিষ্কার করে এবং সোভিয়েত কম্যাণ্ডকে শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত করে।

সোভিয়েত বিমানবাহিনী আকাশ পথে জোর পর্যবেক্ষণ তৎপরতা চালায়। তারা শত্রুর সেনা-অবস্থান, লুফৎভাফের ঘাঁটি ও তার বিমান বহরের সংগঠনগত চেহারা সম্পর্কে হদিশ পায়। আকাশ থেকে গৃহীত ফটোর মাধ্যমে নাৎসী বাহিনীর বিন্যাস ও কুর্স্ক রণাঙ্গনের দিকে তার সেনাবাহিনী ও সাজসরঞ্জামের চলাচল সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য আহরিত হয়।

জেনারেল স্টাফের সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে কুস্ক স্যালিয়েণ্ট ও সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের অন্যান্য অঞ্চলে সমাবেশিত শত্রুসৈন্যের বিন্যাস, শক্তি, সমরোপকরণের আয়তন সংক্রান্ত নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে এবং জার্মান হাই কম্যাণ্ডের সম্ভাব্য কার্যক্রমেরও পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায় সে সব তথ্য থেকে।

৭ই মে সোভিয়েত গোয়েন্দারা রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটিকে জানায় যে, অপারেশন সিটাডেল—এই সাংকেতিক নামে, এক বিশাল আক্রমণ ওরেল-কুস্ক রণাঙ্গনে ঘটতে যাচ্ছে। ২৩ শে মে, ওরেল ও কুস্ক রণাঙ্গনে সত্যিই যে এ ধরনের ব্যাপার শত্রু ঘটাতে যাচ্ছে—তার সমর্থনে তারা আরো নতুন তথ্য পেশ করে। ২৬শে মে একজন সোভিয়েত গোয়েন্দা অফিসার জানায় যে 'জার্মানরা ওরেল থেকে ইয়েলেৎস এবং খারখভ থেকে ভরোনেঝ পর্যন্ত, ঐ সব অঞ্চলের সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এক আক্রমণ শুরু করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।' এই গোয়েন্দা আরো জানায় যে ওরেল অঞ্চলে নাৎসী সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটছে।

গ্রীষ্ম-শরৎকালীন অভিযানের প্রস্তুতি পর্বে সোভিয়েত কম্যাণ্ড ও হেড-কোয়ার্টারের সামনে উত্থাপিত সমস্যার জটিলতা প্রসঙ্গে জার্মান মার্শাল জি. কে. ঝুকভ লেখেন: 'আহরিত তথ্যগুলিকে অনুধাবন করার জন্যে জেনারেল স্টাফ ভালভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং অসংখ্য রিপোর্টের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সংগৃহীত রিপোর্টগুলির কিছু আবার যথার্থ নাও হতে পারে, কারণ, এটা সুবিদিত যে—গোয়েন্দা বিভাগের হাজার হাজার কর্মী, পার্টিজান ও স্রেফ আমাদের লড়াইয়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এমন সব সাধারণ লোক—সবাই মিলে এই অনুসন্ধান কার্য চালিয়েছে।'[৫]

আমাদের গোয়েন্দা বিফাগ ও পর্যবেক্ষণ সংস্থাগুলির সুসংগঠিত ও অর্থবহ প্রয়োগের ফলে. সোভিয়েত কম্যাণ্ড সময় থাকতেই শত্রুর পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত হন। শত্রুর শক্ বাহিনীর গঠন-বিন্যাস ও তার আক্রমণের সম্ভাব্য দিক সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য জেনে ফেলার ফলে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের পক্ষে যুক্তি-যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

এটা যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে শত্রু কুস্ক স্যালিয়েণ্ট অভিমুখী বড় আকারের আক্রমণ শুরু করতে যাচ্ছে—তখন প্রশ্ন হচ্ছে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড কি রকম ছক অনুযায়ী সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে নিয়োজিত করবেন। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে, শত্রুর আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই—পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বড় রকমের আক্রমণ শুরু করার কথা ভাবাটা অযৌক্তিক হবে না। বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করতে গিয়ে সোভিয়েত কম্যাণ্ড বাস্তব সম্মত দৃষ্টিতে বিচার করেন যে শত্রুর সেনাবাহিনী এখনো বেশ শক্তিশালী এবং নাৎসী জার্মানী এক বিশাল প্যানজার বাহিনী সহ

তার প্রধান সেনাবাহিনীকে আবার সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে জমায়েত করেছে। অতএব এক্ষুণি আক্রমণ শুরু না করে পরিস্থিতিকে ভালভাবে তলিয়ে দেখাটাই যুক্তিযুক্ত হবে।

মার্শাল জি. কে. ঝুকভ তখন কুস্ক' স্যালিয়েন্টে রয়েছেন—৮ই এপ্রিল তিনি ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন সম্ভাব্য অভিযানের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর প্রতিবেদনে মন্তব্য করেন যে ঃ আমার মতে আমাদের সৈন্যবাহিনীর অদূর ভবিষ্যতে নিবারণ-মূলক আক্রমণ শুরু করাটা অযৌক্তিক হবে।" তিনি আরো মন্তব্য করেন, রক্ষণাত্মক ভূমিকা অবলম্বন করে শত্রুশক্তি ক্ষয় করা, তার ট্যাঙ্কগুলিকে ধ্বংস করা ও তারপরে নতুন রিজার্ভ বাহিনী আমদানী করে ঢালাও আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর প্রধান বাহিনীকে খতম করাটাই যুক্তিযুক্ত।'৬

১০ই এপ্রিল সর্বাধিনায়ক জে. ভি. স্টালিন জেনারেল স্টাফকে গ্রীষ্ম-শরৎ-কালীন অভিযান সম্পর্কে আলোচনার জন্যে জেনারেল হেড কোয়ার্টারে এক বৈঠক ডাকতে বলেন। সেই বৈঠকে ফ্রন্ট অধিনায়করা জার্মান বাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কি করণীয়—সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করবেন।

মধ্যরণাঙ্গনের অধিনায়ক জেনারেল কে. কে. রকসোভস্কি ও ভরোনেঝ ফ্রন্টের অধিনায়ক জেনারেল এন. এফ. ভাতুনিন জোরের সঙ্গে বলেন যে শত্রুর আক্রমণ কুস্ক' রণাঙ্গনে শুরু হবে।

১২ই এপ্রিল, স্টালিন, ঝুকভ, জেনারেল স্টাফ ভ্যাসিলেভস্কি ও তাঁর সহকারী এ. আই. আন্তোনভের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, খুব সম্ভবতঃ ভেরমাখ্টের গ্রীষ্মকালীন অভিযানের লক্ষ্য হবে কুস্ক' স্যালিয়েন্টে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করে উৎসাদন করা এবং নাৎসীরা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনে আক্রমণ প্রসারিত করার প্রয়াসী হবে। অধিকন্তু, মস্কোকে পরিবেষ্টিত করার উদ্দেশ্যে উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনেও শত্রুর আক্রমণ প্রচেষ্টার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যদিও রণনৈতিক উদ্যোগ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হাতেই রয়েছে এবং তারা আক্রমণে সক্রিয় ভূমিকা নেবার ক্ষমতা রাখে. তবুও জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যমূলক রক্ষণাত্মক ভূমিকা নেবার সিদ্ধান্তই প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করে। তার ফলে সমস্ত রণাঙ্গনে এবং বিশেষ করে কুস্ক' স্যালিয়েন্টে স্থিতিশীল রক্ষাব্যবস্থা নির্মাণের প্রয়োজন পড়ে। রক্ষাব্যবস্থার পুরোভাগে শক্তিশালী মাইন ক্ষেত্র ও কাঁটাতারের বেড়াজাল সৃষ্টি; সৈনাদল, কামান, মর্টার, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির আশ্রয়স্থল নির্মাণ এবং যুদ্ধের সময় সাবলীল গতিবিধিকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে অগণিত খাদ ও চলাচলোপযোগী পরিখা খননের জন্যে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এটা চিন্তা করেই অনেক আগে থেকে শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করা

হচ্ছে যে শত্রুর শক্তিশালী প্যানজার বাহিনী তার ফলে প্রতিরক্ষা পর্যায়ের লড়াইয়ে নাকাল হবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পক্ষে ওরেল ও বেলগরোদ-খারখভ রণাঙ্গনে প্রতিআক্রমণে উত্তীর্ণ হওয়া সহজসাধ্য হবে। কুর্স্ক স্যালিয়েন্ট রণাঙ্গনে যুদ্ধের একই পরিকল্পনার দুটো দিক—রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক এবং তার ফলে রণনৈতিক উদ্যোগ আগাগোড়া সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হাতে থাকবে এবং প্রয়োজন মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রণনৈতিক ফ্রন্টে সর্বাত্মক আক্রমণ চালানো তার পক্ষে সম্ভব হবে। শত্রুর আক্রমণকে নির্মিত প্রতিরক্ষা ব্যূহের রণকৌশলগত বলয়ের মধ্যেই ঠেকিয়ে দিতে হবে; কুর্স্কে নতুবা তার প্যানজার আক্রমণের চোটে মধ্য ও ভরোনেঝ ফ্রন্টের সেনাবাহিনী নাস্তানাবুদ হবে। এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে কুর্স্ক বালজের যুদ্ধেই শত্রু সেনাবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে হবে।

ঐ বৈঠকে আর একটি বিকল্প পরিকল্পনাও স্থিরীকৃত হয়। যদি অদূর ভবিষ্যতে নাৎসী কম্যান্ড কুর্স্ক অঞ্চলে আক্রমণ শুরু না করে—তাহলে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আক্রমণাত্মক অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে।

বাধ্য হয়েই যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিচ্ছে তা নয়—এটা একটি উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থা। শীতকালীন অভিযানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী যে রণনৈতিক উদ্যোগ অধিকার করেছিল—তা সে হারায় নি। বর্তমানে সে ইচ্ছেমতো ও প্রয়োজন মতো যে কোন ভূমিকা নিয়ে যুদ্ধ করতে সক্ষম। এ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে, যুদ্ধের রণনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যান্ডের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী নিবারণমূলক আক্রমণ শুরু করতে পারত। কিন্তু শত্রু যেহেতু এখনো যথেষ্ট সবল—তাই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও যথেষ্ট হত। পরবর্তীকালে ঘটনা প্রবাহ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে সোভিয়েত কম্যান্ডের পরিকল্পনা কত সঠিক এবং নাৎসী হাইকম্যান্ডের পরিকল্পনা কত ভ্রান্ত ও দুঃসাহসিকতাপ্রবণ।

মধ্য ফ্রন্টের সেনাবাহিনী ওরেলে নাৎসী আক্রমণ প্রতিহত করবে এবং বেলগরোদে করবে ভরোনেঝ ফ্রন্টের সেনাবাহিনী। রক্ষণাত্মক কর্তব্য সমাপ্ত হবার পর সোভিয়েত সেনাবাহিনী ওরেল ও বেলগরোদ-খারখভ রণাঙ্গনে প্রতিআক্রমণ শুরু করবে। কুতুজভ সাংকেতিক নামাংকিত আক্রমণাত্মক অপারেশনটি, পশ্চিম. ব্রিয়ানস্ক এবং মধ্যফ্রন্টের সেনাবাহিনীর বাম বাহু ওরেল রণাঙ্গনে সংসাধিত করবে। ভরোনেঝ ফ্রন্ট, স্তেপভূমি সামরিক অঞ্চলের সেনাবাহিনী—দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর সঙ্গে একযোগে অপারেশন জেনারেল রুমিয়ান্তসেভ সম্পাদন করবে অর্থাৎ তারা প্রতিআক্রমণ চালিয়ে বেলগরোদ-খারখভ অঞ্চলের শত্রু সেনাবাহিনীকে পরাজিত করবে। কুর্স্ক বালজ রণাঙ্গনের যুদ্ধ পরিকল্পনাটি আসলে সমগ্র গ্রীষ্ম-শরৎকালীন অভিযানেরই মূল রণনৈতিক পরিকল্পনা।

এই অভিযানে জেনারেল হেড কোয়ার্টারের রিজার্ভ বাহিনীগুলির অন্যতম স্তেপভূমি সামরিক অঞ্চলের শক্তিশালী সেনাবাহিনীটির উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব-ভার ন্যস্ত হয়। শত্রু যাতে ওরেল অথবা বেলগরোদ থেকে সোভিয়েত রক্ষাব্যূহে প্রবেশ করতে না পারে তা দেখা এবং যখন প্রতিআক্রমণ শুরু হবে প্রতিরক্ষা ব্যূহের গভীর থেকে সেই আক্রমণে সামিল হয়ে তাকে তীব্রতর করা—এই দুটি কাজ বাহিনীটির জন্য নির্ধারিত হয়। স্তেপভূমি সামরিক অঞ্চল বাহিনীর প্রধান কাজ আক্রমণমূলক এবং ২৩শে এপ্রিল এই বাহিনীকে আক্রমণের জন্যে তৈরী হতে বলা হয়।

সোভিয়েত কম্যাণ্ড স্থির করেন যে ভোরমাখ্‌টের সেনাসমাবেশকে কুস্ক্‌-স্যালিয়েণ্টে উৎসাদন ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম রণাঙ্গনে, আর্মি গ্রুপ দক্ষিণ ও আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের প্রধান বাহিনীকে পরাজিত করার জন্যে আক্রমণ শুরু করা উচিত। আক্রমণ চালাবার সময় প্রধান শক্তি আর্মি গ্রুপ দক্ষিণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। ভেলিকিয়ে লুকি থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গনে আক্রমণ চালিয়ে নাৎসী প্রতিরক্ষা ব্যূহকে ধ্বংস করাই হবে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর লক্ষ্য। তার ফলে দ্নিপার নদীর বাম তীরবর্তী উক্রাইনের অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন অঞ্চলগুলি মুক্ত হবে—অনতিক্রম্য দ্নিপারের বাধা দূর হবে এবং ফ্রণ্ট লাইন মস্কো থেকে বহুদূরে সরে যাবে।

এ ধরনের পরিকল্পনায় পার্টিজান বাহিনীর জন্যে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। স্টালিনগ্রাড ও ককেশাসের যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়লাভের ফলে এবং সাধারণ আক্রমণের সময় শত্রু অধিকৃত অঞ্চলের পার্টিজান আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি হয়। পার্টিজান আন্দোলনের পার্টি ও সামরিক নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার জন্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। পার্টিজান আন্দোলনের কেন্দ্রীয়, প্রজাতান্ত্রিক ও আঞ্চলিক সদর দপ্তরগুলির কর্মচাঞ্চল্য বাড়ে এবং শত্রুব্যূহের পশ্চাৎভাগে বড় আকারে অপারেশন চালানো সম্ভব হয়। পার্টিজান বাহিনী ও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় গড়ে ওঠে। বিশাল শত্রু অধিকৃত অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করার ভার দেওয়া হয় পার্টিজান আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। রেল যুদ্ধ (Rail War) সাংকেতিক অভিধাযুক্ত এই অপারেশনটিতে অন্ততঃ ৯৬ হাজার পার্টিজানের অংশ গ্রহণ প্রত্যাশিত।

১৯৪৩ সালে গ্রীষ্ম-শরতের সামরিক অভিযান সংক্রান্ত সোভিয়েত পরিকল্পনাটি আদৌ নাৎসী হাই কম্যাণ্ডের পরিকল্পনাটির মতো নয়। তখনকার রাজনৈতিক ও রণনৈতিক পরিস্থিতি এবং জনগণ ও সেনাবাহিনীর বাড়তি মনোবলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এই সোভিয়েত পরিকল্পনাটি। পরিকল্পিত অভিযানের সাফল্যের জন্যে অপরিহার্য বস্তুগত ও টেকনিক্যাল উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, সেনাবাহিনীর উন্নত

ধরনের সংগঠন ও বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সামরিককম্যাডারদের পরিপক্কতা অর্জন প্রভৃতি উপাদানকে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যান্ড সৃজনশীল দৃষ্টিতে এই পরিকল্পনায় অঙ্গীভূত করেন।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের আওতায় সংসাধিত পূর্বতন বিরাট অপারেশনগুলির তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় লোকবল ও সরঞ্জাম কুস্ক-অপারেশনের ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়। জার্মান কম্যান্ড সাবেকী দৃষ্টিতে আসন্ন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতকে বিচার করে এবং এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আদৌ ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি।

সোভিয়েত রণনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব যে পরিকল্পনাটি তৈরী করেন—তা পুরোপুরি বাস্তবসম্মত। জার্মান আক্রমণ শুরু হবার আগেই জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড কুস্ক বাল্জের কেন্দ্রীয় ও ভরোনেঝ ফ্রন্টের সেক্টরে রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনী (স্তেপভূমি সামরিক অঞ্চল) সহ মোট সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর অর্ধাংশ এবং স্বয়ংক্রিয় কামানেরও অর্ধাংশ, ফিল্ডগান ও মর্টারের এক-চতুর্থাংশ এনে জমায়েত করে।

কেন্দ্রীয় ও ভরোনেঝ ফ্রন্টের সামরিক শক্তির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায়ঃ ১৩ লক্ষ ৩৬ হাজার সৈন্য, ১৯ হাজার একশ ফিল্ডগান ও মর্টার, ৩৪৪৪টি ট্যাংক ও স্বয়ংক্রিয় কামান এবং দূর পাল্লার বিমানবাহিনী ছাড়াই ২১৭২টি বিমান। জুলাইয়ের গোড়াতে কুস্ক স্যালিয়েন্টে শক্তিসাম্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অনুকূলে চলে গিয়েছে। নিম্নলিখিত হারে সোভিয়েতের আনুপাতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— লোকবল— ১'৪ঃ১, ফিল্ডগান ও মর্টার—১'৯ঃ১, ট্যাংক ও স্বয়ংক্রিয় কামান— ১'২ঃ১ এবং বিমানবাহিনীর ক্ষেত্রে উভয়পক্ষই সমান।

তিন মাস ধরে শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী সতেজে প্রস্তুত হতে থাকে। কারিগরি বিদ্যাবুদ্ধি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে নিটোল ও গভীর রক্ষাব্যূহ নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ট্যাংক ও বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। ৩০০ কিঃ মিঃ গভীরতাযুক্ত সবসুদ্ধ আটটি প্রতিরক্ষা বলয় ও লাইন নির্মিত হয়। ভরোনেঝ ও কেন্দ্রীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী ১০ হাজার খাদ ও পরিখা খনন করে। ওরেল, কুস্ক, ভরোনেঝ ও খারখভ অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পাশাপাশি রক্ষামূলক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে—বিমানক্ষেত্র নির্মাণ করে ও রাস্তা ও রেলপথ নির্মাণ করে অথবা মেরামত করে। কুস্ক স্যালিয়েন্টে স্থানীয় অধিবাসীরা ৫ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ পরিখা খনন করে, ২৫০টি সেতু নির্মাণ অথবা মেরামত করে এবং ৩০০০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ পাকা ও কাঁচা রাস্তা মেরামত করে।

রণাঙ্গন যখন অপেক্ষাকৃত নিঝুম, সে সময় সোভিয়েত বিমানবাহিনী আকাশ-

যুদ্ধে রণনৈতিক আধিপত্য লাভের জন্যে জোরদার লড়াই শুরু করে। পরবর্তী গ্রীষ্ম-শরৎ অভিযানের সময় তার যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

১৯৪৩ সালের বসন্তকালে, সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণাঞ্চলীয় সেক্টরে প্রচন্ড আকাশ-যুদ্ধ হয়। কুবানের আকাশে বিমানযুদ্ধে শত্রুর ১১০০টি জঙ্গী বিমান খোয়া যায়। এসমস্ত বিমানযুদ্ধে যেসব সোভিয়েত বৈমানিক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন—আলেকজান্ডার পোক্রাইসিন, ডিমিত্রি ও বরিস গ্লিংকা (দুই ভাই), ভ্লাডিমির ফাদায়েভ, ভ্যাসিলি সেমেনিসিন ও গ্রেগরী রেচকালভ। কুবানের আকাশে যে বিমানযুদ্ধ হয় তাতে অভিজ্ঞ স্কোয়াড্রন লীডার ও জঙ্গী বিমানের চালক আলেকজান্ডার পোক্রাইসিন বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি এ পর্যন্ত কয়েকশ' বার বিমান হানায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং একাই দু' ডজন শত্রুবিমান ভূপাতিত করেছেন। তিনি বিমানযুদ্ধের একজন দক্ষ ও কুশলী সংগঠক। ডিমিত্রি ও বোরিস গ্লিংকা—দুই ভাই কুবানের আকাশে বিমানযুদ্ধে উনচল্লিশটি শত্রুবিমান ভূপাতিত করেন।

মে মাসের গোড়ায় যখন সোভিয়েত সেনাবাহিনী কুস্ক' বাল্জের আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্র সুপ্রীম কম্যান্ড বিমান-বাহিনীকে শত্রুর বিমান বাহিনীর প্রধান সমাবেশকে ধ্বংস করার জন্যে বড় আকারে দুটি অপারেশন চালাবার নির্দেশ দেন। তারি সঙ্গে ফ্রন্টের মধ্যবর্তী সেক্টর জুড়ে শত্রুর রেলপথ ও মোটরযান চলাচল পথের উপর আক্রমণকে তীব্রতর করার নির্দেশও দেওয়া হয়।

৬-৮ই মে ও ৮-১০ই জুন বিমান আক্রমণ চালান হয়। প্রথম অপারেশনের মাধ্যমে সোভিয়েত বিমানবাহিনী শত্রুর সতেরটি বিমানক্ষেত্রের উপর আঘাত হানে এবং ৫০০'টিরও বেশি নাৎসী বিমান বিনষ্ট হয়। পরের অপারেশনটির মাধ্যমে শত্রুর আঠাশটি বিমানক্ষেত্রের উপর বোমাবর্ষণ করা হয় ও তার ফলে ৫৮০টি নাৎসী বিমান ধ্বংস হয়। রণনৈতিক প্রাধান্য অর্জনের জন্যে এধরনের তীব্র লড়াইয়ের মাধ্যমে লুফৎভাফের শক্তি গুরুতররূপে হ্রাস পায়।

কুস্কের্র যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। সেনাবাহিনীর পার্টিগত ও রাজনীতিগত তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। লেনিনের এই উক্তিকে মেনে নিয়ে পার্টি তৎপর হয়ে ওঠে : 'শেষ পর্যন্ত মানুষের উদ্দীপনা ও রণাঙ্গনে তার রক্ত ঝরানোর উপরই যে কোন যুদ্ধের পরিণাম নির্ভরশীল।··· ···যুদ্ধের লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে সাধারণ মানুষের একাত্মবোধ যুদ্ধজয়ের ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্বসম্পন্ন'।[৭]

কুস্ক' বাল্জে যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে হাজারে হাজারে অফিসার ও সৈন্য কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে। ঐ বছরের এপ্রিল মাসের তুলনায় জুলাই মাসে কুস্ক' রণাঙ্গনের সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর কমিউনিস্টদের সংখ্যা শতকরা ছাব্বিশ ভাগ

বেড়ে যাওয়াতে সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ পার্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রশিক্ষণ, অস্ত্রশস্ত্রের নিপুণ প্রয়োগ ও প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ—সবকিছুতেই কমিউনিস্টরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তারা পূর্বতন যুদ্ধগুলির অভিজ্ঞতা নিয়ে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে আলোচনা করত। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধের জন্যে সমাবেশ প্রভৃতি কাজের বেলায় পার্টি সংগঠন সেনানায়কদের কাছে বিশ্বস্ত হাতিয়ারে পরিণত হয়।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড, জেনারেল স্টাফ এবং ফ্রন্ট ও আর্মি সেনানায়কদের ভয়ংকর কঠিন পরিশ্রমের ফলে, জুলাইয়ের গোড়াতে আসন্ন কঠিন লড়াইয়ের জন্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী সর্বাত্মক প্রশিক্ষণ লাভ করে।

যে রণাঙ্গনে শত্রুর আক্রমণ ঘটার বেশি সম্ভাবনা—সেখানে লোকবল ও সাজ-সরঞ্জাম অনেক বেশি পরিমাণে জড়ো করা হয়। বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম রণনৈতিক রণাঙ্গনের সেনাসমাবেশের উপর জোর দেওয়া হয়—যাতে তারা শত্রুর শক্তিশালী আক্রমণ প্রতিহত করার পর, গোটা ফ্রন্ট জুড়ে সর্বাত্মক রণনৈতিক আক্রমণ শুরু করতে পারে।

৪। অপারেশন সিটাডেলের ব্যর্থতা

শত্রু আক্রমণের নির্ধারিত দিন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার ফলে সোভিয়েত কম্যান্ড ৫ই জুলাই ভোরবেলায় শক্তিশালী গোলন্দাজ বাহিনী ও বিমানবহরের মাধ্যমে আক্রমণোদ্যত শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করে। শত্রুর অবস্থানের উপর বৃষ্টিধারার মতো কামান ও মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। শত্রুর কামানশ্রেণীর অবস্থান, পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, সদর দপ্তর, সেনাসমাবেশ ও বিমান-ক্ষেত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত হয়। আক্রমণোদ্যত অবস্থাতেই শত্রুকে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয় এবং ফলে সে আক্রমণ করতে বাধ্য হয় নির্ধারিত সময় পার হবার পরে। নাৎসীরা এভাবে আকস্মিক আক্রমণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

যুদ্ধ অচিরেই ব্যাপক ও ভয়ংকর রূপ নেয়। নাৎসীরা সোভিয়েত ঘাঁটির বিরুদ্ধে হাজারে হাজারে গোলা ও বোমা বর্ষণ করতে থাকে। ফ্রন্টের সংকীর্ণ সেক্টর-পথ ধরে আগুয়ান শত্রু ট্যাংক বহরের পিছু পিছু সাঁজোয়া বাহিনী ও পদাতিক সৈন্যরা সোভিয়েত ব্যূহ ভেদ করে কুর্স্কের দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে আক্রমণে ধেয়ে আসে। মাটিতে ও আকাশে ভয়ংকর যুদ্ধ চলতে থাকে।

কুর্স্ক স্যালিয়েন্টে, জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ডের প্রতিনিধি সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল জি. কে ঝুকভ ও এ এম ভ্যাসিলেভস্কি—বিভিন্ন ফ্রন্টের সামরিক কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ঘটান।

কুর্স্ক স্যালিয়েন্টের উত্তরাঞ্চলীয় সেক্টরে, ১৩ নং আর্মির রক্ষাব্যূহের বিরুদ্ধে

শত্রুর মূল আক্রমণ নিয়োজিত হয়। প্রধান রক্ষা বলয়ের পুরোভাগে যুদ্ধ অত্যন্ত তীব্র আকার নেয় এবং শত্রু ৫০০টি পর্যন্ত ট্যাংক ও আক্রমণ চালাবার কামান সেখানে নিযুক্ত করে। ফার্ডিনান্ড কামান সজ্জিত আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর পুরোভাগে দশ থেকে পনেরটি ভারী টাইগার ট্যাঙ্কের বহর ধীরে ধীরে এগুতে থাকে। তার পেছনে চলেছে পঞ্চাশ থেকে একশ মাঝারি ট্যাঙ্কের এক একটি দল ও মোটরযান ও সাঁজোয়া গাড়ী করে পদাতিক সেনাবাহিনী।

সোভিয়েতের গোলন্দাজ বাহিনীর কামান, স্থানু ট্যাঙ্কের কামান, স্বয়ংক্রিয় কামান, ট্যাংকধ্বংসী রাইফেল ও দাহ্য পদার্থে পূর্ণ বোতল থেকে একই সঙ্গে শত্রুর প্যানজার বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্নিবৃষ্টি করা হয়। আগুনের প্রচণ্ড বেড়াজাল সৃষ্টি হওয়াতে শত্রুর পদাতিক বাহিনী প্যানজার বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা দলে দলে গোলা ও গুলির আঘাতে মারা পড়ে। শত্রুর যেসব মুষ্টিমেয় সৈন্য ব্যূহ ভেদ করে সোভিয়েত পরিখার দিকে এগিয়ে যায় হাতাহাতি লড়াইয়ে তারা সবাই নিহত হয়। শত্রু-বোমারু বিমানের প্রচণ্ড আক্রমণের মোকাবিলায় সোভিয়েত বিমানবহর শক্তিশালী পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করে ও শত্রুর ট্যাংক রিজার্ভ বাহিনী ও বিমানক্ষেত্রের উপর আঘাত হানে। শত্রুর উন্মত্ত আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে সোভিয়েত সেনারা নিজেরাও উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ে। তারা কিছুতেই শত্রুসেনাদের কুর্স্কের প্রতিরক্ষা ব্যূহে প্রবেশ করতে দেবে না।

পঞ্চম বারের চেষ্টাতে নাৎসী বাহিনী ১৩নং আর্মির প্রতিরক্ষা ব্যূহের অগ্রভাগকে বিদীর্ণ করে ছয় থেকে আট কিঃ মিঃ পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়।

আগে থেকেই তৈরী প্রতিরক্ষাব্যূহের বিরুদ্ধে আক্রমণকারী নাৎসী প্যানজার ডিভিসন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার অগ্রগতি মন্দীভূত হয়। শত্রুর প্যানজার-ডিভিসন দ্বারা আক্রান্ত সেক্টরের কৌশলগত প্রতিরক্ষাবলয়ের অত্যন্ত কঠিন লড়াই থেকে মনে হয় যে নাৎসী কম্যাণ্ড তাদের পরিকল্পনা মতো এক ধাক্কায় সোভিয়েত রক্ষাব্যবস্থাকে ভেদ করতে পারেনি।' শত্রু এমন একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে—যা তারা আগে অপারেশন সিটাডেলের ছক তৈরী করার সময় অনুমান করে নি। কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টে সোভিয়েতের মজবুত রক্ষা ব্যবস্থা এবং সেরা নাৎসী বাহিনীর পক্ষেও তা ভেদ করার অক্ষমতা প্রভৃতি নাৎসী জেনারেলদের পক্ষে একান্তই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। যাই হোক্, তখনো শত্রুর হেফাজতে যথেষ্ট রিজার্ভ-বাহিনী মজুত এবং প্রয়োজন পড়লে, কয়েকঘণ্টার মধ্যে সেগুলিকে নিয়োজিত করে—সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণের চাপ বৃদ্ধি করার ক্ষমতা তার রয়েছে।

৫ই জুলাই বিকেলে মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রন্টের প্রধান সেনানায়ক, পরের দিন সকালে শত্রুর প্রধান হামলাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী পাল্টা-আক্রমণ চালাবার

সিদ্ধান্ত নেন। ১৩নং ও ২নং ট্যাংক আর্মির কয়েকটি ইউনিট এবং ফ্রন্টের রিজার্ভ থেকে ১৯ নং ট্যাংক কোরকে এই পাল্টা আক্রমণে নিয়োজিত করা হয়। ঢালাও ভাবে মাইনপাতা রণাঙ্গনে—লুফৎভাফের অবিশ্রান্ত তৎপরতার বাধা উপেক্ষা করে—অত্যন্ত দুরূহ পরিস্থিতিতে—অথচ সময়সূচীর এতটুকু রদবদল না করে এই প্রতিআক্রমণকে সংগঠিত ও কার্যকর করা হয়। প্রায় দুঘণ্টা কঠিন লড়াইয়ের পর সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুকে উত্তরদিকে আড়াই কিঃ মিঃ পেছিয়ে দিতে সমর্থ হয়। শত্রুর শক্তিশালী প্যানজার বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রধান রণাঙ্গনের তার অগ্রগতি স্তব্ধ হয়।

দুদিন ধরে যুদ্ধ চলার পর নাৎসীরা মাত্র ছয় থেকে দশ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়; অথচ তার জন্যে তাকে চড়া দাম দিতে হয়। শত্রুর ২৫ হাজার অফিসার ও সৈন্য এবং প্রভুত সামরিক সরঞ্জাম খোয়া যায়। তবুও নাৎসী কম্যাণ্ডের ধারণায় ঘটনাসব তাদের অনুকূলেই ঘটছে এবং পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে সোভিয়েত রক্ষা ব্যবস্থা চুরমার হয়ে যাবে এবং কুস্কের পশ্চিমে মধ্যাঞ্চলীয় ও ভরোনেঝ ফ্রন্টের সেনাবাহিনী পরিবেষ্টিত হবে। ৬ই জুলাই বিকেলে, পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর নাৎসী গবেষণা দপ্তরের পক্ষ থেকে—জেনারেল স্টাফের চীফকে জানানো হচ্ছে যে 'ভোরমাখটের অপারেশনের লক্ষ্য ও আয়তন সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবে শত্রু, জার্মান অগ্রগতিকে—ফ্রন্টের রিজার্ভবাহিনীর সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় প্রতিরক্ষীবাহিনী দিয়ে রোধার চেষ্টায় ব্যর্থ। কারণ, তারা অপারেশনের জন্যে নির্দিষ্ট রিজার্ভ বাহিনীকে উপযুক্ত সময়ের আগেই যুদ্ধে নামিয়েছে।'

যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করেও ৭ই জুলাই জার্মান সেনা ডিভিসন ভয়ংকরভাবে আক্রমণ করে। শত্রু অনবরত তার লক্ষ্যস্থল বদলাচ্ছে এবং সোভিয়েত ব্যূহের দুর্বল স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যেদিকেই সে এগুবার চেষ্টা করছে—সেদিক থেকেই প্রবল বাধা আসছে। পানিয়েরি অঞ্চলে জেনারেল এম. এ. ইয়েনশিন পরিচালিত ৩০৭ নং রাইফেল ডিভিসন বীরের মতো যুদ্ধ করে শত্রুর আক্রমণ ঠেকিয়ে দিল। এই রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার জন্যে ফ্রন্ট কম্যাণ্ড ট্যাংক বিরোধী কামান ও রকেট এবং প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী বাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন। বিশেষ কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত ১নং গার্ড বাহিনীর স্যাপারা গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে। তারা শত্রুর প্যানজার বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্যে—মাইন ক্ষেত্র তৈরীর মাধ্যমে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করে। কুস্ক-স্যালিয়েন্টের ওপরের আকাশ বিমান যুদ্ধের ভয়াবহতায় আকীর্ণ। সোভিয়েত জঙ্গীবিমানগুলি আকাশ-যুদ্ধে শত্রুবিমানের ওপর টেক্কা দিচ্ছে। লুফৎভাফের তৎপরতা ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে।

সোভিয়েত পার্টিজানরা বড় রকমের অপারেশন চালিয়ে সেনাবাহিনীর সহায়তা

করেছে। তারা শত্রুর আর্মি গ্রুপ সেণ্টার ও দক্ষিণের পশ্চাৎভাগের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

৭ই ও ৮ই জুলাই কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টের উত্তরাঞ্চলে শত্রু তার শক্ বাহিনীর শক্তিকে উজাড় করে দেয়। তবুও ব্যূহভেদ চেষ্টায় সে ব্যর্থ। আক্রমণকারী-বাহিনী দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে ৯ই জুলাই নাৎসী কম্যাণ্ড আক্রমণ থামিয়ে সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস সাধনে মনোযোগী হয়। পরের দিন নতুন উদ্যমে আবার আক্রমণ শুরু ; কিন্তু শত্রুর সর্বাত্মক আক্রমণে এগিয়ে যাবার এই চেষ্টাটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ১০ই জুলাই বা ১১ই জুলাই-এর কোন দিনই শত্রুর শক্ বাহিনী মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের প্রতিরক্ষা ব্যূহকে ভেদ করতে পারল না।

ইতিমধ্যে রণাঙ্গনে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের নির্দেশ পেয়ে, ব্রিয়ানস্ক ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী ও পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীর বাম অংশ মিলে আক্রমণে এগুবার জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত। কুর্স্কের উত্তর দিক থেকে অগ্রসরমান নাৎসীবাহিনী হল তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টের দক্ষিণাঞ্চলে, ভরোনেঝ ফ্রণ্ট সেক্টরের যুদ্ধ বিশেষভাবে তীব্র হয়ে ওঠে। ৫ই জুলাই সকাল ছটায় জার্মান সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। তাদের লক্ষ্যস্থল ওবোইয়ান—৬নং গার্ড আর্মি যেখানে মোতায়েন। তাদের আক্রমণের দ্বিতীয় ধাক্কা গিয়ে পড়ে করোচায়—৭নং গার্ড আর্মির বিরুদ্ধে। আক্রমণের প্রথম দিনে শত্রুর আর্মি গ্রুপ দক্ষিণ থেকে সেখানে নতুন পাঁচটি পদাতিক ডিভিসন, আটটি প্যানজার ও একটি মোটরবাহিত ডিভিসনকে যুদ্ধ করতে পাঠান হয়। তাদের সহায়তা করার জন্যে লুফৎভাফের এক বিশাল বিমানবহর নিয়োজিত হয়।

সোভিয়েত সেনাদল গোঁয়ারের মতো তাদের ঘাঁটি আগলে রাখে। পদাতিক, ট্যাঙ্কম্যান, গোলন্দাজ, স্যাপার ও সিগন্যালম্যানরা গণ-বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখায়। সোভিয়েত বৈমানিকরা লুফৎভাফের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়তে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কঠিনতম যুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যরা নিঃস্বার্থ বীরত্বের মাধ্যমে জয় অর্জন করে। ৭৩নং রাইফেল গার্ড ডিভিসনের ২১৪নং রেজিমেণ্টের সৈনিক ও সেনানায়কবৃন্দ সাহস ও বীরত্বের মৃত্যুহীন নজীর সৃষ্টি করে। পশ্চাতে টমিগানধারী শত্রুসেনা নিয়ে আগুয়ান ১২০টি ট্যাঙ্কের জোরালো ধাক্কা প্রতিহত করে। এই যুদ্ধে শত্রুর ৩৯টি ট্যাঙ্ক ও এক হাজার সৈন্য বিনষ্ট হয়। বিশেষ করে ৩নং ব্যাটেলিয়ানের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। শেষ পর্যন্ত ৪৫০ জনের মধ্যে ১৫০ জন জীবিত রইল—কিন্তু শত্রু ট্যাঙ্ক এক পাও এগুতে পারল না। ঐ ব্যাটালিয়ানের সবাইকে পদক ও উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

৫ই জুলাই জার্মান সৈন্যেরা ভরোনেঝ ফ্রণ্টের কোন সেক্টরেরই ব্যূহ ভেদ করতে পারেনি। তারা শুধু আট থেকে দশ কিঃ মিঃ গভীর এক কীলক সৃষ্টি করছে।

তবুও শত্রুবাহিনী তার আক্রমণের তীব্রতা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। শত্রুর আক্রমণকে খানচাল করার জন্যে নতুন নতুন সেনাবাহিনী রণাঙ্গনে পাঠাতে হয়। ফ্রন্টের প্রধান সেনানায়ক এন. এফ. ভাতুনিন ১নং ট্যাঙ্ক আর্মি'র ইউনিটকে ৬৪০টি ট্যাঙ্ক নিয়ে অবোইয়ানের দক্ষিণে রক্ষাব্যূহ সামলাবার নির্দেশ দিলেন। ৫নং ও ২নং ট্যাঙ্ক কোরকেও ঐ অঞ্চলে আমদানী করা হয়। প্রখোরভকা রণাঙ্গনে ৬নং গার্ড আর্মি'র অবস্থান ও করোচা রণাঙ্গনে ৭নং গার্ড আর্মি'র অবস্থান শক্তিশালী করার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ৬ই জুলাই বিশাল বিমানবহরের ছত্রছায়ায় নাৎসীবাহিনীর বিরাট ট্যাঙ্কবহর আবার বড়রকমের ধাক্কা দেয়। প্রতিটি রণাঙ্গনের প্রতিটি কিলোমিটারে আক্রমণকারী প্যানজার বাহিনী ও কামানের সংখ্যা প্রায় একশতে গিয়ে দাঁড়ায়। ৬নং গার্ড আর্মি'র সহযোগিতায়, ১নং ট্যাঙ্ক আর্মি'র ইউনিটগুলি শত্রুর উন্মত্ত আক্রমণকে রুখে দিল। "ভয়ংকর ও তুলনাবিহীন ট্যাঙ্কযুদ্ধে স্তেপভূমি, পাহাড়, জঙ্গল, খাল, বিল, জনপদ সব কেঁপে কেঁপে উঠেছিল······এইরকম যুদ্ধ কল্পনার সীমানা ছাড়িয়ে যায়। শত শত প্যানজার, ফিল্ডগান ও বিমান ভাঙা লোহালক্করে পরিণত হল। গোলা আর বোমা ফাটার শব্দে এবং ট্যাঙ্কের গর্জনে পৃথিবী আর্তনাদ করছিল। দিগন্ত ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সূর্য ম্লান হয়ে গেল, মুখোশের আড়াল থেকে লাল গোলক প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না।" এ-বর্ণনা সাঁজোয়া বাহিনীর চীফ মার্শাল আমাজনস্ বাবাদরুনিয়ানের স্মৃতিকথা থেকে নেওয়া।[৮]

ওপরের আকাশেও বিমানযুদ্ধ ভয়ংকরভাবে চলতে থাকে। সোভিয়েত জঙ্গী বিমানের চালক লেফট্যানেন্ট এ. গরোভেৎস অভূতপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। LA-5 জঙ্গী বিমানটি, তাঁর চালনায় কুড়িটি শত্রু বোমারু বিমানের মোকাবিলা করে এবং তার মধ্যে নটিকে ভূপাতিত করা হয়। কিন্তু এই সাহসী যোদ্ধা একটি নাৎসী জঙ্গী বিমানের আকস্মিক আক্রমণের ফলে নিহত হন। বিখ্যাত বিমান-চালক ও তিনবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে সম্মানিত, আইভান কোঝেডুব কুস্কে'র রণাঙ্গনেই প্রথম গুণে গুণে শত্রুবিমান ভূপাতিত করতে থাকেন। ৬ই জুলাই তিনি একখানি Ju-87 বোমারু বিমান ভূপাতিত করেন—পরের দিন আর একখানি এবং তার পরের দিন তিনি দুখানি Me-109 জঙ্গী বিমানকে ভূপাতিত করেন।

কুস্ক' স্যালিয়েন্টের দক্ষিণাঞ্চলে দুদিন ধরে যুদ্ধ করেও শত্রুর আর্মি গ্রুপ দক্ষিণ আকাঙ্ক্ষিত জয়ের দেখা পেল না। অবোইয়ান রণাঙ্গনে তার সৈন্যদল দশ থেকে আঠার কিঃ মিঃ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। করোচা রণাঙ্গনে নাৎসীবাহিনী সেভেরস্কী ডনেৎস্ পূর্বতীরে একটি সেতুমুখ অধিকার করে।

শত্রুর ৪ নং প্যানজার বাহিনীর শক্‌গ্রুপ ও টাস্কফোর্স কেমুফ মরীয়া হয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে। ৭ই জুলাই থেকে ৯ই জুলাই পর্যন্ত বিরামহীন লড়াইয়ে

শত্রু নতুন নতুন সেনাবাহিনী নিয়োজিত করে। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি তুচ্ছ করে জার্মান প্যানজার কোর সোভিয়েতের দ্বিতীয় ব্যূহ ভেদ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের অগ্রগতি নিতান্তই মন্থর। কুস্ক স্যালিয়েণ্টের দক্ষিণাঞ্চলের লড়াই নাটকীয় উত্তেজনায় ভরপুর। শত্রুর আক্রমণের চাপ কমাবার জন্যে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড স্তেপভূমি ফ্রণ্ট থেকে রণাঙ্গনে নতুন সৈন্যবাহিনী পাঠান।[৯] জেনারেল হেডকোয়ার্টার এছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; কিন্তু সেসব জার্মান কম্যাণ্ডের নজর এড়িয়ে যায়।

৯ই জুলাই নাৎসী সামরিক কর্তারা ফ্রণ্টের অন্যান্য সেক্টর থেকে কুস্ক এলাকায় সাত ডিভিসন সৈন্য পাঠায় এবং তারা আক্রমণের দিক পরিবর্তন করে সোভিয়েত রক্ষাব্যূহের দুর্বল স্থান বের করার চেষ্টা করে। এই নতুন সাত ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করে নাৎসীরা যুদ্ধের গতি তাদের অনুকূলে নিয়ে আসার ব্যর্থ আশা পোষণ করতে থাকে। যেহেতু ইতিমধ্যে ভরোনেঝ ও মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী শত্রুর আক্রমণ রুখে দিয়ে তার শক্তি দুর্বল করে দিয়েছে— পরিস্থিতি আদৌ নাৎসীদের পক্ষে আশাব্যঞ্জক নয়। সোভিয়েত সৈন্যরা ঘাঁটি আঁকড়ে ধরে থাকে; তাছাড়া আরো রিজার্ভ বাহিনী মজুত যাদের এখনো যুদ্ধে নামানো হয়নি। শত্রুর নতুন সেনাদল শুধু এই যন্ত্রণাদায়ক জার্মান আক্রমণের কালসীমা কিছুটা দীর্ঘতর করল মাত্র।

অবোইয়ান রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে, ঘোরাপথে কুস্কে পৌঁছবার জন্যে শত্রু তার মূল বাহিনীকে প্রখোরভকায় স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১০ই জুলাই ও ১১ই জুলাই—এই দুদিনের একদিনও, ৪নং প্যানজার বাহিনী ও টাস্ক ফোর্স কেম্‌ফ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অনমনীয় প্রতিরোধ ভাঙতে পারল না। অতএব কুস্ক বালুজের দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রগতি যৎসামান্য মাত্র। হাল আমলের ট্যাঙ্ক ও কামানে সজ্জিত (টাইগার, প্যান্থার ও ফার্ডিনাণ্ড) নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর রণনৈপুণ্য ও তার অস্ত্রশস্ত্রাদির কার্যকারিতা ভালভাবেই প্রমাণিত হল। যে সব নতুন ধরনের অস্ত্রের উপর নাৎসী কম্যাণ্ডের এত ভরসা দেখা গেল তা দিয়ে কিছু হল না।

তবুও শত্রু চূড়ান্ত জয়ের আশা ছাড়েনি। সেসময়ে সিসিলিতে অ্যাংলো-মার্কিন বাহিনীর অবতরণ ঘটে—কিন্তু তার ফলে নাৎসী কম্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের ছকে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ১০ই জুলাই ভ্যেরমাখ্‌টের হাই কম্যাণ্ড নির্দেশ জারী করে: অপারেশন সিটাডেল অব্যাহত থাকবে।'[১০]

এখনো অন্ধের মতো জার্মান হাই কম্যাণ্ড বিশ্বাস করে চলেছে যে জয় তাদের মুঠোয়। ১১ই জুলাই বিকেলে, পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর গবেষণা বিভাগ জানাচ্ছে যে "শত্রু তার ব্যূহপার্শ্বের সেনাবাহিনীকে জার্মান আক্রমণের ধাক্কা

সামলাবার জন্যে পুরোভাগে নিয়ে এসেছে ; অতএব জার্মান সেনাবাহিনীর পার্শ্ব-ভাগের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার মতো বেশি সৈন্য শত্রুর নেই।' এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল—কারণ ১১ই জুলাই তারিখেই সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষণ কার্য শুরু হয়েছে এবং সেটা চলছে পশ্চিম ও ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্ট অঞ্চলের সেনাবাহিনীর বাম পার্শ্বে। এই অপারেশন যেটা শুরু করে মাত্র কয়েক ব্যাটালিয়ান সেনা। আসলে সেটা বড় আকারের সোভিয়েত প্রতিআক্রমণের মহড়ামাত্র। কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত, জার্মান কম্যান্ড এটাকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার কৌশল বলে উড়িয়ে দেয় এবং এভাবে তারা ভাবের ঘরে চুরি করতে থাকে।

এমন কি সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে যুদ্ধরত নাৎসী অধিনায়কদের মনেও অপারেশন সিটাডেলের সাফল্য নিয়ে কোনরূপ সন্দেহ উদ্রেক করে না। ১১ই জুলাই আর্মি গ্রুপ দক্ষিণের প্রধান সেনানায়ক ফিল্ড মার্শাল ফন মানস্টাইন পরের দিনের জন্যে এক পরিকল্পনা তৈরী করেন। দুটি প্যানজার বাহিনী সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে, লিপোভি ও সেভেরস্কী ডনেৎস নদীর মাঝখানে সমবেত সোভিয়েত বাহিনীকে ঘেরাও করে ধ্বংস করবে। এবং তার ফলে সোভিয়েত রক্ষাব্যূহে যে ফাটল সৃষ্টি হবে—পূর্বাঞ্চল থেকে আক্রমণ চালিয়ে সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে নাৎসীবাহিনী কুস্কে গিয়ে পৌঁছবে। ইতিমধ্যে আর্মি গ্রুপ সেন্টারের অধিনায়ক ফন ক্লুজও পৌঁছিয়ে নেই। তিনি উত্তর দিক থেকে কুস্কে আক্রমণ হানার এক পরিকল্পনা করেন।

সোভিয়েত কম্যান্ড জার্মান আক্রমণের আসন্ন সংকট সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড, ওরেল অঞ্চলের শত্রু সেনাসমাবেশকে ধ্বংস করার জন্যে পশ্চিম ও ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের বাম বাহুর সেনা-বাহিনীকে ১২ই জুলাই আক্রমণ শুরু করার নির্দেশ দেন। ভরোনেঝ ফ্রন্টের সেনাবাহিনীও ইতিমধ্যে রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীর সহায়তায় শত্রুর আক্রমণকে চূড়ান্তভাবে বানচাল করার জন্যে ও শত্রুর যে শক্ বাহিনী সোভিয়েত রক্ষাব্যূহে কীলক প্রবিষ্ট করেছে—তাকে ধ্বংস করার জন্যে একই সঙ্গে প্রতিআক্রমণ শুরু করে। এই আক্রমণে জেনারেল পি. এ. রোতমিস্ত্রভ পরিচালিত ৫ নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি ও জেনারেল এ. এস. ঝাডভ পরিচালিত ৫নং গার্ড আর্মি উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই বাহিনী দুটিকে স্তেপভূমি ফ্রন্ট থেকে রণাঙ্গনের পুরোভাগে আনা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম ট্যাঙ্ক বনাম ট্যাঙ্ক যুদ্ধটি প্রখোরভকার নিকটে সংঘটিত হয়। এই প্রচণ্ড লড়াইয়ে ১২০০টি ট্যাঙ্ক অংশগ্রহণ করে এবং যাবতীয় যুদ্ধের কসরৎ প্রদর্শন করে। ঠিক সে সময় মাথার ওপর আকাশে ভয়ংকর বিমানযুদ্ধ চলতে থাকে।

প্রখোরভকা রণাঙ্গনে যুদ্ধের দৃশ্যটি মার্শাল পি. এ. রোতমিস্ত্রভের বর্ণনায়

বিধৃত : "বিকেল পর্যন্ত ইঞ্জিনের গর্জন ও রণাঙ্গনে ট্যাংকের ক্যাটারপিলারের ঘর্ঘর শব্দের বিরাম নেই। চারদিকে কামানের গোলার বিস্ফোরণ। শত শত ট্যাংক ও স্বয়ংক্রিয় কামান দাউ দাউ করে জ্বলছে। ধোঁয়া ও ধুলোর মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। শত্রু প্রখোরভকা রণাঙ্গনে ৫নং গার্ড ট্যাংক আর্মির আবির্ভাব আশা করেনি।……হাঁ, ১৯৪৩ সালের ১২ই জুলাই দিনটি ঐতিহাসিক বটে। এই দিন সোভিয়েত সেনাবাহিনী অতুলনীয় কীর্তি স্থাপন করেছে। তারা ভয়ংকর ট্যাংক বনাম ট্যাংকের সম্মুখ যুদ্ধে নাৎসী শক্ বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে—তাকে রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে বাধ্য করেছে।"[১১]

প্রখোরভকার ট্যাংক যুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনী জয়ী হয়। শত্রুর ৪০০টি ট্যাংক খোয়া যায় ও প্রচুর লোকক্ষয় হয়। ১২ই জুলাই তারিখে দেখা গেল যে দক্ষিণ দিক থেকে পরিচালিত ভোরমাখ্‌টের কুর্স্ক অভিযান ধূলিসাৎ হয়েছে। এখন শত্রু আক্রমণ সব গুরুত্ব হারিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে অবস্থিত। প্রধান লক্ষ্যস্থল কুর্স্কে পৌঁছানর সব আশা জলাঞ্জলি দিয়ে আর্মি গ্রুপ দক্ষিণের সেনাবাহিনী পিছু হটতে থাকে। ভরোনেঝ ও স্তেপভূমি ফ্রন্টের সোভিয়েত সেনাদল শত্রুকে তাড়া করতে থাকে। ২৩শে জুলাই বিকেলে আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেকার অবস্থানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী পৌঁছে যায়।

* * *

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এর আগে কখনো এত যত্নে রচিত ভোরমাখ্‌টের বৃহদায়তন আক্রমণ-পরিকল্পনা, এত অল্প সময়ের মধ্যে পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি।

৫ই জুলাই থেকে ১১ই জুলাই পর্যন্ত স্থায়ী মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রন্টের রক্ষাব্যূহের বিরুদ্ধে নাৎসী শক্ বাহিনীর আক্রমণ সপ্তম দিনেই প্রতিহত হয়। সোভিয়েত রক্ষাব্যূহের মধ্যে শত্রু দশ থেকে বার কিঃ মিঃ এর বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। ফ্রন্ট জেনারেল হেডকোয়ার্টারের রিজার্ভ বাহিনীর সাহায্য ছাড়াই নিজের জোরে টিকে থাকে। ভরোনেঝ ফ্রন্টেরই বিরুদ্ধে শত্রুর সবচেয়ে বেশি শক্তি সমাবেশিত হয়। শত্রু ব্যূহের মধ্যে কোন কোন জায়গায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কিঃ মিঃ পর্যন্ত অগ্রসর হতে সমর্থ হয়। কিন্তু বাকী সব জায়গায় শত্রুর অগ্রগতি আক্রমণের অষ্টম দিনেই (১২ই জুলাই) থেমে যায়।

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে. কয়েকজন বুর্জোয়া ঐতিহাসিক কুর্স্কের চূড়ান্ত লড়াইয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কৃতিত্বকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে ও ভোরমাখ্‌ট এবং নাৎসী জেনারেলদের মুখরক্ষা করার জন্যে—প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্যে নাৎসী সেনারা ভালভাবে আক্রমণের সূত্রপাত ঘটাতে পারেনি—একথা অবিরাম বলে চলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন ঐতিহাসিক আর্ল এফ. জিয়েম্‌কে সত্যকে বিকৃত করে বলেন যে, ৫ই জুলাই সকালে স্বল্পকাল স্থায়ী প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তাঘাট

ট্যাঙ্ক চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে; তাই ৪৮নং জার্মান প্যানজার কোরের ট্যাঙ্কগুলি দেরীতে যুদ্ধে নামে। ঐতিহাসিক আরো বলেন যে ৮ই জুলাই, প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্যে লুফৎভাফের বিমানবহর ৯নং আর্মি'র আক্রমণে সহায়তা করতে পারেনি। তাই সেনাবাহিনীকে অপারেশন স্থগিত রাখতে হয়।[১২] যে সৈন্যরা ভাল আবহাওয়া ছাড়া যুদ্ধ করতে পারে না তাদের সম্পর্কে এভাবে প্রকাশ্যে ওকালতির কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে?

প্রতিরক্ষা সংগ্রামের ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তাদের আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে পারে এমন কোন রক্ষাব্যূহ খাড়া করা সম্ভব নয়—নাৎসী রণনীতিজ্ঞদের এই ধারণা কতখানি অসার। তাছাড়া দশ লক্ষেরও বেশি সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে ঘেরাও করে নির্মূল করার নাৎসী প্রয়াসও কি ভাবে ব্যর্থ হল।

কুর্স্ক রণাঙ্গনের যুদ্ধ অনমনীয় কঠিন লড়াই। ঐ লড়াইয়ে উভয়পক্ষের ২৫ লক্ষ ৮২ হাজার সৈন্য, ৩৭,০০০ ফিল্ডগান ও মর্টার, ৮০০০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান, ৬০০০ যুদ্ধ বিমান জড়িত ছিল। আক্রমণ চলাকালে ভ্যেরমাখ্‌টের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। তার শক্তিশালী শক্‌ বাহিনী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রতিআক্রমণের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী হয়।

কুর্স্কের পূর্বপরিকল্পিত প্রতিরক্ষা সংগ্রামের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নৈতিকবল, রাজনৈতিক চেতনা ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৩ সালের জুলাইয়ের দিনগুলিতে ভ্যেরমাখ্‌টের সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড সরাসরি আক্রমণ, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সাহস ও রণ নৈপুণ্যের জোরে ঠেকিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে জার্মান বাহিনীর রণনীতি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

৫। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ

জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড কুর্স্ক স্যালিয়েন্টে দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ার সময়েই ওরেল ও খারকোভে সমাবেশিত শত্রু সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণ শুরু করার তালিম দিতে থাকেন। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তির দৌলতে পূর্বেকার অপারেশনগুলির তুলনায় কুর্স্ক প্রতিআক্রমণের বেলায় সোভিয়েত কম্যান্ড অনেক বেশি সৈন্য নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়। মস্কো ও স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে তিনটি ফ্রন্টের সেনাবাহিনী আক্রমণে অংশ নিয়েছিল—কিন্তু কুর্স্কে পাঁচটি ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী আক্রমণের অংশীদার।

সময়োচিত প্রস্তুতি গ্রহণের ফলে, প্রতিরক্ষার পর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত বাহিনীর পক্ষে প্রতি আক্রমণ করা সম্ভব হয়। ১৯৪৩ সালের ১২ই জুলাই পশ্চিম ফ্রন্টের ও ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের বামবাহুর সৈন্যবাহিনী আক্রমণ শুরু

করে। ১৩ই জুলাই শুরু করে মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রন্টের ডান বাহুর সৈন্যবাহিনী। ৩রা অগাস্ট ভরোনেঝ ও স্তেপভূমি ফ্রন্টের সেনাবাহিনী বেলগরোদ ও খারকোভের দিকে প্রতিআক্রমণে এগিয়ে যায়।

১২ই জুলাই কুস্কে'র যুদ্ধের মোড় ফেরার দিন। ঐদিন থেকে সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ শুরু এবং নাৎসী বাহিনী নিজেদের আত্মরক্ষার ভূমিকায় গুটিয়ে আনে। আর্মি গ্রুপ সেন্টারের প্রাক্তন স্টাফ অফিসার হারম্যান গাকেনহোলৎস সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন যে রুশ আক্রমণের শক্তিশালী ধাক্কা ও তার ব্যূহ ভেদ করার ক্ষমতা জার্মানদের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ও তাকে সামলান একটা কঠিন ব্যাপার।[১৩] সোভিয়েত আক্রমণের পরিধি ও তেজ ক্রমশঃ বেড়েই চলে। আক্রমণাত্মক অপারেশনে এখন মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রন্ট ও ভরোনেঝ ফ্রন্টই কেবল যুক্ত নয়—পশ্চিমাঞ্চলীয়, ব্রিয়ানস্ক ও স্তেপভূমি ফ্রন্টের সেনাবাহিনীও আক্রমণে অংশ নিয়েছে।

কুস্ক' প্রতিআক্রমণে জড়িত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জন্যে দ্বি-মুখী অভিযানের ছক তৈরী হয়। কুতুঝভ সাংকেতিক নামের অপারেশনটি শুরু হবে ১২ই জুলাই ওরেল রণাঙ্গনে এবং চলবে ১৮ই অগাস্ট পর্যন্ত। জেনারেল রুমিয়ান্তসেভ সাংকেতিক নামের অপারেশনটি শুরু হবে ৩রা অগাস্ট বেলগরোদ-খারকোভ রণাঙ্গনে এবং চলবে ২৩শে অগাস্ট পর্যন্ত।

কুতুঝভ অপারেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হল সাঁড়াশি আক্রমণের মাধ্যমে ওরেলের শত্রুসেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে নির্মূলসাধন। জেনারেল ভি. ভি সকলোভস্কি পরিচালিত পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী ওরেলের শত্রু সেনাবাহিনীর বাম পার্শ্বভাগে আঘাত হানে। অপারেশনের প্রথম পর্যায়ে ঠিক হয় যে, বলখোভের শত্রুবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করে ধ্বংস করা ও ওরেলে শত্রুব্যূহের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত খতিনেৎসের দিকে আক্রমণ চালাবার জন্যে কোঝেলস্ক থেকে ১১নং গার্ড আর্মি ও বলখোভের উত্তর-পূর্ব দিকের উল্লম্ফন কেন্দ্র থেকে ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের ৬১নং আর্মি প্রতিআক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

জেনারেল এম. এম. পপোভের পরিচালনাধীন ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের ৩নং ও ৬৩নং আর্মি দুটি বাম দিক থেকে সরাসরি ওরেলের দিকে আক্রমণে অগ্রসর হয়। জেনারেল কে. কে রকসোভস্কির পরিচালনাধীন মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী ডানদিক থেকে আক্রমণ করে, সোভিয়েত ব্যূহে অনুপ্রবেশকারী শত্রুবাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করবে এবং আরো উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়ে—ওরেলের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সমাবেশিত শত্রুবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করবে। তারপর ব্রিয়ানস্ক, পশ্চিমাঞ্চলীয় ও মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী একযোগে শত্রু সেনাসমাবেশকে উৎখাত করবে।

ওরেলের উল্লম্ফন কেন্দ্রের উপর নাৎসী হাই কম্যান্ড যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ

করে এবং জায়গাটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং বা কারিগরি কুশলতার সহায়তায় প্রতিরক্ষা ব্যূহটির চারপাশে নানা প্রতিবন্ধকের বেড়াজাল তৈরী করে। আটটি প্যানজার ডিভিসন ও দুটি মোটর বাহিত ডিভিসন সহ ৩৭ ডিভিসন সৈন্য ওরেল সেতু মুখটির পাহারায় মোতায়েন থাকে। প্রতি আক্রমণ শুরু করার সময় শত্রুর তুলনায় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সংখ্যানুপাতিক প্রাধান্যের হার গিয়ে দাঁড়ায়—লোকবল—২ : ১, ফিল্ডগান ও মর্টার—৩ : ১, ট্যাঙ্ক—২ : ১ এবং বিমানবাহিনী—৩ : ১। লোকবল ও সামরিক সরঞ্জামের ন্যূনতম প্রাধান্য নিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর শক্তিশালী সংগঠিত রক্ষাব্যূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানতে চলেছে।

১২ই জুলাই রাত তিনটে কুড়ি মিনিটে কামান থেকে গোলা বর্ষণ ও বিমান থেকে বোমা বর্ষণের মাধ্যমে পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর অগ্রভাগ আক্রমণের সূচনা করে। হাজার হাজার কামান ও মর্টারের গর্জন, শেল ফাটার শব্দ ও বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমার বিস্ফোরণে মাটি কেঁপে উঠল। ১১ নং গার্ড আর্মি যে সেক্টরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—সেখানকার রক্ষাব্যূহ সোভিয়েত কামানের নির্ভুল লক্ষ্যভেদ ও বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে চুরমার হয়ে গেল। ট্যাঙ্ক বহর ও রাইফেল ইউনিটের তরঙ্গ শত্রুর রক্ষাব্যূহের উপর আছড়ে পড়ল। সৈন্যরা নাৎসী পরিখার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শত্রুকে ঘায়েল করে।

দিনের দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু নাৎসী প্রতিরোধ হঠাৎ প্রবলতর হয়। শত্রু যুদ্ধে তার রিজার্ভ বাহিনীকে নিয়োজিত করে এবং লুফৎভাফের তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। যে অঞ্চল দিয়ে ১১ নং গার্ড আর্মি এগিয়ে যাচ্ছে—সেখানে যুদ্ধের তীব্রতা ক্রমশঃ বাড়তির দিকে।

বলখোভের দিকে অগ্রসরমান ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের ৬১ নং আর্মিও প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন। শত্রুর একটার পর একটা প্রতিআক্রমণের মোকাবিলা করে সেনাবাহিনীটি ধীরে ধীরে এগুতে থাকে।

১২ই জুলাই সকালে প্রবল গোলাবর্ষণের মাধ্যমে ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের ৩ নং ও ৬৩নং আর্মির অগ্রভাগও আক্রমণ শুরু করে। আগুনের বেড়াজাল সৃষ্টির জন্যে ৪০০০ ফিল্ডগান ও মর্টার নিয়োজিত হয়। তার-ই সঙ্গে তাল রেখে চলতে থাকে শত্রুর ঘাঁটির ওপর বিমান থেকে বোমা বর্ষণ। গোলা বর্ষণের আড়ালে সোভিয়েত রাইফেল ইউনিট ট্যাঙ্কের সহায়তায় শত্রুর পরিখার প্রথম লাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শত্রুর প্যানজার ও পদাতিক বাহিনীর প্রতিআক্রমণকে অনবরত প্রতিহত করার মাধ্যমে সোভিয়েত বাহিনীকে এগুতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত শত্রুকে হার মানতে হয়—তার সব মরীয়া চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

পশ্চিমাঞ্চলীয় ও ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে ওরেল

সেতুমুখে জার্মান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত কাহিল। ১১নং গার্ড আর্মি সবচেয়ে সফল এবং ১৩ই জুলাইয়ের মধ্যেই এই বাহিনীটি শত্রুব্যূহের রণকৌশলগত এলাকায় প্রবেশ করে ২৫ কিঃ মিঃ এগিয়ে যায়। কিন্তু তখনো সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সামনে রয়েছে সুসংগঠিত প্রতিরক্ষা ব্যূহের অন্তরায়—তাকে অতিক্রম করার জন্যে শত্রুর সঙ্গে সোভিয়েত বাহিনীর প্রচণ্ড লড়াই করতে হল।

১৩ই জুলাই জার্মান হাই কম্যাণ্ডের (OKW) সদর দপ্তরের এক বৈঠকে আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের প্রধান অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল গুন্থার ফনক্লুজকে তলব করা হল। সেখানে তিনি জানান যে ২নং প্যানজার আর্মির রক্ষাব্যূহে সোভিয়েত-বাহিনী যে ফাটল সৃষ্টি করেছে তাকে সামাল দেবার জন্যে ৯নং আর্মির সমস্ত গতিশীল ইউনিটকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে। অতএব কুর্স্ক আক্রমণাত্মক অভিযানের পুনরাবৃত্তি ঘটান যাবে না। অপারেশন সিটাডেলের সমূহ বিনষ্টি এখন একটি নির্মম সত্য।

ওরেল সেতুমুখ দখলে রাখার জন্যে জার্মান সৈন্যরা আপ্রাণ বাধা দিল। নাৎসী কম্যাণ্ড ২নং প্যানজার আর্মিকে খাড়া রাখার জন্যে ৯নং আর্মি থেকে অপারেশনের নির্দিষ্ট রিজার্ভ ও অন্যত্র থেকে অকুস্থলে দ্রুত সৈন্যবাহিনী এনে হাজির করে।

১৫ই জুলাই ওরেল সেতুমুখ অঞ্চলের যুদ্ধে অধিকতর ব্যাপ্তি ও তীব্রতা নিয়ে নতুন দিকে মোড় ফিরল। ঐদিন সকালে কামান থেকে গোলা বর্ষণ ও বিমান থেকে বোমা বর্ষণের মাধ্যমে মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের বামবাহু অর্থাৎ ৪৮নং, ১৩নং, ৭০নং আর্মি ও ২নং ট্যাঙ্ক আর্মি প্রতিআক্রমণ শুরু করে।

মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রণ্ট যে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিআক্রমণের যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে নিতে পারল—তার থেকে সেনাবাহিনীর উন্নত নৈতিক মানের পরিচয় পাওয়া যায়, যা শত্রুর শক্তিশালী আঘাতেও অটুট ও অবিচল। আরো বোঝা যায় সেনাবাহিনী পরিচালনায় সেনানায়ক ও স্টাফ অফিসাররা কি রকম দক্ষ। সমস্ত দুরূহ সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে তারা সোভিয়েত সামরিক বিদ্যার ইতিবৃত্তে এক উজ্জ্বল পৃষ্ঠা যোজনা করেছে।

এটাও উল্লেখ্য যে মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের যে বাম বাহুটি প্রতিআক্রমণ শুরু করে, কঠিন প্রতিরক্ষার সংগ্রামে রত থাকায় ইতিমধ্যে তার যথেষ্ট শক্তিক্ষয় ঘটেছে। যথেষ্ট লোকবল ও অস্ত্রবলে নিজেকে সুসজ্জিত করার সময়াভাবজনিত এই ফ্রণ্টের অগ্রগতি কিন্তু মন্থর হয়ে পড়ে।

শত্রুর যে বাহিনীটি কুর্স্কের দিকে সরাসরি আগুয়ান—মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের প্রধান আক্রমণ সেই বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে সজোরে নিবদ্ধ হয়। যে সৈন্যরা এতদিন আত্মরক্ষার সংগ্রামে আবদ্ধ ছিল তারা এখন চরম সাহসের পরিচয় দিতে থাকে। শত্রুর বিরুদ্ধে তিন দিন ধরে কঠিন লড়াইয়ের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনারা মধ্যাঞ্চলীয়

ফ্রন্টকে শত্রুর অনুপ্রবেশ মুক্ত করে এবং শত্রু তার প্রাক্ আক্রমণকালীন অবস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

শত্রুব্যূহ ভেদ করার ক্ষেত্রে নৈপুণ্য ও শত্রুকে নিষ্ক্রিয় এবং কাবু করার কৌশলের পরিচয়ই সবটুকু নয়—যা সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল গণ বীরত্ব; ঐকান্তিক প্রয়াস ও আত্মবিসর্জনের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপনা এবং সোভিয়েত সৈন্যদের মধ্যে তার কোন অভাব ছিল না। তাঁদের অন্যতম ১১ নং রাইফেল ডিভিসন—২৭ নং রেজিমেণ্ট—৯ নং কোম্পানীর একজন প্ল্যাটুন নায়ক লেফট্যানেণ্ট ভি. এ. আইওনোসিন। ১২ই জুলাই এই লেফট্যানেণ্টটি পাঁচজন সৈন্যসহ এর্সাডিয়াস্কা গ্রামের কাছাকাছি জার্মান প্রতিরক্ষা ব্যূহের এক সুরক্ষিত অংশে অনুপ্রবেশ করে। প্রথম পরিখা-যুদ্ধের অল্পক্ষণস্থায়ী লড়াইয়ের মাধ্যমে তারা আটত্রিশ জন জার্মান অফিসার ও সৈন্যকে খতম করে। সেদিন সবসুদ্ধ পাঁচজন নাৎসী অফিসার ও তেষট্টিজন সৈন্য আইওনোসিন স্কোয়াডের হাতে মারা পড়ে এবং তারা আঠারজন শত্রুসৈন্যকে বন্দী করে। পরের দিন অর্থাৎ ১৩ই জুলাই আইওনোসিন একই কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। বেলি ভার্থ গ্রামের মুখে দুই কোম্পানী শত্রু সেনা পরিখা খনন করে যুদ্ধ করছিল এবং তারা সোভিয়েত রেজিমেণ্টের অগ্রগতি টমিগান ও মেশিনগান চালিয়ে ঠেকিয়ে রাখে। আইওনোসিন ও তার সাতজন বেপরোয়া সঙ্গী গোপনে শত্রুর পেছনে ঢুকে গুলি চালাতে থাকে। আচমকা আক্রান্ত শত্রু আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পালায়। এই অল্পক্ষণস্থায়ী গুলি বিনিময়ের ফলে শত্রুর তিয়াত্তর জন অফিসার ও সৈন্য খোয়া যায়।

ওরেল রণাঙ্গনে যে সোভিয়েত বিমান চালকরা বিশেষ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন—তাদের অন্যতম সিনিয়র লেফট্যানেণ্ট আলেক্সি মারেসিয়েভ। তাঁর দুটি পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে—তবুও তিনি সাতবার বিমান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন ও নিজেই গুলি করে তিনটি নাৎসী বিমানকে ভূপাতিত করেন। ২০শে জুলাই সংখ্যায় বেশি শত্রু বিমানের সঙ্গে আকাশ যুদ্ধের সময় তিনি দুজন সোভিয়েত বৈমানিকের প্রাণরক্ষা করেন। এই অসম যুদ্ধে তিনি শত্রুর দুটি জঙ্গী বিমাকে গুলি করে ভূপাতিত করেন।

সোভিয়েত আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে নাৎসী কম্যাণ্ড সর্বস্ব পণ করে। ওরেল সেতুমুখ যে কোন মূল্যে রক্ষার জন্যে শেষ সৈনিকটি পর্যন্ত লড়াই করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ঐ অঞ্চলে আরো নতুন সৈন্য পাঠানো হয়।

কঠিন ও কঠোর লড়াইয়ের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর বাধা চূর্ণ করে আক্রমণে এগিয়ে চলেছে। ১১নং গার্ড আর্মির সৈন্যরা বেশ সাফল্যের সঙ্গে শত্রু সৈন্যের যাবতীয় প্রতিআক্রমণ পর্যুদস্ত করে বলখোভ ও খোতিনেৎসের দিকে এগিয়ে চলল। তারা শত্রু ব্যূহের গভীরে ১৯শে জুলাইয়ের মধ্যে সত্তর কিঃ মিঃ পর্যন্ত অগ্রসর হল। তারা শত্রুর প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা ওরেল ও

ব্রিয়ানস্কের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী রেলপথ ও রাজপথের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে ৬১ নং আর্মি'র সৈন্যরা বলখোভের কাছাকাছি এসে পড়ে এবং ৩নং ও ৬৩ নং আর্মি'র সৈন্যরা ওলেশানিয়া নদী বরাবর জার্মান প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যায়।

জুলাই মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ওরেল রণাঙ্গনের লড়াই হিংস্রতর হয়ে ওঠে। ওরেল অঞ্চলের শত্রুর শক্তি দৃঢ়তর করার জন্যে আরো নাৎসী সৈন্য আসে এবং তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শত্রুকে শেষ করার জন্যে আরো সোভিয়েত রিজার্ভ বাহিনীকে রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। এর আগে ১২ই জুলাই সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড ১১নং আর্মিকে পাঠিয়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রন্টের বামবাহুর শক্তিবৃদ্ধি ঘটালেন এবং ১৮ই জুলাই আবার সেখানে ৪নং ট্যাঙ্ক আর্মি ও ২নং গার্ড ক্যাভেলরী কোরকে পাঠালেন। এবং সেসময় তাঁরা ৩নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মিকে পাঠিয়ে ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধি করেন।

এভাবে সাফল্যের সঙ্গে সৈন্য চলাচল ঘটিয়ে সোভিয়েত কম্যাণ্ড সৈন্যবাহিনীর শক্তিসাম্যকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসেন—যদিও রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীর সমাবেশ ঘটাতে তাঁদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। প্রবল বর্ষণের ফলে রাস্তা ঘাটের অবস্থা শোচনীয় এবং ফলে সোভিয়েত আক্রমণ কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। তবুও এই অবস্থার মধ্যে নাৎসী পাল্টা আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে নতুন সৈন্যবাহিনীকে রণাঙ্গনে পাঠাতে হয়। অতএব অনেক সময় পুরোপুরি তৈরী হবার আগেই সৈন্য-বাহিনীকে রণাঙ্গনে পাঠাতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ২০শে জুলাইয়ের মধ্যেও ১১ নং আর্মি'র জন্যে নির্ধারিত আট ডিভিসনের মধ্যে মাত্র চার ডিভিসন সৈন্য অকুস্থলে পৌঁছায় এবং বাকী ডিভিসনগুলি তখনো রাস্তায়। এভাবে আর্মি'র গোলন্দাজ বাহিনী এবং সরবরাহ ও সংযোগ রক্ষাকারী ইউনিটগুলিও পথে পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও, পরিশেষে নতুন নতুন সৈন্যবাহিনী আমদানী করে সোভিয়েত কম্যাণ্ড অপারেশনগত সাফল্যকে সুনিশ্চিত করে। পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রন্টের বামবাহুর সৈন্যবাহিনী খোতিনেৎস ও বলখোভ রণাঙ্গনে শত্রু সৈন্যদের দস্তুর মতো চেপে ধরে। ২৯শে জুলাই, ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের ৬১নং আর্মি'র সহযোগিতায় তারা বলখোভকে শত্রুর কবলমুক্ত করে। তার ফলে উত্তর-পশ্চিম থেকে সাঁড়াশি আক্রমণের ফাঁদে পড়ে যায় ওরেলের শত্রুবাহিনী। ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী মৎসেনস্ক অঞ্চলে শত্রু সৈন্যের পশ্চাৎভাগে অনুপ্রবেশ করে অনেকদূর এগিয়ে যায় এবং শত্রুকে পিছু হটতে বাধ্য করে। তারা একই সঙ্গে পূর্বদিক থেকে ওরেলের দিকে এগিয়ে যায়। কিছুটা সাফল্য অর্জনের পর মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রন্টের দক্ষিণ বাহুর সৈন্যবাহিনীও উত্তর-পশ্চিম দিকে আক্রমণ করে। ওরেল অঞ্চলের যুদ্ধরত শত্রুবাহিনী এখন পরিবেষ্টিত হবার মুখে।

পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টের অন্যত্রও ভ্যেরমাখ্‌টের অবস্থা প্রতিদিন সঙ্গীন হয়ে উঠছে। সোভিয়েত কম্যাণ্ড একনাগাড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে চাপ বাড়িয়েই চলেছে এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এক বা একাধিক রণাঙ্গনে বিভিন্ন ফ্রন্টের মধ্যে সমন্বয় সাধন ঘটাচ্ছে। ভরোনেঝ ও স্তেপভূমি ফ্রন্টের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর চাপের মুখে কুর্স্ক বালজের দক্ষিণাঞ্চল থেকে শত্রুর একটি শক্তিশালী বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৭ই জুলাই দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী ইঝয়ুম—বার্ভেস্কোভো রণাঙ্গনে ও দক্ষিণাঞ্চলীয় ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী মিয়ুস্‌ নদীর দিকে আক্রমণ শুরু করে। ২২শে জুলাই লেনিনগ্রাড ও বলখোভ ফ্রন্টের সৈনাবাহিনী মগা অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করে। নাৎসী হাইকম্যাণ্ড রিজার্ভবাহিনীর ঘাটতিজনিত পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টে খুবই সংকটের মধ্যে পড়ে।

নাৎসী বাহিনীর পশ্চাৎভাগের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। সোভিয়েত পার্টিজানরা শত্রুর অস্থায়ীভাবে অধিকৃত এলাকার রেলপথ ব্যবস্থার উপর মারাত্মক আঘাত হানে।

পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব ও বিশেষ করে ওরেল নাৎসী সৈন্যবাহিনীর অবস্থা বেসামাল হওয়ার দরুন নাৎসী কম্যাণ্ড ওরেল সেতুমুখ ছেড়ে দিয়ে ব্রিয়ানস্কের পূর্বে হাগেন প্রতিরক্ষা ব্যূহের দিকে হটে যাবার জন্যে সৈন্য-বাহিনীকে নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়। এই দুই ব্যূহের মধ্যে একশ কিলোমিটারের ব্যবধান এবং জুলাই মাসের শেষপর্ব থেকে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে এই স্থানান্তর প্রক্রিয়াটি সারতে হবে।

জার্মান কম্যাণ্ডের হিসেবে ফ্রন্টলাইনকে ছোট করে আনলে জমাট প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ সহজতর হবে এবং অন্যান্য সেক্টরের জন্য বেশ কিছু সৈন্যকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হবে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণের ফলে কিন্তু এধরনের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। সোভিয়েত আক্রমণের ফলে অন্যান্য নাৎসী পরিকল্পনা অনুরূপভাবে ভণ্ডুল হয়। যেমন, ইতালী রণাঙ্গনে এ্যাংলো-মার্কিন সেনাবাহিনীর অগ্রগতির ফলে যে সমস্যাসংকুল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাকে সামাল দেবার জন্যে সেখানে কয়েক ডিভিসন সৈন্য পাঠাতে পারলে ভাল হত—কিন্তু তাও কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্ট ভ্যেরমাখ্‌টের প্রধান বাহিনীকে আটকে রাখে এবং তার ফলে ইতালীতে মিত্রসেনাবাহিনীর সামরিক কার্যক্রম বেশ কিছুটা সহজসাধ্য হয়।

২৬শে জুলাই হিটলারের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ইতালীতে সৈন্য স্থানান্তরের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়। উক্ত বৈঠকে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে ভ্যেরমাখ্‌টের সঙ্গীন অবস্থার কথাটি মুখ্য স্থানলাভ করে। নানা নাটকীয় ঘোষণার আলোচনা বেশ জমাট বাঁধে। হিটলার প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ রাজনীতিগতভাবে ফ্যাসিবাদের প্রতি আনুগত্য সম্পন্ন এধরনের কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর সেনা ডিভিসনকে

ইতালীতে দ্রুত স্থানান্তরের দাবী জানাতে থাকেন। তিনি জেনারেল সঙ্গে বলেন: 'আমরা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন', 'তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে আমাদের দ্রুত পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে', 'এখানে আমরা যারা উপস্থিত—সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পুরোপুরি আমাদের হাতে নেই', 'খুবই কঠিন সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে যেহেতু আমরা এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি', 'তাছাড়া আমাদের করার কিছু নেই',—ইত্যাদি। হিটলারের দাবীর প্রবল বিরোধিতা জানালেন ফন ক্লুজ, তাঁর মতে ওরেল সেতুমুখের পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করার ফলে এমন কি এক ডিভিসন সৈন্য সরিয়ে নিলেও আর্মি গ্রুপ সেন্টার অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়বে। তিনি হিটলারকে জানালেন, 'এবিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই মুহূর্তে এক ডিভিসন সৈন্য ছেড়ে দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমানে এটা প্রশ্নাতীত'। তাঁর সৈন্যবাহিনীর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আর্মি গ্রুপ সেন্টারের প্রধান সেনানায়ক আবার বলেন, 'সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে', বেশ কয়েকটি রণাঙ্গনে শত্রু 'তাঁর ফ্রন্টে কীলক প্রবিষ্ট করেছে', কয়েকটি ইউনিট যথা ১১১নং, ২১২নং ও ১০৮নং ডিভিসনের কি করুণ অবস্থা। 'শুধু ভগ্নাংশটুকু তাদের সম্বল'। ফন ক্লুজের মতে, ওরেল সেতুমুখ থেকে পশ্চাদপসরণ ও ফ্রন্ট লাইনকে আঁটসাট করার পরই শুধু 'অল্প কিছু সৈন্যকে ছেড়ে দেওয়া' সম্ভব।[১৪]

উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত সেনানায়কদের মতে, ওরেল সেতুমুখ থেকে পিছু হটার হার সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্যে দায়ী হাগেন প্রতিরক্ষা ব্যূহের অসম্পূর্ণতা। আগেই বলা হয়েছে যে, নাৎসী হাইকম্যাণ্ডের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কুর্স্ক আক্রমণের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। ওরেলের উল্লম্ফন কেন্দ্র ছেড়ে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না—তাই ব্রিয়ানস্কের পূর্বদিকের প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণকাজ অনেক দেরীতে শুরু হয়। জুলাইয়ের শেষভাগেও হাগেন প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মিত হয়নি। তাই ফন ক্লুজ জানাচ্ছেন, ২য় প্যানজার ও ৯নং আর্মির অপসরণ নির্ভর করছে—'কখন কিভাবে হাগেন প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মিত হবে—তার ওপর। আমি সময় হবার আগেই অপসরণ করতে পারি না। প্রথমে আমায় হাগেন রক্ষাব্যূহকে তৈরী করে সব ঠিকঠাক করতে হবে। আমি তাড়াহুড়ো করে সরে যেতে পারি না। যদি আমি অপরিণত অবস্থায় ঘাঁটি স্থাপন করি, তাহলে আমাকে শত্রুর ট্যাঙ্ক বা ঐ জাতীয় আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে। শত্রু ট্যাঙ্ক আমাদের বিধ্বস্ত করবে এবং সেক্ষেত্রে এক নতুন সংকট সৃষ্টি হবে'।[১৫]

যেহেতু ২নং প্যানজার ও ৯নং আর্মির সব জার্মান ডিভিসনগুলি লড়াইয়ে মত্ত, অতএব হাগেন রক্ষাব্যূহ নির্মাণ কাজ বিড়ম্বিত হতে থাকে। ফন ক্লুজের ভাষায়, নির্মাণ কার্যে পটু ব্যাটেলিয়ানগুলিকেও 'শত্রুর আক্রমণের ধাক্কা সামলানোর জন্য যুদ্ধে নামাতে হয়'। প্রবল বর্ষণে বিধ্বস্ত রাস্তা মেরামতের কাজেও তাদের

একাংশকে লাগান হয়। ওরেল ও ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলের অধিবাসীদের রক্ষাব্যূহ নির্মাণ কাজে জড়ানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়।

উক্ত বৈঠকে আলোচনার আক্ষরিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হিটলারের জেনারেলরা সবাই সবিস্তারে শত্রুকবলিত অঞ্চলের গভীরে সোভিয়েত জনগণের সাহসী ও সতেজ লড়াইয়ের কথা বিবৃত করেন। ফন ক্লুজের মতে, পার্টিজান আন্দোলন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাকে ব্যাপক অন্তর্ঘাত কার্য-কলাপের মাধ্যমে অচল করে দেবার প্রয়াস—সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত। তিনি হিটলারকে জানান যে বেসামরিক নাগরিকদের দিয়ে পরিখা খনন ও অন্যান্য প্রতিরক্ষাব্যূহ সংক্রান্ত কাজ কিছুতেই করানো যাচ্ছে না। তিনি আরও জানান যে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের আশেপাশে আর্মি গ্রুপ সেন্টারের সৈন্যরা মারা পড়েছে—বনের মধ্যে পার্টিজানদের আস্তানা। আমার সেনাবাহিনীর 'পশ্চাৎভাগে সর্বত্র পার্টিজান। তারা খতম হওয়া দূরে থাকুক—তাদের সংখ্যা আসলে বেড়েই চলেছে'। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, 'তারা রেলপথের উপর চারশবার জঘন্য নাশকতামূলক কাজ করেছে'।[১৬]

হিটলার কিন্তু আর্মি গ্রুপ সেন্টারের অধিনায়কের সঙ্গে একমত হতে পারেননি —যদিও তিনি এবিষয়ে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেননি। আর্মি গ্রুপ সেন্টারের কাছে তাঁর দাবীর উপসংহার টেনে তিনি বলেন, 'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে আপনাকে করণীয় যা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে। [অর্থাৎ ওরেল উল্লম্ফন কেন্দ্র থেকে সৈন্য অপসারণ—লেখক] আমার কাছে সবই জলের মতো পরিষ্কার। অদূর ভবিষ্যতে আমরা আবার মহান জার্মান ডিভিসনকে ফেরৎ পাঠাবো এবং দ্বিতীয়তঃ আপনাকে আরো সৈন্য সরবরাহ করতে হবে। কয়েকটি প্যানজার ও বেশ কিছু পদাতিক ডিভিসন তার মধ্যে থাকবে'।[১৭]

সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ হিটলারের পরিকল্পনাকে খানচাল করে দিল।

সারা জুলাই মাসে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন থেকে একটি নাৎসী ডিভিসনকেও সরান গেল না। বরঞ্চ আরও নতুন এক ডিভিসন সৈন্যকে পশ্চিম-ইউরোপ থেকে সেই ফ্রন্টে পাঠাতে হয়। পরের মাসে একটি মাত্র প্যানজার ডিভিসনকে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন থেকে সরান হয়; আবার সেপ্টেম্বরে কিন্তু নাৎসী কম্যান্ড তার জায়গায় নটি পদাতিক ও চারটি রিজার্ভ ডিভিসনকে সেখানে পাঠায়। অক্টোবরে সেখানে পাঠান হয় তিনটি প্যানজার ও তিনটি পদাতিক ডিভিসন ও একটি পদাতিক ব্রিগেড এবং তারই সঙ্গে পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টের যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতি পূরণের যথাযোগ্য বন্দোবস্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জুলাই মাসে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ও অগাস্টে ১ লক্ষ ২৩ হাজার সৈন্য ঐ ফ্রন্টে পাঠান হয়।

এসব তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইতালীতে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে

অ্যাংলো-মার্কিন বাহিনীর সামরিক তৎপরতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গনে অর্থাৎ সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে যুদ্ধের পরিণামকে কিন্তু খুব বেশি প্রভাবিত করেনি। ১৯৪৩ সালের অগাস্টে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে ২২৯ ডিভিসন নাৎসী-সেনা যুদ্ধরত এবং ইতালীতে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে মাত্র ১৮ ডিভিসন সৈন্যকে নাৎসী কম্যাণ্ড যুদ্ধ করার জন্যে ফ্রান্স থেকে পাঠায়।

ওরেল অঞ্চল থেকে জার্মানীতে দাস শ্রমিক হিসেবে দলে দলে লোক পাঠানো ও নাৎসীদের ফেলে আসা অঞ্চলগুলিতে পোড়ামাটি নীতির আশ্রয় প্রভৃতি বিষয় ২৬শে জুলাই অনুষ্ঠিত হিটলারের আলোচনা সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। এধরনের পাশবিক কাজ ভালভাবে অনুষ্ঠিত করার ভার পড়ে ভোরমাখটের ওপর। ওরেল স্যালিয়েণ্টের যুদ্ধ সংক্রান্ত রিপোর্ট ২নং প্যানজার ও ৯নং আর্মির কম্যাণ্ড দাখিল করেন তাতে ঐ অঞ্চল ছেড়ে আসার আগে 'ধ্বংসলীলা সম্পাদনের' ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। গবাদি পশু ও যত বেশি সম্ভব খাদ্যশস্য সরানো, সমস্ত মানুষজনকে জোর করে চালান দেওয়া ও যা সরান যায় না যেমন, পাকা ইমারত, রাস্তা, সেতু, যানবাহন এবং সমস্ত কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ধ্বংসসাধন প্রভৃতি কাজ 'ধ্বংসলীলার' আওতায় আসবে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী জার্মান হানাদারদের এসব দুষ্কর্ম বানচাল করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। পশ্চিমাঞ্চলীয়, ব্রিয়ানস্ক ও মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুকে কার্যতঃ পায়ে পায়ে অনুসরণ করতে থাকে। তারা শত্রুর পিছু হটাকালীন তৎপরতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তার ব্যূহের পশ্চাৎভাগে আক্রমণ চালায়। ৩১ জুলাই আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের অধিনায়ক লিখেছেন যে তাঁর সদরদপ্তর এখন রীতিমতো অবহিত যে পশ্চাদপসরণের সময় শত্রুর উপর যতগুলি সম্ভব আঘাত হানার যে পরিকল্পনা ছিল তা কার্যকর করা সম্ভব হল না। কারণ জার্মান সেনাবাহিনীর রণনৈপুণ্যে টান পড়েছে এবং তারা ক্লান্তিতে অবসন্ন।

ওরেল প্রবেশ পথের কর্মমুখর রেলওয়ে জংশন ও শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে, অগাস্টের গোড়ায় ভয়ংকর যুদ্ধ চলতে থাকে। ওরেলের পূবে ও উত্তরে ব্রিয়ানস্ক ফ্রণ্টের সৈন্যবাহিনী শত্রুকে চেপে ধরে। মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের বাহিনী ওরেলের দক্ষিণে শত্রুকে ঘিরে ধরে। ওরেল অঞ্চলে জার্মান বাহিনীর অবস্থা সঙ্গিন হয়ে দাঁড়ায়; অতএব নাৎসী কম্যাণ্ড আর দেরী না করে ওরেল থেকে সৈন্য অপসারণ শুরু করে। ইতিমধ্যে নাৎসী বাহিনী ওরেল থেকে লুটের মাল বাইরে নিয়ে যেতে ব্যস্ত থাকে। শহরের সমস্ত অধিবাসী ও যাবতীয় জিনিস জার্মানীতে পাঠিয়ে তারপর ওরেলকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়াই হল তাদের পরিকল্পনা।

ওরেল ছেড়ে নাৎসী বাহিনীর সৈন্য ও যানবাহনের শেষহীন সারি রাস্তা ধরে শহরের বাইরে চলেছে, রাস্তায় মাঝে মাঝে যানজট পাকিয়ে যাচ্ছে। শহরের মধ্যেও

ওকা নদীর পারঘাটটাই পশ্চাদপসরণরত সৈন্যবাহিনীর এক বিশাল অংশ ও তার লটবহর দলা পাকিয়ে উঠেছে। সোভিয়েত বিমান বহর এই পলায়ন তৎপর সৈন্যদের উপর সহস্র সহস্র টন বোমা বর্ষণ করে চলেছে। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে আগুয়ান সোভিয়েত বাহিনী শহরের চারদিকে দৃঢ় বেষ্টনী রচনা করেছে। ৩রা অগাস্ট রাত্রিতে ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের ৩নং ও ৬নং আর্মির অগ্রগামী ইউনিটগুলি ওরেলের উপকণ্ঠে পৌঁছয় এবং সেখানে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়। শহরের মধ্যে প্রথম প্রবেশ করে ৫নং, ১২৯নং, ৩৮০নং রাইফেল ডিভিসন ও ১৭নং গার্ড ট্যাঙ্ক ব্রিগেড।

৫ই অগাস্ট ভোরে ওরেল শহরকে পুরোপুরি শত্রু মুক্ত করা হয়। নাৎসী জোয়ালে বহুল নির্যাতিত শহরবাসীরা সানন্দে তাদের মুক্তিদাতাদের অভ্যর্থনা জানায়। সুপ্রীম কম্যাণ্ডের নির্দেশে ওরেল মুক্তিদাতা ইউনিটগুলিকে ওর্লোভস্কী উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।[১৮] ৫ই অগাস্ট আরো সব গুরুত্বপূর্ণ জয় সংসাধিত হয়। সেদিন স্তেপভূমি ফ্রন্টের সেনাবাহিনী বিয়েলগোরোদ মুক্ত করে। ওরেল ও বিয়েলগোরোদের নাৎসী কবলমুক্তির সংবাদ সোভিয়েত জনগণ প্রবল আনন্দ ও উল্লাসভরে গ্রহণ করে। ওরেল ও বিয়েলগোরোদের মুক্তির প্রতি সম্মান জানাতে মস্কোতে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে প্রথম তোপধ্বনি করা হয়।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীমকম্যাণ্ড কুস্ক যুদ্ধের প্রতিআক্রমণকে সর্বাত্মক আক্রমণে পরিণত করার জন্যে যাবতীয় বন্দোবস্ত করেন। ৫ই অগাস্ট ওরেল উল্লম্ফন মঞ্চের উত্তর দিক থেকে পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী আক্রমণ শুরু করে ব্রিয়ানস্কের পূর্বদিকের প্রধান শত্রুবাহিনীর পশ্চাৎভাগে সোভিয়েত সৈন্যরা ঢুকে পড়ার উপক্রম করে। নাৎসী কম্যাণ্ডকে ব্রিয়ানস্ক থেকে স্মোলেনস্ক সেক্টরে বেশিরভাগ সৈন্য সরিয়ে নিতে হয়; তার ফলে ওরেলের পশ্চিম দিকে সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রগতি সহজসাধ্য হয়। ৯ই অগাস্ট সোভিয়েতের ১১নং গার্ড ও ৪নং ট্যাঙ্ক আর্মি খোতিয়েনেৎসের প্রবেশ পথে ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পরের দিনই শহরটি শত্রু মুক্ত হয়। সোভিয়েত স্থলবাহিনী ও বিমান বাহিনী—উভয়েরই আঘাতে জার্মান সেনাবাহিনী জর্জরিত। আকাশের কর্তৃত্ব এখন সোভিয়েত বিমানবহরের হাতে।

সোভিয়েত বিমানসেনাদের পাশাপাশি লড়ছে নরম্যাণ্ডি স্কোয়াড্রনের ফরাসী বৈমানিকরা—তারাও যথেষ্ট সাহস, নৈপুণ্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। জুলাই-অগাস্ট মাসে তারা নিজেরাই তেত্রিশটি নাৎসী বিমানকে ভূপাতিত করে।

মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রন্ট আক্রমণ শুরু করে দ্মিত্রভস্ক ওর্লোভস্কী শহর অধিকার করে এবং তার তিনদিনপর কারাচেভ থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করে। ১৭ই ও ১৮ই অগাস্ট সোভিয়েত সেনাবাহিনী ব্রিয়ানস্কের পূর্বাঞ্চলের শত্রুর আগেকার

তৈরী রক্ষাব্যূহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তার ফলে ওরেল উল্লম্ফন মঞ্চের ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়।

ওরেলে শত্রু সেনাসমাবেশের বিরুদ্ধে সোভিয়েত প্রতিআক্রমণ সাঁইত্রিশদিন স্থায়ী হয়। সে সময়ের মধ্যে পনেরটি জার্মান ডিভিসনকে উৎসাহিত করে সোভিয়েত সেনাবাহিনী পশ্চিম দিকে ১৫০ কিঃ মিঃ অগ্রসর হয় এবং লুফৎভাফের ১৪০০টিরও বেশি বিমান খোয়া যায়। শত্রুবাহিনীর যথেষ্ট শক্তিক্ষয় হয় এবং তার ফলে শক্তি সাম্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অনুকূলে চলে আসে। ওরেল সেতুমুখ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার ফলে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনে আক্রমণ শুরু করার পথ সোভিয়েত বাহিনীর পক্ষে প্রশস্ত হয়। তার ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনী পূর্ব-বিয়েলোরুশিয়ার কাছাকাছি চলে আসে।

ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের সৈন্যরা যখন ওরেলের প্রবেশমুখে প্রবল যুদ্ধে লিপ্ত এবং যথাক্রমে উত্তরে ও দক্ষিণে যখন পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রন্টের বাম বাহু ও মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রন্টের দক্ষিণ বাহু ওরেল উল্লম্ফন অঞ্চলকে সাঁড়াশি আক্রমণে চেপে ধরেছে—তখন ভরোনেঝ ও স্তেপভূমি ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী-কুস্ক স্যালিয়েন্টের দক্ষিণে সমাবেশিত শত্রুর আর একটি বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানে।

ভরোনেঝ ও স্তেপভূমি ফ্রন্টের অনুকূল আক্রমণাত্মক অপারেশন শুরু করার রণনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। জুলাইয়ের মাঝামাঝি নাগাদ পশ্চিমাঞ্চলীয় ব্রিয়ানস্ক ও মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রন্টের আক্রমণাত্মক অপারেশন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রন্টের পরবর্তী অপারেশনের ফলে নাৎসী কম্যান্ড, খারকোভ থেকে প্যানজার ও মোটরবাহিত ডিভিসনের এক বড় অংশকে ডনবাস ও ওরেল অঞ্চলে সরিয়ে আনতে বাধ্য হয়।

অগাস্টের গোড়ায় ৪নং জার্মান প্যানজার আর্মি ও টাস্কফোর্স কেম্ফ চারটি প্যানজার ডিভিসন সহ আঠারটি ডিভিসন নিয়ে গঠিত ছিল। শত্রুর বিয়েলগোরোদ-খারকোভ গ্রুপের সামরিক শক্তির আওতায় ছিল তিন লক্ষ সৈন্য, তিন হাজারের বেশি ফিল্ডগান ও মর্টার, ৬০০ ট্যাঙ্ক এবং এক হাজারের বেশি যুদ্ধবিমান।

নাৎসী সেনাবাহিনী সুসংগঠিত জমাট রক্ষাব্যবস্থার উপর নির্ভর করেছিল। কৌশলগত প্রতিরক্ষা বলয়ের দুটি সারির গভীরতা হল পনের থেকে আঠার কিঃ মিঃ। বিয়েলগোরোদ-খারকোভ রক্ষাব্যবস্থার সাতটি প্রতিরক্ষা রেখার মোট গভীরতা হল নব্বুই কিঃ মিঃ। ঐ অঞ্চলের বসতিপূর্ণ অঞ্চলটিকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা লড়াইয়ের জন্যে তৈরী করা হয়। খারকোভ শত্রুর প্রতিরক্ষা সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। শহরটিকে নাৎসীদের প্রধান তৎপরতার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়।

ভরোনেঝ ও স্তেপভূমি ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী ২৩শে জুলাই শত্রুর রক্ষা ব্যবস্থার

পুরোভাগে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রতিআক্রমণে যেতে পারেনি। কারণ, আক্রমণের প্রস্তুতি পর্বের অনেক কাজ তখনো বাকী—যথা, জ্বালানি ও অস্ত্র-শস্ত্রের ভাঁড়ার পূর্ণ করতে হবে—সুপরিকল্পিত পর্যবেক্ষণ কার্য চালাতে হবে এবং সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস ও বিভিন্ন সেনা ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি। বিয়েলগোরোদ-খারকোভ রণাঙ্গনে, ভরোনেঝ ও স্তেপভূমি ফ্রন্টের প্রধান সৈন্যবাহিনী সমাবেশিত হবার ফলে—পূর্বতন যুদ্ধগুলির ফলে হীনবল ৫ নং প্যানজার বাহিনী ও টাস্ক ফোর্স কেম্‌ফের সেনাবাহিনী দুটির সমন্বয় কেন্দ্রে আঘাত হেনে ছত্রভঙ্গ করার সুবর্ণসুযোগ সৃষ্টি হয়। বিয়েলগোরোদ-খারকোভ অপারেশনের প্রস্তুতিপর্বে ভরোনেঝ ও স্তেপভূমি ফ্রন্টের মোট শক্তির পরিমাণ হচ্ছে: দশ লক্ষের কাছাকাছি পদাতিক, বার হাজার কামান ও মর্টার, ২৪00 ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান এবং ১৩00 যুদ্ধবিমান।

সমগ্র পরিস্থিতি অনুধাবনের পর জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড, বিয়েলগোরোদের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে বোগোদুখভ, ভাল্কি ও নোভয়া ভডোলাগা অভিমুখে—ভরোনেঝ ও স্তেপভূমিফ্রন্ট—সন্নিহিত এদুটি ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর মাধ্যমে এক আক্রমণের সূত্রপাত ঘটান। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য হল বিয়েলগোরোদ-খারকোভে জমায়েত নাৎসী সেনাবাহিনীকে দুটি অংশে বিচ্ছিন্ন করা ও খারকোভ অঞ্চলে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে সেখানকার নাৎসী সেনা-বাহিনীকে ধ্বংস করা। তারই সঙ্গে অন্যান্য নাৎসী ঘাঁটির উপরও আক্রমণ চালাতে থাকবে। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের ৫৭নং আর্মির উপর খারকোভকে দক্ষিণ দিক থেকে পরিবেষ্টনের ভার পড়ে।

শত্রুব্যূহের পশ্চাৎভাগের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানার জন্যে পার্টিজানরাও প্রস্তুত হতে থাকে। পার্টিজান আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর শত্রুর সমগ্র রেল পরিবহন ব্যবস্থাকে অচল করে দেবার জন্যে এক বড় অপারেশনের বিস্তারিত ছক তৈরী করে। রেলযুদ্ধ সাংকেতিক নামের এই ছকের আওতায় ১ হাজার কিঃ মিঃ দীর্ঘ ও ৭৫0 কিঃ মিঃ গভীর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অপারেশনটি কার্যকর হয়। ১৯৪৩ সালের ৩রা অগাস্টের ভোর থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলমান এই রেলযুদ্ধে এক লক্ষের কাছাকাছি সংখ্যক পার্টিজান অংশ নেয়। তারা রেলপথের কয়েকটি নির্ধারিত সেক্টর অধিকার করে, রেলপথের ক্ষতিসাধন করে, রেলওয়ের সরঞ্জামাদি, রেলের সমস্ত কামরাগুলি ধ্বংস করে এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে অচল করে দেয়। এক রাত্রিতেই কেবল—পার্টিজানরা ৪২ হাজারেরও বেশি জায়গায় রেলপথের ক্ষতিসাধন করে।

৩রা অগাস্ট সকালে কামানের গোলা বর্ষণ ও বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে শত্রুকে কিছু পরিমাণে 'কাবু' করার পর ভরোনেঝ ও স্তেপভূমি ফ্রন্টের সৈন্য-বাহিনীর প্রতিআক্রমণ শুরু করে। ঐদিন দুপুরে ভরোনেঝ ফ্রন্টের অধিনায়ক

জেনারেল এন. এফ. ভাতুতিন ১নং ও ৫নং গার্ড ট্যাংক আর্মিকে রণাঙ্গনে পাঠায়। এই বাহিনী দুটির আগুয়ান ব্রিগেড শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের রণকৌশলগত বলয় পুরোপুরি বিদীর্ণ করে। তাদের আক্রমণকে প্রসারিত করে ৫ই অগাস্ট সোভিয়েত সেনাবাহিনী বিয়েলগোরোদ অধিকার করে। ৮৯নং গার্ড ও ৩০৫নং রাইফেল ডিভিসনের সৈন্যরাই প্রথম বিয়েলগোরোদের রাস্তায় শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে। এই ডিভিসন দুটিকে বিয়েলগোরোদস্কী উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।[১৯]

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিয়েলগোরোদ ও ওরেলের মুক্তিসাধনের ঘটনাটির রাজনৈতিক ও সামরিক তাৎপর্য অপরিসীম। সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ঘটনাটি সাড়া জাগায়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী যে গ্রীষ্মকালীন অভিযানে পারঙ্গম নয়—এ ধরনের নাৎসী প্রবচন মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। ১২ই অগাস্ট, জে. ভি. স্টালিনের কাছে লিখিত চিঠিতে উইনস্টন চার্চিল বলছেন: "আপনার ৯ই অগাস্ট তারিখে প্রেরিত তারবার্তা, আমাকে রুশ সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক ওরেল ও বিয়েলগোরোদের গুরুত্বপূর্ণ জয়োপলক্ষে, আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবার সুযোগ করে দিয়েছে। এই জয়ের ফলে ব্রিয়ানস্ক ও খারকোভের দিকে আপনাদের পরবর্তী অগ্রগতির পথ সুগম হয়েছে। এই ফ্রন্টে জার্মান বাহিনীর পরাজয়—আমাদের চূড়ান্ত জয়ের পথে একটি দিক চিহ্ন।"[২০]

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিজয়—হিটলারবিরোধী শক্তিজোটের দেশগুলির জনগণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সপক্ষে সহমর্মিতার তরঙ্গ উথলে ওঠে এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে তাদের সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও শক্তিশালী হয়। ওরেলের মুক্তির পর লণ্ডনের হ্যাম্পস্টেড পল্লীর বাসিন্দারা এক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লেখে। 'সোভিয়েত ইউনিয়ন সহায়ক সমিতির' কমিটির পক্ষ থেকে প্রেরিত এক বার্তায় বলা হয় যে: 'ওরেলের নাগরিকগণ! আমরা আপনাদের অভিনন্দন জানাই। আমাদের উভয়েরই মহান জাতি দুটি যে মরণপণ যুদ্ধে জড়িত, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হানতে গিয়ে আমাদের সন্তানেরা রক্তের বন্ধনে আমাদের বন্ধুত্বকে চিরদিনের জন্যে বেঁধে ফেলেছে।

আমরা অবশেষে আমাদের সামনে বিজয়ের আশা দেখতে পাচ্ছি। আপনাদের যুদ্ধের বোঝার আমরাও শরিক। আবার শান্তির বিস্ময়কর উপহারও আমরা একত্রে গ্রহণ করব। আমরা উভয়েই স্বাধীনতার অজেয় বাহিনীর অংশ—সেকারণে আমরা গর্বিত।"[২১]

বিয়েলগোরোদ-খারকোভ রণাঙ্গনে শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আচমকা প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে শত্রুর পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টের দক্ষিণ বাহুর অবস্থা রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে নাৎসী কম্যাণ্ড দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলীয় ফ্রন্টের আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে খারকোভ থেকে ডনবাসে কয়েকটি

প্যানজার ডিভিসনকে দ্রুত স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেছিল। এখন সেই ডিভিসনগুলিকে আবার দ্রুত খারকোভে ফিরে আসতে বলা হয়। এস. এস. 'রাইখ' প্যানজার ও ৩নং প্যানজার ডিভিসনের অগ্রগামী ইউনিটগুলি ৫ই অগাস্টেই খারকোভে পেঁছে যায়। এস. এস. ভাইকিং ও টোটেনকফ্ প্যানজার ডিভিসনগুলিও দ্রুত একই উপদ্রুত অঞ্চলের দিকে এগুতে থাকে। গ্রেট জার্মানী মোটরবাহিত ডিভিসনকেও ওরেল অঞ্চল থেকে সেখানে পাঠান হয়।

সোভিয়েত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার দৌলতে শত্রুর রিজার্ভ বাহিনীর গতিবিধি আর অজানা রইল না। অতএব সোভিয়েত বোমারু বিমানবহর কাল বিলম্ব না করে যন্ত্রচালিত হাতুড়ির প্রচণ্ড শক্তিশালী আঘাত হানার মতো—আঘাতের পর আঘাত হেনে নাৎসী প্যানজার বাহিনীর নাভিশ্বাস সৃষ্টি করে। তারা এক বিপদসঙ্কুল রণাঙ্গন থেকে আর এক চরম উত্তেজনাপূর্ণ রণাঙ্গনে এসে সংকটাপন্ন। শত্রুর সাংঘাতিক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তার ফলে খারকোভ রণাঙ্গনে প্যানজার বাহিনীর স্থানান্তর প্রক্রিয়া মন্দীভূত হয়। পার্টিজানদের রেলযুদ্ধের ফলে নাৎসী বাহিনীর অবস্থা আরও বেহাল হয়। পার্টিজানদের হানাদারির ফলে—জার্মানী থেকে কুস্ক স্যালিয়েণ্টে পেঁছানর সংক্ষিপ্ততম উপায়—কোভেল-সার্নি-কিয়েভ রেলপথের পরিবহন ক্ষমতা অনেকখানি কমে যায়।

বিয়েলগোরোদ মুক্ত হবার পর সোভিয়েত সেনাবাহিনী দ্রুত তার সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে চলে। পাঁচ দিনের মধ্যে ১নং ট্যাংক আর্মি একশ কিলোমিটারেরও বেশি এগিয়ে যায় এবং ৭ই অগাস্টের মধ্যে শত্রুর রক্ষাব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বোগোদুখভ থেকে নাৎসী সৈন্যরা বিতাড়িত হয়। ইতিমধ্যে ৫নং গার্ড ট্যাংক আর্মি খারকোভের উত্তর-পশ্চিম দিকের রক্ষাঘাঁটি কাঝাছায়া লোপান এবং ঝলোচেভকে বিধ্বস্ত করে। ঝলোচেভকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ট্যাংক সেনাদের তড়িৎ আক্রমণের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ৬ই অগাস্ট ভোর হবার আগেই ১৮১ নং ট্যাংক ব্রিগেডের সেনানায়ক লেফট্যানেণ্ট কর্ণেল ভি. এ. পুঝিরেভের পরিচালনায় চারটি T-34 ট্যাংকের একটি দল এলোমেলোভাবে গোলাগুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বিদ্যুতগতিতে ঝলোচেভের শহরতলিতে সরাসরি ঢুকে পড়ে। সোভিয়েত ট্যাংকের আকস্মিক আবির্ভাবে জার্মান সৈন্যরা সবাই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা বাধাদানের এতটুকু চেষ্টা না করে তাদের গাড়ী ও ট্যাংকে চড়ে শহর ছেড়ে দক্ষিণ দিকে পালায়।

জার্মান ট্যাংক বাহিনীর প্রবল চাপের মুখে জার্মান রক্ষাব্যূহ দু টুকরো হয়ে যায়। ৪নং প্যানজার আর্মি ও টাস্ক ফোর্স কেম্‌ফের মধ্যে পঞ্চান্ন কিঃ মিঃ ব্যাপী ব্যবধান সৃষ্টি হয়। ১১ই অগাস্ট ভরোনেঝ ফ্রণ্ট পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে শত্রুব্যূহের ফাটলকে আরো বিস্তৃত করে এবং ভরোনেঝ ফ্রণ্টের দক্ষিণবাহু শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি—বরোমলিয়া, আখতিরকা ও কোতেলভা পর্যন্ত

এগিয়ে গিয়ে, খারকোভ-পোলটাভা রেলপথের উপর চড়াও হয়। ইতিমধ্যে শত্রুর একরোখা প্রতিরোধের সামাল দিয়ে, স্তেপভূমি ফ্রন্ট খারকোভে শত্রুনির্মিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বহির্বলয়ের পুরোভাগে এসে হাজির হয়। সোভিয়েত জেনারেল হেড কোয়ার্টার ৫৭নং আর্মিকে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট থেকে স্তেপভূমি ফ্রন্টে স্থানান্তরিত করেন। ১১ই অগাস্টের মধ্যে তার সেনাবাহিনী সেভেরস্কী ডোনেৎস নদী অতিক্রম করে চুগুইয়েভ শহরটিকে মুক্ত করে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে খারকোভের দরজায় এসে উপস্থিত হয়।

নাৎসী কম্যান্ড খারকোভের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত অগ্রগতি ঠেকাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। ১১ই অগাস্টের মধ্যে সে তিনটি এস. এস. প্যানজার ডিভিসন (রাইখ, টোটেনকফ্ ও ভাইকিং) বোগোদুখভের দক্ষিণে এনে মজুত করে এবং ১নং ট্যাঙ্ক আর্মি ও ৬নং গার্ড আর্মির পার্শ্বভাগের উপর আক্রমণ চালায়। শত্রু ঐ অঞ্চলে চারশ ট্যাঙ্ক যুদ্ধে নামিয়ে সংখ্যাগত প্রাধান্য অর্জন করে ও উত্তর-দিকের সোভিয়েত ইউনিটগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু সোভিয়েত সেনাবাহিনী নতুনভাবে আক্রমণ চালিয়ে নাৎসী আক্রমণের গতিরোধ করে ও শত্রুর প্রতিআক্রমণকে ব্যর্থ করে দেয়।

হিটলারের নির্দেশ—যে কোন মূল্যে খারকোভকে আগলে রাখতে হবে। অতএব আর্মি গ্রুপ দক্ষিণের অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল ফন মানস্টাইন উত্তর-পশ্চিম দিকের আখতিরকা অঞ্চল থেকে বোগোদুখভের উপর চটজলদি এক প্রতিআক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। এই আক্রমণ কার্যকর করার জন্যে গ্রেট জার্মানী মোটরবাহিত ডিভিসন, ১০নং মোটরবাহিত ডিভিসন, ৫১নং ও ৫২নং ভারী ট্যাঙ্কের স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব্যাটেলিয়ান এবং ৭নং, ১১নং ও ১৯নং প্যানজার ডিভিসনের ইউনিট-গুলিকে আখতিরকা অঞ্চলে জমায়েত করা হয়। আখতিরকার দক্ষিণদিকের এলাকা থেকে টোটেনকফ্ প্যানজার বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণের ভার পড়ে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড শত্রুর মতলব টের পেয়ে রিজার্ভ থেকে ৪৭নং আর্মিকে এনে ভরোনেঝ ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত করে তার শক্তি বৃদ্ধি করে। ৪০নং আর্মির ইউনিটের সঙ্গে একযোগে তাকে প্রতিআক্রমণরত শত্রু-বাহিনীর উপর উত্তরদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। উপরন্তু আখতিরকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের দিকে জেনারেল হেড কোয়ার্টারের রিজার্ভ থেকে ৪নং গার্ড আর্মিকে দ্রুত পাঠান হয়।

১৮ই অগাস্ট সকালে আখতিরকা রণাঙ্গনে নাৎসী সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। ট্যাঙ্কবাহিনীর সংখ্যাগত প্রাধান্যের দৌলতে তারা প্রথমদিন ফ্রন্টের এক সংকীর্ণ অঞ্চল দিয়ে সোভিয়েত রক্ষাব্যূহের গভীরে ২৪ কিঃ মিঃ এগিয়ে যায়। শত্রু কিন্তু এই সাফল্যকে বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল না।

ভরোনেঝ ফ্রন্টের দক্ষিণ বাহু সফল আক্রমণ চালিয়ে আখতিরকার শত্রুসেনা-

বাহিনীকে উত্তরদিক থেকে চেপে ধরে। ২০শে অগাস্ট বিকেলে ৪০নং ও ৪৭নং আখতিরকায় পৌঁছে প্রতিআক্রমণরত নাৎসী বাহিনীকে ভালোমত ঘিরে ফেলে। ৪নং গার্ড আর্মিও যুদ্ধে নিয়োজিত হয়। শত্রু তখন দ্রুত রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়। শত্রুর সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধের মাধ্যমে ভরোনেঝ ফ্রন্টের সেনাবাহিনী শত্রু সমাবেশকে পর্যুদস্ত করে এবং তার অপারেশন চালাবার রিজার্ভ বাহিনীর প্রতিআক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে।

ইতিমধ্যে ডনবাসের অবস্থা ভোরমাখটের পক্ষে সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের চাপের মুখে শত্রুর মিয়াস নদী বরাবর রক্ষাব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে যায়।

ভরোনেঝ ফ্রন্টের আর্মিগুলি যখন বোগোদুখভ ও আখতিরকা রণাঙ্গনে শত্রুর প্যানজার ডিভিসনের পাল্টা আক্রমণের মোকাবিলায় রত—তখন স্তেপভূমি ফ্রন্টের আর্মিগুলি খারকোভের দিকে আক্রমণে এগিয়ে যাচ্ছিল। নাৎসী কম্যাণ্ড উপলব্ধি করতে পারছিল যে খারকোভ হাতছাড়া হলে ডনবাসে তার সেনাবাহিনীর বিপদ ঘনিয়ে আসবে। খারকোভের উত্তর দিকের প্রবেশ পথের যুদ্ধ বিশেষ ভয়ংকর আকার ধারণ করে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। নিপুণ কৌশলে সোভিয়েত পদাতিক ও ট্যাংক ইউনিটগুলি নাৎসী প্রতিরোধ ঘাঁটিকে পাশ কাটিয়ে, শত্রুর রক্ষাব্যূহে প্রবেশ করে ও শত্রু ব্যূহের পার্শ্বভাগে ও পশ্চাৎভাগে এসে উপস্থিত হয়। নাৎসী সৈন্যদের প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি হয়। ফ্রন্টকে অটুট রাখার তাদের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৩ই অগাস্ট ৭নং গার্ড, ৫৩ নং, ৫৭ নং ও ৬৯ নং আর্মিগুলি শহর থেকে মাত্র আট থেকে চোদ্দ কিঃ মিঃ দূরে শত্রুর খারকোভ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বহির্বলয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

নাৎসী কম্যাণ্ড উন্মত্তের মতো পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েত আক্রমণের জবাব দেয়। সমস্ত উন্মত্ত প্রয়াস সত্ত্বেও শত্রু স্তেপভূমি ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর গতিরোধ করতে পারল না। ১৩ই থেকে ১৭ই অগাস্টের মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী খারকোভ রক্ষা বলয়কে ভেদ করে এবং শহরের উপকণ্ঠে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। সেখানেও শত্রুপক্ষ আপ্রাণ প্রতিরোধ করে। খারকোভ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে, পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্বদিক থেকে শহরকে পরিবেষ্টিত করার জন্যে আগুয়ান ৫৩ নং ও ৫নং গার্ড ট্যাংক বাহিনী এবং ৫৭ নং আর্মির সঙ্গে বিভিন্ন সেক্টরে নাৎসী বাহিনী বিশেষভাবে গোঁয়ারের মতো লড়তে থাকে। ৬৯নং ও ৭নং গার্ড আর্মি খারকোভের দিকে উত্তর দিক থেকে সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ চালায়। খারকোভে জমায়েত শত্রু বাহিনীর সামনে এখন অবরোধের বিভীষিকা।

খারকোভ যুদ্ধের শেষলগ্নে স্তেপভূমি ফ্রন্ট যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—সে প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল আই. এস. কনিয়েভ স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে

বলেন : শত্রুর বেরুবার রাস্তা বন্ধ করে তাকে শহরের মধ্যে আটকে রেখে নির্মূল করে দেওয়া সম্ভব ছিল। ...কিন্তু সুরক্ষিত শহরের মধ্যে এতবড় বাহিনীকে উৎসাদন করতে গেলে অনেক সময় খরচ হত ও বিপুল প্রাণহানি ঘটত। তার বিকল্প হচ্ছে ঝড়ের বেগে শহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শহর থেকে শত্রু বিতাড়ন ও শহর সীমানার বাইরে কাহিল নাৎসী ইউনিটগুলিকে বিধ্বস্ত করা। আমরা জানতাম যে নাৎসী কম্যাণ্ডের শহরকে ধরে রাখার ক্ষমতা আর নেই ; কারণ গোটা জার্মান ফ্রণ্টই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে।'[২১]

শহরকে আগলে রাখার চেষ্টা যে পণ্ডশ্রম এবং গোটা জার্মান বাহিনী যে শহরের মধ্যে আটকা পড়ে যেতে পারে—এটা এখন অবধারিত বলা চলে। সমূহ বিনাশের কাল থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় নাৎসী বাহিনীর সামনে অবশিষ্ট এবং সেটা হল সসৈন্যে দক্ষিণ দিকে দ্রুত পলায়ন। ইতিমধ্যে বোগোদুখভ রণাঙ্গনে আখতিরকা থেকে সফল প্রতিআক্রমণ হানার সব আশাও নাৎসী নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ২২শে অগাস্ট, দিনের দ্বিতীয়ার্ধে জার্মান কম্যাণ্ড তার সেনাবাহিনীকে খারকোভ ত্যাগ করার নির্দেশ দিল।

শত্রু সৈন্যদের পালাবার পথ বন্ধ করার জন্যে, স্তেপভূমি ফ্রন্টের অধিনায়ক তাঁর সেনাবাহিনীকে রাত্রিবেলায় শহর আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। খারকোভ তখন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর একেবারে নাগালের মধ্যে। সমস্ত ক্লান্তি তুচ্ছ করে, সমস্ত বিপদের ভয় অগ্রাহ্য করে সোভিয়েত সেনা-তরঙ্গ শহরের উপর আছড়ে পড়ে। ৫৩নং আর্মির ৮৯নং গার্ড ও ১০৭ নং রাইফেল ডিভিসন পশ্চিম দিক থেকে শহরে ঢুকে পড়ে। ৭নং গার্ড ও ৬৯নং আর্মির ইউনিটগুলি শত্রু সৈন্যবাহিনীকে উত্তর ও উত্তর-পূর্বদিক থেকে চেপে ধরে। নাৎসী বাহিনী কামান ও মর্টার থেকে গোলা বর্ষণের আড়ালে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে।

খারকোভে তাদের অবস্থানের শেষ দিনগুলিতে এমনকি শেষ মুহূর্তে নাৎসী বর্বররা শহরের নানা জায়গায় আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা শতশত কারখানা অফিস আবাস গৃহ উড়িয়ে দেয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী খারকোভের শেষযুদ্ধে তাদের সর্বস্ব উজাড় করে দেয়। অসামান্য সাহসের সঙ্গে তারা শত্রুর শক্ত ঘাঁটিগুলির পাশ কাটিয়ে—তাদের রক্ষাব্যূহে অনুপ্রবেশ করে এবং পেছন থেকে শহরের রক্ষী বাহিনীকে আক্রমণ করে। মাইন পাতা অঞ্চল, কাঁটাতারের বেড়াজাল, রাস্তার উপর প্রতিবন্ধকতা, এবং অসংখ্য আগুনের বেড়াজাল—কোন বাধাই সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতিকে রোধ করতে পারেনি।

শহরে অবস্থানকারী শত্রু ডিভিসন চরম তিক্ততা ও অমানুষিকতা নিয়ে লড়াই করেছে এবং শহরকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এটা তার মরণ কামড়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী রেলওয়ে স্টেশন, পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, বড় বড় কলকারখানা—একটার পর একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করার মাধ্যমে দ্রুত

এগিয়ে গিয়েছে। ভোরবেলা পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার মুখে আতঙ্কিত নাৎসী বাহিনী দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গেল। শহরের রাস্তাঘাটে পড়ে রইল শত্রুর হাজার হাজার মৃতদেহ ও অজস্র সামরিক সরঞ্জাম।

ভয়ংকর যুদ্ধের মধ্যেও শহরের অধিবাসীরা তাদের নিভৃত আশ্রয়স্থল ও গোপন আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। দুর্বল ও কঙ্কালসার তারা—তাদের মুক্তিদাতা বিজয়ী বাহিনীকে বরণ করার জন্যে বেরিয়ে আসে। এখানে ওখানে স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ। বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে লেখাঃ আমাদের প্রিয় লালফৌজ দীর্ঘজীবী হোক্।

২৩শে আগস্ট দুপুরের মধ্যে খারকোভ পুরোপুরি নাৎসী কবলমুক্ত হল। শহররক্ষাকারী বেশির ভাগ জার্মান সৈন্য নির্মূল হয়; বাকীরা পালাতে থাকে এবং তাদের পেছনে সোভিয়েত সৈন্যরা ধাওয়া করে। এভাবে সোভিয়েত-ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রণনৈতিক কেন্দ্র, খারকোভের দীর্ঘস্থায়ী কঠিন লড়াইয়ের অবসান ঘটে। এবং সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর উজ্জ্বল জয়ের মাধ্যমে এই লড়াইয়ের অবসান হয়। ২৩শে অগাস্ট খারকোভ আবার সোভিয়েত জনগণের কাছে ফিরে এল। এই অসামান্য ঘটনার উৎসবোপলক্ষে, খারকোভের মুক্তিদাতা সেনাবাহিনীর উদ্দেশে মস্কোতে ২২৪টি কামান থেকে কুড়িবার তোপধ্বনি করা হয়। যে শহরটিকে তারা মুক্ত করেছে—তার সম্মানার্থে স্তেপভূমি ফ্রন্টের দশটি ডিভিসনকে খারকোভস্কী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[২৩]

ভরোনেজ ও স্তেপভূমি ফ্রন্টের সেনাবাহিনী প্রতিআক্রমণ চালিয়ে শক্তিশালী শত্রুবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছে। এই মরণপণ যুদ্ধে শত্রুর চারটি প্যানজার ডিভিসনসহ পনের ডিভিসন সৈন্য এবং আটশ লুফৎভাফের বিমান বিনষ্ট হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুকে ১৪০ কিঃ মিঃ পেছনে হটিয়ে দেয় এবং আক্রমণাত্মক ফ্রন্টের পরিধি ৩০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত করে। খারকোভের মুক্তির ফলে কুর্স্ক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই ঘটনা সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সামগ্রিক রণনৈতিক আক্রমণের মুখবন্ধ মাত্র।

৬। ভেয়রমাখ্টের আক্রমণাত্মক রণনীতির অবসান

নাৎসী জার্মানী ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়সূচক সংগ্রামের পথে কুর্স্কের যুদ্ধ একটি দিকচিহ্ন। এই যুদ্ধ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জোরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আওতায় এক অসামান্য ঘটনা হিসাবে পরিগণিত। এই যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভ চিরকালের জন্যে স্মরণীয়। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে যে যুদ্ধটির সূচনা সেটা গোটা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে নাৎসী জার্মানী ও তার মিত্রদের পরাজিত করতে সমর্থ।

জে. ভি. স্টালিনের ভাষায় : "যদি স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে ভ্যেরমাখ্‌টের পতন সূচিত হয়ে থাকে তাহলে কুর্স্কের যুদ্ধ তাকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে গিয়েছে"।[১৪]

এই যুদ্ধটিকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যাবার জন্য নাৎসী জার্মানীর সামরিক নেতাদের যাবতীয় পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ব্যাপ্তি, তীব্রতা ও ফলাফলের বিচারে কুর্স্কের যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্গত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলিরই সমপর্যায়ভুক্ত। কারণ এটা বলাই যথেষ্ট যে এই যুদ্ধে ৪০ লক্ষ সৈন্য, ১৩ হাজারেরও বেশি ট্যাংক ও স্বয়ংক্রিয় কামান, ৬৯ হাজারেরও বেশি ফিল্ডগান ও মর্টার এবং প্রায় ১২ হাজার বিমান লিপ্ত ছিল। যে কোন মূল্যে জয়লাভের জন্যে নাৎসী হাই কম্যাণ্ড এই যুদ্ধে একশ ডিভিসনেরও বেশি সৈন্য অর্থাৎ সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে মোতায়েন ডিভিসনগুলির শতকরা তেতাল্লিশ ভাগকে নিয়োজিত করে।

কুর্স্কের রক্তাক্ত যুদ্ধে শত্রুর সাংঘাতিক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জার্মান সামরিক শক্তির যে মর্যাদাহানি ঘটে তা থেকে সে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর সাতটি প্যানজার ডিভিসনসহ মোট তিরিশ ডিভিসন সৈন্যকে পঞ্চাশদিন ব্যাপী তিক্ত লড়াইয়ের মাধ্যমে ধ্বংস করে। ভ্যেরমাখ্‌টের পাঁচলক্ষ অফিসার ও সৈন্য, ১৫০০ ট্যাংক, ৩০০০ ফিল্ডগান ও ৩৭০০-এরও বেশি যুদ্ধবিমান খোয়া যায়। কুর্স্ক রণাঙ্গনে শত্রুর পরাজয়ের ফলে ভ্যেরমাখ্‌ট ও অক্ষ শক্তি জোটের সামরিক পরাক্রম বেশ কিছু পরিমাণে হীনবল হয় এবং তার দ্বারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাবলী রীতিমতো প্রভাবিত হয়। কুর্স্কের যুদ্ধের পর নাৎসী কম্যাণ্ড শক্তিশালী আক্রমণোপযোগী বাহিনী খাড়া করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। চিরকালের মতো ভ্যেরমাখ্‌টের আক্রমণাত্মক রণনীতির অবসান ঘটে এবং এখন থেকে শুধু আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা নিয়ে টিকে থাকাই হল তার প্রধান সমস্যা।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে সংঘটিত ওরেল-কুর্স্ক রণাঙ্গনের বিশাল সংগ্রাম নাৎসী জার্মানীর শিরদাঁড়াকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় এবং তার সেরা সাঁজোয়াবাহিনীর শ্রেষ্ঠতর যুদ্ধনৈপুণ্য, অস্ত্রশস্ত্র ও রণনৈতিক নেতৃত্ব সারা দুনিয়ার কাছে প্রকটিত হয়।

কুর্স্ক রণাঙ্গনে জয় সোভিয়েত জনগণের সামরিক শৌর্য ও নিঃস্বার্থ শ্রমেরই স্বীকৃতি। সোভিয়েতের সামরিক শক্তি, প্রখর দেশপ্রেম, দার্ঢ্য ও সোভিয়েত যোদ্ধাদের সাহসের মুখোমুখি হয়ে সেরা নাৎসী বাহিনীর উন্মত্ত আক্রমণও হার মানে। ওরেল, বিয়েলগোরোদ ও খারকোভ রণাঙ্গনের কঠিন লড়াইয়ের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রী দেশকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে লেনিনবাদী চিন্তাধারার যথার্থতা উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং দুঃসাহসিক কাজ করার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে—কয়েকজন বীর পুরুষের বেলায় নয় শুধু, এটা হয়ে দাঁড়াল লক্ষ-কোটী সোভিয়েত মানুষের মূলমন্ত্র। তাদের আচরণের মৌল দৃষ্টিভঙ্গী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠতর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি এবং নির্লজ্জ শত্রুর বিরুদ্ধে বহু মিলিয়ান সোভিয়েতবাসীকে ঐক্যবদ্ধকারী কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃষ্ট নেতৃত্ব—এসবই হচ্ছে ভ্যেরমাখ্ট ও জার্মানীর তাঁবেদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর একক লড়াইয়ে অর্জিত মহান জয়ের প্রধান কারণ। এ জয় অবশ্যম্ভাবী ; কারণ, সমাজতন্ত্র সোভিয়েত সমাজকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করেছে—তার অর্থনীতিকে অভূতপূর্বভাবে শক্তিশালী ও নমনীয় করেছে এবং সমাজতন্ত্রের দৌলতে উচ্চমানের যুদ্ধবিদ্যা অর্জিত হয়েছে ও অসামান্য সৈনিক ও সামরিক নেতার প্রশিক্ষণ সম্ভবপর হয়েছে।

১৯৪৩-এর গ্রীষ্মে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে এমন একটা অবস্থায় ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়—যখন সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। সোভিয়েত শ্রমিকগণ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, সমরোপকরণ ও রসদাদি অকাতরে সরবরাহ করে। তারা দলে দলে প্রচণ্ড আত্মত্যাগের স্বাক্ষর রাখে এবং নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্যে কোন কিছুই বাকী রাখে না। এই লড়াইয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত উন্নত ধরনের ও অসংখ্য সমরোপকরণ সরবরাহ করার ক্ষমতা যে সমাজতন্ত্রী শিল্প ব্যবস্থায় রয়েছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তার তৈরী অস্ত্রশস্ত্র অনেক দিক থেকে শত্রুর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। কুস্কের যুদ্ধে শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে দিয়ে পার্টিজানরা সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করে। পার্টিজানদের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের ফলে ফ্রন্ট থেকে শত্রু সৈন্যের এক বিরাট অংশ অন্যত্র ব্যাপৃত থাকতে বাধ্য হয়। পার্টিজানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে নাৎসী কম্যাণ্ড সেনাবাহিনীর অনেকগুলি দল ও ইউনিটকে রক্ষাব্যূহের পশ্চাৎভাগে মোতায়েন রাখতে বাধ্য হয়।

কুস্ক রণাঙ্গনে নাৎসী বাহিনীর বিপর্যয়ের ফলে সিসিলি ও দক্ষিণ-ইতালীতে অবতরণকারী অ্যাংলো-মার্কিন বাহিনীর পক্ষে সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরী হয়। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের অবস্থাকে সামাল দেবার জন্যে—ইতালীসহ পশ্চিম-ইউরোপ থেকে নাৎসী হাইকম্যাণ্ড তার অধিকতর রণনিপুণ সেনাবাহিনীকে সরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে তার ফলে মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সামরিক তৎপরতার পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। তার ফলে জার্মানীর মিত্র ইতালী যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায় এবং ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে ইতালী আত্মসমর্পণ করে।

হিটলার আগে ঠিক করেছিলেন যে সুইডেন আক্রমণ করা হবে এবং তার জন্যে ঢালাও প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে হিটলারের সমস্ত রিজার্ভ বাহিনী আটকে পড়ার দরুন সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। তার স্বীকৃতি জানিয়ে ১৯৪৩ সালের ১৪ই জুন সুইডেনের রাষ্ট্রদূত বলেন যে তাঁর দেশ

যে এখনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি তার জন্যে সুইডেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নিকট কৃতজ্ঞ ; সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর তৎপরতার জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে।

উপরোল্লিখিত অখণ্ডনীয় তথ্যাদি সত্ত্বেও বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা কুর্স্কের যুদ্ধ ও অক্ষশক্তি জোটের প্রধান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনীর অর্জিত জয়কে ছোট করে দেখান ও অ্যাংলো-মার্কিন সৈন্যবাহিনীর সামরিক তৎপরতাকে বাড়িয়ে দেখানোর চেষ্টা করে আসছেন। বুর্জোয়া ইতিহাস তত্ত্বে কুর্স্কের যুদ্ধকে এক তাৎপর্যহীনযুদ্ধ যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণামকে কোন ভাবেই প্রভাবিত করেনি এভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁরা নাৎসী জেনারেলদের মহিমামণ্ডিত করেছেন—কুর্স্কের যুদ্ধে ভ্যেরমাখ্‌টের পরাজয়ের দায়িত্ব থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিয়েছেন। তাঁরা জার্মান অফিসারবৃন্দের অপারেশনগত ও রণনীতিগত প্রতিভার সুখ্যাতি করেছেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহে হিটলার বিরোধী জোটের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সশস্ত্র বাহিনী যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাল—সেটাকে গৌণ করে দেখিয়েছেন। এবং পরিশেষে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়লাভ যে সঙ্গতিপূর্ণ ও স্বতঃসিদ্ধ—এই ধারণাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছেন এই বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা। নাৎসীজার্মানীর সমর-যন্ত্রকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত যুদ্ধবিজ্ঞান যে অন্যতম প্রধান কারণ—তাকে গৌণ আকারে প্রতিভাত করাই হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত বুর্জোয়া সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান যুদ্ধ—কুর্স্কের যুদ্ধ কিভাবে লড়া হয় এবং কিভাবে তা শেষ হয়—এ বিষয়ে নীরবতাই হল বুর্জোয়া ঐতিহাসিকগণের বেশির ভাগের প্রবণতা। এটা বিশেষভাবে, হিটলারের জেনারেলগণ, যথা হেনজ্‌ গুডেরিয়ান, কুর্ট ফন টিপেল স্কার্চ, ফ্রিডরিশ উইলহেলম্‌ ফন মেলেনথিন ও অন্যদের স্মৃতিচারণ ও গ্রন্থে লক্ষণীয়। পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটিশ ও মার্কিন ঐতিহাসিকগণ, যথা হ্যান্স অ্যাডলফ জ্যাকবসন, হ্যান্স ডলিংগার, লিডেল হার্ট, জে এফ. সি. ফুলার, রবার্ট জোসেফ ইক্‌স, পিটার ইয়াং, জে. এম সেলবি ও হেনরী মাউলরা এই ধারা অনুসরণ করে চলেছেন।[২৫] আরো মজার কথা হচ্ছে যে, ডুইট, ডি আইজেন হাওয়ারের যুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণ, 'ক্রুসেড ইন ইউরোপ' গ্রন্থে কুর্স্কের যুদ্ধ সম্পর্কে একটি অক্ষরও লেখা হয় নি।[২৬]

অবশ্য এটাও উল্লেখ্য যে পশ্চিমী দেশে সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি বইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, কুর্স্কের যুদ্ধের ভূমিকা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে হেনরী মিচেল রচিত 'লা সেকোণ্ডে গুয়ের রে মোণ্ডিয়ালে", জিওফ্রে জুকেস লিখিত, 'কুর্স্ক : দা ক্ল্যাশ অব আর্মার' ও মার্টিন কার্ডিন রচিত 'দা টাইগারস্‌ আর বার্ণিং' উল্লেখযোগ্য।[২৭] উদাহরণস্বরূপ, যেমন মার্কিন ঐতিহাসিক মার্টিন কাইডিন তাঁর গ্রন্থ, 'দা টাইগারস আর বার্ণিং'-এ কুর্স্কের

যুদ্ধকে 'সর্বকালের প্রধানতম ঐতিহাসিক স্থলযুদ্ধ' বলে বর্ণনা করেছেন। লেখক আরো বলেছেন, 'জার্মানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে অবিশ্বাসকে ইতিহাস তিরস্কার করেছে কঠিন ভাষায়। কুর্স্ক'ই সব কিছু। সেখানে যা ঘটেছে—তা ভবিষ্যতকে নির্ধারিত করবে।'[২৮] এই দৃষ্টিকোণ বইখানির পাদটীকাতেও বিধৃত—সেখানে বলা হয়েছে যে 'কুর্স্কে'র যুদ্ধ ১৯৪৪ সালে জার্মান সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় এবং সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহকে আমূলভাবে পরিবর্তিত করে… …রুশদেশের বাইরে কম লোকই এই সশস্ত্র সংঘাতের বিরাটত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমী ঐতিহাসিকগণ কুর্স্কে রুশদের জয়কে হাল্কাভাবে নিয়েছে বলে আজও সোভিয়েতের মানুষ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ।

প্রায়শঃ বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা তাঁদের কৌশলটুকু শুধু বদলে, তাদের লেখাপত্রে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর 'দৈবাৎ জয়'-এর বাসি তত্ত্ব পরিবেশন করে চলেছেন এবং তাঁরা পর্যুদস্ত নাৎসী জেনারেলদের জ্ঞানগম্যির প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। তাঁরা বলেন কুর্স্কে'র যুদ্ধের ফলাফল অন্যরকম হত—যদি না সোভিয়েত কামান থেকে গোলা বর্ষণের বেড়াজাল সৃষ্টি হত বা জার্মান ট্যাঙ্কের খুঁত সময়মতো সারিয়ে ফেলা হত। তাছাড়া হিটলার সম্পর্কে এই ভিত্তিহীন অভিযোগও করা হয় যে হিটলারই একমাত্র কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টে ভেরমাখ্‌টের পরাজয়ের জন্যে দায়ী; কারণ, জার্মান জেনারেলরা সবাই তাঁর নির্দেশ পালন করেছেন মাত্র। এভাবে যুদ্ধের সঙ্গতিপূর্ণ পরিণতি ও সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনীর চমকপ্রদ সাফল্যকে নস্যাৎ করার জন্যে এক নতুন ধরনের প্রয়াস চলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসল ঝক্কি সোভিয়েত জনগণকে বহন করতে হয়েছে; তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেছে এবং নাৎসী আগ্রাসকদের উৎসাদনে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছে। যতদিন মানব সমাজের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন কোন মানুষই ভুলবে না যে—তার স্বাধীনতা ও অস্তিত্বের জন্যে সে সোভিয়েতের বীর জনগণ, সোভিয়েত রাষ্ট্র ও মহান সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার কাছে ঋণী।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালীন বিরাট লড়াইয়ের মাধ্যমে ভেরমাখ্‌টের আক্রমণাত্মক রণনীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হল, তা শুধু নয়—সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে তারা যে আত্মরক্ষা করতেও অক্ষম—সেটাও প্রকটিত হল।

নাৎসী জার্মানী আর কখনও কুর্স্ক রণাঙ্গনে তার পরাজয়ের জের সামলে উঠতে পারেনি। তারপর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সব ফ্রণ্টেই ভেরমাখ্‌ট রক্ষণাত্মক রণনীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়।

কুর্স্ক রণাঙ্গনে এত বড় মার খাবার অভিঘাত জার্মানীর বেসামরিক অফিসার ও সাধারণ লোকরাও এড়াতে পারে নি। সেনাবাহিনীর মনোবল ধ্বসে যায় এবং ভেরমাখ্‌টের অপরাজেয়তা ও শেষ পর্যন্ত জয়লাভ ঘটবে—এই বিশ্বাস জার্মানিরা হারিয়ে ফেলে।

জার্মানীর যুদ্ধ-শিল্পের উপরও নাৎসীদের কুর্স্কে পরাজয়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অস্ত্র ও সমরোপকরণের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটার ফলে কলে-কারখানায় উৎপাদন দ্রুততর করতে হয়। নাৎসী রণপ্রভুরা যার উপর সবচেয়ে বেশি ভরসা রাখত, সেই প্যানজার বাহিনী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভেয়রমাখটের সাঁজোয়া বাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেল হেনজ্ গুডেরিয়ানকে স্বীকার করতে হয়েছে. 'অপারেশন সিটাডেলের ব্যর্থতার ফলে আমরা চূড়ান্তভাবে হেরে গেছি। বেশি পরিমাণে লোকক্ষয় ও সরঞ্জাম নষ্ট হওয়ার ফলে, কষ্ট করে যে প্যানজার বাহিনীকে গড়ে তোলা হয়েছিল তা বেশ কিছুকালের জন্যে অচল হয়ে গেল। এটাকে আর সময় মতো পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে অথবা আগামী বসন্তে পশ্চিমাঞ্চলে মিত্র জাতিগুলির বাহিনী অবতরণ করলে তাকে রক্ষণাত্মক ভূমিকায় নামান যাবে কিনা সন্দেহের বিষয়। পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্ট আর শান্ত হল না। শত্রুর হাতে উদ্যোগ পুরোপুরি চলে গেল।'[২৯] নাৎসী জার্মানীর শ্রম শক্তিতে টান পড়ল। সর্বাত্মক যুদ্ধকালীন অবস্থা জারী করে জার্মানী অধিকৃত দেশগুলি থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম দানের জন্যে লোক ধরে আনা হতে থাকে এবং যুদ্ধ বন্দীদের আরো বেশি সংখ্যায় খাটান হতে থাকে।

মিত্রদের দ্রুত প্রভাব হ্রাস কুর্স্ক রণাঙ্গনে নাৎসী জার্মানীর পরাজয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম। হিটলারী জোটের রাজনৈতিক ও সামরিক সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে এই সংকট কাটিয়ে উঠতে না পারার ফলে অক্ষশক্তি জোট ভেঙে যায়। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়লাভ থেকে এটা পরিষ্কার যে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে শক্তিসাম্য প্রধানতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের সপক্ষে চলে গিয়েছে। হাঙ্গেরী, রুমেনিয়া ও পোল্যাণ্ডের শাসককুল যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে থাকে এবং জনগণের হাতে তাদের কুকর্মের জন্যে ন্যায্য শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নিয়ে ভাবতে থাকে। তথাকথিত নিরপেক্ষ দেশগুলির আচরণেও লক্ষণীয় পরিবর্তন—তারা এতদিন পর্যন্ত নাৎসী জার্মানীকে যে সব জিনিসপত্র দিয়ে সহায়তা করেছিল—সরকার থেকে এখন সেগুলি বন্ধ করে দিল।

কুর্স্ক রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ঐতিহাসিক জয়ের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য অপরিসীম। দুনিয়ার স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষজন উপলব্ধি করল যে নাৎসী জার্মানী সামরিক অবলুপ্তির কিনারায় পেঁৗছেছে। জার্মানী ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধকে একটানা জারী রাখার যে নীতি ব্রিটিশ-মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী অনুসরণ করে চলেছিল—যার অর্থ হচ্ছে উভয়পক্ষই লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়বে—সেই নীতি ব্যর্থ হল। নাৎসী জার্মানী ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদা মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হল। নাৎসী অধিকৃত ইউরোপীয় দেশগুলির পদানত মানুষ আরও

বেশি করে উপলব্ধি করতে থাকে যে—তৃতীয় রাইখের পতন আসন্ন। নাৎসী জার্মানীর তাঁবেদার দেশগুলিতে, সেখানকার ফ্যাসিবাদী চক্রগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। ঐ দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রযোজনায় ক্রমাগত বেশি সংখ্যায় লোক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হতে থাকে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সামরিক সাফল্যে হিটলার বিরোধী জোটের জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার করে। তারা ক্রমাগত জোরের সঙ্গে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দাবী জানাতে থাকে।

কুর্স্কে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়ে আমেরিকা ও ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেও ব্যাপক সাড়া জাগায়। সোভিয়েত সরকারের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে এক বার্তায় ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট লেখেন: 'আপনার সেনাবাহিনী একমাসব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের নৈপুণ্য, সাহস, ত্যাগ ও অনলস প্রয়াসের দৌলতে শুধু যে সুপরিকল্পিত জার্মান আক্রমণকে প্রতিহত করেছে তা নয়, তারা সুদূর-প্রসারী গুরুত্বসম্পন্ন এক সফল পাল্টা আক্রমণও চালিয়েছে···সোভিয়েত ইউনিয়ন সঙ্গত কারণেই তার শৌর্যমণ্ডিত কীর্তি'র জন্যে গৌরববোধের অধিকারী।'[৩০]

কুর্স্কে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়ের মূল্যায়ন করতে গিয়ে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বলেন: "এই ফ্রন্টে জার্মান সেনাবাহিনীর পরাজয় আমাদের চূড়ান্ত জয়লাভের পথে একটি দিক চিহ্ন।"[৩১] ১৯৪৩ সালের সোভিয়েত সামরিক শক্তির চমকপ্রদ সাফল্য এবং বিশেষ কুর্স্কে সোভিয়েতের জয়, ১৯৪৩ সালের ২৮শে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ও ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী তেহরান বৈঠককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে এবং উক্ত বৈঠকে ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কুর্স্ক রণাঙ্গনে নাৎসীবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত সামরিক বিদ্যার অবদান অপরিসীম। কুর্স্ক স্যালিয়েন্টে যুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত কম্যাণ্ডের ভূমিকা উল্লেখ করে জেনারেল এস. এম. শ্তেমেঙ্কো অত্যন্ত সঙ্গত-ভাবেই বলেন: "সোভিয়েত কম্যাণ্ড পূর্বাহ্নেই সব কিছু ঠিক করে রাখেন—কোন কিছুই ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দেননি।"[৩২] যুদ্ধের সময় দেখা গেল সোভিয়েত বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ নির্ভরযোগ্য। তাদের প্রতিরক্ষা সংগ্রামের চরিত্র আক্রমণাত্মক। প্রতিরক্ষা ব্যূহের বিন্যাস বেশ গভীর ও মজবুত এবং ট্যাঙ্ক বিরোধী ও বিমান আক্রমণ বিরোধী ব্যবস্থাও বেশ পোক্ত। লোকবল ও সাজসরঞ্জাম প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের আচরণ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনী এবং বিশেষ করে স্তেপভূমি ফ্রন্টের সেনাবাহিনীকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগান হয়। ফ্রন্টের প্রত্যন্তদেশ থেকে আহরিত ও নিয়োজিত দ্বিতীয় সারি ও রিজার্ভ বাহিনীর গোটা রণাঙ্গন জুড়ে তৎপরতার ফলে সমগ্র ফ্রন্টটি স্থিতিশীলতা অর্জন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই প্রথম সোভিয়েত রক্ষণাত্মক ব্যবস্থার অপারেশনগত গভীরতা দাঁড়ায় পঞ্চাশ থেকে সত্তর কিলোমিটার। ট্যাংক বিরোধী রক্ষাব্যবস্থার গভীরতা গিয়ে দাঁড়ায় ৩৫ কিঃ মিঃ ; ট্যাংকধ্বংসী গোলা বর্ষণের নিবিড়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, মাইন পাতার ব্যাপক আয়োজন হয়, ট্যাংক বিরোধী রিজার্ভ বাহিনীকে ব্যাপকভাবে নামান হয় এবং গতিশীল প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী দলকেও ভালোমত কাজে লাগান হয়। যেদিক থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রত্যাশিত, সেদিকে লোকলস্কর ও সাজসরঞ্জাম যথেষ্ট সমবেত করা হয় এবং প্রতিরক্ষা ব্যূহের সেনাসমাবেশের সামগ্রিক অপারেশনগত নিবিড়তাও বৃদ্ধি করা হয়। সেনাবাহিনীকে পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করার ফলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও বেশ টেকসই হয়।

সোভিয়েত রক্ষা ব্যবস্থা টেকসই হওয়ার মূলে সার্থক ছদ্মাবরণেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টে, নাৎসী কম্যাণ্ড সোভিয়েত রক্ষাব্যবস্থা ও সোভিয়েত সেনাসমাবেশের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে কোন হদিশই পায়নি। ছদ্মাবরণের সার্থক প্রয়োগের ফলে প্রতিরক্ষী বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্ট কম হয়েছে ; কারণ শত্রু সেনাবাহিনীর শক্তিশালী আঘাত ও বিমান থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ এমন সব অঞ্চলে হানা হয়েছে যেখানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কোন ঘাঁটি ছিল না। তার ফলে, শত্রু আশানুরূপ সাফল্যলাভ করেনি।

নাৎসী কম্যাণ্ড যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অপারেশনগত ছদ্মাবরণ সম্পর্কে অনবহিত—সেটা জার্মান জেনারেলরাই তারস্বরে স্বীকার করেছেন। ১৯নং প্যানজার ডিভিসনের অধিনায়ক জেনারেল শ্মিডৎ বলছেন, 'আক্রমণ শুরু হওয়ার আগে আমরা ঐ এলাকার সোভিয়েত রক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না [অবোইয়ান, করোচা—বি. এস.]। তিনি আরও বলছেন, 'আমরা সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, তার এক-চতুর্থাংশও দেখবো আশা করিনি।' অপারেশন সিটাডেলকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জেনারেল ফন মেলেন্থিন বলছেন, 'আক্রমণের শুরুতে, ভীষণভাবে ও গভীরভাবে মাইন থাকার ফলে অগ্রবর্তী সোভিয়েত ব্যূহ ভেদ করা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়—যেটা আমরা আশা করিনি। লোকবল ও সাজসরঞ্জাম নিয়োজিত করে যে রকম সাংঘাতিক প্রতিআক্রমণ তারা চালালো সেটাও এক অনভিপ্রেত বিস্ময়ের ব্যাপার।...এই প্রসঙ্গে রুশদের ছদ্মাবরণ প্রয়োগ রীতির নিপুণতাকে তারিফ জানাতে হয়। আমাদের প্রথম ট্যাংকটি উড়ে যাবার আগে অথবা প্রথম রুশ ট্যাংকধ্বংসী কামান গর্জন করার আগে পর্যন্ত মাইন ক্ষেত্র অথবা 'পাকফ্রণ্টের' অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।'[৩৩]

রণনৈতিক প্রতিআক্রমণ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাকে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী এই প্রথম কুর্স্ক রণাঙ্গনে গ্রীষ্মকালীন বৃহদায়তন আক্রমণ পরিচালনার সূত্রে সফলভাবে মোকাবিলা করে। তারই সঙ্গে সোভিয়েত রণনীতি শুধু বছরের নির্দিষ্ট সময়ের বেলায় প্রযোজ্য—এ ধরনের নাৎসী রটনার অসারত্বও ভালভাবে

প্রতিপন্ন হয়। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ থেকে প্রতিআক্রমণের দিকে উত্তরণের সঠিক সময় নির্ধারণ, পাঁচটি ফ্রন্টের আর্মিগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ অপারেশনগত ও রণনৈতিক সমন্বয়সাধন, বহুদিন আগে থেকে তৈরী শত্রুব্যূহে সফল অনুপ্রবেশ, বিশাল ফ্রন্ট জুড়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে একই সঙ্গে আঘাত হানার ক্ষমতা এবং সাঁজোয়াবাহিনী, বিমানবহর ও গোলন্দাজবাহিনীর বহুল ব্যবহার—এসবই ভোরোনেঝের শক্তিশালী সামরিক শক্তির উৎসাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কুস্কের যুদ্ধে বিভিন্ন অস্ত্র ও সামরিক বিভাগের উৎকর্ষগত মান বৃদ্ধি পায় এবং কি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে, কি আক্রমণাত্মক যুদ্ধে গোলন্দাজবাহিনীর ভূমিকা সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত সাঁজোয়াবাহিনী শত্রুর শক্তিশালী প্যানজার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে। সাঁজোয়া বাহিনীর মাধ্যমে বিভিন্ন কঠিন ও বিচিত্র তৎপরতা সাফল্যের সঙ্গে সংসাধিত হয়। প্রতিআক্রমণ চালানোর সময় সাঁজোয়াবাহিনী ও যান্ত্রিকবাহিনীগুলিকে বেশি সংখ্যায় কাজে লাগানো হয় এবং ফ্রন্টের সেনানায়কগণ নাৎসী প্রতিরক্ষাব্যূহকে ঘায়েল করার জন্যে ও শত্রুব্যূহের পশ্চাতে অপারেশনগত গভীরে সফল আক্রমণ পরিচালনার জন্যে তাদেরই ব্যবহার করে।

বিমান বহরের নিপুণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সোভিয়েত যুদ্ধবিদ্যা উন্নততর মান স্পর্শ করে। প্রধান রণাঙ্গনের যুদ্ধে বিমান বহরকে বিপুল সংখ্যায় ব্যবহার করা হয় এবং তাদের সঙ্গে স্থলবাহিনীর যোগাযোগ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। প্রতি-আক্রমণ পরিচালনার সময় বিমান বহরকে নতুন ভূমিকায় দেখা যায়। সোভিয়েত বিমান বাহিনী অনবরত শত্রু সেনাসমাবেশ ও লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানার মাধ্যমে স্থলবাহিনীর একান্ত নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়।

কুস্কের যুদ্ধে, জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড বিভিন্ন আর্মি গ্রুপ ও ফ্রন্ট গ্রুপের মধ্যে দক্ষতার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেন। ওরেল থেকে কুস্ক স্যালিয়েন্টমুখী আক্রমণোদ্যত নাৎসী সেনাগ্রুপের পশ্চাৎভাগে—পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রন্ট ও ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের বাম বাহু শক্তিশালী আঘাত হানে। ফলে নাৎসী বাহিনী অচিরেই বেকায়দায় পড়ে এবং রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যায়ের যুদ্ধে নামে স্তেপভূমি ফ্রন্টের সেনাবাহিনী এবং তারা কুস্ক স্যালিয়েন্টের দক্ষিণে জার্মান বাহিনীকে পুরোপুরি আক্রমণ করে দিয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায়। ডনবাস, সেক্টরে পরবর্তী পর্যায়ে আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বিশাল সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্ট জুড়ে শত্রু সেনাবাহিনীকে সর্বত্র নিশ্চল করে রাখে।

কুস্ক রণাঙ্গনের যুদ্ধে সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব আবার নতুন করে প্রতিপন্ন হয়। রণনৈতিক, অপারেশনগত ও রণকৌশলগত জরুরী কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সামরিক কম্যাণ্ড সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর রাখে।

কুস্ক' রণাঙ্গনে সোভিয়েত জনগণ ও তার সামরিক বাহিনীর অর্জিত জয়ের ভিত্তি পূর্বাহ্নেই কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তুত করে। তার জন্যে সোভিয়েত জাতি-পুঞ্জের মহান ঐক্য, তাদের সর্বাত্মক প্রয়াস, অধ্যবসায়, সহ্য শক্তি ও সর্বোপরি ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করার জন্যে বা প্রধান লক্ষ্যপূরণের জন্যে অদম্য ইচ্ছাশক্তি—এসব কিছুকে কমিউনিস্ট পার্টি তার সমগ্র সাংগঠনিক বিচক্ষণতা ও বিপুল প্রয়াসের মাধ্যমে সমবেত করে।

৭। ১৯৪৩-এর শরতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সাধারণ রণনৈতিক আক্রমণ

কুস্ক' রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ঐতিহাসিক জয়ের ফলে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে শক্তিসাম্যের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার উদয় হয়।

বেলিকিয়ে লুকি থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত দু'হাজার কিঃ মিঃ বিস্তৃত বিশাল রণাঙ্গন রণনৈতিক আক্রমণের আকার নিয়ে চলতে থাকে। শত্রুকে এতটুকু দম ফেলার অবকাশ দেওয়া হয়নি। সময়ের সদ্ব্যবহারই ছিল প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্বের কর্মতৎপরতার মূল কথা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শত্রু অধিকৃত অঞ্চলগুলির পুনর্দখল এবং ফ্যাসিস্ত দাসত্ব থেকে সোভিয়েত জনগণের মুক্তিসাধন।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আশু কর্তব্য : দেশের বৃহত্তম শস্যাগার বামতীরবর্তী উক্রাইন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ডনবাসের মুক্তি-সাধন এবং উক্রাইনের রাজধানী কিয়েভকে মুক্ত করার জন্যে প্রধান প্রাকৃতিক বাধা দ্নিপার নদী অতিক্রম করা। এই কর্তব্য সমাধা হবার পর, ফ্রন্টলাইন মস্কো ও শিল্পাধ্যুষিত মধ্যাঞ্চল পশ্চিম দিকে সরিয়ে নিয়ে বিয়েলোরুশিয়া মুক্তির সূত্রপাত ঘটানো, উত্তর ককেশাসের মুক্তির কাজ সম্পূর্ণ করা এবং নাৎসী আগ্রাসকদের কবল থেকে ক্রিমিয়াকে মুক্ত করাই হবে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পরবর্তী কাজ।

অগ্রসরমান সোভিয়েতবাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে জার্মান হাই কম্যাণ্ডের যাবতীয় পরিকল্পনা ভেঙে খানখান। সোভিয়েত বাহিনীকে আর অগ্রসর হতে না দিয়ে তাকে স্থিতিশীল যুদ্ধে বেঁধে রাখা ও নিজের অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকা, ব্যর্থ আক্রমণাত্মক অপারেশনের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর শক্তিক্ষয় ঘটানো, কালহরণ করা, পুনরায় শক্তিসঞ্চয় করা, রিজার্ভ বাহিনী যোগাড় করা এবং হিটলার বিরোধী মিত্রশক্তি জোটে ভাঙন সৃষ্টি—এসবই ভ্যেরমাখটের পরিকল্পনার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত সেনাবাহিনী কিয়েভ রণাঙ্গনেই সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করে ; সেখানে সোভিয়েত মধ্যাঞ্চলীয় ও ভরোনেঝ ফ্রন্টের

সেনাবাহিনী প্রধান আঘাত হানে। এই মাসের গোড়ার দিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী এই সেক্টরে জার্মান রণনৈতিক ফ্রণ্টের ব্যূহে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হওয়ার ফলে, শত্রুর পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রণ্ট নড়বড়ে হয়ে পড়ে। ডনবাস অঞ্চলের নাৎসী বাহিনীর অবস্থা রীতিমতো সঙ্গীন। সোভিয়েত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি নাৎসীব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যায় এবং জার্মান ১নং প্যানজার আর্মি ও ৬নং ফিল্ড আর্মি অবরুদ্ধ হয়ে নির্মূল হবার উপক্রম হয়। হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও ভোরমাখ্‌ট পশ্চিম রণাঙ্গনে ফ্রণ্ট লাইনকে খাড়া রাখতে পারল না; সেখানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুকে মস্কো ও শিল্পাধ্যুষিত মধ্যাঞ্চল থেকে বহুদূরে ঠেলে দিল।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযানের ফলে উক্রাইনের বামতীরবর্তী শত্রু সেনাবাহিনী পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে—তাই নাৎসী হাই কম্যাণ্ড নাৎসী সেনাবাহিনীকে আর দেরী না করে দ্নিপার অতিক্রম করে পিছু হটার নির্দেশ দিল। শত্রু ভেবেছিল যে এই বিশাল নদীর প্রতিবন্ধকের সহায়তায় তারা পরিখা খনন করে পশ্চিম থেকে নতুন সেনাবাহিনী না আসা পর্যন্ত—প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করে অবস্থান করবে। সে এভাবে আবার রণনৈতিক রক্ষাব্যূহ নির্মাণ করে অবস্থান মূলক যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

নাৎসী রণপ্রভুরা উক্রাইনের বামতীরবর্তী অঞ্চল ছেড়ে আসার আগে—দেশের এই সমৃদ্ধশালী অংশকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার মতলব ভাঁজে। হেনরিখ হিমলার আদেশ দিলেন: 'উক্রইন ছেড়ে আসার সময় দেখতে হবে যেন একজন লোকও সেখানে না থাকে; একটিও গবাদি পশু, একদানা শস্য বা একটুকরো রেলও যেন আস্ত না থাকে। কোন বাড়ি আস্ত দাঁড়িয়ে থাকবে না, কোন খনির গহ্বর উন্মুক্ত থাকবে না। এবং একটি জলের কূয়োও বিষমুক্ত থাকবে না। শত্রু দেখবে—তার দেশ ধুলোয় মিশে গিয়েছে। এই কর্তব্য সম্পন্ন করা ও দেশটিকে ধ্বংস করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু কর'।[৩৪]

সোভিয়েত সেনাবাহিনী একটানা সাফল্যে উদ্বুদ্ধ। বেশির ভাগ ইউনিটের লোকজন এতটুকুও বিশ্রাম না নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে অনবরত যুদ্ধ করে চলেছে। আগুয়ান বাহিনীর পেছনের ঘাঁটি বহু দূরে পড়ে রয়েছে। পিছু হটার সময় শত্রুবাহিনী রেল লাইন উড়িয়ে দিয়েছে; অতএব পরিবহনের সুবিধাও নেই। অনেক ইউনিটের পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও জ্বালানির অভাব। এসব অসুবিধে সত্ত্বেও অফিসার ও সৈন্য সবাইয়ের মনে একটি শুধু আকাঙ্ক্ষা জ্বলছে: কিছুতেই শত্রুর হাতে আমাদের সুজলা সুফলা উক্রাইনকে ধ্বংস হতে দেব না—কিছুতেই সোভিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে এরকম নারকীয় অপরাধ সংসাধিত হতে দেব না। তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্নিপার অতিক্রম করে উক্রাইনের রাজধানী প্রাচীন কিয়েভ নগরীকে মুক্ত করতে বদ্ধ পরিকর। ২১শে সেপ্টেম্বর, মধ্যাঞ্চলীয়

ফ্রন্টের বাম বাহুর অগ্রবর্তী সেনাদল দ্নিপারের তীরে পৌঁছে যায় এবং পরের দিন ভোরে তারা নদীপার হতে থাকে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ডনবাসকে পুরোপুরি নাৎসী কবলমুক্ত করেছে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে—এই অবস্থায় কি ভাবে ১৯৪৩ সালের শরৎকালে নাৎসী সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়—তার প্রত্যক্ষ বিবরণ দাখিল করেন, ঐ ঘটনাগুলির অন্যতম অংশগ্রহণকারী প্রাক্তন নাৎসী জেনারেল ফ্রিডরিশ উইলহেলম্ ফন্ মেলেথিন। তিনি বলেন, '…আমাদের ফ্রন্ট বলতে আর কিছু নেই এবং রুশ গতিশীল ইউনিটগুলি ইতিমধ্যে আমাদের পশ্চাদ্ভাগের অনেক গভীরে অপারেশন শুরু করেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের দ্নিপারের দিকে পিছু হটতে হয় এবং তার জন্যে যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়। দিনের বেলাতে কোথাও থামা চলে না—যারা পেছনে পড়ে রইল, তারা থাকবে এবং তাদের রুশ বিমান বহর শেষ করবে—কিছুই করার নেই।'[৩৫]

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে উক্রাইনের সোভিয়েত সেনাবাহিনী ৭০০ কিঃ মিঃ ফ্রন্ট জুড়ে পলায়ন পর শত্রুর পেছনে ধাওয়া করে দ্নিপার নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারা দ্নিপারের দক্ষিণ তীরবর্তী তেইশটি সেতুমুখ অধিকার করে। দ্নিপারের যুদ্ধে প্রথম পর্বের জয় সংসাধিত হয়।

সোভিয়েত সৈন্যদল এমন একটা অবস্থার মধ্যে সাফল্য অর্জন করে—যেখানে ভ্যেরমাখ্টের দুই-তৃতীয়াংশ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে। ইতালীর যুদ্ধে (যাকে পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা দ্বিতীয় রণাঙ্গন রূপে চিত্রিত করে) মাত্র সতের থেকে একুশ ডিভিসন নাৎসী সৈন্যের বিরুদ্ধে অ্যাংলো-মার্কিন সেনাবাহিনীর যুদ্ধ করতে হয়। শত্রু সৈন্যের সংখ্যা এখানে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের এক-দশমাংশেরও কম।

অক্টোবরের গোড়ায়, পরাজয় সত্ত্বেও নাৎসী নেতাদের ধারণা হল যে দ্নিপারের যুদ্ধে এখনো পুরোপুরি হার হয়নি। তাদের আরো ধারণা হল যে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবার ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনী এখন যথেষ্ট দুর্বল, তাদের যোগাযোগ সড়ক দীর্ঘায়িত ও আয়ত্তের বাইরে এবং ফ্রন্টের রসদ সরবরাহ ব্যবস্থাও দ্রুত নয়; অতএব দ্নিপার যুদ্ধে তারা নতুন করে অপারেশন শুরু করার অবস্থায় নেই।

দ্নিপারে যুদ্ধে এখনো জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে—এ ধরনের আশাব্যঞ্জক ধারণা, নাৎসী নেতাদের মনে সৃষ্টি হওয়ার আসল কারণ হচ্ছে আমেরিকা ও ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠীর নীতি ও আচরণ। তাঁরা তখনো পর্যন্ত ইউরোপে ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার অঙ্গীকার রক্ষা করেননি। ৪ঠা অক্টোবর নাৎসী হাই কম্যান্ড (OKW) সিদ্ধান্তে এল যে যেহেতু 'এই বছর আমরা পশ্চিমে কোন বড় আক্রমণের আশঙ্কা করছি না', অতএব আমরা 'পূর্ব' রণাঙ্গনের

অবস্থাকে মজবুত করার জন্যে অনেক কিছু করতে পারবো।' কাজেই সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে পশ্চিম ইউরোপ থেকে নতুন সৈন্যবাহিনী স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।[৩৬] জার্মান কম্যান্ড দ্নিপারের দক্ষিণ তীরবর্তী সোভিয়েত অধিকৃত ক্ষুদ্র সেতুমুখগুলিকে প্রতিআক্রমণের মাধ্যমে ধ্বংস করে ফ্রন্টকে স্থিতিশীল করা সম্পর্কে আশান্বিত হয়ে ওঠে।

১নং উক্রাইন ফ্রন্ট অক্টোবরের মাঝামাঝি নাগাদ কিয়েভ রণাঙ্গনে আক্রমণ চালিয়ে ডিসেম্বর শেষ হবার আগে উক্রাইনের রাজধানীকে মুক্ত করার মাধ্যমে সুপ্রীম কম্যান্ডের নির্দেশ কার্যকর করে।[৩৭] এই যুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যদের পাশাপাশি কর্নেল লুডভিক স্ববোদার পরিচালনায় ১নং চেকোস্লোভাক স্বতন্ত্র ব্রিগেডও অংশ গ্রহণ করে।

মহান অক্টোবর সমাজতন্ত্রী বিপ্লববার্ষিকী উদ্‌যাপন দিবসের প্রাক্কালে, ১৯৪৩ সালের ৬ই নভেম্বর, মস্কোতে তোপধ্বনি করে গোটা দুনিয়াকে জানানো হল যে সোভিয়েত উক্রাইনের রাজধানী নাৎসী কবলমুক্ত হয়েছে। 'রুশ শহরগুলির জননী', কিয়েভ মুক্ত হয়েছে—এই সংবাদে সমস্ত সোভিয়েতের মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত। কিয়েভ মুক্তির সংগ্রামে সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে পঁয়ষট্টিটি ইউনিট ও সেনাদলকে কিয়েভস্কী উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।[৩৮]

সোভিয়েত সেনাবাহিনী আক্রমণ অব্যাহত রেখে প্রায় ১৫০ কিঃ মিঃ এগিয়ে গিয়ে দ্নিপারের তীরবর্তী ৫০০ কিঃ মিঃ সম্মুখভাগসম্পন্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ রণনৈতিক সেতুমুখ অধিকার করে।

ইতিমধ্যে উক্রাইনের দক্ষিণে এক বিরাট আক্রমণমূলক অপারেশনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। তিন মাস ব্যাপী কঠিন লড়াইয়ের সময়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্ট দ্নিপারের দক্ষিণ তীরে অত্যন্ত রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন এক দ্বিতীয় বিশাল সেতুমুখ নির্মাণ করে। সেতুমুখটির একশ কিঃ মিঃ গভীরতা ও ৪৫০ কিঃ মিঃ বিস্তার। চতুর্থ উক্রাইনীয় ফ্রন্ট উত্তর টাউরিডার প্রায় সমস্ত অংশ মুক্ত করে পেরেকোপ পর্যন্ত এগিয়ে আসে। তারা সিবাশ অঞ্চলে হানা দেয় এবং ক্রিমিয়ার জার্মান ও রুমেনীয় ইউনিটগুলিকে অবরুদ্ধ করে। তার ফলে রুমেনীয়-জার্মান সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আঘাতে ককেশাসের উত্তরাঞ্চলে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে চুরমার। ১৬ই সেপ্টেম্বর নভরোসিস্ক শহর মুক্ত হয় এবং তার ফলে ভেরমাখটের ককেশাসের কৃষ্ণসাগর উপকূলে যাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে উত্তর-ককেশাস রণাঙ্গনে আক্রমণ জোরদার হবার ফলে তামান উপদ্বীপ থেকে জার্মান হানাদাররা বহিষ্কৃত হয় এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অনুকূলে ককেশাসের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী যখন উক্রাইনে ও ক্রিমিয়ায় অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তখন পশ্চিমাঞ্চলীয় রণাঙ্গনেও যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রণ্ট, পশ্চিমাঞ্চলীয় ও বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টগুলি—সোঝ, দ্নিপার, প্রিপিয়াৎ ও বেরেঝিনা প্রভৃতি নদীর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে—ভিটেবস্ক, ওর্শা, মোগিলেভ ও বোব্রুইস্ক শহরগুলির নিকটবর্তী হয় এবং বিয়েলোরুশীয়া মুক্তির কাজ শুরু করে।

১৯৪৩ সালের অক্টোবরে, মোগিলিয়েভ অঞ্চলের অন্তর্গত লেনিনোর যুদ্ধে পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের অংশ হিসাবে কর্ণেল জেড বার্লিং-এর পরিচালনায় ১নং পোলিশ টাডেয়ুস্ঝ কোস্‌সিউসঝকো ডিভিসন লড়াই করে। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ফ্যাসিবিরোধী প্রবাসী দেশপ্রেমিক পোলদের প্রতিষ্ঠান, পোলিশ দেশপ্রেমিকদের ইউনিয়নের উদ্যোগে বাহিনীটি গঠিত হয়।

একই শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ও পোলিশ সৈন্যরা ভাইয়ের মতো পাশাপাশি যুদ্ধ করতে থাকে। ২১৫.৫-টীলা ও ট্রিগুবভো গ্রামটি দখলের জন্যে ১২ই ও ১৩ই অক্টোবর ভয়ংকর লড়াই চলে। সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্গে একযোগে পোলিশ সেনাবাহিনী শত্রুর ঘাঁটি দুটি দখল করে। পোল্যাণ্ডে প্রতি বৎসর, পোলিশ সেনাদিবস হিসাবে লেনিনো যুদ্ধের দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। লেনিনোতে সোভিয়েত-পোলিশ সংগ্রামী ভ্রাতৃত্ববন্ধনের স্মারক হিসাবে একটি মিউজিয়াম ও মনুমেণ্ট নির্মিত হয়েছে। ট্রিগুবভো গ্রামটিকে মুক্ত করার লড়াইয়ে যে সব পোলিশ সৈন্য প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গ্রামটির নতুন নাম হয়েছে এখন কোস্‌সিউসঝকো।

দু'হাজার কিলোমিটার বিস্তীর্ণ ফ্রণ্ট জুড়ে ১৯৪৩ সালের শরৎকালে সোভিয়েত সেনাবাহিনী এক সাধারণ রণনৈতিক আক্রমণের মাধ্যমে পশ্চিমদিকে ৫০০ থেকে ৬০০ কিঃ মিঃ অগ্রসর হয়। লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে ভেয়ারমাখ্‌টের সাঙ্ঘাতিক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং প্রতিদিনই তা বাড়তে থাকে। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে ও শরতে তার স্থলবাহিনীর ১৪ লক্ষ ১৩ হাজার অফিসার ও সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে। ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মের গোড়ায় সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে নিয়োজিত ভেয়ারমাখ্‌টের মোট সৈন্যবাহিনীর প্রায় অর্ধাংশ অর্থাৎ ১১৮টি সেনা ডিভিসনকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন করে। শত্রুর প্রায় ৩২০০টি ট্যাঙ্ক, ১০ হাজারের মতো বিমান ও ২৬ হাজার কামান খোয়া যায়। ১৯৪৩-এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে পশ্চিম থেকে পূর্ব রণাঙ্গনে চল্লিশ ডিভিসন সৈন্য স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়। নাৎসীরা দ্নিপার নদীকে রণনৈতিক প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসাবে দুর্লঙ্ঘ্য 'পূর্বাঞ্চলীয় প্রাকার' বলে মনে করত ; দেখা গেল এখানেই নিহিত রয়েছে তাদের মৃত্যুবাণ।

* * *

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর, ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম-শরতের পরবর্তী জয়যাত্রার

ক্ষেত্রে কুর্স্কের যুদ্ধ চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছে। এখান থেকেই ভোরমাখ্টের আক্রমণাত্মক অভিযানের বিপর্যয় ও তার রক্ষণমূলক রণনীতির সংকটের সূচনা— ভালভাবে পরিস্ফুট। ১৯৪৩ সালের শেষদিকে এসমস্ত যুদ্ধের ফলে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও রণাঙ্গনের রণনৈতিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য পুরোপুরি হিটলারবিরোধী মিত্রজোটের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়। তার মূল কৃতিত্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সাহসী সেনাবাহিনীর; কারণ, তাদেরই প্রচণ্ড আঘাতে নাৎসী জার্মানী ও তার তাঁবেদারদের প্রধান সেনাবাহিনী সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে।

১। করেসপনডান্স বিটুয়িন দা চেয়ারম্যান অব দা কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স অব দা ইউ. এস. এস. আর. অ্যাণ্ড দা প্রেসিডেন্টস্ অব দা ইউ. এস. এ. অ্যাণ্ড দা প্রাইম মিনিস্টার্স অব গ্রেট ব্রিটেন ডিউরিং দা গ্রেট পেট্রিয়টিক্ ওয়ার অব ১৯৪১-১৯৪৫, ভল্যুম ২, পৃষ্ঠা ৭০।

২। জে. ভি. স্টালিন, অন দা গ্রেট পেট্রিয়টিক্ ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, পলিটিজ্‌দাট, মস্কো ১৯৫৩, পৃষ্ঠা ৯৪। (রুশ ভাষায়)

৩। ক্রিগসটেগেবুখ ডেস ওবারকোমানডোজ ডেয়ার ভোরমাখ্ট, বি. ডি. III, ২। হ্যালবানড্, ব্লার্ণার্ড উণ্ড গ্রাফে ভারলাগ ফুইর ডেয়ারভাসেন, ফ্রাঙ্কফুর্ট অ্যাম মেইন।

৪। দা ইউ. এস. এস. আর ডিফেন্স মিনিস্ট্রি সেণ্ট্রাল আর্কাইভস্, আর্কাইভ্যাল কলেকশান নং ১৩২, ডেসক্রিপশান লিষ্ট ২৬৪০, ফাইল ৩১, পাতা ৪৭।

৫। জি. কে. ঝুকভ, রিকলেক্‌শানস্ অ্যাণ্ড রেমিনিসেন্সেস্, মস্কো, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ১৬১ (রুশ ভাষায়)

৬। ঐ।

৭। ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওযার্কস্, ভল্যুম ৩১, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ১৩৭।

৮। ড্রুঝবা নারোদভ, ৬নং,

৯। স্তেপ সামরিক অঞ্চলটি ৯ই জুলাই থেকে স্তেপভূমি ফ্রণ্টরূপে অভিহিত হয়।

১০। ক্রিগসটেগেবুখ ডেস ওবারকোমানডোর্জ ভোরমাখ্ট। বি. ডি. III, ২ এইচ. বি. এস. ৭৬৩।

১১। ভয়েন্নো-ইসতোরিচেস্কি ঝুর্ণাল, ১নং,

১২। আর্ল এফ. ঝিইমেকে, স্টালিনগ্রাড টু বার্লিন: জার্মান ডিফিট ইন দা ইষ্ট, অফিস অব দা চীফ অব মিলিটারী হিষ্ট্রি, ইউ. এস. আর্মি, ওয়াশিংটন,

১৩। ভেয়ারভিসেনশাফটলিখে রুণ্ডসচাউ, অক্টোবর ১৯৬৫, হেফট ১০, এস ৫৯৯।

১৪। হিটলারস লেগবেসপ্রেখউনগেন, ডি. প্রোটোকলফ্রাগমেনটে জাইনার মিলিটারীসেন কনফারেনজেন ১৯৪২-১৯৪৫, ডয়েটশে ভারলেগন আনসটাণ্ট স্টুটগার্ট, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৩৬৮-৮৪।

১৫। ঐ।

১৬। ঐ।

১৭। হিটলারস লেগবেস্প্রেখউনগেন, পৃষ্ঠা ৩৮১।

১৮। ওরেলের —সম্পাদকমণ্ডলী।

১৯। বিয়েলগোরোদের —সম্পাদকমণ্ডলী।

২০। করেসপনডান্স বিটুয়িন দা চেয়ারম্যান অব দা কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স অব দা ইউ. এস. এস. আর. অ্যাণ্ড দা প্রেসিডেন্টস্ অব দা ইউ. এস. এ. অ্যাণ্ড দা প্রাইম মিনিস্টার্স

অব গ্রেট ব্রিটেন ডিউরিং দ্য গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব ১৯৪১-১৯৪৫, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ১৪২-৪৩, ফরীন ল্যাংগুয়েজ পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৫৭।

২১। ওয়েল রিজিয়ন ডিউরিং গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার (১৯৪১—১৯৪৫)। কলেক্শান অব ডকুমেন্টস্ অ্যাণ্ড মেটেরিয়ালস্, ওরেল, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৪২৮ (রুশ ভাষা থেকে ভাষান্তরিত —সম্পাদকমণ্ডলী)।

২২। ভয়েন্নো ইসতোরিচেস্কি ঝুর্নাল, ৮নং, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ৫৯—৬০।

২৩। খারকোভের —সম্পাদকমণ্ডলী।

২৪। জে. ভি. স্টালিন. অন দ্য গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, পৃষ্ঠা ১১৪, —গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃত।

২৫। হ্যানস-অ্যাডলফ জ্যাকবসেন, হ্যানন ডলিংগার, ডেয়ার জোয়াইট ভালটক্রিগ ইন বিল্ডার্ন উণ্ড ডকুমেনটেন বি. ডি. ৩, মুনচেন-ভিন-বাসেল, ১৯৬৮: বি. এইচ. লিডেলহার্ট, স্ট্রেটেজি: দ্য ইনডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচ, নিউইয়র্ক, ১৯৫৪, জে. এফ. সি. ফুলার, দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার ১৯৩৯-১৯৪৫, আথার অ্যাণ্ড স্কটউড, লণ্ডন. ১৯৪৮, আর. জে. আইক্স্, ফেমাস ট্যাঙ্ক ব্যাটেল্স্, গার্ডেনসিটি, ডাবল্ ডে অ্যাণ্ড কোঃ, নিউইয়র্ক, ১৯৭২; পি ইয়াং, ওয়ার্ল্ড ওয়ার ১৯৩৯-১৯৪৫, লণ্ডন, ১৯৬৭, জে. এম. সেল্বি, দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার, জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন, লণ্ডন, ১৯৬৭; হেনরী বাউল, দ্য গ্রেট ব্যাটেল্স্ অব ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু, হ্যামলীন, লণ্ডন, ১৯৭২।

২৬। ডুইট ডি. আইজেনহাওয়ার, ক্রুসেড ইন ইউরোপ, ডাবল্ ডে অ্যাণ্ড কোঃ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৮।

২৭। হেনরী মিচেল, লা সেকাণ্ডে গুইয়ের মণ্ডিয়ানে ভল্যুম ১ ও ২, প্রেসেস ইউনিভার্সিটাইরেস ডি ফ্রান্স, প্যারিস, ১৯৬৮, ১৯৬৯; জিওফ্রে জুকস, কুর্স্ক: দ্য ক্ল্যাশ অব আর্মার, নিউইয়র্ক, ১৯৬৯, মার্টিন কাইর্ডিন, দ্য টাইগার্স আর বার্নিং, হথর্ন বুকস্, নিউইয়র্ক ১৯৭৪।

২৮। মার্টিন কাইর্ডিন, দ্য টাইগার্স আর বার্নিং। পৃষ্ঠা ৩ ও ৮।

২৯। হেনজ গুডেরিয়ান, এরিনারুঙ্গেন আইনস্ সোলডাটেন, বাই কুর্ট ভোভিঙ্কেল, হাইডেলবার্গ, ১৯৫১, পৃষ্ঠা ২৮৪।

৩০। করেসপনড্যান্স বিটুয়িন দ্য চেয়ারম্যান অব দ্য কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স অব দ্য ইউ. এস. এস. আর অ্যাণ্ড দ্য প্রেসিডেন্টস্ অব দ্য ইউ. এস. এ অ্যাণ্ড দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স অব গ্রেট ব্রিটেন ডিউরিং দ্য গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব ১৯৪১-১৯৪৫ ভল্যুম ২, পৃষ্ঠা ৭৮।

৩১। ঐ, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ১৩৩।

৩২। এস. এম. শ্তেমেঙ্কো, দ্য সোভিয়েত জেনারেল স্টাফ এট ওয়ার বুক টু, ভয়েনিঝ ডাট, মস্কো, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৪৯৩ (রুশ ভাষায়)।

৩৩। এফ. ডব্লিউ. ফন মেলেনথিন, প্যানজার ব্যাটেল্স্ ১৯৩৯-১৯৪৫, ক্যাসেল অ্যাণ্ড কোঃ, লণ্ডন, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ২২৪ ও ২২৬।

৩৪। রাইখস ফুরার!...ব্রিফে অ্যান উণ্ড ফন হিমলার ডয়েটসে ফেয়ার লেগস অ্যানসটলট, স্টুটগার্ট, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ২৩৩।

৩৫। এফ. ডব্লিউ. ফন মেলেনথিন, প্যানজার ব্যাটেল্স্, পৃষ্ঠা ২৩৯।

৩৬। ক্রিগসটেগবুখ ডেস ওবারকোমানডোস ডেয়ার ভ্যেরমাখ্ট বি. ডি. III, ২। এইচ. বি. এস. II, ৭০।

৩৭। ১৯৪৩ সালের ২০শে অক্টোবর থেকে ভরোনেঝ, স্তেপ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রন্টের নতুন নাম হল যথাক্রমে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ উক্রাইনীয় ফ্রন্ট; এবং বাল্টিক, কালিনিন ও মধ্যাঞ্চলীয় ফ্রন্টের নতুন নাম হল—যথাক্রমে ২য় বাল্টিক, ১ম বাল্টিক এবং বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট।

৩৮। কিয়েভের —সম্পাদকমণ্ডলী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অপারেশন ব্যাগরেশন ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত বৎসরের চূড়ান্ত লড়াই

১। ইউরোপ ভূখণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ জয়ের বৎসর

১৯৪৪ সাল সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ জয়ের দ্বারা চিহ্নিত। সোভিযেত বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে নাৎসী জার্মানীর ভিত্তিমূল পর্যন্ত কেঁপে ওঠে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা-প্রবাহও তার দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত হয়। সোভিয়েত আক্রমণের শক্তিশালী তরঙ্গ প্লাবনের মতো, সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে শত্রুর উপর একটার পর একটা সেক্টরে আছড়ে পড়তে থাকে।

ভ্যেরমাখ্‌টের প্রধান সেনা গ্রুপগুলি একটার পর একটা বিধ্বস্ত হয় এবং প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর সোভিযেত সেনাবাহিনী পশ্চিমদিকে ৫৫০ থেকে ১১০০ কিঃ মিঃ এগিয়ে যায়। সোভিয়েত ভূমি শত্রুমুক্ত হয় এবং বেরেন্তস থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সোভিয়েত সীমানা পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ের লড়াইয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী পলায়নপর শত্রুর পেছনে সতেজে ধাওয়া করার মাধ্যমে যুদ্ধকে সোভিয়েত সীমানার বাইরে নিয়ে আসে এবং ইউরোপের জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে বিরাট ভাবে সহায়তা করে। রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চল ও হাঙ্গেরীর বেশির ভাগ থেকে জার্মান দখলদার বাহিনী বিতাড়িত হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও নরওয়ের উত্তরাঞ্চলকে মুক্ত করা শুরু করে।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উপস্থিতি সেখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের মৌলিক রূপান্তরের পক্ষে সহায়ক হয়। পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও হাঙ্গেরীর মুক্ত মানুষ কমিউনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃত্বে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গঠনের কাজ শুরু করে।

১৯৪৪ সালের শেষদিকে যুদ্ধ ক্রমশঃ ফ্যাসিস্ত পশুর গুহার দিকে এগুতে থাকে। পর্বত প্রমাণ লোকক্ষয় ও সম্পদ নাশ একদিকে এবং অপর দিকে যে সব অঞ্চল থেকে গুরুত্বপূর্ণ রণনৈতিক কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য আসত—সেগুলি খোয়া

যাওয়াতে নাৎসী জার্মানী সর্বনাশের কিনারায় এসে পৌঁছাল। শত্রুকে পুরো-পুরি নিশ্চিহ্ন করার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। শত্রুর উপর বিজয়-বৈজয়ন্তীর আভাস এখন পশ্চিম দিগন্তে রীতিমতো প্রকট।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতের ধাক্কায় ফ্যাসিস্ত সামরিক জোট ভেঙে খানখান। বয়ারের রুমেনিয়া, জারের বুলগেরিয়া ও হর্থির হাঙ্গেরী—নাৎসী জার্মানীকে একা ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চম্পট দিল। ঐসব দেশের মার-মুর্তি জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলিকে গদীচ্যুত করে—নাৎসী হানাদারদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াল এবং অচিরেই জার্মানীর একমাত্র মিত্র ফিনল্যাণ্ডও তাকে পরিত্যাগ করল। অতএব ১৯৪৪ সাল—নাৎসী হানাদারদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনী চূড়ান্ত জয়লাভের বৎসর। এই বৎসরেই ফ্যাসিস্ত সামরিক জোট পুরোপুরি ভেঙে পড়ে এবং হিটলার বিরোধী মিত্রজোট আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৪৪ সালের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবে নাৎসী জার্মানী পুরোপুরি এক ঘরে হয়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত জয়ের ফলে নাৎসী অধিকৃত দেশগুলির মধ্যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আরো বেশি করে দানা বাঁধে। কমিউনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলন পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, আলবানিয়া, ফ্রান্স, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির জনগণের ফ্যাসিস্ত-দাসত্ব মুক্তির সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করে। ইউরোপের অনেকখানি জায়গা জুড়ে পার্টিজানদের অক্ষশক্তিজোট বিরোধীতা দুর্বার হয়ে ওঠে। পার্টিজানদের মোকাবিলা ও ব্যূহের পশ্চাৎ ভাগের যোগাযোগ ব্যবস্থা অটুট রাখার জন্যে, নাৎসী কম্যাণ্ড সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশ নিয়োজিত করতে বাধ্য হয়।

১৯৪৪ সালের সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযানের স্বকীয়তা ও অভিনবত্ব লক্ষণীয়। প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ তারা শত্রুর বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচণ্ড আঘাত হানতে থাকে এবং শত্রুকে তারা নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগটুকু পর্যন্ত দেয় নি। ফলে হতবিহ্বল শত্রু রণাঙ্গনের এক উত্তপ্ত অঞ্চল থেকে আর একটি উত্তপ্ত অঞ্চলে তার রিজার্ভ বাহিনী নিয়ে কেবল ছোটাছুটি করেছে। সোভিয়েত আক্র-মণের চাপ সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে-শুধু তার সময় নষ্টই সার। রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর আক্রমণের চাপ এক রণনৈতিক রণাঙ্গন থেকে আর একটিতে স্থানান্তরিত হতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েত রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অপারেশন উদ্ভাবন বৈচিত্রমণ্ডিত পরিকল্পনা, সামরিক লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাহস, উন্নত-মানের প্রয়োগরীতি, বিশাল আয়তন এবং চমকপ্রদ ফলাফল প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সোভিয়েত কম্যাণ্ড শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে নানা অভিনব পদ্ধতি

অবলম্বন করেন এবং সে কাজে ট্যাংক, গোলন্দাজবাহিনী ও বিমান বহরের বৃহৎ ইউনিটগুলিকে বিভিন্ন রণনৈতিক রণাঙ্গনে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অপারেশনগুলি নাৎসী বাহিনীকে ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করার মাধ্যমেই অবসিত হয়। তৃতীয়ত ১৯৪৪ সালে, ভেরমাখটের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষযুদ্ধে-পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সেনাবাহিনী সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে। যুদ্ধের আগুনে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দেশগুলির মধ্যে যে সামরিক মৈত্রী গড়ে ওঠে তা আন্তর্জাতিক লক্ষ্য সাধন ও ফ্যাসিস্ত দাসত্বে জর্জরিত জনগণের মৌলিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ঐসব দেশের শ্রমিকশ্রেণী উপলব্ধি করেছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতাই হল জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জনের একমাত্র রাস্তা। এসব ছাড়াও ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত পার্টিজানদের তৎপরতা দুর্বার হয়ে ওঠে। তারা সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণের ধার বাড়াবার জন্যে শত্রুর বিরুদ্ধে বিরাট আকারে অপারেশন চালাতে থাকে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আক্রমণ ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীতে শুরু হয। মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত চারমাস স্থায়ী শীতকালীন অভিযানের মাধ্যমে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী তিনটি বড় আকারের রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অপারেশন সংসাধিত করে। যথা, লেনিনগ্রাড-নভোগরোদ অপারেশন (১৪ই জানুয়ারী—১লা মার্চ): উক্রাইনের উত্তর তীরবর্তী অপারেশন (২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪৩—২৬শে মার্চ, ১৯৪৪) এবং ক্রিমিয়ায় ওডেসা অপারেশন (৮ই এপ্রিল, ১৯৪৪—১২ই মে ১৯৪৪)। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রধান রণনৈতিক হামলা সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তে সংসাধিত হয়। সেখানে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড—রাইফেল বাহিনীর বিয়াল্লিশ শতাংশ, ট্যাংক ও যান্ত্রিক ইউনিটগুলির আশি শতাংশ ও বিমান বহরের অধিকাংশকে নিয়োজিত করে।

শীতকালীন অভিযানের মাধ্যমে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের পার্শ্বভাগে শত্রুর অপারেশনরত উত্তরাঞ্চলীয় ও দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনা গ্রুপগুলি উৎসাদিত হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী সেখানে সমবেত শত্রুর তিরিশ ডিভিসন ও ছ ব্রিগেড সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে। শত্রুর ১৪২টি ডিভিসন ও একটি ব্রিগেডের অর্ধাংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত শক্তি ক্ষয় হয়। ভেরমাখটের দশ লক্ষ সৈন্য, কুড়ি হাজার ফিল্ডগান ও মর্টার খোয়া যায়। এই বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে নাৎসী হাই কম্যান্ড—আরো চল্লিশটি ডিভিসন ও চারটি ব্রিগেডকে জার্মানী ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে স্থানান্তরিত করে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী ৩০০ থেকে ৫০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত পশ্চিম দিকে

এগিয়ে গিয়ে—উক্রাইনের দক্ষিণ তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চল, মোলডাভিয়া, ক্রিমিয়া, লেনিনগ্রাড ও কালিনিন প্রভৃতি—১ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের আবাসভূমিকে শত্রুমুক্ত করে। লেনিনগ্রাড ও নভোগরোদের নিকটবর্তী এলাকায় নাৎসী ফৌজের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে লেনিনগ্রাডের ৯০০টা দিন ও রাত্রি ব্যাপী শৌর্যমণ্ডিত লড়াইয়ের অবসান ঘটে। বাল্টিক ও কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহরের অবাধ বিচরণের অবস্থা তৈরী হয়। সোভিয়েত সেন্যবাহিনী ফ্রণ্টের দক্ষিণাঞ্চলীয় সেক্টরে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসীমানায় এসে পেঁছে যায় এবং তার ফলে যুদ্ধ অংশতঃ রুমেনিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। কার্পেথিয়ান পর্বতমালার অস্তিত্ব শত্রুর দক্ষিণাঞ্চলীয় ফ্রণ্ট লাইনকে দ্বিখণ্ডিত করে এবং ঐ এলাকার সক্রিয় সেনাবাহিনীগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন শত্রুর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

শীতকালীন অভিযানের মাধ্যমে নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে রণনৈতিক আঘাত হানার ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পরবর্তী জয়ের পথ প্রশস্ত হয়। লেনিনগ্রাড ও নভোগরোদ, উক্রাইনের দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চল, ওডেসা ও ক্রিমিয়ায় আক্রমণ চলার ফলে বিয়েলোরুশিয়া থেকে বেশিরভাগ রিজার্ভ বাহিনীকে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের পার্শ্বভাগে—শত্রু নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তাই ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে বিয়েলোরুশিয়ায় প্রধান রণনৈতিক আঘাত হানার পরিকল্পনা হয়।

গ্রীষ্ম-শরতের অভিযান আরো বড় আকার নেয়। সমস্ত ফ্রণ্টের তিনহাজার কিঃ মিঃ দীর্ঘ এলাকা জুড়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে আক্রমণাত্মক অভিযানটি সে সময় সংসাধিত হয়।

১৯৪৪ সালের ৬ই জুন, জে. ভি. স্টালিন, মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আসন্ন অভিযান সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে লেখেন: সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর গ্রীষ্ম অভিযান জুনের মাঝামাঝি নাগাদ ফ্রণ্টের কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে শুরু হবে। সৈন্য-বাহিনীর ধারাবাহিক আক্রমণাত্মক অপারেশন পর্যায়ক্রমিক সাধারণ আক্রমণে পরিণত হবে। জুনের শেষ ভাগ থেকে জুলাই শেষ হবার আগে, অপারেশনগুলি সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সাধারণ আক্রমণে পরিণত হবে।[১]

ঠিক এটাই ছিল গ্রীষ্ম-শরত অভিযানের বৈশিষ্ট্য। সোভিয়েতের শীতকালীন অপারেশন প্রধানতঃ সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের পার্শ্বভাগে সংসাধিত হয় এবং গ্রীষ্মকালীন অভিযান মধ্যাঞ্চল ও পশ্চিম রণাঙ্গনে পরিচালিত হয়। এটা ভেবে-চিন্তেই করা হয়। মধ্য রণাঙ্গনে শত্রুর মূল বাহিনী উৎসাদিত হওয়ার ফলে, নাৎসী হানাদারদের কবল থেকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলকে মুক্ত করার কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং পোল্যাণ্ডের মুক্তি অভিযানের সূত্রপাত ঘটে। নাৎসী জার্মানীর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি পেঁছাবার জন্যে সোভিয়েত সেনা-বাহিনী সংক্ষিপ্ততম পথ ধরে অগ্রসর হয়। তাছাড়া ঐ অঞ্চলে শত্রুসেনাবাহিনী

নির্মূল হওয়ার ফলে, শত্রুর রণনৈতিক রক্ষাব্যূহের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ে এবং ওয়ারশ-বার্লিনের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার মত প্রধান অপারেশনের সূত্রপাত ঘটে ও সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের পার্শ্বভাগে নতুন অভিযান শুরু করার অবস্থা তৈরী হয়।

গ্রীষ্ম-শরত অভিযানের মেয়াদ ছিল জুন থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত। ঐ সময়সীমার মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী মোট সাতটি রণনৈতিক অপারেশন সংসাধিত করে এবং তাতে সাতটি ফ্রন্টের মিলিত শক্তি, তিনটি নৌবহর, নৌবাহিনীর চারটি ফ্লোতিলা ও দূরপাল্লা বিমানের কয়েকটি বড় ইউনিট অংশগ্রহণ করে।

অভিযানের প্রারম্ভিক পর্যায়ে (১০ই জুন থেকে ২৯শে জুলাই) সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর শক্তিশালী জমাট প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে এবং দক্ষিণ কারেলিয়ায় ও কারেলিয়ান যোজকে শত্রুবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। এভাবে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ফিনল্যাণ্ডের সীমানায় গিয়ে হাজির হয় এবং ফিনল্যাণ্ডকে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে। শত্রুকে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ১১০ থেকে ২৫০ কিঃ মিঃ পেছনে হটিয়ে দেওয়া হয়। কারেলিয়া ও লেনিনগ্রাডের উত্তরাঞ্চল শত্রু কবলমুক্ত হয়। সোভিয়েতের সুদূর উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র—কিয়েভ রেলপথ ও শ্বেতসাগর, বাল্টিক খাল আবার সোভিয়েতের দখলে আসে। বিয়েলোরুশিয়ায় শত্রুর আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের বিরুদ্ধে পরবর্তী প্রচণ্ড আঘাতটি হানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী এবং সেটা ঘটে ২৩শে জুন থেকে ২৯শে অগাস্ট সময়সীমার মধ্যে। ভিতেবস্ক, ববুইস্ক, মিনস্ক, ভিলনিয়াস ও ব্রেস্টে শত্রুর সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করার পর সোভিয়েত সেনাবাহিনী অপ্রতিহত গতিতে শত্রুকে ধাওয়া করে এবং হানাদারদের সমগ্র বিয়েলোরুশিয়া, লিথুয়ানিয়া ও লাতভিয়ার বেশির ভাগ অংশ ও পোল্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চলের কিছু এলাকা থেকে বিতাড়িত করে। এভাবে সোভিয়েত সেনাবাহিনী পূর্বপ্রাশিয়ার সীমান্ত ও ভিশ্চুলা নদী পর্যন্ত এগিয়ে আসে। তারা মাগনাসঝিউ ও পুলায়ুয়িতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুমুখ দখল করে। এই উল্লম্ফন মঞ্চ থেকে সূচিত হয় বার্লিনমুখী রণনৈতিক অভিযান।

বিয়েলোরুশীয় রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অপারেশন শুরু হওয়ার পর ১৩ই জুলাই থেকে ২৯শে অগাস্টের মধ্যে পশ্চিম উক্রাইনে সোভিয়েতের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আক্রমণাত্মক তৎপরতা দানা বাঁধে। লভোভ-সান্তোমিয়েৎর্ আক্রমণাত্মক অপারেশনের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনী নাৎসী রণনৈতিক আর্মি গ্রুপ উত্তর উক্রাইনকে বিধ্বস্ত করে উক্রাইনের পশ্চিমাঞ্চল ও পোল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলকে মুক্ত করে। সান্তোমিয়েৎর্‌এর কাছাকাছি ভিশ্চুলা নদীর পশ্চিম তীরে একটি বিশাল সেতুমুখ অধিকৃত হওয়ার ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পক্ষে

সাইলেসিয়ার দিকে আক্রমণ চালানোর অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। বিয়েলোরুশীয় ওলভোভ-সান্দোমিয়েৰ্ঝ অপারেশনের পরই ২০শে অগাস্ট থেকে ৩১শে অগাস্টের মধ্যে জাসি-বুখারেস্ট রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনাবাহিনী এক রণনৈতিক আঘাত হানে। নাৎসী আর্মি গ্রুপ দক্ষিণ উক্রাইনের মূল বাহিনী অবরুদ্ধ ও নাকাল হয়ে আত্মসমর্পণ করে। তার ফলে দেশের দক্ষিণ প্রান্তের সমস্ত জায়গা শত্রু কবলমুক্ত হয় ও রুমেনিয়া এবং বুলগেরিয়া থেকে নাৎসীরা বিতাড়িত হয়। পরবর্তীকালে নাৎসী জেনারেল হর্স্ট ফন বুটলার লেখেন: 'রাজনৈতিক ও সামরিক বিচারে রুশদের সাফল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি শুধু জার্মানী নয়—পশ্চিম ইউরোপীয় প্রভাব থেকেও মুক্তিলাভ করে। রুশেরা বলকান অঞ্চলের অনধিকৃত দেশগুলির বিরুদ্ধেই নয় শুধু তারা পর্যায়ক্রমে হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধেও আক্রমণাত্মক অপারেশন চালাবার এক উল্লম্ফন মঞ্চ সংগ্রহ করল।'[২]

১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে এক বিশাল সোভিয়েত সেনাবাহিনী বাল্টিক প্রজাতন্ত্র-রণাঙ্গনে যুদ্ধে নেমে পড়ে। নাৎসী আর্মি গ্রুপ উত্তরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সেখানে উত্তর-পশ্চিম দিকে এক বিরাট অপারেশন চালান হয়। শত্রুর এক বড় রকমের পরাজয় ঘটে। লাতভিয়ার এক ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া সমস্ত বাল্টিক প্রজাতন্ত্রী দেশগুলি শত্রুমুক্ত হয়। তার ফলে পূর্ব প্রাশিয়ামুখী অভিযাত্রী সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আর কোন সুবিধাজনক সেতুমুখ ভ্যেরমাখটের হাতে রইল না। উপদ্বীপে অবরুদ্ধ এবং সমুদ্রের দিকে পিঠ—এই অবস্থায় সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে শত্রুর পক্ষে বিশেষ কিছু করার আর রইল না। ১৯৪৫-এর বসন্তকালে শত্রু আত্মসমর্পণ করে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর, সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তিক আক্রমণ থেমে রইল না। বাল্টিক অঞ্চলে একদিকে ভয়ংকর যুদ্ধ চলতে থাকে এবং অপর দিকে ১৯৪৪-এর অক্টোবরে সোভিয়েত সেনাবাহিনী, দক্ষিণ পার্শ্বভাগে অর্থাৎ হাঙ্গেরী ও বলকান অঞ্চলে এক রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অপারেশন শুরু করে। কার্পেথীয় পর্বতমালার মধ্য দিয়ে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে তারা শত্রুর তিনটি আর্মি গ্রুপকে (দক্ষিণ-এ-এফ) বিধ্বস্ত করে এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মুক্তি সংগ্রামরত জনগণের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। ট্রান্স কার্পেথীয় উক্রাইন থেকে ফ্যাসিস্তদের বিতাড়িত করে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী হাঙ্গেরীতে আক্রমণ শুরু করে এবং বুদাপেস্ত শহরে তারা কয়েক হাজার শত্রু সৈন্যকে ঘিরে ফেলে। পেটসামো-কার্কিনস রণনৈতিক অপারেশনের মাধ্যমে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম-শরৎ কালীন অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে। অক্টোবরে সূত্রপাত এই অপারেশন সোভিয়েত উত্তর-মেরু-অঞ্চল ও নরওয়ের উত্তরাঞ্চলের মুক্তি সাধনের মাধ্যমে অবসিত হয়। সুদূর উত্তরে এই জয়ের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের

সঙ্গে স্কাণ্ডিনেভীয় দেশগুলির সম্পর্ক নিকটতর হয় এবং নরওয়ের জনগণের মুক্তি আন্দোলন জোরদার হয়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ১৯৪৪-এর গ্রীষ্ম-শরৎ অভিযান বিরাট সাফল্য অর্জন করে। শত্রুর ছিয়ানব্বুইটি ডিভিসন ও চব্বিশটি ব্রিগেড পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয় অথবা তার সৈন্যরা বন্দী হয়। তাছাড়া ২১৯টি ডিভিসন ও ২২টি ব্রিগেডের সৈন্য ও সরঞ্জামের অর্ধেকের বেশি খোয়া যায়। রণাঙ্গনে শত্রুর ১৬ লক্ষ সৈন্য, ৬৭০০ ট্যাংক, ২৮ হাজার ফিল্ডগান ও মর্টার এবং বারো হাজারেরও বেশি জঙ্গী বিমান বিনষ্ট হয়। ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে ভ্যেরমাখ্‌টের এই অসাধারণ ক্ষতির ফলে সেনাবাহিনী ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে জার্মানীর পক্ষে লোকবল সমস্যাটা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে। যুদ্ধের জন্যে 'সর্বাত্মক' জনসমাবেশের ডাক দিয়েও নাৎসী সেনাবাহিনীর লোকবলের ঘাটতি পূরণ আর কোনমতেই সম্ভব নয়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ১৯৪৪ সালের অর্জিত সাফল্য থেকে এটা পরিষ্কার যে সোভিয়েত নিজের শক্তিতেই নাৎসী জার্মানীর সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে ইউরোপের পদানত জাতিগুলিকে ফ্যাসিস্তদাসত্ব থেকে মুক্ত করতে সক্ষম। এসব সাফল্যের ফলে নাৎসী আগ্রাসকদের আসন্ন বিনাশ ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের জয়সূচক পরিণাম অবধারিত হয়ে গিয়েছে। এসব ঘটনায় হিটলার বিরোধী জোটের পশ্চিমী মিত্রদের আচরণ ও অ্যাংলো-মার্কিন সেনাবাহিনীর ক্রিয়াকলাপ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

বিগত তিন বৎসর যাবৎ মার্কিন ও ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী ইউরোপ ভূখণ্ডে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নিয়ে চলেছে। তারা উত্তর আফ্রিকা ও ইতালীতে গৌণ ধরনের সামরিক তৎপরতা চালিয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত দেখাতে চেয়েছে। কিন্তু ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রতা আর তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের একক জয়লাভ ও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মাধ্যমে গোটা ইউরোপের জনগণের মুক্তি—এদৃশ্য তাদের পক্ষে অসহনীয়। সেকারণে ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে নরম্যাণ্ডি উপকূলে অ্যাংলো-মার্কিন বাহিনী অবতরণ করে।

ইউরোপ ভূখণ্ডে বহু বিলম্বিত দ্বিতীয় রণাঙ্গন অবশেষে বাস্তবায়িত হল।

নাৎসী জার্মানী সে মুহূর্ত থেকে পশ্চিম ও পূর্ব—এই দুই রণাঙ্গনের সাঁড়াশিতে আটকা পড়ে। আগেরই মতো কিন্তু নাৎসী জার্মানীর প্রধান ও সেরা বাহিনী সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। জুলাইমাসের গোড়ায় যখন পশ্চিম ইউরোপীয় ফ্রণ্টে পঁয়ষট্টিটি নাৎসী ডিভিসন যুদ্ধরত তখন সোভিয়েত-

জার্মান রণাঙ্গনে তাদের সেরা ও পোক্ত ২৩৫টি সেনা ডিভিসন সোভিয়েত সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে সক্রিয়।

নরম্যাণ্ডি উপকূলে রণনৈতিক অপারেশনগত অবতরণের (৬ই জুন-২৪শে জুলাই) পর, মিত্র বাহিনীর সুপ্রীম কম্যাণ্ড মাত্র দুটি রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অপারেশন ১৯৪৪ সালের মধ্যে সংগঠিত করেন। সেগুলি হল: ফালাইস্ অপারেশন (১০ই-১৫ই অগাস্ট) এবং নেদারল্যাণ্ড অপারেশন (১৭ই সেপ্টেম্বর-১০ই নভেম্বর)। লোকবল ও সমরোপকরণে, শত্রুর তুলনায় বহুগুণ বলীয়ান অ্যাংলো-মার্কিন বাহিনী ফ্রান্সের একাংশ ও বেলজিয়ামের প্রায় সবটা মুক্ত করতে সমর্থ হয় এবং তারা নেদারল্যাণ্ড সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু এই অপারেশনগুলি ১৯৪৪ সালের সোভিয়েতবাহিনী সংসাধিত রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অপারেশনের তুলনায় নিতান্তই মন্থর ও আদৌ শত্রুব্যূহ বিধ্বংসী নয়। তারা এই আক্রমণের নাম দিয়েছে 'বিরামহীন যন্ত্রণাদায়ী আক্রমণ।' এমন কি পলায়নপর শত্রু বাহিনীকে অনুসরণ করার ব্যাপারেও যথেষ্ট তৎপর নয়। যুদ্ধ কৌশলের ক্ষেত্রে মিত্রবাহিনী সামনাসামনি আক্রমণ করারই বেশি পক্ষপাতী এবং সেটাও একটি বা দুটি রণাঙ্গনে সীমাবদ্ধ। আক্রমণ করতে গিয়ে অ্যাংলো-মার্কিন বাহিনী যখন শত্রু পক্ষের সামান্যতম বাধার সম্মুখীন হয়েছে তখনই তাদের সব অগ্রগতি থেমে গিয়েছে। অ্যাংলো-মার্কিন বাহিনীর সেনানায়করা বড় বেশি প্রথানুগ ও সাবধানী। তাঁরা কদাচিৎই শত্রু বাহিনীর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া বা শত্রু বাহিনীকে পরিবেষ্টিত করার চেষ্টা করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রু বাহিনী পিছু হটলেও তাদের ঘেরাও করা হয়নি। অবশ্যি এটা সত্যি যে ফালাইসে মিত্র বাহিনী তিনটি প্যানজার ডিভিসন সহ আট ডিভিসন শত্রু সেনাকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু নাৎসী বাহিনীর অর্ধাংশ বেষ্টনী ভেদ করে বাইরে চলে যায় এবং তাদের বন্দী করা সম্ভব হয়নি।

এভাবেই ১৯৪৪ সাল শেষ হয়। এটা সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পক্ষে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জনের বৎসর এবং তারই জন্যে ইউরোপে যুদ্ধের জয়সূচক পরিণতি অবধারিত বলা চলে।

২। অপারেশন ব্যাগরেশনের প্রস্তুতি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে বিয়েলোরুশিয়া প্রায়শই বিদেশী হানাদারদের বিরুদ্ধে হিংস্র লড়াইয়ের ময়দান।

বিগত যুদ্ধে বিশেষ করে ১৯৪৪ সালে বিয়েলোরুশিয়ার মাটিতে অস্ত্রের সংঘাত এক বিশাল আকার ধারণ করে। পূর্বতন যুদ্ধগুলিতে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ভেরমাখটের সামরিক শক্তি এখনো তুচ্ছ করার মতো নয়। ১৯৪৪ সালের জুন মাসের গোড়ায় জার্মান হাইকম্যান্ড—৪৩ লক্ষ সৈন্য, ৫৯ হাজার ফিল্ডগান ও

মর্টার, ৭৮০০ ট্যাঙ্ক ও আক্রমণ চালাবার কামান এবং ৩৩০০ যুদ্ধ বিমানে সজ্জিত এক বিশাল বাহিনী সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে সমাবেশিত করে। নাৎসী কম্যান্ডের বিশ্বাস, সোভিয়েত ইউনিয়নে অধিকৃত অবশিষ্ট জায়গাগুলিকে তার সেনাবাহিনী প্রাণপণে আঁকড়ে থাকবে। ইতিমধ্যে হিটলার-বিরোধী জোটের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মার্কিন ও ব্রিটিশ শাসক মহলের সঙ্গে গোপন আলাপ-আলোচনা তারা চালাবে এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে স্বতন্ত্র শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হবে।

অবশ্য এসব মতলব পুরোপুরি ফেঁসে গেল। যতই দিন যাচ্ছে ততই সোভিয়েত সেনাবাহিনীর যুদ্ধ ক্ষমতা বাড়ছে। সোভিয়েত সৈন্যদের রণনৈপুণ্য অনবরত উন্নততর হচ্ছে এবং খুব দ্রুত বাড়ছে সেনানায়কদের যুদ্ধবিদ্যার উৎকর্ষ। সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রাদির উৎপাদন ঊর্ধ্বমুখীন। ১৯৪৪ সালের প্রথম ছ' মাসে সোভিয়েত যুদ্ধোপকরণ শিল্প ৬১ হাজারের বেশি কামান, ১৪ হাজার ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয় কামান এবং ১৯ হাজার ছশ যুদ্ধ বিমান উৎপাদন করে। উৎপাদনের এই ঊর্ধ্বগতি রণক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ৬৬ লক্ষ সৈন্য, ৯৮ হাজার কামান ও মর্টার, ৭১০০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয় কামান ও বারো হাজার ন'শ যুদ্ধবিমান সজ্জিত সোভিয়েত সেনাবাহিনী রণাঙ্গনে শত্রুর তুলনায় লোকবলে ও অস্ত্রবলে অনেক বেশী বলীয়ান এবং রণনৈতিক উদ্যোগ তার মুঠোয় শক্তভাবে ধরা।

পূর্বতন শীতকালীন অভিযানের সময় যখন সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের পার্শ্ব-ভাগের শত্রু সেনা সমাবেশকে ধ্বংস করা তখনই মধ্যাঞ্চলে বিয়েলোরুশিয়ায় বিশাল বক্রাকৃতি-শত্রুব্যূহ (স্যালিয়েণ্ট) গঠিত হয় এবং তার অগ্রভাগটি পূর্বদিক অভিমুখী। ব্যূহের এই বক্র রেখাটি নাৎসীদের ভাষায় 'ব্যালকনি' এবং নাৎসী কম্যাণ্ড তার বিশেষ রণনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণ থেকে এই ব্যূহ অত্যন্ত বিপজ্জনক ওয়ারশ-বার্লিন যোগাযোগ সড়ক ও পূর্বপ্রাশিয়াকে আড়াল করে রাখে। বিয়েলোরুশিয়ার মাটীর উপর দিয়ে জার্মানীর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি গামী সংক্ষিপ্ততম রাস্তাটি চলে গিয়েছে তাছাড়া ১নং উইক্রানীয় ফ্রন্টের দক্ষিণ পার্শ্বভাগের উপর যেন ঝুঁকে পড়েছে এই বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েণ্ট এবং পশ্চিম মুখ্য আগুয়ান ১নং উইক্রাইনীয় ফ্রন্টের পার্শ্বভাগ সে কারণে বিপদের সম্মুখীন। এখানে সমাবেশিত লুফৎভাফের বিমান-গুলি মস্কোর কাছাকাছি শিল্পাঞ্চলও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর স্বচ্ছন্দে আঘাত আনতে পারত। শত্রু অধিকৃত বিয়েলোরুশিয়ার সুবিন্যস্ত রেলপথ ও রাজপথের সুযোগে নাৎসী সেনাবাহিনী স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারত এবং সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের মধ্যভাগে ও পার্শ্বভাগে শত্রুর সক্রিয় তিনটি আর্মি গ্রুপের (উত্তর, মধ্য ও উত্তর উক্রাইন), মধ্যে রণনৈতিক সমন্বয় সাধনের কাজ সহজ হত।

নাৎসী হাইকম্যাণ্ড বিয়েলোরুশীয় 'ব্যালকান' সম্বন্ধে ভালমত ওয়াকিবহাল ছিল ; তাই তারা যে কোন মূল্যে তাকে আঁকড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। ফিল্ড-মার্শাল আর্নেস্ট বুশ্ পরিচালিত আর্মি গ্রুপ উত্তর উক্রাইনের উপর বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েণ্টের রক্ষা ব্যবস্থাকে খাড়া রাখার ভার দেওয়া হয়। সেখানে সবসুদ্ধ শত্রুর তেষট্টি ডিভিসন ও তিনটি পদাতিক ব্রিগেডের ১২ লক্ষ সৈন্য, ৯০০ ট্যাংক ও আক্রমণ চালাবার কামান, ৯৫০০ ফিল্ডগান ও মর্টার জমায়েত করা হয়। শত্রু রীতিমতো অভিজ্ঞ ও সুসজ্জিত। শত্রু ইতিপূর্বে বেশ কিছুকাল ধরে মধ্যাঞ্চলীয় রণনৈতিক রণাঙ্গনে সামরিক তৎপরতা চালিয়েছে। অতএব যেখানে সে প্রতি-রক্ষামূলক অপারেশন চালাতে যাচ্ছে সে জায়গাটাকে সে ভাল মতো চেনে। আকাশপথে নাৎসী বাহিনীকে সহায়তা করার জন্যে ৬নং লুফতফ্লোতেনের সমস্ত স্কোয়াড্রনগুলি ও ১নং ও ৪নং লুফতফ্লোতেনের অংশবিশেষ অর্থাৎ সব মিলিয়ে ১৩১০টি যুদ্ধবিমান নিয়োজিত হয়। পোলোৎস্ক, ভিতেবস্ক ওর্শা, মোগিলেভ, বব্রুইস্ক ও কোভেলে প্রধান জার্মান বাহিনীকে মোতায়েন করা হয় এবং তাদের কাজ হবে শত্রু আক্রমণের সুবিধাজনক ও সম্ভাব্য অবস্থানগুলিকে রক্ষা করা

বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েণ্টে শত্রু ২৫০ থেকে ২৭০ কিঃ মিঃ গভীরতা বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রতিরক্ষা লাইন ও বলয়যুক্ত এক সুসংগঠিত জমাট রক্ষাব্যূহ নির্মাণ করেছে। যেখানে বেশির ভাগ লোকবল ও সরঞ্জাম জড়ো করা হয়েছে—সেই রণকৌশলগত প্রতিরক্ষা বলয়টিকে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে তৈরী করা হয়। জার্মান প্যান্থার বলে কথিত প্রধান প্রতিরক্ষা লাইনটি এরকম বিভিন্ন বলয় নিয়ে গঠিত। এবং সেটা বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েণ্টের উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব সীমান্ত বরাবর চলে গিয়েছে। প্রধান প্রতিরক্ষা বলয়টি দুই থেকে তিনটি অবস্থান ক্ষেত্র নিয়ে গঠিত এবং প্রতিটি অবস্থান ক্ষেত্রে দুই থেকে তিনটি মজবুত পরিখা বর্তমান। প্রধান প্রতিরক্ষা বলয়ের অগ্রবর্তী ঘাঁটি থেকে সাত থেকে দশ কিঃ মিঃ দূরে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা বলয় গঠিত হয়। এই দুটি বলয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলিতে কামান রাখার ঘূর্ণমান সাঁজোয়া মঞ্চ, প্রীফ্যাব ফেরো—কংক্রীটে গাঁথা ভারী কামান বসানর মঞ্চ, পিলবক্স ও ব্লক হাউস প্রভৃতি নির্মিত হয়। রণকৌশলগভ প্রতিরক্ষা বলয়েব অন্তর্গত মানুষের আবাসভূমিকে শক্ত ঘাঁটি ও প্রতিরোধ কেন্দ্রে পরিণত করা হয়।

রণনৈতিক প্রতিরক্ষা বলয়ে নাৎসীরা—সেনাবাহিনী, মধ্যবর্তী ও পশ্চাৎভূমি-এই তিন ধরনের প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তোলে। তারা এই উদ্দেশ্যে অরণ্য ও জলাভূমিকে বেশ যুৎসই ভাবে কাজে লাগায। হ্রদ, নদী, জলাভূমি, অরণ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের অস্তিত্বের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেই তবে সুরক্ষিত প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণের কারিগরি বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ দ্নিপার, দ্রুত ও বেরেজিনরে মতো নদী যাদের লাগোয়া প্রশস্ত জলাভূমি রয়েছে-সেসব

নদীর পশ্চিম তীরে প্রতিরক্ষাব্যূহ খাড়া করা হয়। নাৎসী কম্যাণ্ডের ধারণার অরণ্য ও জলাভূমি অধ্যুষিত জায়গা প্রতিরক্ষা সংগ্রামের পক্ষে সহায়ক; কারণ এসব ক্ষেত্রে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর স্বচ্ছন্দ চলাফেরা ব্যাহত হবে এবং তারা সড়ক বরাবর আক্রমণ করতে বাধ্য হবে এবং তার মোকাবিলায় শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাঁটি তৈরী থাকবে। বিয়েলোরুশিয়ার কেন্দ্রাভিমুখী সমস্ত প্রধান দিকেই রয়েছে বিভিন্ন শহর; যথা দ্ভিনা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত ভিতেবস্ক, ওর্শা, মোগিলেভ, রোগাচেভ এবং ঝ্লোবিন দ্নিপার নদীর তীরে অবস্থিত এবং বেরেঝিনা নদীর তীরবর্তী বোব্রুইস্ক। এই শহরগুলিকে আসলে রেখেছে নাৎসী রক্ষাব্যূহের অগ্রবর্তী ঘাঁটি এবং প্রতিটি শহরে পরিখা খনন করে। পিলবক্স ও ব্লকহাউস বানিয়ে জায়গাটাকে রীতিমতো দুর্গে পরিণত করা হয়।

বিয়েলোরুশীয় রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অপারেশনটি ইতিহাসের ব্যাগরেশন সাংকেতিক নামে অভিহিত। এই অপারেশনটি—বিশাল পরিধি, অসামান্য সামরিক ও রাজনৈতিক ফলাফল। শত্রুকে উৎসাদিত করার জন্যে অবলম্বিত বিভিন্ন পন্থা এবং শত্রু উৎসাদনের অদম্যসংকল্প প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম বৃহত্তম রণনৈতিক অপারেশনটি মূলতঃ মিনস্ক-ওয়ারশ রণাঙ্গন জুড়ে সংসাধিত হয়। এই অপারেশনটিতে উভয় পক্ষে ২৬ লক্ষ্য সৈন্য, ৪১ হাজার ছশোর বেশি কামান ও মর্টার, ৬১০০ ট্যাংক এবং আক্রমণ চালাবার কামান ও ৬৩০০ যুদ্ধ বিমান অংশগ্রহণ করে। পশ্চিম দ্ভিনা নদী থেকে প্রিপিয়াৎ নদী পর্যন্ত এক হাজার কিঃ মিঃ দীর্ঘ ও দ্নিপার থেকে ভিশ্চুলা ও নারেয়ু পর্যন্ত ৬০০ কিঃ মিঃ প্রস্থ বিশাল রণাঙ্গন জুড়ে এই যুদ্ধ চলতে থাকে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড যখন ১৯৪৪ সালের ১২ই এপ্রিল-ঐ বৎসরের গ্রীষ্ম-শরৎ অভিযানের ছক তৈরী করতে বসেন তখনই বিয়েলোরুশীয় রণনৈতিক অপারেশন কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেন। সর্বাধিনায়ক জে. ভি. স্টালিন জেনারেল স্টাফকে ঐ অপারেশনের মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করতে বলেন এবং ঐ প্ল্যান অনুযায়ী আক্রমণ-অভিযানের জন্যে ফ্রন্ট গঠন এবং সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম সমাবেশের কাজও সেরে রাখার কথা বলেন।[3] এভাবে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে, একই সঙ্গে জেনারেল স্টাফ ও ফ্রন্ট হেড কোয়ার্টার স্তরে বিয়েলোরুশীয় অপারেশনের পরিকল্পনা তৈরী হয়।

অপারেশন ব্যাগরেশনের ছক মোটামুটিভাবে মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়। ২২শে মে থেকে ২৪শে মে সংশ্লিষ্ট ফ্রন্টের অধিনায়কদের উপস্থিতিতে, জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের সভায় খসড়া পরিকল্পনাটি খুঁটি-নাটিসহ আলোচিত হয়। ৩০শে মে কয়েকটি নির্দিষ্ট সংশোধনী সহ পরি-কল্পনাটি সর্বাধিনায়কের অনুমোদন লাভ করে এবং ৩১শে মে ফ্রন্টগুলিকে যুদ্ধের জন্য তৈরী থাকার নির্দেশ পাঠান হয়।

বিয়েলোরুশীয় অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড—শত্রু সেনা গ্রুপের যুদ্ধ করার সামর্থ্য, তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি ও জলাজঙ্গলা জায়গা পার হবার সমস্যা প্রভৃতি—বাস্তব দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেন।

প্রথম বাল্টিক ফ্রণ্ট এবং প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্ট—মোট এই চারটি ফ্রণ্টকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড বিয়েলোরুশীয় অপারেশনের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই ফ্রণ্টগুলির আওতায় রয়েছেঃ কুড়িটি পদাতিক আর্মি, দুটি ট্যাঙ্ক আর্মি, পাঁচটি বিমান আর্মি, বারটি স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক কোর এবং তিনটি ক্যাভেলরী কোর। তাছাড়া একটি দূর পাল্লা বোমারু বিমানবহর, দ্নিপার ফ্লোটিলা ও বিয়েলোরুশীয় পার্টিজানবাহিনী এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করবে। ২৪ লক্ষ সৈন্য, ৫২০০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয় কামান, ৫৩০০ যুদ্ধ বিমান, ৩৫ হাজার চারশ কামান ও মর্টার নিয়ে সোভিয়েত সেনা গ্রুপটি গঠিত। অপারেশন ব্যাগরেশনের মতো ইতিপূর্বে কোন একটি মাত্র অপারেশনে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আওতায় এত কামান, ট্যাংক ও বিমান ছিল না।

এত বিশাল সৈন্য ও সরঞ্জাম সমাবেশের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর তুলনায় লোকবলে দ্বিগুণ এবং কামান, ট্যাঙ্ক ও বিমান বলে তিন থেকে চার গুণ সংখ্যাগত প্রাধান্য অর্জন করে।

অপারেশন ব্যাগরেশনের আশু কর্তব্য হবেঃ শত্রুর আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের মূল বাহিনীকে খতম করা ; রাজধানী মিনস্ক সহ বিয়েলোরুশিয়াকে নাৎসী হানাদারদের কবল মুক্ত করা এবং বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েণ্টকে নির্মূল করা। তারপর শত্রুর অগ্রসরমান রিজার্ভ বাহিনীকে ধ্বংস করার পর কাউনাস-বিয়ালিস্টোক-লুবলিন লাইন পর্যন্ত পৌঁছে—উক্রাইনের পশ্চিমাঞ্চল, বাল্টিক অঞ্চল, পূর্ব প্রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের দিকে নতুন পর্যায়ে আক্রমণ শুরু করার অবস্থা তৈরী করতে হবে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড রচিত পরিকল্পনাটির মর্মার্থ হচ্ছেঃ ছটি সেক্টরে চারটি ফ্রণ্টের জোরালো আঘাতের মাধ্যমে শত্রু ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে দিতে হবে—তারপর ভিতেবস্ক ও বোব্রুইস্ক অঞ্চলে সমবেত বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েণ্টের পার্শ্বভাগের নাৎসী সেনাদলকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করতে হবে। সেখান থেকে মিনস্কের দিকে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের মূল বাহিনীকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে হবে। সবশেষে আক্রমণাত্মক শক্তি নিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমসীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হতে হবে।

এই অপারেশনের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে-১৬০ থেকে ১৮০ কিঃ মিঃ গভীরতা পর্যন্ত ফ্রণ্টের কর্তব্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড

সুনির্দিষ্ট করে দেন। পরবর্তী কর্মসূচী আক্রমণ চলাকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে ও আক্রমণধারার পারম্পর্য রক্ষা করে স্থির হবে। জেনরেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড ফ্রণ্টগুলিকে সতর্ক ভাবে অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে বলেন—তাঁরা যেন আক্রমণ সফলভাবে প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকে নিপুণভাবে ঘিরে ফেলার দিকটা খেয়াল রাখেন এবং পরিবেষ্টিত শত্রুসেনা পুরোপুরি নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত মূল সেনাবাহিনীকে আক্রমণ বন্ধ করার নির্দেশ না দেন। আক্রমণের মাধ্যমে যেন শত্রু ব্যূহের গভীরে জোরালো আঘাত হানা হয় যাতে নাৎসী কম্যাণ্ড আবার রক্ষাব্যূহ গড়ে তোলার সুযোগ না পায়।

অপারেশনের মূল ছক অনুযায়ী, ভিতেবস্কের উত্তর-পশ্চিমের শত্রুব্যূহ ভেদ করে পশ্চিম দ্ভিনা নদী পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে মূল বাহিনীর মাধ্যমে লেপেল ও মলোডেকনো রণাঙ্গনে আক্রমণ হানার ভার পড়ে জেনারেল আই. খ. বাগরামিয়ান পরিচালিত প্রথম বাল্টিক ফ্রণ্টের উপর। তারপর সেখান থেকে এই ফ্রণ্টের অন্তর্গত সেনাবাহিনীর একাংশ সেন্নোর দিকে এগিয়ে যাবে এবং তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের সঙ্গে এক যোগে ভিতেবস্ক অঞ্চলের শত্রু সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলে বিধ্বস্ত করবে।

এই সাধারণ ছক অনুযায়ী ফ্রণ্টের অধিনায়ক সিদ্ধান্ত করেন যে, ৬নং গার্ড আর্মি ও ৪৩নং আর্মির পাশাপাশি দুটি বাহু নাৎসী রক্ষাব্যূহের ২৫ কিঃ মিঃ বিশিষ্ট একটি সেক্টরে ফাটল সৃষ্টি করবে। এই আর্মি দুটির প্রধান বাহিনী লেপেলের দিকে এগিয়ে যাবে। ৪৩নং আর্মির একটি অংশ ভিতেবস্ক অঞ্চলে শত্রু সেনা গ্রুপকে ঘিরে ফেলার কাজে তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করবে। অপারেশন চালাবার জন্যে ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীকে এক সারিতে সাজান হয়। আক্রমণের সাফল্যকে প্রসারিত করার জন্যে ট্যাংক কোর হবে গতিশীল বাহিনী। সমস্ত আর্মিগুলি একটি মাত্র লাইনে সমাবেশিত হয়। ৩নং বিমান আর্মির বিমান বহরগুলিকে ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীকে আকাশপথে সহায়তা করার ভার দেওয়া হয়। শত্রুব্যূহের যেখানটায় ভেদ করা হবে সেই নির্ধারিত সেক্টরে (যার আয়তন সমগ্র রণাঙ্গনের ১৫.৬ শতাংশ) পঁচাত্তর শতাংশ রাইফেল ডিভিসন, আটাত্তর শতাংশ ট্যাংক ও স্বয়ংক্রিয় কামান এবং শতকরা ছিয়াত্তর শতাংশ ফিল্ডগান ও মর্টার জড়ো করা হয়।

এই অপারেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জেনারেল আই. ডি. চের্নিয়াখভস্কি পরিচালিত তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের জন্যে নির্ধারিত হয়। এই ফ্রণ্টের কাজ হবে শত্রু রক্ষাব্যূহের দুটি সেক্টরে ফাটল সৃষ্টি এবং প্রথম বাল্টিক ও দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের সহযোগিতায় ভিতেবস্ক-ওর্শা অঞ্চলের শত্রু সেনা গ্রুপকে বিধ্বস্ত করা। তাদের পরবর্তী কাজ হবে অর্জিত সাফল্যকে আরো প্রসারিত করে বেরেজিনা নদী পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া।

ফ্রণ্ট-অধিনায়কের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উত্তর ও দক্ষিণ—এই দুটি শক্ গ্রুপ ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীর কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়। ৩৯নং ও ৫নং আর্মি এবং যান্ত্রিক ও ক্যাভেলরী গ্রুপ নিয়ে উত্তরাঞ্চলীয় শক্‌গ্রুপটি গঠিত হয়।[৫] তাদের কাজ হবে ১৮ কিঃ মিঃ চওড়া একটি সেক্টরে ব্যূহভেদ করা এবং মূল বাহিনী নিয়ে বোগুশেভস্ক-সেন্নোর দিকে এগিয়ে যাওয়া। ভিতেবস্ক অঞ্চলের শত্রুসেনা সমাবেশকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করার জন্যে ৩৯নং আর্মির একাংশ নিয়োজিত হয়। ১১নং ও ৩১ নং পদাতিক আর্মি নিয়ে গঠিত দক্ষিণাঞ্চলীয় শক্ গ্রুপটির উপরও ১৯ কিঃ মিঃ চওড়া একটি সেক্টর ভেদ করা এবং বরিশেভের দিকে মিনস্ক রাজপথ বরাবর অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তার একটা অংশের উপর ওর্শার দিকে এগিয়ে যাবার ভার দেওয়া হয়। ফ্রণ্টের আওতায় অভিযানকে দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে—যান্ত্রিক ক্যাভেলরী গ্রুপ ও ৫নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি নিয়ে শক্তিশালী এক গতিশীল বাহিনী গঠন করা হয়। ছক অনুযায়ী অপারেশনের দ্বিতীয় দিনে যান্ত্রিক ক্যাভেলরী গ্রুপকে যুদ্ধে নিযুক্ত করার কথা এবং তাদের কাজ হবে বরিশভের উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে বেরেঝিনা নদীর পারঘাটা দখল করা। আক্রমণের তৃতীয় দিনে শত্রু ব্যূহে সৃষ্ট ফাটলের মধ্য দিয়ে ৫নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি এগিয়ে যাবে। শত্রুব্যূহ ভেদ করে পদাতিক বাহিনী কত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাবে তার উপর নির্ভর করবে ট্যাঙ্ক বাহিনীর ভূমিকা। এই ব্যাপারে দুটি বিকল্প স্থির হয়। তারা হয়, মিনস্ক রাজপথ বরাবর অপারেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে যে সেক্টরে দক্ষিণাঞ্চলীয় শক্ গ্রুপ অপারেশনরত (অর্থাৎ ১১নং গার্ড ও ৩১নং আর্মির সংযোগ কেন্দ্রে)—সেখানে নিয়োজিত হবে ; নয়তো যে সেক্টরে উত্তরাঞ্চলীয় শক্ গ্রুপ অপারেশনরত সেখানে নিয়োজিত হবে এবং তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে টলোচিনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং পরবর্তীকালে মিনস্ক রাজপথে গিয়ে পেঁছিবে।

সেক্টরের যে দুটি অংশ ব্যূহ ভেদ করার জন্যে নির্ধারিত তার আয়তন সমগ্র সেক্টরটির (যে সেক্টরের দিকে ফ্রণ্টের সেনাবহিনী অগ্রসরমান) আয়তনের ২৩·৬ শতাংশ এবং সেখানে ফ্রণ্টের সমস্ত ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ বাহিনীর আশি শতাংশ জমায়েত করা হয়। সেখানে বিশাল লোকবল ও সমরোপকরণ সমাবেশের মাধ্যমে অপারেশনটি জমাট বন্দী করা হয়। ব্যূহভেদের জন্যে নির্ধারিত অঞ্চলে প্রতি কিলোমিটারে ১৫৬টি কামান ও মর্টার এবং পদাতিক বাহিনীকে সহায়তা করার জন্যে ১২ থেকে ২০টি ট্যাঙ্ক নিয়োজিত হয়। আক্রমণরত স্থলবাহিনীর সহায়তা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্যে ১নং বিমান আর্মির ইউনিটগুলিকে পাঠানো হয়।

কর্নেল জেনারেল জি. এফ. ঝাকারভ পরিচালিত দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীর জন্যে জেনারেল হেড কোয়ার্টারের নির্ধারিত কাজগুলি হচ্ছেঃ তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের বামবাহু ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের

দক্ষিণ বাহুর সঙ্গে একযোগে সেখানকার শত্রুসেনাগ্রুপকে ধ্বংস করে মোগিলেভ মুক্ত করা ও পশ্চিমদিকে সফল অভিযান চালিয়ে বেরেঝিনা নদী পর্যন্ত পৌঁছান।

দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের আর্মিগুলি মোগিলেভ ও মিনস্ক বরাবর আক্রমণ চালিয়ে, যত বেশি সম্ভব শত্রু সৈন্যকে বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েন্টের কেন্দ্রস্থলে আবদ্ধ করে রাখবে। তাছাড়া তারা, মিনস্কের পূর্বদিকে শত্রুর আর্মি-গ্রুপ সেণ্টারের মূল বাহিনীকে ঘিরে ফেলার কাজে প্রথম ও তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীকে সর্বতোভাবে সহায়তা করবে।

ফ্রন্ট-অধিনায়ক স্থির করেন যে, অন্যান্যবাহিনীর সহযোগিতায় ৪৯নং আর্মিকে বার কিলোমিটার প্রশস্ত এক ফাটল শত্রুব্যূহে সৃষ্টি করতে হবে। ফ্রন্টের রাইফেল ডিভিসনগুলির পঞ্চাশ শতাংশ, মোট গোলন্দাজ বাহিনীর ষাট শতাংশ ও ট্যাঙ্কের আশি শতাংশ নিয়ে বিশেষ সেনাবাহিনীটি গঠিত হয়। মোগিলেভ দখল করে ফ্রন্টের শক্ গ্রুপকে বেলিনিচি ও বেরেঝিনোর দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এক লাইন বরাবর ফ্রন্টটিকে সাজান হয়। দুটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড এবং একটি রাইফেল ডিভিসন নিয়ে একটি গতিশীল গ্রুপ গঠিত হবে। ৪নং বিমান আর্মি সেনাবাহিনীকে আকাশপথে সহযোগিতা করবে।

অপারেশন ব্যাগরেশনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আরোপিত হয় মার্শাল কে. কে. রকসোভস্কি পরিচালিত প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের উপর। বোব্রুইস্ক অঞ্চলের শত্রু সেনাগ্রুপকে ধ্বংস করে মিনস্কের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবার ভার পড়ে এই ফ্রন্টের দক্ষিণবাহুর সেনাবাহিনীর উপর। তারই সঙ্গে এই বাহিনীকে মোগিলেভে শত্রুসেনা গ্রুপকে ধ্বংস করার কাজে দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টকে সহায়তা করতে বলা হয়। এই ফ্রন্টের বামবাহুর সেনাদল সক্রিয় অপারেশনের মাধ্যমে শত্রু সেনাদলকে নিষ্ক্রিয় করে রাখবে এবং কোভেল অভিমুখী আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নেবে।

মার্শাল কে. কে. রকসোভস্কি স্থির করলেন যে ফ্রন্টের দক্ষিণ বাহুর সেনা-বাহিনী ব্রোব্রুইস্কের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সেক্টর দুটিকে ভেদ করবে এবং সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে শহরের নিকটবর্তী শত্রুসেনা গ্রুপকে ধ্বংস করবে। পরবর্তী কালে ফ্রন্টের মূলবাহিনী পুখোভিচি, অসিপওভিচি এবং স্লুৎস্ক অঞ্চলে পৌঁছে যাবে। এই কাজ সংসাধিত করার জন্যে ৩নং ও ৪৮নং আর্মি এবং ৯নং ট্যাঙ্ক কোর নিয়ে উত্তরাঞ্চলীয় এবং ৬৫নং ও ২৮নং আর্মি, ১নং গার্ড ট্যাঙ্ক কোর এবং একটি যান্ত্রিক ক্যাভেলরী কোর নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলীয় শক্ গ্রুপ গঠিত হয়।

ফ্রন্টের সেনাবাহিনীকে একটি লাইন বরাবর সাজান হয়। যান্ত্রিক ক্যাভেলরী গ্রুপ হল ফ্রন্টের গতিশীল গ্রুপ। পরিস্থিতির বিচারে, শক্ গ্রুপ হয় বোব্রুইস্ক অথবা স্তারিয়ে ডরোগি ও স্লুৎস্ক বরাবর আক্রমণ চালাবে। ফ্রন্টের আর্মিগুলিকে এক লাইন অথবা দুই লাইন বরাবর সাজান হয়। ফ্রন্টের অপারেশনে যে ৩নং

ও ৬৫নং মুখ্য ভূমিকা পালন করবে—তার গতিশীল গ্রুপ হিস্যবে ভূমিকা নেবে ট্যাঙ্ক কোর। ফ্রন্টের মোট রাইফেল ডিভিসনের ৬২ শতাংশ, গোলন্দাজবাহিনীর ৭২ শতাংশ, সমস্ত ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয় কামানকে ব্যূহ ভেদের জন্যে নির্ধারিত সেক্টরে মোতায়েন করা হয়। ১৬ নং বিমান আর্মিকে ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

ফ্রন্টের বিমান বাহিনীর উপর বিশাল ও কঠিন দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। বিমান বাহিনীকে আকাশে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে রণাঙ্গনে ও পশ্চাৎভূমিতে শত্রুপক্ষের লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমারু ও জঙ্গীবিমানের মাধ্যমে আঘাত হানতে হবে। স্থলবাহিনী যখন শত্রুব্যূহ ভেদ করবে ও অপারেশনের সাফল্যকে প্রসারিত করবে—তখন বিমান বাহিনী হবে তাদের সহায়ক। তাছাড়া বিমানবাহিনী শত্রু রিজার্ভবাহিনী স্বচ্ছন্দ চলাফেরাকে ব্যাহত করবে—নাৎসী বাহিনীর সুপরিকল্পিত অপসারণকে বানচাল করবে ও আকাশপথে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ কার্য চালাবে।

পার্টিজান বাহিনীর জন্যেও কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কাজ, জেনারেল হেড-কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ডের পক্ষ থেকে স্থির করা হয়। তারা সক্রিয়ভাবে শত্রুর পশ্চাৎভূমিতে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করবে; তার সদর দপ্তরগুলি ধ্বংস করবে; শত্রুসৈন্য ও সমরোপকরণ বিনষ্ট করবে। পর্য-বেক্ষণমূলক হানাদারী চালাবে; তারা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকেন্দ্র, সেতুমুখ ও নদীর পারঘাটা সমস্ত দখল করবে এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে সেগুলিকে আগলে রাখবে। তারা শহর, রেলওয়ে জংশন ও রেলস্টেশন প্রভৃতি শত্রুমুক্ত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে সহায়তা করবে। তাছাড়া তারা জনাকীর্ণ এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ জার্মানীতে সোভিয়েত নাগরিকদের স্থানান্তর রোধ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং সেতুগুলিকে শত্রুর ধ্বংস প্রচেষ্টা থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করবে।

অপারেশন ব্যাগরেশনের আক্রমণাত্মক অভিযানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফ্রন্টের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্যে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ডের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ফ্রন্টে প্রতিনিধি পাঠান হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জেনারেল স্টাফের প্রধান মার্শাল এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি আসেন প্রথমে বাল্টিক ও তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে। সহকারী সর্বাধিনায়ক মার্শাল জি. কে. ঝুকভ দ্বিতীয় ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের আক্রমণাত্মক অভিযানের তত্ত্বাবধান করেন। জেনারেল স্টাফের অপারেশন বিভাগের প্রধান, জেনারেল স্টাফের অপারেশন বিভাগের প্রধান, জেনারেল এস. এম. স্তেমেঙ্কো সৈন্যবাহিনী পরিচালনায় সহায়তা করার জন্যে দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত হন। বিমান বাহিনী ও স্থলবাহিনীর কাজের সমন্বয়সাধনের জন্যে আসেন চীফ্ এয়ার মার্শাল এ. এ. নভিকভ ও এয়ার মার্শাল এফ. ইয়ে ফালালেইয়েভ। তাঁরা

দুজন জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ডের পক্ষ থেকে বিমানবাহিনীর প্রতিনিধি।

অপারেশন ব্যাগেরেশন রচনার অভিজ্ঞতাটিও নানা কারণে অনুধাবনযোগ্য। প্রথমত পরিকল্পনাটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির যাবতীয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামরিক খুঁটিনাটি দিক সতর্কভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় ও সেগুলিকে কাজে লাগান হয়। রণাঙ্গনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তথা শত্রুর দুর্বলতম জায়গায় সোভিয়েত সেনাবাহিনী আক্রমণ হানে। গোড়া থেকেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুকে ঘেরাও করার অবস্থান অধিকার করে থাকে এবং তার ফলে অপারেশনের মূল লক্ষ্যও সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত হয়। সেটা হল: স্যালিয়েন্টের পার্শ্বভাগে ও পরে তা কেন্দ্রস্থলে আঘাত হেনে শত্রুকে প্রথমে ঘিরে ফেলা ও তারপর তাকে নির্মূল করা।

সমগ্র অপারেশনের মূল ভূমিকা পালন করবে তৃতীয় ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট। তাদের কাজ হবে ভিতেবস্ক ও বোব্রুইস্ক অঞ্চলের শত্রুব্যূহে পার্শ্বভাগের শক্তিশালী সেনা সমাবেশকে উৎসাদন করা এবং তারপর মিনস্কের দিকে সাঁড়াশি অভিযানের মাধ্যমে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর সমগ্র রণকৌশলগত প্রতিরক্ষাবলয়ে মোতায়েন আর্মিগ্রুপ সেন্টারের মূলবাহিনীকে ঘিরে ফেলে নিঃশেষ করা। তাই এই ফ্রন্ট দুটিকেই সবচেয়ে বেশি লোকবল ও সরঞ্জাম দিয়ে শক্তিশালী করা হয়। সেনাবাহিনীর ৬৫ শতাংশ, গোলন্দাজ বাহিনীর ৬৩ শতাংশ, ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয়-কামানের ৭৬ শতাংশ, বিমানবাহিনীর ৭৩ শতাংশ—অর্থাৎ চারটি ফ্রন্টের সম্মিলিত শক্তির সিংহভাগ নিয়ে এই ফ্রন্ট দুটি গঠিত। বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েন্টের কেন্দ্রস্থলে শত্রুকে পরিবেষ্টিত করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের আওতায় শক্তিশালী গতিশীল সেনাগ্রুপ গঠিত হয়।

প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের কাজও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। লেপেলের দিকে এগিয়ে গিয়ে—তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের মূলবাহিনীর অর্জিত সাফল্যকে আরো প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করাই হচ্ছে এই ফ্রন্টের কাজ। প্রথম ও তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করবে—কেন্দ্রস্থলে অবস্থানকারী দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট।

শত্রুরক্ষা রক্ষাব্যূহের ছটি সেক্টরের ১০৩ কিঃ মিঃ প্রশস্ত জায়গা অর্থাৎ বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েন্টের মোট দৈর্ঘ্যের ১৬.৩ শতাংশ জায়গা ভেদ করার জন্য নির্ধারিত হয়। তার ফলে শত্রুবাহিনীকে টুকরো টুকরো করা ও পরে বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে নিঃশেষ কয়া সহজ হবে। ব্যূহভেদের জন্যে নির্ধারিত জায়গাগুলিতে ফ্রন্টের লোকবল ও সাজসরঞ্জামের বিপুল সমাবেশ ঘটান হয়। ফ্রন্টলাইনের প্রতি কিলোমিটার ১৫০ থেকে ২০৪টি কামান ও মর্টার এবং পদাতিক বাহিনীকে সহায়তাদানের জন্যে বার থেকে কুড়িটি ট্যাঙ্ক জড়ো করে অপারেশনের শক্তিকে

জমাটবন্দী করা হয়। অপারেশনকে জোরদার করার জন্যে ট্যাঙ্ক ইউনিট ও ট্যাঙ্ক বহর সংশ্লিষ্ট সেক্টরে আমদানি করা হয়। নাৎসী সেনাদল কঠিন প্রতিরক্ষা-সংগ্রামে পারঙ্গম এবং তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের কৌশলগত অঞ্চলে বিপুল শক্তি সমাবেশিত—তাই আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটিকে জবরদস্ত করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। তাই সমস্ত ফ্রন্টের বেশিরভাগ আর্মিকে অপারেশনের জন্যে একটি মাত্র লাইনে সাজানো হয় এবং গোলাবর্ষণের সমস্ত হাতিয়ার ও শক্ বাহিনীকে সে জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা হয়। শত্রুর রক্ষাব্যূহের উপর প্রচণ্ড ধাক্কা দেবার উদ্দেশ্যে রাইফেল কোর ও ডিভিসনগুলিকে জমাটবন্দী করা হয়।

বিয়েলোরুশীয় অভিযানের প্রস্তুতি পর্বের অভিজ্ঞতাও অনুধাবনযোগ্য। প্রস্তুতিপর্বের মেয়াদ সবসুদ্ধ একমাস এবং ঐসময়ের মধ্যে নানাধরনের জটিল ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

রণাঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্রের সমাবেশ ঘটান হয় এবং ফ্রন্ট ও আর্মির আওতায় শক্ সেনাগ্রুপ সৃষ্টি করা হয়। ১লা থেকে ২৩শে জুনের মধ্যেই শুধু ৭৫ হাজার রেলকামরা ভর্তি সৈন্য সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রই এসে পৌঁছয়। জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড নিজস্ব রিজার্ভ ও সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের অন্যত্র থেকে—৫২টি রাইফেল ও ক্যাভেলরী ডিভিসন, চারটি পদাতিক আর্মি, দুটি ট্যাঙ্ক আর্মি, দু'টি স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক কোর, তেত্রিশটি বিমান ডিভিসন, বিপুল সংখ্যক গোলন্দাজদল ও ইউনিট এবং দু'লক্ষ দশ হাজার বদলী সৈন্য বিয়েলোরুশীয় রণাঙ্গনে স্থানান্তর করে। এধরনের রণনৈতিক পুনর্বিন্যাসের ফলে, অপারেশন শুরু হওয়ার সাত সপ্তাহ আগে ফ্রন্টগুলির যুদ্ধক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়ঃ ট্যাঙ্ক—চার গুণের বেশি, গোলন্দাজ বাহিনী—৮৬ শতাংশ, বিমান—৬২ শতাংশ ইত্যাদি। সর্বসাকুল্যে, এক হাজার কিঃ মিঃ প্রশস্ত জায়গায় অর্থাৎ সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের মোট দৈর্ঘ্যের ২৬ শতাংশের জন্যে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড মোট সামরিক শক্তির অন্তর্গত সক্রিয় সৈন্যবাহিনীর ৪০ শতাংশ, গোলন্দাজ বাহিনীর ৪৮ শতাংশ, ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয় কামানের ৭৭ শতাংশ ও যুদ্ধ বিমানের ৫৩ শতাংশ সমাবেশিত করেন। তার ফলে সোভিয়েতের শত্রুর তুলনায় সংখ্যাগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

অপারেশনের ক্ষেত্রে আকস্মিক চমক সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৪৪ সালের ২৯শে শত্রুর কাছে আক্রমণের প্রস্তুতি সংক্রান্ত সবকিছুকে সতর্কভাবে গোপন করার উপর জোর দিয়ে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড ফ্রন্টগুলিকে নির্দেশ পাঠান। আক্রমণ নয় আত্মরক্ষার জন্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছে—এ ধরনের ধারণা সৃষ্টির জন্যে জেনারেল হেড-কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড, বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টগুলিকে চল্লিশ কিঃ মিঃ গভীর তিনটি প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণ, ঘাঁটিগুলির কারিগরি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং

জনাকীর্ণ অঞ্চলগুলিকে সর্বাত্মক প্রতিরক্ষা সংগ্রামের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। ফ্রন্ট, আর্মি ও ডিভিসনের পত্র-পত্রিকায় শুধু প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। সমস্ত মৌখিক প্রচারের মূল সুর হল—অধিকৃত জায়গাকে আঁকড়ে থাকতে হবে।

সমস্ত রকমের ছদ্মাবরণ বা ক্যামুফ্লেজ অবলম্বন করে এবং সমস্ত প্রকার সতর্কতা-বিধি মেনে সৈন্যবাহিনীকে অকুস্থলের ৪০০ থেকে ৯০০ কিঃ মিঃ দূরে জমায়েত করা হয়। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম-শরৎ অভিযানের মতো এই অভিযানের ক্ষেত্রেও শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্যে নানা পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। যেমন আক্রমণের জন্যে নির্ধারিত ৩নং গার্ড ও ২নং ট্যাঙ্ক আর্মি এবং কতকগুলি দূরপাল্লা-বিমানবহর—বিয়েলোরুশীয় আক্রমণাত্মক অভিযানের পূর্বে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তিক বাহুর আওতায় ছিল। রাত্রিবেলাতেই কেবল ব্যূহভেদের জন্যে নির্ধারিত সেক্টরে স্থল সেনাবাহিনীর ইউনিট ও বিভিন্ন অংশকে জড়ো করা হত। ফ্রন্ট ও আর্মির শক্ গ্রুপগুলি জমায়েতের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চল-গুলি বিমানধ্বংসী ব্যবস্থার আওতায় সুরক্ষিত ছিল। সৈন্য সমাবেশের জায়গা-গুলির ছদ্মাবরণ ব্যবস্থা প্রতিদিন স্টাফ অফিসাররা নীচের থেকে ও আকাশ থেকে সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে দেখত। দিনের বেলায় প্রতিদিন ফ্রন্ট থেকে ট্রেন বোঝাই নকল ট্যাঙ্ক ও কামান পেছনে পাঠানো হত। রণাঙ্গনের গুরুত্বহীন অংশে কামানগুলিকে জমায়েত করা হয় এবং কয়েক দফা গোলাবর্ষণের পর, সেগুলিকে আবার পেছনে সরিয়ে নেওয়া হয়। নানা জায়গায় মিছামিছি রাস্তা ও চৌমাথা তৈরী করা হয়।

সোভিয়েত কম্যান্ড শত্রুকে বিভ্রান্ত করা ও নাৎসী কম্যান্ডকে বোঝানোর জন্যে যে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মাভিযানের সূত্রে সোভিয়েত বাহিনী প্রধান আঘাত হানবে দক্ষিণদিকে, অগণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ডের নির্দেশে, তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্ট—তার দক্ষিণ বাহুর পেছনে অর্থাৎ কিশিনেভের উত্তরে ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ বাহিনীর মদতপুষ্ট নটি রাইফেল ডিভি-শনের অকারণ সমাবেশ ঘটায়। নকল ট্যাঙ্ক ও কামান এবং কিছু ইতস্ততঃ ছড়ানো বিমানধ্বংসী কামানসহ কৃত্রিম ঘাঁটি সাজান হয়। জঙ্গী বিমানগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাথার ওপর টহল দিতে থাকে। বিয়েলোরুশীয় অপারেশন শুরু করার ঠিক আগে পুসকোভ থেকে কার্পেথীয় পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জোরদার পর্যবেক্ষণ অপারেশন চালিয়ে শত্রুকে মোক্ষম ধোঁকা দেওয়া হয়। এই কাজে প্রথম বাল্টিক, তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সৈন্যদলের সঙ্গে তৃতীয় ও দ্বিতীয় বাল্টিক এবং প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরাও অংশ নেয়।

সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। অপারেশনের

ছক রচনার সঙ্গে জড়িত ছিল মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন। সহকারী সর্বাধিনায়ক, জেনারেল স্টাফের প্রধান ও তাঁর প্রধান সহকারী, অপারেশন বিভাগের প্রধান ও তাঁর অন্যতম সহকারী—মাত্র এই পাঁচজন গোটা পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আসন্ন অপারেশন সংক্রান্ত টেলিফোনে আলাপ, তারবার্তা প্রেরণ প্রভৃতি সংবাদ আদানপ্রদান পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়। ফ্রন্টগুলির রণনৈতিক পরিকল্পনা তৈরীর সঙ্গেও মাত্র দু'তিনজন জড়িত। যা লেখার সব হাতেই লেখা হত এবং সেনানায়করা নিজেরাই রিপোর্ট পেশ করতেন।

এসবের ফলে বিয়েলোরুশীয় অপারেশনের আকস্মিকতার বৈশিষ্ট্য শেষ পর্যন্ত অটুট থাকে। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে নাৎসী কম্যাণ্ড সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মূল আক্রমণ বিয়েলোরুশীয়ায় নয়—দক্ষিণ রণাঙ্গনে প্রত্যাশা করেছিল। সে কারণে নাৎসীরা পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টের ৩৪টি প্যানজার ও মোটরবাহিত ডিভিসন থেকে ২৪টিকে পোলসীর দক্ষিণে মজুত রাখে। নুরেমবার্গ আদালতে OKW অপারেশন বিভাগের প্রধান আলফ্রেড জোডল্ বলেন যে, জার্মান কম্যাণ্ড মনে করেছিল যে রুমেনীয় তৈলক্ষেত্র লক্ষ্য করে রুশ আক্রমণ ফ্রন্টের দক্ষিণ সেক্টর থেকে শুরু হবে। তাই জার্মান প্যানজার বাহিনীর বেশিরভাগকে আর্মিগ্রুপ দক্ষিণের আওতায় জমায়েত করা হয়। OKW চীফ অব স্টাফ, ফিল্ড মার্শাল উইলহেলম্ কাইটেল ১৯৪৪ সালের মে মাসে পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টের সেনানায়কদের সঙ্গে এক বৈঠকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে—শত্রু সেনাসমাবেশ সম্পর্কীয় প্রাপ্ত সংবাদ এবং সামগ্রিক সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচারে মনে হয় যে রুশরা নিশ্চয়ই ফ্রন্টের দক্ষিণাঞ্চলীয় সেক্টরে তাদের মূল শক্তি সমাবেশ করবে, কারণ একসঙ্গে একাধিক প্রধান রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার সামর্থ্য তাদের নেই।

পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টের পরিস্থিতি সম্পর্কীয় ১৯৪৪ সালের ১৩ই জুনের বুলেটিনে বলা হয় যে—আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ভূমিকা আসলে জার্মান কম্যাণ্ডকে বিভ্রান্ত করার জন্যে যাতে সোভিয়েত কম্যাণ্ড কার্পেথীয় পর্বতমালা ও কোভালের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে অনায়াসে রিজার্ভ বাহিনী সরিয়ে নিতে পারে। অবশ্যি এটাও ঠিক যে আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের কম্যাণ্ড সোভিয়েত আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পর্কে সামান্য কিছু খবর পেয়েছিল। তারা কিন্তু আক্রমণের ব্যাপ্তি, আক্রমণ শুরুর নির্ধারিত দিন ও আক্রমণের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে আদৌ অবহিত ছিল না।

সোভিয়েত কম্যাণ্ড এটা ভালোমত জানতেন যে যত শীঘ্র সম্ভব বিয়েলোরুশীয়াকে মুক্ত করার ইচ্ছেটাই সব নয়। এক অভিজ্ঞ ও ধূর্ত শত্রুর বিরুদ্ধে আসন্ন একটানা ও রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের জন্যে চাই দৈনন্দিন কষ্টসাধ্য প্রস্তুতি। সেজন্যে বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। অনুপুঙ্খ সহকারে তা সংসাধিত হয়। পূর্বতন যুদ্ধলব্ধ অভিজ্ঞতাগুলিকে ভাল

করে যাচাই করা হয় ও তার শিক্ষা প্রতিটি সৈন্য, সার্জেণ্ট ও অফিসারকে পেঁছে দেওয়া হয়।

জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রতিনিধি ও ফ্রণ্ট-অধিনায়কদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মানচিত্র সামনে রেখে ও কৃত্রিম যুদ্ধক্ষেত্র তৈরী করে রাইফেল-বাহিনী, গোলন্দাজ, ট্যাঙ্ক ও বিমানবাহিনীর আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সময়, অবস্থান ও লক্ষ্যবস্তুর বিষয়ে বোঝাপড়া তৈরী হয়। ফ্রণ্টের অত্যন্ত কাছাকাছি এসব মহড়া চলতে থাকে। শত্রুব্যূহ ভেদ করার জন্যে নির্বাচিত ডিভিসন ও ইউনিটগুলিকে আক্রমণ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানোর জন্যে বিশেষ ধরনের ফায়ারিং রেঞ্জ তৈরী করে, তাদের সেখানে গুলি চালনার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে থাকে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আনকোরা অফিসার ও সৈন্যদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল কে. কে. রকসোভস্কি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেনঃ 'আমাদের অভিযানের প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ। পরিকল্পনারচিত হবার আগে থেকেই সরেজমিনে বিশেষ করে অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলিতে আমাদের কাজ বিরাট আকারে শুরু হয়ে যায়। সৈন্যরা সাঁতার দিতে শেখে—যে কোন উপায় অবলম্বন করে জলাভূমি ও নদী পার হওয়ার কায়দা রপ্ত করে এবং বনের মধ্যে চলতে শেখে। পাঁকে ডুবে থাকা এলাকা পার হওয়ার জন্যে তারা বিশেষ ধরনের জুতো ব্যবহার করে ; তারা নৌকো ও ভেলা বানায় ; এবং চাকায় ভর করে মেশিনগান, মর্টার ও হাল্কা কামান যাতে গড়িয়ে যেতে পারে তার জন্যে মঞ্চ তৈরী করে। ট্যাঙ্ক চালক ও সৈনিকগণ জলাভূমি-যুদ্ধের বিশেষ কায়দা রপ্ত করে। ইঞ্জিনীয়ারদের সহায়তায় ট্যাঙ্ক চালকরা প্রতিটি ট্যাঙ্কের জন্যে কাঠের গুঁড়ি, তক্তা ও চওড়া খাত পার হওয়ার জন্যে বিশেষ ধরনের পাটাতনের ব্যবস্থা রাখে।'[৬]

সেনাবাহিনীর সেনানায়কদের নিরীক্ষণ কেন্দ্র অগ্রবর্তী ঘাঁটির যথাসম্ভব কাছাকাছি স্থাপিত হয়। ডিভিসনের সেনানায়কদের বেলায় সেগুলিকে হানাদারী ঘাঁটির ৫০০ থেকে ১০০০ মিটার দূরে রাখা হয়। কোর অধিনায়কদের ক্ষেত্রে সেগুলি অগ্রবর্তী ঘাঁটি থেকে ১'৫ থেকে ২ কিঃ মিঃ দূরে এবং আর্মি অধিনায়কদের বেলায় ৩ থেকে ৪ কিঃ মিঃ দূরে স্থাপিত হয়। বেশ কয়েকটি জায়গায় নিরীক্ষণ মঞ্চ খাড়া করা হয়। প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের ফ্রণ্ট লাইনটি বিশাল এবং তদুপরি প্রিপিয়াৎ নদী বরাবর এক প্রশস্ত পাঁকে ডোবা অঞ্চল সেটাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। তাই ফ্রণ্ট লাইনের দুদিকে দক্ষিণে ও বামে দুটি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র খাড়া করা হয়।

অপারেশনের ক্ষেত্রে গোলন্দাজ বাহিনী ও বিমানবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরী হয়। সমস্ত ফ্রণ্টেই যাতে আক্রমণের সময় তাদের

পুরোপুরিভাবে কাজে লাগান হয় তার জন্যে খুঁটিনাটিসহ সব বন্দোবস্ত করা হয়। ১৯৪৩ সালের অপারেশনের তুলনায় এবারে গোলাবর্ষণের মেয়াদ তিরিশ শতাংশ তথা ১২০—১৪০ মিনিট বাড়ানো হয়। দুই সার কামান থেকে একই সঙ্গে শত্রুর দুটি ঘাঁটির উপর ১·৫ থেকে ২ কিঃ মিঃ নিবিড় গোলাবর্ষণ করে পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর আক্রমণকে জোরদার করার ব্যবস্থা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের ক্ষেত্রে এক সার কামানের পরিবর্তে দুই সার কামানের একই সঙ্গে দুটি লক্ষ্য বস্তুর উপর গোলাবর্ষণের ব্যবস্থাটা নজিরবিহীন এবং গোলন্দাজবাহিনীর প্রয়োগের ক্ষেত্রে যুদ্ধবিদ্যায় এটা একটি নতুন সংযোজন। এটাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে দুটি গোলন্দাজ গ্রুপ গঠিত হয়। প্রথম গ্রুপটি যখন শত্রুর প্রধান ও মধ্যবর্তী ঘাঁটিগুলির উপর গোলাবর্ষণ করবে তখন দ্বিতীয় গ্রুপটি আক্রমণের প্রারম্ভিক পর্বে শত্রুর দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করতে থাকবে। প্রথম গ্রুপের গোলাবর্ষণের পাল্লার মধ্যে যখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘাঁটি এসে যাবে তখন দ্বিতীয় গ্রুপের গোলাবর্ষণ চলবে শত্রুকে 'ঠাণ্ডা করার' জন্যে তৃতীয় পর্যায়ের ঘাঁটি লক্ষ্য করে।

বিমান আক্রমণের ক্ষেত্রে ফ্রন্টের আওতায় চারটি বিমান আর্মি ছাড়াও দূর-পাল্লা বিমানবহরকে নিযুক্ত করা হয়। বিমান আক্রমণের মহড়ার সময় ও আক্রমণকারী বাহিনীকে আকাশপথে সহায়তা করার জন্যে বোমারু ও জঙ্গী বিমানগুলি দলে দলে শত্রুর প্রতিরক্ষা ঘাঁটি, কামানশ্রেণী ও রিজার্ভ সেনা সমাবেশের উপর বিশাল হামলা চালাতে থাকে। এক একটি হানাদারীতে ৩০০ থেকে ৫০০ বিমান অংশ গ্রহণ করে।

ফ্রন্টের সৈন্যদল অপারেশনকে সফল করার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে কারিগরি পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ সেরে রাখে। স্যাপার বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট ও ও দল রাস্তা মেরামত করে দূনিপারের ওপর সেতু নির্মাণ করে ও রণক্ষেত্রকে মাইন-মুক্ত করে। শুধুমাত্র প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের এলাকাতেই ৫০০ কিঃ মিঃ নতুন রাস্তা বানানো হয় এবং ৪০০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলকে মাইনমুক্ত করা হয়। ফ্রন্টের পেছনের বিমানবাহিনীর ইউনিটগুলি ফ্রন্ট লাইনের অদূরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত বিমানক্ষেত্রগুলি মেরামত করে কার্যক্ষম করে এবং নতুন বিমানক্ষেত্রও তৈরী করে এবং সে সব জায়গা থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিমানবাহিনী অপারেশন শুরু করে।

সৈন্য চলাচল ও সংগঠনী বিভাগের পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম স্থানান্তরের কাজ দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের নির্দেশে, পাঁচ কিস্তি অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, ১০ থেকে ১২ কিস্তি বিমান ও মোটরযানের জন্যে পেট্রল এবং তিরিশ দিনের খাদ্যরেশন মজুত করা হয়। এইসব স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পরিবহন সমস্যা যে বিকট আকার নিয়েছিল—তা বুঝবার জন্যে একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। যেমন, শুধু এক কিস্তি শেল ও মাইন ফ্রন্ট লাইনে পৌঁছাবার

জন্যে ১৩ হাজার ৫০০ মালগাড়ী দরকার হয়েছিল। এভাবে প্রতিদিন প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের জন্যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি মালগাড়ী ও তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের জন্যে তিরিশটি মালগাড়ী এবং গড়ে একশ মালগাড়ী বোঝাই জিনিস ফ্রন্টে পাঠানো হত।

অপারেশনের প্রস্তুতি পর্বে গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তায় মাটিতে ও আকাশ থেকে নিরীক্ষণ কার্য ভালভাবে সম্পন্ন হয়। তার ফলে আগে থেকেই শত্রুর সেনাসমাবেশ ও তার রক্ষাব্যবস্থার নক্সা সম্পর্কে জানা যায়। শত্রু সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পার্টিজানদের সহায়তা অত্যন্ত মূল্যবান। সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল আই. খ. বাগরামিয়ান লিখেছেন: "আমার মনে আছে পার্টিজানরা কিভাবে পশ্চিম দ্ভিনা নদীর যে অঞ্চলে আক্রমণ চালানোর জন্য নদী পার হওয়া স্থির হয়—তার সম্বন্ধে বিস্তারিত খবরাখবর দিয়ে আমাদের সহায়তা করে। যেসব সেতু অক্ষত রয়েছে এবং যেগুলি নাৎসীরা তৈরী করেছে, নদীর যেখানটায় জল কম এবং সৈন্যরা হেঁটে পার হতে পারবে, যে পথ দিয়ে ট্যাংক ও অন্যান্য যানবাহন যেতে পারবে—এসব আমরা পার্টিজানদের কাছ থেকে জানতে পারি। তাছাড়া সমস্ত সেক্টরগুলি তদন্ত করে কোথায় কোথায় একটু মেরামত করে নিয়ে ৩নং বিমান আর্মির ব্যবহারোপযোগী বিমানক্ষেত্র নির্মাণ করা যায়—সে তথ্যও তারা আমাদের জানায়।"[৭] পার্টিজানরা শত্রু চলাচল সংক্রান্ত যাবতীয় খবর তৎক্ষণাৎ সোভিয়েত সামরিক কম্যান্ডের কাছে পৌঁছে দিত।

ফ্রন্ট ও আর্মির সামরিক পরিষদ, সেনানায়কগণ, রাজনৈতিক মুখপত্র ও হেডকোয়ার্টার, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট ও শাখার পার্টি এবং ইয়াং কমিউনিস্ট লীগের সংগঠন প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও আদর্শগত প্রচারের মাধ্যমে বিয়েলোরুশিয়ার চূড়ান্ত মুক্তির জন্যে সফল যুদ্ধাভিযানের কাজে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। তারা সকলের মনে নাৎসী হানাদারদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উৎপাদন করে। প্রতিদিন পার্টিজান, স্থানীয় লোকজন ও সৈন্যদের যে সমস্ত সভা ও বৈঠক বসত তাতে বিয়েলোরুশিয়ার বুকে নাৎসীরা যে পৈশাচিক তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে সে সম্পর্কে সৈন্যদের ওয়াকিবহাল করা হয়। সৈন্যদের আরো বলা হয় কিভাবে সেখানে নাৎসীরা পাইকারী হারে সন্ত্রাস চালাচ্ছে বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে। প্রতি চার জনের একজনকে হত্যা করা হয়েছে। তিন লক্ষ আশি হাজার মানুষ, যাদের বেশির ভাগই যুবক, যুবতী, দাসশ্রমিক হিসাবে জার্মানীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। বিয়েলোরুশিয়ার বেশির ভাগ শহর ও গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তার শিল্প প্রতিষ্ঠান, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার, মিউজিয়াম, লাইব্রেরী ও থিয়েটার—সবই লুণ্ঠিত এবং তার সমস্ত উচ্চতর বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যেহেতু এই অপারেশনের সময় সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে সোভিয়েত-পোল সীমান্ত অতিক্রম করতে হবে তাই সংশ্লিষ্ট লোকজনদের কাছে সোভিয়েত সেনা-

বাহিনীর আন্তর্জাতিক মুক্তিদাতার ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সোভিয়েত সৈন্যদের মনোবল ও লড়াইয়ের উন্মাদনা অসামান্য রকমের চড়া। সাধারণ সৈন্য থেকে জেনারেল পর্যন্ত সবাই নাৎসী জোয়াল থেকে বিয়েলোরুশিয়াকে মুক্ত করে তার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর।

৩। ভিতেবস্ক, বোব্রুইস্ক ও মিনস্কে অবরুদ্ধ নাৎসীবাহিনীর উৎসাদন

সোভিয়েত সেনাবাহিনী আসন্ন অপারেশন ব্যাগরেশনের জন্যে অধৈর্যভাবে প্রতীক্ষারত। অবশেষে সেই মুহূর্ত এল। ২৩শে জুন সকালে কামানের বজ্র নির্ঘোষে ও বিমান ইঞ্জিনের গুড় গুড় শব্দে আক্রমণের সূচনা ঘোষিত হল।

জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের নির্দেশে পার্টিজানদের সংগ্রামী তৎপরতা বিশেষভাবে তীব্রতর হয়। ২০শে জুনের আগের রাত্রিতে পার্টিজানরা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েণ্ট জুড়ে আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের গোটা রেল চলাচল ব্যবস্থার উপর আক্রমণ চালায়। প্রথম চোটেই তারা চল্লিশ হাজার রেল ধ্বংস করে এবং পরবর্তী দুদিনে আরো কুড়ি হাজার রেল বিনষ্ট হয়। 'রেল যুদ্ধের' ফলাফল অচিরেই প্রকটিত হয় যখন দেখা গেল যে মোক্ষম সময়ে রেল চলাচল ব্যবস্থা অচল হয়ে গিয়েছে। আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাক্তন প্রধান, কর্নেল হার্মান টেস্ক তিক্ততার সঙ্গে লেখেন: "বিশে জুনের আগের রাত্রিতে পার্টিজানরা এক বিরাট অপারেশন চালায়। আমরা গুণে দেখলাম যে রেল লাইনের ১০,৫০০ জায়গায় বিঘ্ন ঘটেছে। ...সামগ্রিক ফল যা দাঁড়াল তা হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে রেল পরিবহন প্রায় অচল হয়ে গেল এবং বিশেষ করে সরবরাহ ব্যবস্থা একেবারে বানচাল হয়ে গেল। এত সম্পত্তি হানি ঘটল যে অন্ততঃ একটা লাইন কোন রকমে মেরামত করে চালু করার জন্যে দ্বিতীয় লাইন তুলে দিয়ে রেল যোগাড় করতে হল।'[৮] আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের অপারেশন বিভাগের অন্যতম অফিসার হার্মান গাকেনহোলৎসও এ বিষয়ে লেখেন: 'বিয়েলোরুশিয়ার দুলক্ষ চল্লিশ হাজার পার্টিজানের অপারেশন শুরু হওয়ার পরই আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের পতন সূচিত হয়। তারা (১৯-২০ শে জুন) এক রাত্রির মধ্যেই মিনস্কের পশ্চিমে দশ হাজার জায়গায় সমস্ত রেল লাইন তুলে ফেলে।"[৯]

অপারেশন ব্যাগরেশান শুরু হওয়ার দশ দিন আগে সোভিয়েত দূরপাল্লা-বিমান বহর আঘাত হানে। যে আটটি বিমান ঘাঁটিতে সোভিয়েত পর্যবেক্ষণ-বিমান শত্রুর বিমান বহরের অস্তিত্ব খুঁজে পায় সে সব জায়গায় তারা প্রচণ্ড হামলা চালায়। সোভিয়েত বৈমানিকরা ১৫০০ বার বিমান হানায় অংশ নিয়ে নাৎসী বিমান বহরকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তার ফলে অপারেশনের প্রথম দিন

থেকেই সোভিয়েত বিমান আর্মি'র পক্ষে আকাশে অপারেশনগত প্রাধান্য অর্জন করতে কোন বেগ পেতে হয়নি।

অপারেশন ব্যাগরেশন শুরুর আগের দিন অর্থাৎ ২২শে জুন ১৯৪৪ সাল—সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসী জার্মানীর কৃতঘ্ন হানাদারীর তৃতীয় বর্ষপূর্তি দিবস। তারপর থেকে কত ঐতিহাসিক ঘটনাই না ঘটে গেল। শত্রুর হামলা নস্যাৎ করে দিয়ে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আক্রমণ চালিয়ে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের মাধ্যমে ভেরমাখটের সেনাবাহিনীর কয়েকটি বৃহৎ অংশকে বিধ্বস্ত করেছে। মস্কো, স্টালিনগ্রাড, কুর্স্ক এবং দ্নিপার নদীর তীরে, লেনিনগ্রাড ও উক্রাইনের দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলের যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং তারা শৌর্যমণ্ডিত ঘটনা হিসাবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী জঘন্য শত্রুর কবল থেকে মাতৃভূমির পূর্ণাঙ্গ মুক্তি সাধন করতে চলেছে। তারা এখন বিয়েলোরুশীয় রণাঙ্গনে পুরাদস্তুর যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে বিজয়সূচক আক্রমণ হানতে উদ্যত।

ঐ স্মরণীয় দিনে প্রতিটি সামরিক ইউনিটে সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাদের সামরিক পতাকার সামনে নতজানু হয়ে সৈন্যরা শত্রুকে বিধ্বস্ত করার জন্যে সেনানায়কদের আদেশ সশ্রদ্ধচিত্তে পালন করার শপথ নেয়। সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ফ্রন্টের সামরিক পরিষদের আহ্বান সৈন্যদের পড়ে শোনান হয়। তাতে আছে: সৈনিকবৃন্দ! আমরা আমাদের জন্মভূমি বিয়েলোরুশিয়াকে মুক্ত করব। নাৎসী কসাইরা সোভিয়েত জনগণকে নির্যাতিত করছে, খুন করছে; তাদের সম্পত্তি লুঠ করছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে। তারা আপনাদের সাহায্যের জন্যে অপেক্ষমান—কখন আপনারা তাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবেন তার জন্যে তারা প্রতীক্ষারত। এগিয়ে চলুন। নাৎসী হানাদাররা নিপাত যাক্।

সেদিন ৪৫০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ফ্রন্টে পর্যবেক্ষণ-অভিযান চালান হয়। কামান, ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনীর সহায়তাপুষ্ট বিশেষভাবে তৈরী অগ্রগামী ব্যাটেলিয়ান ও পর্যবেক্ষণ বাহিনী নেশছেয়ো হ্রদ-প্রিপিয়াৎ নদী ব্যূহ বরাবর শত্রুর উপর আক্রমণ হানে। এই অভিযানের ফলে সোভিয়েত কম্যান্ড শুধু যে শত্রুর রক্ষা-ব্যবস্থা, সেনা সমাবেশ সংক্রান্ত তথ্যকে যাচাই করতে সক্ষম হল এবং তার গোলা-বর্ষণের পরিকল্পনা সম্বন্ধে টের পেল তা নয়—নিজেদের ইউনিট ও সেনাদলের কৌশলগত অবস্থানেরও উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়। বেশ কয়েকটি সেক্টরে শত্রু রক্ষাব্যূহে আগুয়ান ব্যাটেলিয়ানগুলি ১·৫ থেকে ৫ কিঃ মিঃ গভীরে কীলক প্রবেশ করাতে সমর্থ হয়। এবং তার ফলে নির্ধারিত সময়ের আগেই নাৎসী কম্যান্ড তার কয়েকটি রিজার্ভ ডিভিসন ও কোরকে যুদ্ধে নামাতে বাধ্য হয়। এই পর্যবেক্ষণ অভিযানের ফলে জানা গেল যে কামান থেকে গোলাবর্ষণ ও বিমানহানার পরিকল্পনায় কিছু সংশোধন প্রয়োজন।

২৩শে জুন প্রথম বাল্টিক, তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করে এবং পরের দিন প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট তাতে সামিল হয়। এই চারটি ফ্রন্টের শকগ্রুপ আক্রমণ হানার আগে সোভিয়েত বিমান বাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড হামলা শুরু হয়।

শত্রুর প্রতিরক্ষা ঘাঁটি, কামান দাগার অবস্থান ও সেনা সমাবেশের এলাকার উপর দূরপাল্লা-বোমারু এবং ফ্রন্টের বোমারু বিমান থেকে বোমাবর্ষণ এবং কামান ও মর্টার থেকে গোলাবর্ষণের ফলে আগুনের বেড়াজাল সৃষ্টি হয়। আগুনের হল্কায় শত্রু হতবুদ্ধি। হাজার হাজার কামান ও মর্টার থেকে প্রবল গোলাবর্ষণের দাপটে নাৎসী রক্ষাব্যূহ কেঁপে ওঠে। কামানের গোলায় পরিখাশ্রয়ী অফিসার ও সৈন্যরা ক্ষতবিক্ষত এবং আশ্রয়স্থল ও ব্লক হাউস সব তছনছ। প্রধান প্রতিরক্ষা বলয়ের অধিকাংশ ঘাঁটি অচল—কামানদাগার মঞ্চ, কামান ও মর্টারের সারি সব নিষ্ক্রিয় এবং সৈন্য পরিচালন ব্যবস্থা বানচাল। গোলন্দাজ বাহিনী ও জঙ্গী বিমানের সহায়তায় রাইফেল ডিভিসন ও ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলি শত্রুব্যূহে হানা দিয়ে এভাবে তাকে নাজেহাল করে।

তবুও তাদের সুগঠিত রক্ষাব্যবস্থাকে নিপুণভাবে কাজে লাগিয়ে নাৎসীরা অনমনীয়ভাবে প্রতিরোধ করতে লাগল। তারা একটার পর একটা পাল্টা আক্রমণ হানে। সমস্ত লাইন বরাবর রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। বহু ঘাঁটি ও লোকালয় বারবার হাতবদল হতে থাকে।

প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের প্রাক্তন অধিনায়ক মার্শাল কে কে. রকসোভস্কি লিখেছেন "সকাল আটটার মধ্যে নাৎসীরা আঘাত সামলে নিতে পেরেছে। আমাদের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে টেলিফোন কেবল বেজেই চলেছে। একজনের পর একজন সেনানায়ক জানাচ্ছেন যে, শত্রুর কৌশলগত রিজার্ভবাহিনী নতুন নতুন পাল্টা আক্রমণ হানছে। প্রথম প্রতিরক্ষা ঘাঁটিটির জন্যে লড়াই চলতে থাকে। এখানে ওখানে প্রচণ্ড হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়"।[১০]

তথাপি সোভিয়েত সেনারা নাৎসী প্রতিরোধের প্রারম্ভিক হিংস্রতাকে বাগে এনে শত্রুর প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে পর্যায়ক্রমে ঢুকে পড়ে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড প্রহারে নাজেহাল জার্মানরা হতাহত সৈন্য, অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে পালাতে বাধ্য হয়।

শত্রুব্যূহের অভ্যন্তরে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অগ্রগতি দ্রুততর করার জন্যে সোভিয়েত কম্যাণ্ড ট্যাঙ্ককোরকে যুদ্ধে নামায়। প্রথম দুদিনের আক্রমণের ধাক্কায় শত্রুর প্যান্হার রক্ষাব্যূহ কার্যতঃ কাবু অথচ সেখানে শত্রুর সবচেয়ে বেশি সৈন্য জড়ো হয়েছে। প্রধান প্রতিরক্ষা বলয়ের যে ছটি সেক্টরে ব্যূহ ভেদ করা হয় তার মধ্যে মাত্র দুটির উপর আক্রমণের প্রথম দিনে নাৎসীরা দখল বজায় রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই তারা সর্বত্র দ্রুত পশ্চাদপসরণ করতে

থাকে। ৫০০ কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গন জুড়ে চারটি ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর যৌথ আক্রমণের ফলে, শত্রুর কৌশলগত প্রতিরক্ষা বলয়ে ২৫ থেকে ৩০ কিঃ মিঃ গভীর ফাটল সৃষ্টি হয়। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী যুদ্ধরত অবস্থায় বেশ কয়েকটি নদী অতিক্রম করে ও শত্রুর যথেষ্ট সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম বিনষ্ট করে। পশ্চিমদিকে সরাসরি এক ধাক্কায় এগিয়ে যাবার রাস্তা গতিশীল বাহিনীর জন্যে খুলে যায়।

সামরিক অপারেশনের সাফল্য ও এত সুগঠিত স্থিতিশীল প্রতিরক্ষা ব্যূহের দ্রুত উৎসাদনের মূলে কয়েকটি বিশেষ কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ বেশ কিছু দূরে দূরে একসঙ্গে ছটি সেক্টরে ব্যূহভেদ করা হয়। তার ফলে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পকেটে ভাগ হয়ে যায় এবং আলাদাভাবে তাদের ধ্বংস করার অবস্থাও সৃষ্টি হয়। এভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হওয়ার দরুণ নাৎসী কম্যান্ডের পক্ষে রিজার্ভ বাহিনীর সুষ্ঠু পরিচালনা ও বিপন্ন ঘাঁটিগুলিকে বাঁচাবার জন্যে সৈন্য জমায়েত করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, দুটি পদাতিক আর্মির পাশাপাশি দুটি বাহিনী ব্যূহভেদের সময় একযোগে আক্রমণ হানে। তার ফলে শত্রুর তুলনায়, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সংখ্যাধিক্য প্রশ্নাতীত এবং তাদের প্রারম্ভিক আঘাতও হয় অত্যন্ত জোরালো। অন্যান্য রণাঙ্গন থেকেও সৈন্যবাহিনী এসে পড়ার ফলে, ব্যূহভেদের জন্যে নির্দিষ্ট সেক্টরে শত্রুর তুলনায় সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় তিন থেকে চারগুণ বেশি এবং ট্যাঙ্ক ও কামানের সংখ্যা চার থেকে ছ' গুণ বেশি। সংশ্লিষ্ট সেক্টরে এভাবে অপারেশনের সময় বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটানো হয়। সেখানে ১ থেকে ১'৫ কিঃ মিঃ পিছু গড়ে একটি করে রাইফেল ডিভিসন জমায়েত করা হয় এবং দুই থেকে চার কিলোমিটার প্রশস্ত রক্ষাব্যূহ বিদীর্ণ করার জন্যে একটি করে রাইফেল কোর নিযুক্ত করা হয়।

তৃতীয়তঃ পর্যবেক্ষণ ও অভিযানের মাধ্যমে শত্রুর রক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা ও সবলতার দিকগুলি প্রকটিত হওয়ার ফলে ব্যূহ ভেদ করা সহজতর হয়। তাছাড়া যুদ্ধ করার সময় রাইফেল ডিভিসন ও কোরগুলি দুটো সারিতে বিভক্ত হয়ে এক-যোগে আক্রমণ চালায় এবং তার ফলে আক্রমণ বেশ জোরালো হয়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর গণবীরত্ব ও সমরকুশলতা দ্রুতগতিতে ব্যূহভেদের অন্যতম প্রধান করণ। সমস্ত সাধারণ সৈন্য, সার্জেন্ট ও অফিসার অসামান্য সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে এবং সামরিক কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট সৃজনশীলতার ছাপ রাখে।

দিনরাত্রি বিরামহীন আক্রমণ চলতে থাকে। নৈশ অভিযানের জন্যে প্রতিটি ডিভিসন নতুন শক্তিতে শক্তিমান রাইফেল ব্যাটেলিয়ান অথবা রেজিমেন্ট নিয়োগ করে। অনবরত আক্রমণের ফলে শত্রু হাঁফ ছাড়ার অবসরটুকুও পায় না, তার অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। কারণ, কখনো কখনো এক একটা পুরো ডিভিসনই নৈশ

আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। মার্শাল কে. কে. রকসোভস্কি লিখেছেন: 'নৈশ আক্রমণের জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিটগুলি বলতে গেলে, সারা রাত ধরে শত্রুর গলা কামড়ে থাকে।"[১১]

নাৎসীরা, যেসব নদীর তীর বরাবর রক্ষাব্যূহ নির্মাণ করেছিল—পশ্চিম দ্ভিনা, দ্নিপার, দ্রুত্, প্রিসা ও অন্যান্য নদীগুলিকে বিরাট প্রতিবন্ধক হবে বলে মনে করেছিল। দেখা গেল তারা বৃথা আশা পোষণ করেছিল। সোভিয়েত সৈন্যরা যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি ও উদ্যমানের সমরকুশলতার পরিচয় দিয়ে একের পর এক নদী স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায়।

ফ্রন্ট ও আর্মির কম্যান্ড বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই রিজার্ভ বাহিনীকে কাজে লাগায় এবং রণাঙ্গনের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির তালে তালে সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে ও যে সব সেক্টরে অধিকতর সাফল্যের সম্ভাবনা—সেসব জায়গায় দ্রুত সৈন্য চালান করে।

ট্যাঙ্ক বহর রাইফেল বাহিনীর পক্ষে বিশেষ সহায়ক, কারণ তারা ব্যূহভেদের কাজে পদাতিক বাহিনীকে বাড়তি শক্তি যোগায়। ব্যূহভেদের সময় গোলন্দাজ-বাহিনীর রেজিমেণ্ট, ডিভিসন ও কোরের সেনানায়কগণ রাইফেল বাহিনীর সঙ্গেই যুক্ত থাকেন। তার ফলে গোলন্দাজবাহিনীর লক্ষ্যভেদ আরো নিখুঁত হয় এবং পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালভাবে দানা বাঁধে। গোলন্দাজ-বাহিনীকে নতুন নতুন আক্রমণ হানার জন্যে দ্রুত নির্দেশ পাঠানো হয় এবং তারাও যোগ্যতার সঙ্গে শত্রুর গোলন্দাজবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যাবতীয় আয়োজনকে ধূলিসাৎ করে। এক সার অথবা দুই সার কামান থেকে গোলাবর্ষণ করার মাধ্যমে অপারেশনের ছক অনুযায়ী আক্রমণকারী বাহিনীকে আড়াল করে রাখা হয়। গোলাবর্ষণের মাধ্যমে সহায়তা-দানের জন্যে, রণাঙ্গনের পুরোভাগে রাইফেল ইউনিটগুলির জন্যে প্রতি কিলো-মিটার পিছু তিরিশটি করে কামান বরাদ্দ করা হয়।

সোভিয়েত বিমানবাহিনীও যোগ্যতার সঙ্গে নিজস্ব ভূমিকা পালন করে। আকাশের উপর তাদের কর্তৃত্ব পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়—যেন উড়ন্ত বিমান-গুলি ওপর থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের উপর ঝুঁকে রয়েছে। নীচে স্থলবাহিনীর লক্ষ্য-সন্ধানীদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ বেতার যোগাযোগ থাকার ফলে বিমানবাহিনীর পক্ষে নির্ভুল নিশানায় শত্রুর লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানা সম্ভব হত।

এসব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আক্রমণের প্রাক্কালে যে সমস্ত শ্রমসাধ্য মহড়া সংঘটিত হয় তার কোনটাই বৃথা যায়নি। কথায় আছে, 'মহড়া যত কঠিন হবে, যুদ্ধ তত সহজ হবে।' জেনারেল এস. এম. শ্তেমেঙ্কো তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: মিনস্কে বন্দী নাৎসী জেনারেলরা ভেবে অবাক হত—এত অনায়াসে ফ্রন্টে তাদের সেরা জার্মান বাহিনীকে কিভাবে নাস্তানাবুদ করা গেল। কিন্তু

এতে আমরা অবাক হইনি। কারণ, যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বেই জয়ের ভিৎ তৈরী করা হয়। আক্রমণ শুরু করার আগে আমরা পুরোভাগের সেনা ডিভিসনের প্রতিটি ব্যাটেলিয়ানকে অন্ততঃ দশবার যুদ্ধের জন্যে তালিম দিয়েছি। যুদ্ধের সময় যা কিছু করণীয় তার সব কিছুই সেনাবাহিনী ও হেড কোয়ার্টারের লোকজন আগে থেকেই মহড়া দেয়। পদাতিক, গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বোঝাপড়া সতর্কতার সঙ্গে গড়ে তোলা হয়। পদাতিক সেনারা শিখল নিজেদের কামান থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা বিস্ফোরণের সঙ্গে তাল রেখে কি ভাবে এগুতে হয় এবং গোলন্দাজ বাহিনীও শিখল কিভাবে পদাতিক বাহিনী ও ট্যাঙ্কের গতিবিধির সঙ্গে তাল রেখে গোলাবর্ষণ করতে হয় ও নিশানা বদলাতে দয়। এভাবে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সত্যিকারের সংগ্রামী সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।"[১২]

শত্রুব্যূহ বিদ্ধ এবং তার কাছাকাছি রিজার্ভবাহিনী উৎসাদিত হবার পর সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা প্রবলতর হয়। ৫নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি, দুটি যান্ত্রিক ক্যাভেলরী গ্রুপ ও চারটি ট্যাঙ্ক কোরকে যুদ্ধে নামান হয় এবং তারা সবেগে পশ্চিমদিকে ধেয়ে যায়। শত্রুবাহিনীকে তাড়া করা শুরু হয়। প্রশস্ত ফ্রন্ট জুড়ে এই কাজটি পদাতিক বাহিনী করতে থাকে এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ভারী ট্যাঙ্ক বহর, মোটরবাহিত ও ক্যাভেলরী ইউনিটগুলি তাদের পেছনে ফেলে বহুদূরে চলে যায়। সমান্তরাল রাস্তা বরাবর শত্রুকে অনুসরণ করা হতে থাকে। শত্রুর প্রধান ঘাঁটিগুলিকে পাশ কাটিয়ে ও সেগুলিকে ঘিরে ফেলে শত্রুর মধ্যবর্তী ঘাঁটিগুলির প্রতিরোধ নিষ্ক্রিয় করা হয়। তার ফলে নাৎসী-সেনা গ্রুপের পরিবেষ্টন বাস্তবায়িত হয়।

২৫শে জুন প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের ৪৩ নং আর্মি ও তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের ৩৯নং আর্মি মিলে শত্রুবাহিনীর পাশ কাটিয়ে গিয়ে ভিতেবস্কের কাছাকাছি শত্রুর পাঁচটি পদাতিক ডিভিসনকে ঘিরে ফেলে। পরিবেষ্টিত নাৎসী সেনাবাহিনী, সোভিয়েত কম্যাণ্ডের আত্মসমর্পণের আদেশকে উপেক্ষা করে এবং অস্ত্র ত্যাগ করতে অস্বীকার করে। তারা মরীয়া হয়ে বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রতিনিধি মার্শাল এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি লিখেছেন : ২৫-২৬শে জুন রাত্রিতে এবং ২৬শে জুন সারাদিন ধরে শত্রু সোভিয়েত বাহিনীর নাগপাশ থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পালাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে।'[১৩]

নাৎসী সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ কিন্তু ব্যর্থ হয়। বিশাল বিমান বহরের মদতপুষ্ট ৪৩নং ও ৩৯নং আর্মির চাপের মুখে অবরুদ্ধ শত্রু সেনাদের জারিজুরি নিষ্ফল হয় ও তারা ২৭শে জুন পুরোপুরি পরাজিত হয়। দশ হাজার নাৎসী সেনা বন্দী হয়। বিয়েলোরুশিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্র ও পশ্চিম রণাঙ্গনে নাৎসী

রক্ষাব্যবস্থার রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন কর্মমুখর ভিতেবস্ককে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে নাৎসী আগ্রাসকদের কবল মুক্ত করে।

২৬শে জুন মস্কোতে ২২৪টি কামান থেকে কুড়িবার তোপধ্বনি করে ভিতেবস্কের মুক্তিদাতা প্রথম বাল্টিক ও তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের সৈন্য-বাহিনীকে অভিনন্দিত করা হয়। তার দুদিন পর ২৮শে জুন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট জে. ভি. স্টালিনকে লেখেনঃ 'ভিতেবস্কে আপনাদের বড় রকমের জয়ের সংবাদে আমি অত্যন্ত সুখী। আমি তার জন্যে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ও আপনার সাহসী সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানাই।"[১৪]

ভিতেবস্কের নিকটে বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েণ্টের দক্ষিণ প্রান্তিক শত্রু সেনা-গ্রুপের বিরুদ্ধে যে অপারেশনের মাধ্যমে তাকে ঘিরে নিশ্চিহ্ন করা হয় তার কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ, বৃহৎ ট্যাঙ্ক বহরের সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র বিমান বহরের সহায়তায় পদাতিক আর্মিগুলি এই অপারেশন সফল করে। যুদ্ধ সেখানে খুব সংক্ষেপেই সারা হয়। আক্রমণের তৃতীয় দিনেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর চারপাশে বেষ্টনী রচনা করে এবং চতুর্থ দিনেই পরিবেষ্টিত শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে। তাছাড়া পুরোভাগের কুড়ি থেকে পঁয়ত্রিশ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরে রণকৌশলগত এলাকায় শত্রুসেনাদের এভাবে বেষ্টন করা হয়।

বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েণ্টের দক্ষিণ প্রান্তের যুদ্ধও সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। আক্রমণের প্রথম দিনেই প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের শক্ গ্রুপগুলি রোগাচেভ অঞ্চলে ও পারিচির দক্ষিণে আক্রমণ শুরু করে শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা বলয়ের প্রতিরোধকে অকেজো করে দেয়। ৯নং ও ২নং গার্ড ট্যাঙ্ক কোর যুদ্ধে নেমে শত্রুকে পেছনদিক থেকে আক্রমণ করেও তাদের পলায়নের পথ বন্ধ করে দেয়। ২৭শে জুন সকালের মধ্যে ৯নং ট্যাঙ্ক কোর বেরেঝিনা নদীর পূর্বতীরে গিয়ে পেঁছায় এবং বরুইস্কের উত্তর-পূর্বদিকের সমস্ত রাজপথ ও নদীর পারঘাটা অধিকার করে। পরিবেষ্টনরত ট্যাঙ্ক কোরের পিছু পিছু ৩নং, ৪৮নং ও ৬৫ নং আর্মির ডিভিসনগুলি দ্রুত এগিয়ে যায়। জার্মান নবম আর্মির চল্লিশ হাজার সৈন্য ও বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং সরঞ্জামসহ ছটি ডিভিসন—পঁচিশ কিলোমিটার বিশিষ্ট ব্যাসার্ধের ফাঁদে আটকা পড়ে।

নাৎসী নবম আর্মির অধিনায়ক জেনারেল নিকোলাস ফন ভরমান ফাঁদে আটক সেনাবাহিনীকে যে কোন মূল্যে বেষ্টনী ভেদ করে উত্তরদিকে এগিয়ে গিয়ে জার্মান চতুর্থ আর্মির সঙ্গে মিলিত হয়ে বেরেঝিনা নদী বরাবর ও মিনস্কের কাছাকাছি ঘাঁটি গড়ার আদেশ দিলেন। নাৎসীদের তখন অসম্ভব তাড়া। আবেষ্টনীর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকটায় শুধু সোভিয়েত ট্যাঙ্ক কোর মোতায়েন রয়েছে

এবং পদাতিক বাহিনী তখনো সেই অঞ্চলে এসে পৌঁছয়নি—কাজেই আবেষ্টনী আঁটসাঁট করা সম্ভব হয়নি। অতএব সেই সুযোগ তারা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পর্যবেক্ষণকারী সোভিয়েত বিমানবহর শত্রুর মতলব ধরে ফেলে। তারা ঠিক সময়েই, ঝুলোবিন-বব্রুইস্ক বরাবর নাৎসী সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক, ট্রাক ও কামান সমাবেশ-স্থলের সন্ধান পায়। বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসার জন্যেই এই জমায়েত।

নাৎসী পরিকল্পনা কিন্তু বানচাল হয়ে গেল। অবরুদ্ধ শত্রুবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার অপারেশন ত্বরান্বিত করার জন্যে, জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রতিনিধি মার্শাল জি. কে. ঝুকভ ও চীফ এয়ার মার্শাল নভিকভ ফ্রণ্ট কম্যাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে, শত্রুর পালাবার রাস্তা বন্ধ করার জন্যে ১৬নং বিমান বাহিনীর সমস্ত ইউনিটকে কাজে লাগানো স্থির করলেন। সমস্ত বিমান-বহরকে বেতার মারফৎ অবিলম্বে বিশাল বিমান আক্রমণ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ২৭শে জানুয়ারী রাত সোয়া সাতটা নাগাদ, যে জায়গায় শত্রু তার সৈন্যবাহিনী জমায়েত করেছিল তার মাথার ওপর বোমারু ও জঙ্গী বিমানের প্রথম দল উপস্থিত। তারপর শত্রু চারধারে অন্ধকার দেখতে লাগল। এই বিশাল বিমান আক্রমণ দেড় ঘণ্টা ধরে চলে এবং তাতে ৫২৬টি সোভিয়েত বিমান অংশ নেয়।

মার্শাল ঝুকভ, যিনি ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "এস. আই. রুদেস্কো পরিচালিত ১৬নং বিমান আর্মির শত শত বোমারু বিমান ৪৮নং আর্মির সঙ্গে একযোগে নাৎসী সেনা সমাবেশের উপর আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। অসংখ্য ট্রাক, ট্যাঙ্ক, জ্বালানি ও তেলের মজুত ভাণ্ডারে আগুন লেগে সমস্ত জায়গা জুড়ে প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়। ভয়ংকর আগুনের বেড়াজালে বন্দী গোটা আঙিনাটা। সেই অগ্নিকুণ্ড লক্ষ্য করে দলে দলে বিমান-গুলি এসে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন বোমা ফেলতে থাকে। তার উপর ৪৮নং আর্মি নিক্ষিপ্ত কামানের গোলা বিস্ফোরণের ফলে সেই ভয়াবহ 'ঐকতান' আরো উচ্চ নিনাদে গিয়ে পৌঁছয়। জার্মান সৈন্যরা পাগলের মতো ইতস্ততঃ পালাতে থাকে এবং যারা আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক তারা সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ে।"[৫]

বিশাল বিমানহানা ও কামান থেকে ভয়ংকর গোলাবর্ষণের ফলে পরিবেষ্টিত নাৎসী সৈন্যদলের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং মনোবল তারা পুরোপুরি হারিয়ে বসে। বোমাবর্ষণের ফলে নিহত নাৎসী সৈন্যের শবদেহ, চূর্ণবিচূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহনে আকীর্ণ শত্রুসৈন্যের সমাবেশ স্থলটিকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন এক কবরখানা। মাত্র দুদিনের যুদ্ধের মাধ্যমে, বোব্রুইস্কের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের এই অবরুদ্ধ অঞ্চলের সমস্ত শত্রুসৈন্যকে ৬৫নং ও ৪৮নং আর্মির সেনা-বাহিনী এসে নির্মূল করে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কাছে যে ছ' হাজার নাৎসী

সেনা আত্মসমর্পণ করে তাদের অন্যতম হলেন ৩৫নং আর্মি কোরের অধিনায়ক জেনারেল ফন লুৎঝো। সোভিয়েত সৈন্যরা ৪৩২টি কামান, ২৫০টি মর্টার এক হাজারেরও বেশি মেশিনগান অধিকার করে। বোব্রুইস্কের কাছাকাছি প্রায় দশ হাজার জার্মান সৈন্য জড়ো হয়েছিল, সোভিয়েত সেনাবাহিনী তাদের নির্মূল করে। শহরটি শত্রু কবলমুক্ত হয়। বন্দী আট হাজার অফিসার ও সৈন্যের অন্যতম হচ্ছে, বোব্রুইস্কের প্রাক্তন নাৎসী সেনানায়ক—সেই কুখ্যাত কসাই জেনারেল হামান্—যার নাম 'নাৎসী অপরাধ অনুসন্ধানী রাষ্ট্রীয় কমিশনের' অপরাধী তালিকায় রয়েছে। হামানের আদেশে মায়ের কোল থেকে শিশুদের ছিনিয়ে নিয়ে অস্থাবর সম্পত্তির মতো জার্মানীতে চালান করা হত! তারই আদেশে আহত ফ্যাসিস্তদের জন্যে শিশুদের শরীর থেকে সমস্ত রক্ত বের করে নেওয়া হত। বোব্রুইস্ক অঞ্চলে ৩৬৬টি ট্যাংক ও আক্রমণ চালাবার কামান এবং বিভিন্ন পাল্লার ২৬৬৪টি কামান বিনষ্ট হয় অথবা সোভিয়েত সৈন্যদের দখলে আসে।

বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েন্টের দক্ষিণ প্রান্তে শত্রুর শক্ত ঘাঁটিকে ভেদ করে সোভিয়েত সৈন্যদল ১১০ কিঃ মিঃ এগিয়ে যায়। তার ফলে মিনস্ক ও বারানোভিচির দিকে সরাসরি এগিয়ে যাবার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

বোব্রুইস্ক অঞ্চলে, ট্যাংক কোর ও রাইফেল বাহিনীর গতিশীল দল মিলে শত্রুবাহিনীকে ঘেরাও করে—যেটা ভিতেবস্ক অপারেশনের বেলায় ঘটেনি। তাদের পিছনে এসে মূল পদাতিক বাহিনী আক্রমণ অব্যাহত রাখে। অপারেশনের চতুর্থ দিনে পুরোভাগের পঞ্চাশ থেকে ষাট কিঃ মিঃ অভ্যন্তরে শত্রুসেনা গ্রুপকে ঘেরাও করা হয় এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে তাদের নির্মূল করা হয়। ফাঁদে আটক শত্রুবাহিনীকে বিধ্বস্ত করার কাজে পদাতিক ও বিমানবাহিনীগুলি বিশেষ ভূমিকা নেয়।

শত্রুসেন্যরা যখন ভিতেবস্ক ও বোব্রুইস্কে পরিবেষ্টিত ও নির্মূল হবার পথে তখন ওর্শা ও মোগিলেভ অঞ্চলের শত্রুবাহিনী সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হাতে পরাজয়ের সম্মুখীন। আর্মি গ্রুপ সেন্টারের অবস্থা রীতিমতো ভয়াবহ। ৫২০ কিঃ মিঃ রণাঙ্গন জুড়ে সর্বত্র তার প্রতিরক্ষা ব্যূহ ছিন্নভিন্ন। ২৩ থেকে ২৮শে জুনের মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ৮০ থেকে ১৫০ কিঃ মিঃ পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাবার পথে ঝলোবিন, ওর্শা, মোগিলেভশক্লোভ, বাইখোভ এবং ওসিপোভিচি শহরসহ শত শত জনপদ মুক্ত করে। নিহত ও বন্দীসহ শত্রুর প্রায় দুলক্ষ অফিসার ও সৈন্য খোয়া যায়। ২৮শে জুনের মধ্যে আর্মি গ্রুপ সেন্টারের দুই বাহুকেই পাশ কাটিয়ে তৃতীয় ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী এগিয়ে যায়। ৪নং জার্মান আর্মিকে ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে মিনস্কের দিকে আক্রমণ হানার অবস্থা এখন অত্যন্ত অনুকূল। ফ্যুরার রাগে অস্থির। ২৮শে জুন

তিনি ফিল্ড মার্শাল আর্নেস্ট বুশের জায়গায় ফিল্ড মার্শাল ওয়াল্টার মডেলকে আর্মি গ্রুপ সেন্টারের অধিনায়কপদে বসালেন।

৩০শে জুন রাত্রিবেলায় ১১নং গার্ড আর্মির বৃহৎ ইউনিটগুলি, ৫নং গার্ড ট্যাঙ্ক ও ৩১নং আর্মির সহযোগিতায় বোরিসভে ঢুকে পড়ে এবং পরের দিন ভোরবেলায় নাৎসীদের কবল থেকে তাকে মুক্ত করে। এই যুদ্ধের সময় ৩নং গার্ড ট্যাঙ্ক কোরের অন্তর্গত একটি ট্যাঙ্কের লোকজন কোম্পানী পার্টি সংগঠক লেফট্যানেন্ট পি. এন. রাকের নেতৃত্বে অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দেয়। ২৯শে বিকেলে ঐ ট্যাঙ্কটি বেরেঝিনা নদীর উপর মাইনপাতা সেতু পার হয়ে বোরিসভে প্রবেশ করে। ষোল ঘণ্টা ধরে লেফট্যানেন্ট ও তাঁর লোকজন শহরের রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করে। বাইরে থেকে কোন সাহায্য আসে না—যেহেতু ইতিমধ্যে সেতুটি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্ভীক ট্যাঙ্ক-সৈনিকরা নাৎসী কমান্ডান্টের অফিস ঘর ও একটি নাৎসী ইউনিটের সদর দপ্তর উড়িয়ে দেয় এবং শহররক্ষী বাহিনীকে আতঙ্কিত করে। অবশেষে শত্রু এই একটিমাত্র যুদ্ধযন্ত্রের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ট্যাঙ্ক নিয়োজিত করে। এই অসমযুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যরা মারা যান। যুদ্ধের পর বোরিসভের কৃতজ্ঞ নাগরিকবৃন্দ বীর ট্যাঙ্ক যোদ্ধাদের সম্মানার্থে এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে।

শত্রুর বিরুদ্ধে বিয়েলোরুশীয় পার্টিজানদের হামলা ও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ একাকার হয়ে যায়। অপারেশন ব্যাগরেশনের আগে সোভিয়েত বাহিনীর অন্য কোন অপারেশনের সময় পার্টিজান ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এরকম অপারেশনগত একাত্মতা ও ঘনিষ্ঠ সমন্বয় গড়ে ওঠেনি। ফ্রন্ট লাইন অঞ্চল ও শত্রুর পশ্চাৎভূমিতে সক্রিয় পার্টিজানবাহিনী শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থার উপর আঘাত হানে, তার সৈন্য চলাচল ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং রণাঙ্গনে নতুন সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করার কাজে বাধা জন্মায়। তারা ওৎ পেতে থেকে পলায়নপর শত্রুবাহিনীর লোকক্ষয় ঘটায় এবং শত্রুর অফিসার ও সৈন্যদের বন্দী করে। পার্টিজানরা আগুয়ান সোভিয়েত সেনাদলকে নদী পার হতে সাহায্য করে এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনী না আসা পর্যন্ত বেশ কিছু গ্রাম ও জেলা শহরগুলিকে দখল করে রাখে। তারা আগুয়ান সৈন্যদের পথ থেকে সমস্ত মাইন অপসারণ করে এবং শত্রু সেনাবাহিনীর পার্শ্বভাগ ও পশ্চাৎভূমিতে আকস্মিক আক্রমণ চালাবার জন্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে গোপন পথের সন্ধান দেয়।

ঝেলেঝনিয়াক্ পার্টিজান ব্রিগেড বগোমলের জনগণের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধকামী দল পালিক হ্রদের ঠিক উত্তরে বেরেঝিনা নদীর পারঘাটাটি ৩১নং ট্যাঙ্ক ব্রিগেড এসে না পৌঁছান পর্যন্ত দখল করে রাখে। স্লুৎস্ক পার্টিজান ব্রিগেড পগোস্ত্ অঞ্চলে স্লুচ নদীর কয়েকটি পারঘাটা সোভিয়েত সেনাবাহিনী

এসে না পৌঁছান পর্যন্ত কয়েকদিন দখল করে রাখে। মিনস্ক অঞ্চলের দক্ষিণাংশে সক্রিয় পার্টিজান বাহিনীও পিচ্ নদীর পারঘাটা দখল করে রাখতে সক্ষম হয়। পার্টিজান ইউনিটগুলি বিয়েলোরুশীয়ার জেলা শহর—অস্ট্রোভেৎস্ লুয়িউবচা, কোরেলিচি, উঝদা, স্লুৎস্ক ও লুনিনেৎস প্রভৃতি মুক্ত করে।

হতাশাচ্ছন্ন নাৎসীসৈন্য অবরুদ্ধ হবার ভয়ে—গ্রামের রাস্তা ও মোগিলেভ-মিনস্ক রাজপথ ধরে বিশৃঙ্খলার সঙ্গে দ্রুত পশ্চিম দিকে পালাতে থাকে। পশ্চাদপসরণের আগে তারা হত্যা ও অগ্নিকাণ্ডের তাণ্ডব শুরু করে। নাৎসীদের বর্বরতা সীমাহীন। তারা গ্রামগুলিকে জ্বালিয়ে দেয়, সমস্ত সেতুধ্বংস করে। সমস্ত কলকারখানা উড়িয়ে দেয়, বৃদ্ধ নারী ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করে। মাতৃভূমি মুক্তিদাতা সৈন্যদের চোখে পড়েছে—সারারাস্তায় শুধু ধ্বংস স্তূপের মধ্যে নিঃসঙ্গ কারখানার চিমনী ও ফাঁসিকাঠে ঝুলন্ত ফাঁসিতে অথবা গুলিতে মৃত দেশপ্রেমিকদের প্রাণহীন দেহ।

ফ্রণ্টের মূল বাহিনী ও দূরপাল্লা-বিমানবাহিনী একযোগে পলায়নপর নাৎসী-বাহিনীর বিরুদ্ধে আঘাত হানতে থাকে। বোমারু বিমান ও জঙ্গী বিমানগুলি শত্রুর মোটর বাহিত ও ট্রেন বোঝাই সৈন্যদের উপর অনবরত আঘাত হানতে থাকে। তারা প্রথমে শত্রুর পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং তারপর শত্রু সৈন্য ও তার সমরযানের ভীড় লক্ষ্য করে বোমা ও গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। দিন-রাত অবিরত সোভিয়েত বিমান বাহিনীর প্রলয়ংকর আক্রমণ চলতে থাকে। জার্মানি ৪ নং আর্মির প্রাক্তন সেনানায়ক, জেনারেল কুর্টটিপ্পেলস্কার্চ আতঙ্কের সঙ্গে স্মরণ করেছেন: "শত্রুর অবিরাম বিমান হানার ফলে একজন ডিভিসন সেনানায়ক ও দুজন কোর সেনানায়ক সহ প্রভূত লোকক্ষয় ঘটে এবং পলায়নপর বাহিনীর চলার পথে অনবরত জটলা সৃষ্টি হয়।"[১৬]

২৮-২৯শে জুন, জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড পরবর্তী ধাপের অগ্রগতি সম্পর্কে বিভিন্ন ফ্রণ্টের কর্মসূচী সুনির্দিষ্ট করে দেন। তৃতীয় ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের কাজ হবে: দুদিক থেকে আক্রমণ করে মিনস্ক শহরকে মুক্ত করা এবং মোগিলেভ অঞ্চল থেকে পশ্চাদপসরণরত নাৎসী সেনাবাহিনীর চারপাশে বেষ্টনী রচনা করা। এই অপারেশনের দুটি অংশ। প্রথম অংশ: বেষ্টনীর অন্তর্বলয় রচনা এবং দ্বিতীয় অংশ: সেনাবাহিনী মলোডেকনো ও বারানোভিচির দিকে এগিয়ে গিয়ে এক চলমান বহির্বলয় সৃষ্টি করবে যাতে শত্রু রিজার্ভ বাহিনী আমদানী করে অবরুদ্ধ সৈন্যদের উদ্ধার করতে না পারে। প্রথম বাল্টিক ফ্রণ্টের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব হল: উত্তর-পশ্চিমদিকে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা এবং উত্তর দিক থেকে জার্মান চতুর্থ আর্মিকে বেষ্টন করার কাজে অন্য সেনাবাহিনীকে সহায়তা করা। দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের কাজ হবে: বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েণ্টের কেন্দ্রস্থলে শত্রুকে আবদ্ধ রাখা, সুশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণকে অসম্ভব করে তোলার

জন্যে তাদের সমগ্র ফ্রন্ট বরাবর তাড়িয়ে বেড়ান এবং মিনস্কের পূর্বে জার্মান চতুর্থ আর্মির মূল বাহিনীকে ঘিরে ফেলার কাজে অন্য সেনাবাহিনীকে সহায়তা করা।

জেনারেল হেডকোয়ার্টারের সুপ্রীম কম্যাণ্ড নির্ধারিত নতুন কর্মসূচী অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অগ্রগতিকে দ্রুততর করার জন্যে, ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক বাহিনী এবং ডিভিসন ও কোরের সেনাবাহিনীর একাংশ নিয়ে দ্রুত চলমান অগ্রগামী বাহিনী গঠিত হয়। তারা পশ্চাদপসরণরত শত্রু গ্রুপের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে। মূল সোভিয়েত সেনাবাহিনী না আসা পর্যন্ত নদীর পারঘাটা ও রেলওয়ে জংশন দখল করে রাখে এবং পর্যবেক্ষণ তৎপরতা চালায়। অগ্রগামী বাহিনী ও মূল বাহিনীর মধ্যে ১৫ থেকে ২৫ কিঃ মিঃ ব্যবধান এবং কখনো তা বেড়ে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটারে গিয়ে দাঁড়ায়। অগ্রগামী বাহিনীর নিপুণ তৎপরতার দৌলতে মূল রাইফেল ও ট্যাঙ্কবাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে দ্রুত আক্রমণস্থলে মার্চ করে আসে। শত্রু যখন যেখানে তীব্র প্রতিরোধ চালিয়েছে, তখন সেখানেই শুধু তাদের যুদ্ধের জন্যে নতুন ভাবে সারিবদ্ধ হতে হয়েছে।

সমান্তরাল রাস্তা বরাবর শত্রুর পিছনে ধাওয়া করে তৃতীয় ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী তাকে মিনস্কে পৌঁছাতে দেয়নি। এই দুই ফ্রন্টের সেনাবাহিনী প্রতিদিন পঁচিশ থেকে চল্লিশ কিঃ মিঃ বেগে এগিয়েছে এবং তা পশ্চাদপসরণরত শত্রুর তুলনায় যথেষ্ট দ্রুততর। শত্রুর চলার গতি যথেষ্ট মন্থর; কারণ, আক্রমণরত দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় সেনাবাহিনী সরাসরি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তাছাড়া সোভিয়েত বিমানবাহিনী এবং পার্টিজানদের উপদ্রবেও সে অস্থির।

পশ্চাদপসরণরত সেনাবাহিনীর সরাসরি পশ্চাদধাবনের অর্থ এই নয় যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পশ্চিমমুখো অগ্রগতির পথে, রাইফেল ও ট্যাঙ্ক বাহিনীকে শত্রুর মধ্যবর্তী প্রতিরক্ষা ব্যূহের তরফ থেকে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। শত্রু ব্যূহে সরাসরি আঘাত হেনে পথ করে নেবার জন্যে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে তখন প্রয়োজনমত সাঁড়াশি আক্রমণ করা—গতিমুখের মোড় ফেরানো ও শত্রুর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া প্রভৃতি নমনীয় কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

৩রা জুলাই প্রত্যুষে ২নং গার্ড ট্যাঙ্ক কোর শত্রুর প্রতিরোধ চূর্ণ করে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মিনস্ক শহরে প্রবেশ করে। ৫নং গার্ড ট্যাঙ্ক বাহিনীর অগ্রগামী অংশ এবং তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের ১১নং গার্ড ও ৩১নং আর্মি বিয়েলোরুশীয় রাজধানীর উত্তরাঞ্চলীয় শহরতলীতে এসে উপস্থিত। বেলা দুপুর নাগাদ দক্ষিণ-পূর্বদিক থেকে ১নং গার্ড ট্যাঙ্ক কোর শহরে প্রবেশ করে এবং

একটু পরে তার পিছু পিছু আসে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের ৩নং আর্মি। ইতিমধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী মিনস্কের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমানা শত্রুমুক্ত করে এবং পশ্চিম প্রান্তের শত্রুর রিজার্ভ বাহিনীকে উৎখাত করে। দিন শেষ হবার আগেই বিয়েলোরুশীয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের রাজধানীকে শত্রুমুক্ত করা হয়। মিনস্কে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর শৌর্যমণ্ডিত জয়লাভের ফলে সমস্ত সোভিয়েত জনগণ উল্লসিত। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এই বিজয়দৃপ্ত সাফল্যের সংবাদে পশ্চিমী মিত্ররাও আনন্দিত। ৫ই জুলাই, উইনস্টন চার্চিল জে. ভি. স্টালিনকে লিখলেন: 'মিনস্ক অধিকারের যুদ্ধে গৌরবজনক জয়লাভ ও প্রশস্ত রণাঙ্গন জুড়ে অজেয় রুশ সেনাবাহিনীর বিপুল অগ্রগতির সংবাদে আমি অতিশয় আনন্দিত।'[১৭]

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম বৃহত্তম অর্থনৈতিক ও কৃষ্টি কেন্দ্র সদ্যমুক্ত মিনস্ক এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তার উপকণ্ঠ ও রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। শহরের প্রধান রাজপথ, সোভিয়েত-স্কায়া স্ট্রীটের উপর মাত্র এক ডজন অট্টালিকা খাড়া দাঁড়িয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ও তার বাড়ীগুলি সিমেন্ট-বালি-সুরকির স্তূপে পরিণত। শহরের প্রায় সবকটা উচ্চতর বিদ্যালয়, আটাত্তরটি মাধ্যমিক ও কারিগরি বিদ্যালয়, স্টেট আর্ট গ্যালারী, ব্যালে ও অপেরা ভবন, স্টেট ফিলহার্মোনিক, পঁচিশটি কমিউনিস্ট সংস্কৃতি কেন্দ্র, আটটি সিনেমা-থিয়েটার ভবন এবং সবকটি পাঠাগার লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত। মিনস্ক শহর ও শহরতলীর তিন লক্ষেরও বেশি আবাসিক শত্রুর হাতে নিহত। যে সব অট্টালিকা অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেগুলিকেও উড়িয়ে দেবার জন্যে নাৎসীরা মাইন পেতেছিল। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি ও ফ্রন্ট কম্যান্ড কর্তৃক জরুরি ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে সেগুলি রক্ষা পায়। সোভিয়েতের অগ্রগামী বাহিনীর সঙ্গে মাইন সরিয়ে ফেলার জন্যে বিশেষভাবে গঠিত ইউনিট এসে সেই বাড়ীগুলিকে রক্ষা করে—যেখানে একদা সরকার ও বিয়েলোরুশীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর ছিল। তারা আঞ্চলিক অফিসার্স ক্লাব ও অন্যান্য সৌধও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।

যাদের কাছে নাৎসী শাসন ছিল এতদিন দুঃস্বপ্নের মতো, বিয়েলোরুশীয় রাজধানীর সেই নাগরিকগণ সোল্লাসে তাদের মুক্তিদাতাদের অভ্যর্থনা জানায়। যদিও চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ, তবুও শহরবাসী জানে যে তাদের মিনস্ক শহর আবার সাবেকী অবস্থায় ফিরে আসবে; কলকারখানা আবার চালু হবে; নতুন আবাসিক মহল্লা গড়ে উঠবে; বাগান ও পার্ক আবার আত্মপ্রকাশ করবে এবং আবার মাধ্যমিক ও কারিগরি বিদ্যালয়ে এবং উচ্চতর শিক্ষায়তনে লেখাপড়া শুরু হবে। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে। আজ মিনস্ককে দেখলে তো চেনা-ই যায় না। বিয়েলোরুশীয় জনগণের আনন্দ ও গৌরবের উৎস—এই মহান

শহরটি ভস্মাবরণ ঝেড়ে ফেলে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৪ সালের ২৬শে জুন—দেশের প্রতি উল্লেখযোগ্য কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে, নাৎসী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে, মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময় (১৯৪১-৪৫) বিয়েলোরুশীয়ায় জাতীয় পার্টিজান লড়াই বিস্তারের ক্ষেত্রে বিরাট অবদানের জন্যে এবং বিয়েলোরুশীয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের নাৎসী কবলমুক্তির ত্রিংশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে মিনস্ককে বীর নগরী অভিধায় সম্মানিত করা হয়। মিনস্ক শহরের সবচেয়ে সুন্দর একটি পার্কে, শহরের মুক্তিদাতাদের সম্মানার্থে একটি অনুপম স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হয় এবং তার শীর্ষস্থান পেয়েছে জয়ের মুকুট। সৌধটির পায়ের কাছে সবসময় টাটকা ফুল রাখা হয়।

জুলাইয়ের শেষদিকে জার্মান ৪নং আর্মির মূল বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে মিনস্কের উত্তর দিকে একটি কটাহের মধ্যে আটকা পড়ে। এক লক্ষ পাঁচ হাজারেরও বেশি সৈন্যসহ তিনটি আর্মি, দুটি প্যানজার কোর সেখানে পুরোপুরি অবরুদ্ধ।

বেষ্টনীবদ্ধ শত্রুকে ধ্বংস করার কৌশলগত অপারেশন ৫ই জুলাই শুরু করা হয় ও বিশেষ অবস্থার মধ্যে তা সম্পন্ন হয়। মিনস্কের অদূরে পরিবেষ্টিত নাৎসী সেনাগ্রুপকে একটি সংহত সেনাবাহিনীর আখ্যা দেওয়া চলে না। বনের মধ্যে ও জলাভূমিতে লুকিয়ে থাকা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দঙ্গলই বলা চলে তাদের। স্টালিনগ্রাড, কোরসুন-শেভচেঙ্কোভস্কি এবং অন্যত্র অবরুদ্ধ অঞ্চলের নাৎসী সৈন্যদের মতো এখানে শত্রু কোন সুবিন্যস্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ খাড়া করার চেষ্টা করেনি। গোড়ার দিকে শত্রুর দুটি বৃহৎ সেনাবাহিনী—পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে আক্রমণ চালিয়ে বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। তারা বারানোভিচি অঞ্চলে আঘাত হেনে বেষ্টনী ভেদ করার চেষ্টা করে। তাছাড়া তারা বিমানক্ষেত্র দখল করে, আকাশপথে হাইকম্যান্ড ও স্টাফের লোকজনদের সরিয়ে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু ঠিক সময়মতো শত্রুর যাবতীয় ছলচাতুরী ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। অবরুদ্ধ শত্রু সেনাদের অবস্থা রীতিমতো সঙ্গীন হয়ে ওঠে।

অবরুদ্ধ শত্রু সেনাগ্রুপকে নির্মূল করার জন্যে পরবর্তী গতিময় সামরিক তৎপরতা ১১ই পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই যুদ্ধগুলিতে তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের ৫০নং ও ৪৯নং আর্মি অংশগ্রহণ করে। বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন শত্রু গ্রুপগুলির চারপাশে সোভিয়েত সেনাবাহিনী এক একটি পৃথক বেষ্টনী রচনা করে—আবার সেই বেষ্টনীসমূহকে ঘিরে একটি বৃহৎ ও সচল বহির্বেষ্টনী গঠিত হয়। এই বেষ্টনীর অঙ্গীভূত তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনী শত্রুকে পশ্চিমদিকে অনবরত তাড়া করতে থাকে। মিনস্কে ফাঁদে পড়া শত্রুবাহিনী থেকে বেষ্টনীর বহির্বলয়ের দূরত্ব প্রায় ৫০ কিঃ মিঃ এবং পরবর্তীকালে সেটা বেড়ে ১৫০ কিলোমিটারে গিয়ে দাঁড়ায়।

যে অঞ্চলে শত্রু অবরুদ্ধ, সেখান থেকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দ্রুত পশ্চিমদিকে অগ্রগতির ফলে শত্রুসেনাদের পক্ষে বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসার সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে যায়।

পরিবেষ্টিত শত্রু সেনাগ্রুপকে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পকেটের মধ্যে কোনঠাসা করার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করা হয়। এই কাজে পার্টিজানদের সহায়তা দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—কারণ, পার্টিজানদের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রটির অন্ধিসন্ধি ভালভাবে জানা। সোভিয়েত বিমানবাহিনীও ফ্রন্টের সেনাবাহিনীকে যথেষ্ট সাহায্য করে। অবিরাম বিমান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শত্রুসেনার আস্তানাগুলির সন্ধান মেলে এবং তারপর নীচের আকাশে উড়ন্ত বিমান ও বোমারু বিমানগুলি একযোগে শত্রুর উপর প্রবল আঘাত হানে। তারপরই শুরু হয় শত্রুর বিরুদ্ধে স্থলবাহিনী ও পার্টিজানদের আক্রমণ। বিয়েলোরুশীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক, পি. কে. পোনোমারেঙ্কো সেসময় জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে লিখেছিলেন: "সেদিন আমরা মিনস্কের দক্ষিণ-পূর্বদিকের অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত জার্মানদের এক বৃহৎ সুরক্ষিত শিবির পরিদর্শন করি। আমাদের বিমানবহর শিবিরটিকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত করেছে। দৃশ্যটা দেখে আমরা অভিভূত।···আমরা দেখি যে প্রায় পাঁচ হাজার দগ্ধ ও বিধ্বস্ত লরী ও ট্যাঙ্ক ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে।"[১৮]

৮ই জুলাই সোভিয়েত আর্মির দ্বারা বেষ্টিত শত্রুসেনাগ্রুপের বৃহত্তম অংশ ১২নং আর্মি কোরের সেনানায়ক জেনারেল ফ্রিডরীশ উইলহেলম্ মুলার্ তাঁর সেনাবাহিনীর কাছে নির্দেশ পাঠান: আমাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। আমাদের পালাবার পথ বন্ধ। আমাদের ইউনিটগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল অবস্থায় রয়েছে। বহুসংখ্যক আহতকে বিনা চিকিৎসায় পিছনে ফেলে আসতে হয়েছে······সুতরাং আমি এক্ষুনি সবরকম প্রতিরোধ বন্ধ রাখার আদেশ দিচ্ছি।"[১৯]

১১ই জুলাই নাগাদ মিনস্কের পূর্বদিকস্থ অবরুদ্ধ শত্রু গ্রুপের সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটে। ফাঁদে আটক আঠারটি নাৎসী ডিভিসনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। বারজন নাৎসী জেনারেল সহ প্রায় ৩৫ হাজার অফিসার ও সৈন্য সোভিয়েত সেনাদের হাতে বন্দী হয়।

১৯৪৪ সালের ১৭ই জুলাই, বিয়েলোরুশীয় রণাঙ্গনে ধৃত ৬০ হাজার নাৎসী যুদ্ধবন্দী মস্কোর প্রধান রাজপথে মার্চ করে যায়। এই শোভাযাত্রা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে। এই বিশাল শোভাযাত্রার পুরোভাগে তিনজন কোর-অধিনায়কসহ উনিশজন নাৎসী জেনারেল অবনত মস্তকে পথ পরিক্রমা করতে থাকে। তারাই না একদা বিজয় গৌরবে ওয়ারশ, প্যারিস, প্রাগ, বেলগ্রেড, এথেন্স, আমস্টার্ডাম ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাজধানীর রাস্তায় মার্চ করে।

গিয়েছে। এইতো কিছুদিন আগেও তারা সোভিয়েতের শহর ও গ্রামগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। তারা একদা স্বপ্ন দেখেছিল যে মস্কোর রাস্তায় বিজয় গৌরবে মার্চ করে যাবে। এখন তারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীর পথে মার্চ করছে ঠিকই—কিন্তু বিজয় গৌরবে নয়—পরাজিতের গ্লানি সর্বাঙ্গে মেখে। মস্কোর রাজপথে শোভাযাত্রী যুদ্ধ বন্দীদের অধিকাংশই মিনস্ক কটাহে অবরুদ্ধ হয়েছিল।

মিনস্কের অদূরে শত্রুবাহিনীর পরিবেষ্টন ও তার উৎসাদন-যুদ্ধবিদ্যায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন বিশেষ। এই প্রথম সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর অপারেশনের ক্ষেত্রে, ফ্রন্টলাইন থেকে ২০০ কিঃ মিঃ গভীরে—নিপুণভাবে সরাসরি ও সমান্তরাল রাস্তা বরাবর শত্রুকে পশ্চাদধাবনের ফলে এক লক্ষ সৈন্যসহ শত্রুসেনা গ্রুপ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। মিনস্ক অপারেশনের বেলায় বেষ্টনীর অন্তর্বলয়ের সেনাবাহিনীর সঙ্গে বহির্বলয়ের সেনাবাহিনীর সংযোগরক্ষার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সূচিত হয়। বেষ্টনীর বহির্বলয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল চলমান মূলবাহিনী। তারা কখনো রক্ষণাত্মক ভূমিকা নেয়নি এবং পশ্চিমদিকে তারা অবিশ্রান্ত এগিয়ে গিয়েছে। তার ফলে পরিবেষ্টিত নাৎসী বাহিনীর সঙ্গে বেষ্টনীর বাইরের শত্রু-বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ আদৌ গড়ে উঠতে পারেনি। অন্যান্য অপারেশনের মতো এটা দীর্ঘমেয়াদী নয়। মাত্র ছ'দিনেই এই অপারেশনের সফল অবসান।

ভিতেবস্ক, বোব্রুইস্ক ও মিনস্কে শত্রুর বৃহৎ বাহিনীগুলির পরিবেষ্টন ও উৎসাদনের ফলে সমগ্র রণনৈতিক ফ্রন্টের কেন্দ্রস্থলে ৪০০ কিঃ মিঃ প্রশস্ত বিশাল ফাটল সৃষ্টি হয়—যা কখনো নাৎসী কম্যান্ড জুড়তে পারেনি। এই উন্মুক্ত পথ ধরে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বন্যার মতো ধেয়ে যায় এবং ২রা জুলাই, ভিলেকা, ক্রাসনোরী, স্টোলবৎসী, গরোদেয়া ও নেসভিঝ্ মুক্ত করে। ৫ই ও ৮ই জুলাই তারা যথাক্রমে মলোডেকনো ও বারানোভিচি মুক্ত করে। এতদিন পর্যন্ত যা আশা করা হচ্ছিল, তাই ঘটল, আর্মিগ্রুপ সেন্টারের ভরাডুবি সম্পূর্ণ হল।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী এখন পশ্চিমদিকে আক্রমণ চালিয়ে এগিয়ে গেল। অপারেশন ব্যাগরেশনের যে আশু রণনৈতিক লক্ষ্য—জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড স্থির করেছিলেন তা পুরোপুরি সাধিত হল।

৪। পশ্চিমের দিকে অভিযান

অনুকূল পরিস্থিতির পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহারের জন্যে মিনস্কে অবরুদ্ধ শত্রু সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন হবার পূর্বেই সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যান্ড ৪ঠা জুলাই, আক্রমণ সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ফ্রন্টগুলির জন্যে নতুন কর্মসূচী স্থির করেন। প্রথম বাল্টিক ফ্রন্ট ও তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর উপর, যথাক্রমে

কাউনাস, মলোডেকনো ও ভিলিনাস অঞ্চলের দিকে আঘাত হানার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। ভল্‌কোভিস্ক ও বিয়ালিস্টকের দিকে এগিয়ে যাবার ভার পড়ে দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনীর উপর। বারানোভিচি ও ব্রেস্ট রণাঙ্গনে সাফল্যের সদ্‌ব্যবহার করতে বলা হয় প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের দক্ষিণপ্রান্তিক বাহিনীকে এবং লুবলিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করার জন্য তার বামপ্রান্তিক বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

পলায়নপর শত্রুবাহিনীকে পশ্চাদপসরণের কাজে কোনরকম শৈথিল্য না দেখিয়ে ফ্রন্ট অধিনায়কবৃন্দ সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাসের কাজ সেরে ফেলেন। ১৪৮৯টি কামান ও মর্টারসহ একটি ব্যূহভেদের ক্ষমতাসম্পন্ন গোলন্দাজ কোর, ছটি গোলন্দাজ ব্রিগেড ও সাতটি পৃথক গোলন্দাজ রেজিমেন্ট প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে বামপ্রান্তে স্থানান্তরিত হয়। সত্তরটি রেলগাড়ী ও ৩৫ হাজার মোটরযানের মাধ্যমে এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র স্থানান্তর করা হয়। ফ্রন্টের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গোলন্দাজ বাহিনীর সফল স্থানান্তরের ফলে ব্যূহভেদের জন্যে নির্ধারিত শত্রুর প্রতিরক্ষা সেক্টরে প্রতি কিলোমিটার পিছু ১৮০টি থেকে ২৪০টি পর্যন্ত কামান সমাবেশ সম্ভবপর হয়।

নাৎসী কম্যান্ডও বড় আকারে সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস সাধন করে। তারা জার্মানী, নরওয়ে, ইতালী, হল্যান্ড ও সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণাঞ্চলীয় সেক্টর ও বাল্টিক অঞ্চল থেকে দ্রুত তিরিশ ডিভিসন সৈন্য বিয়েলোরুশীয় রণাঙ্গনে আমদানি করার মাধ্যমে আর্মি গ্রুপ সেন্টারের মূল বাহিনীর বিলুপ্তির ফলে যে বিশাল ফাটল সৃষ্টি হয়েছে তাকে মেরামত করে পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করে। রেলপথে আমদানিকৃত রিজার্ভবাহিনীর মোকাবিলায় সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যান্ড দূরপাল্লা-বিমানবহরকে নিযুক্ত করেন ও পার্টিজান বাহিনীকে কাজে লাগান। ৪ঠা জুলাই থেকে ১২ই জুলাইয়ের মধ্যে সোভিয়েত দূরপাল্লা-পর পর সাত রাত প্রধান রণাঙ্গনের অন্তর্গত রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর ২৬০০ বার হানাদারীর মাধ্যমে প্রবল বোমাবর্ষণ করে। সোভিয়েত বিমান বহর ও পার্টিজান বাহিনীর যৌথ তৎপরতার ফলে রেলপথ ধরে শত্রুসৈন্য ও সমরোপকরণের চলাচল বহুলাংশে বিঘ্নিত হয়। অনেক ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করে শত্রুর রিজার্ভ বাহিনী, নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে এসে অকুস্থলে উপস্থিত হয়। তার ফলে বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণ আরো পশ্চিমদিকে প্রসারিত হয়। প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের সেনাবাহিনী শত্রুর প্রতিআক্রমণ ও প্রত্যাঘাত সামলে নিয়ে দাউগাভপিলস্‌ অঞ্চলে শত্রুব্যূহ ভেদ করে, দাউগাভপিলস্‌-ভিলনিয়াস রেলপথের উপর দখল কায়েম করে ও পানেভেঝিস ও সিয়াউলিয়াই মুক্ত করে। তারপর মূল আক্রমণের গতিমুখ পশ্চিমদিক থেকে উত্তরদিকে

ঘুরিয়ে সোভিয়েত বাহিনী ৩১শে জুলাই, বাল্টিক প্রজাতন্ত্রপুঞ্জ ও পূর্ব প্রাশিয়ার মধ্যে প্রধান সংযোগ রক্ষাকারী কেন্দ্র জেলগাভা শহরটি দখল করে। ঐদিনই ফ্রন্টের যান্ত্রিক বাহিনীর ইউনিটগুলি রিগা উপসাগরের নিকটবর্তী হয়ে সিয়াউলিয়াই জেলগাভা রক্ষাঘাঁটি সৃষ্টি করে।

তার ফলে উত্তরাঞ্চলীয় নাৎসী আর্মি গ্রুপ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর্মি গ্রুপ সেন্টার ও পূর্ব প্রাশিয়ার সঙ্গে তার স্থলপথে সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। আর্মি গ্রুপ সেন্টারের অধিনায়ক উদ্বেগভরে তাঁর নির্দেশনামায় লেখেন যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী পূর্ব প্রাশিয়ার সীমান্তে এসে উপস্থিত। আর্মি গ্রুপের পক্ষে পশ্চাদপসরণের কোন জায়গা নেই। সিয়াউলিয়াই-জেলেগাভা রক্ষাব্যূহ উৎখাত করে আর্মি গ্রুপ সেন্টার ও উত্তরাঞ্চলীয় আর্মি গ্রুপের মধ্যে পুনঃসংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে শত্রু বেশ কয়েকবার পাল্টা আক্রমণ চালায়। এভাবে তারা সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে রিগা উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ৩০ কিঃ মিঃ পিছু হটতে বাধ্য করে এবং স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অংশতঃ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের আক্রমণ প্রচণ্ড গতিবেগ লাভ করে। পলায়ন-পর শত্রুকে তাড়া করে, ৫নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি, ৫নং আর্মি ও ৩নং যান্ত্রিক কোরের ইউনিটগুলি ৯ই জুলাই ভিলনিয়াসে এসে পেঁছয় এবং সেখানে ১৫ হাজার সৈন্যের এক শত্রু বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। যদিও নাৎসী কম্যাণ্ড ৬০০ ছত্রী সেনা আমদানী করে শহরের রক্ষাব্যবস্থাকে চাঙা করে ও প্যানজার ইউনিটের মাধ্যমে কয়েকবার পাল্টা আঘাত হানে, তবুও শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর নগররক্ষী বাহিনীকে নির্মূল করে ১৩ই জুলাই, সোভিয়েত লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসকে মুক্ত করে। ইতিমধ্যে ফ্রন্টের অন্যান্য বাহিনীগুলি নীম্যান নদী পার হয়ে, নদীর বাম তীরবর্তী সেতুমুখটি দখল করে। পরবর্তী-কালে শত্রুর তীব্র প্রতিরোধ ব্যর্থ করে তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট ১লা অগাস্ট কাউনাস শহর মুক্ত করে এবং মাসের শেষে পূর্ব প্রাশিয়ার সীমান্তে উপস্থিত হয়।

তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের ১নং বিমান আর্মির অংশ হিসাবে, ফরাসী বৈমানিকদের নিয়ে গঠিত ১নং পৃথক জঙ্গীবিমান রেজিমেন্ট 'নরম্যাণ্ড' সোভিয়েত বৈমানিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। নীম্যান নদীর যুদ্ধে ফরাসী বৈমানিকরা আক্রমণকারী সোভিয়েত সেনাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে; সেকারণে, ফরাসী বিমান রেজিমেন্টকে তার বীরত্বব্যঞ্জক কীর্তির জন্যে "নীম্যানস্কী" উপাধিদানে সম্মানিত করা হয়। তদানীন্তন ফ্রন্ট অধিনায়ক, জেনারেল আই. ভি. চের্নিয়াখভস্কি, রেজিমেন্টের সেনাপতি মেজর ডেল্ফনোকে লেখেন: "আপনার রেজিমেন্ট নীম্যানস্কী উপাধিতে ভূষিত হওয়ার জন্যে আপনাকে ও আপনার পরিচালনাধীন সমস্ত সৈনিককে ফ্রন্টের সামরিক পরিষদ

আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।……নাৎসী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে আমাদের সাধারণ সংগ্রামে আপনাদের বীরত্বব্যঞ্জক কীর্তি, সোভিয়েত জনগণ কখনো ভুলবে না। আপনাদের বিমানবাহিনীর মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতাপ্রেমী ফরাসী জনগণ ও নাৎসী জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্যে, বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামরত ফরাসী সেনা-বাহিনীকে আমরা অভিনন্দন জানাই।"[২০]

বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েন্টের কেন্দ্রস্থলে আক্রমণরত দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের অপারেশন চমৎকার ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই ফ্রন্টের একাংশ যখন মিনস্ক কটাহে আবদ্ধ শত্রুসৈন্য উৎসাদনে ব্যস্ত, অপর অংশ তখন পশ্চিম দিকে অভিযান শুরু করেছে। ১৪ই জুলাই তারা ভলকোভিস্ক থেকে হানাদারদের বিতাড়িত করে এবং ২৭শে জুলাই বিয়ালোস্টোক মুক্ত হয়। পরবর্তী আক্রমণাত্মক অপারেশনের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাদল মারেউ নদীর নিকটবর্তী হয়।

প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেক্টরে যুদ্ধ বড় আকারে চলতে থাকে। ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক বাহিনীর দুরন্ত গতি ও বিমান বাহিনীর আঘাত হানার প্রচণ্ড ক্ষমতাকে অবলম্বন করে ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তিক বাহিনী মিনস্কে শত্রুসেনা বাহিনীকে পরিবেষ্টিত করার পর, বারানোভিচি-ব্রেস্ট ও পিনস্কের দিকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যায়। বারানোভিচির কাছাকাছি এক গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে শহরে অবস্থিত ও ব্রেস্ট অভিমুখী রাস্তার ওপর খাড়া করা এক প্রতিরক্ষা ঘাঁটি থেকে সোভিয়েত বাহিনীর কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

নাৎসী কম্যাণ্ড এই তিনটি নতুন সেনা ডিভিসন আমদানি করার ফলে—সোভিয়েত আক্রমণ সাময়িক ভাবে প্রতিহত হয়। কিন্তু যান্ত্রিক ক্যাভেলরী আক্রমণের গতিমুখ পরিবর্তন করার ফলে ও নীচের আকাশে উড়ন্ত বিমান ও বোমারু বিমানের সহায়তা পুষ্ট ৬৫নং ও ৬৮নং আর্মি উত্তর দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করার মাধ্যমে, ৮ই জুলাই বারানোভিচি শত্রু কবল মুক্ত হয়। ১৬-১৭ই জুলাই নাগাদ প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্ট স্ভিসলোচ ও প্রুঝানি শহরের নিকটবর্তী হয়। তার দুদিন আগে অর্থাৎ ১৪ই জুলাই, দ্নিপার-ফ্লোটিলা ও পার্টি-জানদের সহায়তায় ৬১ নং আর্মি শত্রুকে পিনস্কের আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে বিতাড়ন করে এবং কোব্রিনের দিকে এগিয়ে যায়। প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের অপারেশনগত অবস্থা এখন অনেক উন্নত। অপারেশন ব্যাগরেশন যখন শুরু হয় তখন ফ্রন্টের দক্ষিণ ও বাম বাহুর মধ্যে পোলসী জলাভূমি এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। এখন ঐ অঞ্চল পার হয়ে ফ্রণ্ট অনেক দূর এগিয়ে এসেছে এবং ফ্রণ্টলাইনের দৈর্ঘ্য অর্ধেকেরও বেশি কমে গিয়েছে।

বিয়েলোরুশিয়ায়, সামরিক অভিযানের সফল পরিণতির দরুন যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তাকে সদ্ব্যবহার করার জন্যে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের বাম প্রান্তিক বাহিনীর কোভেল-লুবলিন অঞ্চলের দিকে আক্রমণ শুরু করে। ১৮ই

জুলাই ও ২রা অগাস্টের মধ্যে তারা লুবলিন-ব্রেস্ট অপারেশন কার্যকর করে। এই অপারেশনের লক্ষ্য হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ব্রেস্ট সুরক্ষিত অঞ্চলকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে লুবলিন ও ব্রেস্টের শত্রু সেনা সমাবেশকে নির্মূল করা, তারপর ওয়ারশ অভিমুখে সফল অভিযান চালিয়ে ভিশ্চুলা নদীর নিকটবর্তী হওয়া। লুবলিন ও ওয়ারশর শহরতলী প্রাগার দিকে-কোভেল অঞ্চল থেকে মূল আক্রমণ হানা হয় এবং তার-ই সঙ্গে দক্ষিণ দিক থেকে কিছু সৈন্য ব্রেস্টকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। আবার ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তিক বাহিনীও উত্তর দিক থেকে ব্রেস্টের শত্রুসেনা সমাবেশকে পাশ কাটিয়ে বিমানবাহিনীর সহায়তায় ওয়ারশর দিকে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে।

একটি পোল আর্মিসহ নটি পদাতিক আর্মি, দুটি ট্যাঙ্ক, একটি যান্ত্রিক ও তিনটি ক্যাভেলরী কোর লুবলিন-ব্রেস্ট অপারেশনে অংশ গ্রহণ করে। এই অপারেশনে জেনারেল ঝিগমুণ্ট বার্লিং-এর পরিচালনাধীন ১নং পোল আর্মির অংশ গ্রহণের ঘটনাটি, ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করা ও পোল্যাণ্ডকে বৈদেশিক উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করার সমান ব্যাকুলতায় সোভিয়েত ও পোল জনগণের মৈত্রী বন্ধনের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

প্রতিবেশী প্রথম উইক্রানীয় ফ্রণ্ট রাভা-রুশকায়া ও লভোভ রণাঙ্গনে প্রচণ্ড আক্রমণের মাধ্যমে ১৩ই জুলাই লভোভ-সাণ্ডোমিয়েঝ অপারেশন শুরু করে। তার ফলে লুবলিন-ব্রেস্ট অপারেশন সফল হওয়ার পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

১৮ই জুলাই প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের বাম প্রান্তিক বাহিনী শক্তিশালী গোলন্দাজবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সক্রিয় সহায়তায় আক্রমণ চালিয়ে প্রথম দিনেই শত্রুর রক্ষাব্যূহ ভেদ করে। সামরিক অভিযান চালিয়ে দুদিনের মধ্যে তারা সত্তর কিঃ মিঃ এগিয়ে গিয়ে সোভিয়েত-পোল সীমান্তের নিকটবর্তী হয়। পশ্চিম বাগ্ নদী পার হয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী মিত্রদেশ পোল্যাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। চেলম্, লুবলিন ও অন্যান্য পোল শহর দ্রুত মুক্তি লাভ করে। ২নং সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আর্মি লুবলিনের উপকণ্ঠে অবস্থিত মাজদানেক মৃত্যু শিবির থেকে বন্দীদের মুক্ত করে। বর্বরতার এক ভয়ংকর নিদর্শন সোভিয়েত সৈন্যদের চোখে পড়ে। নাৎসীদের এই শিবিরে যুদ্ধবন্দীদের ও আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে নাৎসী অধিকৃত ইউরোপের বেসামরিক নাগরিকদের সুপরিকল্পিত ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। সোভিয়েত নাগরিকদের বেলায় বর্বর অত্যাচারের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। এক মাজদানেক মৃত্যু শিবিরেই ১৯৪১ সালের শরৎকাল থেকে আজ পর্যন্ত পনের লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছে।

সোভিয়েত ও পোল সৈন্যবাহিনীকে পোল্যাণ্ডের জনগণ সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানায়। সর্বত্র সর্বতোভাবে তারা তাদের মুক্তিদাতাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

জানায়। সোভিয়েত ও পোল সৈন্যদের দেখার জন্যে রাস্তার দুধারে লোক সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে। তারা পদাতিক ও ট্যাঙ্ক-বাহিনীর সৈন্যদের পুষ্প স্তবক দিয়ে বরণ করেছে, তাদের ফল উপহার দিয়েছে। শহর ও গ্রামের লোকজন ঘরে বোনা-হাতে সেলাই করা তোয়ালের উপর রুটী ও নুন বিছিয়ে, প্রাচীন প্রথামতো মুক্তি-দাতাদের অভ্যর্থনা জানায়। মুক্ত এলাকার-জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে, সোভিয়েত ও পোল্যাণ্ডের পতাকা দুই দেশের জনগণের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের প্রতীক হিসাবে পাশাপাশি উড়তে দেখা যায়। পোল্যাণ্ডের শ্রমজীবী মানুষ সর্বতোভাবে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে সাহায্য করতে থাকে। তারা রাস্তা মেরামত করে, অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দেয় এবং অফিসার ও সৈন্যদের থাকার বন্দোবস্ত করে দেয়। পোল ভূখণ্ডের মুক্তির জন্যে যে সমস্ত সোভিয়েত সেনা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন—পোল্যাণ্ডের জনগণ তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে। তারই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি হিসাবে, বিভিন্ন স্কুল, শহর ও গ্রামের রাস্তা সে সমস্ত মৃত সোভিয়েত সেনাদের নাম বহন করছে।

পোল ওয়ার্কার্স্ পার্টির নেতৃত্বে পোল গেরিলাবাহিনী, নাৎসী আগ্রাসকদের কবল থেকে পোল ভূমির পূর্ণাঙ্গ মুক্তির জন্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সঙ্গে একত্রে তাদের লড়াই যথেষ্ট জোরদার করে। রাস্তার লড়াইয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা সোভিয়েত সৈন্যদের নিঃস্বার্থভাবে সহায়তা করে। পোল বালিকা ও মহিলারা নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে, প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্যে, আহত সোভিয়েত সৈন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে ও রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। সোভিয়েত সৈন্যদের পোল ভূমিতে পদার্পণের দিনটি, ফ্যাসিস্ত অত্যাচারে জর্জরিত পোল্যাণ্ডের জনগণের কাছে জাতীয় ছুটির দিন। পোল শ্রমজীবী মানুষের এটা একটি সত্যিকারের জয়। ২১শে জুলাই লুবলিনে পোল জাতীয় মুক্তি কমিটি গঠিত হয়। এই তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে জাতির ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয় এবং পোল্যাণ্ডের প্রকৃত জাতীয় ও সামাজিক পুনরুত্থান ঘটে। একই দিনে পোল্যাণ্ডের আত্মগোপনকারী জাতীয় পরিষদ ক্রাজোয়া রাডা নারোডোয়া পোল সেনাবাহিনী গঠনের কথা ঘোষণা করে। সোভিয়েত প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের সঙ্গে একত্রে সংগ্রামকারী ১নং পোল আর্মি ও পোলভূমির নাৎসী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত গেরিলাবাহিনীগুলির ঐক্যের সংগঠক, আর্মিয়া লুডোয়া, নবগঠিত পোল সেনাবাহিনীর অঙ্গীভূত হয়। ২৩শে জুলাই চেলমে পোলজাতীয় মুক্তিকমিটির ইশতাহার প্রকাশিত হয়। ইশতাহারে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ও নতুন গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডের বিকাশের পথ নির্দেশ করা হয় এবং তার-ই সঙ্গে তার পররাষ্ট্র নীতির মূলনীতিও ঘোষিত হয়। কমিটি সমস্ত পোল্যাণ্ডবাসীকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করা ও তাকে কার্যকর সহায়তা দানের আহ্বান জানিয়েছেন।

সোভিয়েত ও পোলবাহিনীর আক্রমণ সরাসরি চলতে থাকে এবং তারা ভিশ্চুলা নদীর তীরে এসে পেঁছিয়। ৩১শে জুলাই তারা ওয়ারশর শহরতলী প্রাগার ব্যূহ ভেদ করে। প্রাগা ভিশ্চুলার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত৮ কিন্তু এখানে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুর পাঁচটি প্যানজার ও দুটি পদাতিক ডিভিসন শক্তিশালী পাল্টা আক্রমণ হানে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রাগার প্রবেশমুখে সাময়িকভাবে রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়।

২৮শে জুলাই থেকে ২রা অগাস্টের মধ্যে ৮নং গার্ড ও ৬৯নং আর্মি ওয়ারশর দক্ষিণদিক থেকে এগিয়ে গিয়ে মাগনাসঝুৎ ও পুলায়ির কাছাকাছি ভিশ্চুলার পশ্চিম তীরস্থ সেতুমুখগুলি অধিকার করে। গোটা অগাস্ট মাস জুড়ে এই সেতুমুখগুলির উপর দখল রাখা ও তাদের সম্প্রসারণের জন্যে একটানা লড়াই চলতে থাকে। এই সেতুমুখগুলি উৎখাত করার জন্যে নাৎসী বাহিনী দিনে সাত-আটবার করে পাল্টা আক্রমণ হানতে থাকে এবং ৪ই থেকে ১৩ই অগাস্টের মধ্যে তারা বেশ কয়েকবার তিনটি প্যানজার ও কয়েকটি পদাতিক ডিভিসন নিয়ে আক্রমণ চালায়। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উপর লুফৎভাফের প্রচণ্ড হামলা চলতে থাকে। বিরামহীন যুদ্ধ চলতে থাকে। গোলা ও বোমা বিস্ফোরণে পায়ের নীচের মাটি কেঁপে ওঠে। অরণ্য ও চারদিকের ইমারত দাউ দাউ করে জ্বলে। বিশ্বচরাচর ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যদের হটানো গেল না। তারা পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল। সেতুমুখের উপর দখল তো বজায় রাখলই, উপরন্তু তাকে আরো প্রসারিত করল।

ইতিমধ্যে বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তিক আর্মি ২০শে জুলাই গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন ঝেরমাচা মুক্ত করে উত্তরদিক থেকে ব্রেস্টকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। ২৮শে জুলাই ৬১নং আর্মির সেনাদল ৭০নং ও ২৮নং আর্মির ইউনিটগুলির সহযোগিতায় ব্রেস্ট মুক্ত করে। অপারেশন শেষে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী সুরাঝ ও সিয়েচানোউইয়িকের পশ্চিমে, সিয়েডলচের উত্তরে, প্রাগার পূর্বদিকে এবং দক্ষিণে ভিশ্চুলা বরাবর এক লাইনে এসে পেঁছিয়।

এভাবে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট ২৫০ কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গন জুড়ে, শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ হেনে, লুবলিন ব্রেস্ট অপারেশনের মাধ্যমে ১৮৫ থেকে ২০০ কিঃ মিঃ এগিয়ে যায়। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পশ্চিম দিকে অভিযানের দৈনিক অগ্রগতির গড় ছিল সতের থেকে কুড়ি কিলোমিটার।

সোভিয়েত বাহিনীর ভিশ্চুলার নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তাদের জনবিরোধী লক্ষ্য পূরণ ও আত্মস্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বাস্তব সামরিক পরিস্থিতির কথা খেয়াল না করে এবং সোভিয়েত কম্যান্ডকে না জানিয়ে ১লা অগাস্ট ওয়ারশতে এক অভ্যুত্থান সংগঠিত করে। পোল রাজধানীর

দেশপ্রেমিক নাগরিকগণ পাঁচ বৎসর ব্যাপী নাৎসী শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে—সোৎসাহে এই অভ্যুত্থানে যোগ দেয়। ওয়ারশতে তেষট্টি দিন ধরে এই অসম যুদ্ধ চলে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী তখন প্রাগাতে মাগনাসঝুৎ ও পুলায় সেতুমুখে সংখ্যাগুরু শত্রুসৈন্যের একের পর এক পাল্টা আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যস্ত। বহু যুদ্ধ করে সোভিয়েত বাহিনীর শক্তিহ্রাস ঘটেছে, তাদের লোকবল ও সাজসরঞ্জাম যথেষ্ট ক্ষয় হয়েছে। তাদের যোগাযোগ ও সরবরাহ কেন্দ্র অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। অতএব বিদ্রোহীদের সহায়তা করার জন্যে ওয়ারশর দিকে অবিরাম এগিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। এহেন অবস্থায়, সোভিয়েত কম্যাণ্ড পোল বিদ্রোহীদের যথেষ্ট সাহায্য প্রেরণ করেন মূলতঃ আকাশপথে। ১৬নং বিমান আর্মির বিমান-বহর রাতদিন ওয়ারশর উপর উড়ে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র, ওষুধপত্র ও খাদ্যবস্তু নিক্ষেপ করত। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সোভিয়েত জঙ্গী বিমান বহর যেখানে যুদ্ধ চলছে, সেই এলাকায় জার্মান ঘাঁটির উপর বোমা নিক্ষেপ করতো ও মেশিনগান থেকে গুলি চালাত। তথাপি নাৎসীরা তাদের লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল সংখ্যাগত প্রাধান্যের বলে নৃশংসভাবে অভ্যুত্থান দমন করে ও পোল রাজধানীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

১৬ই অগাস্ট জে. ভি. স্টালিন, উইনস্টন চার্চিলকে এক চিঠিতে লেখেন: ওয়ারশর ঘটনা একটা অর্থহীন, মর্মান্তিক জুয়াখেলা যার ফলে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে। যদি আগে থাকতে ওয়ারশর অভ্যুত্থান সম্পর্কে সোভিয়েত অধিনায়ক মণ্ডলীকে জানান হত এবং লণ্ডনস্থিত পোলরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত তাহলে এটা কখনো ঘটত না।'[২২]

মার্শাল কে. কে. রকসোভস্কি তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন: "আসলে যারা ওয়ারশবাসীকে অভ্যুত্থানে প্ররোচিত করেছিল, আগুয়ান সোভিয়েত ও পোল-বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলাবার কোন অভিপ্রায়ই তাদের ছিল না। বরঞ্চ তারা এটাকে ভয়ের চোখে দেখেছিল। তাদের অন্য মতলব ছিল। তাদের কাছে অভ্যুত্থানটি ছিল—সোভিয়েত বাহিনী প্রবেশ করার আগে পোল রাজধানী দখল করার রাজনৈতিক হাতিয়ার বিশেষ। লণ্ডনস্থ পোলরা তাদের ঐ নির্দেশই দিয়েছিল।"[২৩]

১৯৪৪ সালের ২৯শে অগাস্ট জেলগাভা, দোবেলি, অগাস্টো এবং নারেয়ু ও ভিশ্চুলা নদী লাইন পর্যন্ত পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অন্যতম বৃহত্তম আক্রমণাত্মক অভিযান অপারেশন ব্যাগরেশনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

৫। অপারেশন ব্যাগরেশনের চূড়ান্ত রূপ

সাতষট্টি দিন স্থায়ী অপারেশন ব্যাগরেশন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পূর্ণাঙ্গ জয়ের মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হয়। ১১০০ কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণ

চালিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ৫৫০ থেকে ৬০০ কিঃ মিঃ পশ্চিম দিকে এগিয়ে যায় এবং তারা বিয়েলোরুশিয়া, লিথুয়ানিয়ার বৃহদাংশ, লাটভিয়ার অনেকগুলি জেলা ও পোল্যান্ডের ভিশ্চুলার পূর্ব দিকের অনেকগুলি জেলা মুক্ত করে। তারা নীম্যান ও নারেয়ুর বাধা অতিক্রম করে এবং জার্মান সমরবাদের আড্ডা পূর্ব প্রাশিয়ার নিকটবর্তী হয়।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে, প্রধান রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিজয় অভিযান সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের রণনৈতিক পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। তার ফলে নাৎসী জার্মানীর সামরিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়ে। বিয়েলোরুশীয় অপারেশনের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর অন্যতম বিশেষ শক্তিশালী সেনাগ্রুপকে বিধ্বস্ত করে। যুদ্ধের মাধ্যমে ১৭ ডিভিসন ও তিন ব্রিগেড শত্রুসৈন্য পুরোপুরি ধ্বংস হয় এবং পঞ্চাশটি শত্রু ডিভিসনের অর্ধেকেরও বেশি সৈন্য খোয়া যায়। অল্প দিনের মধ্যে, শত্রুর রণনৈতিক ফ্রন্ট বিধ্বস্ত হয়।

বাল্টিক অঞ্চলে জার্মান উত্তরাঞ্চলীয় সেনাগ্রুপ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক ফালি জমির মাধ্যমে তার স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। তার ফলে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার পূর্ণাঙ্গ মুক্তির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েন্ট উচ্ছেদের মাধ্যমে, প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের পার্শ্ব-ভাগের বিরুদ্ধে উত্তর দিক থেকে আক্রমণের আশংকা সোভিয়েত কম্যান্ড নিবারণ করেন। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণাঞ্চলীয় সেক্টর থেকে বিয়েলোরুশীয় সেক্টরে কয়েকটি ট্যাঙ্কবাহিনী স্থানান্তরের ফলে প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের পক্ষে উক্রাইনের পশ্চিমাঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনার পথ প্রশস্ত হয়। পূর্ব প্রাশিয়ার সীমান্ত ও ভিশ্চুলা নদী পর্যন্ত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অগ্রগতি ও মাগনাসঝুৎ ও পুলায় অঞ্চলে সেতুমুখ অধিকৃত হওয়ার ফলে পূর্ব প্রাশিয়ায় ও ওয়ারশ-বার্লিনের দিকে আক্রমণ চালিয়ে শত্রু সৈন্যবাহিনী উৎখাতের অবস্থা সৃষ্টি হয়। পোল্যান্ডের পূর্ণাঙ্গ মুক্তিসাধন ও নাৎসী জার্মানীর প্রবেশপথে ভ্যেরমাখ্‌টের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ হানাও এখন সহজসাধ্য হয়।

বিয়েলোরুশীয় অপারেশনের ফলাফল শুধু সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের বেলায় নয় অন্যান্য রণাঙ্গনকেও এবং বিশেষকরে পশ্চিম রণাঙ্গনের পরবর্তী সামরিক ঘটনা প্রবাহকেও প্রভাবিত করে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অগ্রগতির হার যেখানে দৈনিক কুড়ি কিঃ মিঃ পর্যন্ত—সেক্ষেত্রে নরম্যাণ্ডিতে অ্যাংলো-মার্কিন বাহিনীর অবতরণের পর, তাদের অগ্রগতির হার দৈনিক ০৬-১ কিঃ মিঃ পর্যন্ত। আর্মি গ্রুপ সেন্টারকে চাঙ্গা করার জন্যে, জার্মানী ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে সেখানে ১৮ ডিভিসন ও চার ব্রিগেড সৈন্য স্থানান্তরের ফলে পশ্চিম রণাঙ্গনে অ্যাংলো-মার্কিন বাহিনীর পক্ষে অভিযান চালান সহজতর হয়।

বিয়েলোরুশীয় আক্রমণাত্মক অভিযানকে অক্ষশক্তি-বিরোধী জোটের রাষ্ট্র-প্রধানরা খুব তারিফ জানান। ১৯৪৪ সালের ২১শে জুলাই, আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জে. ভি. স্টালিনকে এক চিঠিতে লেখেন : আপনাদের বাহিনীর অগ্রগতির দ্রুততা বিস্ময়কর। আমার খুব ইচ্ছে হয় যে গিয়ে দেখি আপনারা কিভাবে আগুয়ান বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে পেরেছেন।"[২৪] ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল, বিয়েলোরুশিয়ার সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সাফল্যের আলোয় নাৎসী জার্মানীর অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্যপ্রসঙ্গে বলেন : "এক সর্বাত্মক পতন যে আসন্ন সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।"[২৫]

অপারেশন ব্যাগরেশনের মাধ্যমে নাৎসী সেনাবাহিনীর উৎসাদনের ফলে জার্মানীর যুদ্ধ যন্ত্র চুরমার হয়ে যায়। নাৎসী জেনারেলরা নিজেরা এটা স্বীকার করেছেন। হুস্ট ফন বুটলারের মতে আর্মি গ্রুপ সেন্টারের বিলুপ্তির ফলে পূর্বরণাঙ্গনে জার্মানীর সবরকম সংগঠিত প্রতিরোধের অবসান ঘটে। হিটলারের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জেনারেল সিগফ্রীড ফন ওয়েস্টফাল লেখেন : 'পূর্বরণাঙ্গনে, ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম ও হেমন্তকালে জার্মান বাহিনী তার ইতিহাসের শোচনীয়তম পরাজয় বরণ করেছে, এ-পরাজয় স্টালিনগ্রাডের বিপর্যয়ের চেয়েও বড়ো। ......তিরিশ ডিভিসন সৈন্যের বিচ্ছিন্ন ভগ্নাংশটুকু মাত্র মৃত্যু ও সোভিয়েত-বন্দীদশা থেকে রক্ষা পেয়েছে।'[২৬]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম বৃহত্তম রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অভিযান—বিয়েলোরুশীয় অপারেশন যুদ্ধবিদ্যার উৎকর্ষ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে রণনৈতিক নেতৃত্ব ভালভাবেই সংগঠিত হয়। জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স সুপ্রীম কম্যান্ড, শত্রুর রক্ষা ব্যবস্থা, তার সেনাবাহিনীর শক্তি ও সমাবেশের যথার্থ মূল্যায়ন রণক্ষেত্রের প্রকৃতি ও ফ্রন্টলাইনের বহিরাকৃতি এবং অন্যান্য দিকগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে চারটি ফ্রন্টের রণনৈতিক অপারেশনের সাহসী ও মৌলিক ছক তৈরী করেন। বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েণ্ট ও ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযান—উভয়ের কথা ভেবে সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর প্রধান আক্রমণের দিক দক্ষতার সঙ্গে নির্ধারিত হয়। রণনৈতিক শক্ বাহিনী গঠন, সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস সাধন, রণনৈতিক চমক সৃষ্টি, প্রধান রণাঙ্গনে সময়োচিত সেনা সমাবেশ, বিশাল পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ জমায়েত, এবং সেগুলিকে সঙ্গোপনে রণাঙ্গনে স্থানান্তর প্রভৃতি বিচার করলে ব্যাপ্তির দিক থেকে এই অপারেশনটি এক কথায় অদ্বিতীয়।

অপারেশনে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স সুপ্রীম কম্যান্ড প্রতিবেশী ফ্রন্টগুলির মধ্যে রণনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তোলে। অপারেশন ব্যাগরেশনের কাঠামোর মধ্যে, জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স সুপ্রীম কম্যান্ডের সার্বিক নেতৃত্বে ভিতেবস্ক-ওর্শা, মোগিলেভ, বোব্রুইস্ক, মিনস্ক, পলোটস্ক, সিয়াউলিয়াই,

ভিলনিয়াস, কাউনাস, বিয়ালিস্টক এবং লুবলিন-ব্রেস্ট অপারেশন সংসাধিত হয়। এর প্রতিটি অপারেশন—একটি, দুটি বা তিনটি ফ্রন্ট পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ কৌশলগত ও রণনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন করে। প্রতিটি নির্দিষ্ট রণনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনার মাধ্যমে ফ্রন্ট-সেনাবাহিনী সার্বিক রণনৈতিক লক্ষ্য পূরণের কাজেই সহায়তা করেছে। তার-ই সঙ্গে বিয়েলোরুশীয় স্যালিয়েন্টের উত্তরে ও দক্ষিণে অন্যান্য ফ্রন্টের সঙ্গে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড সমন্বয় সাধন করেন ; যথা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট (পশ্চিম দ্ভিনা নদীর দিক থেকে উত্তরদিকে আক্রমণরত) ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্ট (লভোভ-সান্ডোমিয়েজ অপারেশনরত।) পার্টিজান বাহিনী ও দূরপাল্লা-বিমান বহরের ইউনিটগুলির সঙ্গেও রণনৈতিক সহযোগিতা সম্পাদিত হয়। তৃতীয় এবং দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্ট আক্রমণে অংশ গ্রহণ করার ফলে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সাধারণ আক্রমণ—বাল্টিক সাগর থেকে কার্পেথীয় পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ রণাঙ্গন জুড়ে চলতে থাকে।

জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড—রিজার্ভ বাহিনীকে যুদ্ধে নামিয়ে, পরিবর্তিত অবস্থানুযায়ী সময়োচিত সাহায্য পাঠিয়ে এবং একই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে অন্যান্য নতুন অপারেশন কার্যকর করে ফ্রন্টগুলির আক্রমণ-ক্ষমতাকে শক্তিশালী করেন। অপারেশন ব্যাগরেশন চলাকালীন জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে আক্রমণরত ফ্রন্টগুলির জন্যে চারবার কর্মসূচী নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

বিয়েলোরুশীয় অপারেশন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম বৃহত্তম অবরোধ অপারেশন। সংক্ষিপ্ততম সময় ও বিচিত্র অবস্থার মধ্যে শত্রুসেনাগ্রুপকে পরিবেষ্টিত করে উৎসাদনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে—এই অপারেশনটি যুদ্ধবিদ্যার উৎকর্ষ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। অপারেশন ব্যাগরেশন চলাকালীন তিরিশটি নাৎসী ডিভিসন পরিবেষ্টিত ও নিশ্চিহ্ন হয়। ভিতেবস্ক ও বোব্রুইস্ক, মিনস্ক, ভিলিনিয়াস এবং ব্রেস্টে শত্রুর বিরাট বাহিনী পরিবেষ্টিত ও ধ্বংস হয়। নানাভাবে ও পদ্ধতিতে শুধু রণনীতিগতভাবে নয় রণকৌশলগতভাবেও শত্রুব্যূহের গভীরে, ট্যাঙ্কবাহিনী বিমানবাহিনীর সহায়তায় পদাতিক বাহিনী প্রবেশ করে শত্রুসৈন্যকে ঘিরে ধ্বংস করে। এই অপারেশনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্যান্য অপারেশনের তুলনায় অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে অবরুদ্ধ সৈন্যকে নির্মূল করা হয়। ভিতেবস্ক পরিবেষ্টিত শত্রুবাহিনী দুদিনের মধ্যে নির্মূল করা হয়—বোব্রুইস্কের বেলায় লেগেছিল তিনদিন—ভিলনাস এবং ব্রেস্টের ক্ষেত্রে দুদিন ও মিনস্কের বেলায় লেগেছিল ছদিন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আবেষ্টনীর বহির্বলয় সব ক্ষেত্রেই সচল। অন্তর্বলয় থেকে বহির্বলয়ের দূরত্ব দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ফলে অবরুদ্ধ শত্রু পালাবার কোন সুযোগ পায়নি।

অপারেশন ব্যাগরেশনের বেলায় সুসংগঠিত রক্ষাব্যূহ ভেদের কাজে ট্যাঙ্ক

বাহিনীর দ্রুতগতি ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সময়মতো রণনৈতিক ব্যূহভেদ করার জন্যে দলে দলে ট্যাঙ্ক বাহিনীকে যুদ্ধে নামানোর প্রয়াস সার্থক হয়। একটা থেকে আর একটা অনেকদূরে অবস্থিত—এরকম ছটি সেক্টরে একযোগে প্রচণ্ড আঘাত হানাকে সংগঠিত ও বাস্তবায়িত করার ঘটনাটা—শত্রুব্যূহের অভ্যন্তরে রণনৈতিক অনুপ্রবেশের একটি ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত বিশেষ। তারফলে কয়েকশ কিঃ মিঃ পরিব্যাপ্ত ফ্রণ্টে শত্রুর রক্ষা ব্যবস্থা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নাৎসী কম্যাণ্ড. সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে তার রিজার্ভবাহিনীকে কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমাবেশিত করার উপায় খুঁজে পায় না।

সঠিক সময়ে কৌশলগত ও রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীকে যুদ্ধে নামিয়ে শত্রুরক্ষাব্যূহে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হানা ও ক্রমশঃ তাকে তীব্রতর করার অভিজ্ঞতা এই অপারেশনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান।

তাছাড়া পলায়নপর শত্রুকে অনুসরণ করার পদ্ধতিও অনুধাবনযোগ্য। শত্রুকে অনুসরণরত বাহিনীগুলির মধ্যে ট্যাঙ্ক আর্মি, ট্যাঙ্ক কোর ও যান্ত্রিক ক্যাভেলরী গ্রুপের ভূমিকা সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকন্তু সরাসরি পশ্চাদধাবন ও সমান্তরাল পথ ধরে শত্রুকে অনুসরণ—এই দুটো পদ্ধতির মধ্যে রীতিমতো সমন্বয় সাধিত হয়। সমান্তরাল পথ ধরে শত্রুকে অনুসরণ করার কাজে দুটি ট্যাঙ্ক আর্মি, পাঁচটি পৃথক ট্যাঙ্ক কোর, দুটি মোটরযান বাহিত ও চারটি ক্যাভেলরী কোর অংশগ্রহণ করে। তাদের দৈনিক অগ্রগতির হার পঁচিশ থেকে চল্লিশ কিঃ মিঃ; আবার কোন কোনদিন সেটা বেড়ে পঞ্চাশ থেকে সত্তর কিলোমিটারে গিয়ে দাঁড়ায়। পদাতিক বাহিনী শত্রুকে সরাসরি তাড়া করে। সমান্তরাল ও সরাসরি অনুসরণ পদ্ধতির মধ্যে প্রকৃষ্ট সমন্বয়ের ফলে বোব্রুইস্ক ও মিনস্কে শত্রুকে পরিবেষ্টন করা সম্ভব হয়। ট্যাঙ্ক আর্মি ও কোরগুলি সচরাচর শত্রুর বিরুদ্ধে সামনাসামনি একটানা ঘাঁটি দখলের লড়াইয়ে আবদ্ধ না হয়ে শত্রুর প্রতিরক্ষা ঘাঁটির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়।

নদ-নদীর বাধা অতিক্রম করার জন্যে তাৎক্ষণিক উপায় অবলম্বন করা হত। অনেক ক্ষেত্রেই অপারেশনরত সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি দ্রুত নদী হ্রদ প্রভৃতির জলরাশির বাধা অতিক্রম করে পলায়নপর শত্রুর পিছু পিছু ওপারে চলে গিয়েছে।

এরকম প্রচণ্ড গতিশীল অপারেশন চালাতে গেলে চাই আগুয়ান ট্যাঙ্ক বাহিনীর জন্যে সময়মত জ্বালানী সরবরাহের ব্যবস্থা। এই কাজে বিমানবাহিনীকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। বিমানবাহিনীর ইউনিটগুলি ১১৮২ টন জ্বালানি, ১২৪০ টন অস্ত্রশস্ত্র এবং ট্যাঙ্ক আর্মি ও কোরের জন্যে ১০০০ টন সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

দ্রুত হারে অগ্রগতি ও সামরিক অপারেশনের বিচিত্র প্রকৃতি সেনানায়কদের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে। সেনা-পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্যে ফ্রন্ট হেডকোয়ার্টারকে ছ'বার স্থান পরিবর্তন করতে হয়। সমস্ত ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনীর প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ ফিল্ড-টেলিফোন অথবা বেতারের মাধ্যমে পাঠানো হত। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ সংযোগরক্ষাকারী অফিসারদের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার পাঠানো হত। ফ্রন্ট অধিনায়কদের সঙ্গে আর্মি সেনানায়কদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং তাদের সঙ্গে আবার বিভিন্ন বাহিনীর অফিসারদের ব্যক্তিগত যোগাযোগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অধস্তন বাহিনীর সদর দপ্তরের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা ও তাদের সাহায্য করার জন্যে উচ্চতর কম্যাণ্ডের প্রতিনিধি ও স্টাফ অফিসাররা সেখানে সরাসরি চলে যেতেন। তাছাড়া সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণ ও পার্টিজান বাহিনীর বিশাল অপারেশনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল অপারেশন ব্যাগরেশন। এই অপারেশনে বিয়েলোরুশীয় পার্টিজানদের বিরাট সংখ্যায় অংশ গ্রহণের রাজনৈতিক, কৌশলগত ও রণনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম। কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের নির্দেশ পালনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিহিংসাপরায়ণ বাহিনী আর্মি গ্রুপ সেন্টারের পশ্চাৎ ভূমিতে শত্রুর অবস্থা অতিষ্ঠ করে তোলে, নাৎসীবাহিনীর এক বিরাট অংশকে আবদ্ধ করে রাখে, অপারেশন শুরুর সময় ও তার আগে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম বোঝাই দেড়শটি রেলগাড়ীকে লাইনচ্যুত করে। সোভিয়েত কম্যাণ্ডকে তাদের পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যাদির যোগান দিয়ে এ যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনা-বাহিনীকে অসামান্য সাহায্য করে বিয়েলোরুশীয় পার্টিজানরা।

এসব কারণে বিয়েলোরুশীয় রণনৈতিক অপারেশনের সামরিক, রাজনৈতিক ও রণনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। সামরিক রণনীতি ও অপারেশনগত কলাকৌশলের বিকাশের ক্ষেত্রে এই অপারেশনের অবদান অসামান্য। এই অপারেশনলব্ধ অভিজ্ঞতা-গুলির প্রাসঙ্গিকতা আজো বর্তমান।

রণাঙ্গনে ও তার পশ্চাৎ ভূমিতে সোভিয়েত জনগণের বিপুল কর্মোদ্যোগের ফলে —শত্রুকে দ্রুত উৎসাদনের মাধ্যমে বিয়েলোরুশীয় অপারেশন সাফল্য মণ্ডিত হয়। রণাঙ্গনের পেছনে শ্রমিকগণ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জন্যে প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম, জ্বালানি ও খাদ্য উৎপাদন করে এই অপারেশনের সাফল্য সুনিশ্চিত করেছে। এই অপারেশনটি সোভিয়েত সৈন্যদের গণ বীরত্ব ও চরম নৈপুণ্যের জন্যে স্মরণীয়। শুধু জুলাই ও অগাস্ট মাসের মধ্যে ৪ লক্ষ ২ হাজার অফিসার ও সৈন্যকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উপাধি ও পদক উপহার দেওয়া হয়। তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনানায়ক আই. ভি. চের্নিয়াখোভস্কিকে তাঁর ব্যক্তিগত সাহস, বীরত্ব ও সৈন্য পরিচালনায় অপূর্ব দক্ষতার নিদর্শন হিসাবে— দ্বিতীয় বার 'সোনার তারা' পদক উপহার দেওয়া হয় এবং তাঁকে জেনারেল পদে

উন্নীত করা হয়। আই. ডি. চেরির্নয়াখোভস্কি একজন কর্নেল হিসাবে একটি ট্যাংক ডিভিসনের পরিচালনার কাজ শুরু করেন। তিন বৎসর ব্যাপী কঠিন যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি একজন প্রতিভাবান সামরিক নায়কে পরিণত হন এবং দুবার 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' আখ্যায় ভূষিত হন। তাঁর পরিচালনাধীন সৈন্যবাহিনী অগণিত যুদ্ধে ও বৃহদায়তন অপারেশনে সাহসের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করে এবং তাদের কথা সর্বোচ্চ অধিনায়ক প্রদত্ত নির্দেশনামায় চৌত্রিশবার উল্লেখিত হয়। ১৯৪৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী উনচল্লিশ বছর বয়সী ফ্রন্ট সেনানায়ক জেনারেল চের্নিয়াখোভস্কি পূর্ব প্রাশিয়ার অপারেশনের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তাঁর মরদেহ ভিলনিয়াসে সমাহিত হয়। সমাজতন্ত্রী মাতৃভূমির প্রতি তাঁর বিরাট সেবা ও অবদানের স্মরণার্থে যে শহরের অদূরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন সেই ইনস্তারবুর্গ শহরের নতুন নাম রাখা হয় চের্নিয়াখোভস্ক। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বহু শহরে তাঁর স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করা হয় এবং বহু রাস্তা, রাজপথ ও স্কুল তাঁর নাম বহন করে।

একজন অসামান্য সামরিক নেতা, সহকারী সর্বাধিনায়ক মার্শাল জি কে. ঝুকভ জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ডের প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন ফ্রন্টের অপারেশনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন ও বিয়েলোরুশীয় অপারেশনের সফল পরিণতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। সে কারণে তাঁকে দ্বিতীয়বার 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরের' মর্যাদাসূচক 'সোনার তারা' পদক উপহার দেওয়া হয়। পরবর্তী অপারেশনগুলির ক্ষেত্রে, সামরিক নেতা হিসাবে তাঁর অসামান্য কীর্তির জন্যে তাঁকে আরো দুবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং দুবার তাঁকে 'বিজয় পদক' উপহার দেওয়া হয়। প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের সেনানায়ক আই. খ. বাগরামিয়ানকে অপারেশন ব্যাগরেশন পরিচালনা ও যুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে সাহস প্রদর্শনের জন্যে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' উপাধিতে ভূষিত হন। যুদ্ধোত্তর যুগে আইভান খিস্টোফরোভিচ বাগরামিয়ান মার্শাল পদে উন্নীত হন। ১৯৪৪ সালের ২৯শে জুন প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক কে. কে. রকসোভস্কি মার্শাল পদে উন্নীত হন।

বিয়েলোরুশীয় অপারেশন চলাকালীন যারা যুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে— এরকম বহু ইউনিট ও বাহিনীকে 'মিনস্কী', 'মোগিলেভস্কী', 'ব্রেস্টস্কী', 'ভিলনিয়াস্কী,' 'পিনস্কী' ও 'বারানোভিচস্কী' প্রভৃতি উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। অপারেশন ব্যাগরেশনে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীর অসামান্য জয়লাভের জন্যে তাদের উদ্দেশ্যে ছত্রিশবার তোপধ্বনি করে দেশবাসী অভিবাদন জানায়। যুদ্ধের পর, সমাজতন্ত্রী মাতৃভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যে যে সমস্ত সোভিয়েত সৈন্য ও পার্টিজান প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের সম্মানার্থে বিয়েলোরুশিয়া ও বাল্টিক প্রজাতন্ত্রী দেশগুলির বহু শহরে এবং গ্রামে স্মৃতিসৌধ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়।

১। করেসপণ্ডেন্স বিটুয়িন দা চেয়ারম্যান অব দি কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স্ অব দা ইউ. এস. এস. আর অ্যাণ্ড দা প্রেসিডেন্ট্স্ অব দা ইউ. এস. এ. অ্যাণ্ড দা প্রাইম মিনিস্টার্স্ অব গ্রেট ব্রিটেন ডিউরিং দা গ্রেট পেট্রিয়টিক্ ওয়ার অব ১৯৪১-১৯৪৫, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা, ২২৩।

২। ভেণ্টক্রীক ১৯৩৯-১৯৪৫, বুখ-উন্‌ট ৎসাইটশ্রিফটেন—ফেয়ারলাক ডক্টর হানস রিগল্যার, স্টুটগার্ট, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ২১৫।

৩। জি. কে. ঝুকভ, রেমিনিসেন্সেস অ্যাণ্ড রিফ্লেক্শানস ভল্যুম ২, মস্কো, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ২৪৫, (রুশভাষায়) দেখুন।

৪। সে সময় ১৫০টি ব্রিগেড ও ৪৯টি পৃথক বাহিনীতে বিভক্ত ২ লক্ষ ৭২ হাজার পার্টিজান বিয়েলোরুশীয় অপারেশনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

৫। এই গ্রুপটি যান্ত্রিক ও ক্যাভেলরী কোর নিয়ে গঠিত—সম্পাদক।

৬। কে. কে. রকসোভস্কি—এ সোলজার্স ডিউটি, প্রোগ্রেস পাব্লিশার্স, মস্কো, ১৯৭০, পৃষ্ঠা, ২৩৪-২৩৬।

৭। আই খ বারগামিয়ান, আওয়ার রোড টু ভিক্টরী, ভয়েনিজডাট, মস্কো, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৩১১-৩১২ (রুশ ভাষায়)।

৮। ভেরভিসেনশাক্টলিষে রুনটশাও, 3. Jg H. 10 পৃষ্ঠা ৪৭৫।

৯। এনটশাইডুংসল্লাকটেন ডেস স্বোয়াইটেন ভেণ্টক্রীগেস, ফেয়ারলাক ফ্যুইর ভেয়্যারভেজেন ব্যার্নার্ড উন্‌ট গ্র্যাফে, ফ্রাংকফুর্ট আম মাইন, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৪৫৫।

১০। লিবারেশান অব বিয়েলোরুশিয়া, নউকা পাব্লিশার্স, মস্কো, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ১২১ (রুশ ভাষায়)।

১১। ঐ পৃষ্ঠা ১২১।

১২। এস. এম. শ্তেমেঙ্কো, দা সোভিয়েত জেনারেল স্টাফ অ্যাট ওয়ার, ভয়েনিজডাট, মস্কো, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৩২৬। (রুশ ভাষায়)

১৩। লিবারেশন অব বিয়েলোরুশিয়া, পৃষ্ঠা ৭৯ (রুশ ভাষায়) দেখুন।

১৪। করেসপণ্ডেন্স বিটুয়িন দা চেয়ারম্যান অব কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স অব দা ইউ. এস. এস. আর. অ্যাণ্ড দা প্রেসিডেন্টস্ অব দা ইউ. এস. এ. অ্যাণ্ড দা প্রাইম মিনিস্টার্স অব গ্রেট ব্রিটেন ডিউরিং দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব ১৯৪১-১৯৪৫, ভল্যুম ২, পৃষ্ঠা ১৪৯।

১৫। জি. কে. ঝুকভ, রেমিনিসেন্সেস অ্যাণ্ড রিফ্লেকশানস্, ভল্যুম ২, মস্কো, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ২৫৬। (রুশ ভাষায়)

১৬। ফুর্টফন টিপেলকিষ গেসিষ্টে ডেস স্বোয়াইটেন ভেণ্টক্রীক্স, আথেনয়স—ফেয়্যারলাক, বন ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ৪৬৬।

১৭। করেসপণ্ডেন্স্ বিটুয়িন দা চেয়ারম্যান অব দা কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স অব দা ইউ. এস. এস. আর. অ্যাণ্ড দা প্রেসিডেন্টস্ অব দা ইউ. এস. এ. অ্যাণ্ড দা প্রাইম মিনিস্টার্স অব গ্রেট ব্রিটেন ডিউরিং দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব ১৯৪১—১৯৪৫, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ২৩৫।

১৮। অ্যাভিয়েশান অ্যাণ্ড কসমোনটিক্স্ ইন দা ইউ. এস. এস. আর, ভয়েনিজডাট, মস্কো,

১৯। ডকুমেন্টস্ অ্যাণ্ড মেটেরিয়ালস্ অব দা ডিপার্টমেণ্ট অব হিস্ট্রি অব দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৪১-১৯৪৫, মার্ক্স-এঙ্গেলস্ ইনষ্টিটিউট, ফাইল ১৭৫৬০, পৃষ্ঠা ২৬।

২০। হিস্ট্রী অব দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯৪১-১৯৪৫, ভল্যুম ৪, মস্কো, পৃষ্ঠা ১৯১-৯২ (রুশ ভাষায়)।

২১। পীপল্‌স্ আর্মি—সম্পাদক।

২২। করেসপণ্ডেন্স্ বিটুয়িন দা চেয়ারম্যান অব দা কাউন্সিল অব মিনিষ্টার্স্ অব দা ইউ. এস. এস. আর. অ্যাণ্ড দা প্রেসিডেণ্টস্ অব দা ইউ. এস. এ. অ্যাণ্ড দা প্রাইম মিনিষ্টার্স্ অব গ্রেট ব্রিটেন ডিউরিং দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব ১৯৪১-১৯৪৫, ভল্যুম-১ পৃষ্ঠা ২৫৪।

২৩। কে. কে. রকসোভস্কি—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৫৬।

২৪। করেসপণ্ডেন্স বিটুয়িন দা চেয়ারম্যান অব দা কাউন্সিল অব মিনিষ্টার্স্ অব দা ইউ. এস. এস. আর অ্যাণ্ড দা প্রেসিডেণ্টস্ অব দা ইউ. এস. এ অ্যাণ্ড দা প্রাইম মিনিষ্টার্স অব গ্রেট ব্রিটেন ডিউরিং দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব ১৯৪১-১৯৪৫, পৃষ্ঠা ১৫০ ১৫১।

২৫। উইনস্টন এস. চার্চিল, দা সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ভল্যুম ৬, ব্যাণ্টাম বুক্‌স্, নিউইয়র্ক, পৃষ্ঠা ১১১।

২৬। দা ফ্যাটাল ডিসিশানস, পৃষ্ঠা ১৩০।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জাসি-কিশিনেভ অপারেশন

১৯৪৪ সালের অগাস্ট মাসের শেষ দশদিনের মধ্যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী কৃষ্ণ সাগর নৌবহর ও দানিয়ুব ফ্লোটিলার সহযোগিতায় বিদ্যুৎ-গতিতে জাসি-কিশিনেভ অপারেশন চালিয়ে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তে এক অসামান্য জয় অর্জন করে। পূর্বতন যাবতীয় অপারেশনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ এই অপারেশনটির ফলে বল্কান অঞ্চলের প্রবেশপথের পাহারাদার শত্রুর অন্যতম বৃহত্তম সেনাগ্রুপ দক্ষিণ উক্রাইনের আর্মিগ্রুপ বিধ্বস্ত হয়। এই অপারেশনের ফলে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রী মোলদাভিয়া মুক্ত হয় এবং নাৎসী জার্মানীর দুই মিত্র—রাজতন্ত্রী রুমেনিয়া ও রাজতন্ত্রী বুলগেরিয়া যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়। এখন জার্মানীর অবশিষ্ট তাঁবেদার রাজ্য অ্যাডমিরাল হার্থি'র শাসনাধীন হাঙ্গেরীর দরজা সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কাছে উন্মুক্ত। তারা যে কোন সময় আক্রমণ হানতে পারে। যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্য করার অবস্থাও তৈরী।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সামরিক তৎপরতা ও নাৎসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি'র পরিচালনায় পদানত দেশগুলির শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগী সম্পর্কের এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল—জাসি-কিশিনেভ অপারেশন। এটা মহান আন্তর্জাতিক কর্তব্যবোধের দৃষ্টান্তও বটে, যার দ্বারা উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর বিরুদ্ধে অতুলনীয় সাহসের পরিচয় দিয়েছে ও নিজেদের প্রাণবিসর্জন দিয়েছে। এই অপারেশন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে পালাবদল সূচিত করে।

১। সূচনা

উত্তর তীরবর্তী উক্রাইনে সফল আক্রমণের ফলে, বসন্তকালীন বরফ গলার সময় হেতু পথঘাট চলাফেরার অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মার্শাল আই. এস. কোনিয়েভের পরিচালনাধীন দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী ১৯৪৪ সালের ২৬শে মার্চ সোভিয়েত-রুমেনীয় সীমান্তে এসে পৌঁছায়। তারা প্রুত নদী অতিক্রম করে রুমেনিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করে।[১] সেরেৎ, প্রুত ও দ্নিস্টার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে তারা ১৭ এপ্রিল নাগাদ জাসিতে পৌঁছায়।

জেনারেল হেডকোয়ার্টারের নির্দেশে তারা ৬ই মে রক্ষণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে। জেনারেল আর. ইয়ে. ম্যালিনভস্কির পরিচালনাধীন তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে দ্নিস্টারের নিকটবর্তী হয়ে-নদীর পশ্চিম তীরবর্তী কয়েকটি সেতুমুখ অধিকার করে। রুমেনিয়ায় সমাবেশিত শত্রুর দক্ষিণ উক্রাইনের আর্মি-গ্রুপ বিপদের সম্মুখীন হয়। রুমেনিয়ার ভেতর দিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বল্কান অঞ্চলে আক্রমণ করার অবস্থায় পেঁছে গেছে।

এই বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে, নাৎসী কম্যাণ্ড ১৯৪৪ সালের মে মাসের শেষদিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে প্রুতের ওপারে ঠেলে দেবার জন্যে জাসি অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করে। কিন্তু এই আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং শত্রুর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে ২০শে অগাস্ট পর্যন্ত উভয়পক্ষ কোন . সক্রিয় অপারেশন চালায় নি। বুখারেস্টের ৩২০ থেকে ৩৭০ কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্বে ফ্রন্ট স্থিতিশীল হয়। কিন্তু শত্রু অদূরে পরিখায় ব্যূহবদ্ধ অবস্থায় থাকবে এবং তা দেখে সোভিয়েত সেনাবাহিনী নিশ্চেষ্ট থাকবে তা হতে পারে না। অতএব সোভিয়েত সেনাবাহিনী জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের তোড়জোর শুরু করে।

১৯৪৪ সালের ২রা এপ্রিল, এক নির্দেশনামায় সোভিয়েত সরকার, সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে 'পরাজয় বরণ ও নতি স্বীকার না করা পর্যন্ত শত্রু বাহিনীকে ধাওয়া করার' আদেশ দেন। তার-ই সঙ্গে ঐ বিবৃতিতে বলা হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'রুমেনীয় ভূখণ্ডের কোন অংশ দখল করা বা তার সামাজিক ব্যবস্থা বদলের কোন ইচ্ছা নেই। স্রেফ সামরিক প্রয়োজনে ও শত্রু বাহিনীর অব্যাহত প্রতিরোধ মোকাবিলা করার জন্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে রুমেনিয়ায় প্রবেশ করতে হচ্ছে'।[২]

এই বিবৃতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির ১৯৪৪ সালের ১০ই এপ্রিলের বিবৃতিতে আরো বিশদভাবে ব্যক্ত করা হয়। এই বিবৃতির মাধ্যমে রুমেনিয়ায় অবস্থানকারী সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বাস্তব আচরণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়, 'বিজেতা হিসাবে নয় মুক্তিদাতা হিসাবে লাল ফৌজ রুমেনিয়ায় প্রবেশ করেছে। নাৎসী দাসত্ব থেকে রুমেনীয় জনগণের মুক্তিসাধন, বৈরী জার্মান সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করা এবং পদানত দেশগুলির বুক থেকে নাৎসী জার্মানীর শাসনের অবসান ঘটান ছাড়া লালফৌজের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।"[৩]

এটা মনে হয় যে রুমেনিয়ার প্রধান মন্ত্রী উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর ও নাৎসী/জার্মানীর শাসন খতম হতে চলেছে। তবুও তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ বিরতির উদার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রুমেনীয় জনগণকে নতুন করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিলেন। রুমেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি'ই দেশে একমাত্র পার্টি যারা যুদ্ধের গোড়া থেকে সঠিকভাবেই পরিস্থিতি অনুধাবন করেছিল। তারা

বুঝেছিল যে নাৎসী আগ্রাসী পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং তারা আন্তর্জাতিক ভূমিকা নিয়ে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রুমেনীয় জনগণের বৃহৎ অংশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে সচেষ্ট হয়। আত্মগোপনরত অবস্থায় তারা জার্মানীর সঙ্গে রুমেনিয়ার সামরিক মৈত্রীর অবসান ঘটানোর চেষ্টা করে। দেশের মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ঘনীভূত হয় এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি হয়।

রুমেনিয়ার শাসকচক্র, রুমেনীয় বাহিনীর প্রতিরোধ উদ্দীপ্ত করার জন্যে এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের মন বিষিয়ে তোলার জন্যে মানুষের মনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সেনাবাহিনী সম্পর্কে নানারকম পাশবিক ধারণা ঢুকিয়ে দেয়। রুমেনিয়ার মাটিতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সর্বাধিক অসুবিধা সৃষ্টিই হল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যদের দরদী আচরণ, কঠোর সংগঠন ও তাদের শৃঙ্খলাবোধ প্রতারণামূলক অপপ্রচারপ্রসূত যাবতীয় ভীতি নিমেষে মানুষের মন থেকে মুছে গেল। মুক্ত শহর ও গ্রামের জীবন আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। রুমেনিয়ার মাটিতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বন্ধুত্বপূর্ণ সদিচ্ছার পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সোভিয়েত মুক্তিদাতাদের আন্তরিকভাবে বরণ করে নেয়।

নাৎসীদের পায়ের নীচে বুলগেরিয়ার মাটি আক্ষরিক অর্থেই তেতে উঠেছে। সুদূর অতীত থেকে ঐ দেশের ইতিহাস রুশদেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক টোডোর ঝিকভ এ বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন: 'বুলগেরীয় জনগণ ও সোভিয়েত জনগণের মধ্যে শাশ্বত ও নিঃস্বার্থ মৈত্রীবন্ধন বহু প্রজন্মের রক্তে গড়া এবং তার শেকড় সুদূর অতীতে প্রোথিত। জাগরণের সময় সীমা থেকে আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন রুশ জনগণের সমর্থন লাভ করে আসছে—যার ফলে আমরা আতামান তুর্কদের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেছি। ফ্যাসিবাদের সেই দুঃসহ বৎসরগুলিতে বুলগেরীয় সর্বহারা শ্রেণী সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিজেদের মাতৃভূমি বলে মনে করত। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বুলগেরীয় বিপ্লবীরা ফায়ারিংস্কোয়াড ও ফাঁসী কাঠের সামনে দাঁড়িয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে—সোভিয়েত ইউনিয়নকে অভিনন্দন জানিয়েছে ও নাৎসীদের বিরুদ্ধে অনিবার্য জয়কে স্বাগত জানিয়েছে। এই দেশকে ফ্যাসিবাদী দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে যে সমস্ত রুশ ও সোভিয়েত সেনা প্রাণ হারিয়েছেন বুলগেরীয় জনগণের কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ও তাদের গৌরবকে অম্লান রাখার জন্যে সারা দেশজুড়ে অসংখ্য স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে।"[8]

যেদিন নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, সেদিন বুলগেরিয়ার শ্রমজীবী মানুষের কাছে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান আসে: "বুলগেরীয় জাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ভ্রাতৃপ্রতিম সোভিয়েত জনগণের

প্রতি সীমাহীন ভালবাসা পোষণ করে এবং তাদের-ই সঙ্গে নিজেদের উন্নততর ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একাত্ম করে থাকে—আজ তাই বুলগেরীয় জাতির সামনে বিরাট দায়িত্ব : কোনক্রমেই জার্মান ফ্যাসিবাদকে তার দস্যুবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে বুলগেরিয়ার জমি ও তার সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার করতে দেওয়া চলবে না।" বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির আদেশ : "বুলগেরিয়ার একদানা গম বা একটুকরো রুটিও নাৎসী দস্যুদের দেওয়া চলবে না! বুলগেরিয়ার একজন মানুষও তাদের হয়ে কাজ করবে না।"

যুদ্ধ চলাকালীন দেশের শাসকদের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদ বিরোধী পিতৃভূমি ফ্রন্টের নেতৃত্বে বুলগেরিয়ার দেশপ্রেমিক মানুষ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাতে থাকে। এই ফ্রন্টের আসল শক্তির উৎস হল কমিউনিস্টদের উদ্যোগে সংগঠিত 'গণমুক্তি বিদ্রোহী বাহিনী'—যার সৈন্যরা যথেষ্ট গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছে। এগারটি পার্টিজান ব্রিগেড ও সাঁইত্রিশটি বাহিনীতে সংগঠিত আঠার হাজার যোদ্ধা ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে বুলগেরিয়ার মাটিতে যথেষ্ট তৎপরতার পরিচয় দিয়েছে।

সোফিয়া পুলিশ বিভাগের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে পার্টিজানরা ১৯৪৪ সালের জুনে সামরিক লক্ষ্য বস্তুর বিরুদ্ধে ৪১৫ বার সশস্ত্র হামলা সংসাধিত করে এবং তার ফলে প্রায় এক হাজার জার্মানী ও বুলগেরীয় ফ্যাসিস্ত প্রাণ হারায়। এটা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে পুলিশ বিভাগ সংখ্যাটা যথেষ্ট কম করে দেখিয়েছে।

পার্টিজানদের বিরুদ্ধে প্রায় লক্ষাধিক বলুগেরীয় ফৌজ লেলিয়ে দেওয়া হয়। পার্টিজান আন্দোলন দমন করার জন্যে ফ্যাসিস্তপন্থী সরকারের যাবতীয় জারিজুরি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। বুলগেরিয়ার জনগণ ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত লড়াই চালাতে থাকে এবং তাদের শান্তি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীর জন্য সংগ্রামও অব্যাহত থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে-১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়ার সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। নাৎসী কম্যাণ্ড সর্বতোভাবে ক্রম বর্ধমান ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন দমাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ফ্যাসিবাদী শাসন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনগণ ক্রমশঃ বেশি সংখ্যায় আন্দোলনে সামিল হতে থাকে। তাদের স্থির বিশ্বাস যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী অচিরেই তাদের ফ্যাসিবাদী দাসত্ব ও নাৎসী আগ্রাসকদের কবল থেকে মুক্ত করবে।

বল্কান অঞ্চলকে কুক্ষিগত রাখার পরিকল্পনায় নাৎসী অধিকৃত সোভিয়েত মোলদাভিয়ার এক বড় ভূমিকা রয়েছে। এখানেই যে শুধু বলকান অঞ্চলকে দাবিয়ে রাখার জন্যে মূল বাহিনীর সমাবেশ ঘটান হয়েছে, তা নয়—এটা খাদ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্রও বটে।

জার্মান ও রুমেনীয় সেনাবাহিনী মোলদাভিয়া দখল করে সেখানে এক রক্তাক্ত সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মোলদাভিয়ায় তাদের তিন বৎসরের রাজত্ব কালে তাদের ফ্যাসিবাদী অনুচররা বিনা বিচারে প্রায় ৬৫ হাজার মানুষকে হত্যা করে ও চরম নির্যাতন চালিয়ে খুন করে। তারা সেখানকার ৪৯ হাজার অধিবাসীকে দাস শ্রমিক হিসাবে চালান দেয়।

নাৎসী অধিকারের যুগে, ফ্যাসিস্ত আগ্রাসকরা মোলদাভিয়া ও রুমেনিয়ার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সহায়তায়—কয়েক মিলিয়ান টন কৃষিপণ্য, কয়েক লক্ষ গবাদি পশু, সমস্ত ট্রাক্টর ও হার্ভেস্টার কম্বাইন এবং কারখানার যন্ত্রপাতি মোলদাভিয়া থেকে স্থানান্তরিত করে। মোলাদাভিয়ার বহু শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়।

ফ্যাসিস্ত আগ্রাসকদের চাপান স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে মোলদাভিয়াবাসীর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। যে মুহূর্তে সোভিয়েত মোলদাভিয়া আক্রান্ত হয় ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে নীচ থেকে পার্টিজান আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং প্রায় প্রতিটি শহরে গোপন পার্টি গ্রুপ গঠিত হয়।

আত্মগোপনকারী কর্মী ও পার্টিজানরা শত্রুর যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। তারা রেলপথের উপর পাইকারীহারে নাশকতামূলক তৎপরতা চালায়, সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম বোঝাই রেলগাড়ী লাইনচ্যুত করে এবং সেতু ও সামরিক ডিপো উড়িয়ে দেয়। তার-ই সঙ্গে তারা নাৎসীদের মিথ্যা অপপ্রচারের মুখোস খুলে দেয়। শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে মোলদাভিয়াবাসীর মনে ভরসা সৃষ্টি করে এবং আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে। গোড়াতে পাঁচটি পার্টিজান দল সংগঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে তাদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়াতে দুটি পার্টিজান বাহিনী তাদের নিয়ে গঠিত হয়। ১৯৪৩-৪৪ সালে এই বাহিনী দুটি ২৬ হাজারেরও বেশি অফিসার ও সৈন্য নিহত করে। তারা তিনশ' তেরোর বেশি শত্রু ট্রেন লাইনচ্যুত করে—কয়েক ডজন সেতু ও ডিপো উড়িয়ে দেয় এবং বিশাল সংখ্যক সামরিক উপকরণ ধ্বংস করে।

পার্টিজান ও আত্মগোপনকারী কর্মীরা সমস্ত মোলদাভিয়াবাসীর সমর্থন লাভ করে। পার্টিজানরা আগুয়ান সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে অসামান্য সাহায্য যোগায়।

নাৎসী কম্যাণ্ড পার্টিজানদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবার ব্যর্থ পিটুনী অভিযান চালায়। তারপর তারা পদাতিক কোরের সংখ্যার ভিত্তিতে সমগ্র বেসারাবিয়াকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে। প্রতিটি অঞ্চলে পার্টিজানদের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনার জন্যে বিশেষ ধরনের হেডকোয়ার্টার খাড়া করা হয়। এক রেজিমেণ্ট ততোধিক শক্তিসম্পন্ন এক বাহিনীর এক একটি সেনাগ্রুপকে প্রতিটি হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তারই অন্যতম কম্ব্যাট গ্রুপ ডুমিট্রেস্কুর সেনা-

নায়কের নির্দেশে ১৫৩নং ফিল্ড ট্রেনিং ডিভিসন ও ৬২নং বিশেষ পদাতিক কোরকে পার্টিজানদের শায়েস্তা করার কাজে লাগানো হয়। বেসারাবিয়ার বহু এলাকায়, বিশেষ করে কিশিনেভের পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের অরণ্যে ভয়ংকর লড়াই চলতে থাকে। কিন্তু নাৎসীরা পার্টিজান আন্দোলন দমন করতে পারেনি।

নাৎসী কম্যাণ্ড জ্বালানি ও খাদ্য সরবরাহের উৎস হিসাবে রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া ও বলকান অঞ্চলের অন্য দেশগুলিকে যে কোন মূল্যে ধরে রাখতে চায়। হিটলার একটি বৈঠকে কথা প্রসঙ্গে বলেন যে তিনি রুমেনিয়ার তেলের বিনিময়ে বিয়েলোরুশিয়ার অরণ্য হারাতে রাজী। জার্মানীর কাছে 'কামানের খোরাকের' যোগানদার হিসাবেও রুমেনিয়ার গুরুত্ব কম নয়। বহু সংখ্যক রুমেনীয় সৈন্যকে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে পাঠানো হয়।

রুমেনিয়া ও বলকান অঞ্চল নিয়ে আমেরিকানদের এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরও নিজস্ব মতলব রয়েছে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী অকুস্থলে পেঁছানোর আগে গণতান্ত্রিক শক্তির জয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তারা বলকান অঞ্চল দখলের জন্যে সচেষ্ট হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন যখন উপলব্ধি করল যে স্থানীয় জনসাধারণ শুধু ফ্যাসিবাদ নয় তার জন্মদাতা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও ধ্বংস করতে সক্ষম, তারা তখন প্রতিরোধ আন্দোলনের পরবর্তী ধাপে অগ্রগতি রোধ করার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। এই লক্ষ্য নিয়ে তারা বল্কান দেশগুলির সরকার ও বুর্জোয়াবিরোধী দলগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক খেলা শুরু করে। এটা সর্বজনবিদিত যে উইনস্টন চার্চিল দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অঙ্গ হিসাবে 'বলকান বিকল্পর'ও পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলকান অঞ্চলকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আবির্ভাবকে ঠেকাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি লেখেন: '১৯৪৩ সালে আমরা যখন সিসিলি ও ইতালীতে অবতরণ করি বলকানের চিন্তা এবং বিশেষ করে যুগোশ্লাভিয়ার কথা সবসময় আমার মাথায় থাকত।'[৬] মার্কিন সাংবাদিক রালফ ইঙ্গেরসোল কোন লুকোচাপা না করেই বলেন: 'ব্রিটিশ রণনীতি যে দিকেই নড়াচড়া করুক না কেন, বলকান চুম্বক তার সূচকে ঠিকই আকৃষ্ট করবে।'[৭] 'বলকান বিকল্প'-কে হাসিল করার জন্যে চার্চিল শুধু ব্রিটিশ-আমেরিকান বাহিনী নয়, তুর্কী সেনাবাহিনীকেও জড়িয়ে নিতে চান। অ্যাংলো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রযোজিত পরিকল্পনায় বলকান দেশগুলির সমস্ত মানুষের ঘোরতর বিপদের কারণ নিহিত। গ্রীসের উপর ব্রিটিশ-বাহিনীর জবরদখলের মধ্যেই তার পূর্বাভাষ পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠীর বলকান নীতির লক্ষ্য হচ্ছে সেখান থেকে নাৎসী সৈন্যদের উৎখাত করে তার জায়গায় নিজেদের মনোমত প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা কায়েম করার জন্যে সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার করা।

কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি ও তার সেনাবাহিনীর অপ্রতিহত বিজয় অভিযান এবং ইউরোপব্যাপী এবং বিশেষ করে বলকান দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভ্যুত্থানের আকার, ধরণ প্রভৃতি ঘটনা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নাৎসী কম্যান্ড, তার দক্ষিণ প্রান্তিক রক্ষাব্যবস্থাকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে জাসি-কিশিনেভ অঞ্চলের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। ঐ অঞ্চলে এক বিশাল সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে বলকান অঞ্চলের উপর পাহারাদারিকে জোরদার করে। স্ত্রাজা-পাশ্চানি লাইন ও তারও নীচের দিকে দুনিস্টার থেকে কৃষ্ণ সাগরের উপকূল বরাবর জার্মানরা তিন-বলয় বিশিষ্ট এক জমাট রক্ষাব্যূহ নির্মাণ করে। ত্রিগু-নিয়েমৎ, ফিগুর্-ফ্রুমোজ, জাসি ও ফোক্‌শানি শহরগুলি সুরক্ষিত করা হয়। বেন্‌ডেরী ও আক্কেরমানকে দুর্গে পরিণত করা হয়। দুনিস্টার, প্রুত ও সিরেৎ নদীর পশ্চিম তীর বরাবর শত্রু টেকসই রক্ষাব্যূহ নির্মাণ করে।

২। সোভিয়েত কম্যান্ডের অভিপ্রায় ও পরিকল্পনা

আগের অধ্যায়েই বলা হয়েছে যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযানের পরিকল্পনায় সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের কেন্দ্রস্থল, অর্থাৎ বিয়েলোরুশিয়াকে প্রধান লক্ষ্যস্থল রূপে স্থান দেবেন। কারণ এখান থেকেই সংক্ষিপ্ততম নাৎসী-জার্মানীর বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র প্রধানতঃ বার্লিনের দিকে চলে গিয়েছে। ইতিমধ্যে নাৎসী কম্যান্ড মনে করেছিল যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী দক্ষিণ দিকে মূল আঘাত হানবে—তাদের ধারণায় যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়ে, রুমেনিয়ার তৈলক্ষেত্র ও বলকান অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করাই হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মূল লক্ষ্য। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের কেন্দ্রস্থলে অপারেশন শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত তারা এ ধরনের ভুল ধারণা আঁকড়ে থাকে। তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সোভিয়েত কম্যান্ড সাফল্যের সঙ্গেই তাঁর আসল লক্ষ্য শত্রুর কাছ থেকে গোপন করতে পেরেছেন।

১৯৪৪ সালের ২৩শে জুন যখন বিয়েলোরুশিয়ায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট এবং প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট আক্রমণ হানে—তখন নাৎসী কম্যান্ড একদম হকচকিয়ে যায়। এটা তাদের কাছে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা এবং তাদের সমস্ত হিসাব ওলট-পালট হয়ে যায়। গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তারা তখন, সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের অন্যান্য সেক্টর থেকে ২৮টি সেনা ডিভিসন বিয়েলোরুশিয়ায় দ্রুত স্থানান্তরিত করে। এই ডিভিসনগুলির অন্যতম হল দক্ষিণ উক্রাইন আর্মি গ্রুপের অন্তর্গত ৪টি ডিভিসন যাদের কাজ, বলকান অঞ্চলের উপর পাহারাদারি করা।

জুলাইমাসে প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী লভোভ-সান্ডোমিয়েঝী

রণাঙ্গনে আক্রমণ শুরু করে। শত্রুর উত্তর উক্রাইন আর্মি গ্রুপের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। নাৎসী কম্যাণ্ড তখন বলকান অঞ্চলে মোতায়েন বাহিনী থেকে, সতের ডিভিসন সৈন্য ঐ সেক্টরে স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে লেনিনগ্রাড, তৃতীয় ও দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রণ্ট এবং প্রথম বাল্টিক ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীর আক্রমণ —শত্রুর উত্তরাঞ্চলীয় আর্মি গ্রুপের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে চলতে থাকে।

অতএব জ্যাসি-কিশিনেভ অপারেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে মূলতঃ এই হল সামরিক-রণনৈতিক পরিস্থিতি। এ থেকে বোঝা যায় যে দক্ষিণাঞ্চলে শত্রুর বিরুদ্ধে বড় রকম আঘাত হানার পরিস্থিতি রীতিমতো অনুকূল।

বলকান অঞ্চলের প্রবেশপথে মোতায়েন দ্বিতীয় ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়ার জনগণকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে প্রবেশ করার প্রাক্কালে সোভিয়েত ফ্রণ্ট, আর্মি ও ইউনিটগুলির রাজনৈতিক বিভাগের উপর নতুন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজের দায়িত্বভার এসে পড়ে। এটা অবশ্যই দেখতে হবে যে প্রতিটি সোভিয়েত অভিযাত্রী সেনা যেন গভীরভাবে তার ঐতিহাসিক মুক্তি-অভিযানের ভূমিকা ও মুক্তিদাতা রূপে তার মহান আন্তর্জাতিক কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হয়—যাতে সে স্বদেশভূমি থেকে বহুদূরে এসেও সমাজতন্ত্রী দেশের গৌরব ও মর্যাদাকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরতে পারে। গোটা পার্টি ও রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান কর্মোদ্যোগ এ বিষয়ে নিবদ্ধ হয়।

সামরিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্যে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড দুটি শক্তিশালী আক্রমণ হানার মনস্থ করেন: দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী জ্যাসি অঞ্চল থেকে ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী বেন্-ডেরীর দক্ষিণদিকের সেতুমুখ থেকে আক্রমণ দুটি হানবে। কিশিনেভ স্যালিয়েণ্টে জমায়েত দক্ষিণ উক্রাইন আর্মি গ্রুপের মূল শত্রু সেনাবাহিনীকে নির্মূল করা হল এই আক্রমণের লক্ষ্য। পরবর্তীকালে রুমেনিয়ার গভীরে প্রবেশ করে আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় উক্রাইন ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী ফোক্‌শানি রক্ষাব্যূহ ভেদ করে প্লোয়েস্তি-বুখারেস্ট শিল্পাঞ্চলে প্রবেশ করবে। এবং তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী রুমেনিয়ার কৃষ্ণসাগরীয় বন্দরগুলি দখল করে, দানিউবের নিম্ন অঞ্চলের সমতলভূমির দিকে এগিয়ে যাবে। ফ্রণ্ট লাইনের সুবিধাজনক আকৃতি ও মূল শত্রু সেনাগ্রুপের পার্শ্বভাগের দুর্বলতার সদ্ব্যবহারই হল এই আক্রমণের লক্ষ্য। ফ্রণ্ট সেনাবাহিনীর কর্মসূচী নির্ধারণের সময় রুমেনিয়ার অস্থির অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও তার হতোদ্যম সৈন্যবাহিনীর নাৎসীদের পক্ষে যুদ্ধ করার অনিচ্ছাকেও হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। অপারেশন শুরু করার সময় ঠিক

হয় যে, বলকান অঞ্চলে শত্রুর রণনৈতিক ফ্রণ্টকে ধসিয়ে দেবার জন্যে এবং সর্বোপরি রুমেনিয়াকে যুদ্ধের আঙ্গিনা থেকে বার করে আনার জন্যে শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা অঞ্চলকে এক প্রচণ্ড আঘাতের মাধ্যমে বিধ্বস্ত করে। কিশিনেভ-স্যালিয়েণ্টে জমায়েত বেশির ভাগ নাৎসী সেনা ডিভিসনকে ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করা হবে।

দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের অধিনায়ক আর. ইয়ে. ম্যালিনোভ্স্কি ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের অধিনায়ক এফ. আই. তোলবুখিনের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন সামরিক নেতারা এধরনের লক্ষ্য পূরণ করতে রীতিমতো সক্ষম। জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের পরিকল্পনা ও তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের অভিনবত্ব থেকেই তা বিশেষভাবে প্রমাণিত। এই অপারেশনের অসামান্য সাফল্যের দৌলতে আর. ইয়ে. ম্যালিনোভ্স্কি ও এফ. আই. তোলবুখিন—উভয়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল পদে উন্নীত হন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের দুজনকে উচ্চতম সামরিক সম্মান বিজয়-পদকে (অডার অব ভিক্টরী) ভূষিত করা হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৪১ সালে আর. ইয়ে. ম্যালিনোভ্স্কি পরিচালিত ৪৮নং রাইফেল কোরের উপরই প্রথম শত্রু আঘাত হানে। অল্পকাল পর তিনি এক আর্মির অধিনায়কত্ব লাভ করেন এবং ঐ বৎসরের ডিসেম্বরে তাঁকে দক্ষিণাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের অধিনায়ক করা হয়। স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে, ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে তাঁর পরিচালনাধীন ২নং গার্ড আর্মিই প্রথম মাইশকোভা নদীর তীরে শত্রুর অগ্রগতি রোধ করে এবং তারপর ফিল্ড মার্শাল মানস্টিনের সেনাবাহিনীকে নির্মূল করে। ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রথমে দক্ষিণ ফ্রণ্ট এবং পরে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের (১৯৪৩ সালের অক্টোবর থেকে তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্ট নামে অভিহিত) অধিনায়ক রূপে তিনি, দ্নিপারের পূর্ব ও পশ্চিম তীরবর্তী উক্রাইন অঞ্চলে যাবতীয় আক্রমণাত্মক অপারেশন সফল করেন। যুদ্ধপূর্বকালের ওডেসা সামরিক অঞ্চলের চীফ অব স্টাফ, জেনারেল এম. ভি. ঝাকারভ ছিলেন তাঁর নেতৃত্বাধীন ফ্রণ্টের চীফ্ অব স্টাফ ও তাঁর যোগ্য সহকারী।

এফ. আই. তোলবুখিনের সামরিক জীবনও কম কৃতিত্বপূর্ণ নয়। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ একজন কৃতী স্টাফ অফিসার। স্টালিনগ্রাড যুদ্ধের সময় তিনি প্রথমে ৫৭নং আর্মি পরিচালনা করেন ও পরে দক্ষিণাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের (১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে চতুর্থ উক্রাইনীয় ফ্রণ্ট নামে অভিহিত) অধিনায়ক হন এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে তিনি সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের দক্ষিণ প্রান্তে বেশ কয়েকটি আক্রমণাত্মক অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেন। তার মধ্যে কয়েকটি অপারেশন কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহরের সহযোগিতায় সংসাধিত হয়।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের ছক অনুযায়ী, দ্বিতীয় উক্রাইনীয়

ফ্রন্টের অধিনায়ক জাসি-ফোক্‌শানি অঞ্চলের দিকে মূল আক্রমণ হানার সিদ্ধান্ত নেন। কিশিনেভ-স্যালিয়েন্টে প্রতিরক্ষারত শত্রুবাহিনীর পশ্চাৎভাগে পৌঁছান এবং তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সহযোগিতায় প্রুত নদীর পূর্বতীরস্থ শত্রুসেনা-গ্রুপকে ঘিরে ফেলার জন্যে এগিয়ে যাবার পক্ষে এটাই হল সংক্ষিপ্ততম পথ। ফোক্‌শানি প্রবেশপথ দখল হওয়ার ফলে ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনীর তৎপরতার পক্ষে স্বচ্ছন্দ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তারা দক্ষিণদিক থেকে দুরতিক্রম্য পূর্ব কার্পেথীয় পর্বতমালাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আক্রমণের প্রথম দিনেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী পরিকল্পনা অনুযায়ী পঁচিশ কিঃ মিঃ এবং গতিশীল ইউনিটগুলি পঁয়ত্রিশ কিঃ মিঃ এগিয়ে যায়।

তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক বেন্‌ডেরীর দক্ষিণ দিকের সেতুমুখ থেকে লিওভোর দিকে মূল আক্রমণ হানা স্থির করেন।

যে সেতুমুখ থেকে এই আক্রমণ হানা হবে তার কতকগুলি অসুবিধাজনক দিক রয়েছে। প্রথমতঃ সেতুমুখটি আয়তনে ছোট (দৈর্ঘ্যে আঠার কিঃ মিঃ এবং প্রস্থে দশ কিঃ মিঃ) ফলে সেখানে বেশি সংখ্যক শক্ সেনাবাহিনী জমায়েত করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত রাস্তার অভাবে এবং জলাভূমির প্রাধান্য হেতু সেনাবাহিনীর অবারিত চলাফেরা অসম্ভব। ঐ এলাকায় সেনাসমাবেশ করতে হলে রাস্তা তৈরী করতে হবে এবং তার ফলে শত্রুর নজর সেদিকে আকৃষ্ট হবে এবং তারা বুঝতে পারবে যে অপারেশনের আয়োজন চলছে। সেখানে উঁচু টিলা বা ঢিবি জাতীয় কিছু নেই—যার ওপর থেকে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা অথবা রণক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর যথেষ্ট উঁচু হওয়ার ফলে পরিখা খননের আগে সেনাবাহিনীকে যথেষ্ট পাথর এনে জায়গাটাকে ভরাট করতে হয়েছে। তবুও এই সেতুমুখটিকে সেই ফ্রন্টের সেনানায়কমণ্ডলী বেছে নিলেন।

তার মূল কারণ হচ্ছে যে, এখান থেকেই সংক্ষিপ্ততম পথ ধরে গিয়ে দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সঙ্গে একযোগে জাসি-কিশিনেভ এলাকায় শত্রু সেনাগ্রুপকে সহজে ঘিরে ফেলা সহজ। এই সেতুমুখ থেকে শক্ বাহিনী আক্রমণ শুরু করায়, শত্রু হকচকিয়ে যায়। কারণ, তার দৃষ্টি বৃহত্তর সেতুমুখ, তিরাসপোলের উপর নিবদ্ধ ছিল। ৬নং জার্মান আর্মি ও ৩নং রুমেনীয় আর্মির সংযোগস্থলে আক্রমণ হানার ঘটনাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আক্রমণের জন্যে সঠিক রণাঙ্গনই নির্বাচিত হয়েছিল। কারণ, তার ফলে পূর্ব কার্পেথীয় পর্বতমালার পাশ কাটিয়ে ফোক্‌শানি প্রবেশপথ দখল করে শত্রুর দক্ষিণ উক্রাইন আর্মি গ্রুপের মূল বাহিনীকে ঘিরে ফেলার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী হয়। এবং তাছাড়া রুমেনিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে আক্রমণ সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে অপারেশনের চূড়ান্ত লক্ষ্য-পূরণের অবস্থাও সৃষ্টি হয়।

সমুদ্র তীরবর্তী রণাঙ্গনে যেভাবে অপারেশন সচরাচর পরিচালিত হয়, ঠিক সেভাবে কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর ও দানিউব-ফ্লোটিলার সহযোগিতায় তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের আক্রমণের ছক তৈরী হয়।

কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে শত্রুর সমুদ্রতীরবর্তী ঘাঁটিগুলির উপর আঘাত হানা ও নৌসেনার অবতরণের মাধ্যমে বন্দরগুলি দখল করার এক বিশেষ পরিকল্পনা স্থলবাহিনীর ফ্রন্ট সদর দপ্তরের সহযোগে রচিত হয়। দানিউব-ফ্লোটিলার সদর দপ্তরের পক্ষ থেকেও দ্নিস্টার লীমান পার হওয়া এবং স্থলবাহিনীর সঙ্গে একযোগে অপারেশন শুরু করার পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হয়।

সেনানায়কদের প্রস্তাব এবং ফ্রন্ট বাহিনী ও কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহরের সম্মিলিত অপারেশনের ছক জেনারেল হেডকোয়ার্টার অনুমোদন করে। ২০শে অগাস্ট অপারেশন শুরুর দিনরূপে নির্ধারিত হয়।

গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক দুটি সারিতে ফ্রন্টবাহিনীকে সমাবেশ করেন। তাঁর আওতায় তিনটি গতিশীল গ্রুপ ও একটি শক্তিশালী রিজার্ভ বাহিনীও থাকছে।

প্রথম সারিতে থাকছে পাঁচটি আর্মি: ৪০ নং, ৭নং গার্ড, ২৭ নং, ৫২ নং এবং ৪নং গার্ড আর্মি, ২৭ নং ও ৫২ নং আর্মি নিয়ে শক্ বাহিনী গঠিত হয়।

তিনটি গতিশীল গ্রুপের কাজ হবে: ৬নং ট্যাঙ্ক আর্মি প্রধান রণাঙ্গনের দিকে দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে ও ফোক্শানি অঞ্চলে পেঁছে পরিবেষ্টনীর বহির্বলয় রচনা করবে; ১৮নং ট্যাঙ্ক কোর দ্রুতবেগে প্রুত নদীর দিকে এগিয়ে যাবে এবং ৪নং গার্ড আর্মির সঙ্গে একযোগে শত্রুকে ঘেরাও করার কাজ সম্পূর্ণ করবে; ২৩নং ট্যাঙ্ক এবং ৫নং গার্ড ক্যাভেলরী কোর, ৭নং গার্ড আর্মির সঙ্গে একত্রে শত্রুর চারপাশে দ্বিতীয় বহির্বেষ্টনী রচনা করবে।

৫৩নং আর্মি ফ্রন্টের দ্বিতীয় সারির অন্তর্গত এবং এই বাহিনীর কাজ হবে ফোক্শানি-বুখারেস্ট অভিমুখে আক্রমণ হানা। দুটি রাইফেল কোর নিয়ে ফ্রন্টের রিজার্ভ বাহিনী গঠিত।

তৃতীয় উক্রাইন ফ্রন্টের সেনাবাহিনী এক সারিতে সমাবেশিত এবং তার সঙ্গে থাকছে দুটি গতিশীল গ্রুপ ও রিজার্ভ ইউনিট হিসাবে একটি রাইফেল কোর। এই ফ্রন্টের আওতায় থাকছে ৫নং, ৫৭নং, ৩৭নং ও ৪৬নং আর্মি। ৫৭নং ও ৩৭নং আর্মি নিয়ে ফ্রন্টের শক্ বাহিনী গঠিত হয়।

গতিশীল বাহিনী দুটির কাজ হবে: অন্যতম গতিশীল বাহিনী ৭নং যান্ত্রিক কোর ৫৭নং আর্মি-অর্জিত সাফল্যকে আরও প্রসারিত করবে এবং ৪নং গার্ড যান্ত্রিক কোরের উপর ৩৭নং আর্মি-অর্জিত সাফল্যকে প্রসারিত করার ভার পড়ে। গতিশীল বাহিনী দুটির প্রধান কাজ হবে শত্রুকে দ্রুত পরিবেষ্টিত করা এবং

প্রুত নদীর নিকটবর্তী হয়ে দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়া।

৩৪৭ কিঃ মিঃ চওড়া রণাঙ্গনের, ১৬ কিঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট সেক্টরে দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীকে ব্যূহ ভেদ করতে হবে। তার জন্যে ঐ ফ্রণ্টের পঞ্চাশ শতাংশ রাইফেল বাহিনী ও আশি শতাংশ ট্যাঙ্ক অকুস্থলে সম্যবেশ করা হয়। ২৬০ কিঃ মিঃ চওড়া রণাঙ্গনের ১৪ কিঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট সেক্টরে তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীকে ব্যূহ ভেদ করতে হবে।

একটি নির্দিষ্ট সেক্টরে (ব্যূহভেদের জন্য নির্বাচিত) সেনাবাহিনী ও সামরিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার ফলে শত্রুর তুলনায় সৈন্য ও সমরোপকরণের সংখ্যাগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রারম্ভিক আঘাতটা যথেষ্ট জোরালো করার ব্যবস্থা হয়। প্রতিটি ফ্রণ্ট একটি করে শক্তিশালী ও দুটি করে গৌণ আঘাত হানবে এবং প্রতিটি আঘাতের উদ্দেশ্য হবে শত্রুসেনাগ্রুপকে টুকরো টুকরো করা—যাতে তাদের সহজে ঘিরে ফেলে আলাদা আলাদাভাবে ধ্বংস করা যায়।

ঠিক হয় যে শত্রুব্যূহ ভেদের পর ফ্রণ্টের গতিশীল বাহিনীকে যুদ্ধে নামানো হবে।

অপারেশনের বেলায় কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহরের জন্যে বিশেষ ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়। কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর আক্কেরমানে (বেলগরোদ-দ্নেীস্ত্রোভস্কীয়ে) ও কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূলে সৈন্য অবতরণ করাবে; তারপর দানিউব-ফ্লোটিলার সঙ্গে একত্রে দানিউব বরাবর অগ্রসর হয়ে স্থলবাহিনীকে নদী পার হতে সহায়তা করবে। কন্সটাণ্টা ও সুলিনা ঘাঁটির উপর নৌবাহিনীর বিমানবহরকে প্রচণ্ড আক্রমণ হানতে হবে।

যেহেতু অপারেশনের প্রধান দায়িত্ব দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের উপর ন্যস্ত হয়। সে কারণে তার বাম প্রান্তিক প্রতিবেশী তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের তুলনায়—তার জন্যে সৈন্যবাহিনী ও সরঞ্জাম দেড়গুণ বেশি পরিমাণে নির্দিষ্ট হয়। তার ফলে, সেনাবাহিনীর পক্ষে দক্ষিণদিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে সেরেৎ ও প্রুত নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অতিক্রম করে ফোক্শানি প্রবেশপথ দখল করা সম্ভব হয় এবং এভাবে ফ্রণ্ট তার দায়িত্ব পালন করে। তিগুর্-ফ্রুমোস ও জাসি সুরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যবর্তী ১৬ কিঃ মিঃ চওড়া সেক্টরে ২৭নং, ৫২নং, ও ৫৩নং আর্মি এবং ৬নং ট্যাঙ্ক কোর, ১৮নং ট্যাঙ্ক কোরের সঙ্গে একযোগে প্রধান আক্রমণ হানে। তার ফলে সুরক্ষিত দুর্গমালাকে পাশ কাটিয়ে সংক্ষিপ্ততম পথ ধরে এসে দ্রুত অতিক্রম কবে শত্রুর দক্ষিণ উক্রাইন আর্মি গ্রুপের মূল বাহিনীর পশ্চাৎভূমিতে অনুপ্রবেশ করা সৈন্যবাহিনীর পক্ষে সহজসাধ্য হয়। এই দিকে আক্রমণ চালানোই সুবিধাজনক। কারণ, শত্রুবাহিনীর অপারেশনগত দুর্বলতম স্থান, ৪নং রুমেনীয় আর্মি ও কিশিনেভ-স্যান্সিয়েণ্টে সমাবেশিত জার্মান ৬নং আর্মির সংযোগস্থলের

বিরুদ্ধেই এই আক্রমণের ধাক্কা গিয়ে পড়ে। এইদিকে অগ্রগতির ফলে, বাহলুই নদীর অপরপারে মোতায়েন শত্রুর কৌশলগত রিজার্ভ বাহিনীকেও নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়। ফ্রন্টের আশু কর্তব্য হবে বাচাউ-ভাসলুই-হুশি লাইনের নিকটবর্তী হয়ে, হুশি, ও ফালসিউর কাছাকাছি প্রুত নদীর পারঘাটা দখল করা। তারপর ৪নং গার্ড ও ৫২ নং আর্মি এবং ১৮ নং ট্যাংক কোর গিয়ে তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং কিশিনেভে জমায়েত শত্রু সেনাগ্রুপকে পাকাপাকি ভাবে পরিবেষ্টিত করবে। অবরুদ্ধ শত্রু সেনাগ্রুপকে নিশ্চিহ্ন করা ফোকশানির দিকে আগুয়ান ফ্রন্ট সেনাবাহিনী-অর্জিত সাফল্যের সম্প্রসারণই হবে এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য।

আগেই বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অপারেশনের মূল কথা হচ্ছে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতম সেক্টরে মূল আঘাত হানা এবং সুরক্ষিত এলাকাগুলির পাশ কাটিয়ে ভাসলুইর দিকে ও তারপর ফোকশানি অভিমুখে আরও এগিয়ে যাওয়া। এই আঘাতের ফলে, একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ভাঙন সৃষ্টি হবে ও তার প্রধান সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং দক্ষিণ রণাঙ্গনের অন্তর্গত সেরেৎ ও প্রুত নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সাফল্য অর্জিত হবে। অপারেশনগতভাবে সৈন্যবাহিনীর জমাট সমাবেশের ফলে আক্রমণ গোড়া থেকেই দানা বাঁধে এবং শত্রুর প্রথম সারির সেনা ডিভিসনই শুধু নয়—তার রিজার্ভ বাহিনীকেও দ্রুত নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়। এবং এভাবে কিশিনেভে শত্রুর সেনাবাহিনী পরিবেষ্টিত ও নির্মূল হওয়ার মত অবস্থা তৈরী হয়।

তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের পরিকল্পনাও কম অভিনব নয়। সেটা হচ্ছে, দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সহযোগে শত্রুকে ঘিরে ফেলা ও নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে, বেনডারীর দক্ষিণ দিকস্থ সেতুমুখ থেকে হুশি অভিমুখে আক্রমণ হানা। ইতি-মধ্যে কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহরের সমর্থনপুষ্ট ৪৬নং আর্মির একটা অংশ ৩নং রুমেনীয় আর্মিকে বিধ্বস্ত করবে। তারই সঙ্গে প্রুত ও দানিউবের অপর পারের দিকে শত্রুর পশ্চাদপসরণ ঠেকাবার জন্যে ইঝমাইল অঞ্চলেও আক্রমণ হানতে হবে। হুশি অভিমুখে আঠার কিঃ মিঃ প্রশস্ত সেক্টরে ৩ নং আর্মি এবং ৫৭নং ও ৪৬নং আর্মির কিছু অংশ মিলে প্রধান আঘাত হানবে এবং তাকে ৭নং ও ৪নং গার্ড যান্ত্রিক কোর আরও জোরদার করবে। রুমেনীয় বাহিনী ও জার্মান বাহিনীর সং-যোগস্থলে আঘাত হানার ফলে, অতি অল্পকালের মধ্যে দক্ষিণদিক থেকে শত্রুর দক্ষিণ উক্রাইন আর্মি গ্রুপের মূল বাহিনীকে পাকাপাকিভাবে ঘিরে ফেলা সম্ভব হবে।

দানিউব-ফ্লোটিলার সঙ্গে একযোগে, ৪৬নং আর্মি আক্কেরমানে দ্নিস্টার সীমানা পার হয়ে দানিউব মোহনার সন্নিহিত অঞ্চল অধিকার করবে।

এই অপারেশনের অংশ হিসাবে ঠিক হয় যে, আক্কেরমানের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম উপকূলে গোপনে দুটি সেনাবাহিনীকে অবতরণ করিয়ে শহরটিকে

দখল করা হবে। তারপর ৩নং রুমেনীয় আর্মিকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ৪৬নং আর্মির মূল বাহিনীর সঙ্গে একযোগে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত হয়।

সোভিয়েত বাহিনীর এই এগার কিঃ মিঃ প্রশস্ত জলরাশি অতিক্রম করা পর্যন্ত শত্রু নিশ্চয় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে না। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আওতায় এক নজীরবিহীন ঘটনা ঘটল। এক অপারেশনের মাধ্যমে এই নদীর বাঁধকে দ্রুত ও অনায়াস ভঙ্গীতে অতিক্রম করা হল। নৌ-সেনাবাহিনীর দুটি ব্রিগেড, সুরক্ষিত অঞ্চলের কিছু সৈন্য, একটি মোটর সাইকেল রেজিমেণ্ট, আট হাজার সৈন্যবিশিষ্ট এক বিশেষ বাহিনী, দুশ কামান ও মর্টার এবং দশটি ট্যাঙ্ক উপ-কূলের অন্তর্গত শত্রুর বিশেষভাবে সুরক্ষিত অঞ্চলে অবতরণ করে।

অপারেশনটি গোপনে সংঘটিত করার জন্যে কোনরকম বিমান হানা ও গোলা-গুলি বর্ষণ না করেই, আক্রমণের দ্বিতীয় দিন রাত্রিবেলাতে এই অবতরণ কার্য সম্পাদিত হয়। শত্রুর নজর অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করার জন্যে সমুদ্র-উপকূলে এক নকল অবতরণের মহড়াও চলে।

রণাঙ্গনের একশ কুড়ি কিঃ মিঃ প্রশস্ত ফ্রণ্ট লাইনের প্রহরারত ৫নং শক আর্মির কাজ হবে কিশিনেভ রণাঙ্গনের দিকে শত্রুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাৎসীদের সেখানে আবদ্ধ করে রাখা। এই উদ্দেশ্যে, শত্রুর পুরোভাগে এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে নকল আক্রমণ প্রস্তুতির অভিনয় করা হয়।

তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের আশু কর্তব্য হবে, আক্রমণের ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ দিনে গতিশীল সেনাবাহিনীর মাধ্যমে প্রুতের নিকটবর্তী হয়ে পারঘাটা অধিকার করা ও দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের সঙ্গে মিলিত হয়ে জাসি-কিশিনেভ অঞ্চলের শত্রু সেনা-গ্রুপের ঘেরাও সম্পূর্ণ করা। দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের মত এই ফ্রণ্টকেও একশ কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গন জুড়ে তৎপরতা চালাতে হবে।

প্রুত নদীকে শত্রু পরিবেষ্টনীর সীমারেখা ধার্য করার ফলে কিশিনেভ অঞ্চলের শত্রু সেনাগ্রুপের পালাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

দুটো ফ্রণ্টের বেলাতেই ঠিক হয় যে তিনটি পর্যায়ে কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হবে। গোলাবর্ষণের মেয়াদ দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের বেলায় হবে নব্বুই মিনিট এবং তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের বেলায় একশ পাঁচ মিনিট। দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের বেলায়, দুই সার কামান থেকে দুই কিঃ মিঃ অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত আক্রমণকারী বাহিনীকে গোলাবর্ষণের মাধ্যমে সহায়তা করা হবে এবং তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের বেলায় দুই থেকে আড়াই কিঃ মিঃ পর্যন্ত এক সার কামান থেকে গোলাবর্ষণের মাধ্যমে সহায়তা করা হবে। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের গভীরে প্রবেশ করার পর সেনাবাহিনীকে গোলন্দাজবাহিনী শত্রুর ঘাঁটির উপর ধারাবাহিক ও কেন্দ্রীভূত গোলাবর্ষণের মাধ্যমে সহায়তা করবে।

দুটি ফ্রন্টের বেলাতেই, অপারেশনের প্রথম দু-তিন দিন, বিমান বহর শত্রু-ব্যূহ ভেদ করার কাজে সহায়তা করবে যাতে গতিশীল বাহিনীগুলি উন্মুক্ত শত্রু-ব্যূহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। পরবর্তীকালে শত্রুব্যূহের গভীরে প্রবেশ করে গতিশীল ইউনিটগুলি যাতে অবাধে তৎপরতা চালাতে পারে এবং বিভিন্ন প্রতিরোধ-ঘাঁটি, পলায়নপর শত্রুসেনা, রেলপথ ও নদীর পারঘাটার উপর আক্রমণ চালাতে পারে সেটা সুনিশ্চিত করাই হবে বিমান বাহিনীর কাজ।

আক্রমণের প্রস্তুতি পর্বে, প্রধান রণাঙ্গনে মূল সেনাবাহিনী সমাবেশের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর এক ব্যাপক ও জটিল পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয়। তার সূচনা ঘটে ৭ই অগাস্ট।

ফ্রন্টের পুনর্বিন্যাস চলতে থাকে কয়েকদিন ধরে। আর্মির ক্ষেত্রে ইউনিট-গুলিকে এক রাত্রিতেই অর্থাৎ ১৭-১৮ অগাস্ট রাত্রিবেলায় আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত করা হয়। আক্রমণের দু'রাত আগে থাকতে ট্যাংক ও গোলন্দাজ বাহিনীকে নতুন এলাকায় সরিয়ে আনা হয় এবং ১৯শে অগাস্ট রাত্রিতে তারা আক্রমণের জন্যে তৈরী হয়।

সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাসের বহর সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণার জন্যে এই সংক্রান্ত দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের তথ্য উল্লেখ করাই যথেষ্ট। এই ফ্রন্টের আওতায় মোট পঞ্চান্নটি রাইফেল ও ক্যাভেলরী ডিভিসন এবং চারটি ট্যাংক ও যান্ত্রিক কোরের মধ্যে সমস্ত গতিশীল ইউনিট ও আটচল্লিশটি রাইফেল ডিভিসনের পুরো বাহিনী অথবা তার অংশবিশেষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়।

এত বিরাট আকারের পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত সৈন্যবাহিনীর সমস্ত চলাফেরা কিন্তু শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে রাত্রিবেলাতেই সম্পাদিত হয়।

সেনাবাহিনীর স্টাফ অফিসারগণ চব্বিশ ঘণ্টা রাস্তায় ও নদীর পারঘাটায় উপস্থিত থেকে সমস্ত কিছু তদারক করতেন। সৈন্যবাহিনীর চলাফেরা যাতে সুশৃংখল হয় এবং রাত্রিতে যাতে নিষ্প্রদীপ পুরোমাত্রায় বজায় থাকে—তাঁরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। অবস্থানরত সৈন্যবাহিনীর ছদ্মাবরণ বিশেষভাবে পরখ করার জন্যে তাঁরা জমায়েত কেন্দ্রগুলিকে বিমান থেকে পর্যবেক্ষণ করতেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের প্রতিপক্ষ শত্রুর দক্ষিণ উক্রাইনীয় আর্মি-গ্রুপ প্রতিরক্ষা ব্যূহে অবস্থান রত। দুই গুচ্ছ যুদ্ধবিমান সৈন্যবাহিনী নিয়ে আর্মি গ্রুপটি গঠিত: ভোয়েলার গ্রুপ (৮নং জার্মান আর্মি, ৪নং রুমেনীয় আর্মি ও ১৭নং পৃথক জার্মান কোর) ও দুমিত্রেস্কু (৬নং জার্মান ও ৩নং রুমেনীয় আর্মি)। সবসুদ্ধ ২৫টি জার্মান এবং ২২টি রুমেনীয় ডিভিসন মিলিয়ে ৪৭টি ডিভিসন, ৫টি পদাতিক ব্রিগেড, ৭৬০০টি কামান ও মর্টার, ৪০৪টি ট্যাংক ও ৮১০টি বিমান নিয়ে দক্ষিণ উক্রাইন আর্মি গ্রুপটি গঠিত। কিশিনেভ-স্যালিয়েন্টের

কেন্দ্রস্থলে মোতায়েন ৬নং জার্মান আর্মি এবং তার বামদিকে রয়েছে ৪নং জার্মান আর্মি ও ডানদিকে ৩নং রুমেনীয় আর্মি।

স্থলবাহিনীকে সহায়তা করার জন্যে সমুদ্রের বুকে রয়েছে চারটি ডেস্ট্রয়ার, একটি ক্রুজার, দশটি সাবমেরিন এবং প্রায় একশটি টর্পেডো বোট ও মাইন উত্তোলক জাহাজ নিয়ে গঠিত শত্রুর এক বিশাল নৌবহর। অপারেশনগতভাবে শত্রু সৈন্য-বাহিনী এক সারিতে জমায়েত। আর্মিগ্রুপ অধিনায়কের আওতায় দুটি ডিভিসন বুখারেস্ট ও কন্সটান্টা অঞ্চলে মোতায়েন। আর্মি অধিনায়কদের আওতায় রয়েছে এগারটি ডিভিসন ও একটি আর্মি গ্রুপ।

শত্রু কম্যান্ডের ধারণা, জুলাই-অগাস্ট মাসে যেহেতু সোভিয়েত সেনাবাহিনী লভোভ অভিমুখে আক্রমণরত। অতএব তারা একই সঙ্গে রুমেনিয়ায় ব্যাপক আকারে আক্রমণাত্মক অপারেশন শুরু করতে পারবে না।[৮] যদি আক্রমণ শুরু হয় তাহলে সেটা ঘটবে, ফোক্‌শানির দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে—উত্তর ও পূর্ব-দিক থেকে কিশিনেভের উপর জোর হামলার মাধ্যমে। অতএব একটি সেনাগ্রুপ জাসি ও কিশিনেভের পথ আগলে রাখার জন্যে স্যালিয়েন্টে সমাবেশিত হয়। সেখানকার প্রতিরক্ষা সেক্টরের ছয় থেকে আট কিঃ মি পিছু এক ডিভিসন করে সেনা মোতায়েন করা হয় এবং মোট তেইশটি জার্মান ডিভিসন সেখানে জড়ো হয়। এই ব্যূহের পার্শ্বভাগে রাখা হয়—সমগ্র ফ্রন্ট জুড়ে—প্রধানত রুমেনীয় ডিভিসনগুলিকে।

ঐ রণাঙ্গনে রুমেনীয় বাহিনীর স্থান ও ভূমিকা নিয়ে নাৎসী কম্যান্ড যথেষ্ট চিন্তিত। চিন্তাটা অহেতুক নয়; কারণ রুমেনীয় সৈন্যরা তাদের জন্মভূমি ও পরিবারের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবিত এবং তাই রুমেনীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্রম-বর্ধমান অসন্তোষ ও অস্থিরতা দানা বাঁধছে। তার উপর রুমেনীয় সৈন্যদের প্রতি জার্মানদের উদ্ধত আচরণ ও সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে একটার পর একটা পরাজয়ে রুমেনীয় সৈন্যরা অতিশয় ক্ষুব্ধ। বস্তুতঃ স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে বিপর্যয় রুমেনীয় বাহিনীর মনোবল যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে। পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে এবং বিশেষ করে পশ্চিম উক্রাইনে ও ক্রিমিয়ায় পরাজয়ের ফলে সৈন্যবাহিনীর ভাঙন ত্বরান্বিত হয় এবং রুমেনীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পালানোর হিড়িক পড়ে যায়। এই প্রক্রিয়া যে ক্রমশঃ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে—এই ঘটনা রুমেনিয়ায় মোতায়েন দক্ষিণ উক্রাইন আর্মি গ্রুপের প্রাক্তন অধিনায়ক জেনারেল ফ্রীস্‌নার পর্যন্ত তাঁর স্মৃতিকথা, 'যে যুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গ করা হয়েছে', শীর্ষক গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। সম্ভবতঃ 'বিশ্বাসভঙ্গকারী' বলতে ফ্রীস্‌নার, রুমেনীয়দের কথাই বলতে চেয়েছেন। কারণ, তারা সবকিছু উপলব্ধি করার পর—আর নাৎসী-জার্মানী ও তার তাঁবেদার আন্তনেসেকু চক্রের জন্যে আর যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক নয়। তাই ফ্রীসনারের চোখে তারা বিশ্বাসঘাতক।

রুমেনীয়দের উপর আস্থা রাখতে না পেরে নাৎসী কম্যান্ড রুমেনীয় ইউনিট-গুলির সঙ্গে (বিশেষ করে ভোয়েলার কম্ব্যাট গ্রুপে) জার্মানি ইউনিটের সংমিশ্রণ ঘটায়। রুমেনীয় কোরের মধ্যে জার্মান ডিভিসনের সংমিশ্রণ ঘটায় এবং রুমেনীয় কোরকে জার্মান কোর অধিনায়কের নেতৃত্বাধীনে আনা হয়। এই প্রসঙ্গে একজন বন্দী নাৎসী জেনারেল উদ্ধত ভঙ্গীতে বলেন, এভাবে জার্মান ও রুমেনীয় ইউনিটের সংমিশ্রণ ও সৈন্য-পরিচালনা ব্যবস্থায় রদবদলের মাধ্যমে রুমেনীয়দের হাত-পা বেঁধে রাখা হয়।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ঘটনার গতি উল্টোখাতে বইছে। ২৩শে অগাস্ট রুমেনীয় সৈন্যবাহিনী নাৎসী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে তাদের হাতিয়ার ঘুরিয়ে ধরল। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সঙ্গে তারা একযোগে রুমেনিয়ার মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে শত্রু বিতাড়ন, ট্রান্সিলভানিয়ার উত্তরাঞ্চলকে মুক্ত করার লড়াই এবং পরবর্তীকালে হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মাটিতে ফ্যাসিবিরোধী লড়াই চালাতে থাকে। এই সমস্ত যুদ্ধে রুমেনীয় সৈন্যগণ উন্নত মনোবল ও রণনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। নিজেদের দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরের ফলে রুমেনীয় সৈন্যদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। তারা অনুভব করছে যে—তারা এখন তাদের গণতান্ত্রিক দেশ ও তার প্রকৃত জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে রত।

সোভিয়েতের সর্বোচ্চ অধিনায়কের নির্দেশনামায় রুমেনীয় ডিভিসনের বীরত্বের কথা সাতবার উল্লেখিত হয় এবং তুডর ভ্ল্যাডিমিরেস্কু ১নং স্বেচ্ছাসেবী ডিভিসনকে 'লাল পতাকা' উপহার দেওয়া হয়। রুমেনীয় দেশপ্রেমিকদের উদ্যোগে এই বাহিনীটি সোভিয়েত ভূমিতে ১৯৪৩ সালে গঠিত হয় এবং বহু সাহসী কীর্তির জন্যে খ্যাতি অর্জন করে। সোভিয়েত কম্যান্ড, বিশেষ করে যাঁর পরিচালনাধীনে রুমেনীয় সেনাবাহিনী বিভিন্ন সামরিক তৎপরতা চালিয়েছে—সেই মার্শাল আর. ইয়ে. ম্যালিনোভস্কি রুমেনীয় সৈন্যদের সামরিক কার্যক্রমের যথেষ্ট তারিফ জানিয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেন : "কয়েকটি রুমেনীয় ডিভিসনের সাহস ও আত্মত্যাগ দেখে আমরা মুগ্ধ। কঠিন লড়াইয়ের মধ্যেও তারা অবিচল'।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরুর সময়, শত্রু তার রক্ষা-ব্যবস্থা, বিশেষ করে জাসি-কিশিনেভ রণাঙ্গনে কাগজে-কলমে বেশ ভালভাবেই গড়েছে বলতে হবে। পর্বত, নদী প্রভৃতি দুরতিক্রম্য প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার সহায়তাপুষ্ট রক্ষা-ব্যবস্থাটি পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিঃ মিঃ গভীর তিনটি প্রতিরক্ষা বলয় নিয়ে গঠিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল জাসিতে প্রধান প্রতিরক্ষা ব্যূহের আট কিঃমিঃ দূরে বাহলুই নদীর ওপারে দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ নির্মিত হয়। এই রক্ষাব্যূহে দুটি অবিচ্ছিন্ন পরিখা রয়েছে। প্রধান রক্ষাব্যূহ থেকে আঠার থেকে কুড়ি কিঃ মিঃ দূরে মেয়ার গিরিসংকট বরাবর তিনটি পৃথক শক্ত ঘাঁটি নিয়ে গঠিত। বিরলাউ-

নদীর উপর সমন্বয়কারী ঘাঁটিটি গড়া হয়। তিগর্-ফ্রমোস, জাসি, ফোক্শানি ও অন্যান্য শহরগুলিকে সুরক্ষিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়।

শত্রু অন্যান্য অঞ্চলে, মোট বারো থেকে আঠার কিঃ মিঃ গভীরতা সম্পন্ন আরো দুটি প্রতিরক্ষা-বলয় নির্মাণ করে। এই প্রতিরক্ষা অঞ্চলের অভ্যন্তরে, কোগিলনিক, প্রুত, সেরেৎ ও অন্যান্য নদীর তীর বরাবর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নির্মাণ কাজ চলতে থাকে; কিন্তু কারিগরি কাঠামো তৈরীর কাজকর্ম তখনো অসম্পূর্ণ থাকে। পর্বতমালা ও মাঝখান দিয়ে প্রবাহমান নদীগুলির আবেষ্টনীতে নির্মিত বহুবলয় বিশিষ্ট জমাট ও ঘন সন্নিবদ্ধ প্রতিরক্ষা ঘাঁটির অস্তিত্ব শত্রুর সেনাগ্রুপের সার্বিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার পক্ষে সহায়ক।

অতিকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে এরকম একটা বিশাল এক শত্রু-বাহিনীকে ঘিরে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত কম্যাণ্ড বিরানব্বুইটি সেনা ডিভিসনকে নিয়োজিত করে। তার মধ্যে, রুমেনীয় তুডর ভ্লাডিমিরেস্কু ১নং স্বেচ্ছাসেবী ডিভিসনসহ দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অন্তর্গত পঞ্চান্নটি ডিভিসন মূল রণাঙ্গনের অপারেশনের সঙ্গে যুক্ত। ফ্রন্ট ও আর্মির অন্যান্য কাজকর্মের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বাদ দিলে দাঁড়ায়—ফ্রন্ট দুটির আওতায় রয়েছেঃ ৯ লক্ষ সৈন্য, ১৪ হাজার ৮৫০টি কামান ও মর্টার (৭৬ মিঃ মিঃ ও তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন), ১৮৭০টির চেয়েও বেশি ট্যাঙ্ক এবং স্বয়ংচালিত কামান এবং ১৮৫০টি যুদ্ধবিমান।

অপারেশনের প্রাক্কালে সংখ্যাগত দিক থেকে শক্তির ভারসাম্য সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত হয়; যেমন, লোকবল—১·৪ : ১, ট্যাঙ্ক—৪·৫ : ১, কামান ও বিমান শত্রুর তুলনায় দ্বিগুণ। ব্যূহভেদের জন্যে নির্ধারিত সেক্টরে শত্রুর তুলনায় বিরাটতর শক্তি সমাবেশ ঘটানোর জন্যে ফ্রন্টের অধিনায়কগণ অন্যান্য সেক্টর থেকে বেশি পরিমাণ সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম এনে প্রধান রণাঙ্গনে জড়ো করতে থাকেন। সমগ্র ফ্রন্টের মাত্র ছয় শতাংশের ক্ষেত্রে পদাতিক বাহিনীর ৬৭ শতাংশ, কামান ও মর্টারের ৬১ শতাংশ, ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয় কামানের ৮৫ শতাংশ এবং ৫নং ও ১৭নং বিমান আর্মির পুরো শক্তি নিয়োজিত হয়।

এধরনের অপারেশনে যে ঝুঁকি রয়েছে এটা সোভিয়েত কম্যাণ্ড ভালভাবেই জানতেন। যদি প্রতিপক্ষ সোভিয়েত রণকৌশল সম্বন্ধে সময়মতো জানতে পারে, তাহলে তারা ফ্রন্ট দুটির আক্রমণোদ্যত বাহিনীর দুপাশ থেকে আক্রমণ হানবে। সবচেয়ে ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের বেলায়; কারণ বেন্-ডেরীর দক্ষিণ দিকস্থ অপরিসর সেতুমুখে বিশাল আক্রমণোদ্যত বাহিনীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া সার্থক হয়েছে। নাৎসী কম্যাণ্ডের ধারণা, যেহেতু বলকানের প্রবেশপথ থেকে ইউনিটগুলিকে সোভিয়েত কম্যাণ্ড বিয়েলো-রুশিয়ায় ও কার্পেথীয় পর্বতমালার ওপারে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অতএব

সঙ্কুচিত শক্তি নিয়ে তারা অদূর ভবিষ্যতে কোন বড় রকমের আক্রমণ হানতে পারবে না। তাছাড়া তারা মনে করে যে এই দুটি ফ্রন্টের বেলায় আরো শক্তি-হ্রাস ঘটবে ; কারণ, বাল্টিক সাগর ও কার্পেথীয় পর্বতমালার মধ্যবর্তী অঞ্চলের পরিস্থিতিকে সামাল দেবার জন্যে সংশ্লিষ্ট সেক্টরে সোভিয়েত কম্যান্ড আরও বাড়তি সৈনা ও সরঞ্জাম স্থানান্তর করতে বাধ্য হবে। যাই হোক, ১৯৪৪ সালের ১৫ই অগাস্ট, সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের সার্বিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রচারিত বুলেটিনের মাধ্যমে জার্মান কম্যান্ড (OKW) যে অভিমত ব্যক্ত করে তাতে বলা হয় যে, দক্ষিণ উক্রাইন আর্মি গ্রুপের বিরুদ্ধে কোন বড় রকম আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। যদি সোভিয়েত সেনাবাহিনী বলকান অঞ্চলে কোন সক্রিয় সামরিক তৎপরতার পরিচয় দেয়, তাহলে সেটা রুমেনিয়া থেকে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সেক্টরে জার্মান সেনা স্থানান্তর রোধ করার জন্যে এবং তার উদ্দেশ্য হবে একান্ত সীমাবদ্ধ।

রুমেনিয়ার পশ্চিমাঞ্চল মুক্ত করার উদ্দেশ্যে দানিউব নদীর অভিমুখে আক্রমণ চালাবার জন্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী পরিমাণগত ও গুণগত—উভয়দিক থেকেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। তাছাড়া আক্রমণকে তীক্ষ্ণতর করে শত্রু সেনাগ্রুপকে নিশ্চিহ্ন করার মতো অনুকূল অবস্থানও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আয়ত্তাধীন—যেখান থেকে সে সহজেই শত্রুকে ঘিরে ফেলতে পারবে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অবস্থান ক্ষেত্রটি সঠিকভাবেই বাছাই হয়েছে। এখান থেকে কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর ও দানিউব-ফ্লোটিলার সহায়তাও সহজলভ্য এবং বলকান দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থানগুলিও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নাগালের মধ্যে।

যুদ্ধবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে, আক্রমণের জন্যে নির্ধারিত প্রধান রণাঙ্গন ও আক্রমণ শুরুর প্রকৃত সময় সম্পর্কে শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে পারাটাই হচ্ছে—অপারেশনের সাফল্যলাভের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এবিষয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড কার্যক্রম—ফ্রন্ট কম্যান্ড নিখুঁতভাবে সম্পাদিত করে।

বিয়েলোরুশীয় অপারেশন শুরুর পর এধরনের কার্যক্রম গ্রহণের একটাই উদ্দেশ্য—সেটা হচ্ছে নাৎসীদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা যে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণপ্রান্তে কেবলমাত্র রক্ষণাত্মক ভূমিকায় রত থাকবে। পরবর্তী ঘটনা এবং যেসব কাগজপত্র আমাদের হাতে এসেছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জার্মান কম্যান্ডের দৃঢ় বিশ্বাস যে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর একসঙ্গে একাধিক রণনৈতিক রণাঙ্গনে সক্রিয় অপারেশন শুরু করার সামর্থ্য নেই। এমন কি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের শক্ বাহিনী সমাবেশের কথা তাদের অগোচরে থেকে যায়।

জাসি-কিশিনেভ অপারেশন শুরুর মাত্র দু-তিন দিন আগে শত্রু উপলব্ধি করে যে—সোভিয়েত সেনাবাহিনী অদূর ভবিষ্যতে এক আক্রমণ শুরু করতে যাচ্ছে। কিন্তু তখন এই আক্রমণ ঠেকাবার মতো শত্রুর পক্ষে কোন বড় রকমের পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া অসম্ভব।

এদিকে যখন জাসি অঞ্চল থেকে বড় ধরনের আক্রমণ হানার জন্যে দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী দ্নিস্টারের সেতুমুখ থেকে একই কাজ করতে যাচ্ছে—তখন শত্রুর দৃষ্টি অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করার জন্যে কিঞ্চিৎ ছলনার আশ্রয় নেওয়া হয়। যেন মূল আক্রমণ কিশিনেভের দিকে হানা হবে এটা শত্রুকে বোঝাবার জন্যে দুবোসারি অঞ্চলে মিছামিছি সেনা সমাবেশ করা হয়। তাছাড়া, রেইমারোভকার কাছাকাছি একটি যান্ত্রিক বাহিনীর কোর-কারমানোভো অঞ্চলে একটি রাইফেল বাহিনীর কোর এবং গ্রিগোরিওপোল-তাশলিক্ অঞ্চলে একটি গোলন্দাজ বাহিনীর ডিভিসন মোতায়েন করা হয়।

নকল রণাঙ্গনে ৫৩০৫টি নানাধরনের আশ্রয়স্থল এবং একশটির মতো ডিপো নির্মাণ করা হয়। পাঁচশোর বেশি নকল ট্যাঙ্ক, স্বয়ংচালিত কামান, ফিল্ডগান, মর্টার ও ট্রাক এনে সেখানে মজুত করা হয়। এ সমস্ত কাজ খুব নিপুণভাবে সমাধা হয়। সন্ধ্যা হবার আগেই ট্যাঙ্ক, কামান, মোটরযান ও পদাতিক নকল জায়গার দিকে রওনা দেয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুকে দেখানো যে রাত্রিবেলা সেনা-সমাবেশ ঘটছে সেখানে। কিন্তু আসলে সেনাবাহিনী রাতভোর হবার আগেই যথাস্থানে আবার ফিরে আসে। নকল জায়গায় রিজার্ভ বাহিনীর একটি রাইফেল রেজিমেন্ট অবস্থান করতে থাকে। তাদের কাজ হচ্ছে সদ্য-আগত সেনাবাহিনীর যথাযথ বিন্যাস সাধনের অভিনয় করা ; যেমন, রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে—শত্রু যাতে দেখতে পায় এভাবে সমস্ত নকল সাজ-সরঞ্জাম বিভিন্ন সেক্টরে ছড়িয়ে রাখা হচ্ছে ইত্যাদি। বিশেষভাবে তৈরী বেতার ঘাঁটি, ঐ অঞ্চল থেকে সমস্ত নিয়ম ভেঙে অসাবধানবশতঃ সংকেত পাঠানো শুরু করে—যদিও সংকেতগুলি সবই অর্থহীন।

একই উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্ট ৪০নং ও ৭নং গার্ড আর্মি অধিকৃত এলাকায় সেনাসমাবেশের ছলনা করে। উপরন্তু ৬নং ট্যাঙ্ক আর্মির সেনা-নায়ককে নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁরা যেন দেড়শটি নকল ট্যাঙ্ক তাঁদের পূর্বতন অবস্থান ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রাখেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুকে দেখানো যে ৭নং যান্ত্রিক বাহিনীর কোর, তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের নির্বাচিত নতুন অবস্থান ক্ষেত্রে সরে যায়নি। নকল ট্যাঙ্কগুলির ছদ্মাবরণ শত্রুর কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তৈরী করা হয়।

নকল সেনাসমাবেশের নকল অঞ্চলকে পাহারা দেবার জন্যে বিমানধ্বংসী কামান

ও বিমান বহরের সুবন্দোবস্ত থাকে। যদি কখনো শত্রুর পর্যবেক্ষণকারী বিমানের আবির্ভাব ঘটে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নীচ থেকে বিমান-বিরোধী কামান গর্জে ওঠে এবং সোভিয়েত জঙ্গী বিমান শত্রু বিমানকে তাড়া দেবার জন্যে আকাশের দিকে উড়ে যায়। এভাবে এক অনুপস্থিত বিরাট সেনাবাহিনীকে যথাযথভাবে পাহারা দেওয়া চলতে থাকে।

তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের বেলাতেও, একটি গৌণ রণাঙ্গনে, অর্থাৎ ৫নং শক্ আর্মির এলাকায় সেনা সমাবেশের অভিনয় চলতে থাকে। পুরোদস্তুর পর্যবেক্ষণ কার্যও চালানো হয় এবং ১৭নং বিমান আর্মির বিমানবহর মাঝে মাঝে শত্রুপক্ষের লক্ষ্যবস্তুর উপর হানাদারি চালাতে থাকে। এই ব্যবস্থাগুলি এত নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হয় যে—শত্রু ৫নং শক্ আর্মির বিরুদ্ধে, ৬নং জার্মান আর্মির একটি বড় অংশ আগাগোড়া মোতায়েন রাখে। এসব কার্যক্রম, আক্রমণ শুরু করার নির্ধারিত ক্ষেত্র বেন্ডেরীর দক্ষিণ দিকের সেতুমুখ থেকে আক্রমণ হেনে সোভিয়েত বাহিনীর শত্রুব্যূহ ভেদ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের তদানীন্তন চীফ অব স্টাফ, কর্নেল জেনারেল এস. এস. বিরিয়ুঝভ স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "প্রতিটি কাজ বেশ চাতুর্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়······আমাদের নিজের চোখে দেখার সুযোগ ঘটে যে অপারেশন গোপন রাখার যাবতীয় চেষ্টা বৃথা যায়নি। তার ব্যূহ যখন বিদীর্ণ হচ্ছে—তখন শুধুই না এমন কি আক্রমণ চলার দ্বিতীয় দিনেও শত্রু অপেক্ষা করে রয়েছে—কখন কিশিনেভের দিকে আমাদের প্রধান হামলা শুরু হবে।······প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হওয়ার দ্বিতীয় দিনের শেষে শত্রু বুঝতে পারল যে তার অবস্থা বেশ সঙ্গীন।"[৯]

আক্রমণ শুরু করার আগে সেনাবাহিনীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের রুমেনীয়-নীতি সম্পর্কে যথেষ্ট তালিম দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীকে বোঝান হয় যে সোভিয়েত ভূমিতে রুমেনীয় সৈন্যবাহিনীকৃত অপরাধের প্রতিশোধ নিতে চায় না সোভিয়েত সরকার। জার্মান ফ্যাসিবাদ নির্মূল করাই হল সোভিয়েত সরকারের একমাত্র সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। সুতরাং শ্রমজীবী জনগণ ও যারা রুমেনীয় সৈন্য-বাহিনীকে সোভিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছে তাদের মধ্যে সীমারেখা টানা আবশ্যক। একথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয় যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বিজেতা হিসাবে রুমেনিয়ায় প্রবেশ করছে না। তারা যাচ্ছে ফ্যাসিস্ত দাসত্ব থেকে রুমেনীয় জনগণকে মুক্ত করতে এবং শ্রমজীবী মানুষের রক্ষাকর্তা হয়ে।

অপারেশনের প্রস্তুতিপর্বে মোলদাভিয়ান সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের জনগণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনীকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। তারা আটান্নটি রেলওয়ে সেতু, সাতশ কিঃ মিঃ রেলপথ, ২৩০০ মোটরযান,

কয়েক ডজন কামান ও ট্যাংক মেরামত করে। রক্ষাব্যবস্থা, বিমানক্ষেত্র, এবং ফ্রন্টলাইন এলাকায় রাজপথ ও সেতু নির্মাণ এবং মেরামতের কাজে সাধারণ মানুষ হাজারে হাজারে অংশগ্রহণ করে।

৩। এক লক্ষ সৈন্যবিশিষ্ট শত্রু সেনাগ্রুপের পরিবেষ্টন ও সংহার

২০শে অগাস্ট সকালে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মাধ্যমে জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের সূচনা ঘোষিত হয়। জেনারেল আর. ইয়ে. ম্যালিনোভস্কি পরিচালিত দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের আক্রমণকারী বাহিনী জাসির উত্তরাঞ্চলীয় এলাকা থেকে এবং জেনারেল এফ. আই তোলবুখিন পরিচালিত তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের আক্রমণকারী বাহিনী তিরাসপোলের দক্ষিণদিকের সেতুমুখ থেকে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই আর্মি গ্রুপ দুটি হুশি অঞ্চলের লক্ষ্যাভিমুখে দুদিক থেকে আক্রমণ শুরু করে।

প্রথম দু'দিনের আক্রমণের মাধ্যমে উভয় সেনাবাহিনী শত্রুর বহু ঘাঁটি বিশিষ্ট ঘননিবদ্ধ ব্যূহভেদ করতে সমর্থ হয়। শত্রুব্যূহের ফাটলের মধ্য দিয়ে বিরাট ট্যাংক বহরগুলি অগ্রসর হতে থাকে। তারা বিরাট জায়গা জুড়ে অনায়াস ভঙ্গীতে বিশৃংখলভাবে পলায়নপর শত্রু ইউনিটগুলিকে তাড়া করতে থাকে।

আক্রমণকারী সোভিয়েতবাহিনীর দ্রুত তৎপরতার ফলে শত্রু প্রতিরোধের যাবতীয় মনোবল হারিয়ে বসে। পরের দিনগুলিতে সে আর অবস্থা সামাল দেবার কোন উদ্যমই দেখাতে পারে না। মূল জার্মান বাহিনীর পার্শ্বভাগে সমাবেশিত রুমেনীয় সেনাবাহিনী কার্যতঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ২৪শে অগাস্ট নাগাদ হুসি এলাকায় শত্রুসেনাগ্রুপের চারপাশে বজ্রকঠিন বেষ্টনী গড়ে ওঠে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে আটক আঠারটি জার্মান ডিভিসন। ইতিমধ্যে ৩নং রুমেনীয় আর্মিও পরিবেষ্টিত এবং তাদের সেনাবাহিনীকে কৃষ্ণসাগরের দিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী পাঁচ দিনের মধ্যে অবরুদ্ধ সৈন্যরা হয় নিহত অথবা বন্দী হয়। জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের প্রথম পর্যায়ে বিশাল সৈন্যবাহিনী অতি দ্রুত উৎসাদিত হবার ফলে জার্মানীর পূর্বাঞ্চলীয় রণনৈতিক ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তিক গোটা জার্মান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ধস নামে।

অপারেশনের প্রথম পর্যায়ে ফ্রন্ট দুটির সামরিক তৎপরতার খতিয়ান ঃ

দেড় ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও বিমান থেকে বোমাবর্ষণের পর, সকাল সাতটা চল্লিশ মিনিটে, দুই সারি কামান থেকে গোলাবর্ষণের আড়ালে দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী শত্রুর রক্ষাব্যবস্থার অগ্রভাগে আক্রমণ হানে। আট থেকে কুড়িটি বিমানের এক একটি দল শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটি ও কামানের সারির উপর আঘাত হানতে থাকে। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ সহজেই বিদীর্ণ হয় এবং তার ছিন্নভিন্ন প্রধান প্রতিরক্ষা বলয়ের ভিতর দিয়ে পদাতিক ও ট্যাংকবাহিনী দ্রুত

অগ্রসর হতে থাকে। দুপুরের মধ্যেই তারা কাজ চলার উপযোগী সেতু ও বাহলুই নদীর অন্যান্য পারঘাটা দখল করে নেয় এবং তাদের মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা বলয়ের নিকটবর্তী হয়। আক্রমণে বেসামাল শত্রুর পেছনে ধাওয়া করে আগুয়ান ইউনিটগুলি নদী পার হয়ে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বেলা একটার মধ্যে ২৭নং আর্মি শত্রুর প্রতিরক্ষা বলয়কে পুরোপুরি আয়ত্তাধীনে আনে।

ফ্রন্টের শক্ বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির ফলে ফ্রন্টের গতিময় বাহিনীগুলির পক্ষে নির্ধারিত সময়ের আগেই উন্মুক্ত শত্রু ব্যূহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। বেলা দুটো নাগাদ ৬নং ট্যাংক আর্মি চারটি রাস্তা ধরে শত্রুব্যূহের ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করে। গোলন্দাজ আর্মির চারটি ব্রিগেড ও ব্যূহভেদের কাজে নিযুক্ত রাইফেল ডিভিসনগুলির গোলন্দাজ বাহিনী কামান দেগে তাদের মদত দিতে থাকে। বিদীর্ণ ব্যূহের পরিসর আরো প্রসারিত করে ট্যাংক আর্মি দিনের শেষে, ব্যূহের অভ্যন্তরে ষোল কিঃ মিঃ রাস্তা অতিক্রম করে শত্রুর তৃতীয় প্রতিরক্ষা বলয়ের নিকটবর্তী হয়। নাৎসী কম্যান্ড মেয়ার পর্বত গ্রন্থির দখল রাখার জন্যে তার রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীর অন্তর্গত একটি আলপাইন ডিভিসন ও দুটি প্যানজার ডিভিসনকে যুদ্ধে নামায়। কিন্তু ঐদিনই ২৭নং আর্মি ও ৬নং ট্যাংক আর্মির সেনাবাহিনী শত্রুর রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে মেয়ার গিরিপথ অধিকার করে এবং রাত্রিবেলায় শত্রুর তৃতীয় প্রতিরক্ষা বলয়ে প্রবেশ করে ও বড় পরিসর জুড়ে তৎপরতা চালাতে থাকে। আক্রমণকারী বাহিনী তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা এ পর্যন্ত অতিক্রম করেছে। ২১শে অগাস্ট ৫২নং আর্মি রুমেনিয়ার মহানগর জাসি অধিকার করে। ঐ দিনই হুশি রণাঙ্গনে সাফল্যের সদ্‌ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ১৮নং ট্যাংক কোরকে উন্মুক্ত ব্যূহের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়।

দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের শক্ বাহিনী এভাবে অনায়াস ভঙ্গীতে মাত্র দুদিনের মধ্যে শত্রুর তিনটি প্রতিরক্ষা বলয় বিদীর্ণ করে, তার রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনী বিধ্বস্ত করে এবং পশ্চিম দিক থেকে শত্রুর জাসি-কিশিনেভ সেনা গ্রুপের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। আক্রমণকে চূড়ামাত্রায় অব্যাহত রাখার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর সহযোগে শত্রু সেনাগ্রুপকে ঘিরে ফেলার কাজ সংসাধিত হয়। তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টও ইতিমধ্যে শত্রুর রক্ষা-ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

২১শে অগাস্ট রাত্রিবেলায় নাৎসী কম্যান্ড কিশিনেভ-স্যালিয়েন্ট থেকে সেনা-বাহিনীর তাড়াহুড়োর মধ্যে পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু ইতিমধ্যে যথেষ্ট দেরী করে ফেলেছে সে।

পরবর্তী ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে সোভিয়েত ৬নং ট্যাংক আর্মি ও ১৮নং ট্যাংক কোর সতের কিঃ মিঃ অগ্রসর হয় এবং ভাসলুই-হুশি লাইনে পৌঁছে শত্রুর পালাবার

পথ বন্ধ করে দেয়। তার-ই সঙ্গে, ৪নং গার্ড আর্মির দক্ষিণ বাহু ২২শে অগাস্ট প্রুত নদীর পূর্ব উপকূল বরাবর বড় রকমের আক্রমণ শুরু করে।

২৩শে অগাস্ট, ১৮নং ট্যাঙ্ক কোরের আগুয়ান ব্রিগেড এসে প্রুতে তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের ৪নং গার্ড কোর ও ৭নং যান্ত্রিক কোরের সঙ্গে মিলিত হয়। তার ফলে জাসি-কিশিনেভে জমায়েত শত্রু সেনাগ্রুপ পুরোপুরিভাবে পরিবেষ্টিত হয়। পরের দিন ৫২নং আর্মির সেনাবাহিনী এসে প্রুতে পৌঁছয় এবং তৃতীয় উক্রাইনীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের সংযোগ স্থাপিত হয় ও তার ফলে আবেষ্টনীর মধ্যে একটা অন্তর্বলয় সৃষ্টি হয়।

ইতিমধ্যে ৬নং ট্যাঙ্ক আর্মি আবেষ্টনীর বহির্বলয়ে প্রুত আক্রমণ চালিয়ে তেচুচি শহরকে শত্রুমুক্ত করে। ট্যাঙ্ক বাহিনীটির অগ্রবর্তী দল ফোক্‌শানির উত্তরাঞ্চলে সেরেৎ নদীর পারঘাটাগুলি দখল করে। আবেষ্টনীর বহির্বলয়ের সীমানা ক্রমশঃ তার অন্তর্বলয় থেকে একশ কুড়ি কিঃ মিঃ দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়।

২১শে অগাস্ট ফ্রন্টের দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ শুরু হয়। ২৭নং আর্মি অর্জিত সাফল্যের দৌলতে ৭নং গার্ড আর্মি পূর্বদিক থেকে এগিয়ে এসে তিগুর্-ফ্রুমোস সুরক্ষিত অঞ্চলে পৌঁছে যায়। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে জেনারেল গোরশকভের পরিচালনাধীন যান্ত্রিক ক্যাভেলরী গ্রুপ এসে উপস্থিত হয় এবং ২৭নং আর্মির দক্ষিণ পার্শ্বভাগের উন্মুক্ত অঞ্চল দিয়ে এগিয়ে যায়। ২১শে অগাস্ট রাত্রিবেলায়, ২৩নং ট্যাঙ্ক কোর রাইফেল ইউনিটের সঙ্গে একযোগে তিগুর্-ফ্রুমোস শহর অধিকার করে।

২৩শে অগাস্ট, ৭নং গার্ড আর্মির সেনাদল তিগুর্-ফ্রুমোস সুরক্ষিত অঞ্চলকে পুরোপুরি কব্জা করে এবং সেরেৎ নদী অতিক্রম করে। এ দিনই যান্ত্রিক ক্যাভেলরী গ্রুপ রোমান শহর অধিকার করে।

এভাবে ফ্রন্টের শক্ বাহিনী দক্ষিণ বাহুকে কার্পেথীয় পার্বত্য অঞ্চলের দিক থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

২০শে অগাস্ট, তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীও মারাত্মক গোলাবর্ষণ ও বিমান থেকে বোমাবর্ষণের পর আক্রমণ শুরু করে। গোলাবর্ষণের প্রথম ধাক্কা শেষ হবার আধ ঘন্টা পর শত্রু রক্ষা ব্যবস্থার গভীরে ফের গোলা নিক্ষেপ শুরু হয়। ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র থেকে পদাতিকবাহিনী গুলি বর্ষণ শুরু করে এবং আগে থেকেই তৈরী কয়েকশো সৈনিকের পোষাকে সজ্জিত প্রমাণ সাইজ পুতুল-সৈনিককে প্রথম সারি পরিখার উপর একসঙ্গে তুলে ধরা হয়। আকাশ-বাতাসভেদী এক গর্জন 'হুররে' ধ্বনিত হল। শত্রু সৈন্যরা ভাবল, গোলাবর্ষণের পালা শেষ এবং আক্রমণ শুরু হয়েছে। তারা আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে আশ্রয়স্থল ছেড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসে। আর তখনই গোলাবর্ষণ শুরু হয় এবং তার ফলে শত্রুর প্রথম দুটি পরিখা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় ও শত্রুর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়।

গোলন্দাজ বাহিনীর নিপুণ সংগঠন—আক্রমণের ক্ষেত্রে ও শত্রুর ব্যূহ ভেদের ব্যাপারে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। প্রথম দিনেই ৩৭নং আর্মির সেনাবাহিনী ও ৪৬নং আর্মির দক্ষিণ শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা বলয় ভেদ করে, দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহের নিকটবর্তী হয় এবং দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা বলয়ের কয়েকটি সেক্টরে কীলক প্রবেশ করাতে সমর্থ হয়। প্রথম দিনে তাদের অগ্রগতির পরিমাণ হয় দশ থেকে বারো কিঃমিঃ। ৫৭নং আর্মির প্রথম সারির সৈন্যদের কিন্তু শত্রুর তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় এবং তার ফলে শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা বলয়ের অভ্যন্তরে তারা তিন থেকে চার কিলোমিটারের বেশি অগ্রসর হতে পারেনি।

শত্রু যে-কোন মূল্যে আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্যে ২১শে অগাস্ট সকালে তার দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহের অন্তর্গত একটি ঘাঁটি থেকে একটি প্যানজার ডিভিসন সহ রিজার্ভ বাহিনীর মাধ্যমে ৩৭নং সোভিয়েত আর্মির সেনাদলের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানে। পাল্টা আক্রমণ অবশ্যই সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত হয়। কিন্তু তার ফলে আর্মির গতিময় বাহিনীর যুদ্ধে নেমে পড়তে কিছুটা দেরী হয়। বিকেল চারটের সময় শত্রুর দ্বিতীয় রক্ষাবলয় সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হবার পরই কেবল, ৭নং যান্ত্রিক কোর উন্মুক্ত শত্রুব্যূহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়। অপারেশনের দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩৭নং আর্মির অগ্রগতি মাত্র তের কিঃ মিঃ।

যে অঞ্চলে ৪৬নং আর্মি যুদ্ধরত সেখানে ২১শে অগাস্ট বেলা দশটায়, ফ্রন্টের গতিময় বাহিনী, ৪নং গার্ড যান্ত্রিক কোরকে শত্রুব্যূহের ফাটলের মধ্যে এগিয়ে দেওয়া হয়। দিনের শেষে এই বাহিনী শত্রুর প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ভেদ করে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং পরের দিন আরও নব্বুই কিঃ মিঃ এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ২২শে অগাস্ট নাগাদ, ৭নং যান্ত্রিক কোর আশি কিঃমিঃ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং তার ফলে ৬নং জার্মান আর্মি ও ৩নং রুমেনীয় আর্মির মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং উভয় আর্মির পার্শ্বভাগ পুরো-পুরি পরিবেষ্টিত হয়।

এই অবস্থায় চাপে পড়ে শত্রু তার সেনাবাহিনীকে প্রুত নদীর ওপারে স্থানা-ন্তরের চেষ্টা করে। নাৎসী সেনাগ্রুপের পশ্চাদপসরণের মতলব টের পেয়ে ৫নং সোভিয়েত শক্ আর্মি ২২শে অগাস্ট আক্রমণ শুরু করে এবং পরের দিন কিশি-নেভে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনীর সঙ্গে একত্রিত হবার উদ্দেশ্যে আগত তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের যান্ত্রিক কোর দুটি ২৩শে অগাস্ট, লেউশেনি ও লিওভো অঞ্চলে প্রুত নদীর নিকটবর্তী হয়। ঐ দিনই তারা শত্রুর পালাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগুয়ান দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের ১৮নং ট্যাঙ্ক কোরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

৬৪নং যান্ত্রিক ব্রিগেডের অন্তর্গত ২নং মোটরবাহিত রাইফেল ব্যাটেলিয়নের

ইয়াং কমিউনিস্ট লীগ-সংগঠক, সিনিয়র সার্জেন্ট ইয়াকিমভ হাতের লাল পতাকা-খানি সোভিয়েত-রুমেনীয় সীমানায় প্রোথিত করে—অফিসার ও সৈন্যদের ডাক দিয়ে বলেন : 'আমি লেনিনের পতাকাখানি আমাদের সোভিয়েত সীমানায় প্রোথিত করলাম। এই পতাকা গৌরবোজ্জ্বল সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিজয়ের প্রতীক। এই পতাকা আমাদের আরোও নতুন জয়লাভের প্রেরণা যোগাচ্ছে। কমরেডগণ, আমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু শত্রুকে অবিরাম ধাওয়া করে তার গুহার মধ্যে ঢুকে তাকে শেষ করার জন্যে আমাদের সর্বাধিনায়ক যে কর্তব্য আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন—তাকে আমরা ভুলি কি করে। সবাই দেখুন! প্রুতের ওপারে রয়েছে শত্রু গুহা। সোভিয়েত সৈনিকগণ প্রুত নদী পার হয়ে এগিয়ে চলুন! শত্রুকে বিধ্বস্ত করার জন্যে এগিয়ে চলুন!" এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২নং মোটরবাহিত রাইফেল ব্যাটেলিয়ানের অফিসার ও সৈন্যরা আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রুত নদীর বাধা অতিক্রম করে।

পরের দিন, যারা ৫২নং আর্মির সৈন্যদের সঙ্গে একত্রিত হয়েছিল সেই ৩৭নং আর্মি প্রুতের নিকটবর্তী হয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অগ্রসরমান ৪৬নং আর্মি-আবেষ্টনীর বহির্বলয় রচনা করে।

এদিকে ৬নং জার্মান আর্মিকে যখন কিশিনেভ অঞ্চলে ঘিরে ফেলা হচ্ছে—তখন তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী দানিউব-ফ্লোটিলা ও কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহরের নৌসেনাদের সহযোগে প্রুত ও দানিউব নদীর নিম্নাঞ্চলে ৩নং রুমেনীয় আর্মিকে পরিবেষ্টিত করে।

২৪শে অগাস্ট দানিউব-ফ্লোটিলার রণতরী দানিউব নদীপথে এগিয়ে গিয়ে ভিলকভো বন্দর অধিকার করে।

তিনটি ডিভিসন ও একটি ব্রিগেড নিয়ে গঠিত ৩নং রুমেনীয় আর্মি যুদ্ধ বন্ধ করে। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের রণনৈতিক অপারেশনের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়—যার ফলশ্রুতি হচ্ছে : শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন এবং জ্যাসি-কিশিনেভ অঞ্চলে শত্রু সেনাগ্রুপ পরিবেষ্টিত। ৩০০০ বর্গ কিঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট আবেষ্টনীর ফাঁদে আঠারোটি শত্রুসেনা ডিভিসন আটকা পড়ে।

দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী একের পর এক শহর—রোমান, বাচাউ, বিরলাড দখল করে এবং তেচুচির নিকটবর্তী হয়। তার ফলে অবরুদ্ধ শত্রু সেনাগ্রুপের পক্ষে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পশ্চাদপসরণের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আবেষ্টনীর অন্তর্বলয় ও বহির্বলয়ের মধ্যে প্রায় আশি কিলোমিটারের ব্যবধান গড়ে ওঠে। তার ফলে অবরুদ্ধ সেনাগ্রুপ উৎসাদনের ক্ষেত্র ভালভাবে তৈরী হয়। ইতিমধ্যে রুমেনিয়ার আরো ভেতরে দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনা-বাহিনীর মূল বাহিনীর অগ্রগতির দৌলতে আরো কয়েকটি শহর মুক্ত হয়। তার ফলে অপারেশনের মূল লক্ষ্য পূরণের জন্যে অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

দানিউব ব-দ্বীপের দিকে তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী ও দানিউব-ফ্লোটিলার দ্রুত অগ্রগতির ফলে দক্ষিণ রণাঙ্গনে শত্রু সেনাগ্রুপের উৎসাদন ও দক্ষিণাভিমুখে আক্রমণ তীব্রতর করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

কিশিনেভে পরিবেষ্টিত শত্রু সেনাগ্রুপের মূল বাহিনী উৎসাদনের মূল দায়িত্ব তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর উপর ন্যস্ত হয় এবং তারা সেকাজ ২৫শে অগাস্ট থেকে ২৭শে অগাস্ট, অর্থাৎ মাত্র তিন দিনের মধ্যে সেরে ফেলে। অবরুদ্ধ শত্রুসৈন্যের সামান্য অংশ প্রুতের পশ্চিম তীরে পালিয়ে যায় এবং তারা ৫২নং সোভিয়েত আর্মির পশ্চিমভাগে গিয়ে উপস্থিত হয়। ২৯শে অগাস্টের মধ্যে পরিবেষ্টিত শত্রুর মূল বাহিনী দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর হাতে নির্মূল হয়। তার মধ্যে মাত্র দশ হাজার শত্রুসেনা আবেষ্টনীর বহির্বলয়ের বাইরে চলে আসে এবং সেরেৎ নদী পার হয়ে চলে যায়। কিন্তু ৪ঠা সেপ্টেম্বর নাগাদ, তাদের আবার ৭নং গার্ড আর্মি ও ২৩নং ট্যাঙ্ক কোর ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করে।

এদিকে যখন অবরুদ্ধ শত্রু সেনাগ্রুপকে নিশ্চিহ্ন করার পালা, অপরদিকে তখন তিনদিক থেকে রুমেনিয়ার অভ্যন্তরে জোরদার ও দ্রুতগতিতে আক্রমণ হানার জন্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্ট তাদের মূলবাহিনীকে নিয়োজিত করে। এই আক্রমণ চলবে; ট্রান্সিলভানিয়ার নিকটবর্তী হওয়ার জন্যে কার্পেথীয় পর্বতমালার দিকে; বুখারেস্ট ও পোলেশ্তির তৈলক্ষেত্র দখলের জন্যে ফোক্-শানির দিকে এবং সামুদ্রিক অঞ্চল ধরে রুমেনিয়া-বুলগেরিয়ার সীমানার দিকে। এই ত্রিমুখী অভিযানের মধ্যে ফোক্শানি অভিমুখে অভিযানটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। দ্রুত আক্রমণ ও ব্যাপক তৎপরতার মাধ্যমে দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনী জোর কদমে গিয়ে 'ফোক্শানি ফটক' অধিকার করে এবং ৩০শে অগাস্ট তারা পোলেশ্তি শহর জয় করে ও দ্রুত বুখারেস্টের দিকে এগিয়ে যায়। পোলেশ্তি শত্রুকবল মুক্ত হওয়ার ফলে, বুখারেস্ট এলাকায় যুদ্ধরত শত্রুবাহিনীর ট্রান্সিলভানিয়ার দিকে পিছু হটার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

৬নং ট্যাঙ্ক আর্মি ব্রাসভ ও ক্লুজ অঞ্চলের দিকে আরও এগিয়ে যাবার ফলে, কার্পেথীয় পার্বত্যাঞ্চলে আত্মরক্ষারত শত্রুবাহিনীর পরিবেষ্টিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়।

দানিউব নদীর উভয় তীর ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসরমান তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী বুলগেরিয়া-রুমেনিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী হয়। দানিউব-ফ্লোটিলার রণতরীগুলি দানিউবের নিম্নাঞ্চলীয় বন্দরগুলি দখল করে এবং কৃষ্ণ-সাগরীয় নৌবহরের নৌসেনারা কন্সটান্টা মুক্ত করে।

জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের প্রথম পর্যায়ে অর্জিত, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চমকপ্রদ সাফল্যের ফলে রুমেনিয়ায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে এবং জার্মান

আগ্রাসকদের কবল থেকে রুমেনিয়ার মুক্তিলাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে পরিবর্তিত অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের জন্যে, রুমেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দেশের প্রগতিশীল শক্তিরা মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং ২৩শে অগাস্ট রুমেনিয়ায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হয়।

৪। বুখারেস্ট—দৃশ্যপট

সোভিয়েত সেনাবাহিনী যখন শত্রুর চারদিকে বেষ্টনী রচনায় ব্যস্ত, তখনই সোভিয়েত কম্যাণ্ড রুমেনিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটার সংবাদ পেলেন।

১৯৪৪ সালের ২৩শে অগাস্ট বিকেল চারটেয় বুখারেস্টের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রাজপ্রাসাদের আঙিনায় তিনটি মার্সেডিজ গাড়ী ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। তারই একটা বুলেট প্রুফ গাড়ী থেকে মার্শাল আইওন আন্তোনেস্কু বেরিয়ে এলেন। রুমেনিয়ার ডিক্টেটর রাজা প্রথম মাইকেলকে নাৎসী জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে 'জাতির সর্বাত্মক প্রয়াস' কেন্দ্রীভূত করার জন্যে জনসাধারণকে আবেদন জানাবার অনুরোধ জানাতে এসেছেন। রাজার কিন্তু মাথায় অন্য মতলব ছিল। তিনি আন্তোনেস্কুকে বন্দী করার আদেশ দিলেন।

ঘটনার এহেন মোড় অনেকের কাছেই অপ্রত্যাশিত। বস্তুতঃ রাজা ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার দেশের ফ্যাসিবাদী সরকারের নীতির পক্ষে তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ শুরু হয়, রাজা আন্তোনেস্কুকে বাণী পাঠিয়ে তাঁর অন্তরের 'কৃতজ্ঞতা' জানিয়েছেন এবং যুদ্ধে আন্তোনেস্কুর 'পূর্ণাঙ্গ সাফল্য' কামনা করেছেন। তাহলে রাজা প্রথম মাইকেল ডিক্টেটরকে বন্দী করলেন কেন? সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে পরিবর্তিত পরিস্থিতিই নিশ্চয় তার মূল কারণ।

সরকারের শীর্ষস্থানীয় পাণ্ডাদের বন্দী দশাই হল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংকেত। ঐ দিনই বিকেলে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন স্বদেশপ্রমী বাহিনী ও সামরিক ইউনিটগুলি সাহস ও দাপটের সঙ্গে কাজে নামে। তারা কেন্দ্রীয় টেলিফোন ভবন, বেতার ঘাঁটি ও প্রধান সরকারী ভবনগুলি দখল করে নেয়। ফলে নাৎসী কম্যাণ্ডের সঙ্গে বার্লিনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সৈন্য পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সেসময় রুমেনীয় কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ করে নাৎসীদের রুমেনিয়ার মাটি থেকে বিতাড়নে সক্ষম এমন একটি সরকার গঠনের জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু কমিউনিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও অন্যদের সঙ্গে জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্লকের শরিক, জাতীয় তারানিস্ট দল ও জাতীয় উদারনীতিবাদী দলের নেতা ইউলিউ মানিউ ও কনস্টান্টিন ব্রাতিয়ানুর প্রবলভাবে আপত্তি জানান।

*　　*　　*　　*

এই নেতাদের জনগণের জন্যে কোন মাথাব্যথা নেই; তারা স্রেফ চামড়া বাঁচানোর জন্যে ও ভবিষ্যতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা চালু করার জন্যে আপাতত অনুগামীদের তুষ্ট করার জন্যে এই ব্লকের শরিক হয়েছে।

যার সিংহাসন উন্মূল বৃক্ষের মতো টলটলায়মান, সেই রাজা মাইকেলেরই বা মতলব কি? দেখা গেল যে তাঁর ধারণা একমাত্র পেশাদার সামরিক বাহিনীই পারে রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে। তাই তিনি ২৩শে অগাস্ট রাত সাড়ে এগারটায় বেতারে জেনারেল কনস্টানটিন সানাতেস্কুর নেতৃত্বে সরকার গঠনের সংবাদ ঘোষণা করেন। রাজা কিন্তু চারটি দলের একজন করে প্রতিনিধিকে সহকারী প্রধানমন্ত্রী রূপে তাঁর সরকারে স্থান দিতে বাধ্য হন। ঐ ঘোষণায় আরও বলা হয় যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের সামরিক তৎপরতা বন্ধ করা হল এবং রুমেনিয়ার নতুন সরকার অক্ষশক্তিবিরোধী জোটের দেশগুলির সঙ্গে শান্তি-স্বাক্ষর চুক্তি করবে। তারই সঙ্গে এটাও ঘোষিত হয় যে, ১৯৪৪ সালের ১২ই এপ্রিল সোভিয়েত সরকার যুদ্ধবিরতির যে সব শর্ত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেগুলিকে গ্রহণ করা হচ্ছে।

রুমেনিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হবার পর ২৪শে অগাস্ট, সোভিয়েত সরকার (১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে যে ঘোষণা করেছিলেন) তা পুনর্ঘোষণা করে বেতারে বলেন: 'রুমেনিয়ার কোন ভূখণ্ড দখল করার বা তার সামাজিক ব্যবস্থা বদলের বা রুমেনিয়ার স্বাধীনতা কোনভাবে ব্যাহত করার কোন ইচ্ছা সোভিয়েত ইউনিয়নের নেই। বরঞ্চ রুমেনীয়দের সঙ্গে একযোগে, নাৎসী দাসত্ব বন্ধন থেকে রুমেনিয়ার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করাকে সোভিয়েত সরকার অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে।'[১০] এই ঘোষণায় দেশের মুক্তির জন্যে রুমেনীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়। এই বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে 'সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড ঘোষণা করছে যে রুমেনীয় সৈন্য-বাহিনী যদি লালফৌজের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রুমেনিয়ার স্বাধীনতার জন্যে, নাৎসী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করে, তাহলে সোভিয়েত সেনাবাহিনী অর্থাৎ লালফৌজ তাদের নিরস্ত্র করবে না এবং তার সাধ্যমত লালফৌজ মহান কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে রুমেনীয় বাহিনীকে সহায়তা করবে।'[১১]

বস্তুতঃ সোভিয়েত জনগণ-বর্জিত দেশের শ্রমজীবী মানুষ ও যারা দেশকে যুদ্ধে ফাঁসিয়ে দেবার জন্যে দায়ী—এই উভয়ের মধ্যে পরিষ্কার সীমারেখা টানে। এখন অপরাধীদের পালের গোদাটি সম্পর্কে গুটিকয় কথা বলা দরকার।

আইয়ন আন্তোনেস্কুই সে লোক যে দক্ষিণাঞ্চলীয় বাগ এবং দ্নিস্টারের মধ্যবর্তী সোভিয়েত ভূখণ্ডের নাম রাখে 'ট্রান্সনিস্ত্রীয়া'। এই হচ্ছে সে লোক—

যে সুন্দর শহর ওডেসাকে ধ্বংস করতে আদেশ দেয়; সোভিয়েত গ্রাম ও শহরকে পুড়িয়ে দিতে এবং বন্দী শিবিরের পথযাত্রী মানুষদের গুলি করার আদেশ দেয়। সে ১৯৩৮ সালের রুমেনীয় সংবিধানকে বাতিল করে দিয়ে রুমেনিয়ার বুক থেকে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার শেষ চিহ্নটুকু বিলুপ্ত করে দেয়, দেশের মধ্যে সর্বগ্রাসবাদী (totalitarian) শাসনব্যবস্থা চালু করে, হিটলারের কাছে রুমেনিয়াকে বেঁচে দেয় এবং রুমেনীয় জনগণকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়।

দীর্ঘ-যন্ত্রণাকাতর রুমেনীয় জনগণ সোভিয়েত সরকারের ঘোষণায় অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করে। তারা আর একবার উপলব্ধি করল যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী তাদের দেশে মুক্তিদাতা হিসাবে এসেছে এবং শীঘ্রই রুমেনিয়া পুরোপুরি ফ্যাসিবাদী দৌরাত্ম্য ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করবে। ২৪শে অগাস্ট রুমেনিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

হিটলার রুমেনিয়ার আমূল পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিচার করে, রাজা মাইকেলকে বন্দী করে জার্মানীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন একজন জেনারেলের নেতৃত্বে রুমেনিয়ায় নতুন সরকার গঠনের জন্যে দক্ষিণ উক্রাইনের আর্মি গ্রুপ অধিনায়ক জেনারেল হানস্ ফ্রীসনারকে আদেশ দেন। কিন্তু জার্মানরা বুখারেস্ট দখল করার মতো পর্যাপ্ত সেনাবাহিনী জড়ো করতে ব্যর্থ হয়; কারণ সোভিয়েত সেনাবাহিনী বুখারেস্টের উত্তরাঞ্চলে দক্ষিণ উক্রাইন আর্মি গ্রুপের অবশিষ্ট সেনাবাহিনীর প্রায় সবটাই ধ্বংস করে ফেলে। নাৎসী কম্যাণ্ড কেবল ৫নং বিমানধ্বংসী ডিভিসন, ৪নং ব্রাণ্ডেনবুর্গ রেজিমেণ্ট, ৪৮৮ নং প্যানজার কোম্পানী ও ২০১ নং আক্রমণ চালাবার কামান ব্রিগেডের ভগ্নাংশ মিলিয়ে মোট ছ'হাজার সৈন্যের এক ছোটখাট বাহিনী খাড়া করতে সমর্থ হয়। তারা উত্তর দিক থেকে বুখারেস্ট আক্রমণ করে এবং লুফৎভাফেও তার সঙ্গে তাল রেখে শহরের উপর কয়েকবার হামলা চালায়। ৬নং সোভিয়েত আর্মির ইউনিটগুলি সহযোগী রুমেনীয় সৈন্যদলের সঙ্গে একযোগে পোলেশ্‌তি ও নাৎসী বিমানক্ষেত্রগুলি দখল করে। তার ফলে বুখারেস্ট আক্রান্ত হওয়ার সব আশঙ্কা নির্মূল হয়।

বুখারেস্টকে পুরোপুরি নাৎসী সেনামুক্ত করার জন্যে এবং ঘরের ও বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির যাবতীয় চক্রান্তের অবসান ঘটানোর জন্যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে বুখারেস্টে প্রবেশ করার আদেশ দেন। ৩১শে অগাস্ট বেলা এগারোটায়, দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের অন্তর্গত, ৩৫৭ নং ও ২৩৩ নং রাইফেল ডিভিসন এবং রুমেনীয় তুডোর ভ্লাডিমিরেস্কু ১নং স্বেচ্ছাসেবী ডিভিসন নিয়ে গঠিত, জেনারেল আই. এম. মানাগোরোভ পরিচালিত মোটরবাহিত বাহিনী কুচকাওয়াজ করে বুখারেস্ট শহরে ঢোকে। দলে দলে লোক রাস্তায় বেরিয়ে আসে এবং সৈন্যদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করে এবং সেনাবাহিনী জনসমুদ্রের মধ্যে পথ করে এগিয়ে যায়। চারিদিক থেকে ধ্বনিত

হয়ঃ 'রুশ সেনাবাহিনী—হুররে!' যেখানেই ট্যাঙ্ক বা কোন মোটর যান থেমেছে—সঙ্গে সঙ্গেই লোকে ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে সোভিয়েত সৈন্যদের জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে।

৩১শে অগাস্ট রাত দশটায় দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের যে সেনাবাহিনী বুখারেস্টের প্রবেশপথে জার্মান সেনাবাহিনীকে নির্মূল করে রুমেনীয় রাজধানীর নিরাপত্তা বিধান করেছে। তার উদ্দেশে মস্কোতে তোপধ্বনি সহকারে অভিবাদন জানানো হয়।

পোলেশ্তির তৈলক্ষেত্র রুমেনিয়ার আয়ত্তাধীন হওয়া এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনী কনস্টাণ্টা ও বুখারেস্ট শহরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জাসি-কিশিনেভ অপারেশন সমাপ্ত হয়।

৫। বুলগেরিয়া সোভিয়েত বাহিনীকে স্বাগত জানাল

অক্ষশক্তি জোট থেকে বুলগেরিয়ার নিষ্ক্রমণ জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের প্রত্যক্ষ সামরিক ও রাজনৈতিক ফলশ্রুতি। যদিও ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে যুদ্ধে হিটলারের জার্মানী হারতে বসেছে তবুও বুলগেরিয়ার শাসকচক্র, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্যে নাৎসীদের যুদ্ধঘাঁটি ও রসদ যুগিয়ে চলে। উপায়ান্তর না দেখে, ১৯৪৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর, সোভিয়েত ইউনিয়ন বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৮ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েত সেনাবাহিনী বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করে; কিন্তু তাদের কোন রকম সামরিক তৎপরতা চালাতে হয়নি। এই প্রসঙ্গে আমরা, ১৯৪৪ সালের অগাস্টের শেষদিকে মার্শাল জি. কে. ঝুকভের তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের দিকে বিমানে চড়ে যাবার প্রাক্কালে, মস্কোতে তাঁকে গেওর্গি ডিমিট্রভ যা বলেন সেগুলি এখানে উল্লেখ করব। তিনি বলেনঃ 'যদিও আপনি বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে, সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্ট অভিমুখে যাত্রা করেছেন, আমি কিন্তু নিশ্চিত জানি সেখানে কোন ধরনের সংঘর্ষ হবে না। বুলগেরিয়ার জনগণ বাগরিয়ানভের জারতন্ত্রী সরকারকে লালফৌজের সহায়তায় উৎখাত করে তার জায়গায় গণমুক্তি ফ্রণ্টের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে লাল ফৌজের পথ চেয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কামান ও মেশিনগানের গোলাগুলি বর্ষণ করে নয়—আপনাদের অভ্যর্থনা করা হবে প্রাচীন স্লাভ্‌রীতি অনুযায়ী রুটি ও নুন দিয়ে। সরকারী সেনাবাহিনীর কথা যদি ধরা হয়, তারা কখনও লাল ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঝুঁকি নেবে না। আমার কাছে যতটুকু খবর আছে তা থেকে জানি যে আমাদের লোকজন সৈন্যবাহিনীর প্রায় প্রতিটি ইউনিটে যথেষ্ট সক্রিয়। তা ছাড়া পর্বত ও অরণ্যে লুকিয়ে থাকা পার্টিজান বাহিনীর সংখ্যাও

নেহাৎ কম নয়। তারা সেখানে অলসভাবে বসে নেই। গণ-অভ্যুত্থান শুরু হলেই, তাকে তারা সফল করার জন্যে পার্বত্য অঞ্চল থেকে নেমে আসবে।'[১২]

বাস্তবিকই তাই ঘটল। ১৯৪৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর, আক্রমণের জন্যে সব-কিছু যখন তৈরী, নিরীক্ষণ ঘাঁটি থেকে সোভিয়েত সেনানায়করা গুলি চালাবার মতো কোন লক্ষ্যবস্তু খুঁজে পেলেন না! বুলগেরিয়ার শাসকবৃন্দ তার সৈন্য-বাহিনীকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রতি কোনরূপ বিরুদ্ধাচারণ না করার আদেশ দিতে বাধ্য হন। বুলগেরিয়ার জনগণ ও সেনাবাহিনী সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানায়। বুলগেরিয়ার মাটিতে সোভিয়েত অগ্রগামী বাহিনীর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ৫৭নং আর্মির অধিনায়ক, জেনারেল এন. এ. গাগেল, মার্শাল জি. কে. ঝুকভকে জানান যে, 'বুলগেরিয়ার একটি পদাতিক ডিভিসন রাস্তার দুপাশে লাইন করে দাঁড়িয়ে লাল পতাকা ও উৎসবের গান-বাজনার মাধ্যমে আমাদের ইউনিটকে অভ্যর্থনা করেছে। একটু পরে অন্যান্য অঞ্চল থেকেও একই খবর আসতে লাগল। সেনানায়করা জানাচ্ছেন যে সর্বত্র সোভিয়ত সৈন্য ও বুলগেরিয়ার জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সৌভ্রাতৃত্বের প্রদর্শনী শুরু হয়েছে।

'আমি তক্ষুণি জেনারেল হেড কোয়ার্টারকে খবরটা দিলাম। জে. ভি. স্টালিন বললেন : 'বুলগেরীয় সৈন্যরা তাদের অস্ত্র রেখে দিক ও দৈনন্দিন কাজকর্ম আগের মতো করে যাক এবং তাদের সরকারের আদেশের জন্যে অপেক্ষা করুক।'

'সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ডের এই সহজ সরল সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যারা জার্মানি আগ্রাসক ও জারতন্ত্রী ফ্যাসিবাদী সরকারের কবল থেকে মুক্তিদাতা ভাই বলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, সেই বুলগেরীয় জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ব্যক্ত হয়।......এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই 'যুদ্ধে' কোন তরফে এক বিন্দু রক্তপাত হয়নি। এসবই আমাদের সেনা-বাহিনীর মুক্তিদাতা ভূমিকার অভিব্যক্তি। তারা জন-বিরোধী সরকার উৎখাত করার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের চূড়ান্ত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে।'[১৩]

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সাফল্যে অনুপ্রাণিত বুলগেরিয়ার দেশপ্রেমিকগণ, ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে জারতন্ত্রী ফ্যাসিবাদের সমর্থক সরকারে বিরুদ্ধে তাদের লড়াইকে জোরদার করে। দেশের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি পেকে ওঠে এবং তার ফলে ১৯৪৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ফ্যাসিবিরোধী সফল সশস্ত্র অভ্যুত্থান আত্ম-প্রকাশ করে। সব ক্ষমতা পিতৃভূমি ফ্রন্ট সরকারের হাতে চলে যায়। নতুন জীবন তথা সমাজতন্ত্রের পথে বুলগেরিয়ার জয়যাত্রা শুরু হয়।

এটা উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক ও সামরিক ফলাফলের বিচারে এবং যুদ্ধবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যপূরণের বিচারে জাসি-কিশিনেভ অপারেশন সোভিয়েত সেনাবাহিনী সংসাধিত প্রধান রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অপারেশনগুলির মধ্যে বিশিষ্ট

স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই অপারেশনের রাজনীতি ও রণনীতির মধ্যে যোগসূত্র বিশেষভাবে প্রকটিত।

৬। সারসংক্ষেপ

জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের মাধ্যমে, হিটলারের জার্মানীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলকে দক্ষিণদিক থেকে প্রহরারত এক বিশাল সেনাবাহিনীকে নির্মূল করা হয়। রণনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এক রাজনৈতিক লক্ষ্যও পূর্ণ হয়ঃ জার্মানীর অন্যতম প্রধান মিত্র, রাজতন্ত্রী রুমেনিয়ার যুদ্ধ থেকে নিষ্ক্রমণ ঘটে; জারতন্ত্রী বুলগেরিয়াও অক্ষশক্তির খোয়া যায়। এই দুটি দেশই অক্ষশক্তি-বিরোধী জোটে যোগ দিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং দানিউব তীরবর্তী দেশগুলির জনগণকে নাৎসীদের উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করার জন্যে সাধারণ সংগ্রামের শরিক হয়। শত্রু সমরোপকরণ তৈরীর কাঁচা মাল ও খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎসভূমি থেকে বঞ্চিত হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দাপটে হাঙ্গেরীর শিল্পাঞ্চলও শত্রুর হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়। যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের দৌলতে এতদিন তৃতীয় রাইখ তুরস্কের কাছ থেকে রণনৈতিক কাঁচা মাল পেয়ে আসছিল—তাও বানচাল হয়ে যায়। এসবের ফলে জার্মানীর যুদ্ধ অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং স্বভাবতই তার সৈন্যবাহিনীও সবল থাকতে পারে না। দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী রুমেনিয়ার মধ্য দিয়ে দ্রুত হাঙ্গেরীর সীমান্তে পৌঁছে যায় এবং তার ফলে হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে।

সাহস ও ব্যাপ্তি, সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য, সর্বাত্মক প্রস্তুতি, দ্রুততা ও অসামান্য পরিণাম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল জাসি-কিশিনেভ অভিযান সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তীয় রণনৈতিক পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন আনে। এই অপারেশনের মাধ্যমে শত্রুর দক্ষিণ উক্রাইন আর্মি গ্রুপ পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়, আঠারোটি জার্মান ডিভিসনের অস্তিত্ব লোপ পায় এবং রাজতন্ত্রী রুমেনিয়ার বাইশটি ডিভিসন ও পাঁচটি ব্রিগেড যুদ্ধ করার ক্ষমতা হারিয়ে আত্মসমর্পণ করে।

অপারেশন চলাকালীন সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী দুলক্ষ আট হাজার শত্রু-বাহিনীর অফিসার ও সৈন্যকে বন্দী করে এবং তার মধ্যে রয়েছেন তেরজন জার্মান জেনারেল। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী পনের হাজার কামান ও তিনশ বিমান ধ্বংস করে এবং দু হাজারেরও বেশি কামান, তিরিশ-চল্লিশটি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান এবং প্রায় আঠারো হাজার মোটরযান অধিকার করে।

সোভিয়েত সরকার জাসি-কিশিনেভ অপারেশনে অর্জিত সাফল্যের প্রসঙ্গে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী এবং কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর ও দানিউব-ফ্লোটিলার নৌসেনাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিভিন্ন শহর মুক্ত করার

ব্যাপারে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে দেড়শোর বেশি বাহিনীকে 'কিশিনেভ', 'জ্যাসি', 'ফোক্‌শানি', 'বুর্গাস', 'দ্নিস্টারের নিম্নাঞ্চল', 'রিমিনিকু', 'বুখারেস্ট' ও 'কনস্টাণ্টা' প্রভৃতি সাম্মানিক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

জ্যাসি ও কিশিনেভ জয়ের সাফল্য স্বপ্রমাণিত। এই জয়লাভের ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্যের ভিত্তিভূমি রচিত হয়। পরবর্তী আক্রমণাত্মক অভিযানের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর পাঁচশ কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণনৈতিক ব্যূহ ভেদ করে ৭৫০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তার ফলে সমগ্র রণনৈতিক পরিস্থিতি রূপান্তরিত হয় এবং শত্রু ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্বভাগ পুরোপুরি পরিবেষ্টিত হবার উপক্রম হয়। হাঙ্গেরীকে ফ্যাসিবাদী দাসত্ব থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ডেবরেসেন রণাঙ্গনে আঘাত হানার মতো অনুকূল অবস্থা তৈরী হয়। এই লক্ষ্যাভিমুখী আক্রমণের ফলে, ট্রানসিলভানিয়ায় মোতায়েন দক্ষিণাঞ্চলীয় আর্মি গ্রুপের মূল বাহিনী ও কার্পেথীয় গিরিবর্ত্মে প্রতিরক্ষারত আর্মি গ্রুপের বামপ্রান্তিক বাহিনীর পশ্চাৎভাগ ঘোরতরভাবে বিপন্ন হয়। উত্তর কার্পেথীয় অঞ্চলে মোতায়েন চতুর্থ উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর সহায়তায় ট্রানসিলভানিয়ার শত্রু সেনাগ্রুপকে বিধ্বস্ত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী এভাবে ফ্যাসিবাদী শাসনের জোয়াল থেকে মুক্তি লাভের জন্যে হাঙ্গেরী ও চেকোস্লোভাকিয়ার জনগণের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

বুলগেরিয়া-যুগোশ্লাভিয়া সীমান্তের দিকে অগ্রসরমান তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর পক্ষে নাৎসী দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে সংগ্রামরত মিত্রস্থানীয় যুগোশ্লাভিয়ার জনগণকেও সাহায্য করার সুযোগ উপস্থিত হয়। নাৎসী-বলকান সেনাগ্রুপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ সূত্রটি বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং তার ফলে বলকান সেনাগ্রুপ ভ্যেরমাখ্‌টের মূলবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নাৎসী কম্যাণ্ড গ্রীস ও আলবানিয়া থেকে সৈন্য অপসারণের আদেশ দেয় এবং তার ফলে সেসব দেশে জার্মান ফ্যাসিবাদী আগ্রাসকদের বিতাড়ন করার জন্যে জনগণের সংগ্রাম জোরদার হয়।

কন্সটাণ্টা, ভার্ণা ও বুর্গাস অধিকৃত হবার ফলে কৃষ্ণসাগর পুরোপুরি সোভিয়েত নৌবহরের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। এভাবে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তীয় সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে, রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়ায় যে রাজনৈতিক গণ জাগরণ হয় তার কথা সেখানকার জনগণ কখনো ভুলতে পারে না। ১৯৪৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর, মস্কোতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের সরকারের সঙ্গে, রুমেনীয় সরকারের যুদ্ধবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে ১৯৪০ সালে নির্ধারিত

সোভিয়েত-রুমেনিয়া রাষ্ট্রীয় সীমান্তের অলঙ্ঘনীয়তার কথা পুনর্ঘোষিত হয়। অন্য মিত্র রাষ্ট্রগুলিও ঘোষণা করেন যে তাঁরা ভিয়েনা-রোয়েদাদ স্বীকার করেন না; অতএব ট্রান্সিলভানিয়া রুমেনিয়ার আওতায় ফিরে যাবে, তাছাড়া রুমেনিয়াকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হয়।

২৮শে অক্টোবর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার সরকারের সঙ্গে বুলগেরীয় সরকারের যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ব্রিটেন ও মার্কিন প্রতিনিধিরা চেয়েছিলেন, নিঃশর্তভাবে বুলগেরীয় সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়ে তাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হোক। কিন্তু তাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। তার ফলে নাৎসী জার্মানীকে পরাজিত করার ব্যাপারে বুলগেরীয় জনগণতান্ত্রিক সরকারও অন্যদের সঙ্গে যোগ্য ভূমিকা পালন করে এবং যুদ্ধোত্তর শান্তি প্রতিষ্ঠার পর্বে তার অবস্থা দৃঢ়তর হয়।

রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়া থেকে নাৎসী আগ্রাসকদের বিতাড়নের ফলে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সংসাধিত হয়, সে সমস্ত দেশে জনগণতান্ত্রিক শক্তির জয়ই হল তার অনিবার্য ফলশ্রুতি।

আরো উল্লেখ্য যে ফ্যাসিবাদের কবল মুক্ত দেশগুলির সীমান্তে কামানগর্জন থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে পথ ধরে সোভিয়েত সেনাবাহিনী এসেছিল সেপথ ধরেই পণ্যবোঝাই যানবাহন, মুক্ত দেশগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। ইতিহাসে এরকম নজীর আর নেই—যে দেশ এক ভয়ংকর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছে এবং এখনও যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি সামলে উঠতে পারেনি—সেদেশ তার নতুন বন্ধুদের উদার ও নিঃস্বার্থ সাহায্য দান করছে। গণতান্ত্রিক বিকাশের পথ অনুসারী রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সৌভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের লেনিনবাদী নীতির ভিত্তিতে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত।

রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়ার জনগণের ক্ষমতা লাভ, সেখান থেকে বুর্জোয়া-জমিদারদের প্রভুত্ব ও বিদেশী একচেটিয়ার কর্তৃত্ব অবসান এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার যাবতীয় ষড়যন্ত্রের অবসান প্রভৃতি ঘটনার ফলে বলকান অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল রূপান্তর ঘটে। শান্তিকামী সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের সংস্পর্শ থেকে বলকান অঞ্চলকে বাঁচাবার জন্যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা জঘন্য কৃত্রিম 'স্বাস্থ্যসম্মত কর্ডন' খাড়া করেছিল। বিপ্লবের ঝড় এসে তাকে উড়িয়ে দিল।

ইয়াসি-কিশিনেভ অপারেশনের মাধ্যমে, সমাজতন্ত্রী আন্তর্জাতিকতার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত সেনাদের উন্নত মানের নৈতিকতা পরিপূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত। ইয়াসি-কিশিনেভ এলাকায় যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ও রুমেনীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে বুলগেরীয় সৈন্যদের সঙ্গেও সোভিয়েত সেনাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হয়। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে

তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক গাঢ় হয়ে ওঠে এবং আজও তা ওয়ারশ চুক্তির কাঠামোর মধ্যে অব্যাহত রয়েছে।

সোভিয়েত যুদ্ধ বিদ্যার ক্ষেত্রে জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের অনেক নতুন ও মূল্যবান অবদান স্বীকৃত। এই অপারেশনের মাধ্যমে সোভিয়েত কম্যান্ডের বিরাট কল্পনাশক্তি, দুঃসাহসিক লক্ষ্য ও তৎপরতা, সুচিন্তিত প্রস্তুতি ও তার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট।

প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ যেটা উল্লেখ্য সেটা হচ্ছে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফ্রন্ট বাহিনীর প্রধান আক্রমণস্থল নির্বাচন, যেটা রণনৈতিক অপারেশনের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এবিষয়ে সেনানায়কগণ, ফ্রন্ট লাইনের ভৌগলিক অবস্থান এবং শত্রুর কেন্দ্রীয় সেনাগ্রুপের পার্শ্বভাগের দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমূহ সদ্ব্যবহার করার দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রধান আক্রমণের লক্ষ্যস্থল সঠিকভাবে নির্ধারিত হওয়ার ফলে বিশাল ও অত্যন্ত গতিশীল শত্রু সৈন্যবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করার মতো মৌলিক ও দুঃসাহসিক পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয়। প্রতিপক্ষীয় সেনাগ্রুপকে টুকরো টুকরো করে ফেলাই হচ্ছে এই পরিকল্পনার মর্মবস্তু।

তার ফলে, শত্রুর দক্ষিণ উক্রাইন আর্মি গ্রুপকে কয়েকটি খন্ডে ভাগ করে ফেলা হয় ও তারা নিজেদের মধ্যে অপারেশনগত যোগাযোগ হারিয়ে বসে এবং বেশির ভাগ জার্মান ডিভিসন ফাঁদের মধ্যে আটকা পড়ে।

জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের বেলায় প্রারম্ভিক আঘাতটি অত্যন্ত জোরালোভাবে হানা হয়। তার ফলে ব্যূহভেদের জন্যে নির্ধারিত সেক্টরে শত্রুর রক্ষাব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয় এবং ব্যূহের গভীরে অপারেশনকে বিস্তৃত করার অবস্থা তৈরী হয়। আক্রমণ শুরু হওয়ার দ্বিতীয় দিনে পঁয়ষট্টি কিঃ মিঃ প্রশস্ত জার্মান প্রতিরক্ষা সেক্টরে দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী মাখনের মধ্যে ছুরির মতো ঢুকে যায়; পঁচিশ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। ইতিমধ্যে অনুরূপভাবে, ছাপান্ন কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গনে তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তারা পঁচিশ থেকে তিরিশ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। প্রধান রণাঙ্গনে দু' দিনের যুদ্ধের মাধ্যমে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর প্রথম প্রতিরক্ষা বলয়ে মোতায়েন সমস্ত সেনা ডিভিসনগুলিকে বিধ্বস্ত করে।

সেনাবাহিনী ও সমরোপকরণের সিংহভাগ মূল রণাঙ্গনে কেন্দ্রীভূত করার অবিচল নীতি অনুসরণ করার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্ট ৩৩০ কিঃ মিঃ আয়তনবিশিষ্ট ব্যূহের মাত্র পাঁচ শতাংশে অর্থাৎ ১৬ কিঃ মিঃ আয়তনের জন্যে রাইফেল ডিভিসনের পঞ্চাশ শতাংশ, কামান ও মর্টারের পঞ্চাশ শতাংশ এবং ট্যাংকের ছিয়াত্তর শতাংশ বরাদ্দ করে। অনুরূপভাবে তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্ট ২৭০ কিঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট রণাঙ্গনের মাত্র ছয়

শতাংশ অর্থাৎ ১৮ কিঃ মিঃ আয়তনের জন্যে রাইফেল ডিভিসন, কামান ও মর্টারের সত্তর শতাংশ ও প্রায় সমস্ত ট্যাঙ্ক বরাদ্দ করে।

আক্রমণের শুরুতে কামান থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের ফলে বহুসংখ্যক সেক্টরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়, পরিখাগুলি ধ্বংস হয় এবং পদাতিক বাহিনীর প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার ফলে সৈন্যদের মনোবল নষ্ট হয়। এই প্রাণঘাতী বোমা ও গোলাবর্ষণের দাপটে অস্থির হয়ে আক্রমণ শুরু হবার আগেই অনেক শত্রু সৈন্য খোলা জমি পার হয়ে দৌড়ে সোভিয়েত পরিখার কাছে চলে এসে আত্মসমর্পণ করে।

শত্রুর অধিকাংশ কম্যাণ্ড ও নিরীক্ষণ ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন হওয়ার ফলে ব্যাটেলিয়ান ও ডিভিসন স্তরে নাৎসী কম্যাণ্ডের সেনা পরিচালনা ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যায়। জার্মান কামান শ্রেণী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার দরুণ তাদের পক্ষে তৎক্ষণাৎ পাল্টা গোলাবর্ষণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ভয়ংকর গোলাবর্ষণের পাশাপাশি আকাশ থেকে জবরদস্ত বোমা বর্ষণ চলতে থাকে। আক্রমণ চলাকালীন দুদিনের মধ্যে, দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের ৫নং বিমান আর্মি ৩,৭০৯ বার হানাদারী চালায়—যা নাকি ২০শে অগাস্ট থেকে ৩১শে অগাস্টের মধ্যে সংঘটিত মোট বিমান হানার একান্ন শতাংশ। তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত ১৭নং বিমান আর্মি ৩,৭৮৯ বার বিমান আক্রমণ চালায় যা হচ্ছে উপরোক্ত সময় সীমার মধ্যে সংঘটিত মোট বিমান হানার আটচল্লিশ শতাংশ।

অপারেশনের সময় গতিময় বাহিনী ও দ্বিতীয় সারির সৈন্যদের যুদ্ধে নামিয়ে প্রারম্ভিক আক্রমণের তীক্ষ্নতা বাড়ানো হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রিজার্ভ বাহিনীর সাহায্যে শত্রু কম্যাণ্ডের পাল্টা আক্রমণ সংগঠিত করার প্রয়াসকে বানচাল করার জন্যে, অপারেশনের প্রথম দিনে দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্ট ৬নং ট্যাঙ্ক বাহিনীকে শত্রুব্যূহের ফাটলের মধ্যে এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয় দিনে, দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্ট ১৮নং ট্যাঙ্ক কোরকে এবং তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্ট ৪নং গার্ড ও ৭নং যান্ত্রিক কোরকে যুদ্ধে নামায়। তার ফলে শত্রুর প্রথম প্রতিরক্ষা বলয়ে শত্রু ডিভিসন ও রিজার্ভবাহিনীই যে শুধু ধ্বংস হয়ে গেল তা নয়, কিশিনেভ অঞ্চলে শত্রু সেনাগ্রুপেরও পরিবেষ্টিত হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং অপারেশনের পঞ্চম দিনে বাস্তবে তাই ঘটল।

শত্রু যাতে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে তার সেনাবাহিনীকে কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে না পারে সেজন্যে একই সঙ্গে দুটি সেক্টরে ব্যূহ ভেদ করার পদ্ধতি, জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের বেলায় প্রযুক্ত হয়। এই পদ্ধতি ইতিপূর্বে অন্যান্য যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষিত হয়। ব্যূহ ভেদের জন্যে নির্ধারিত সেক্টর দুটির ব্যবধান যেহেতু দুশ কিঃ মিঃ, সেক্ষেত্রে অগ্রগতির হার-ই হল প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

দ্রুত অগ্রগতিই হল সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটা শুধু অপারেশনে প্রথম পর্যায়ে কিশিনেভ অঞ্চলে শত্রুকে পরিবেষ্টন করার বেলায় যে প্রযোজ্য তা নয়, পরবর্তী পর্যায়েও সোভিয়েত সেন্যবাহিনী অগ্রগতির দ্রুততা বজায় রেখেছে। গতিময় ইউনিটগুলি দৈনিক পঞ্চাশ কিঃ মিঃ বেগে এগিয়ে গিয়েছে। তার জন্যে অবশ্য বিরাট সামরিক শক্তি সমাবেশের প্রয়োজন পড়ে এবং পদাতিক বাহিনী শত্রুর রণকৌশলগত অঞ্চল কব্জা করে গতিময় ইউনিটগুলির জন্যে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশপথ প্রশস্ত করে দেয়। তার ফলে শত্রুর রণকৌশলগত প্রতিরক্ষা বলয় অতিক্রম করায় সাঁজোয়া ও যান্ত্রিক বাহিনীগুলির কোন লোকক্ষয় ও সমরোপকরণের হানি ঘটেনি। তারা পূর্ণশক্তিতে ব্যূহের গভীরে গিয়ে দ্রুত-গতিতে মূল আক্রমণ কার্যকর করে।

অপারেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে গতিময় ইউনিটগুলির দৈনিক অগ্রগতির গড় হল চল্লিশ কিঃ মিঃ। এটা সম্ভব হয় যেহেতু অপারেশনের প্রথম পর্যায়েই জাসি-কিশিনেভ অঞ্চলে শত্রু উৎসাদন পর্ব সমাপ্ত হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির ফলে, শত্রুর দক্ষিণ উক্রাইন আর্মি গ্রুপের ছিন্নভিন্ন ইউনিটগুলি অনুসরণরত সোভিয়েত বাহিনীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে জার্মান আগ্রাসকদের রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়া থেকে বিতাড়ন করা সম্ভব হয় এবং এভাবে গোটা বলকান অঞ্চল থেকে নাৎসী সেনাবাহিনীর উৎসাদন পর্ব সূচিত হয়।

এই অপারেশনের বেলায় ফ্রন্টগুলি তাদের শক্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না করে প্রারম্ভিক আঘাত হানারই উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে, সেটা অত্যন্ত জোরালো রকমের হয়। প্রধান রণাঙ্গনে ব্যূহ ভেদ করার পর, ব্যূহমুখ প্রশস্ততর করার জন্যে পরবর্তী গৌণ আঘাতগুলি হানা হয়। বস্তুতঃ এ ধরনের সামরিক তৎপরতা নতুন নতুন রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, অপারেশনের দ্বিতীয় দিনে ২৭নং আর্মি যখন একটি সেক্টরে ব্যূহ ভেদ করে তার পার্শ্ববর্তী দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের ৭নং গার্ড আর্মি রোমানের দিকে আক্রমণ চালায় এবং পশ্চিম-দিক থেকে শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে ফ্রন্টের মূল সেনাগ্রুপকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে। তাছাড়া ৭নং গার্ড আর্মি সেরেৎ নদী বরাবর শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন-বলয় দখলের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

একই ঘটনা তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের বেলায় ঘটতে দেখা যায়। উত্তরমুখী অভিযানরত ৫৭ নং আর্মির সেনাদল যখন বেন্ডেরীর দক্ষিণাঞ্চলে শত্রুব্যূহ ভেদ করায় ব্যস্ত তখন ৪৬নং আর্মির সেনাদল দক্ষিণাঞ্চলে ৩নং রুমেনীয় আর্মির ব্যূহ ভেদ করছে। এভাবে নতুন রণাঙ্গনে আক্রমণ প্রসারিত হওয়ার ফলে এবং শত্রু সেনাবাহিনীর পার্শ্বভাগ আক্রান্ত হওয়ার ফলে ব্যূহভেদের জন্যে নির্ধারিত সেক্টরের পরিসর বেড়ে যায় এবং শত্রুবাহিনী আটকা পড়ে। তার ফলে পরিবেষ্টন

অভিযানে তৎপর সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে নাৎসী কম্যান্ড পাল্টা আক্রমণ হানার কোন সুযোগ পায়নি।

জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের ক্ষেত্রে আবেষ্টনীর অন্তর্বলয় ও বহির্বলয়ের মধ্যে সেনা ও সমরোপকরণ বণ্টনের বিষয়টা অনুধাবনযোগ্য। এই অপারেশনের ক্ষেত্রে শত্রুকে পরিবেষ্টিত করার জন্যে ফ্রন্ট দুটি কম শক্তি প্রয়োগ করে; (মোট শক্তির চল্লিশ শতাংশ) এবং ফাঁদে আটক শত্রু সেনাবাহিনীকে উৎসাদিত করার পক্ষে তাই যথেষ্ট। বাকী শক্তিটা অর্থাৎ মোট শক্তির ষাট শতাংশ শত্রুব্যূহের ফাটল সম্প্রসারিত করা ও ব্যূহের আরো গভীরে অপারেশনকে তীক্ষ্ণতর করার কাজে ব্যয়িত হয়। তাছাড়া পরিবেষ্টিত শত্রুকে উৎসাদনরত বাহিনীর সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য আরো অপারেশনগত পরিসর সৃষ্টি করার দিকেও নজর রাখা হয়। উভয় ফ্রন্টের রাইফেল বাহিনীর সিংহভাগ, পরিবেষ্টনীর অন্তর্বলয় সৃষ্টির কাজে এবং পরবর্তী সময়ে কিশিনেভ অঞ্চলে ফাঁদে আটক শত্রুবাহিনীকে উৎসাদনের জন্যে নিযুক্ত করা হয়। ইতিমধ্যে রাইফেল বাহিনী ছাড়াও, বিশাল যান্ত্রিক বাহিনীকে, পরিবেষ্টনীর বহির্বলয় সৃষ্টি ও পরবর্তী সময়ে বুখারেস্ট ও ইঝমাইল রণাঙ্গনে আক্রমণ হানার কাজে নিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সাঁজোয়া ও যান্ত্রিক বাহিনীর সত্তর শতাংশ ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের তিরিশ শতাংশ বহির্বলয় সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হয়।

পরিবেষ্টনীর বহির্বলয়ে দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের প্রধান গতিময় বাহিনীকে নিযুক্ত করার অর্থ হচ্ছে—পরিবেষ্টনীর কাজ শেষ হবার পর তারা অনড় হয়ে থাকবে না। রুমেনিয়ার প্রত্যন্ত দেশে আরো এগিয়ে যাবার জন্যে তাদের 'ফোক্‌-শানি ফটক' অধিকারের জন্যে দ্রুত আক্রমণ চালাতে হবে। বহির্বলয়ে বিশাল ট্যাঙ্ক জমায়েতের ফলে বহির্বলয়ের পরিধিকে আরো প্রসারিত করা সম্ভব হয়। কিশিনেভের নিকটে যখন শত্রু সেনাবাহিনী পরিবেষ্টিত হচ্ছে, পরিবেষ্টনীর বহির্বলয়ের সীমানা কিন্তু ততক্ষণে অন্তর্বলয়ের থেকে আরো একশো কিঃ মিঃ এগিয়ে গিয়েছে।

জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের বেলায় অপারেশনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর চাতুর্যপূর্ণ তৎপরতাও প্রণিধানযোগ্য। শত্রুকে অনুসরণ করার সময় তারা সাহসের সঙ্গে তার পার্শ্বভাগে ও পশ্চাৎভূমিতে আক্রমণ চালায়। তার ফলে শত্রু সেনা ইউনিটগুলির অবরুদ্ধ হবার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং সোভিয়েত আক্রমণকে মন্দীভূত করার জন্যে নাৎসী কম্যান্ডের প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। পোলেশ্‌তি দখল করে, ৬নং ট্যাঙ্ক আর্মি, বুখারেস্টের উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধরত শত্রু সেনাগ্রুপের টার্নাসিলভানিয়ার দিকে পশ্চাদপসরণের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। পোলেশ্‌তি অঞ্চল থেকে, ব্রাসভ ও ক্লুজের দিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আরো এগিয়ে যাবার ফলে ট্রানসিলভানিয়াতে প্রতিরক্ষারত জার্মান বাহিনী অব-রোধের কবলে পড়ে।

জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের ক্ষেত্রে স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৪৬নং আর্মির সেনাবাহিনী ও দানিউব-ফ্লোটিলার নৌবাহিনীর নিপুণ যৌথ আক্রমণের ফলে সামুদ্রিক অঞ্চলের শত্রু বাহিনীকে দ্রুত ঘিরে ফেলা সম্ভব হয়।

অভিন্ন লক্ষ্যসহ একই কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়েছে বলে উভয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। আক্রমণ শুরু করার সময় পরিচালনা সংস্থাকে ফ্রন্ট লাইনের অত্যন্ত কাছাকাছি আনা হয়। আক্রমণ শুরুর প্রাক্কালে হেড কোয়ার্টারগুলি তাদের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রকে এমন জায়গায় স্থাপন করে যাতে সেখান থেকে প্রধান রণাঙ্গনের খুঁটিনাটি সব দেখা যায়। সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হেড কোয়ার্টারকেও আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর কাছাকাছি স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেনাবাহিনীর অপারেশনের দ্রুততা বৃদ্ধি পেলে একটি ক্ষুদ্র টাস্ক ফোর্স বেতার যন্ত্রসহ সেনাবাহিনীর সঙ্গে তালে তালে এগিয়ে যেতে থাকে। তাদের অনেক ধরনের কাজ করতে হত।

সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকার জন্যে অবশ্য কোন স্তরেই তাদের লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে সেনানায়ক ও সেনাপ্রধানদের সৃজনশীল উদ্যোগকে খর্ব করা হত না। সেনানায়করা সাধারণতঃ অবস্থার সময়োচিত মূল্যায়ন করে দুঃসাহসিক ও মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং সেগুলিকে দাপটের সঙ্গে প্রয়োগ করতেন। দৈবাৎ যদি উচ্চতর কম্যান্ডের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত তখনো কিন্তু তাঁরা বিচলিত হতেন না, উদ্যোগ গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করতেন না এবং সসম্মানে কঠিন অবস্থা থেকে ঠিকই বেরিয়ে আসতেন।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে, সময় ও আয়তনের দিক থেকে জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের ফলাফল প্রণিধানযোগ্য। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অপারেশনটি কার্যকর হয়। গোড়ায় যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়, সেই ছক অনুযায়ী অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এবং অত্যন্ত কম ক্ষতির বিনিময়ে, অপারেশনটির বিরাট রাজনৈতিক ও রণনৈতিক সাফল্য অর্জিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আওতায় বৃহৎ রণনৈতিক অপারেশনগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ এটিই একমাত্র, যা তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত নগণ্য ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। যেখানে শত্রুর আঠারোটি ডিভিসন খোয়া গিয়েছে সেখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্ট হারিয়েছে মাত্র সাড়ে বারো হাজার সৈন্য।

জাসি-কিশিনেভ অপারেশনের সাফল্যের মূলে রয়েছে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সুউচ্চ রাজনৈতিক ও নৈতিক মান, তাদের সাহস, দার্ঢ্য ও দুর্দমনীয় সংগ্রামী উদ্দীপনা, তার সঙ্গে রয়েছে তাদের শত্রুকে ধ্বংস করার অনমনীয় দৃঢ়তা ও জয়লাভে পরিপূর্ণ বিশ্বাস। এসব মহৎ দেশপ্রেমিক মনোবৃত্তি, পার্টির ব্যাপক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপেরই ফলশ্রুতি। অপারেশন চলাকালীন ফ্রন্টের রাজনৈতিক

কর্মীরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ও নানা পদ্ধতিতে এই কাজ সম্পাদিত করেছে। একটা সংক্ষিপ্ত সভায় পুরস্কার প্রাপক বিশিষ্ট সৈন্যদের নাম পড়া হত এবং তাদের মানপত্র ও পদক সভাস্থলেই দেওয়া হত। যুদ্ধক্ষেত্রেই এভাবে পুরস্কার-প্রাপ্তি সকলেরই আগ্রহের বস্তু। তাতে আরও নতুন বীরত্বব্যঞ্জক কীর্তি স্থাপনের প্রেরণা আসে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সেনানায়কের একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাও যথেষ্ট প্রেরণা যোগায়। শিক্ষক, বন্ধু ও পিতৃপ্রতিম এমন একজন অফিসারের বক্তৃতা সৈন্যদের মনে গেঁথে যায়। তখন তারাও উপলব্ধি করে যে জয়লাভ অনিবার্য।

আক্রমণ শুরু করার সময় 'মাতৃভূমির জন্যে সৈন্যরা এগিয়ে যাও'—সেনানায়কের এই আহ্বানের কথাগুলি কত সরল ও সাধারণ। সৈন্যেরা কতবারই না শুনেছে! কিন্তু জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কথাগুলির যাদু যেন মনে সাহস ও ভরসা আনে।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সেনানায়ক ও রাজনৈতিক কর্মীদের গুরুতর পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল ক্সাসি-কিশিনেভ অপারেশন। তারা সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার প্রমাণ, সৈন্যরা তাদের উদগ্র দেশপ্রেমিক মনোবৃত্তি থেকে তাদের মাতৃভূমি রক্ষার কর্তব্য সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের জয়লাভের মূলে রয়েছে এধরনের সদর্থক মনোভাব।

১। দু'মাস পর, ১৯৪৪ সালের ২২শে মে, আই. এস. কোনিয়েভকে, প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক পদে, দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের ক্ষেত্রে আর. ইয়ে. মালিনোভস্কিকে ও তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অধিনায়কপদে এফ. আই. তোলবুখিনকে নিযুক্ত করা হয়।

২। প্রাভদা, ৩রা এপ্রিল, ১৯৪৪।

৩। প্রাভদা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪।

৪। বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির গোপন প্রচার পত্র, সোফিয়া, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ২৪৯-২৫০ (রুশ ভাষা থেকে অনূদিত—সম্পাদক)।

৫। বেসারাবিয়া—মোলদাভিয়ার একটি অংশ, ১৯১৮-৪০ পর্যন্ত এই অঞ্চলটি রুমেনিয়ার বুর্জোয়া-জমিদার সরকারের অধীনে ছিল।

৬। উইনস্টন এস. চার্চিল, দা সেকেণ্ড ওয়ার্লড্ ওয়ার, ভল্যুম ৫, ক্যাসেল অ্যাণ্ড কোঃ লণ্ডন, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ৪১০।

৭। রালফ ইঙ্গেরসোল্, টপ সিক্রেট, হারকুর্ট, ব্রেস অ্যাণ্ড কোঃ, নিউইয়র্ক, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা ৬৩।

৮। প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের লভোভ-সাণ্ডোমিয়ের্জ অপারেশন —সম্পাদক।

৯। এস. এস. বিরিউঝভ, দা সোভিয়েত সোলজার্স ইন দা বলকান, ভয়েনিঝডাট, মস্কো, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ৮১-৮২ (রুশ ভাষায়)।

১০। দা ফরীন পলিসি অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিউরিং দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, ভল্যুম ২, মস্কো, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা ১৭২ (রুশ ভাষায়)।

১১। ঐ।

১২। জি. কে. ঝুকভ, রীফ্লেকশানস্ অ্যাণ্ড রেমিনিসেন্সেস্, পৃষ্ঠা ৫৯৬।

১৩। ঐ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশন ঃ বিজয় আসন্ন

১৯৪৫ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে, ভিশ্চুলা ও ওডার নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে অনুষ্ঠিত বিরাট সামরিক সংঘর্ষটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে সোভিয়েত সেনাবাহিনী কর্তৃক সংসাধিত ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশন নামে প্রখ্যাত। এই অপারেশনটি সফল করার জন্যে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড আটটি পদাতিক আর্মি, চারটি ট্যাংক ও দুটি বিমান আর্মি এবং পাঁচটি পৃথক ট্যাংক কোর, একটি যান্ত্রিক ও তিনটি ক্যাভেলরী কোরকে নিযুক্ত করেন। একটি মাত্র আক্রমণাত্মক অপারেশনের বেলায় যুদ্ধের ইতিহাসে, এটাই হল বৃহত্তম শক্তি সমাবেশ। একটি-মাত্র রণনৈতিক রণাঙ্গনে এত বিরাট লোকবল ও সামরিক সরঞ্জাম, কোন একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। অপারেশনের পটভূমি হিসাবে তদানীন্তন পরিস্থিতির চাপে পড়েই এটা করতে হয়।

১। ১৯৪৫-এর গোড়ায় ইওরোপীয় পরিস্থিতি

১৯৪৪ সালে অক্ষশক্তিবিরোধী জোট কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে জয়লাভ করে। ১৯৪৫ সালের প্রাক্কালে (বছরটা যে যুদ্ধের শেষ বছর—তার নানাবিধ লক্ষণ সুস্পষ্ট) ইওরোপের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি মিত্রশক্তির অনুকূলে মোড় নিচ্ছিল। ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত সেনাবাহিনী পরিচালিত জয়সূচক আক্রমণাত্মক অভিযানের ফলে সোভিয়েত ভূমি থেকে শত্রু পুরোপুরি বিতাড়িত হয়। রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া এবং পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়ার বৃহদাংশ ও নরওয়ের উত্তরাঞ্চল ফ্যাসিবাদী শাসনের জোয়াল থেকে মুক্তিলাভ করে। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপের মুক্ত জাতিগুলি জনগণতান্ত্রিক ভিত্তিতে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে সমর্থ হয়। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে নাৎসী ভ্যেরমাখ্‌টের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শরিক বুলগেরীয় ও রুমেনীয় সৈন্যদের সংগ্রামী সহযোগিতা ও মৈত্রী ক্রমশঃ শক্তিশালী হয় ও দানা বাঁধে। ফ্রন্টের পশ্চাৎভূমিতে সোভিয়েত শ্রমিকগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে আরও বেশি করে আত্মনিয়োগ করতে থাকে এবং শত্রুকে উৎসাদিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে যোগান দিতে থাকে।

নাৎসী জার্মানীতে সম্পূর্ণ অন্যরকম অবস্থা তখন বিরাজ করছে। সমস্ত

মিত্রদের হারিয়ে, ১৯৪৪ সালের শেষে নাৎসী-জার্মানী কার্যতঃ নিঃসঙ্গ এবং তার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামরিক অঞ্চল খোয়া গিয়েছে। তার ফলে সামরিক সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র ও জ্বালানী উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। একটার পর একটা যুদ্ধে—বিশেষ করে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করার ফলে ভেয়রমাখ্‌টের সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। তবুও নাৎসী রাষ্ট্র প্রতিরোধ চালাতে থাকে এবং তার জন্যে তার সমস্ত শক্তি উজাড় করে দেয়। ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে সর্বাত্মক সমাবেশ-নীতির দৌলতে ও অন্যান্য মাধ্যম অবলম্বন করে নাৎসী নেতৃত্ব রণক্ষেত্রে ৫৪ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করতে সমর্থ হয়। তার মধ্যে ৩৭ লক্ষ মোতায়েন রাখা হয় পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রণ্টে এবং ১৫ লক্ষ সৈন্য হোমগার্ড বাহিনীর তালিকাভুক্ত।[১]

জার্মানী ও তার ক্ষীয়মান তাঁবেদারদের আওতায় রয়েছে মোট ৩১৫ ডিভিসন ও ৩২ ব্রিগেড সৈন্য—তার ষাট শতাংশ অর্থাৎ ১৮৫ ডিভিসন সৈন্য সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে যুদ্ধরত।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারী নাগাদ, পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রণ্টে মিত্রবাহিনী মিউস্‌ নদী থেকে সুইজারল্যাণ্ড সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আর্নহেম-মারস্‌-সারাব্রুকেন্‌-বাসেল লাইন বরাবর যুদ্ধরত। তারা গুরুত্বহীন সব আঞ্চলিক অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেনাবাহিনীর অন্তহীন পুনর্বিন্যাসে ব্যস্ত থাকছে।

শক্তিসাম্যের দিক থেকে অবস্থা অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও ইঙ্গ-মার্কিন কম্যাণ্ডের হাতে কিন্তু ফ্রণ্টজোড়া রণনৈতিক উদ্যোগ নেই। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে, পশ্চিমাঞ্চলের ফ্রণ্টে বিশেষ করে আর্দেনেসে, পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, ব্যূহভেদ করে অ্যান্টোয়ার্পের দিকে যাবার জন্যে এবং ফরাসীদেশে যুদ্ধরত মূল মিত্রবাহিনী থেকে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে নাৎসী কম্যাণ্ড তার অবশিষ্ট শক্রবাহিনীকে জড়ো করে, অ্যাংলো-মার্কিন সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আকস্মিক প্রতিআক্রমণ শুরু করে। তারপরের পর্যায়ে নাৎসী নেতাদের আশা যে, তারা আমেরিকা ও ব্রিটেনকে সম্মানজনক শর্তে পৃথক শান্তিচুক্তি সম্পাদনে রাজী করাতে পারবে। ১৯৪৪ সালের ১০ই নভেম্বর, নাৎসী হাই কম্যাণ্ড (OKW) প্রচারিত নির্দেশনামায় বলা হচ্ছেঃ 'এই অপারেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যান্টোয়ার্প-ব্রাসেলস-লুক্সেমবুর্গ লাইনের উত্তরে শত্রুসেনা উৎসাদনের মাধ্যমে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতিপথে আমূল পরিবর্তন হানা, সম্ভবতঃ সমগ্র যুদ্ধের বেলায়ও তা করা সম্ভব হবে।'

প্রাক্তন নাৎসী জেনারেল হালডেরের মতে গোটা ব্যাপারটা পুরোপুরি দুঃসাহসিক ও হঠকারী। যুদ্ধের পর তিনি লেখেন যে, জ্বালানি সরবরাহ বঞ্চিত, বিমানবাহিনীর সহায়তাবিহীন নামমাত্র অস্ত্রসজ্জিত কয়েকটি দুর্বল শক্তিসম্পন্ন সেনা ডিভিসনের আর্দেনাসে ব্যূহ ভেদ করে অ্যান্টোয়ার্প পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার

চিন্তা করা অস্বাভাবিক ব্যাপার।[২] এটা আসলে ডুবন্ত মানুষের পক্ষে কুটো আঁকড়ে ধরার সামিল।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৪-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ছশ' চল্লিশ কিঃ মিঃ দীর্ঘ পশ্চিম ফ্রণ্টে ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রবাহিনীর আওতায় তেষট্টি ডিভিসন সৈন্য ছিল—যার মধ্যে আবার পনেরটি হল সাঁজোয়া ডিভিসন (প্রতিটি ডিভিসনে ২৬৩টি ট্যাঙ্ক)। সংশ্লিষ্ট সেক্টরে জার্মান বাহিনীর শক্তি হচ্ছে ৩৯টি মিত্র ডিভিসনের সমান।

কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা হচ্ছে, ৮নং কোরের সেক্টরে, ১২নং আর্মি গ্রুপ একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং প্রথম কয়েকদিন তারা কোনরকম বাধাই দিতে পারেনি। বেশ কয়েকটি সেক্টরে বিশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণ শুরু হয় এবং মিত্রবাহিনীর ফ্রণ্ট লাইনে ৭০ কিঃ মিঃ প্রশস্ত ফাটল সৃষ্টি হয়। আক্রমণের দ্বিতীয় দিনের শেষে অর্থাৎ ১৭ই ডিসেম্বর, নাৎসী প্যানজার বাহিনী ব্যূহের গভীরে কুড়ি কিঃ মিঃ এগিয়ে যায়।

মার্কিন সাংবাদিক রালফ ইঙ্গেরসোল লিখছেন, জার্মান সৈন্যরা "আমাদের (মিত্রবাহিনীর সম্পাদক) লাইনে পঞ্চাশ মাইল চওড়া ফাটল সৃষ্টি করেছে এবং তার মধ্য দিয়ে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সামনের পশ্চিমমুখী প্রতিটি রাস্তায় কেবল প্রাণভয়ে পলাতক আমেরিকানদের দেখা যাচ্ছে।"[৩]

আবহাওয়া বিমান চলাচলের উপযোগী নয়—তার ফলে জার্মানদের অগ্রগতির সুবিধা হয়। বিমানশক্তিতে আমেরিকানরা অনেকবেশি বলীয়ান, তাই জার্মানরা ঘন কুয়াশার সময়টা পাল্টা আক্রমণের জন্যে বেছে নিয়েছে। নাৎসী কম্যাণ্ড ইংরেজী জানা এমন সব ছত্রীবাহিনী ও নাশকতা কাজে দক্ষ সৈন্যদের আমেরিকান সামরিক উর্দি পরিয়ে মিত্র সেনাবাহিনীর পশ্চাৎভাগে নামিয়ে দিয়েছে। মার্কিন সৈন্যদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা সুস্পষ্ট। ভেরমাখট ও এস. এস. বাহিনীর বিভিন্ন শাখা থেকে সংগৃহীত স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত এই কম্যাণ্ডো বাহিনীকে লেফট্যানেন্ট কর্ণেল অটোস্কোরঝেনির নেতৃত্বাধীন ১৫০ নং বিশেষ যুদ্ধ সাঁজোয়া ব্রিগেডে পরিণত করা হয়। এই ব্রিগেডের দু'হাজার জনের মধ্যে দেড়শ জন ইংরেজীতে কথা বলতে পারে। মার্কিন ও ব্রিটিশ সামরিক উর্দি পরিহিত ও তাদের অস্ত্রে সজ্জিত এই বিশেষ বাহিনীটিকে বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের কাজ হচ্ছে মিত্রবাহিনীর পশ্চাৎভাগে আতঙ্ক সৃষ্টি করা, তাদের জেনারেল ও অফিসারদের হত্যা করা, রাস্তার নিশানা নষ্ট করা বা উল্টে দেওয়া, তাদের প্রধান সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত করা, রেল লাইন ও রাজপথ কব্জা করা ও তাতে মাইন পাতা এবং অস্ত্রশস্ত্র ও জ্বালানির ডিপোগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া।

আর্দেনেসে নাৎসী সেনাবাহিনীর আক্রমণের প্রচণ্ডতা শুধু ইঙ্গ-মার্কিন কম্যাণ্ডকে নয়, মিত্রশক্তির রাজনৈতিক মহলকেও আতঙ্কগ্রস্ত করে। ২৪শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নাৎসী প্যানজার বাহিনী মিউস্ নদী পর্যন্ত এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর থেকে মিত্রবাহিনীর হাতে উদ্যোগ চলে যায় যদিও যে সেক্টরে ব্যূহ ভেদ করা হয়েছে সেখানে জানুয়ারী পর্যন্ত জোর লড়াই চলতে থাকে। ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৫, গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল, সোভিয়েতের সর্বোচ্চ অধিনায়কের কাছে একটি ব্যক্তিগত বার্তা পাঠান। সে বার্তায় বলা হয়: 'পশ্চিম রণাঙ্গনে কঠিন লড়াই শুরু হয়েছে। যে কোন সময় সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে বড় রকমের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি জানেন যে, এত বড় একটা রণাঙ্গনে একবার উদ্যোগ সাময়িকভাবে হাতছাড়া হয়ে গেলে অবস্থাটা কিরকম উদ্বেগজনক দাঁড়ায়।······আপনি যদি জানান যে ভিশ্চুলা ফ্রণ্টে বা অন্য কোথাও জানুয়ারী নাগাদ একটা বড় রকমের রুশ আক্রমণ শুরু করতে পারেন কিনা—তাহলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।···আমি ব্যাপারটাকে খুব জরুরি বলে মনে করি।"[৪]

চিন্তায় ফেলার মতো তারবার্তাখানি সোভিয়েত শীর্ষস্থানীয় সামরিক মহল গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেন এবং সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অপারেশন সংক্রান্ত পরিকল্পনার সময় তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সে সময়কার ইউরোপীয় সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে পুরোপুরি অনুধাবন করতে হলে ইতালীয় রণাঙ্গনের কথাও খেয়াল রাখা দরকার। সেখানে শক্তিসাম্য মিত্রবাহিনীর অনুকূলে এবং বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর ক্ষেত্রে তাদের পর্যাপ্ত প্রাধান্য, তবুও তারা গোটা শীতকাল কোন রকম যুদ্ধ না করে নিশ্চেষ্ট বসে রইল। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নাৎসী কম্যাণ্ড তার সেনা ডিভিসনগুলিকে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেয় এবং ইতালীয় পার্টিজান আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালাতে থাকে।

ইউরোপের সামগ্রিক পরিস্থিতি তলিয়ে বিচার করলে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে, ব্যাপক আকারে আক্রমণ চালাবার সব রকমের সুযোগ পশ্চিমী মিত্রগোষ্ঠীর ছিল। কিন্তু তারা নিষ্ক্রিয়ই থেকে গেল; তার ফলে ভ্যেরমাখ্ট তার রণনিপুণ সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ অংশকে প্রাচ্য রণাঙ্গনে অর্থাৎ সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে স্থানান্তর করে।

সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। যেহেতু ইউরোপের যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অতএব নাৎসী জার্মানীর সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভিপ্রায় ও প্রয়াস এবং পশ্চিমী দেশগুলির নেতৃত্বের অভিপ্রায় ও পরিকল্পনার কথা মনে রেখেই তাঁদের পরবর্তী অভিযানের ছক তৈরী করতে হবে।

২। ১৯৪৫ সালের জন্য উভয় পক্ষের রণনৈতিক পরিকল্পনা

১৯৪৫ সালের সূচনায়, নাৎসী জার্মানীর রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা সবাই নীতিগতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধে তাঁদের হার হয়েছে। তবুও তাঁদের আশা যে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে পারলে, এক ধরনের গ্রহণযোগ্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হতে পারে। তাঁরা একদিকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন—উভয়পক্ষের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর করে পশ্চিমী মিত্রদের সঙ্গে আলাদাভাবে সন্ধি আলোচনার উপর ভরসা করেছিলেন। হিটলারের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে বিপক্ষীয় মিত্রজোটের মধ্যে ভাঙন ধরবে। ১৯৪৪ সালের অগাস্ট মাসে, তাঁর এক বিবৃতি থেকে এটা পরিষ্কার বেরিয়ে আসে: 'এরকম সময় আসবে, মিত্রশক্তি জোটের মধ্যে মনোমালিন্য এত চরমে উঠবে যে তখন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা দিতে বাধ্য। ইতিহাসে সব শক্তিজোটই তাড়াতাড়ি হোক বা দেরীতে হোক ভেঙে গিয়েছে।'[৫]

এই হিসাবের ভিত্তিতে ১৯৪৫-এর জন্যে নাৎসী কম্যাণ্ডের সমগ্র রণনৈতিক পরিকল্পনা তৈরী হয়। তার থেকে স্বতঃসিদ্ধ আকারে এটাই বেরিয়ে আসে যে, পূর্ব রণাঙ্গনে ভ্যেরমাখ্‌টের মূল সেনাবাহিনী ঘননিবদ্ধ আকারে মোতায়েন থাকবে; এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে উদ্যোগ না হারিয়ে বিভিন্ন সেক্টরে আক্রমণ হানা হবে, যাতে মার্কিন ও ব্রিটিশ সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হয়।

ইউরোপীয় রণাঙ্গনের উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৯৪৫-এর জন্যে অ্যাংলো-মার্কিন কম্যাণ্ডের রণনৈতিক পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। তাছাড়া নরম্যাণ্ডি উপকূলে অবতরণের পর জার্মানীর অভ্যন্তরে মিত্রবাহিনীর অগ্রগতি পরিকল্পনা-নুযায়ী যথেষ্ট দ্রুত নয়। আর্দেনেসে জার্মান পাল্টা আক্রমণের ফলে রাইনের নিকটবর্তী হতে অ্যাংলো-মার্কিন বাহিনীর দেরী হয়ে যায়। যেখানে বিশাল রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রতিদিন গড়ে পঁচিশ থেকে তিরিশ কিঃ মিঃ বেগে এগিয়ে চলেছে—সেক্ষেত্রে মিত্রবাহিনী একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজ করছে এবং বিভিন্ন সেক্টরে তাদের দৈনিক অগ্রগতির হার গজের হিসাবে মাপাটাই বোধ হয় বাস্তবসম্মত।

এসব বিবেচনা করে, পশ্চিম ফ্রন্টে মিত্রবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক জেনারেল ডুইট আইজেন হাওয়ার তাঁর রণনৈতিক পরিকল্পনাকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেন। প্রথম পর্যায়: রাইন নদী পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় পর্যায়: রাইন নদী অতিক্রম করে জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় স্তরের কার্যক্রম মে মাসের শেষে শুরু করা হবে বলে স্থির হয় এবং গোটা নাৎসী সমর-যন্ত্রকে চূর্ণ করে অপারেশনের সমাপ্তি ঘটানোর জন্যে ১৯৪৫-এর ডিসেম্বরকে সময়সীমারূপে ধার্য করা হয়।[৬]

ঠিক হয় যে রুড় অঞ্চল প্রধান লক্ষ্যস্থল হিসাবে সামনে রেখে সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণ পরিচালিত হবে। রুড় দখল হবার পর বার্লিনের পালা আসবে, সম্ভব হলে সোভিয়েত সেনাবাহিনী পেঁছানোর আগেই বার্লিন দখল করা হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ১৯৪৫ সালে পশ্চিমী মিত্রদের যুদ্ধ পরিকল্পনা পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন। একদিকে তারা সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযানের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল; যেহেতু সোভিয়েত-বাহিনীর আক্রমণের ফলে পশ্চিম রণাঙ্গনে নাৎসীবাহিনী দুর্বলতর হবে। সেক্ষেত্রে তারা শুধু নাৎসী বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করবে না—নতুন আক্রমণাত্মক অপারেশনের প্রস্তুতিও শুরু করবে এবং সেক্ষেত্রে তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত।

অপরদিকে, মার্কিন-ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতাদের কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাব সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রভাবিত করতে থাকে এবং অপারেশনের পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও তার ছাপ ফুটে ওঠে। চার্চিলের বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ মানুষ, চার্লস মোরানের ভাষায়, ১৯৪৫ সালে চার্চিল আর হিটলারের কথা বলতেন না, তিনি কেবল কমিউনিজমের বিপদের কথা আওড়ান। তিনি লিখছেন: 'উইনস্টন আজকাল হিটলারের কথা বলেন না। তিনি কেবল কমিউনিজমের বিপদের কথা শোনান। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে লাল ফৌজ এক দেশ থেকে আর এক দেশে ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এটা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে—এছাড়া অন্য কিছু তিনি ভাবতে পারেন না।'[৭] এধরনের মনোভাব নাৎসী নেতাদের অজানা ছিল না, তাই তাঁরা অক্ষশক্তিবিরোধী জোটে ফাটল সৃষ্টির আশা পোষণ করতেন। সৌভাগ্যবশতঃ অক্ষশক্তিবিরোধী জোটের মধ্যে এরকম নেতারা ছিলেন যাঁরা বিচক্ষণতার সঙ্গে সমস্ত বিষয়টা বিচার করে-ছিলেন। তাঁদের অন্যতম. ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ১৯৪৫-এর ৬ই জানুয়ারী বেতার ভাষণে বলেন: 'আমি শত্রুর বিষাক্ত প্রচার সম্পর্কে গুরুতর সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই। পশ্চিম রণাঙ্গনে আমাদের ব্যূহে জার্মানরা যে ধরনের কীলক প্রবেশের চেষ্টা করেছিল যুদ্ধ জয়ের পক্ষে তার চেয়েও মারাত্মক বিপদ তারা আমাদের মিত্রজোটের মধ্যে প্রতিনিয়ত ভাঙন ধরাবার চেষ্টার মাধ্যমে সৃষ্টি করছে।'[৮]

মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও মিত্রগোষ্ঠীর ১৯৪৫-এর যুদ্ধ পরিকল্পনা কিন্তু সোভিয়েতের সামরিক শক্তিকে দুর্বলতর করা এবং পশ্চিম ইওরোপে কমিউনিজমের প্রসার রোধ করার জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত কর্ডন (Cordon Sanitative) সৃষ্টির মতলব দ্বারা কার্যতঃ প্রভাবিত।

১৯৪৫ সালের আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যান্ড নাৎসী বাহিনীর পুরোপুরি উৎসাদন, ইউরোপের পরাধীন জন-

গণের মুক্তি ও নাৎসী জার্মানীকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের জন্যে বাধ্য করাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে স্থির করেন।

* * *

এটাও স্থির হয় যে, সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্ট জুড়ে ব্যাপক আক্রমণাত্মক অপারেশন পরিচালনার মাধ্যমে এই লক্ষ্য পূরণ করা হবে।

ধরে নেওয়া হয় যে, মিত্রবাহিনী জার্মানীর মধ্যাঞ্চলে পেঁছানোর জন্য রুড় ও সার অঞ্চলের দিকে আক্রমণ হানবে। তারা সোভিয়েত কম্যাণ্ডকে তাই জানায়।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের তৈরী ছক অনুযায়ী ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযান হবে : প্রথম পর্যায়—পূর্ব প্রাশিয়া. পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রিয়ার শত্রু সেনাগ্রুপকে বিধ্বস্ত করে, ভিশ্চুলা, বিওদগসঝ্, পোজনান, ব্রেসলাউ ও ভিয়েনা রেখা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় পর্যায়—বার্লিন অধিকার করা, প্রাগ শহর মুক্ত করা ও মিত্রবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ইউরোপে যুদ্ধের অবসান ঘটান। যদিও জেনারেল হেডকোয়ার্টার অনুমান করেন যে যুদ্ধ একসঙ্গে বিভিন্ন রণাঙ্গনে চলবে। কিন্তু আসল লড়াই চলবে মধ্য রণাঙ্গনে অর্থাৎ ওয়ারশ-বার্লিন রণনৈতিক অভিমুখে।

সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের এই সেক্টরের অপারেশনগত রণনৈতিক পরিস্থিতিকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করা যায় :

বিয়েলোরুশিয়ায় ও উক্রাইনের পশ্চিমাঞ্চলে জার্মান আর্মি গ্রুপ সেণ্টার বিধ্বস্ত হবার ফলে—মার্শাল রকসোভস্কির পরিচালনাধীন প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্ট ও মার্শাল কোনিয়েভের পরিচালনাধীন প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্ট ১৯৪৪ সালের শেষাশেষি ভিশ্চুলা নদীর তীর পর্যন্ত এগিয়ে আসে। তারা ভিশ্চুলার পশ্চিম তীরে মাগনাস ঝ্যু, পুলায়ি ও স্যাণ্ডোমিয়েঝ অঞ্চলে তিনটি সেতুমুখ অধিকার করে এবং মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ করে অবস্থান করতে থাকে।

নাৎসী কম্যাণ্ডের পোল্যাণ্ডের উপর দখল বজায় রাখার উপর বিশেষ জোর দেয়। তার কারণ প্রথমতঃ পোল্যাণ্ডের অস্ত্রনির্মাণ শিল্পের গুরুত্ব ; দ্বিতীয়তঃ জার্মানী যাবার সংক্ষিপ্ততম রাস্তা প্যোল্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে গিয়েছে।

ভিশ্চুলা রক্ষাব্যবস্থাকে নাৎসী-রাইখের চূড়ান্ত ও অত্যন্ত সুবিধাজনক প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং ১৯৪৫ সালের গোড়ায় যে এখানে বিশাল নাৎসী সেনা সমাবেশ ঘটবে—সেটা আর বিচিত্র কি!

প্রথম বিয়েলোরুশীয় ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অপারেশনগত বলয়ে প্রতিপক্ষ হিসাবে ৯নং ফিল্ড, ৪নং প্যানজার এবং ১৭নং ফিল্ড আর্মিকে মোতায়েন রাখা হয়। আর্মি গ্রুপ-এ অন্তর্ভুক্ত এই বাহিনীগুলি তিরিশটি ডিভিসন, দুটি ব্রিগেড ও পঞ্চাশটি মিশ্র ব্যাটেলিয়ান নিয়ে গঠিত। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সমবেত সেনাবাহিনীর

মোট শক্তি হল পাঁচলক্ষ ষাট হাজার অফিসার ও সৈন্য, পাঁচ হাজারের মতো কামান ও মর্টার, বারশ' ট্যাংক ও আক্রমণ চালাবার কামান এবং ছশ' তিরিশটি জঙ্গী বিমান। ভিশ্চুলা থেকে ওডার পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে, শত্রু আগে থেকেই তিনশ' থেকে পাঁচশ' কিঃ মিঃ গভীরতাবিশিষ্ট সাতটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করে রেখেছে। যুদ্ধ চলাকালীন ইতিপূর্বে নাৎসী সেনাবাহিনী কখনো এত ঘননিবদ্ধ শক্তিশালী সুরক্ষিত প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করেনি।

প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মিত হল শেষ পর্যন্ত ১৯৪৪ সালের শেষাশেষি। এত দেরীতে কেন এটা তৈরী করা হল? তার জন্যে ভ্যেরমাখ্‌টের জেনারেলরা পুরোপুরি হিটলারকেই দায়ী করেন। প্রাক্তন চীফ অব স্টাফ হীনজ গুডেরিয়ান লেখেন যে ১৯৪৪ সালের শরৎকালের আগে হিটলার কিছুতেই পশ্চাৎভূমিতে প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করতে দিতে চাননি। তাঁর ধারণায় তাহলে সেনাবাহিনীর মধ্যে পিছু হটা ও আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের প্রবণতা বাড়বে। ১৯৪৪-এর শরতে যখন নাৎসী রাইখভূমির সীমান্ত রক্ষার প্রশ্নটা অগ্রাধিকার লাভ করে তখনি শুধু দুর্গরক্ষীবাহিনী সৃষ্টি ও রণাঙ্গনে সুরক্ষিত ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। গুডেরিয়ানের মতে, '১৯৪৫-এর জানুয়ারীর গোড়ায় এই দুর্বল ও অরক্ষিত দুর্গগুলি ও তাদের প্রতিরক্ষাবাহিনী যুদ্ধের গতি নির্ধারণে এবং সোভিয়েত সেনাদের অগ্রগতি মন্দীভূত করার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই আরও পশ্চিমদিকে না হয়ে এলব নদীই হয় সোভিয়েত সেনা-বাহিনী ও পশ্চিমী সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভাজন রেখা'।[৯]

গুডেরিয়ানের চিন্তাসূত্র ধরে অগ্রসর হলে দাঁড়ায় যে নাৎযীরা যখন চিরকালের মতো রণনৈতিক উদ্যোগ হারিয়ে আত্মরক্ষায় রত—সেই ১৯৪৩ সালে হিটলার যদি ঘননিবন্ধ প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণের আদেশ দিতেন তাহলে ভ্যেরমাখ্‌টকে এত পশ্চিমদিকে পিছু হটতে হত না। আর হিটলার যদি আর্দেনেসে প্রতিআক্রমণ চালাবার জন্যে সেনা নিয়োগ না করে তাদের পূর্ব রণাঙ্গনে চালান দিতেন তাহলে কি মনোরমই না হত! তাহলে অ্যাংলো-মার্কিন সেনাবাহিনী যখন বার্লিনে প্রবেশ করছে তখন সোভিয়েত সেনাবাহিনী ভিশ্চুলার তীরে অবস্থান করত।

এ বিষয় নিয়ে আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। একটা ঐতিহাসিক বিকল্প আকারে যা খাড়া করা হয় তাকে প্রমাণ, অ-প্রমাণ কিছুই করা যায় না। কিন্তু এটাও ভোলা উচিত নয় যে আর্দেনেসে পাল্টা আক্রমণ হিটলার অক্ষশক্তিবিরোধী জোটের দুর্বলতম জায়গা বেছে নিয়েই হেনেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পুরো-পুরি রাজনৈতিক এবং সেটা ছিল অক্ষশক্তি জোটের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করা। আবার আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, ভিশ্চুলা ও ওডারের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে নাৎসী সেনাবাহিনী নির্মিত প্রতিরক্ষাব্যূহটি সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সামনে একটি অত্যন্ত গুরুতর প্রতিবন্ধক।

শত্রুর ভিশ্চুলা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রথম লাইনটি সবচেয়ে শক্তিশালী। তার মধ্যে রয়েছে পরিখাশ্রেণীর নিবিড় জাল, ট্যাংকবিরোধী খাড়া কাঁটাতারের বেড়া-জাল, মাইন ক্ষেত্র, ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থল, পিলবক্স ও বঙ্কার সম্বলিত তিন থেকে চারটি সেক্টর। তিরিশ থেকে সত্তর কিঃ মিঃ গভীর এসব ঘাঁটিতে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

জার্মান আর্মি গ্রুপ-এ অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত (শতকরা আশি ভাগ) সৈন্য ও সমরোপকরণ ভিশ্চুলার প্রথম দুটি প্রতিরক্ষা সেক্টরে অর্থাৎ রণকৌশলগত বলয়ে জড়ো করা হয়েছে। আর্মি গ্রুপের রিজার্ভে রয়েছে মাত্র আট ডিভিসন সৈন্য এবং তাদের সোভিয়েত সেনাবাহিনী অধিকৃত ভিশ্চুলা সেতুমুখের মুখোমুখি রাডোম, কিয়েলস্ এবং চেমিয়ালনিক অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়।

পরবর্তী প্রতিরক্ষা লাইনগুলির প্রত্যেকটি দুই থেকে তিন কিঃ মিঃ গভীর এবং সেগুলিকে পরিখা ব্যবস্থা, স্থায়ী দুর্গ ও বিভিন্ন ধরনের ট্যাংক-বিরোধী প্রতিবন্ধক নির্মাণ করে শক্তিশালী করা হয়। দুর্গ-শহর-মডলিন, তোরুন্, ত্রমবার্গ, পোজনান, কুস্ত্রিন, গ্লোগাউ, ব্রেসলাউ ও লডঝের চারপাশে প্রতিরক্ষা পরিসীমা টানা হয় এবং তারাও সমগ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত। অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চল, অসমতল ভূভাগ, দক্ষিণ থেকে উত্তরে বহমান বড় বড় নদী—এসব মিলিয়ে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণের কাজটা সহজতর হয়। পোমেরানিয়া ও মেসেরিৎসের দুর্গগুলি ১৯৩২-৩৭ সালে নির্মিত হয় এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে সেগুলির আধুনিকীকরণ হয়। নাৎসীরা তাদের উপর বিশেষ ভরসা করে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে নাৎসী কম্যাণ্ড প্রথম ভিশ্চুলা প্রতিরক্ষা লাইনের উপর বিশেষ করে নির্ভরশীল। এই লাইন ভেদ হলে আগে থেকে তৈরী অন্যান্য প্রতিরক্ষা ঘাঁটী থেকে তাদের বাধা দেওয়া হবে। ভিশ্চুলা প্রতিরক্ষা লাইন ও রণাঙ্গনের পেছন থেকে নিয়ে আসা রিজার্ভবাহিনী দিয়ে ঘাঁটিগুলিকে শক্তিশালী করা হবে। এটা হচ্ছে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করে ভিশ্চুলা ও ওডারের মধ্যবর্তী ভূমিতে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে একটানা যুদ্ধে ক্লান্ত ও হীনবল করাই হচ্ছে নাৎসী কম্যাণ্ডের পরিকল্পনা।

গোয়েবেলসের প্রচারযন্ত্র ভিশ্চুলা-প্রতিরক্ষা ব্যূহের দুর্ভেদ্যতার প্রশস্তি রটাতে লাগল। নাৎসী অফিসার ও সৈন্যদের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করা হল যে 'প্রাচ্যের প্রাচীর' অজেয় এবং এত শক্তিশালী ব্যূহকে ভেদ করার মতো শক্তি-সামর্থ্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নেই। সে সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৪-এর শরতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জোরালো তৎপরতার অনুপস্থিতিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা হয়। আসল ঘটনা হচ্ছে ইউরোপের বুকে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্যে সোভিয়েত ফ্রন্টে প্রাক্ অপারেশনকালীন সর্বাত্মক প্রস্তুতি চলছে। এবং সেটা সময়সাপেক্ষ।

জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড অত্যন্ত শক্তিশালী দুটি সেনাগ্রুপ অর্থাৎ প্রথম বিয়েলোরুশীয় ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের আক্রমণ অভিযানের জন্যে যে রণাঙ্গনটি নির্বাচিত করেন সেটির দৈর্ঘ্য পাঁচশ' কিলোমিটারেরও বেশি এবং পূর্ব প্রাশিয়া-পোল্যাণ্ড সীমান্ত থেকে উত্তর কার্পেথীয় পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত।

যেহেতু পূর্ব থেকে প্রস্তুত স্থায়ী সুরক্ষিত অঞ্চলের আওতায় শত্রু এক শক্তিশালী ও জমাট সেনাগ্রুপ জমায়েত করেছে তাই জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড তার কিছু অংশকে অন্যদিকে অর্থাৎ পার্শ্বভাগে বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে মূল রণাঙ্গনে শত্রুর শক্তির কিছু হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম সহকারী স্টাফ-প্রধান জেনারেল এ. আই. আন্তোনভ, ক্রিমিয়া সম্মেলনে সমাগত মিত্রশক্তিপুঞ্জের রাষ্ট্র-নায়কদের অবহিত করেন। পরিসংখ্যানটি কিন্তু ইতিমধ্যে কার্যে পরিণত করা হয়।

"সোভিয়েত সেনাবাহিনী যখন নারেয়ু ও ভিশ্চুলার নিকটবর্তী হয় তখন দেখা গেল যে ফ্রন্টের মধ্য রণাঙ্গনে শত্রুর প্রতিরক্ষাবাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী ও জমাট ব্যূহ রচনা করেছে।······আক্রমণোপযোগী অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্যে, সোভিয়েত হাই কম্যাণ্ড শত্রুর কেন্দ্রীয় শক্তি সমাবেশকে কিছুটা দুর্বল করার সিদ্ধান্ত করেন।"[১০] এই লক্ষ্য সামনে রেখে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ১৯৪৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে, অর্থাৎ ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের ঠিক দু'মাস আগে পূর্ব প্রাশিয়া, কুর্টল্যাণ্ড ও বুদাপেস্ত অভিমুখে আক্রমণ হানে।

ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সেক্টরে আক্রমণ হানার নির্দিষ্ট দিন হিসাবে ১৯৪৫ সালের ২০শে জানুয়ারী ধার্য হয়। সোভিয়েত জেনারেল স্টাফ আক্রমণের প্রস্তুতি-পরিকল্পনা ও রণাঙ্গনে আক্রমণকারী বাহিনীকে সবকিছু যোগাবার সময়সূচী বিশদভাবে রচনা করেন। কিন্তু মিত্রদের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তব্য-বোধের তাগিদ ও পূর্বোল্লিখিত স্টালিনের প্রতি চার্চিলের প্রেরিত তারবার্তায় ব্যক্ত অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে নির্ধারিত দিনের আগেই আক্রমণ শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়।

জে. ভি স্টালিন, উইনস্টন চার্চিলকে তাঁর তারবার্তার উত্তরে জানান যে, 'যদিও আবহাওয়া অনুকূল নয়, তবুও জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড সমগ্র মধ্যফ্রন্ট জুড়ে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করার দ্রুত প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তা শুরু করা হবে জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয়ার্ধের পরে নয়। নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা আমাদের সাহসী মিত্রবাহিনীর সাহায্যার্থে সব কিছু করবো।'[১১]

এসব ঘটনা ও বার্তা বিনিময় ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে ঘটে। তার আগেই কিন্তু ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের প্রস্তুতি সময়সূচী অনুযায়ী

চলতে থাকে। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে জেনারেল স্টাফ মূল আক্রমণের খসড়া পরিকল্পনা জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের সামনে পেশ করেন। ফ্রণ্ট-স্টাফ তখন অপারেশনের খুঁটিনাটি নিয়ে কাজ শুরু করে। ভিশ্চুলা-ওডার রণনৈতিক অপারেশনের লক্ষ্য হচ্ছে জার্মান আর্মি গ্রুপ 'এ'-র সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে পোল্যাণ্ডকে মুক্ত করা ও দ্রুত গতিতে ওডারের নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যমে বার্লিনকে লক্ষ্য করে মোক্ষম আঘাত হানার অবস্থা তৈরী করা। একই সঙ্গে তাহলে পশ্চিম ফ্রণ্টে পাল্টা আক্রমণে বিপর্যস্ত মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করাও হবে।

এই অপারেশন সম্পর্কে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের পরিকল্পনার মর্মবস্তু হচ্ছে ঃ ভিশ্চুলা সেতুমুখ থেকে সরাসরি আঘাত হেনে প্রতিরক্ষা ব্যূহের কৌশলগত বলয়কে বিধ্বস্ত করা এবং ওয়ারশ-বার্লিনের দিকে প্রধান সড়কের প্রহরারত শত্রুসেনা গ্রুপকে বিভক্ত করা এবং তাদের আলাদাভাবে খতম করা। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হবার ফলে, শত্রুর রণনীতি রক্ষাব্যূহে এত বৃহৎ ফাটল সৃষ্টি হবে যে, যা ভরাট করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। আরও স্থির হয় যে শত্রু-প্রতিরক্ষাব্যূহের অনেক গভীর পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া হবে—যাতে সে পূর্বনির্মিত প্রতিরক্ষা রেখায় আবার সংঘবদ্ধ হতে না পারে।

অপারেশনের প্রথম পর্যায়ে বেশ কয়েকটি সরাসরি আক্রমণের মাধ্যমে শত্রুর জমাট শক্তিকে ক্ষত-বিক্ষত করার কথা ভাবা হয়। তারপর এই বিচ্ছিন্ন আক্রমণের ধারাগুলি মিশিয়ে দুটি ফ্রণ্টের মিলিত এক প্রচণ্ড সংহারমূলক আক্রমণে রূপান্তরিত করা হয়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অন্যান্য অপারেশনের মতো ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের পরিকল্পনার মৌলিক তত্ত্ব প্রণিধানযোগ্য। স্টালিনগ্রাড রণক্ষেত্রের বেলায় যা ঘটেছিল—সেভাবে এক্ষেত্রে বৃহৎ শত্রুসেনা গ্রুপকে পরিবেষ্টিত করার কথা ভাবা হয় নি। এই অপারেশনের বেলায় শত্রুবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করার কাজ শত্রুব্যূহকে বহুধা বিভক্ত করার মাধ্যমে সমাধা করা হয়। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ভিশ্চুলা ও ওডারের মধ্যবর্তী জায়গাটুকু যত দ্রুত সম্ভব অতিক্রম করে বার্লিন প্রবেশপথের নিকটবর্তী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আর সবকিছুই তার পরিপূরক মাত্র।

ইতিমধ্যে পোলিশ প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রই সর্বপ্রথম নতুন পোল সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। তার ফলে, পোল্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চলে যে জনগণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে সংহত করার পক্ষে একটি বড়রকম পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং তারই সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল দেশত্যাগী চক্র ও তার ইঙ্গ-মার্কিন মুরুব্বিদের এক জবর শিক্ষাও দেওয়া হয়।

নতুন পোল সরকার নাৎসী শাসনের যাবতীয় অবশেষকে উৎখাত করার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। তারা দৃঢ়ভাবে গণতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের চেষ্টা করে এবং জনগণের সশস্ত্রবাহিনী অর্থাৎ ওয়াজস্কো পোলস্কীকে শক্তিশালী করে।

পোল জনগণ সরকারের যাবতীয় পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন জানায় এবং সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করে। তারা দেখতে পেল যে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী নাৎসীদের উৎখাত করে পোল্যাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ মুক্তিসাধনে সক্ষম। সোভিয়েত সেনাবাহিনী নাৎসীদের পশ্চিমদিকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের দেশাত্মবোধক ও আন্তর্জাতিক কর্তব্য সম্মানের সঙ্গে পালন করেছে। সেনাবাহিনীর মধ্যে অনবরত রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক কাজের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে: ফ্যাসিস্ত পশুকে তার নিজের গুহায় খতম করা ও বার্লিনের বুকে জয়ের প্রতীক লাল পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে যুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্য পূরণের বিষয়ে সবসময় সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে সচেতন করা হয়ে থাকে।

সেনানায়ক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষকগণ নাৎসী আগ্রাসকদের কবল থেকে পোল জনগণের পূর্ণমুক্তির সংগ্রামের রাজনৈতিক তাৎপর্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কাছে ব্যাখ্যা করেন। উপরন্তু তাঁরা আহ্বান জানান, যেন সোভিয়েত সৈন্যরা সমাজতন্ত্রী দেশের নাগরিক হিসাবে নিজেদের সম্মান ও মর্যাদাবোধকে পবিত্র বস্তুর মতো রক্ষা করে চলেন। বিভিন্ন ইউনিটে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত সৈন্য ও পোল নাগরিকদের অন্তরঙ্গ সভায় পোলরা নাৎসীদের কবল থেকে তাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে কৃতজ্ঞতা জানান।

ওয়াজস্কো পোলস্কীর মধ্যেও যথেষ্ট রাজনৈতিক অভিযান চালানো হয়। এই কাজের ক্ষেত্রে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত দেশত্যাগীদের সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও তাদের অনুচরদের বৈরিতামূলক ভূমিকার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পোল সৈন্যরা প্রায়শই সোভিয়েত সহযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হত। তখন তারা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও রণাঙ্গনের জীবন সম্পর্কে একে অপরকে বলত। এসবের মাধ্যমে সোভিয়েত ও পোল সেনাবাহিনীর মধ্যে সংগ্রামী সৌভ্রাতৃত্ববোধ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক লক্ষ্য ও রণনৈতিক কর্মসূচীর গুরুত্ব ও তাকে সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে সংসাধিত করার তাগিদে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড নিজস্ব রিজার্ভ থেকে ১৯৪৪-এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে মার্শাল ঝুকভ ও মার্শাল কোনিয়েভ পরিচালিত সেনাগ্রুপ—যথাক্রমে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্টে আটটি পদাতিক ও তিনটি ট্যাংক আর্মি, পাঁচটি বিমানবাহিনীর কোর, দুটি ব্যূহভেদের উপযোগী গোলন্দাজবাহিনীর কোর এবং অনেকগুলি পৃথক গোলন্দাজ, ট্যাংকবিরোধী ও ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিট স্থানান্তরিত করে।

ওয়াজশ্কো পোলস্কীর ১ নং আর্মি ও মিশ্র-পোলিশ বিমান ডিভিসন প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের অংশ হিসাবে অপারেশনে অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি আর্মি গ্রুপের সঙ্গে একটি বিমান আর্মি, দুটি ট্যাঙ্ক আর্মি ও আটটি পদাতিক আর্মি যুক্ত হয়।

অপারেশন চালাবার জন্যে, দুটি আর্মি গ্রুপের মিলিত শক্তি হল: ২২ লক্ষ পদাতিক, ৩৩ হাজার পাঁচশ কামান ও মর্টার, ৭ হাজারেরও বেশী ট্যাঙ্ক ও স্বয়ং-চালিত কামান এবং ৫ হাজার যুদ্ধবিমান।

এত বিশাল সৈন্যবল ও অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করার ফলে, সোভিয়েত কম্যান্ড শত্রুর তুলনায় বেশ সুবিধাজনক আনুপাতিক প্রাধান্য লাভ করে। প্রাধান্যের আনুপাতিক হার হল সৈন্যবল—৪ঃ১, কামান—৬ঃ১, ট্যাঙ্ক—৫'৫ঃ১ এবং বিমান—৮ঃ১। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বিপুল সংখ্যাগত প্রাধান্য অর্জন করেছে এবং এটা সোভিয়েত কম্যান্ডের সৈন্য-বাহিনী জড়ো করার বিশেষ নৈপুণ্যের দৌলতেই সম্ভবপর হয়েছে। তাছাড়া মূল রণাঙ্গনে রণনৈতিক সেনাগ্রুপের সমাবেশকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটা উল্লেখ্য যে অপারেশনের সময় সংখ্যাগত প্রাধান্য সোভিয়েত-বাহিনীর বেলায় গুরুতর কিছু ছিল না; কারণ নাৎসী কম্যান্ড অ্যাংলো-মার্কিন বাহিনীর কালহরণ নীতির সুযোগে পশ্চিম রণাঙ্গন ও জার্মানীর মধ্যাঞ্চল থেকে চল্লিশটি সেনা ডিভিসন পোল্যান্ডে স্থানান্তর করে।

দু'জন বিখ্যাত সোভিয়েত জেনারেল পরিচালিত অত্যন্ত শক্তিশালী আর্মি'গ্রুপ দুটিকে তাহলে কোন কর্তব্য সম্পাদনের ভার দেওয়া হয়েছে?

১৯৪৪ সালের ১৬ই নভেম্বর, সহকারী সর্বাধিনায়ক মার্শাল জি. কে. ঝুকভ প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের অধিনায়কত্বের পদ লাভ করেন। ইতিপূর্বে তিনি সাধারণতঃ বিভিন্ন রণনৈতিক অপারেশনের ক্ষেত্রে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ডের প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন ফ্রন্ট গ্রুপের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ করতেন। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর লেনিনগ্রাড, মস্কো, স্টালিনগ্রাড ও কুস্ক রণাঙ্গনে বিজয়লাভ এবং উক্রাইন ও বিয়েলোরুশিয়াকে মুক্ত করার অপারেশনের ক্ষেত্রে সামরিক নেতা ও সংগঠক হিসাবে ঝুকভের প্রতিভা ভাস্বররূপে প্রকটিত।

১৯৪৪ সালের শেষাশেষি যখন ফ্রন্টের সংখ্যা কমে আসে এবং সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের সাধারণ দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়, তখন জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড ফ্রন্টগুলির কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ সরাসরি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ঝুকভ ও ভ্যাসিলেভস্কির মতো অভিজ্ঞ ও প্রতিভাবান সামরিক নেতাদের মূল রণাঙ্গনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফ্রন্ট বা সেনাগ্রুপের সঙ্গে অধিনায়ক হিসাবে যুক্ত করেন।

অপারেশনের সাধারণ পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টকে ওয়ারশ-রাডোমে সমাবেশিত শত্রুসেনাগ্রুপকে ধ্বংস করে ওয়ারশকে মুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর তাদের আক্রমণের দশ-এগার দিন পর পিয়োত্র-কাওয়েক-লঝ্ লাইন ভেদ করে শত্রুর অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা ঘাঁটি অতিক্রম করে ১৫০ থেকে ১৮০ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে। পরবর্তীকালে এই সেনা-গ্রুপকে পোজনানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

অতএব শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার জন্যে আর্মি গ্রুপটি সামনাসামনি তিনটি আঘাত হানে। পোজনান অভিমুখে অগ্রসরমান চারটি পদাতিক আর্মি, দুটি ট্যাঙ্ক আর্মি এবং একটি ক্যাভেলরী কোর মাগনাসঝ্যু সেতুমুখ থেকে প্রধান আঘাতটি হানে।

তিনটি আর্মি মিলে ১৭ কিঃ মিঃ প্রশস্ত প্রতিরক্ষা সেক্টরটি ভেদ করে।

আক্রমণের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আক্রমণের দ্বিতীয় দিনে ১নং ট্যাঙ্ক আর্মি ব্যূহের ফাটলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে। অপারেশনের তৃতীয় দিনে ২নং ট্যাঙ্ক আর্মি ও ক্যাভেলরী আর্মি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। ফ্রন্টের দ্বিতীয় সারির অন্তর্ভুক্ত ৩নং শক্ আর্মিকে প্রথম সারির সৈন্যদের সহায়তা করার জন্যে প্রস্তুত রাখা হবে।

পুলাওই সেতুমখ থেকে যথাক্রমে, ৬৯নং ও ৩৩নং পদাতিক বাহিনী, ৯নং ও ১১নং ট্যাঙ্ক কোর এবং ৭নং ক্যাভেলরী কোর লোঝ অভিমুখে দ্বিতীয় আঘাত হানতে থাকবে। তারপর তের কিঃ মিঃ প্রশস্ত সেক্টরে শত্রুব্যূহ ভেদ করা হবে। লোঝ্ অভিমুখে আক্রমণজনিত সাফল্যের সদ্ব্যবহার করার জন্যে যুদ্ধে নামানো ছাড়াও ফ্রন্টের রিজার্ভ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ৭নং ক্যাভেলরী কোরকেও আক্রমণের তৃতীয় দিনে নামানো হবে এবং তাদের বিদীর্ণ ব্যূহের ফাটলের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে। পুলাওই-(৩৩ এ) শক্ বাহিনীর একাংশ স্‌ঝাইডলোউইচের দিকে এগিয়ে যাবে এবং প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অন্তর্গত ৩নং গার্ড আর্মির সহযোগে কিয়েলস্-রাডোম শত্রুসেনা গ্রুপকে ঘিরে ফেলে বিধ্বস্ত করবে।

আরো স্থির হয় যে, ৪৭নং সোভিয়েত আর্মি ও ১নং পোল আর্মি ওয়ারশ অভিমুখে ফ্রন্টের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের আঘাতটি হানবে। এই বাহিনী-গুলি ছাড়াও ৬১নং আর্মির উপর ওয়ারশর উপকণ্ঠ থেকে শত্রুসেনা উৎসাদন ও পরবর্তী পর্যায়ে ওয়ারশ শহরকে মুক্ত করার ভার পড়ে। ৬১নং আর্মিটি ২নং ট্যাঙ্ক আর্মির সঙ্গে একযোগে মাগনাসঝ্যু সেতুমুখ থেকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম দিক থেকে ওয়ারশকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে। কিন্তু পোল্যাণ্ডের রাজধানীকে মুক্ত করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ১নং পোল আর্মির উপর। আক্রমণের চতুর্থ দিনে যখন ইতিমধ্যে ওয়ারশ উত্তরাঞ্চলে ৪৭নং আর্মি ও দক্ষিণাঞ্চলে ৬১নং আর্মির সামরিক কার্যক্রম যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে—ঠিক

তখনি ১নং পোল আর্মিকে যুদ্ধে নামানো হবে। এমন একটা অবস্থা তৈরী হবে, যখন সামান্য ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে ওয়ারশর মুক্তি প্রায় সুনিশ্চিত বলা চলে ; এবং ঘটনাপ্রবাহও সোভিয়েত কম্যাণ্ডের রণনৈতিক পরিকল্পনা মতো এগিয়ে চলে।

বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীকে ১৬নং বিমান আর্মি সহায়তা করে।

প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীর সহায়তায় শত্রুর কিয়েলস্-রাডোম সেনাগ্রুপকে উৎসাদনের ভার পড়ে প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের উপর। এবং এই আর্মি গ্রুপটিকে শত্রুরক্ষাব্যূহের প্রথম রেখা থেকে ১২০ কিঃ মিঃ—১৫০ কিঃ মিঃ দূরবর্তী পিওত্রকো-ঝেসটোচোয়া রেখা কব্জা করতে হবে এবং সে কাজ আক্রমণ চলার দশ-এগার দিনের মধ্যেই করতে হবে। আরও স্থির হয় যে ব্রেসলাউয়ের দিকে আক্রমণ প্রসারিত করে সাইলেশিয়ার শিল্পাঞ্চল মুক্ত করা হবে।

পাঁচটি পদাতিক আর্মি, দুটি ট্যাঙ্ক আর্মি, তিনটি পৃথক ট্যাঙ্ক কোর ও একটি যান্ত্রিক কোর মিলে সাণ্ডোমিয়েঝ সেতুমুখ থেকে ব্রেসলাউ অভিমুখে প্রধান আঘাতটি হানবে। ১৩নং, ৫২নং এবং ৫নং গার্ড আর্মির সেনাবাহিনী এবং ৩নং গার্ড ও ৬০নং গার্ড আর্মির অংশবিশেষ একত্রিত হয়ে ৩৯ কিঃ মিঃ প্রশস্ত সেক্টরে শত্রুব্যূহ ভেদ করবে।

শক্ বাহিনী অর্জিত সাফল্যের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, স্থির হয় যে, দুটো ট্যাঙ্ক আর্মিকেই আক্রমণের প্রথম দিনে যুদ্ধে নামানো হবে এবং দিন ফুরাবার আগেই তাদের পিলিসা নদীর নিকটবর্তী হতে হবে এবং তারা শত্রুর নতুন ঘাঁটি স্থাপনার উদ্দেশ্যে পলায়নের সম্ভাব্য পথ বন্ধ করবে।

শত্রুর কিয়েল্স্-রাডোম সেনাগ্রুপকে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের ৩৩-এ শীর্ষক সেনাবাহিনীর সহায়তায় ঘিরে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে ২৫নং ট্যাঙ্ক কোরের সহায়তাপুষ্ট ৩নং গার্ড আর্মিকে স্‌ঝাইডলোউইকের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

দক্ষিণ দিক থেকে ফ্রণ্টের মূল বাহিনীকে আক্রমণের হাত থেকে যথোপযুক্ত-ভাবে রক্ষা করার জন্যে ৬০ নং আর্মিকে ক্র্যাকাউয়ের দিকে আক্রমণ হানতে হবে এবং চতুর্থ উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের ৩৮ নং আর্মির সহায়তায় তাকে অবশ্যই দখল করতে হবে।

এসমস্ত সেনাবাহিনী ২নং বিমান আর্মির পরিপোষকতা লাভ করবে। স্থির হয় যে, তিনশ থেকে সাড়ে তিনশ গভীরতা পর্যন্ত এসমস্ত অপারেশন চালানো হবে। তাদের উপর ন্যস্ত প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে, রাইফেল বাহিনীগুলির দৈনিক গড় অগ্রগতির হার হবে পনের থেকে আঠার কিঃ মিঃ এবং ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক বাহিনীগুলির ক্ষেত্রে সেটা হবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিঃ মিঃ।

আক্রমণের ব্যাপ্তি ও শত্রুর রক্ষণব্যবস্থার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য—যেমন, সুগভীরতা

ও বিশেষ করে ভিশচ্যুলা লাইন বরাবর সবল দুর্গব্যবস্থা হিসাবের মধ্যে ধরে ফ্রন্টের বাহিনীগুলি গভীরভাবে সন্নিবেশিত হয়। প্রথমিক মোক্ষম আঘাত হানতে সক্ষম প্রথম সারির সেনাবাহিনীর পাশাপাশি দ্বিতীয় সারির বাহিনী ও সাফল্যের সদ্-ব্যবহার করতে সক্ষম এধরনের গতিশীল বাহিনী ও বেশ কিছু রিজার্ভ বাহিনীরও সমাবেশ ঘটানো হয়। সেনাবাহিনীর সুনিবিড় সন্নিবেশের ফলে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করা, শক্ বাহিনীর পক্ষে সহজসাধ্য হয় এবং অপারেশন চলাকালীন আগুয়ান বাহিনীগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সহায়তা করাও সম্ভব হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের প্রথম অপারেশনগত সারি সাতটি আর্মি ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের বেলায় ছটি আর্মি নিয়ে গঠিত। এবং প্রথম বিয়েলো-রুশীয় ফ্রন্ট ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের দ্বিতীয় সারি যথাক্রমে ৩নং শক্ আর্মি ও ২১ নং এবং ৫৯ নং আর্মি নিয়ে গঠিত।

প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের গতিশীল সেনাগ্রুপ যথাক্রমে ১নং, ২নং ট্যাঙ্ক আর্মি ও ২নং ক্যাভেলরী কোর এবং ৩নং ও ৪নং আর্মি নিয়ে গঠিত। অবস্থা বিচার করে তাদের দুটির মধ্যে যে কোন একটিকে কাজে লাগানো হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী তারা অনেক দূর গভীর পর্যন্ত আক্রমণ চালাবে অথবা পদাতিক বাহিনী দ্রুতগতিতে না পারলে—তারা গিয়ে শত্রুর রক্ষা ব্যবস্থার কৌশলগত বলয় চূড়ান্ত ভাবে বিদীর্ণ করবে।

আক্রমণের উদ্যোগপর্বে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, ফ্রন্টের মজবুত শক্ বাহিনী গড়ার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাসের কাজ অত্যন্ত নিপুণভাবে সংগঠিত হয়।

যে সমস্ত পদাতিক ও ট্যাঙ্ক আর্মি, গোলন্দাজ কোর এবং ব্যূহভেদ করার জন্যে ডিভিসনকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড প্রথম বিয়েলোরুশীয় ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের শক্তিবৃদ্ধির জন্যে প্রেরণ করেন সেগুলিকে তিনশ থেকে আটশ কিঃ মিঃ দীর্ঘ এলাকা জুড়ে অল্পসময়ের মধ্যে নতুন করে সন্নিবেশ করা হয়।

যেখান থেকে আক্রমণ হানা হবে—সেই জায়গায় অর্থাৎ, মাগনাসঝ্যু, পুলাওই এবং স্যান্ডোমিয়েঝ সেতুমুখে সবসুদ্ধ ছটি পদাতিক ও তিনটি ট্যাঙ্ক আর্মি এবং তিনটি ক্যাভেলরী কোরের সন্নিবেশ ঘটানো হয়। শত্রুরক্ষাব্যূহের যে সেক্টরে ব্যূহ ভেদ করা হবে সেখানে সেনাবাহিনীর সুনিবিড় সমাবেশ ঘটান এবং প্রতিরক্ষা ব্যূহে সংহত শত্রুর তুলনায় লোকবল ও সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যাধিক্য অর্জনের জন্যে এই অতিরিক্ত সেনাসমাবেশ ঘটানো হয়। ফ্রন্টলাইনের প্রতি কিলোমিটার পিছু দুশ তিরিশটি থেকে আড়াইশটি কামান ও মর্টার, আশি থেকে একশ পনেরটি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয় কামান এবং তেরটি থেকে সতেরটি ইঞ্জিনিয়ারিং সেনাবাহিনীর কোম্পানী বরাদ্দ করা হয়।

অপারেশনের উদ্যোগ পর্বে আকস্মিকতার চমক সৃষ্টি করাটাই ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আক্রমণের নিশানা, সেতুমুখে সন্নিবেশিত সেনাবাহিনীসহ সমগ্র আক্রমণকারী বাহিনীর সৈন্যশক্তি ও আক্রমণের সময়সূচী সম্পর্কে ন্যাৎসী কম্যাণ্ডকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সমস্ত কারিগরি কাজকর্ম কেবলমাত্র রাতের অন্ধকারেই ধাপে ধাপে সারা হত। আক্রমণের জন্যে নির্ধারিত দিনের মাত্র চব্বিশ অথবা আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেই কেবল সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়। সেনাবাহিনী ও সামরিক সাজসরঞ্জামের চলাচল আড়াল করার উদ্দেশ্যে প্রায় নব্বুই কিঃ মিঃ লাইন বরাবর উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পর্দা খাটানো হয়।

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে, জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড, সোভিয়েত জার্মান ফ্রণ্টের মধ্য রণাঙ্গন থেকে শত্রুর সেনাবাহিনীকে অন্যত্র সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে পূর্ব প্রাশিয়া ও হাঙ্গেরীতে অপারেশন শুরু করার নির্দেশ দেন। এই অপারেশনগুলির ফলে, শত্রু সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের পার্শ্বভাগে সৈন্য স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়। পূর্ব রণাঙ্গনে মোতায়েন নাৎসী-জার্মানীর মোট চব্বিশটি প্যানজার ডিভিসনের মধ্যে এগারটি হাঙ্গেরীতে, ছ'টি পূর্ব প্রাশিয়ায় ও তিনটি বাল্টিক অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয় এবং সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের মধ্যে রণাঙ্গনের জন্যে রাখা হয় মাত্র চারটি প্যানজার ডিভিসন।

শত্রুকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্ট সরাসরি ওয়ারশ অভিমুখে এবং প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্ট শত্রুসেনাবাহিনীর বামপ্রান্তিক অংশকে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে ক্র্যাকাউ অভিমুখে আক্রমণ শুরু করার ভাণ করে। এবং তথাকথিত রণাঙ্গনে হাজারে হাজারে নকল ট্যাঙ্ক কামান ও মোটরযান মজুত করা হয়।

এ সমস্ত ব্যবস্থার দৌলতে, সোভিয়েত কম্যাণ্ড শত্রুর নজর থেকে আক্রমণ পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট সেনাবল ও আক্রমণের জন্যে নির্ধারিত সময়সূচী গোপন রাখতে সমর্থ হন। ফলে, প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের প্রকৃত শক্তি যেখানে মোট আটষট্টি ডিভিসন—সেক্ষেত্রে জার্মান পর্যবেক্ষণ বিভাগের ধারণা হল—ঐ ফ্রণ্টের সেনাশক্তির পরিমাণ একত্রিশ ডিভিশন সৈন্য। ১৯৪৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে, হিটলার, গোয়েন্দাসূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে জানান যে—আপাতত রুশরা ভিশ্চুলা ব্যূহের বিরুদ্ধে বড়রকম কোন আক্রমণ শুরু করবে না। তাঁকে সমর্থন করে হিটলার বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি না যে রুশরা আদৌ কোন আক্রমণের কথা ভাবছে।'[১২]

অপারেশনের সময় ব্যূহ ভেদ করার কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে সোভিয়েত কম্যাণ্ড, গোলন্দাজবাহিনী, বিমানবাহিনী ও ট্যাঙ্কবাহিনীকে যাতে সর্বতোভাবে কাজে লাগানো যায়, তার জন্যে যথেষ্ট যত্ন নেন।

আক্রমণের ক্ষেত্রে বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টকে গোলন্দাজবাহিনীর মাধ্যমে সহায়তা

করার জন্যে দুটি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আগুয়ান বাহিনীর দলবদ্ধ পর্যবেক্ষণী তৎপরতার ফলাফলের উপর নির্ভর করছে—কোন বিকল্প ব্যবস্থাটি অবলম্বিত হবে। আগুয়ান বাহিনীর আক্রমণ শুরু করার আগে পঁচিশ মিনিট ব্যাপী গোলাবর্ষণের কাজটি হচ্ছে প্রথম বিকল্প ব্যবস্থা। তারপর চলবে আগুয়ান বাহিনীর সহায়তায় দেড় থেকে দুই কিঃ মিঃ দূর পর্যন্ত একসার কামান থেকে এক ঘণ্টাব্যাপী অবিরাম গোলাবর্ষণ। পরে যখন ফ্রণ্টের মূল বাহিনী আক্রমণে অংশ নেবে—তখন দু'সার কামান থেকে গোলাবর্ষণের মাধ্যমে তাদের জোরালো সমর্থন জানানো হবে। শত্রু যদি আগুয়ান বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয় তখন সত্তর মিনিট ব্যাপী গোলাবর্ষণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিকল্প ব্যবস্থা প্রযুক্ত হবে।

প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের বেলায় ঠিক হয় যে আগুয়ান বাহিনী আক্রমণ শুরু করার আগে পাঁচ মিনিট ধরে গোলাবর্ষণ করা হবে। ফ্রণ্টের মূল বাহিনী আক্রমণে অংশ নেবার পর আক্রমণকারী বাহিনীর সহায়তায়, তিন কিঃ মিঃ দূর পর্যন্ত একশ সাত মিনিট ধরে গোলাবর্ষণের পরিকল্পনা করা হয়।

বিগত অপারেশনগুলির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১৬নং ও ২নং বিমান আর্মির মাধ্যমে সর্বাত্মক বিমান আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরী হয়। যথাক্রমে তিনটি পর্যায়ে এই পরিকল্পনাটি বিভক্ত: (১) গোলন্দাজবাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ রত পদাতিক ও ট্যাংক বাহিনীকে আকাশপথে সাহায্যদান; (২) শত্রুব্যূহ ভেদ করার সময় সুনির্বাচিত লক্ষ্যবস্তুর উপর হানাদারীর মাধ্যমে তাদের ধ্বংস সাধন ও শত্রুব্যূহের গভীরে আক্রমণকারী বাহিনীকে যথোপযুক্ত সহায়তা দান; (৩) ট্যাংক আর্মি ও ট্যাংক কোরকে পরিপোষকতা দান।

সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয়সাধন ও পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়। কম্যাণ্ড-স্টাফ মহড়াকালীন আসন্ন অপারেশন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় ভালভাবে তলিয়ে দেখা হয়। বাস্তব অবস্থার অপারেশনগত পটভূমিতে ৮ই ডিসেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টে মহড়াগুলি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শত্রুর কৌশলগত প্রতিরক্ষা বলয়ে ব্যূহভেদকালীন আক্রমণোদ্যত পদাতিক, গোলন্দাজবাহিনী ও বিমানবাহিনীর অপারেশনগত বিন্যাস এবং ট্যাংক আর্মি ও ট্যাংক কোরকে যুদ্ধে নিয়োগ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সমন্বয়-সাধন সংক্রান্ত যাবতীয় সবকিছু আয়ত্ত করা হয়। ১২ই ডিসেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আর্মিগুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ মহড়া সংঘটিত হয়।

রেলপথ-রাজপথ প্রভৃতির পুনর্গঠন, সরঞ্জাম প্রভৃতি জমায়েত, মোটরযান মেরামতি ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সংগঠন ইত্যাদি যুদ্ধের ক্ষেত্রে অপরিহার্য সংগঠনী কাজকর্মের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। অপারেশনের উদ্যোগপর্বে তিন থেকে চার কিস্তি অস্ত্রশস্ত্র ট্যাংক ও গোলন্দাজ বিভাগের জন্যে মজুত করা হয়।

মোটর যানের জন্যে চার কিস্তি ও বিমানবহরের জন্যে নয় থেকে চোদ্দ কিস্তি জ্বালানি মজুত করা হয়। এভাবে সমগ্র অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু মজুত করা হয়।

যেহেতু যুদ্ধটি মিত্রদেশ পোল্যাণ্ডের মাটিতে ঘটছে তাই তার বিশেষ অবস্থার কথা খেয়াল রেখে, সেনানায়ক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষকগণ সোভিয়েত সৈন্যদের কাছে মুক্তির দূত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর তাৎপর্যমণ্ডিত ভূমিকার কথা ব্যাখ্যা করেন। বিদেশী রাষ্ট্রের মাটিতে বিশেষ আচরণবিধি সম্পর্কে প্রতিটি সৈনিককে ওয়াকিবহাল করা হয়। হেড কোয়ার্টার ও ইউনিটগুলিতে সোভিয়েত-পোল মৈত্রী সমিতি গঠন করা হয় এবং এই সমিতির কাজ হবে পোল জনগণের কাছে পোল জনগণের মুক্তিদাতারূপে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে চিত্রিত করা।

৩। ভিশ্চুলা প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ

আগেই বলা হয়েছে যে ভিশ্চুলা ও ওডারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভ্যেরমাখ্ট সাত-সাতটি প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করে। ব্যূহগুলির মধ্যে আবার ভিশ্চুলা নদীর পশ্চিম তীর বরাবর নির্মিত রক্ষাব্যূহটি কারিগরি দিক থেকে সবচেয়ে সুরক্ষিত। দুটি প্রতিরক্ষা বলয় নিয়ে ব্যূহটি গঠিত এবং প্রতিটি বলয়ে আবার সেনা অধ্যুষিত দুই বা ততোধিক ঘাঁটি বর্তমান। প্রতিরক্ষা বলয়গুলির মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থা এমন যে, প্রয়োজন মতো একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা বলয়ের সঙ্গে ওয়ারশ, রাডোম, কিয়েলস্ এবং টার্নাউ শহর যুক্ত হয়ে শত্রুর সত্তর কিঃ মিঃ বিশিষ্ট কৌশলগত প্রতিরক্ষা বলয়টি সৃষ্টি হয়েছে। সেখানেই রয়েছে তার নিকটতম রিজার্ভ বাহিনী। প্রথম বিয়েলো-রুশীয় ফ্রন্ট ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের উপর শত্রুর এই শক্তপোক্ত প্রতিরক্ষা বলয়কে কব্জা করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এবং ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের (১২ই—১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৫) প্রথম পর্যায়ের প্রধান কাজও এটা।

১২ই জানুয়ারী ভোর পাঁচটায় এক দফা গোলাবর্ষণের পর, প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের রাইফেল ডিভিসনের আগুয়ান ব্যাটালিয়ানগুলি আক্রমণ শুরু করে। তাদের আক্রমণের ফলে শত্রুর গোলাবর্ষণের ব্যবস্থা ও প্রথম প্রতিরক্ষা বলয়ের সুরক্ষা ব্যবস্থার সবকিছুই জানা যায় এবং তার ভিত্তিতে কামান থেকে গোলা বর্ষণের ব্যবস্থায় রদবদল করা হয়। তারপর সকাল দশটায় চলে দু'ঘণ্টাব্যাপী কামান থেকে গোলাবর্ষণ।

আবহাওয়া প্রতিকূল থাকার দরুন বিমানবাহিনী আক্রমণে যোগ দিতে পারেনি। কিন্তু কামান থেকে মোক্ষম গোলাবর্ষণের ফলে শত্রুর প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এবং তার কৌশলগত রক্ষাবলয়ে সৈন্য পরিচালনা ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায়। তবুও সে জোরদার প্রতিরোধ জারী রাখে। কৌশলগত রক্ষাবলয়ে ব্যূহভেদের

কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্যে প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক, মার্শাল কোনিয়েভ আক্রমণের প্রথম দিনেই গতিশীল সেনাগ্রুপের অন্তর্গত ৩নং ও ৪নং ট্যাঙ্ক আর্মি এবং ২৫নং, ৩১নং ও ৪নং ট্যাঙ্ক কোরকে যুদ্ধে নিয়োগ করে।

প্রথম দিনের অপারেশনের শেষে, দু' হাজারেরও বেশি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয় কামান নিয়ে গঠিত এই বিশাল ট্যাঙ্ক বহরটি স্যান্ডোমিয়েঝ সেতুমুখের মুখোমুখি পঁয়ত্রিশ কিঃ মিঃ প্রশস্ত সেক্টরে শত্রুর প্রতিরোধ চূর্ণ করে দিয়ে পনের থেকে কুড়ি কিঃ মিঃ অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় দিন সকালে নাৎসী কম্যান্ড চমিয়েলনিকের উত্তরাঞ্চল থেকে ২৪নং প্যানজার গ্রুপের মাধ্যমে পাল্টা আক্রমণ হানে। প্রবল সংঘর্ষের মাধ্যমে ৪নং সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আর্মি ও ১৩নং পদাতিক আর্মি জয়ী হয়। তারা শত্রুর ক্ষতিগ্রস্ত প্যানজার ডিভিসনের অবশিষ্টাংশকে কিয়েলস্ অঞ্চলের দিকে তাড়িয়ে দেয়।

দু'দিনব্যাপী কঠিন লড়াইয়ের পর প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষাব্যূহের প্রথম ও দ্বিতীয় বলয়ে প্রবেশ করে ও বিদীর্ণ ব্যূহের ফাটলকে ষাট কিঃ মিঃ প্রশস্ত করে তোলে এবং পলায়নপর শত্রুকে ধাওয়া করে।

১৪ই জানুয়ারী তারিখে, প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। পঁচিশ মিনিটব্যাপী কামান থেকে জোরদার গোলাবর্ষণের পর, নববলে বলীয়ান প্রথমে রাইফেল ব্যাটেলিয়ান এবং তারপর প্রথম সারির মূলবাহিনী একশ' কিলোমিটারেরও বেশি রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণ শুরু করে।

আক্রমণের প্রথম দিনে ৬৯নং ও ৩৩নং আর্মি পুলাওই সেতুমুখ থেকে অগ্রসর হয়ে শত্রুর রক্ষা ব্যবস্থায় প্রায় কুড়ি কিঃ মিঃ দূর গভীর পর্যন্ত এক ফাটল সৃষ্টি করে। ৯নং ও ১১নং ট্যাঙ্ক কোরকে সময়মতো নিয়োগ করার ফলে, রাইফেল বাহিনীর আক্রমণ তীক্ষ্ণতর হয় এবং তাদের অগ্রগতি দ্রুততর হয়।

পুলাওই ও স্যান্ডোমিয়েঝ সেতুমুখ থেকে আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুব্যূহে এক গভীর ফাটল সৃষ্টি করে। তার ফলে এই দুই সেতুমুখের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থানরত শত্রুর ভিশ্চুলা প্রতিরক্ষী বাহিনীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। ঘেরাও হবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়াতে তারা দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

ম্যাগনাসজ্যু সেতুমুখ থেকে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের অন্তর্গত ৫নং শক্ বাহিনী ও ৮নং গার্ড আর্মির আক্রমণ কিন্তু ততটা সফল হয়নি। তাদের ব্যূহভেদের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার জন্যে এই আর্মি গ্রুপের সেনানায়ক, ১৫ই জানুয়ারী সকালে ১নং ট্যাঙ্ক আর্মিকে যুদ্ধে নিয়োগ করে এবং তার আগুয়ান ব্রিগেডগুলি প্রথম দিনেই এক ধাক্কায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিঃ মিঃ এগিয়ে গিয়ে পিলিকা নদীর নিকটবর্তী হয়।

ঐ দিনই ৪৭নং আর্মি ভিশ্চুলা সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করে ওয়ারশর উত্তর দিকে আক্রমণ শুরু করে। ১৬ই জানুয়ারী, ২নং ট্যাঙ্ক ও ২নং ক্যাভেলরী

কোর বিদীর্ণ ব্যূহের ফাটলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ওয়ারশকে ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে ধেয়ে যায়। দিনের শেষে ট্যাংকবাহিনী ওয়ারশর আশি কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সোচাকজুয়ে মুক্ত করে। এই ঘটনা ও তারই সঙ্গে ওয়ারশর উত্তরাঞ্চলে ৪৭নং আর্মির সফল অগ্রগতি—উভয়ে মিলে ওয়ারশ-নাৎসী সেনাগ্রুপের সামনে অবরুদ্ধ হওয়ার আশংকা সৃষ্টি করে।

সমস্ত অবস্থাটা ভেয়রমাখ্টের স্থলবাহিনীর জেনারেল স্টাফ বিচক্ষণতা সহকারে বিচার করে দেখেন এবং তারা ওয়ারশ রক্ষী বাহিনীর সেনাধ্যক্ষকে শহর থেকে সরে আসার নির্দেশ দেন। ১৬ই জানুয়ারী রাত্রিতে নাৎসী সৈন্যবাহিনীর শহর ত্যাগ শুরু হয়। এই সংবাদ পেয়ে হিটলার একদম রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে শহর ছেড়ে আসার জন্যে যারা হুকুম দিয়েছে সেই স্টাফ অফিসারদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। তিনি জেনারেল স্টাফ-প্রধান জেনারেল গুডেরিয়ানকে বিষয়টা তদন্ত করে দেখার জন্যে নির্দেশ দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। ভাঙা রক্ষাব্যূহ আর জোড়া লাগানো সম্ভব নয়।

১৬ই জানুয়ারী রাত্রিতে ওয়াজস্কো পোলস্কীর ১নং আর্মির মূল বাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হয়ে ওয়ারশ পৌঁছে যায়। পরের দিন সকালে তারা ১৬নং সোভিয়েত বিমান আর্মির পরিপোষকতায় এবং ৬১নং ও ৪৭নং আর্মির অংশ বিশেষের সঙ্গে একযোগে শত্রুর বিরুদ্ধে ওয়ারশর রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ শুরু করে।

দিনের শেষে ওয়ারশ নগরী মুক্ত হয়। ওয়ারশ রক্ষীবাহিনীর সৈনাধ্যক্ষ অর্থাৎ ওয়াজস্কো পোলস্কীর ২নং ডিভিসনের সেনানায়ক, জেনারেল জে. রাত-কিউউইক্ঝ এবং শহরের প্রথম সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল এস. জানোয়স্কী—এই নাম দুটি ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে।

মুক্ত শহরটি যেন এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ। একদা সুন্দর ওয়ারশ নগরীকে নাৎসীরা বর্বরভাবে ধ্বংস করেছে। দৃশ্যটা সত্যই করুণ। হানাদারদের হাতে পড়ে শহরের যাবতীয় ঐতিহাসিক ও মূল্যবান ভাস্কর্য ও বৈজ্ঞানিক সম্পদ হয় লুণ্ঠিত নয়তো বিধ্বস্ত। তারা শহরের বৃহত্তম উপাসনাগার, সেন্ট জন ক্যাথেড্রালকে উড়িয়ে দিয়েছে; তারা রাজপ্রাসাদ, অপেরা ও ব্যালে ভবনকে ধ্বংস করেছে। তারা পাঠাগারগুলিকে পুড়িয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে পুড়ে গিয়েছে শত সহস্র পোল ও বিদেশী ভাষায় লিখিত পুঁথি, প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত গ্রন্থ, মানচিত্র ও সচিত্র-মানচিত্র। ১৯৩৯ সালে এই শহরটির অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ১০ হাজার। মুক্ত শহরে দেখা গেল—রয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ৬২ হাজার অধিবাসী।

ওয়ারশ মুক্তির সংবাদ চারদিকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। পরের দিনই আবাসিকরা শহরে ফিরতে থাকে। পোল জনগণ উল্লাসভরে তাদের মুক্তিদাতাদের

অভিনন্দন জানায়। সর্বত্র তাৎক্ষণিক সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও ওয়াজস্কো পোলস্কীর সৈন্যদের আন্তরিক অভ্যর্থনা ও সম্ভাব্য সাহায্যদানের জন্যে প্রতিটি পোল কৃতজ্ঞ চিত্তে এগিয়ে আসে। ঐ দিনই রোলস্লাউ বেইরুটের নেতৃত্বাধীন পোল সরকারের নেতৃবৃন্দ শহরে প্রবেশ করেন।

পোল প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার সোভিয়েত সরকারকে যে চিঠিখানি পাঠান তাতে রয়েছেঃ 'আমরা আমাদের নির্যাতিত রাজধানী ওয়ারশ ও তার সঙ্গে আমাদের লক্ষ কোটি ভাই ও বোন এবং সহস্র সহস্র গ্রাম ও শহরের মুক্তিতে আনন্দিত। আমরা সমগ্র পোল জাতি ও জনগণের পক্ষ থেকে তার জন্যে বীর লাল ফৌজ ও সমগ্র সোভিয়েত জনগণের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।'

ইতিমধ্যে পুলাওই সেতুমুখ থেকে সংসাধিত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণ বেশ সফলভাবে অগ্রসর হয়। প্রাক্তন নাৎসী জেনারেল কুর্ট টিপেলস্কার্চের মতে, ১৫ই জানুয়ারীর বিকেল নাগাদ 'ভিশ্চুলা ও পিলিকা নদীর মধ্যবর্তী সেক্টরে সংগঠিত জার্মান ফ্রন্ট বলতে আর কিছু রইল না। ৯নং আর্মির সেনা ইউনিট-গুলির উপর মস্ত বিপদের খাঁড়া ঝুলতে লাগল।'[১৩]

১৬ই জানুয়ারী, ৬৯নং আর্মি, জার্মান রক্ষাব্যূহের নিকটতম শক্তিশালী অপারেশন-ঘাঁটি রাডোম অধিকার করে এবং ৩৩নং আর্মি স্ঝাইডলোউইকের নিকটবর্তী হয়।

ভোরমাখ্‌ট কম্যান্ড, ঘেরাওয়ের মুখে বিপন্ন ঘাঁটিগুলি থেকে সেন্য অপসারণ করে আগে থেকে তৈরী বুঝুরা, রাওকা ও পিলিকা নদী বরাবর রেখা ধরে এক অবিচ্ছিন্ন রক্ষাব্যূহ নির্মাণ করার জন্যে সচেষ্ট হয়। কিন্তু প্রথম উক্রাইনীয় ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক ইউনিটগুলির দ্রুত অগ্রগতির ফলে সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

১৭ই জানুয়ারী কিয়েলস্ অধিকারের পর, ৫২নং ও ৫নং গার্ড আর্মি, ৩নং ট্যাঙ্ক আর্মি অর্জিত সাফল্যকে প্রসারিত করে স্যাণ্ডোমিয়েঝ রণাঙ্গনে ঝেটোচোয়া, রাডোমস্কো ও কয়েকটি ছোট-খাট শহর অধিকার করে। অতএব সাইলেশিয়ার শিল্পাঞ্চলের পথ উত্তরদিক থেকে উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং দক্ষিণদিকের পথ ক্র্যাকাউয়ের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে। এই রণাঙ্গনে নাৎসী কম্যাণ্ডের ভরসা-স্থল হলেন জেনারেল শুলৎস ও তাঁর নেতৃত্বাধীন ১৭নং পদাতিক আর্মি। সেদিক পানে এগিয়ে আসছে প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অন্তর্গত ৫৯নং ও ৬০নং আর্মি এবং চতুর্থ উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অন্তর্গত ৩৮নং আর্মি।

প্রচণ্ড বাধাদানের পর, সংখ্যাগুরু সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চাপের মুখে শত্রু পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৮ই জানুয়ারী নাগাদ প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলি ক্র্যাকাউয়ের প্রবেশদ্বারে এসে উপস্থিত হয় এবং নাওই সাচঝের নিকটবর্তী হয় ৩৮নং আর্মি।

অতএব, ১৭ই জানুয়ারী নাগাদ অর্থাৎ, নির্ধারিত দিনের চার-পাঁচ দিন আগেই উত্তর দিক থেকে প্রথম উক্রাইনীয় ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীগুলি এবং দক্ষিণদিক থেকে চতুর্থ উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা অভিযান চালিয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার পরিকল্পিত ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশন সংক্রান্ত আশু কর্তব্য সংসাধিত করে। তার কৌশলগত প্রতিরক্ষা বলয় বিদীর্ণ হওয়ার ফলে, শত্রুর রণনৈতিক ফ্রন্টে যে ফাটল সৃষ্টি হয় সেটা পাঁচশ' কিঃ মিঃ দীর্ঘ এবং একশ' থেকে একশ' ষাট কিঃ মিঃ গভীর। শত্রুর আর্মিগ্রুপ 'এ'-র মূল বাহিনী বিধ্বস্ত হয়।এবং ওয়ারশ, রাডোম, কিয়েলস্, ঝেটোচোয়া, রাডোমস্কো ও শত শত জনপদ মুক্ত হয়। টিপ্পেলস্কার্চের মনে পড়ছে যে—সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। তার ফলে প্রথম সারির নাৎসী সেনাবাহিনীই শুধু নয় বেশ কিছু চলমান রিজার্ভ সেনাবাহিনীও বিধ্বস্ত হয়।

জার্মানীর অভ্যন্তর ও তার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র রুঢ়ের পরেই যার স্থান সেই সাইলেশিয়ার দিকে পথ এখন উন্মুক্ত।

৪। পোলাণ্ডের মুক্তি

গোয়েবেল্সের প্রচার দপ্তর যাকে দুর্ভেদ্য বলে রটিয়েছিল এবং হিটলারও ব্যক্তিগত ভাবে যা বিশ্বাস করতেন সেই ভিশ্চুলা প্রতিরক্ষাব্যূহ পতনের ফলে ভেরমাখ্টের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের শাস্তিভোগ করতে হয়। আর্মি গ্রুপ 'এ'র অধিনায়ক জেনারেল জোসেপ হার্পি ও ৯নং পদাতিক আর্মির সেনানায়ক জেনারেল স্মাইলো ফ্রেইহের ফন লুৎউইৎসকে ভিশ্চুলা রণাঙ্গনে বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী করা হয় এবং তাঁদের পদচ্যুত করা হয়। ওডার পর্যন্ত অবশিষ্ট ঘাঁটিগুলিকে রক্ষা করার জন্যে নতুন করে পরবর্তী পরিকল্পনা রচিত হয়।

এখন তাদের সামনে তৃতীয় রাইখের সীমান্ত রক্ষার সমস্যা। অতএব আর্মিগ্রুপ 'এ'-র নতুন অধিনায়ক জেনারেল স্কোর্নার ও নবম পদাতিক আর্মির নতুন সেনানায়ক জেনারেল বুসে সহ—নাৎসী জেনারেল হেডকোয়ার্টার তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁরা চেয়েছিলেন যে, প্রতিরক্ষা সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হোক্ এবং ইতিমধ্যে প্রতি আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ বাহিনী গড়ে উঠবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে OKW বা জার্মান হাইকম্যাণ্ড, সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের অন্যান্য সেক্টর, জার্মানীর অভ্যন্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রন্ট থেকে পাঁচটি পদাতিক ডিভিসন এনে জড়ো করেন। বিশেষ করে, স্ট্রাসবুর্গ অঞ্চলে মার্কিন ৭নং আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত টাস্কফোর্স থেকে দুটি ডিভিসন সরিয়ে আনা হয়।

অতএব সাইলেশিয়াকে রক্ষা করার জন্যে নাৎসী কম্যাণ্ড প্রথম ও উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সংযোগস্থলে বারটি পদাতিক ও প্যানজার ডিভিসন জমায়েত করেন।

রণনৈতিক অপারেশনের প্রথম পর্ব শেষ হবার পর, সোভিয়েত জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড, শত্রুর রিজার্ভ বাহিনীকে নির্মূল করার জন্যে ও শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যুহ ভেদ করে ওডার নদীর নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে পলায়নপর শত্রুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সোভিয়েত সেনাগ্রুপের পরবর্তী কর্মসূচী নির্ধারিত করেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারীর আগেই বাইদগোসঝকুঝ-পোজনাস রেখায় পেঁছানোর জন্য প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টকে নির্দেশ দেওয়া হল। ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে —মূল বাহিনী নিয়ে ব্রেসলাউ অভিযানের মাধ্যমে ওডারের নিকটবর্তী হয়ে তার পশ্চিমতীরস্থ সেতুমুখগুলি দখল করার জন্যে প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ফ্রন্টের বামপ্রান্তিক বাহিনী ৫৯ নং ও ৬০ নং আর্মি দুটি ক্র্যাকাউ মুক্ত করবে এবং দক্ষিণদিক থেকে অগ্রসর হয়ে কয়লা অধ্যুষিত দাব্রোয়া অববাহিকা ঘিরে ফেলবে। এই সমস্ত কাজ পলায়নপর শত্রু সেনাকে ধাওয়া করার মাধ্যমে সারতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই শক্তিশালী প্রতিরোধকেন্দ্র অর্থাৎ জনাকীর্ণ অঞ্চলগুলিকে দখল করার জন্যে যুদ্ধ করা চলবে না। সেগুলিকে এক ধাক্কায় জয় করতে হবে কিংবা পাশ কাটিয়ে যেতে হবে অথবা সেগুলিকে পেছনে ফেলে আগুয়ান সেনাবাহিনীকে এগিয়ে যেতে হবে।

এই পদ্ধতিতে সোভিয়েত সেনাবাহিনী লোডঝ, পোজলান ও বাইদগোসঝকুঝকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। ১নং ট্যাংক আর্মির প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ মার্শাল এম. ওয়াই কাটুকভ বলঝেন, "১৯৪৫ এর জানুয়ারী মাসের মধ্যে এবিষয়ে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে যে জনাকীর্ণ অঞ্চল মুক্ত করা ট্যাংক বহিনীর প্রধান কাজ নয়। শত্রুর সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করা, তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃংখলা সৃষ্টি, তার ব্যুহের পশ্চাদ্‌ভাগে আতংক সৃষ্টি করা, তার আগুয়ান বাহিনীগুলির পিছুহটার রাস্তা বন্ধ করা অথবা রিজার্ভ বাহিনীকে সরবরাহের পথ জুড়ে দাঁড়ানো প্রভৃতির কাজকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।"[১৪]

শত্রুকে অনুসরণ করার মাধ্যমে ট্যাংক আর্মি ও ট্যাংককোর এবং যান্ত্রিক বাহিনীর কোরগুলি পদাতিক বাহিনীকে প্রায় পঞ্চাশ থেকে আশি কিঃ মিঃ পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। তাদের পিছু পিছু ফ্রন্টের বিমান বাহিনীর মদত পুষ্ট রাইফেল ইউনিটগুলি গড়ে দৈনিক সর্বোচ্চ তিরিশ কিঃ মিঃ গতিতে এগিয়ে চলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কর্ণেল আই. আই. গুসাকভস্কীর পরিচালনাধীন ১ নং গার্ড ট্যাংক আর্মির অন্তর্গত ৪৪ নং ট্যাংক ব্রিগেডের ১১ নং গার্ড ট্যাংক কোর সরাসরি হামলা চালিয়ে হচ্‌ওয়াল্ডের অন্তর্গত মেসেরিৎস দুর্গায়িত অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং কুশ্চিনের দক্ষিণে ওডারের নিকটবর্তী হয়। ১লা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে ব্রিগেডটি নদী অতিক্রম করে একটি সেতুমুখ অধিকার করে। দুদিন ধরে সোভিয়েত

ট্যাঙ্ক সেনারা সেতুমুখটির উপর দখল বজায় রাখার জন্যে ভয়ংকর যুদ্ধে রত থাকে। শত্রুর পাল্টা আক্রমণগুলি প্রতিহত করে তারা মূলবাহিনী না আসা পর্যন্ত তাদের দখল বজায় রাখে।

শত্রুকে ধাওয়া করার মাধ্যমে, প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সৈন্যবাহিনী পোজনান এবং স্চনেইডেমুলে অবস্থানকারী শত্রু সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলে। ২৯ শে জানুয়ারী তারা খোদ জার্মানীর মাটি স্পর্শ করে। সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর পক্ষে এটা এক মস্ত ঘটনা। এই উপলক্ষে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রতিটি ইউনিটে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সৈন্যরা বলতে থাকে: 'আমরা গত সাড়ে তিন বছর ধরে যার জন্যে চেষ্টা করেছি, যার স্বপ্ন দেখেছি এবং যার জন্যে রক্ত দিয়েছি তা আজ অবশেষে অর্জন করলাম।' সেনাবাহিনীর যুদ্ধের উম্মাদনা এক কথায় তুঙ্গে।

এক্ষেত্রে যা সম্ভব সেরকম যাতে বাড়াবাড়ি রকমের কিছু না ঘটে তার জন্যে সোভিয়েত সরকার সেনাবাহিনীকে জার্মান জনগণের প্রতি মানবিক আচরণ করার জন্যে নির্দেশ দেন। এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, সেনানায়ক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষকগণ সমস্ত ইউনিটের লোকজনদের মধ্যে ব্যাখ্যামূলক প্রচার চালাতে থাকেন। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সৈন্যরা তাদের ঐতিহাসিক মুক্তিদাতার ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সোভিয়েত নাগরিকোচিত সভ্যভব্য ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করে।

প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর দ্বারা সাইলেশিয়ার শিল্পাঞ্চল অধিকৃত হওয়ার ঘটনাটা সামরিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। তার ফলে, বার্লিন অভিমুখে অভিযাত্রী সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পার্শ্বভাগ সুরক্ষিত হয়।

জেনারেল হেডকোয়ার্টারের সুপ্রীম কম্যান্ড সাইলেশিয় শিল্পাঞ্চল অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ প্রায় বারো ডিভিসন নাৎসী সেনা সেখানে মোতায়েন ছিল। তাদের নির্মূল করার পরই কেবল প্রাগ অভিমুখে এগিয়ে যাবার পথ উম্মুক্ত হয়। সোভিয়েত কম্যান্ড তখন তার প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনীর বাম পার্শ্বভাগের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন। দ্বিতীয়তঃ, মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে একটা মোটামুটি বোঝাপড়া হয় যে, যুদ্ধের পর সাইলেশিয়ার শিল্পাঞ্চলকে পোল্যান্ডের কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং তার শিল্পোৎপাদন ক্ষমতাকে সে দেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে জীইয়ে তোলার কাজে ব্যবহার করা হবে।

ক্রিমিয়া সম্মেলনে সমবেত তিনটি বৃহৎ শক্তির প্রধানগণ পোল্যান্ড সমস্যা নিয়ে আলোচনায় যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। পোল সমস্যার অন্যতম বিষয় হল পোল ভূখণ্ডের সম্প্রসারণ ও তার যুদ্ধোত্তর সীমান্ত নির্ধারণ। সম্মেলন থেকে প্রচারিত ইস্তাহারে এটা অংশতঃ মেনে নেওয়া হয় যে 'পোল্যান্ড উত্তর ও পশ্চিম

দিকে বেশ কিছু জায়গা লাভ করবে।'[১৫] পশ্চিমাঞ্চলীয় ভূখণ্ডের অন্যতম হল সাইলেশিয়ার শিল্পাঞ্চল এবং আশু কাজ হচ্ছে পোল্যাণ্ডের স্বার্থে তাকে অটুট অবস্থায় দখল করা। এবিষয়ে তাঁর স্মৃতিকথায় প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক মার্শাল আই. এস. কোনিয়েভ বলছেন, 'আমরা তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হলাম এবং তা শেষ পর্যন্ত একটাতে এসে ঠেকে: সামান্য ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে সাইলেশিয়ায় অবস্থানকারী শত্রুসেনাগ্রুপকে ধ্বংস করা এবং আমাদের যথাসম্ভব সাইলেশিয়ার শিল্পসংস্থাগুলিকে রক্ষা করে এই কাজটা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।'

"আমরা উত্তর ও দক্ষিণদিক থেকে সাইলেশিয়া আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিয়ে পদাতিক বাহিনীর সহায়তায় ট্যাংকবাহিনীর মাধ্যমে জায়গাটাকে ব্যাপকভাবে ঘিরে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই অবরোধের সম্মুখীন হয়ে নাৎসীরা নিশ্চয় খোলা জায়গায় চলে আসবে এবং তখন তাদের আমরা নির্মূল করতে পারবো।'[১৬]

এই লক্ষ্য সামনে রেখে, ৩নং ট্যাংক আর্মি ব্রেসলাউয়ের পথে পশ্চিমদিকে চলতে চলতে হঠাৎ একেবারে নব্বুই ডিগ্রী দক্ষিণদিকে ঘুরে গিয়ে ওডার নদীর পূর্বতীর বরাবর চলতে থাকে। এ প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ্য যে, চলমান ট্যাংকবাহিনীর পক্ষে এভাবে বিপরীত দিকে দিক পরিবর্তন সহজ ব্যাপার নয় এবং তার ষোল আনা কৃতিত্বের অধিকারী হলেন ট্যাংক বহরের অধিনায়ক জেনারেল পি. এস. রাইবালকো। তিনি এভাবে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত এবং এবারও তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর দ্রুত দিক পরিবর্তন করেন। ২৭শে জানুয়ারী নাগাদ, আগুয়ান ইউনিটগুলি নির্ধারিত এলাকায় পেঁছে যায়। নাৎসী সৈন্যরা এতদিন পর্যন্ত প্রাণপণে প্রতিরক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু এই আকস্মিক দুঃসাহসী তৎপরতার সম্মুখীন হয়ে ওডার নদীর অপর পারে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করতে থাকে।

৩নং ট্যাংক আর্মি যখন দক্ষিণদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন ২১নং, ৫৯নং ও ৬০নং আর্মি তিনটি যথাক্রমে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণদিকে আক্রমণ চালিয়ে সাই-লেশিয়া শিল্পাঞ্চলের নিকটবর্তী হয়। সেখানে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়। ফ্রন্টের সদর দপ্তরের হিসাব মতো সাইলেশিয়া শিল্পাঞ্চলে, অর্থাৎ, কাটোভিস, ওপোলে ও রাতিবোরে শত্রু নয় ডিভিসন পদাতিক ও দুটি প্যানজার ডিভিসন এবং কয়েকটি সম্মিলিত বাহিনী জড়ো করেছে। সৈন্য ও অফিসার মিলিয়ে তার সংখ্যা হবে প্রায় এক লক্ষের মতো। সরাসরি যুদ্ধে এবং বিশেষ করে শত্রু সেনাবাহিনীকে যদি ঘেরাও করা হয় তাহলে রক্তপাত ও ধ্বংস অনিবার্য। তাকে এড়াবার জন্যে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের কম্যাণ্ড একটি অভিনব পরিকল্পনা কার্যকরী করা মনস্থ করেন। তাঁরা ঠিক করেন যে সাইলেশিয়া-শত্রুসেনাগ্রুপকে কড়াকড়িভাবে ঘেরাও করা হবে না—যদিও সে সামর্থ্য মার্শাল

কোনিয়েভের পুরোপুরি সে সময় ছিল। ২৮শে জানুয়ারী নাগাদ রাইবালকো পরিচালিত ট্যাংক আর্মির ইউনিটগুলি নিউডর্ফের নিকটবর্তী হয় এবং সেখান থেকে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে সাইলেশিয়ায় অবস্থানকারী শত্রুসেনা গ্রুপের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে। ইতিমধ্যে ৬০নং আর্মি দক্ষিণদিকে আক্রমণ চালিয়ে ওসভিসিম অধিকার করে এবং মৃত্যু শিবির থেকে বন্দীদের মুক্ত করে। সোভিয়েত সৈন্যরা নিজেদের চোখে নাৎসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত জঘন্য অপরাধের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির ফলে, নাৎসীরা তাদের অপরাধের প্রমাণ লোপাট করতে পারেনি। বন্দীশালার ছটি গুদাম ঘরে নিহত বন্দীদের বারো লক্ষ পোষাক ও অন্তর্বাস আবিষ্কৃত হয় এবং ওসভিসিম মৃত্যু শিবিরের চামড়ার কারখানায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার নারীর মাথা মুড়িয়ে নেওয়া মোট সাত হাজার কিলোগ্রাম ওজনের চুল পাওয়া যায়। এক বিশেষজ্ঞ কমিশনের মতে, একমাত্র এই শিবিরেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, রুমেনিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও অন্যান্য দেশের চল্লিশ লক্ষেরও বেশি নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে।

আর একটু চেষ্টা করলেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী নাৎসী সেনাদের চারপাশে বেষ্টনীর বৃত্তটি সম্পূর্ণ করতে পারত; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সাইলেশিয়ার শিল্প অঞ্চলকে অটুট অবস্থায় অধিকার করা। অতএব সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য পূরণের জন্যে আবেষ্টনী রচনা স্থগিত রাখতে হবে এবং শত্রুকে 'ফাঁদ' থেকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হবে।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে যে মনোভঙ্গী সক্রিয় ছিল সে প্রসঙ্গে মার্শাল কোনিয়েভ বলছেন: 'আমি যখন উত্তরদিক থেকে আগুয়ান রাইবালকোর সেনাবাহিনীর দিকে গাড়ীতে করে যাচ্ছিলাম, তখনই আমার মনে এই দ্বিতীয় চিন্তা উদয় হল। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সাইলেশিয়ার শিল্পাঞ্চলকে অক্ষত অবস্থায় অধিকার করা; অতএব নাৎসীরা ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাক্। পরে আমরা তাদের খোলা ময়দানে নির্মূল করবো। অথচ শত্রুবাহিনীকে পরিবেষ্টন করাটা হচ্ছে যুদ্ধবিদ্যার সবচেয়ে বড় অপারেশনগত সাফল্য। আমি হঠাৎ কি করে তাকে বর্জন করি? সুতরাং আমরা যারা পেশাদার সৈনিক—আমরা বরাবরই শত্রুকে ঘিরে ফেলতে অভ্যস্ত। তার সরবরাহ পথ বিচ্ছিন্ন করে তাকে বেষ্টনী থেকে বেরুতে না দিয়ে নির্মূল করার তত্বে বিশ্বাসী। হঠাৎ কি করে আজ আমারই বহুল প্রচারিত তত্বের ব্যতিক্রম ঘটাবো।"[১৭]

ফ্রন্ট অধিনায়কের মন আরও উদ্বেলিত হয়। কারণ, রাইবালকোর বাহিনী ক্রমশঃ বেষ্টনীর নিকটবর্তী হচ্ছে। এবং শত্রুকে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে দিলে রাইবালকোর বাহিনীকে আবার পশ্চিমদিকে দ্রুত ঘুরিয়ে দিতে হবে।

অতএব সমস্ত কিছুর ভালমন্দ বিচার করে, ফ্রন্টের অধিনায়ক শত্রু সৈন্যদের

সাইলেশিয়ার কয়লা অধ্যুষিত অববাহিকা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে একটি সংকীর্ণ সড়ক খুলে দিলেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তাঁর সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য পুরোপুরিভাবে প্রতিপন্ন করে।

শুধু নাৎসীদের জন্যে সড়ক উন্মুক্ত রাখাই যথেষ্ট নয়। তাদের বুঝিয়ে দেবার জন্যে যে এটাই একমাত্র তাদের বাঁচার পথ এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ক্ষমতাও প্রচণ্ড—তাই তাদের ঐ সড়কের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাদের উপর সরাসরিভাবে প্রচণ্ড হামলা চালান হয়। শত্রু যাতে বুঝতে পারে যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী সাইলেশিয়া শিল্পাঞ্চল মুক্ত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

জেনারেল রাইবালকোর ট্যাঙ্ক বাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে ৬০নং, ২১নং ও ৫৯নং আর্মির পদাতিক বাহিনীর ইউনিটগুলি এই কাজটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করে।

২৯শে জানুয়ারী নাগাদ, সাইলেশিয়া শিল্পাঞ্চলকে অক্ষত অবস্থায় শত্রুমুক্ত করা হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী যখন সাইলেশিয়ায় প্রবেশ করে তখন বেশ কটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরোদমে কাজ চলছিল।

নাৎসী সৈন্যরা সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কবলমুক্ত হয়ে তাদের জন্যে উন্মুক্ত সড়ক দিয়ে পালাতে গিয়ে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় ওডারের ওপারে; যখন তাদের উপর খোলা ময়দানে রাইবালকো পরিচালিও ৩নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি ও জেনারেল পি. এ. কুরোচকিন পরিচালিত ৬০নং গার্ড আর্মি প্রচণ্ড হামলা চালায়।

এভাবে সমগ্র সোভিয়েত রণনৈতিক সেনাগ্রুপের বামপ্রান্তে ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের অন্যতম প্রধান ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজন ও মহৎ মানবতার তাগিদের কাছে কিভাবে রণনৈতিক পরিকল্পনা ও ধ্রুপদী সামরিক বিদ্যার তত্ত্বও গৌণ হয়ে যায়—এটা তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পার্শ্বভাগ উত্তরদিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে নির্মূল করাই হল দ্বিতীয় ঘটনা এবং সেটা পরবর্তী অংশের আলোচ্য বিষয়। যে রণনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তার ফলে বার্লিন জয়ের সময়সূচীর রদবদল ঘটানো হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ করার দিনটিকে কিছুটা পিছিয়ে দিতে হয়। অর্থাৎ পরিস্থিতির যথার্থ মোকাবিলার জন্যে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড দার্ঢ্যের পরিচয় দেন এবং কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটান।

৫। উত্তরদিক থেকে বিপদের অবসান

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে শত্রুর ভিশ্চুলা প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে, ১৮ই জানুয়ারী থেকে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী শত্রুকে ধাওয়া করতে থাকে। ফ্রণ্টের অধিনায়ক সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল জি. কে. ঝুকভ

এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সম্মুখ রণাঙ্গনে নাৎসী সেনাবাহিনীর ইতিমধ্যে মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে, তারা বড়জোর ওডার নদীর রেখায় কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।' তাঁর এই অনুমান সঠিক। এবং এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আদেশ দিলেন : বিমানবাহিনীর মদতপুষ্ট ট্যাংক বাহিনী যেন শত্রুর শক্ত ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়—বরঞ্চ তাদের পাশ কাটিয়ে, পলায়নপর শত্রুসেনাদের যেন তাড়িয়ে নিয়ে যায়—যাতে সে মজবুত ও গভীর রক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারে।

পদাতিক বাহিনীকে অগ্রগতির হার দ্রুততর করতে হবে এবং ট্যাংকবাহিনীর সাফল্যের সদ্ব্যবহার করে ও অবরুদ্ধ এবং প্রতিরোধরত শত্রুবাহিনীকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে।

বিমান বাহিনীকে অনবরত পশ্চাদপসরণরত শত্রুবাহিনীর উপর হামলা চালাতে হবে—যাতে তারা ব্যূহের পশ্চাদভাগে ঘাঁটি গেড়ে আবার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে। বিমানবাহিনীকে দেখতে হবে যাতে শত্রু কিছুতেই অন্যান্য ফ্রন্ট থেকে রিজার্ভ বাহিনী সরিয়ে এনে কেন্দ্রীয় রণাঙ্গন অর্থাৎ বার্লিন অভিমুখে পাঠাতে না পারে।

এই নির্দেশগুলি কার্যকর করার মাধ্যমে ফ্রন্টের সেনাবাহিনী দ্রুত জার্মানীর গভীরে প্রবেশ করে। প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিঃ মিঃ করে অগ্রসর হয়ে ১নং ও ২নং ট্যাংক আর্মি ২২শে জানুয়ারী নাগাদ পদাতিক বাহিনীর তুলনায় সত্তর থেকে আশি কিঃ মিঃ বেশি এগিয়ে যায়। বাইদগোস্ঝসঝ ও পোজনানকে পাশ কাটিয়ে তারা এগিয়ে যায়।

২৬শে জানুয়ারী, ২নং ট্যাংক আর্মির অন্তর্গত দুটি ট্যাংক ব্রিগেড প্রাক্তন জার্মান-পোল সীমান্ত পার হয়ে জার্মান ভূখণ্ডে প্রবেশ করে।

১৮ই জানুয়ারী—২৫শে জানুয়ারী, এই সাত দিনের যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ করে মার্শাল ঝুকভ সিদ্ধান্তে আসেন যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড কর্তৃক নির্দ্ধারিত সময়সূচীর এক সপ্তাহ আগেই পোজনান ও বাইদ-গোস্ঝসঝ অধিকৃত হয়েছে। সরবরাহ ব্যবস্থা সংগঠিত হবার পর ১লা অথবা ২রা ফেব্রুয়ারী নাগাদ এক ধাক্কায় ওডার অতিক্রম করে বার্লিনমুখী অভিযান শুরু করা এখন সম্ভব।

আবার এটাও তাঁর কাছে চিন্তার বিষয় যে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট ও দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী দুটির মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান রয়েছে। উপরন্তু পূর্ব পোমেরানিয়া অঞ্চলে নাৎসী আর্মিগ্রুপ ভিশ্চুলার এক বিরাট সেনাবাহিনী জড়ো হয়েছে। সর্বোচ্চ অধিনায়কও এবিষয়ে অবহিত এবং এবিষয়ে তিনি ঝুকভের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে ঝুকভ বলছেন, আক্রমণ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁর প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করে জে. ভি. স্টালিন

বলেন : 'আপনি যখন ওডারের কাছে গিয়ে পেঁছাবেন তখন দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সঙ্গে আপনাদের দেড়শ কিলোমিটারেরও বেশি ব্যবধান সৃষ্টি হবে। আমরা এখন সেটা হতে দিতে পারি না। দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের পূর্ব প্রাশিয়া অপারেশনের শেষ হওয়া এবং তার সেনাবাহিনীর ভিশ্চুলার ওপারে এগিয়ে আসা পর্যন্ত আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে।' [তাদের অপারেশন ১৩ই জানুয়ারী শুরু হয়—লেখক][১৮]

প্রকৃতপক্ষে এর আগে এদুটি ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর মধ্যে ১৮ই জানুয়ারী ব্যবধান ছিল চল্লিশ কিলোমিটারের মতো। এবং মাত্র দু ডিভিসন সৈন্য সমাবেশ করে, তখন এই ব্যবধানটি ভরাট করা যেত। ২৭শে জানুয়ারী ২৫নং ও ৬১নং আর্মি দুটিকে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের পার্শ্বভাগ রক্ষা করার কাজে নিযুক্ত করা হয়। তারা কিন্তু রক্ষণাত্মক অবস্থান গ্রহণ না করে ক্রমাগত উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যায়। তাদের পশ্চিমমুখীন অগ্রগতির ফলে মূল বাহিনীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

২৯শে জানুয়ারী, ওয়াজস্কো পোলস্কীর সমগ্র ১নং আর্মির গতিমুখ উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় এবং ৩১শে জানুয়ারী ৩নং শক্ আর্মির ক্ষেত্রেও তাই করা হয়। ১লা ফেব্রুয়ারী ২নং গার্ড ট্যাংক আর্মি ও পরের দিন ১নং গার্ড ট্যাংক আর্মিকেও গতিমুখ পরিবর্তন করে উত্তর-পশ্চিমদিকে এগিয়ে যেতে হয়।

অতএব ফ্রন্ট কম্যান্ড, প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের দক্ষিণ পার্শ্বভাগকে পূর্ব পোমেরানিয়া থেকে শত্রু সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে, ৩রা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে চারটি পদাতিক ও দুটি ট্যাংক আর্মি এবং ২নং ক্যাভেলরী কোরকে পাঠাতে হয়। সাম্প্রতিক যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মাত্র এরকম চারটি আর্মিকে মূল রণাঙ্গন অর্থাৎ বার্লিনমুখীন অভিযানের জন্যে রাখা হয়। সুতরাং এহেন অবস্থায় বার্লিনের দিকে বড় রকম অভিযান করাটা প্রশ্নাতীত। তাছাড়া অপারেশনের শুরু থেকেই এই ফ্রন্টের সেনাবাহিনী ভয়ংকর প্রতিরোধের মুখোমুখি যুদ্ধ করার মাধ্যমে প্রায় পঁচিশ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করেছে।

ফেব্রুয়ারীর গোড়া থেকে বিমানবাহিনীর সহায়তা লাভও দুর্ঘট হয়ে ওঠে। বসন্তকালীন বরফ গলার মরশুম শুরু হয়েছে, কাছাকাছি বিমানক্ষেত্র সবই কর্দমাক্ত। ব্যবহারযোগ্য বিমানঘাঁটিসব বহুদূর পেছনে পড়ে রয়েছে।

প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনীর পক্ষে (যদিও সংখ্যাগত দিক থেকে তাকে মূল বাহিনী বলাটা কতখানি সঙ্গত—তা বিতর্কের বিষয়) আর একটি কারণে আর অগ্রসর হওয়া অসুবিধাজনক।

অতিরিক্ত অগ্রগতির ফলে, সাজসরঞ্জামের পাহাড়-প্রমাণ স্তূপসব ভিশ্চুলার অপর পারে রয়ে গিয়েছে। এবং যা ভাবা গিয়েছিল তার চেয়েও বেশি লটবহরের

জমায়েত ঘটেছে। অতএব সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ধারাবাহিকভাবে যোগাতে গেলে দরকার সেতু এবং রেলপথের পুনরুদ্ধার। এসমস্ত অসুবিধা দূর করাটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আক্রমণ আপাতত স্থগিত। কারণ ট্যাংক ও যান্ত্রিক বাহিনীর জন্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে। যোগাযোগব্যবস্থা দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে এসমস্ত অসুবিধার উদ্ভব ঘটেছে এবং জ্বালানি সরবরাহের জন্যে পরিবহন ব্যবস্থাও প্রয়োজনানুগ নয়।

এসমস্ত দিক ভাল করে বিচার-বিশ্লেষণ করে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড ও ফ্রণ্টের সেনানায়করা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছালেন যে বার্লিন অভিমুখে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করার আগে পূর্ব পোমেরানিয়ায় আঞ্চলিক অপারেশন শুরু করা দরকার। যুদ্ধের পর স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে মার্শাল ঝুকভ বলছেন, "অবশ্যি আমরা এই আশংকা অগ্রাহ্য করে ট্যাংক আর্মি দুটিকে তিন অথবা চারটি পদাতিক আর্মির সঙ্গে একযোগে সার বেঁধে বার্লিনের দিকে রওনা করিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু শত্রু উত্তর দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে সহজেই আমাদের রক্ষণ ব্যবস্থাকে ভেদ করতে পারত এবং ওডারের ওপর সেতুগুলি অধিকার করে বার্লিনের কাছাকাছি আমাদের সেনাবাহিনীকে বেকায়দায় ফেলতে পারত।"[১৯]

এই পরিস্থিতিতে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড পূর্ব পোমেরানিয়ায় অবস্থানকারী শত্রুসেনাগ্রুপকে বিধ্বস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং বার্লিন অভিযানের প্রস্তুতি স্থগিত না রেখে—ওডারের নিম্নাঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়া স্থির করেন।

গোড়াতে শত্রুসেনাগ্রুপ নিশ্চিহ্ন করার কথা ছিল—পাঁচটি পদাতিক আর্মি, কয়েকটি ট্যাংক, যান্ত্রিক ও ক্যাভেলরী কোর নিয়ে গঠিত দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের। কিন্তু জার্মান ভিশ্চুলা আর্মি গ্রুপের সক্রিয় অপারেশন শুরু হওয়ার ফলে, অর্থাৎ প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের অন্তর্গত শকু সেনাবাহিনীর পশ্চাৎ-ভাগে শত্রু পাল্টা আক্রমণ শুরু করার ফলে এই কাজ সমাধা করার জন্যে ঝুকভের পরিচালনাধীন আর্মি গ্রুপের দক্ষিণপ্রান্তিক আর্মিগুলির উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের পরিকল্পনা হচ্ছে, কোলবার্গ অভিমুখে দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের মাধ্যমে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর ভিশ্চুলা আর্মিগ্রুপকে খণ্ড খণ্ড করা, তাদের মূল নাৎসীবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং বাল্টিক নৌবহরের সহায়তায় তাদের ধ্বংস করা।

রকসোভস্কি পরিচালিত দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের কাজ হবে কোসলিন শহর অধিকার করার পর বাল্টিক সাগরের তীরে পৌঁছান এবং তারপর তারা সরাসরি ডানজিগ ও গদিনিয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে পূর্ব পোমেরানিয়াকে শত্রু-মুক্ত করবে। এবং ঝুকভের পরিচালনাধীন সেনাবাহিনী পশ্চিমদিকে এগিয়ে

গিয়ে পোমেরানীয় উপসাগরের নিকটবর্তী হবে এবং ওডারের দক্ষিণ তীরকে নাৎসী কবলমুক্ত করবে।

সেনাবাহিনীর জটিল পুনর্বিন্যাস ও উপযুক্ত সেনা-প্রশিক্ষণের যথেষ্ট সময়াভাব ইত্যাদি অসুবিধা সত্ত্বেও ২৪শে ফেব্রুয়ারী রকসোভস্কি পরিচালিত সেনাগ্রুপ আক্রমণ শুরু করে এবং ১লা মার্চ ওয়াজস্কো পোলস্কীর ১নং আর্মি এবং ঝুকভ পরিচালিত আর্মি গ্রুপের অন্তর্গত ৩নং শক্ ও ৬১নং আর্মি আক্রমণ শুরু করে। একই দিনে ১নং ও ২নং ট্যাংক আর্মি দুটিকে যুদ্ধে নামানো হয়।

কোসলিন ও কোলবার্গ অভিমুখে দ্বিতীয় ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির ফলে এবং তারা বাল্টিক সাগরের নিকটবর্তী হওয়ার দরুন পূর্ব পোমেরানিয়ায় অবস্থানরত নাৎসী সেনাগ্রুপ ভেঙে খান খান হয়ে গেল। পরিকল্পনানুযায়ী, রকসোভস্কি পরিচালিত আর্মিগ্রুপ তার মূল বাহিনীর গতিমুখ ডানজিগ ও গ্দিনিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিল এবং ঝুকভ পরিচালিত আর্মিগ্রুপ ওডার নদীর সমগ্র দক্ষিণ তীর ২০শে মার্চের মধ্যে শত্রুমুক্ত করে। ২৮শে মার্চ ১৯নং আর্মির সেনাবাহিনী গ্দিনিয়া শহর ও তার নৌঘাঁটি অধিকার করে। ৩০শে মার্চ ডানজিগ দুর্গ-নগরী মুক্ত করা হয়। ওয়েস্টার প্ল্যাটু বীরদের নামাঙ্কিত ১ নং পোল ট্যাংক ব্রিগেড যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এই ব্রিগেডের সৈন্যরা এই সমস্ত শহরের বুকে পোল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেয়।

ডানজিগের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নাৎসীদের সাবমেরিন নাবিকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেল।

পূর্ব পোমেরানিয়ায় সফল আক্রমণ পরিচালনার ফলে যে সমস্ত সোভিয়েত সেনাবাহিনী ওডারের নিকটবর্তী হয় তাদের পার্শ্বভাগে আক্রমণ হানার নাৎসী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তারই সঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে আর্মিগ্রুপ ভিশ্চুলার উত্তর-দিক থেকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পার্শ্বভাগে আক্রমণ হানার আশংকা বর্তমান থাকার ফলে সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে আপাতত বার্লিন অভিযানের গতিকে মন্থর করতে হয়, আরও শক্তি সংগ্রহ করতে হয় এবং বিশেষ ধরনের অপারেশন চালাতে হয় যার ফলে শুধু বার্লিন অভিযাত্রী দলের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয় তা নয়—আরও কতকগুলি অপারেশনগত লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হয়।

পূর্ব পোমেরানিয়ায় অপারেশন পরিচালনার মাধ্যমে, ওডারের বাম তীরবর্তী আগেই অধিকৃত সেতুমুখগুলির সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ়করণ এবং কুস্ট্রিন শহরের রক্ষীবাহিনীকে নির্মূল করার জন্যে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের বামপ্রান্তে লড়াই অব্যাহত থাকে। প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তিক সেনাবাহিনী নীসে নদীর নিকটবর্তী হওয়ার পর তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং বার্লিন অভিমুখে চূড়ান্ত আক্রমণ হানার জন্যে অনকূল অবস্থা সৃষ্টি করে।

তৃতীয় রাইখ ও নাৎসী ভেরমাখ্‌টের কর্তাব্যক্তিদের যাবতীয় বিয়োগান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৪৫-এর জানুয়ারী মাসে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়। ভিশ্চুলা ও ওডারের মধ্যবর্তী এলাকায় নাৎসী সেনাবাহিনীর বিরাট পরাজয়, নাৎসী-জার্মানীর চূড়ান্ত বিপর্যয় ও আত্মসমর্পণের পূর্বাভাস মাত্র।

এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণায়, ভেরমাখ্‌টের প্রাক্তন জেনারেল স্টাফ-প্রধান জেনারেল হাইনৎস গুডেরিয়ান বলেন: রুশদের ব্যাপক আক্রমণ প্রসঙ্গে যা আশংকা পোষণ করেছিলুম তা জানুয়ারী মাসের ভয়ংকর দিনগুলিতে সত্য প্রমাণিত হল।··· ···ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায়, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় ফ্রণ্টেই আমাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়।"[২০]

ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। জার্মানীর ইতিহাসে বার-বার এই দেশটি পশ্চিম ও পূর্ব—এই দুই ফ্রণ্টের যাঁতাকলে ধরা পড়েছে। যখন সামরিক রণনীতি পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়, তখনই জার্মান রাষ্ট্র-নায়কগণ যে কোন একটা পক্ষের সঙ্গে পৃথকভাবে বোঝাপড়ার রাস্তা খুঁজে বেড়ায়। এবারও নাৎসী রাইখের রণপ্রভুরা এক সুবিধাজনক রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় পৌঁছানোর আশা ত্যাগ করেনি। তারা শেষ ভরসা হিসাবে অ্যাংলো-মার্কিন গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে শুধুমাত্র পশ্চিমী শক্তির কাছে আত্ম-সমর্পণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সে কারণে ১৯৪৪ সালের শেষভাগ থেকে নাৎসী নেতাদের মধ্যে অনেকে এই মতলব মাথায় রেখে কাজ করতে থাকে। পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে প্রাক্‌ যুদ্ধকালীন ক্ষতি স্মরণে রেখে, বার্লিনের বড় কর্তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, অক্ষশক্তিজোট বিরোধী নীতির অবসান ঘটতে বাধ্য। হিটলারেরও ধারণা এই যে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী যতই বার্লিনের কাছাকাছি এগিয়ে আসবে ততই অক্ষশক্তিজোটবিরোধী নীতির অবসানের দিন ত্বরান্বিত হবে।

অতএব সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ করার জন্যে তারা অ্যাংলো-মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে সবরকমের আক্রমণাত্মক অপারেশন বন্ধ রাখে এবং সবসময় আমেরিকা ও ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠীর লোকজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে থাকে। তার ফলে, কার্যতঃ যা দাঁড়ায়—সেটা হচ্ছে, ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের সময় বহু জার্মান ডিভিসন ও ব্রিগেড পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে পূর্ব রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত হয়।

অতএব ১৯৪৫-এর জানুয়ারী মাসে, ভেরমাখ্‌টের যুদ্ধপটু সেনাবাহিনীগুলি সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্যে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে, আর্দেনেসে মিত্র বাহিনীর পক্ষে পরিস্থিতি সহজতর হয়।

সেসময় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চমকপ্রদ সাফল্যকে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী, উইনস্টন চার্চিল মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ জানান। ১৯৪৫ সালের ২৭শে জানুয়ারী, জে. ভি. স্টালিনের কাছে প্রেরিত একখানি ব্যক্তিগত ও গোপনীয় চিঠিতে তিনি লেখেন: 'সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের গৌরবোজ্জ্বল জয়ে এবং যে বিপুল শক্তি তার বিরুদ্ধে সমাবেশ করেছেন দেখে বিস্ময়ে আমরা বাক্‌রুদ্ধ। আমাদের তপ্ত সাধুবাদ ও ঐতিহাসিক কীর্তির জন্যে অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"[২১]

ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের মাধ্যমে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কর্তব্য শুধু ফ্যাসিবাদী দাসত্বের কবল থেকে পোল জনগণকে মুক্ত করাই নয়, আদি পোল্যাণ্ডের যে অংশ অতীতে জার্মান আগ্রাসকরা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকেও পুনরুদ্ধার করা। সোভিয়েত সেনাবাহিনী এই কর্তব্য সম্পাদন করে এবং তার জন্যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। পোল ভূখণ্ড মুক্ত করতে গিয়ে ছয় লক্ষেরও বেশি সোভিয়েত সৈন্য প্রাণ দেয় সহর্ষ কৃতজ্ঞতা সহকারে পোল জনগণ তাদের মুক্তিদাতাদের অভ্যর্থনা জানায়।

পোল শহর ও গ্রামগুলির দুরবস্থার কথা চিন্তা করে সোভিয়েত সরকার কোন প্রতিদান ছাড়াই, পোল জনগণকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও ওষুধপত্র সরবরাহ করে। একমাত্র ওয়ারশবাসীরাই ষাট হাজার টন রুটি পায়।

১৯৪৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী, জে. ভি. স্টালিনের নিকট প্রেরিত এক বার্তায়, ক্রাজোৎা রাডা নারোদোয়ার সভাপতি বি. বেইরুট ও পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড অসোবকা-মোরাওয়াস্কী লেখেন: 'পোল জনগণ কখনো ভুলতে পারে না যে তাদের ইতিহাসের অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসহ মুহূর্তে তারা সোভিয়েত জনগণের কাছ থেকে ভ্রাতৃপ্রতিম সাহায্য পেয়েছে। এই সাহায্য শুধু লালফৌজের রক্ত ও অস্ত্রের আকারে নয়, রুটি ও বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমেও।"[২২]

ওপরে যা বলা হয়েছে—ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের রাজনৈতিক তাৎপর্য শুধু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা উল্লেখ্য যে সে সময় তিনটি বৃহৎ শক্তির ক্রিমিয়া সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজ পুরোদমে চলছিল এবং এটাও আগে বলা হয়েছে যে সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তসহ সমগ্র পোল্যাণ্ডের সমস্যা। আবার এটাও ঘটনা যে যখন সম্মেলনের কাজ শুরু হয় তখন সোভিয়েত ও পোল সেনাবাহিনী ওডার ও নীসে নদী পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং মুক্ত পোল ভূখণ্ডে গড়ে ওঠে পোল জাতীয় ঐক্যের সরকার। তার ফলে, সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে পোল অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দানের ব্যাপারটা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে যায় এবং পোল্যাণ্ডের উত্তর ও পশ্চিম দিকে বেশ কিছু নতুন ভূখণ্ড সংযুক্তির প্রশ্নটিও ভালভাবে মীমাংসিত হয়।

ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশন সামরিক, রণনৈতিক এবং যুদ্ধবিদ্যার উন্নততর বিকাশের দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের মাধ্যমে শত্রুর পঁয়ত্রিশটি সেরা সেনা ডিভিসন বিধ্বস্ত হয় এবং পঁচিশটি ডিভিসনের পঞ্চাশ থেকে সত্তর শতাংশ লোকক্ষয় হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার অফিসার ও সৈন্যকে বন্দী করে এবং চোদ্দ হাজার কামান ও মর্টার এবং প্রায় চোদ্দশটি ট্যাংক ও আক্রমণ চালাবার কামান দখল করে।

বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক-অর্থনৈতিক অঞ্চল খোয়া যাওয়ার সঙ্গে যদি ভেয়ারমাখ্টের এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি যুক্ত করে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের ফলে জার্মানীর রাজনৈতিক ও সামরিক-রণনৈতিক আঙিনায় যে ভাঙন সৃষ্টি হয় তা আর জোড়া লাগার নয়। এটা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য যে এই চমকপ্রদ জয় অত্যন্ত প্রতিকূল দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ মাত্র কুড়ি দিনের মধ্যে অর্জিত হয়েছে।

পাঁচশ কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গন জুড়ে ব্যাপক আক্রমণ চলাকালীন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দৈনিক অগ্রগতির গড় ছিল পঁয়তাল্লিশ থেকে সত্তর কিঃ মিঃ। সে সময় মার্কিন সংবাদপত্র সপ্রশংসভাবে লেখেন যে : "রুশদের ঝড়ের গতিতে আক্রমণের কাছে ১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে ও ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে জার্মানীর তথাকথিত ঝটিকা অভিযান বা ব্লিৎসক্রিগ ম্লান হয়ে গিয়েছে।"[২৩]

লণ্ডনের সংবাদপত্র 'টাইমস্' অতীতের সব যুদ্ধ থেকে ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশন আলাদা বলে বর্ণনা করেছেন ; কারণ, শত শত মাইল জুড়ে এক বরফে ঢাকা রণক্ষেত্রে এত বড় এক সুপরিচালিত শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অভিযান তুলনারহিত। সে কারণে এটি অতীতের সমস্ত যুদ্ধ থেকে স্বতন্ত্র এবং যুদ্ধবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

সোভিয়েত সামরিক বিদ্যার যে উৎকর্ষ ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয় তা নানাদিক থেকে বৈচিত্র্যে ভরা এবং সাধারণভাবে যুদ্ধবিদ্যার বিকাশের ক্ষেত্রে তার অবদান অসামান্য। শত্রুকে নির্মূল করার ক্ষেত্রে জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের পরিকল্পনার কথাই ধরা যাক্। এই অপারেশনের বেলায় সোভিয়েত কম্যাণ্ড নাৎসী সেনাগ্রুপের বৃহৎ সেনাবাহিনীকে পরিবেষ্টন করতে অনিচ্ছুক হয় অথচ অতীতের অপারেশনগুলির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয় এবং তার দ্বারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়। এপ্রসঙ্গে প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের প্রাক্তন অধিনায়ক সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল আই. এস. কোনিয়েভ স্মৃতিচারণায় বলছেন : "ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশন অর্থাৎ সাধারণ ভাবে বলতে গেলে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ের বেলায় এটাই হল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আমরা আর প্রতিটি শত্রু সেনাগ্রুপকে ঘিরে ফেলার জন্যে দুটি বেষ্টনী, অন্তর্বলয় ও বহির্বলয় গড়ে তুলিনি। আমরা সঠিকভাবেই মনে করেছিলুম যে যদি আমরা আক্রমণ চালিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাই তাহলে পেছনে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শক্তিশালী শত্রু

সেনাবাহিনী গড়ে থাকলেও সেটা আর আমাদের পক্ষে বড় রকমের বিপদের কারণ হবে না। তাড়াতাড়ি হোক বা দেরীতে হোক তারা আমাদের দ্বিতীয় সারির সেনাবাহিনীর দ্বারা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হবে।"[২৪]

বর্তমান ক্ষেত্রে পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, জেনারেল হেডকোয়ার্টার অপারেশনের ক্ষেত্রে শত্রু অধিকৃত এলাকায় শত্রুব্যূহকে দ্বিখণ্ডিকরণের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী আঘাত হানার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তার দ্বারা প্রথমে শত্রুর ভিশ্চুলা প্রতিরক্ষাব্যূহকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন এলাকায় ভাগ করে ফেলা হয়; তারপর বিদীর্ণ ব্যূহের মধ্য দিয়ে ট্যাংক বাহিনীকে এগিয়ে দেওয়া হয়। ট্যাংক বাহিনী শত্রুর প্রতিরোধ ঘাঁটি চূর্ণ করার জন্যে সময় নষ্ট না করে পুরোদমে শত্রুর সুরক্ষিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ছুটতে থাকে। পরিশেষে, অপারেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ফ্রন্টের সমস্ত আক্রমণাত্মক শক্তি এক করে এক মোক্ষম আঘাত হানা হয়, যার ফলে শত্রুর রণনৈতিক ফ্রন্টে এমন এক ফাটল সৃষ্টি হয় যা সহজে আর জোড়া লাগার নয়।

সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ডের এই নতুন পদ্ধতি নিপুণভাবে অবলম্বিত হওয়ার ফলে শত্রুর আগে থেকেই নির্মিত প্রতিরোধ ঘাঁটি থেকে সোভিয়েত সেনাদের বিরুদ্ধে একটানা প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে তাদের অবসাদগ্রস্ত করা ও পশ্চিম ফ্রন্টে রাজনৈতিক ছলচাতুরী খেলার জন্যে কালক্ষেপণের কৌশল একেবারেই বানচাল হয়ে যায়।

এই অপারেশনের সাফল্যের আসল চাবিকাঠি হচ্ছে দ্রুতবেগে প্রথমে শত্রুর রণকৌশলগতব্যূহ ও পরে রণনৈতিকব্যূহ ভেদ করার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন। অত্যন্ত দ্রুতবেগে নাৎসী প্রতিরক্ষা বলয় ভেদ করার দৌলতে এটা সম্ভব হয়েছে। প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর দৈনিক অগ্রগতির হার ছিল এগার থেকে পনের কিঃ মিঃ এবং প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের বেলায় সেটা দৈনিক তের থেকে সতের কিঃ মিঃ। শত্রুর ভিশ্চুলা প্রতিরক্ষাব্যূহ অতিক্রান্ত হবার পর সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অগ্রগতির গতিবেগ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় দৈনিক পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কিঃ মিঃ।

শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহের কৌশলগত বলয় ভেদ করার কাজটা প্রধানতঃ পদাতিক বাহিনীই সেরে ফেলে। তারপর ব্যূহের ফাটলকে আরো প্রশস্ত ও গভীর করার দায়িত্ব বিমান বাহিনীর নিবিড় সহায়তাপুষ্ট ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক বাহিনীর উপর ন্যস্ত হয়।

অন্যান্যবারের মতোই শত্রু তার মূল বাহিনীকে প্রতিরক্ষাব্যূহের কৌশলগত বলয়ে সমবেত করে এবং তার পেছনে শত্রু রিজার্ভ বাহিনীর শক্তি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অতএব দ্রুত আক্রমণে কৌশলগত বলয়কে কব্জা করাই হল এই অপারেশনের সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত কম্যাণ্ড কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়—এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে মার্শাল আই. কোনিয়েভ বলছেন : "আমরা আমাদের হামলাদার বাহিনীকে (Assault Group) এমনভাবে সন্নিবেশিত করলাম, যাতে তারা প্রথম চোটেই প্রচণ্ড আঘাত হেনে প্রথম দিনেই শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে যেতে পারে। এককথায়, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেওয়া যাতে আমরা ঝটিতে ট্যাঙ্ক বাহিনীকে যুদ্ধে নামাতে পারি।"

ট্যাঙ্ক আর্মির যুদ্ধে অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কৌশলগত সাফল্য অপারেশনগত সাফল্যে পরিণত হয়। এবং ট্যাঙ্ক বাহিনীকে অবাধ তৎপরতার সুযোগ দানের মাধ্যমে আক্রমণ তীক্ষ্ণতর হয় ও শত্রুব্যূহের ফাটলের বিস্তৃতি ও গভীরতা বৃদ্ধি পায়।"[২৫]

কৌশলগত প্রতিরক্ষা বলয় বিদীর্ণ হওয়ার পর ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক বাহিনীগুলি দিনে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিঃ মিঃ বেগে এগিয়ে যেতে থাকে এবং কোন কোন দিন সেটা বেড়ে গিয়ে সত্তর কিলোমিটারে গিয়ে দাঁড়ায়। আগুয়ান সেনা-বাহিনীর এতখানি গতিবেগ এই যুদ্ধে এই প্রথম দেখা গেল। পশ্চিম রণাঙ্গনে অ্যাংলো-মার্কিন সাঁজোয়া বাহিনীর গতিবেগ এর কাছাকাছিও পৌঁছায়নি।

প্রাক্তন নাৎসী জেনারেল ফ্রিডরীশ উইলহেলম্ ফন মেলেনথিন স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেন যে ১৯৪৫-এর গোড়ার মাসগুলিতে ভিশ্চুলা ও ওডারের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে যা ঘটেছিল তা এককথায় অবর্ণনীয়। এ দৃশ্য রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে আর কখনও দেখা যায়নি।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার প্রণীত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে ফ্রন্টের ও আর্মির অধিনায়কগণ এবং তাঁদের সদর দপ্তরের কর্মীবৃন্দ ব্যূহভেদের জন্যে নির্বাচিত সেক্টরে প্রচণ্ড প্রারম্ভিক আঘাত হানার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী শক্ বাহিনী গড়ে তোলার জন্যে, লোকবল ও সরঞ্জাম জড়ো করার ক্ষেত্রে অসামান্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁরা আক্রমণ চলাকালীন পদাতিক, ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক বাহিনী অর্থাৎ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে নিবিড় সংহতি গড়ে তোলেন। শত্রুব্যূহ ভেদ ও তার অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলি দখল করার সময় কামান থেকে গোলা-বর্ষণ ও বিমানবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতার পরিকল্পনাও তাঁরা করেন এবং তাকে বাস্তবায়িত করেন। তাঁরা সেনাবাহিনীর সরবরাহ ব্যবস্থা আগাগোড়া সাবলীল ও অটুট রাখেন।

এই অপারেশনের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যে প্রতিটি ফ্রন্ট আক্রমণকে তীক্ষ্ণতর করার জন্যে রণাঙ্গনে দুটি করে ট্যাঙ্ক বাহিনীকে নিয়োজিত করে। তার ফলে ব্যূহভেদের সময় হামলাদার বাহিনীর আঘাত হানার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য অপারেশনের ক্ষেত্রে যা করা হয় নি, এবারে তা করা হয়। অর্থাৎ, স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও রেজিমেণ্টগুলিকে কয়েকটি

রেজিমেন্টগুলিকে ভাগ করে দিয়ে ব্যূহভেদের জন্যে সমবেত রাইফেল ব্যাটেলিয়ন-গুলির সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। তার ফলে পদাতিক বাহিনীর সহায়ক ট্যাঙ্ক ইউনিট ও রাইফেল ইউনিটগুলির মধ্যে যৌথ তৎপরতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং তাদের অগ্রগতি দ্রুততর হয়।

প্রধান রণাঙ্গনে গোলন্দাজ বাহিনীর সমাবেশও এই অপারেশনের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি গোলন্দাজ কোর ও ব্যূহভেদপটু ডিভিসন এই অপারেশনে সংশ্লিষ্ট ছিল। আকস্মিক ও সম্মিলিত আক্রমণ হানার জন্যে গোলন্দাজ বাহিনীর তৎপরতা ফ্রন্টগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

অপারেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে বিমানবাহিনীর অবদানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওপরের আকাশে আগাগোড়া কর্তৃত্ব বজায় রেখে সোভিয়েত বিমান-বাহিনী পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর যাবতীয় অপারেশনের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং শত্রুর রিজার্ভ বাহিনী, তার প্রতিরক্ষা ঘাঁটি, সদর দপ্তর ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড হানাদারী চালায়। উভয় ফ্রন্টের বিমানবাহিনী মোট চুয়ান্ন হাজার বার আকাশে ওড়ে, ১১৫০ বার আকাশপথে আক্রমণ চালায় ও শত্রুর ৯৮০টি বিমানকে ধ্বংস করে। সোভিয়েত বৈমানিকগণ অনেক সময় ওঠানামার জন্যে রাজপথকে বিমানক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরের মর্যাদায় ভূষিত ও বর্তমানে বিমানবাহিনীর মার্শাল এবং তদানীন্তন কর্নেল এ. আই. পোক্রিশ্‌কীন পরিচালিত ৯নং গার্ড বিমান ডিভিসন ব্রেসলাউ-বার্লিন রাজপথটিকে বিমানক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করে।

নিপুণ সংগঠন ও সেনা পরিচালনার সাবলীল ধারাবাহিকতাই হচ্ছে ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। এতদিন পর্যন্ত রণনৈতিক অপারেশনগুলিকে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড তাঁদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালনা করে এসেছেন—এই প্রথম তাঁরা ফ্রন্টগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দেন। তার কারণ ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হবার মুখে, অতএব, এটা খুবই স্বাভাবিক যে সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব সরাসরি যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে এগিয়ে আসবেন।

ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ফ্রন্টগুলিকে ঝুকভ ও কোনিয়েভের মতো স্বনামখ্যাত সামরিক নেতৃবৃন্দ পরিচালিত করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ও সহকারী সর্বোচ্চ অধিনায়ক জি. কে. ঝুকভ, জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রতিনিধিরূপে ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন ব্যাপক অপারেশনের ক্ষেত্রে ফ্রন্টগুলির কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল আই. এস. কোনিয়েভও একজন দৃঢ়চেতা মানুষ। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অবিচল যোগ্যতার সঙ্গে সামরিক নেতৃত্ব দান করেছেন এবং বিশেষ করে উক্রাইনের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সামরিক প্রতিভার সম্যক পরিচয়

পাওয়া যায়। তাছাড়া রয়েছেন বহু পদাতিক ও ট্যাংক আর্মির সেনাপতি যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আওতায় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বহু সার্থক বৃহৎ অপারেশন পরিচালনার মাধ্যমে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গৌরব অর্জন করেছেন। তাঁদের অন্যতম হলেন কর্ণেল জেনারেল ভি. আই. চুইকভ, যিনি ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত প্রবাদবিশ্রুত ৬২নং আর্মির অধিনায়করূপে স্টালিনগ্রাডকে রক্ষা করার মাধ্যমে, নাৎসীবাহিনীর ভল্গার নিকটবর্তী হওয়ার পরিকল্পনাকে বানচাল করেন। মস্কোর যুদ্ধ, কুস্কর্ক স্যালিয়েন্টের যুদ্ধ ও উক্রাইনের দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করার অপারেশন প্রভৃতির বিখ্যাত নায়ক, সাঁজোয়া বাহিনীর কর্ণেল জেনারেল এম. ওয়াই. কাতুকভ হলেন ১নং ট্যাংক আর্মির অধিনায়ক। ২নং ট্যাংক আর্মির অধিনায়ক জেনারেল এস. আই. বোগদানভ হলেন সাঁজোয়া বাহিনীর দক্ষ ও অভিজ্ঞ অধিনায়কদের অন্যতম। প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অন্তর্গত ৩নং ও ৪নং ট্যাংক আর্মি যথাক্রমে পি. এস. রাইবালকো ও ডি. ডি. লেলিয়ুশেঙ্কোর দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁরা সবাই ট্যাংক বহরের সাহসী অধিনায়করূপে খ্যাতি অর্জন করেন এবং যুদ্ধের জটিল ও কঠিন অবস্থায়ও তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যে মানসিক স্থৈর্য হারাননি।

পদাতিক ও বিমান আর্মির অধিনায়ক হিসাবে অভিজ্ঞ জেনারেলরাও যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পোড়খাওয়া অফিসারে পরিণত হন।

ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশনের সাফল্যের মূলে রয়েছে সোভিয়েত সৈন্যদের গণবীরত্ব, অসামান্য সামরিক নৈপুণ্য, জয়ের জন্যে ও নাৎসী পদানত ইউরোপের জনগণের মুক্তির জন্যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দানের সংকল্প। প্রথম বিয়েলোরুশীয় ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের হাজারেরও বেশি ইউনিটকে অর্ডারের মর্যাদায় ভূষিত করা হয় এবং বহু রেজিমেন্ট, ডিভিসন ও কোর সম্মানসূচক উপাধি লাভ করে।

ভিশ্চুলা-ওডার অপারেশন সফল হওয়াতে বার্লিন দখল ও জার্মানীর অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনার অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। তার অর্থ নাৎসী-জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়লাভ ও জার্মান জনগণকে নাৎসীবাদের কবল থেকে মুক্ত করার দিন আগতপ্রায়।

১। হোমগার্ড—সম্পাদক

২। ফ্রানৎস হালড্যার, হিটলার আল্স ফেল্ট হেয্যার, জোহান শোয়েন লাইটস্টার ফেয়্যারলাক মিউনিক, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০ দেখুন।

৩। রালফ ইঙ্গেরসল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৪৮।

৪। করেসপনডান্স বিটুয়িন দা চেয়ারম্যান অব দা কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স অব দা ইউ. এস. এ. আর. অ্যাণ্ড দা প্রেসিডেন্টস অব দা ইউ. এস. এ. অ্যাণ্ড দা প্রাইম মিনিস্টার্স অব গ্রেট ব্রিটেন ডিউরিং দা গ্রেট প্যাট্রিয়টিক ওয়ার অব ১৯৪১-৪৫, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ২৯৪।

৫। হিটলারস লাগেবেস্প্রেয়ুঙ্গেন।

৬। রোজার পার্কিনসন, আ ডেজ্ মার্চ নিয়ারার হোম, হাট-ডাভীস্, ম্যাক্‌গীবন, লণ্ডন, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ৪১৭।

৭। উইনস্টন চার্চিল, দা স্ট্রাগ্‌ল্ ফর সারভাইভেল ১৯৪০-৪৫, কনস্ট্যাব্‌ল, লণ্ডন, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা ১৭৩।

৮। দা পাবলিক পেপার্স অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস্ অব ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট, ভল্যুম XVIII, রাসেল অ্যাণ্ড রাসেল, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৫০৮।

৯। বিলানৎস ডেস স্বোয়াইটেন ভেল্টক্রীগেস, গারহার্ট স্টালিং ফেয়ারলাক, ওল্ডেনবুর্গ/হামবুর্গ, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা ৯৭।

১০। দা তেহরান, ইয়াল্টা অ্যাণ্ড পটসডাম কনফারেন্সেস্। ডকুমেন্টস্ প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৫৫।

১১। করেসপনড্যান্স বিটুয়িন দা চেয়ারম্যান অব দা কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স অব দা ইউ. এস. এস. আর. অ্যাণ্ড দা প্রেসিডেন্টস্ অব দা ইউ. এস. এ. অ্যাণ্ড দা প্রাইম মিনিস্টার্স অব গ্রেট ব্রিটেন ডিউরিং দা গ্রেট প্যাট্রিয়টিক ওয়ার অব ১৯৪১—১৯৪৫, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ২৯৪-৯৫।

১২। এইচ গুডেরিয়ান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৪৭।

১৩। কে. টিপ্পেলস্কার্চ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫৩৭-৩৮।

১৪। এম. ওয়াই. কাতুকভ, অ্যাট দা স্পীয়ার হেড অব দা মেন থ্রাস্ট্, ভয়েনেৰঝডাট, মস্কো, পৃষ্ঠা ৩১৩ (রুশ ভাষায় লিখিত)।

১৫। দা তেহেরান, ইয়াল্টা অ্যাণ্ড পটসডাম কনফারেন্স, পৃষ্ঠা ১৩৮।

১৬। আই. এস. কোনিয়েভ, ইয়ার অব ভিক্টরী, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩।

১৭। ঐ পৃষ্ঠা ৩৬।

১৮। মেমোয়ার্স অব মার্শাল ঝুকভ, পৃষ্ঠা ৫৬৬।

১৯। ঐ পৃষ্ঠা ৫৭৪।

২০। হেইনৎস গুডেরিয়ান—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৭৩।

২১। করেসপনড্যান্স বিটুয়িন দা চেয়ারম্যান অব দা কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স অব দা ইউ. এস. এস. আর. অ্যাণ্ড দা প্রেসিডেন্টস অব দা ইউ. এস. এ. অ্যাণ্ড দা প্রাইম মিনিস্টার্স অব গ্রেট ব্রিটেন ডিউরিং দা গ্রেট প্যাট্রিয়টিক ওয়ার অব ১৯৪১-৪৫, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ৩০২।

২২। হিস্ট্রী অব দা সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ১৯৩৯-৪৫, ভল্যুম ১০, ভয়েনিঝডাট, মস্কো, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ৭৫ (রুশ ভাষায় লিখিত)।

২৩। দা নিউ ইয়র্ক টাইমস্, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৫।

২৪। আই. এস. কোনিয়েভ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৩।

২৫। আই. এস. কোনিয়েভ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪৭।

নবম পরিচ্ছেদ

বার্লিন অপারেশন ঃ চূড়ান্ত আঘাত

ইউরোপের বুকে যুদ্ধের শেষ গুলিটি শব্দায়িত হবার পর চল্লিশটি বছর কেটে গিয়েছে। বার্লিন অপারেশনই ইউরোপ ভূখণ্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আওতায় শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধটি একই সঙ্গে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। এটা স্বাভাবিক ; কারণ বার্লিন যেহেতু তাদের রাজনৈতিক পীঠস্থান ও প্রতিরোধের শেষ ঘাঁটি—অতএব তারা তো সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে প্রাণপণ শক্তিতে বাধা-দান করবেই। সুতরাং যুদ্ধের অবসান ঘটাতে গেলে এই দুর্গটিকে চূর্ণ করতেই হবে। কিন্তু এটা অস্বাভাবিকও বটে ; কারণ ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে নাৎসী জার্মানীর পালের গোদা ও তাদের সেনাবাহিনীব অবস্থা এক কথায় অত্যন্ত শোচনীয়। অতএব, কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ বেশি যন্ত্রণাদায়ক প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েও আর কিছু লাভ হবার নয়। এ ধরনের প্রতিরোধ অর্থহীন রক্তপাত, জার্মান শহরগুলির ধ্বংস, বেসামরিক মানুষের মৃত্যু ও জার্মান জাতির জাগতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের ধ্বংসই শুধু অনিবার্য করে তোলে। কেবলমাত্র আত্মসমর্পণই পারে বার্লিন ও জার্মান সৈনা এবং নগরবাসীদের অক্ষত রাখতে।

নাৎসী রণপ্রভুরা সঙ্গীন অবস্থায় পড়েও কিন্তু তখনো ভাবছে যে শেষ বিচারের দিন একদম এড়াতে না পারলেও, অন্ততঃ কিছুটা বিলম্বিত করা যায়।

১। বার্লিনকে ঘিরে মাকড়সার জাল

বার্লিন অপারেশনের প্রস্তুতিপর্বে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঘটনা ও নাৎসী-জার্মানীর নেতাদের অনুসৃত কয়েকটি কূটনৈতিক পদক্ষেপ বার্লিনকে ঘিরে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়।

প্রথমতঃ যে কোন আলোচনার পূর্বশর্ত হিসাবে নাৎসী-জার্মানী ও তার সেনাবাহিনীর উপর ক্রিমিয়া সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি কর্তৃক আরোপিত একমাত্র শর্ত—"নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ" সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

এই শর্তটি যুদ্ধের পর বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির কঠোর সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। তাদের মতে, এই শর্তটি আরোপিত হওয়ার ফলে নাৎসী সেনা-বাহিনীর প্রতিরোধ তীব্রতর হয় এবং যুদ্ধের অবসান ঘটতেও বিলম্ব হয়। অবশ্য এধরনের সমালোচনার আসল উদ্দেশ্য আলাদা। যেমন, কোন কোন মহল

থেকে স্টালিনকে নানা সুবিধাদানের জন্যে ফ্রাংকলিন ডি. রুজভেল্টকে যুদ্ধের পর সমালোচনা করা হয়। তারা এর জন্যে দুঃখিত যে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের শর্ত চাপিয়ে দেবার ফলে জার্মানী পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে ; জার্মান সমরবাদের ভিত নড়বড়ে হয়েছে এবং এমন কি জার্মানীর পশ্চিমাংশেও জার্মান সমরবাদ চাঙা হতে পারল না। অবশ্যি কিছুদিন পরেই সেখানে তার ভিৎ নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পশ্চিমী সংবাদপত্র জগতে আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন অঙ্গীকার ও সিদ্ধান্তের পুনর্মূল্যায়নের মহড়া এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে মিত্র শক্তিগোষ্ঠী নাৎসী-জার্মানী সম্পর্কে যৌথনীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্ত্বেও কয়েকজন মার্কিন ও ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ নাৎসী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাদাভাবে সমঝোতা করার জন্যে উদ্যোগী হন। নাৎসীদের পক্ষ থেকে এস. এস. বাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল কার্ল উলফ্ ও জার্মান কূটনীতিবিদ রুডলফ রাহন্ আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে মিত্রশক্তির সঙ্গে পৃথক যুদ্ধবিরতি-চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্যে খোদ নাৎসী নেতা হারম্যান গোয়েরিং ও হেইনরিখ হিমলার এগিয়ে আসেন।

সোভিয়েত সরকার এসব আলাপ আলোচনা ও দেখাসাক্ষাতের খবর রাখতেন এবং তাঁরা গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে ঘটনাস্রোত পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। সোভিয়েত সরকার, কোন কোন ক্ষেত্রে ইয়াল্টাচুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে—সেদিকে মার্কিন ও ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সোভিয়েত সরকার নিজের তরফ থেকে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বার্লিনকে ঘিরে যে মাকড়সার জাল বোনা হচ্ছে তাকে ছিঁড়ে ফেলার জন্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এপ্রসঙ্গে, ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি, প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সমর পরিষদের নিকট প্রেরিত সোভিয়েতের সর্বোচ্চ অধিনায়ক জে. ভি. স্টালিনের তারবার্তাখানি প্রণিধানযোগ্য। তাতে বলা হয়েছে :

"হিটলার, রুশ ও তার মিত্রদের মনোমালিন্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বার্লিনকে ঘিরে মাকড়সার জাল বুনে চলেছে। আমরা যদি বার্লিন অধিকার করি, তাহলে এই মাকড়সার জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী তা করতে পারে এবং তাদের তা করা উচিত।"[১]

সেদিনের ঘটনাগুলি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করার জন্যে ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সারবত্তা অনুধাবন করার জন্যে একটা দিকও বিচার করে দেখা দরকার।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত ইয়াল্টা সম্মেলনে তিনটি বৃহৎ শক্তির

মধ্যে এক সাধারণ বিভাজ রেখা সংক্রান্ত ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে গিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী অ্যাংলো-মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে—সেটাই হবে পশ্চিমী অধিকৃত অঞ্চল ও সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে সীমারেখা। এবং এলব্ নদীই হচ্ছে সেই সীমারেখা। কিন্তু এটাও ঠিক হয় যে নিছক সামরিক পরিস্থিতির তাগিদে উভয়পক্ষের সেনানায়করা এই সীমারেখা অতিক্রম করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সামরিক প্রয়োজনই হবে মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। পরবর্তীকালে প্রয়োজন পড়লে জায়গা বিনিময় ঘটবে।

তার থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে ইয়াল্টা সম্মেলনে মিত্র বাহিনীগুলির যৌথ কার্যক্রমের ভিত্তি হিসাবে সামরিক-রণনৈতিক বিবেচনাকেই অগ্রাধিকার দান করা হয়। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়নি এবং তার ভূমিকা থাকবে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে।

কিন্তু ছ' সপ্তাহ পরে, ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল, উইনস্টন চার্চিল ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টকে লেখেন: "রুশরা নিঃসন্দেহে গোটা অস্ট্রিয়া জয় করে ভিয়েনায় প্রবেশ করবে। আর তারা যদি বার্লিনও জয় করে তাহলে কি তাদের মনে অযথা এই ধারণা মুদ্রিত হয়ে যাবে না যে আমাদের এই সাধারণ জয়ে তাদের অবদানই সর্বাধিক এবং তার ফলে কি ভবিষ্যতে অত্যন্ত গুরুতর অসুবিধা দেখা দেবে না? আমি মনে করি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে আমাদের উচিত হবে জার্মানির পূর্বদিকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাওয়া আর বার্লিন যদি আমাদের নাগালের মধ্যে আসে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তা নিয়ে নেব।"[১]

পশ্চিম ইউরোপের মিত্রশক্তি অভিযাত্রী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ডুইট ডি আইজেনহাওয়ার ৭ই এপ্রিল মিত্রশক্তির সদর দপ্তরকে জানান যে সুযোগ পেলে তিনি বার্লিন জয়ের জন্যে সচেষ্ট হবেন।[২]

জার্মান সেনাবাহিনীর সঙ্গীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা কিছু শক্ত নয় যে তারা পশ্চিম রণাঙ্গনে কোন রকমের প্রতিরোধ না চালিয়ে বার্লিনের রাস্তা মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্যে উন্মুক্ত করে দেবে। যুদ্ধের পর এটা জানা যায় যে, নাৎসী নেতৃত্ব যে শুধু 'রুশদের হাতে যাওয়ার চেয়ে অ্যাংলো-স্যাক্সনরা বার্লিন দখল করুক'—এই চিন্তাটা মনে মনে আউড়েছিল তা নয়, তারা এ বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপও গ্রহণ করে। ৩রা এপ্রিল জার্মান ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টির (NSDAP) বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে: "যুদ্ধের ফয়সালা হবে পূবে, পশ্চিমে নয়।......পশ্চিমে যাই ঘটুক না কেন সব মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে পূর্বদিকে। পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টকে অটুট রাখতে পারাই হবে যুদ্ধের মোড় ফেরানোর চাবিকাঠি।"[৩]

অবশ্য যে নাৎসী নেতারা এই দলিলে স্বাক্ষর করে তাদের মধ্যে কেউই সে সময় মনে করত না যে যুদ্ধের মোড় ফেরার আদৌ অবকাশ আছে। তাতে কিন্তু

এই নির্দেশিকার মর্মবস্তু অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তার অর্থ হচ্ছেঃ ধ্বংসে উন্মত্ত ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কট্টর জেহাদী এই নাৎসী নায়করা, জার্মান সৈন্যদের গুলি করে মারার ভয় দেখিয়ে শেষ বুলেটটি নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে। তারও আগে ১৯শে মার্চ হিটলার 'গোড়ামাটি' নীতি অবলম্বনের নির্দেশ জারী করে জার্মান ভূখণ্ডের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করার আদেশ দেন।

দশদিন আগে বার্লিনের সৈন্যাধ্যক্ষ ফ্যুরারের পক্ষ থেকে রাইখ রাজধানীকে প্রতিরক্ষা সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের একটা অংশ হচ্ছে যে বার্লিন যুদ্ধে সেনাবাহিনী ও ঝটিকা বাহিনীকে 'সবরকম কৌশল ছল চাতুরীর পথ আশ্রয় করে যে কোন পদ্ধতিতে আগে থেকে প্রস্তুত অবস্থায় অথবা তাৎক্ষণিক বুদ্ধিতে, মাটিতে, আকাশে ও ভূগর্ভের আশ্রয়স্থলে উন্মত্ততা ও কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে লড়তে হবে।'[৪]

প্রলয় অনিবার্য জেনে গোয়েবলস্ প্রমুখ নাৎসী নেতারা সেনাবাহিনীর কাছে এবং বিশেষ করে এস. এস. বাহিনীকে অবিচলভাবে যুদ্ধ করার জন্যে আবেদন জানিয়ে বক্তৃতা করেন এবং তাঁরা বলেন যে সোভিয়েত সৈন্যদের যে পশ্চিমদিকে এক পা-ও এগুতে দেওয়া না হয়।

এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর পক্ষে বার্লিন অভিযান খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। শত্রু শেষ মানুষটি পর্যন্ত লড়াই করতে প্রস্তুত। বার্লিন শুধু জার্মানীর রাজধানী বা ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক দুর্গবিশেষ নয়—এটা হল সর্বাত্মক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাযুক্ত এক দুর্গ-নগরী।

অতএব বার্লিন আক্রমণের ছক তৈরীর সময় জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে যুদ্ধরত শক্তিগুলির সামরিক পটভূমিতে বিচার করতে হয়েছে এবং শত্রুর প্রতিরোধ ক্ষমতা ও নির্ধারিত অপারেশন সফল করার জন্যে সম্ভাব্য সময়সীমার কথাও ভাবতে হয়েছে।

২। উভয়পক্ষের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

নাৎসীরা বার্লিন শহর ও তার নিকটতম প্রবেশপথ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আটচল্লিশটি পদাতিক, ছ'টি প্যানজার ও ন'টি মোটরবাহিত ডিভিসন জড়ো করে। অ্যাংলো-মার্কিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গনেও এতখানি শক্তি-সমাবেশ তারা ঘটায়নি।

এপ্রিল মাসে নাৎসী কম্যাণ্ডের ভাণ্ডারে যত অস্ত্রশস্ত্র মজুত ছিল সবই তারা পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেয়।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে নাৎসী-জার্মানীর সামরিক-অর্থনৈতিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। শিল্পোৎপাদনের হার দ্রুত নিম্নগামী। রুঢ় ও সাইলেশিয়ার

মতো অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ অঞ্চল হাতছাড়া হওয়াতে জার্মান শিল্পের ধাতব ভিত্তি বলতে আর কিছু রইল না। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসের তুলনায় ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে সমর শিল্পের উৎপাদন পঁয়তাল্লিশ শতাংশে নেমে এসেছে। ট্যাঙ্ক উৎপাদনের পরিমাণ সাংঘাতিকভাবে কমে গিয়েছে। বিমান-বাহিনী ও প্যানজার বাহিনীর জন্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানীর একান্ত অভাব।

লোকবলের ক্ষেত্রেও সঙ্কট দেখা দিয়েছে। যাদের জন্ম ১৯২৮-২৯ সালে—সেসব ষোল-সতের বছরের কিশোরদেরও, ১৯৪৫ সালের মার্চে যুদ্ধের জন্যে ডাকা হয়।

এসব সত্ত্বেও, শত্রুর প্রতিরোধ স্পৃহা বিশেষ করে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে এতটুকু কমেনি। এখনো নাৎসীবাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যসম্পন্ন বহু ইউনিট এবং বিশেষ করে এস. এস. বাহিনী প্রতিরক্ষা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে ফ্যুরার প্রতিশ্রুত অলৌকিক ঘটনা ঘটবে।

এটাও উল্লেখ্য যে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের দৈর্ঘ্য এখন অনেকখানি সঙ্কুচিত; ফলে, নাৎসী কম্যাণ্ডের পক্ষে রণাঙ্গনের আক্রান্ত সেক্টরে প্রভূত শক্তি সমাবেশ করতে অসুবিধা হয়নি।

বার্লিন রণাঙ্গনের প্রতিরক্ষা সংগ্রামে সোভিয়েত প্রথম ও দ্বিতীয় বিয়েলো-রুশীয় ফ্রণ্ট ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের মুখোমুখি সন্নিবেশিত হয়েছে ম্যাণ্টুফেল পরিচালিত ৩নং প্যানজার আর্মি, বুসে পরিচালিত ৯নং পদাতিক আর্মি, গ্রেসার পরিচালিত ৪নং প্যানজার আর্মি এবং হ্যাসে পরিচালিত ১৭নং পদাতিক আর্মি নিয়ে গঠিত জার্মান আর্মি গ্রুপ ভিশ্চুলা ও সেণ্টার।

কম বেশি করে গোটা ফ্রণ্ট জুড়ে এই সেনাবাহিনীগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সবচেয়ে বেশি সৈন্যসমাবেশ ঘটানো হয় কুস্ত্রিন সেতুমুখের সামনে। সেখানে চুয়াল্লিশ কিঃ মিঃ প্রশস্ত সেক্টরে চোদ্দ ডিভিসন সৈন্য সন্নিবেশিত হয়।

নাৎসী কম্যাণ্ডের মতে ওডার-নিসে লাইন ও বার্লিন প্রতিরক্ষা বলয় হচ্ছে পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রণ্টের প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহ।

ওডার-নিসে লাইনে কুড়ি থেকে চল্লিশ কিঃ মিঃ গভীর তিনটি প্রতিরোধব্যূহ নির্মিত হয়। রণাঙ্গনের অগ্রভাগের দশ থেকে কুড়ি কিঃ মিঃ দূরবর্তী সিলাউ টীলা বরাবর কুস্ত্রিন সেতুমুখের সামনের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাব্যূহটি সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত।

বার্লিন রক্ষীবাহিনীর বিমান বিধ্বংসী কামান, আক্রমণ চালাবার কামান ও ট্যাঙ্কের সমাবেশ ঘটিয়ে নিবিড়ভাবে মাইন ভূমির সঙ্গে কামান থেকে গোলাবর্ষণ ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটানো হয়। ট্যাঙ্ক-আক্রান্ত অঞ্চলে প্রতি কিঃ মিঃ পিছু দু'হাজার করে নিবিড়ভাবে মাইন পাতা হয়।

বার্লিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে নাৎসী কম্যাণ্ড বিশেষভাবে

মনোযোগী হয়। সোভিয়েত আক্রমণের শুরু থেকে বার্লিন প্রতিরক্ষা বলয়কে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত করা হয়। আর্মি গ্রুপ ভিশ্চুলা ও সেন্টারের মূল শক্তি ও বার্লিন অঞ্চলের বিমানবিধ্বংসী বাহিনীকে সেখানে পুরোপুরি জমায়েত করা হয়। কুস্ত্রিন-বার্লিন ও ফ্রন্ট-কটবাস অঞ্চলে জমাট শক্তিসমাবেশ ঘটানো হয়।

বার্লিনকে ঘিরে নাৎসীরা তিনটি চক্রাকারে প্রতিরক্ষাব্যূহ (বাইরেকার, ভেতরকার এবং পৌর) রচনা করেছিল। শহরকে নটি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়। তার মধ্যে যেখানে রাইখস্টাগ ও রাইখে চ্যান্সেলারী অবস্থিত—সেই মধ্য-ক্ষেত্রটিকে সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত করা হয়।

২৪শে এপ্রিলের আগে বার্লিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল রেম্যান এবং পরে গোলন্দাজ বিভাগের জেনারেল হেলমুট ওয়াইডিং। গোয়েবেলস্ হলেন রাইখের যুদ্ধমন্ত্রী। হিটলার, বোরম্যান ও নাৎসী জেনারেল স্টাফের শেষতম প্রধান জেনারেল ক্রেব্স্-এর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব।

দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধের জন্যে উপযোগী করে সমগ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটিকে নাৎসীরা তৈরী করে। যতই শহরের নিম্নাঞ্চলের দিকে যুদ্ধ এগিয়ে আসবে ততই প্রতিরোধ তীব্রতর হবে। ইঁটের তৈরী বিশাল ইমারতগুলিকে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধের উপযোগী করে তোলা হয়। এ ধরনের বাড়ীগুলিকে একত্রিত করে এক একটি প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। চার মিটার পুরু মজবুত ব্যারিকেড দিয়ে পার্শ্বভাগকে ঘিরে রাখা হয়। কোণার দিকের বাড়ীগুলিকে বিশেষভাবে সুরক্ষিত করা হয় যাতে সেখান থেকে এপাশে ওপাশে তির্যকভাবে গুলিবর্ষণ করা চলে। প্রতিরোধ কেন্দ্রের মূল ঘাঁটিতে রয়েছে ঝটিকাবাহিনীর লোকজন তাদের হাতে আছে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রকেট-গ্রেনেড। রাস্তার লড়াইয়ে ট্যাঙ্ক ঘায়েল করার পক্ষে এটা একটা মোক্ষম হাতিয়ার।[৫]

বার্লিনের ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ ও পয়ঃপ্রণালীসহ শহরের গঠনপ্রণালী শহরের সমগ্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এই শক্তিশালী দিকটি সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মাথাব্যথার কারণ হয় এবং এপ্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল আই. এস. কোনিয়েভ মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন:

"শত্রুর ভূগর্ভস্থ গঠনপ্রণালীর নিপুণ ব্যবহার আমাদের চিন্তার কারণ হয়। আমাদের সেনাবাহিনী হয়তো একটি প্রতিরোধ ঘাঁটি দখল করার পর ভাবল—কাজ শেষ। কিন্তু দেখা গেল ভূগর্ভস্থ পথ ধরে শত্রুপক্ষের হানাদারি অন্তর্ঘাতপটু লোকজন ও লক্ষ্যভেদীরা আমাদের সেনাবাহিনীর পেছনে এসে হাজির। এধরনের লোকজন, সাব মেশিনগান, রাইফেল, গ্রেনেড নিক্ষেপক অস্ত্র ও রকেটের সাহায্যে আমাদের অধিকৃত অঞ্চলের রাস্তায় স্বচ্ছন্দ চলাফেরারত মোটর যান, ট্যাঙ্ক ও সৈন্যদের আচমকা আক্রমণ করে বসে। তারা আমাদের সরবরাহ পথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আমাদের ব্যূহের পেছনে বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করে।"[৬]

আমরা ফ্রণ্ট অধিনায়কের স্মৃতিকথা থেকে এতখানি উদ্ধৃতি উৎকলিত করলাম শুধুমাত্র বার্লিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি বোঝাবার জন্যে নয়, আসন্ন যুদ্ধ কি রকম আকার ধারণ করতে যাচ্ছে তারও আভাস দেবার জন্যে। এটা খুবই পরিষ্কার যে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি তারা সযত্নে এবং ভালভাবেই সংগঠিত করে। রেইনফোর্স কংক্রীট দিয়ে তৈরী বুঙ্কারের মৌচাকের মতো বার্লিন প্রতিরক্ষা বলয়টি এক বিশাল দুর্গবিশেষ। বুঙ্কারের দেয়াল কামানের গোলার আঘাতেও অটুট থাকবে। সারা বার্লিন জুড়ে এ ধরনের চারশ বুঙ্কার ইতস্ততঃ ছড়ানো : সুতরাং বার্লিন যুদ্ধে সর্বস্তরের সৈন্যপরিচালনার নৈপুণ্যই যথেষ্ট নয়—রাস্তার লড়াই চালাবার উপযুক্ত দক্ষতাও থাকা চাই।

শহরের রক্ষাব্যবস্থা যে সুসংগঠিত এবং উপযুক্ত লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত তাই নয়—বার্লিনের চারপাশের বেষ্টনী দৃঢ়তর হওয়ার সাথে সাথে ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের ফলে নগররক্ষী বাহিনীর অনমনীয় প্রতিরোধস্পৃহাও বাড়তে থাকে। হিটলার যেমন বার্লিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বশেষ অধিনায়ক জেনারেল ওয়াইল্ডিংকে নির্দেশ দেন যে শেষ সৈনিকটি বেঁচে থাকা পর্যন্ত লড়তে হবে : ১৯৪৫ সালের মার্চ থেকে 'উন্মত্তের মতো' যুদ্ধ করার জন্যে নাৎসীবাহিনীর নির্দেশ কার্যকর হতে থাকে। ১৭ই এপ্রিল পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টের সৈন্যদের হিটলারের বিশেষ আদেশে বলা হয়েছে ঃ 'যে পিছু হটার আদেশ দেবে—তাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করতে হবে এবং প্রয়োজন পড়লে পদমর্যাদার তোয়াক্কা না করে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারতে হবে।"[৭]

নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে নাৎসী নেতাদের আরোপিত সন্ত্রাস, গেস্টাপো বাহিনী কর্তৃক দলে দলে গুলি করে মারার ঘটনা ও গোয়েবেলসের বুদ্ধিবিভ্রমকারী প্রচারকার্যের ফলে জার্মান সৈন্য ও ঝটিকা বাহিনীর লোকজন শেষ মানুষটি বেঁচে থাকা পর্যন্ত লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হয় এবং আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত ঘাঁটি আগলে রাখে।

অতএব সোভিয়েত সৈন্যদের জন্যে অপেক্ষা করছে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এক-দল উন্মত্ত মানুষ যেখানে প্রতিরক্ষা সংগ্রামে নেমেছে তাদের হটিয়ে সুরক্ষিত শহর দখল করার জন্যে চাই সর্বাত্মক প্রস্তুতি ও নিপুণ সংগঠনী ব্যবস্থা। জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড যখন বার্লিন অপারেশনের ছক তৈরী করতে বসেন—তাঁরা অন্যান্য বিষয়ের সাথে এসব সমস্যা নিয়েও ভাবনাচিন্তা করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আওতায় যে সব বৃহৎ ও ব্যাপক আক্রমণাত্মক অভিযান সোভিয়েত সেনাবাহিনী সফল করেছেন তাদের মধ্যে মস্কো প্রতিআক্রমণ অপারেশন বাদ দিলে, বার্লিনের অপারেশনের প্রস্তুতিই সবচেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সারা হয়।

এই অপারেশনের প্রস্তুতি পর্বে ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল, জে. ভি. স্টালিনের সভাপতিত্বে জেনারেল হেড কোয়ার্টারে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রেমলিনে অনুষ্ঠিত সেই সভায় প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের অধিনায়ক জি. কে ঝুকভও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের অধিনায়ক আই. এস. কোনিয়েভ আমন্ত্রিত হন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের অধিনায়ক মার্শাল কে. কে. রকসোভস্কির সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

মার্শাল জি. কে. ঝুকভের মনে পড়ছে যে আলোচনাসভার প্রাক্কালে গভীর রাত্রিতে স্টালিন তাঁকে ডেকে পাঠান এবং এই বলে কথা শুরু করেন :

পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান ফ্রণ্ট চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গিয়েছে এবং হিটলারের লোকেরা মিত্রবাহিনীর অগ্রগতি ঠেকাবার জন্যে কিছু করতে চায় না। ইতিমধ্যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনে তাদের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলছে······

"আমার মনে হয় জোর লড়াই বাধবে।"[৮]

রণাঙ্গনের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়নের পর, ১লা এপ্রিলের সভায় স্টালিন জোর দিয়ে বলেন যে, যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে বার্লিন অভিমুখে আক্রমণ চালিয়েই কেবল নাৎসী নেতাদের যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করা ও বার্লিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পরিকল্পনাকে বানচাল করা সম্ভব। জেনারেল হেড কোয়ার্টারের প্রস্তাব হচ্ছে ১৬ই এপ্রিলের আগে অপারেশন শুরু করা ও বারো থেকে পনের দিনের মধ্যে তা শেষ করা।

ইতিমধ্যে ২রা ও ৩রা এপ্রিল ঝুকভ ও কোনিয়েভের আর্মিগ্রুপকে লিখিত নির্দেশ পাঠানো হয় এবং তার ভিত্তিতে তারা বার্লিন অপারেশনের প্রারম্ভিক প্রস্তুতির কাজ শুরু করে।

৬ই এপ্রিল, পোমেরানিয়ার পূর্বাঞ্চলে অপারেশন সমাপ্ত হবার পর এধরনের নির্দেশ দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টকেও পাঠানো হয়।

এভাবে বার্লিন অপারেশন সংসাধনের ক্ষেত্রে তিনটি ফ্রণ্টের আর্মিগ্রুপ সংশ্লিষ্ট হয়। তাদের আওতায় রয়েছে একুশটি পদাতিক, চারটি ট্যাংক এবং তিনটি বিমান আর্মি ও দশটি পৃথক ট্যাংক ও যান্ত্রিক কোর এবং চারটি ক্যাভেলরী কোর।

বাল্টিক নৌবহরের একাংশ, সুপ্রীম কম্যাণ্ডের রিজার্ভ বাহিনীর অন্তর্গত দূরপাল্লার বিমান বাহিনী এবং দ্নীপার-ফ্লোটিলা এই অপারেশনে নিয়োজিত হয়। বার্লিন অপারেশনে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ছাড়াও ওয়াজস্কো-পোলস্কীর দুটি পদাতিক আর্মি, একটি ট্যাংক ও একটি বিমান বাহিনীর কোর, দুটি ব্যূহ ভেদকারী গোলন্দাজ ডিভিসন এবং একটি মর্টার ব্রিগেড যোগদান করে। বার্লিন অভিমুখে আগুয়ান সৈন্যবাহিনীর মোট শক্তি হচ্ছে : ২৫ লক্ষ পদাতিক, ৪১ হাজারেরও বেশি কামান, ৬,৩০০ ট্যাংক ও ৭৫০০ যুদ্ধবিমান।

বার্লিন অভিমুখে আক্রমণাত্মক অপারেশনের রণনৈতিক পরিকল্পনা হল : দ্বিতীয় ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় এবং প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্ট—স্তেত্তিন ও পেনজিগের

মধ্যবর্তী অঞ্চলের বেশ কয়েকটি সেক্টরে শক্তিশালী হামলা চালিয়ে শত্রু প্রতিরক্ষা ব্যূহে দ্রুত ফাটল সৃষ্টি করা; বার্লিনের শত্রুসেনাগ্রুপকে শক্ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে শক্তিশালী হামলা চালিয়ে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পকেটে বিভক্ত করা এবং পরবর্তী পর্যায়ে হয় তাদের বন্দী করা, নয়তো বিধ্বস্ত করা।

অপারেশন শুরু হওয়ার দশ থেকে পনের দিনের মধ্যে আগুয়ান বাহিনীকে বার্লিন জয় করে গোটা ফ্রন্ট জুড়ে এগিয়ে গিয়ে এল্‌বে নদীর ধারে অ্যাংলো-মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে হবে; এবং তার পর মিত্র শক্তি বাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে নাৎসী জার্মানীকে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করার জন্যে বাধ্য করতে হবে।

আমরা যদি বার্লিন অপারেশনের ছবিগুলি পরপর সাজাই তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে: প্রথমে সমগ্র বার্লিন-রণনৈতিক ফ্রন্টের নাৎসী সেনাগ্রুপকে ঘিরে এক বড় আকারের অবরোধ বেষ্টনী গড়ে তোলা হয় এবং সেই বড় বৃত্তের মধ্যে রচিত হয় দুটি ক্ষুদ্র আকারের বেষ্টনী বৃত্ত। তার একটি গড়ে ওঠে খোদ বার্লিনকে ঘিরে এবং অপরটি বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থানকারী, মূল নাৎসী বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন পদাতিক সেনাগ্রুপটিকে ঘিরে। এই বৃত্ত, দুটি স্থাণুর মতো দীর্ঘকাল অনড় থাকবে না—বৃত্তের পরিধি দ্রুত সঙ্কুচিত হয়ে আসবে এবং তার মধ্যে অবরুদ্ধ নাৎসী সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে।

এই পরিকল্পনা, আক্রমণ শুরু করার ও এল্‌বে পৌঁছানোর সম্ভাব্য তারিখ সম্বন্ধে পশ্চিমী মিত্রদের ঠিক সময়ে অবহিত করা হয়। তাঁরাও পশ্চিম রণাঙ্গনে তাঁদের আক্রমণ পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখেন এবং ১৯৪৫ সালের ২৮শে মার্চ স্টালিনকে আইজেনহাওয়ার এই মর্মে এক বার্তা পাঠান।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার রচিত অপারেশনের ছক অনুযায়ী বিভিন্ন আর্মি-গ্রুপের জন্যে নিম্ন বর্ণিত কর্মসূচী স্থির হয়:

প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টকে হোহেনজলোরেন এবং ওডার-স্প্রী খাল পর্যন্ত বিস্তৃত ফ্রন্টের জার্মান সেনাব্যূহকে পর পর তিনটি আঘাত হেনে ভেদ করতে হবে। তারপর এই আর্মি গ্রুপটি বার্লিনের দুয়ারে জেনারেল বুসে পরিচালিত জার্মান নবম আর্মির মূল বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে বার্লিনকে পরিবেষ্টিত করবে এবং তারপর একটি মোক্ষম আঘাত হেনে জার্মান রাজধানী দখল করবে। পরবর্তীকালে পশ্চিম দিকে অভিযান চালিয়ে এই ফ্রন্টের সেনাবাহিনীকে এল্‌বে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। কুস্ত্রিনের পশ্চিম দিকের সেতুমুখ থেকে পাঁচটি পদাতিক ও দুটি ট্যাঙ্ক আর্মি প্রধান আঘাত হানবে। বার্লিনে অবস্থানকারী শত্রু সেনা-গ্রুপকে পরিবেষ্টিত করার জন্যে ট্যাঙ্ক বাহিনী দুটি উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে বার্লিনকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার মাধ্যমে আক্রমণকে তীক্ষ্ণতর করবে। একটি পদাতিক আর্মি আর্মিগ্রুপের দ্বিতীয় সারির অন্তর্ভূত হবে।

ফ্রন্টের মূল বাহিনীর সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্যে ফ্রন্টের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পার্শ্বভাগ থেকে আরো দুটি সহায়ক আক্রমণ পরিকল্পিত হয়। বাম পার্শ্বভাগ থেকে আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে ফ্রাঙ্কফুর্ট-গুবেন শত্রু সেনাগ্রুপকে বার্লিন সেনাগ্রুপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে।

প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টকে তার বামপ্রান্তিক নিসে নদী অতিক্রম করে তার বাম-প্রান্তিক বাহিনীর মাধ্যমে ফর্স্ট থেকে পেনজিগ পর্যন্ত বিস্তৃত ফ্রন্টের শত্রুব্যূহ ভেদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারা বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্বে কটবাস অঞ্চলে শত্রুর ৪নং প্যানজার আর্মির মূল বাহিনীকে বিধ্বস্ত করবে। অপারেশনের দশ থেকে বার দিনের মাথায় তাদের বীলিৎসউইটেনবার্গ লাইনের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে এলবে বরাবর এগিয়ে গিয়ে—ড্রেসডেনে পেঁছিতে হবে।

তিনটি পদাতিক ও দুটি ট্যাঙ্ক আর্মি দক্ষিণ দিক থেকে বার্লিনকে পাশ কাটিয়ে বেলিঝিগের দিকে প্রধান আক্রমণ হানতে থাকবে। বার্লিন অধিকারের পর প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনী লিপজিগের দিকে এগিয়ে যাবে।

ফ্রন্টের মূল বাহিনীকে দক্ষিণ দিক থেকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে দুটি পদাতিক আর্মির সেনাদল কোলফুর্ট অঞ্চল থেকে ড্রেসডেন অভিমুখে আক্রমণ হানবে। ফ্রন্টের বাম প্রান্তিক বাহিনী স্থিতিশীল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

কোন কারণে যদি প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের আক্রমণ মন্দীভূত হয়, সেক্ষেত্রে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ড দ্বিতীয় বিকল্প স্থির করে রাখেন। তখন উক্রাইনীয় ফ্রন্টের ট্যাঙ্ক আর্মি নিসে প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার পর শত্রুর সমগ্র বার্লিন সেনাগ্রুপকে পরিবেষ্টিত করে তাকে বিচ্ছিন্ন ও টুকরো টুকরো করে ফেলার জন্যে বার্লিন অভিমুখে আঘাত হানবে।

দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টকে কোলবার্গশ্চভেডৎ সেক্টরে প্রথম বিয়েলো-রুশীয় ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তিক বাহিনীর স্থান পূরণ করে রোস্টকের দিকে আক্রমণ হানার প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। যেহেতু সমগ্র আর্মির ডানজিগ ও গ্দিনিয়া থেকে ওডার নদী পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে পুনর্বিন্যাস সাধিত হয় তাই তাদের আক্রমণের দিন ধার্য করা হয় ২০শে এপ্রিল। তারা প্রথমে ওডারের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের শাখা অতিক্রম করে ম্যান্টুফেলের ৩নং প্যানজার বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তিক বাহিনীকে নিরাপদ করবে। অপারেশনের বারো থেকে পনেরো দিনের মাথায় এই আর্মি গ্রুপটির সেনাবাহিনীকে অংকেলাম-উইটেনবার্গ রেখায় পেঁছাতে হবে।

শ্চভেডৎ-এর উত্তরাঞ্চল থেকে, দুটি ট্যাঙ্ক ও একটি যান্ত্রিক কোরের সহ-যোগে, তিনটি পদাতিক আর্মিকে নিউস্ট্রেলিৎ অভিমুখে প্রধান আক্রমণ হানতে হবে। ভিশ্চুলা থেকে বার্গদিয়েভনাউ পর্যন্ত বাল্টিক সাগরের উপকূলকে সুরক্ষিত

করার জন্যে সেনাবাহিনীর একাংশ নিয়োজিত হয়। আর একটি বিকল্প অনুসারে বার্লিনের শত্রুসেনাগ্রুপকে ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনীকে বার্লিনের দিকে এগিয়ে দেবার কথা ভাবা হয়।

নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক কুশ্রিন সেতুমুখ থেকে ৪৭নং, ৩নং ও ৫নং শক্ এবং ৮নং গার্ড আর্মির মাধ্যমে প্রধান আক্রমণ হানা মনস্থ করেন। আক্রমণকে জোরদার করার জন্যে নিয়োজিত ১নং ও ২নং ট্যাঙ্ক আর্মি দ্বিতীয় সারির অন্তর্ভুক্ত ৩নং শক্ আর্মির সঙ্গে মিলিত হয়ে ভিশ্চুলা নদীর পূর্বতীরে অবস্থান করবে।

হামলাদার বাহিনীর প্রধান অংশ চব্বিশ কিঃ মিঃ প্রশস্ত সেক্টরে জার্মানব্যূহ ভেদ করবে এবং পূর্বদিক থেকে আক্রমণ হেনে বার্লিন শহর দখল করবে। ৪৭নং আর্মি বার্লিনের উত্তরদিক থেকে অগ্রসর হয়ে নিউমার্ক-ফিশবেক্ সেক্টরে এল্‌বের নিকটবর্তী হবে।

সীলাউ টীলাটি দখল করার পর অপারেশনের প্রথম দিনেই ট্যাঙ্ক আর্মিকে যুদ্ধে নামানো হবে।

স্যাণ্ডাউ অভিমুখে আগুয়ান ওয়াজস্কো-পোলস্কীর ৬১নং ও ১নং আর্মির উপর শক্ সেনাবাহিনীকে উত্তরদিক থেকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ফ্রন্টের মূল বাহিনীকে দক্ষিণ দিক থেকে ৬৯নং ও ৩৩নং আর্মি সহায়তা করে এবং তাদের উপর ফুস্টেনবাল্ডে পটাসডাম রেখা অভিমুখে এগিয়ে গিয়ে বার্লিনের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের শহরতলী দখল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টকে স্প্রেমবার্গ অভিমুখে প্রধান আক্রমণ হেনে এবং সাতাশ কিঃ মিঃ প্রশস্ত সেক্টরে শত্রুব্যূহ ভেদ করে কট্টবাস অঞ্চলের শত্রুসেনাগ্রুপ বিধ্বস্ত করতে হবে।

১৩নং, ৩নং ও ৫নং গার্ড আর্মি এবং ৩নং ও ৪নং ট্যাঙ্ক আর্মির উপর প্রধান আক্রমণ হানার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। ফ্রন্টের মূল সেনাবাহিনীকে দুই সারিতে সাজান হয়। প্রথম সারিতে তিনটি আর্মি ও দ্বিতীয় সারির জন্যে ২৮নং ও ৩১নং আর্মিকে নির্দিষ্ট করা হয়। প্রথম সারির সহযোগী হিসাবে, আর্মি গ্রুপের আক্রমণকে তীক্ষ্ণতর করার জন্যে ট্যাঙ্ক আর্মিগুলিকে আক্রমণের দ্বিতীয় দিনে নামানো হবে। তারা হয় বার্লিনের দক্ষিণে স্প্রেমবার্গের দিকে এগিয়ে যাবে; নয়তো, দক্ষিণদিক থেকে সরাসরি বার্লিনের উপর হামলা চালাবে।

ফ্রন্টের শক্ সেনাগ্রুপের অগ্রগতি দক্ষিণদিক থেকে নিরাপদ রাখার জন্যে ও সাজস্কো-পোলস্কীর ২নং আর্মি ও ৫২নং আর্মির ইউনিটগুলিকে ড্রেসডেন অভিমুখে আক্রমণ হানার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই অপারেশনের ক্ষেত্রে পদাতিক বাহিনীগুলি দৈনিক চোদ্দ কিঃ মিঃ এবং

ট্যাঙ্ক বাহিনী দৈনিক তিরিশ কিঃ মিঃ করে মোট একশ ষাট কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার কথা।

অপারেশনের প্রস্তুতিপর্বে প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অন্তর্গত ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলির কর্মসূচী নির্ধারিত হয়। আক্রমণের প্রথম দিনেই ট্যাঙ্ক কোরের প্রথম সারিকে যুদ্ধে নেমে পদাতিক বাহিনীগুলির সহযোগে শত্রু প্রতিরক্ষাব্যূহের প্রধান লাইন ভেদ করে স্প্রী নদীর সেতুমুখ দখল করার ভার দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক ৬৫নং, ৭০নং ও ৪৯নং আর্মি ইউনিটগুলির মাধ্যমে প্রধান আঘাত হেনে ওডার অতিক্রম করা, স্তেত্তিন-শ্চভেডৎ খণ্ডে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করা ও নিউস্ট্রেলিৎস অভিমুখে আক্রমণ চালাবার সিদ্ধান্ত নেন। শত্রুব্যূহ ভেদ করার পর, বার্লিনের সঙ্গে ৩নং জার্মান প্যানজার বাহিনীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে তিনটি ট্যাঙ্ক, একটি যান্ত্রিক ও একটি ক্যাভেলরী কোরকে যুদ্ধে নামানো হয়।

ফ্রন্টের দক্ষিণপ্রান্তিক আর্মি দুটির সেনাদলকে কোলবার্গ-সোয়াইনমুণ্ডে লাইন আঁকড়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। ২নং শক্ আর্মির কাজ হবে ওডার অতিক্রম করে ফ্রন্টের শক্ সেনাগ্রুপকে স্তেত্তিন শহর দখল করার কাজে সহায়তা করা।

এই আর্মি গ্রুপটির অপারেশন মাত্র একশ তিরিশ কিঃ মিঃ দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তার দৈনিক গড় অগ্রগতি হবে আট থেকে এগার কিঃ মিঃ।

আর্মি গ্রুপগুলির সেনানায়কদের সিদ্ধান্ত কতখানি যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবানুগ তা বার্লিন অপারেশনের চমকপ্রদ সাফল্য থেকেই প্রমাণিত। সময়সীমা ও অর্জিত ফলাফল উভয় বিচারেই অপারেশনের সামগ্রিক পরিকল্পনার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি পরিস্ফুট।

আর একটি কথা : ফ্রন্ট ও আর্মির অধিনায়কগণ সকলেই বার্লিন অপারেশন সম্পর্কীয় তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। এবং এবিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি সত্যিই অভিনব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের অপারেশনগত সৈন্যসজ্জা মূলতঃ একসারবিশিষ্ট; কিন্তু তার হামলাদার বাহিনীর একাংশকে অর্থাৎ দুটি আর্মিকে দুটি সারিতে সাজান হয়। প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের বেলায় কিন্তু তার শক্ সেনাগ্রুপের দুই সার বিশিষ্ট তিনটি আর্মিকে এক সারিতে সাজান হয়। প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের শক্ সেনা-গ্রুপের অন্তর্গত তিনটি আর্মিকেই দুই সারিতে সাজানো হয়।

সেনাবাহিনীর এরকম অপারেশনগত গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রধান আক্রমণ হানার সময় সংকীর্ণ খণ্ডে বিপুল শক্তি সমাবেশ ঘটানো এবং আক্রমণকে তীক্ষ্ণতর করার জন্যে শক্তিশালী সেনাবাহিনী তৈরী রাখা। সেনাগ্রুপের দ্বিতীয় সারির কাজ হবে ব্যূহভেদের প্রয়াসকে সফল করা ও অপারেশনের তীব্রতা বৃদ্ধি ও তার বিস্তারকে সুনিশ্চিত করা।

ফ্রন্টের প্রথম সারির শত্রু বাহিনীগুলির জন্য ব্যূহভেদের জন্যে নির্বাচিত সেক্টরের একটি সংকীর্ণ খণ্ড অর্থাৎ চার থেকে দশ কিঃ মিঃ মাত্র নির্ধারিত হয়। আক্রমণকারী পদাতিক বাহিনীকে সরাসরিভাবে সহায়তা করার জন্যে বিপুল সংখ্যক ট্যাঙ্ক নিযুক্ত করা হয়। প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের আর্মিগুলির ক্ষেত্রে ফ্রন্ট লাইনের কিঃ মিঃ পিছু কুড়ি থেকে চুয়াল্লিশটি ট্যাঙ্ক, প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের বেলায় প্রতি কিলোমিটারে দশ থেকে চোদ্দটি এবং দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে সাত থেকে পঁয়ত্রিশটি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান যুদ্ধে নামানো হয়।

হামলাদার বাহিনীর ব্যূহভেদ করার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে নিবিড় গোলা-বর্ষণেরও ব্যবস্থা রাখা হয়। ব্যূহভেদের জন্যে নির্ধারিত সেক্টরে, প্রথম বিয়েলো-রুশীয় ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের ক্ষেত্রে কিলোমিটার পিছু দুশ থেকে তিনশ কামান ও মর্টারের সমাবেশ ঘটান হয়।

প্রধান আক্রমণ হানার সময় ব্যূহভেদ করার কাজে পদাতিক বাহিনীকে সহায়তা করার জন্যে ও ট্যাঙ্ক বাহিনী এবং দ্বিতীয় সারির সেনাদলকে শত্রুব্যূহের গভীরে আক্রমণ বিস্তার করার কাজে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করাই হবে বিমানবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য। বার্লিন অপারেশনের গোড়াতেই সোভিয়েত বিমানবাহিনী আকাশের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করে। বার্লিনের বিমান হানা বিরোধী রক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট ভাল এবং রাডার ব্যবস্থার নিবিড় জালে বার্লিনের আকাশ সুরক্ষিত। সেক্ষেত্রে জঙ্গী বিমানবহরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; তাই জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড বার্লিন রণাঙ্গনে তিন হাজার জঙ্গী বিমান নিযুক্ত করে এবং শত্রুর বিমান শক্তিকে আকাশ যুদ্ধে পর্যুদস্ত করাই হবে তাদের কাজ।

বার্লিন অপারেশনের কারিগরি প্রস্তুতির কাজটা সত্যিই বিরাট। নদী পারাপার, সেতুনির্মাণ ও হামলাদার বাহিনীর প্রয়োজনে সেতুমুখগুলি মজবুত করার কাজ—এগুলিই হল তার গুরুত্বপূর্ণ দিক। কেবল মাত্র প্রথম বিয়েলো-রুশীয় ফ্রন্টের অপারেশন বলয়ে, পঁচিশটি সেতু ও চল্লিশটি পারঘাটা নির্মিত হয় তার থেকেই কারিগরি কাজের বিপুল পরিসরের দিকটা অনুমেয়।

আগেই বলা হয়েছে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে বার্লিন অপারেশন সংসাধিত হয়। কিন্তু সময়াভাব হেতু করণীয় কাজের পরিমাণ কিছু কমান হয়নি। সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস সাধিত হয়েছে বহুবার ; কখনো কখনো সেনাবাহিনীকে তিনশ কিঃ মিঃ দূরে স্থানান্তর করা হয়।

প্রস্তুতি পর্বে আসলে কি করা হয়েছে ?

৬ই এপ্রিল থেকে দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনী তিনটি পদাতিক আর্মি, তিনটি ট্যাঙ্ক আর্মি ও একটি যান্ত্রিক কোর ডানজিগ-গুদিনিয়া

অঞ্চল থেকে স্তোত্তিন রণাঙ্গনে স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়। ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৮ই এপ্রিলের মধ্যে তারা এসে কোলবার্গ-শভেডং সেক্টরের প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর স্থান পূরণ করবে এবং প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনী কুশিন অঞ্চলে সন্নিবেশিত হবে।

প্রস্তুতিপর্বে ৩নং ও ৪৭নং সোভিয়েত শক্ আর্মি, ১নং ও ৬১নং পোল পদাতিক আর্মি, ১নং ও ২নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মিকে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সঙ্গে আবার যুক্ত করা হয়। ৩নং শক্ আর্মিকে জেনারেল হেডকোয়ার্টার রিজার্ভ থেকে যুক্ত করা হয়। ৮নং গার্ড ও ৩৩নং আর্মির অংশবিশেষকেও এই ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এভাবে পুনর্বিন্যাসের ফলে, প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের আক্রমণ চালাবার জন্য নির্ধারিত খণ্ডের আয়তন প্রায় অর্ধাংশ সঙ্কুচিত হয় অর্থাৎ তিনশ কুড়ি কিঃ মিঃ থেকে কমে একশ পঁচাত্তর কিলোমিটারে গিয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট মুসকাউ অঞ্চলে তার মূল বাহিনীকে বাম প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্তে সরিয়ে আনে।

উপরোক্ত পুনর্বিন্যাসের বহর নিম্নোক্ত তথ্য থেকে আরো পরিস্ফুট হবে। দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী রেল গাড়ীতে, পায়ে হেঁটে ও মোটর যানের মাধ্যমে ছয় থেকে নয় দিনের মধ্যে ২৪০ থেকে ৩০০ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে। প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনীকে ৭৫ থেকে ১৬৫ কিঃ মিঃ দূরে এবং ১নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মিকে ২৫০ কিঃ মিঃ দূরে স্থানান্তর করা হয়। প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অন্তর্গত সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশ সাত-আট দিনের মধ্যে ৮০ থেকে ২৭০ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে।

সে বৎসর বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব দেরীতে ঘটে। এপ্রিলের শেষাশেষি পথঘাট তখনো কর্দমাক্ত। তাই পায়ে হেঁটেই হোক্ বা পরিবহনের মাধ্যমেই হোক্— সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদির স্থানান্তর-কাজ এক দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের অন্তর্গত ৬৫নং আর্মির প্রাক্তন সেনানায়ক জেনারেল পি. আই. বাতোভ স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলছেন যে বার্লিন অপারেশনের প্রস্তুতিপর্বে-বাল্টিক সাগরের তীর থেকে ওডার অর্থাৎ আলৎডামের দক্ষিণ দিকের উল্লম্ফন কেন্দ্র পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীর স্থানান্তরের কাজটা ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, অপ্রচুর পরিবহন ও সীমাবদ্ধ সময়সূচীর প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সারতে হয়।

অপারেশনের প্রস্তুতি-পর্বে সরবরাহকারী সংস্থাগুলির কাজ অত্যন্ত দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। অপারেশন শুরু করার আগে সৈন্যবাহিনীর জন্য বিরাট মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের জন্যে ১২৭,০০০ টন মাল বহনোপযোগী পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হয় এবং সর্বোপরি সেনাবাহিনী স্থানান্তরের জন্যে প্রয়োজন হয় এক হাজার লরী।

অপারেশনের শুরুতে ফ্রন্টগুলির জন্যে ২'২ থেকে ৪'৫ কিস্তি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ; প্রতিটি বিমানের জন্যে ৯'৫ দফা পেট্রল ; প্রতিটি মোটরযানের জন্যে ৪'১ দফা গ্যাসোলিন এবং প্রতিটি ইঞ্জিনের জন্যে ৫ দফা ডিজেল মজুত করা হয়।

বার্লিন অপারেশনের প্রস্তুতি-পর্বে সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক প্রচারের ধরন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে শত্রুর বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা সৃষ্টি করা হয় এবং অপরদিকে সোভিয়েত সেনাদের বোঝানো হয় যে তাদের লড়াই জার্মান জনগণের বিরুদ্ধে নয়, তাদের লড়াই নাৎসী সেনাবাহিনী, ফ্যাসিবাদী সরকার ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

১৯৪৫ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে সোভিয়েত সংবাদপত্র 'প্রাভদায়' প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ বিষয়ে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অভিমত আর একবার ব্যক্ত হয় : লাল ফৌজ তার মুক্তি অভিযানের লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে নাৎসী সৈন্য-বাহিনী, নাৎসী রাষ্ট্র ও নাৎসী সরকারকে উৎখাত করার যুদ্ধে রত। জার্মান জনগণকে উৎসাদিত করার কথা আগেও কখনো ভাবেনি এবং এখনও সেটা তার লক্ষ্য নয়।"

হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়সূচীর মধ্যে সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস ও প্রস্তুতির বাকী কাজগুলি সম্পাদিত হয়। ১৫ই এপ্রিল তারিখে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শেষ আঘাত হানার জন্যে পুরোদস্তুর তৈরী।

৩। ওডার-নিসে প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ

বার্লিন অপারেশনের ছক অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে—পূর্বদিক থেকে বার্লিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বহির্বলয় ভেদ, বার্লিনের শত্রুসেনা গ্রুপকে ঘিরে ফেলে টুকরো টুকরো করে ভাগ করা ও খোদ বার্লিনের উপর আঘাত হানা প্রভৃতি কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করাই হল সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রধান কর্তব্য।

বার্লিন অপারেশন যথাক্রমে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত : (১) ১৬ই এপ্রিল থেকে ১৯শে এপ্রিলের মধ্যে ওডার-নিসে রেখা ভেদ ; (২) ১৯শে এপ্রিল থেকে ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে সমগ্র বার্লিন সেনাগ্রুপকে ঘিরে ফেলে খোদ বার্লিন ও বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ফ্রাঙ্কফুর্ট-গুবেন—এই দুটি খণ্ডে ভাগ করে ফেলা ; (৩) ২৬শে এপ্রিল থেকে ৮ই মে-র মধ্যে অবরুদ্ধ শত্রু সেনাগ্রুপকে নির্মূল করা, বার্লিনের উপর আঘাত হানা ও তাকে দখল করা।

উপরোল্লিখিত প্রতিটি স্তরের যুদ্ধ স্বকীয়তামণ্ডিত। ওডারের পশ্চিম তীরে পৃথক সেতুমুখের অস্তিত্ব সত্ত্বেও যুদ্ধ শুরু করার সময় তিনটি ফ্রন্টের সেনা-বাহিনীকেই জলপথের বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীকে ওডার অতিক্রম করতে হয়েছে ; নিসে পার হয়েছে প্রথম উক্রাইনীয়

ফ্রন্টের হামলাদার বাহিনী এবং দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনীকে স্তেত্তিন থেকে শ্চভেডৎ পর্যন্ত বিস্তৃত খণ্ডে ওডারের পূর্ব ও পশ্চিম শাখা অতিক্রম করতে হয়েছে।

মূল আক্রমণ শুরু হওয়ার দুই একদিন আগে বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের হামলাদার বাহিনীগুলি কুস্ত্রিন সেতুমুখের মুখোমুখি জার্মান প্রধান প্রতিরক্ষা বলয়ে দলবদ্ধভাবে পর্যবেক্ষণ অভিযান চালায়। প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের বেলায় নিসে নদীর পশ্চিম তীরের যে জায়গায় সৈন্যবাহিনী নদী পার হবে সেখানে অনুরূপ পর্যবেক্ষণ অভিযান চালানো হয়।

কিভাবে এই পর্যবেক্ষণ কার্য চলে—তার একটি বিবরণ ঃ এক কোম্পানী থেকে এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য নিয়ে গঠিত এক একটি দল গোলন্দাজবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহের নানা জায়গায় অনুপ্রবেশ করে এবং তারা প্রথম ও দ্বিতীয় পরিখাশ্রেণী অতিক্রম করে দুই থেকে চার কিঃ মিঃ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কোন কোন খণ্ডে তারা আরও ভেতরে এগিয়ে যায় এবং তার মাধ্যমে তারা শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা বলয়ের পারম্পর্য নষ্ট করে ও শত্রুর গোলাবর্ষণ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। পর্যবেক্ষণ ইউনিটগুলি নিবিড় মাইন আচ্ছাদিত অঞ্চলেও হানা দেয়। এসব কার্যকলাপের ফলে, মূল সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পরবর্তী আক্রমণাত্মক অভিযানের পথ প্রশস্ত হয়।

এপ্রিল মাসেই সচরাচর বন্যা হয় এবং সে সময় নদীর জল উপচে পড়ে। ওডারের প্রধান শাখা থেকে সীলাউ টীলা পর্যন্ত দশ থেকে পনের কিঃ মিঃ প্রশস্ত ওডার উপত্যকায় অসংখ্য খাল এসে মিশেছে। তার ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চলাচল আরও বিঘ্নসঙ্কুল হয়ে পড়ে। তবে সোভিয়েত সেনাদের মনোবল এখন তুঙ্গে, তারা এসব বাধা বিপত্তির তোয়াক্কা করে না।

চল্লিশ হাজার কামান একসঙ্গে গর্জন করে উঠল এবং শুরু হল এক মহান যুদ্ধ। মর্টার ও কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন মাটি আকাশের দিকে যেন ধাবমান।

মস্কোর ঘড়ি অনুযায়ী ১৬ই এপ্রিল ঠিক ভোর পাঁচটায় প্রথম বিয়েলোরুশীয় ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনী আক্রমণ শুরু করে। বোধ হয় প্রায় পাঁচশ কিঃ মিঃ বিস্তৃত এক রণাঙ্গনে দুটি ফ্রন্টের সম্মিলিত আক্রমণের ধরন দেখে কয়েকজন বুর্জোয়া ঐতিহাসিক বিভ্রান্ত হয়ে মন্তব্য করেন যে বার্লিন আক্রমণের প্রকৃতিও গতানুগতিক। তাঁদের মতে, একটা মাত্র ছক নিয়েই দুটি আর্মি গ্রুপ আক্রমণে অগ্রসর হয়। এধরনের মন্তব্য আসলে সোভিয়েত যুদ্ধবিদ্যার উৎকর্ষ সম্পর্কে কটাক্ষপাত ছাড়া আর কিছু নয় এবং তার যোগ্য জবাব— আক্রমণকারী ফ্রন্ট দুটির প্রাক্তন অধিনায়ক মার্শাল ঝুকভ ও মার্শাল কোনিয়েভ দিয়েছেন।

এখানে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের আক্রমণের সূত্রপাত সম্পর্কে মার্শাল

ঝুকভের বর্ণনার অংশবিশেষ উৎকলিত করা হচ্ছে: "আমার ঘড়িতে তখন ঠিক পাঁচটা······হঠাৎ হাজার হাজার নানা রঙের হাউই আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে গোটা আকাশকে আলোয় ভরিয়ে দেয়। এই সংকেত পেয়ে দু'শ মিটার ব্যবধানে বসানো ১৪০টি সার্চ লাইট একসঙ্গে জ্বলে উঠল। অন্ধকার বিদীর্ণকারী কয়েকশ' কোটি মোমবাতির শিখায় শত্রুর চোখ ধাঁধিয়ে গেল এবং সেই আলোয় ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী তাদের লক্ষ্যবস্তুর উদ্দেশ্যে আক্রমণ হানতে থাকে। এধরনের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি এবং এক অননুভূত আবেগে আমি উদ্বেলিত।"[৯]

বার্লিন অপারেশনের এই পর্যায় সম্পর্কে মার্শাল কোনিয়েভ বলছেন: 'আমার পশ্চিমী সংবাদপত্রে প্রকাশিত বার্লিন অপারেশন সম্পর্কে ভ্রান্ত বর্ণনা পড়ার সুযোগ ঘটেছে। তাঁরা বলছেন যে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্ট দুটি একই ছক অনুযায়ী বার্লিন অপারেশনের প্রথম দিন আক্রমণ শুরু করে। কথাটা সত্যি নয়। দুটো ফ্রন্টের যুদ্ধের মধ্যে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সমন্বয় সাধন করেন এবং যথারীতি ফ্রন্ট দুটির মধ্যে আহরিত তথ্য ও পর্যবেক্ষণ-লব্ধ অভিজ্ঞতার সারাংশ বিনিময় হয়। স্বাভাবিকভাবেই ফ্রন্ট দুটি নিজেদের বিচারবুদ্ধি ও পরিস্থিতির স্বাধীন মূল্যায়নের ভিত্তিতে আক্রমণের নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করে।"

"প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের ক্ষেত্রে ঠিক হয় যে রাত্রিবেলা প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণ করা হবে এবং সার্চ লাইটের চোখ ঝলসানো আলোয় আক্রমণ হানা হবে।"

"প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। আমরা, নিসে অতিক্রম করে অপর পারে অর্থাৎ পশ্চিম তীরস্থ শত্রুর ব্যূহ ভেদ করার জন্যে আমাদের প্রতিবেশী ফ্রন্টের তুলনায় আরও বেশি সময় ধরে গোলাবর্ষণ করি।"[১০]

বাস্তবিকই ঝুকভ যে পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধ শুরু করেন তার চেয়ে কোনিয়েভের পরিস্থিতি ভিন্নতর। ঝুকভের মূল সেনাবাহিনী সেতুমুখ থেকে আক্রমণ শুরু করে; অপরদিকে কোনিয়েভের সেনাবাহিনীকে নিসে অতিক্রম করতে হয়। অতএব তাদের আক্রমণ সঙ্গোপনে সংঘটিত হয়—সার্চলাইটের আলো জ্বালানো তাদের প্রয়াসের পরিপন্থী। আলঙ্কারিকভাবে বলতে গেলে, তারা চেয়েছিল যে নিশাবসান আরও বিলম্বিত হোক। তাই গোলাবর্ষণের প্রথম পর্যায়ে, তাদের নদীপার হওয়ার প্রচেষ্টাকে আড়াল করার জন্যে এক নিবিড় ধোঁয়ার জাল তারা সাড়ে তিনশো কিঃ মি প্রশস্ত রণাঙ্গন বরাবর সৃষ্টি করে। সোভিয়েত জঙ্গী বিমান বাহিনী সৃষ্ট এই ধোঁয়ার বেড়াজাল শত্রুর দৃষ্টিপথ থেকে নদী পার হওয়ার নির্দিষ্ট স্থানগুলি পুরোপুরি আড়াল করে রাখে এবং শত্রুর সৈন্য পরিচালনা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও তার গোলাবর্ষণ ব্যবস্থা বেসামাল হয়ে পড়ে। ১৬ই এপ্রিল দুপুর নাগাদ যেসব জার্মান সৈন্য বন্দী হয় তাদের স্বীকারোক্তি থেকে

জানা যায় যে, শত্রুশিবিরে চূড়ান্ত বিশৃংখলা বাসা বাঁধে এবং ধোঁয়ার আবরণের সুযোগে অনেকে নিজেদের জায়গা ছেড়ে পেছনে পালিয়ে যায়।

অপরপক্ষে ধোঁয়ার আবরণে সোভিয়েত গোলন্দাজবাহিনীর বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না ; তারা পূর্বাহরিত তথ্যের ভিত্তিতে গোলাবর্ষণ জারী রাখে।

সেনাবাহিনীর নদী অতিক্রম করার সময় বেশ কয়েকবার ধোঁয়ার আবরণ সৃষ্টি করা হয়। তার সুযোগে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ও সামান্য ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে প্রথম সারির মূল বাহিনী নদীর অপর পারে চলে যায়। তারপর আক্রমণকারী বাহিনীর নিসের পশ্চিম তীরে পার হওয়ার কার্যক্রমকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে শুরু হয় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে নতুন পর্যায়ের গোলাবর্ষণ। সে সময়ে ২নং বিমান আর্মি শত্রুর ঘাঁটি লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ আরম্ভ করে।

ইতিমধ্যে ইঞ্জিনিয়াররা মূল সেনাবাহিনীর জন্যে সেতু নির্মাণের কাজে হাত দেয়। সকাল আটটা চল্লিশ মিনিটে সেনাবাহিনী নদীর অপর পারে পেঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ শুরু করে। তার ফলে বেলা দশটা নাগাদ জার্মানদের প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিদীর্ণ ব্যূহের ফাটল ক্রমশঃ গভীরতর ও প্রশস্ততর হয়।

২০শে এপ্রিল দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট আক্রমণ শুরু করে। তার আগের দুদিন তাদের ওডারের পূর্বদিকের শাখা অত্যন্ত কষ্ট করে অতিক্রম করতে হয়েছে। ওডারের পশ্চিম দিকের শাখার নিকটবর্তী হওয়ার জন্যে তাদের জলাভূমি ও প্রায় আড়াই থেকে চার কিঃ মিঃ প্রশস্ত নদীর জলে প্লাবিত অঞ্চল পার হতে হয়। পনেরো মিনিট ধরে গোলাবর্ষণ করার পর, তারা পশ্চিম তীর লক্ষ্য করে ওডার নদী পার হতে থাকে।

দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট পর পর তিন রাত ধরে বিমান থেকে বোমাবর্ষণের আয়োজন করে যেটা প্রথম বিয়েলোরুশীয় ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের বেলায় ঘটেনি। গোড়ায় নিবিড় কুয়াশার দরুন আক্রমণকারী বাহিনীর সহায়তায় বিমান-বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেনি। আক্রমণের দিন সকাল ন'টায় বিমান বাহিনীর ইউনিটগুলি প্রথম আক্রমণে অংশগ্রহণ করে।

আক্রমণের প্রথম দিনে উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রথম বিয়েলো-রুশীয় ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক দুজন ট্যাঙ্ক বাহিনীকে নিয়োগ করা সম্পর্কে তাঁদের পূর্ব নির্ধারিত ছকের কিছুটা রদবদল ঘটান।

আগে ঠিক ছিল যে, প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের অন্তর্গত ১নং ও ২নং ট্যাঙ্ক আর্মি উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এসে বার্লিনকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে এবং পদাতিক বাহিনী সীলাউ টীলা দখল করার পর তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু দেখা গেল যে সেখানকার শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অপ্রত্যাশিত রকমের শক্তি-শালী ; কারণ তারা অন্যান্য রণাঙ্গন ও রিজার্ভ বাহিনী থেকে সৈন্যবাহিনীর

নতুন ইউনিট এনে প্রতিরক্ষাব্যূহ জোরদার করেছে। জার্মান নবম আর্মির রিজার্ভ থেকে মুনচেনবার্গ প্যানজার ডিভিসনের এক বড় অংশকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হয়েছে। ট্যাঙ্কবিরোধী ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্যে তারা বার্লিন বিমান-বিরোধী প্রতিরক্ষা বলয় থেকে আরো চার রেজিমেণ্ট ও এক ব্যাটেলিয়ান বিমান-বিধ্বংসী গোলন্দাজবাহিনী জড়ো করে। কুস্ত্রিন-সীলাউ সড়ক বরাবর তারা দু'শ'টি বিমানবিধ্বংসী কামান জমায়েত করে। তাছাড়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সেনাবাহিনীর মধ্যে তারা তিন হাজার ট্যাংকধ্বংসী রকেট-গ্রেনেড বিলি করে।

অতএব পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের পদাতিক বাহিনী শত্রুর তীব্র বাধার সম্মুখীন হওয়াতে আক্রমণের প্রথম দিন সীলাউ টীলার উপর শত্রুব্যূহ ভেদ করতে অক্ষম হয়। ব্যূহভেদের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্যে ও সীলাউ টীলা কব্জা করার উদ্দেশ্যে মার্শাল ঝুকভ তাঁর ট্যাঙ্ক আর্মি দুটিকেই যুদ্ধে নিয়োজিত করেন। ১নং ট্যাঙ্ক আর্মির কাজ হবে, পূর্বদিক থেকে বার্লিনের দিকে আগুয়ান ৮নং গার্ড আর্মির সঙ্গে একযোগে অপারেশনে অংশগ্রহণ এবং ২নং ট্যাঙ্ক আর্মি, পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪৭নং আর্মির সঙ্গে একযোগে, উত্তর-পূর্বদিক থেকে বার্লিনের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে। শত্রুর সংগঠিত গোলা-বর্ষণের সম্মুখীন হয়ে ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলিকে পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে একযোগে অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হয়। তারা অত্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ও মন্থর গতিতে একটার পর একটা শত্রুঘাঁটি দখল করার মাধ্যমে তার রক্ষাব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন করতে থাকে। তার ফলে আক্রমণের গোড়ার দিনগুলিতে ট্যাঙ্ক আর্মির অগ্রগতি মন্থর হয়ে পড়ে।

আক্রমণের প্রথম দিন প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের ৩নং ও ৪নং ট্যাঙ্ক আর্মির আগুয়ান অংশও পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে একযোগে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ১৭ই এপ্রিল, শত্রুর নিসে প্রতিরক্ষাব্যূহ সফলভাবে বিদীর্ণ হওয়ার পর, এই আর্মিগুলির প্রধান বাহিনী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ও জলস্রোতের মতো শত্রুর বিদীর্ণ ব্যূহের গভীরে অবিরাম প্রবেশ করতে থাকে।

অপারেশনের প্রথম দুদিনে বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের অগ্রগতি আশানুরূপ না হওয়ার দরুন, জেনারেল হেডকোয়ার্টার পরিকল্পনার দ্বিতীয় বিকল্প অনুযায়ী, প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের অধিনায়ককে তাঁর ট্যাঙ্ক আর্মি দুটির গতিমুখ উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে বার্লিন অভিমুখে অভিযান দ্রুততর করার নির্দেশ দেন।

এই নির্দেশ পেয়ে প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের অধিনায়ক মার্শাল আই. এস. কোনিয়েভ ট্যাঙ্ক আর্মি দুটির সেনানায়ক জেনারেল রাইবালকো ও লেলিয়ুশেঙ্কোকে শহর ও জনপদের পাশ কাটিয়ে এবং সবরকম দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এড়িয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।

১৯শে এপ্রিল সকালে, ৩নং ও ৪নং ট্যাঙ্ক আর্মির দ্বিতীয় সারি যুদ্ধে অংশ

গ্রহণ করে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বার্লিনের শত্রু সেনাগ্রুপের পাশ কাটিয়ে দিনের শেষে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ কিঃ মিঃ এগিয়ে যায় এবং পদাতিক বাহিনীকে প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ কিঃ মিঃ পেছনে ফেলে তার সামনের দিকে অগ্রসর হয়। ইতিমধ্যে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী সীলাউ টীলাকে কব্জা করে ফেলে। শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহের কৌশলগত বলয় পুরোপুরি বিদীর্ণ হয় এবং তারই সঙ্গে অপারেশনের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়।

৪। অবরোধের অন্তিম দুঃস্বপ্ন

স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধের সময় থেকেই জার্মান জেনারেলরা অবরুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় অস্থির। বার্লিনের যুদ্ধের বেলাতেও পরিবেষ্টন করাই হল সোভিয়েত কম্যান্ড প্রণীত পরিকল্পনার ভিত্তিভূমি। নাৎসী সেনাবাহিনী ও তাদের সেনাপতিদের এটাই চূড়ান্ত ও সর্বশেষ অভিজ্ঞতা। শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার পর সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর চারদিকে বেষ্টনী রচনা করার জন্যে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসছে। প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের ট্যাঙ্ক আর্মি ও ট্যাঙ্ক কোরের অগ্রগতির দ্রুততা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার কারণ অবশ্য মার্শাল কোনিয়েভের সেক্টরে শত্রুর রক্ষাব্যবস্থা বিশেষ মজবুত নয় এবং প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্টের তুলনায় সেখানে শত্রুসৈন্যের সমাবেশও তত জমাট নয়। সেকারণে ঐ অঞ্চলে শত্রুর কৌশলগত রক্ষা-বলয় ভেদ করাটা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। অতএব এহেন পরিস্থিতিতে যখন বিয়েলোরুশীয় ফ্রণ্ট অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে পূর্বদিক থেকে ধীরে ধীরে বার্লিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—তখন কোনিয়েভের বাহিনীর সহজ ও সাবলীলভাবে ব্যূহ ভেদ করার ঘটনাকে কাজে লাগানোই সমীচীন। তাই দক্ষিণ দিক থেকে প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের ট্যাঙ্ক আর্মির দ্বারা আঘাত হানার ব্যবস্থা করা হয়। প্রসঙ্গত এই বিকল্পটিও আক্রমণের চূড়ান্ত পরিকল্পনার অঙ্গীভূত।

১৮ই এপ্রিল যখন রাইবালকো ও লেলিয়ুশেঙ্কো পরিচালিত ট্যাঙ্ক আর্মিগুলির গতিমুখ উত্তর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। চলার পথে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুর কোন প্রতিরক্ষাব্যূহের দেখা পায়নি। যে কটা তারা দেখেছে—তাদের সবকটাই পূর্বদিকে মুখ করে গড়া হয়েছে; ট্যাঙ্কবাহিনী অনেকক্ষেত্রে তাদের পাশ কাটিয়ে অথবা তাদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যায়।

১৭ই এপ্রিল রাত্রিতে মার্শাল কোনিয়েভ জেনারেল হেড কোয়ার্টার থেকে তাঁর ট্যাঙ্ক আর্মিগুলির গতিমুখ উত্তরদিকে ঘুরিয়ে দেবার নির্দেশ পান; এবং তিনিও এই মর্মে আদেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলিকে ২১শে এপ্রিল নাগাদ 'দক্ষিণদিক থেকে বার্লিনে প্রবেশ করার' নির্দেশ দিতেও ভোলেন না। তাঁর ধারণায় পরিস্থিতি যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।

প্রকৃতপক্ষে, পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও ট্যাংক আর্মিগুলি তার সঙ্গে তাল রেখে তত দ্রুত বার্লিনের নিকটবর্তী হতে পারেনি।

কেবল ২০শে এপ্রিল নাগাদ বার্লিনকে দক্ষিণদিক থেকে ঘিরে ফেলার অবস্থা তৈরী হয়। এধরনের চক্রাকার পরিক্রমা শুরু হয় আরো দুদিন পর যখন ২২শে এপ্রিল বোগদানভ পরিচালিত ২নং ট্যাংক আর্মি প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের অন্তর্গত ৪৭নং আর্মির সহযোগে বার্লিনের কুড়ি কিঃ মি উত্তর-পশ্চিমে হেনিংস্-ডর্ফ অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে চুইকভের ৮নং গার্ড আর্মি ও কাতুকভের ১নং ট্যাংক আর্মি পূর্বদিক থেকে এসে বার্লিনকে ঘিরে নির্মিত প্রতিরক্ষাব্যূহের অন্তর্বলয়ে মাখনের মধ্যে ছুরি চালিয়ে দেবার মতো ঢুকে পড়ে। তাদের সঙ্গে শত্রুর বার্লিন শহরের দক্ষিণ-পূর্ব শহরতলীতে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। এবং প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের ট্যাংক আর্মিগুলি পটসডামে পৌঁছে যায়।

খোদ বার্লিনের প্রতিরক্ষায় রত সেনাগ্রুপ থেকে ৯নং ও ৪নং জার্মান প্যানজার বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে প্রথম উক্রাইনীয় ও প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের অধিনায়কগণ তাঁদের দ্বিতীয় সারির সেনাবাহিনী—অর্থাৎ, ২৮নং ও ৩নং আর্মিকে যুদ্ধে নিযুক্ত করেন। ২৪শে এপ্রিল, ৯নং ও ৪নং প্যানজার আর্মিসহ শত্রুর ফ্রাঙ্কফুর্ট-গুবেন সেনাগ্রুপকে ঘিরে ফেলার কাজ সম্পূর্ণ করে আর্মি দুটির আগুয়ান দল বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্বে বন্‌ডর্ফ অঞ্চলে এসে মিলিত হয়।

পরের দিন শত্রুর গোটা বার্লিন সেনাগ্রুপের নিষ্ক্রমণ পথ রুদ্ধ করে দিয়ে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের ২নং ট্যাংক আর্মি ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের ৪নং ট্যাংক আর্মির আগুয়ান দল বার্লিনের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর, কেৎঝিনে এসে মিলিত হয়।

পশ্চিমদিকে আক্রমণ আরো সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের ৪৭নং আর্মির মূল বাহিনী, ৭ নং গার্ড ক্যাভেলরী কোর, ৬৯ নং আর্মি, ওয়ারশ্কো-পোলস্কীর ১নং আর্মি এবং প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের ১৩নং ও ৫নং গার্ড আর্মি এল্‌ব নদী বরাবর বার্লিন অবরোধের বহির্বলয় রচনা করে। ৫নং গার্ড আর্মিই টোরগোউ-এর নিকটে এল্‌ব নদীর তীরে প্রথম মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়।

অতএব প্রথম বিয়েলোরুশীয় ও প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের প্রয়াসের ফলে শত্রুর দুটি সেনাগ্রুপ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েঃ (১) দুলক্ষ পদাতিক, দুহাজারেরও বেশি কামান ও মর্টার, তিনশ'য়েরও বেশি ট্যাংক এবং আক্রমণ চালাবার কামানসহ ফ্রাঙ্কফুর্ট-গুবেন গ্রুপ বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্বে অরণ্য অধ্যুষিত ও কর্দমাক্ত উপহ্রদ (lagoon) সংকুল অঞ্চলে ফাঁদে আটকা পড়ে। (২) তিন লক্ষেরও বেশি পদাতিক এবং প্রচুর ট্যাংক ও কামানসহ বার্লিন সেনাগ্রুপ শহর সীমানার মধ্যে অবরুদ্ধ হয়।

অবরোধের বহির্বেষ্টনী ও অবরুদ্ধ ফ্রাঙ্কফুর্ট-গুবেন সেনাগ্রুপের মধ্যে গোড়ার দিকে ব্যবধান ছিল চল্লিশ থেকে আশি কিঃ মিঃ এবং বার্লিন সেনাগ্রুপের সঙ্গে কুড়ি থেকে তিরিশ কিঃ মিঃ। পরবর্তীকালে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এলবে নদীর নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগত ঐ ব্যবধানের বাড়া-কমা চলতে থাকে।

বার্লিনকে দখলে রাখার জন্যে নাৎসী কম্যান্ড পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতি ঘটিয়ে ওখান থেকে সেনাবাহিনী এনে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জড়ো করতে চেয়েছিল।

পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধরত জেনারেল ওয়েংকের ১২নং আর্মিকে দিয়ে বাইরে থেকে বার্লিন অবরোধ ভেদ করাবার উদ্দেশ্যে, ২২শে এপ্রিল রাত্রিতে ফিল্ড মার্শাল কাইটেল ওয়েংকের সদর দপ্তরে আসেন। ঠিক হয় যে বেষ্টনীর ভেতর থেকে জেনারেল বুসের ৯নং আর্মি আক্রমণ চালিয়ে বেরিয়ে আসবে এবং ওয়েংকের আর্মির সঙ্গে মিলিত হবে।

সোভিয়েত কম্যান্ডের কাছে শত্রুর এই পরিকল্পনার কথা পেঁাছে যায় এবং তাঁরা তা বানচাল করার ব্যবস্থা করেন।

পরে জানা যায় যে সেদিনগুলিতে হিটলার আক্ষরিকভাবে এক পাল্টা আক্রমণ পরিকল্পনায় মশগুল এবং তিনি তার উপর যথেষ্ট ভরসা রেখেছিলেন।

৪নং সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আর্মির অন্তর্গত ৫নং যান্ত্রিক কোরের বিরুদ্ধে ১২নং জার্মান আর্মি আঘাত হানে। আক্রান্ত কোরকে সহায়তা করে জেনারেল পুখোভ পরিচালিত ১৩নং আর্মির ইউনিটগুলি। গোলন্দাজবাহিনী ও জঙ্গী বিমানবহরের মদতপুষ্ট এই ইউনিটগুলি স্থিতিশীল রক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে। ওয়েংক-আর্মির সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। অবশিষ্ট নাৎসী সেনাদল আমেরিকান সেনা-বাহিনী নির্মিত সেতু দিয়ে এলবের বাম তীরে এসে উপস্থিত হয় এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। তার আগেই অবশ্য প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের ৩নং আর্মি জেনারেল বুসে পরিচালিত ৯নং আর্মির যাবতীয় আক্রমণ প্রতিহত করে।

এক জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে বার্লিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেনানায়ক জেনারেল হবাইডলিং বলেন :

"২৫শে এপ্রিল হিটলার আমায় বলেন যে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটা উচিত। ৯নং আর্মি বার্লিনে আসছে এবং ১২ নং আর্মির সঙ্গে একযোগে তারা শত্রুর উপর এক মোক্ষম আঘাত হানবে। এই আক্রমণ রুশ সেনাবাহিনীর দক্ষিণ বাহুর বিরুদ্ধে হানা হবে। স্টীমারের সেনাবাহিনী উত্তর দিক থেকে এসে রুশদের উত্তর বাহুর বিরুদ্ধে আঘাত হানবে।"[১১]

বেষ্টনীর বাইরে থেকে এ ধরনের আক্রমণ হানার প্রয়াস সত্ত্বেও এ ধরনের উক্তি হিটলারের স্বকপোলকল্পিত।

অবরুদ্ধ জার্মান বাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়। ১২নং জার্মান আর্মি অথবা বার্লিন রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ফ্র্যাংকফুর্ট-গুবেন জার্মান সেনাগ্রুপ বেষ্টনী ভেদ করে পশ্চিম দিকে অথবা উত্তর দিকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। তারা যদি সফল হত তাহলে বার্লিন রক্ষীবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি ঘটত অথবা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়ে তারা অ্যাংলো-মার্কিন সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করত।

আগেই বলা হয়েছে যে, বার্লিনের অবরুদ্ধ সেনাবাহিনীকে শেষ সৈনিকটি জীবিত থাকা পর্যন্ত লড়াই করতে বলা হয়। এবং তারা সে আদেশ পালন করে। কেবলমাত্র যুদ্ধের অন্তিম লগ্নে, যখন অবস্থা হাতের বাইরে চলে গেছে তখন কিছু কিছু ইউনিট আলাদাভাবে বার্লিনের বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে।

সফল বেষ্টনী রচনা ও অবরুদ্ধ সেনাগ্রুপের দ্রুত উৎসাদনের কথা অপারেশনের ছক তৈরীর সময় ভাবা হয়। একথা মনে রেখে সোভিয়েত কম্যাণ্ড পরিবৃত শত্রু-সেনাকে প্রথমে টুকরো টুকরো করে বিভক্ত করা ও পরে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে বিশেষ বাহিনী নিযুক্ত করেন। রিজার্ভ বাহিনীর নিপুণ প্রয়োগ ও ট্যাঙ্ক এবং বিমানবহরের পৃষ্ঠপোষিত পদাতিক বাহিনীর দৃঢ়পণ আক্রমণের ফলে শত্রুর ফ্রাংকফুর্ট-গুবেন সেনাগ্রুপের বৃহৎ সেনাবাহিনী প্রথমে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত হয় ও পরে ১৯৪৫ সালের ১লা মে নিশ্চিহ্ন হয়।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সোভিয়েত কম্যাণ্ড শত্রুর সম্ভাব্য কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্বাহ্নে আন্দাজ করে, সময়মতো দ্বিতীয় সারির সেনাবাহিনী ও রিজার্ভ বাহিনীকে অর্থাৎ সবসুদ্ধ ১টি রাইফেল ডিভিসন ও একটি ট্যাঙ্ক কোরকে শত্রুর ফ্রাংকফুর্ট-গুবেন সেনাগ্রুপের বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসার সম্ভাব্য সবকটি রাস্তা বন্ধ করার জন্যে নিযুক্ত করেন।

দশদিনব্যাপী কঠিন লড়াইয়ের পর ফ্র্যাংকফুর্ট-গুবেন সেনাগ্রুপ নিশ্চিহ্ন হয়। এই সেনাগ্রুপের বেশির ভাগ সৈন্য অবরোধের জাল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে গিয়ে মারা পড়ে। তারা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে বেরিয়ে আসার নানা কসরৎ করে।

মার্শাল কোনিয়েভের স্মৃতিকথা থেকে এই যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাঞ্জল ধারণা করা যায়। তিনি লিখছেন, 'শত্রুর সামনে আর কোন বিকল্প নেই; অতএব তারা অত্যন্ত বেপরোয়া ও অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় যা তারা কখনো করত না এমন সব জায়গা দিয়ে তারা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জায়গায় এতবড় শক্তিশালী ও জমাট শত্রু সেনাগ্রুপের পক্ষে বেরিয়ে আসার জন্যে দ্রুত শক্ গ্রুপ গড়ে তোলা মোটেই কঠিন নয়। তারা ব্যূহভেদের জন্যে নির্বাচিত সেক্টর সংখ্যাগরু

প্রাধান্যও অর্জন করে। অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলের দৌলতে শত্রুর কার্যকলাপ অনেক ক্ষেত্রে নজর এড়িয়ে যায়।"

"আমাদের অত্যন্ত দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল যাতে জার্মানরা সাময়িকভাবেও সাফল্যের সঙ্গে তৎপরতা না দেখাতে পারে। আমরা অবশ্য পরিস্থিতির মোকাবিলা খুব শান্তভাবেই করেছিলাম। আমাদের কাছে বার্লিন অঞ্চলের লড়াইটাই ছিল মুখ্য। অতএব অত্যধিক বিচলিত না হয়ে আমরা ফ্রাঙ্কফুর্ট-গুবেন গ্রুপের উৎসাদনের ব্যাপারটাকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করি। যতটুকু দরকার আমরা ততটুকুই করি তার একচুল বেশি বা কম নয়।"[১২]

৫। বার্লিন আক্রমণ ও নাৎসী জার্মানীর আত্মসমর্পণ

২৫-২৬শে এপ্রিল বার্লিনের উপর সরাসরি হামলা শুরু হয়। দিনরাত অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকে।

বার্লিনের ভয়ংকর যুদ্ধের কথা আন্দাজ করে, প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক কোনিয়েভ ইতিমধ্যে ২১শে এপ্রিল দক্ষিণ দিক থেকে বার্লিন অভিমুখে আগুয়ান ৩নং গার্ড ট্যাংক আর্মিকে গোলন্দাজ বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু পরিমাণে শক্তিশালী করেন। এব্যাপারে, ব্যূহভেদ পারদর্শী ১০নং গোলন্দাজ কোর, তিনটি রকেট বাহিনীর ব্রিগেড ও একটি বিমানবিধ্বংসী ডিভিসনকে এই আর্মির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তাছাড়া যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে ঝোসেন অঞ্চলে আরো একটি বিমান বিধ্বংসী কামান ডিভিসনকে মোতায়েন করা হয়।

২২শে এপ্রিল থেকে, প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের দ্বিতীয় সারির বাহিনী ২৮নং আর্মিকে ক্রমাগত যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা হয়। এই আর্মির একাংশকে—প্রথমে, বার্লিনের দিকে দ্রুত অগ্রসরমান ইউনিটগুলির শক্তি বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ তাদের অপরাংশকে ফ্রাঙ্কফুর্ট-গুবেন শত্রু সেনাগ্রুপের পরিবেষ্টন ও তাদের ধ্বংস সাধনের কাজে নিযুক্ত করা হয়।

২২শে এপ্রিল, সারা দিনভর প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের ট্যাংকবহর বার্লিনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বহির্বলয় ভেদ করার জন্যে আপ্রাণ লড়াই করে। তাতে কৃতকার্য হয়ে ৩নং গার্ড ট্যাংক আর্মি শহরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু তারা প্রথম চোটে টেলটাও খাল পার হতে পারেনি। শত্রুব্যূহ ভেদ করার জন্যে তারপর চলতে থাকে ধারাবাহিক প্রস্তুতি। তার জন্যে গোলন্দাজ বাহিনীর বড় রকম পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয়, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করা হয় এবং গোলন্দাজ বাহিনীর মাধ্যমে আক্রমণ শুরু করার ছক তৈরী হয়। এসব করার ফলে, ৩নং গার্ড ট্যাংক আর্মি টেলটাও খাল এলাকায় শত্রুব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ হয়। ২৪শে এপ্রিল, পঞ্চান্ন মিনিট ধরে গোলাবর্ষণের পর ট্যাংকবাহিনী গোলা-

বর্ষণ ও বিমান থেকে বোমাবর্ষণের দৌলতে খাল পার হয় ও বার্লিন রক্ষাব্যবস্থার অন্তর্বলয় ভেদ করে এবং বার্লিনের মধ্যাঞ্চলে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়।

ইতিমধ্যে, প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী পূর্ব ও উত্তর-পূর্বদিক থেকে বার্লিন রক্ষীবাহিনীকে চেপে ধরে। ২৬শে এপ্রিল, ৩নং ও ৫নং শক্ বাহিনী, ৮নং গার্ড এবং ১নং ট্যাঙ্ক আর্মির হামলাদার বাহিনী বার্লিনের নিম্নাঞ্চলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে।

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধের মতো বার্লিন অপরেশনের ক্ষেত্রেও হামলাদার বাহিনীগুলি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখার সৈনিকদের নিয়ে গঠিত। একটি হামলাদারবাহিনী সচরাচর এক কোম্পানী অথবা এক ব্যাটেলিয়ান পদাতিক সৈন্য নিয়ে গঠিত এবং তাদের সহায়তা করার জন্য থাকে কামান, ট্যাঙ্ক, স্যাপার ও ও অগ্নি উদ্‌গীরণকারী আগ্নেয়াস্ত্র। কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র লক্ষ্যপূরণের জন্যে এধরনের হামলাদার গ্রুপ বড় এক হামলাদার বাহিনীর অংশ থেকে গঠিত হয়।

পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর প্রতিটি আক্রমণের পূর্বাহ্নে কামান থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হয়। কামান ও মর্টারের গোলাবর্ষণের পৃষ্ঠপোষকতায় হামলাদার বাহিনী বড় বড় বাড়ীর একতলায় ঢুকে পড়ে ব্যারিকেডের আড়ালে শত্রুর উদ্দেশ্যে হাত বোমা ছুঁড়তে থাকে। সমস্ত রকমের সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও হামলাদার বাহিনীর প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু সোভিয়েত সৈনিকগণ অবিচলভাবে কর্তব্য পালন করে যায়। প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সমর পরিষদের প্রাক্তন সদস্য কে. এফ. তেলেগিন স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলছেন: "আগুনের বেড়াজাল, পাথর ও ফেরো কংক্রিটের প্রতিবন্ধক, কত অজানা ফন্দি ফিকির, প্রতিরোধ ঘাঁটি ও ফাঁদ তারা অতিক্রম করেছে—জয়ের লক্ষ্যপূরণের জন্যে তারা হাতাহাতি লড়াইও করেছে। এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে তাদের কি অসাধারণ মনোবল, জয়লাভের জন্যে তারা কতখানি কৃতসংকল্প। মানুষ মাত্রেই বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু সোভিয়েতের মানুষের শিক্ষা অন্যরকম, তারা সকলের মঙ্গলের জন্যে, সমগ্র সোভিয়েত জনগণের সুখের জন্যে ও দেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয়।"

বার্লিন দখলের যুদ্ধে ট্যাঙ্ক বাহিনীও সরাসরি অংশ গ্রহণ করে। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের শেষ অপারেশন হল বার্লিন জয়। ট্যাঙ্ক বাহিনীকে আর দীর্ঘপথ অতিক্রম করে শত্রুব্যূহ ভেদ করতে হবে না। অতএব ট্যাঙ্ক বাহিনীর জন্যে রণাঙ্গনের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল পুরোপুরিভাবে বরাদ্দ করা হয়।

সোভিয়েত কম্যান্ড ট্যাঙ্ক আর্মিকে রাস্তার লড়াইয়েও ব্যবহার করেন। সেক্ষেত্রে তাদের কাজ হল ইস্পাত-কঠিন কীলকের মাধ্যমে শত্রুর প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে অবলীলাক্রমে ঢুকে পড়ে তাকে ছত্রভঙ্গ করা। সমগ্র শহর সীমানা জুড়ে

আক্রমণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়; কারণ, তার ফলে আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই ঠিক হয় যে সমস্ত শক্তি নির্দিষ্ট খণ্ডে জড়ো করে শক্ বাহিনীর মাধ্যমে প্রচণ্ড আঘাত হানা হবে। এই কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ, শত্রুর ব্যূহে কীলক প্রবেশ করানো এবং তাকে বিদীর্ণ করার কাজে ট্যাঙ্ক বাহিনীর অবদান অসামান্য।

২৬শে এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্যন্ত শহরের মধ্যে দিনরাত অবিরাম যুদ্ধ চলতে থাকে। নাৎসী কম্যাণ্ড বাইরে থেকে সৈন্য আমদানী করে অবরুদ্ধ সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আগেই বলা হয়েছে যে, ওয়েংকের ১২নং আর্মি অ্যাংলো-মার্কিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে বার্লিন রক্ষার উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধরত বেশির ভাগ নাৎসী বাহিনী অনুরূপ আচরণ করে। নাৎসী কম্যাণ্ড (OKW) প্রচারিত ইশ্‌তাহারে এ প্রসঙ্গে বলা হয়ঃ "আমাদের সেনাবাহিনী এল্‌বের তীরে আমেরিকানদের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বার্লিনের রক্ষাবাহিনীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজ করার জন্যে বাইরে থেকে আক্রমণ চালায়।"[১৪]

অবশ্য বার্লিন রক্ষীবাহিনীকে সহায়তা করার যাবতীয় চেষ্টা, সোভিয়েত সেনাবাহিনী ব্যর্থ করে দেয়।

২৯শে এপ্রিল প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের ৩নং শক্ আর্মি শত্রুর শক্তিশালী প্রতিরোধ কেন্দ্র রাইখস্টাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কামান, মেশিনগান ও ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রকেট-গ্রেনেডসহ সজ্জিত এক হাজার অফিসার ও সৈন্য তখন রাইখস্টাগ রক্ষাকার্যে নিযুক্ত। রাইখস্টাগ দখলের যুদ্ধ চলে ১লা মে সকাল পর্যন্ত; তারপর সেদিনই ৭৫৬ নং রাইফেল রেজিমেন্টের (১৫০ নং রাইফেল ডিভিসন, ৭৯নং রাইফেল কোর, ৩নং শক্ আর্মি) পর্যবেক্ষণ-সৈনিক এম. এ. গরোভ এবং এম. ভি. কানতারিয়া রাইখস্টাগের জানালার উপর বিজয়ের প্রতীক রক্ত-পতাকা উড়িয়ে দেন।

নাৎসী নেতাদের মনে আতঙ্কের শিহরণ-আরব্ধ অপরাধের ফলভোগ করতে হবে—এই আশঙ্কায় হিটলার আত্মহত্যা করেন। নাৎসী সেনাবাহিনীর কাছে এই তথ্য গোপন করার উদ্দেশ্যে বেতারে ঘোষণা করা হয় যে হিটলার বার্লিন-রক্ষার জন্যে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। ঐ একই দিনে শ্লেজভিগ-হলস্টীনে হিটলারের স্থলাভিষিক্ত গ্রস অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস 'অন্তর্বর্তীকালীন রাইখ সরকার' নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে জানা যায় যে, তাঁরা সোভিয়েত বিরোধিতার দৃষ্টিকোণ থেকে আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে পৃথক সমঝোতা করার চেষ্টা করেছিলেন।

যাই হোক্, নাৎসী জার্মানীর দিন ফুরিয়ে এসেছে। বার্লিন রক্ষীবাহিনীর

তখন শেষ অবস্থা। ১লা মে ভোর তিনটেয়, সোভিয়েত কম্যাণ্ডের অনুমতি নিয়ে, নাৎসী স্থলবাহিনীর চীফ্ অব স্টাফ জেনারেল ক্রেব্স বার্লিন ফ্রণ্ট লাইন অতিক্রম করে ৮নং গার্ড আর্মির সেনানায়ক জেনারেল ভি. আই. চুইকভের সঙ্গে দেখা করেন। হিটলার আত্মহত্যা করেছেন—এই সংবাদ জানিয়ে ক্রেব্স্ নব-গঠিত রাইখ সরকারের সদস্যদের এক তালিকা পেশ করেন। তিনি আরও জানান যে জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শান্তিচুক্তি আলোচনার প্রস্তুতির জন্যে গোয়েবেল্স্ ও বোরম্যান সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করেছেন। ক্রেব্সের পেশ করা দলিলে কিন্তু আত্মসমর্পণ সম্পর্কীয় কোন কথা নেই। আসলে এটা অক্ষশক্তি-বিরোধী জোটের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নাৎসী নেতাদের আর একটি প্রয়াস। সোভিয়েত কম্যাণ্ড কিন্তু শত্রুর এই চালাকি ধরে ফেলেন। ক্রেব্সের দলিল মার্শাল জি. কে. ঝুকভের মাধ্যমে জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের কাছে পাঠানো হয়। তার উত্তর সংক্ষিপ্ত ও ঋজু: অবিলম্বে নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণ করার জন্যে বার্লিন রক্ষীবাহিনীকে বাধ্য করুন।

আলোচনা চলাকালীন কিন্তু বার্লিন যুদ্ধের তীব্রতা এতটুকু হ্রাস পায়নি। রাজধানী দখলের জন্যে সোভিয়েত সেনাদের আক্রমণ অব্যাহত থাকে এবং নাৎসী প্রতিরোধও সমানে চলে। সন্ধ্যা ছ'টায় জানা গেল যে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী নাৎসী নেতারা অগ্রাহ্য করেছে। এটা লক্ষ-কোটী জার্মান নাগরিককে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার আর একটি দৃষ্টান্ত।

সোভিয়েত কম্যাণ্ড সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে বার্লিনের শত্রুসেনাগ্রুপকে নির্মূল করার জন্যে সোভিয়েত কম্যাণ্ড সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন। ২রা মে বেলা তিনটে নাগাদ শহরের মধ্যে শত্রুর প্রতিরোধ পুরোপুরি অবসিত হয়। বার্লিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল হ্বাইডলিং সোভিয়েত কম্যা-ণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ও বার্লিন রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রত্যাগের নির্দেশ দেন।

শত্রুর বার্লিন সেনাগ্রুপকে বিধ্বস্ত করে প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের দক্ষিণ প্রান্তিক সেনাবাহিনী প্রাগকে মুক্ত করার মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়ার পূর্ণাঙ্গ মুক্তিসাধনের উদ্দেশ্যে আবার প্রাগ অভিমুখে যাত্রা করে।

৯ই মে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দ্বারা প্রাগ মুক্ত হয়। দক্ষিণাঞ্চলীয় জার্মান আর্মিগ্রুপ অস্ত্রত্যাগ করে।

৭ই মে পর্যন্ত দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় সেনাবাহিনী পোমেরানিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে আক্রমণ অব্যাহত রাখে। ২রা মে নাগাদ তারা বাল্টিক সাগরের উপকূলের নিকট-বর্তী হয় ও ২নং ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

বার্লিন সেনাগ্রুপের উৎসাদন ও রাইখ-রাজধানীর পতনের ফলে, নাৎসী-জার্মানীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান ঘটে। বার্লিনের পতনের ফলে তারা

সংগঠিত লড়াই চালানোর সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে এবং সমস্ত রণাঙ্গনে অস্ত্রত্যাগ করে।

৮ই মে রাত্রিবেলা বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকণ্ঠে, কার্লস্ হর্স্টের সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলবাড়ীতে জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ কার্য অনুষ্ঠিত হয়।

জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষর উপলক্ষে এক বিশেষ সম্মেলন কক্ষ সাজানো হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন মার্শাল জি. কে. ঝুকভ্। যুদ্ধের ঝড়ঝাপ্টা যে দেশ সবচেয়ে বেশি বহন করে সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি বলেন: 'আমরা সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কম্যাণ্ড ও মিত্রবাহিনীর সুপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ মেনে নেওয়ার জন্য অক্ষশক্তিবিরোধী জোটের সরকারদের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়েছি। এবার জার্মান হাইকম্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের সম্মেলন কক্ষে ডেকে আনুন।"

এই সম্মেলনে যোগদান করেন যথাক্রমে, মিত্রশক্তি অভিযাত্রীবাহিনীর সুপ্রীম কম্যাণ্ডের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ এয়ার চীফ মার্শাল আর্থার উইলিয়াম টেডডের, মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে রণনৈতিক বিমানবাহিনীর প্রধান জেনারেল কার্ল স্পাৎস্ এবং ফরাসী সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি ১নং ফরাসী আর্মির প্রতিনিধি জেনারেল লাত্রে দ্য তাসিঞ্যানি।

জার্মানীর পক্ষ থেকে এই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন, যথাক্রমে, ভেরমাখ্টের প্রাক্তন জেনারেল স্টাফ প্রধান ফিল্ড মার্শাল উইলহেল্ম্ কাইটেল, নৌবহরের প্রধান সেনাপতি, অ্যাডমিরাল হান্স-জিয়র্গ ফন ফ্রীডেবার্গ এবং লুফ্ৎভাফের কর্ণেল জেনারেল হান্স জুর্গেন স্টুম্ফ্। তাঁরা সবাই গ্রস অ্যাডমিরাল জোয়েনিৎস পরিচালিত সরকারের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

আত্মসমর্পণ দলিলের ছটি ধারা:

১। জার্মানী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে সম্মতি দান করছে।

২। মধ্য-ইউরোপীয় ঘড়ি অনুযায়ী রাত এগারটা এক মিনিটে স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর অস্ত্রসংবরণের কাজে জার্মান সুপ্রীম কম্যাণ্ড সম্মতি জানাচ্ছে।

৩। এই নিরস্ত্রীকরণ আদেশ কার্যকর করার জন্যে প্রতিনিধিসংখ্যা নির্ধারণ।

৪। যদি নিরস্ত্রীকরণের আদেশ লঙ্ঘিত হয়, তাহলে নানা নিবারণমূলক ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

৫। যে ভাষায় আত্মসমর্পণের দলিল লিখিত হবে।

৬। এই দলিলের পরিবর্তে, আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত আর একখানি বিশদ দলিল রচিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরিত হবার পর নাৎসী ইউনিটগুলি অস্ত্র

সমর্পণ শুরু করে। কুর্টল্যান্ড উপদ্বীপে ১৮৯,০০০ অফিসার ও সৈন্য যুদ্ধবন্দী হয় এবং ভিশ্চুলার মোহনার কাছাকাছি গ্ডানিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বারোজন জেনারেল সহ প্রায় পঁচাত্তর হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। নরওয়েতে অবস্থান-কারী সমগ্র নার্ডিক টাস্ক ফোর্স আত্মসমর্পণ করে।

সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সেক্টরে কিন্তু নাৎসী সেনা-বাহিনী অস্ত্রত্যাগ করতে অস্বীকার করে এবং তারা ব্যূহভেদ করে পশ্চিমের দিকে গিয়ে মার্কিন সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যে প্রয়াসী হয়। সেক্ষেত্রে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ দলিলের ৪নং ধারা প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়।

৯ই মে থেকে ১৭ই মে-র মধ্যে, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দলিলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৩ লক্ষ ৯১ হাজার জার্মান অফিসার ও সৈন্য এবং ১০১ জন জেনারেল সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সোভিয়েত কম্যাণ্ড যখন জার্মান অফিসার ও সৈন্যদের পুরোপুরি নিরস্ত্রীকৃত করে যুদ্ধবন্দী শিবিরে পাঠিয়ে দিচ্ছে তখন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দলিল কার্যকর করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও মার্কিন কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করছে। মার্কিন ও ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ভূতপূর্ব নাৎসী স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট ও শাখাগুলি তখনো বহালতবিয়তে বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে জেনারেল মুলারের আর্মি গ্রুপের নতুন নামকরণ হয় উত্তরাঞ্চলীয় আর্মি-গ্রুপ। এবং তার আওতায় পুরাতন সেনানীমন্ডলী ও সদর দপ্তর অটুট থাকে। তাছাড়া প্রতিটি এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে গঠিত দুটি কোর গ্রুপ নিয়ে এই আর্মি গ্রুপটি গঠিত হয়ে বহালতবিয়তে বিরাজ করতে থাকে। শ্লেজভিগ-হলস্টীনে অবস্থানকারী দশ লক্ষ অফিসার এবং সৈন্যদেরও বন্দী শিবিরে পাঠানো হয়নি উপরন্তু তারা নতুন করে সামরিক প্রশিক্ষণ পেতে থাকে।

হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কে এবং বিশেষ করে নরওয়েতে নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে শম্বুক গতিতে। নরওয়েতে চার লক্ষ নাৎসী সেনার নিরস্ত্রীকরণ পর্ব চুকতে তো গোটা ১৯৪৫ সাল কাবার হয়ে যায়।

ডোয়েনিৎস সরকারের অবলুপ্তি ঘটানোর ব্যাপারে পশ্চিমী দেশগুলিরও যেন তেমন কোন তাড়া নেই। ১৩ই মে, মিত্রশক্তি কণ্ট্রোল কমিশনের প্রধান মার্কিন জেনারেল এল. রুক্স্ ফ্লেন্স্বার্গ পেঁছান। তিনি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণসূচী তদারক করার পরিবর্তে গ্রস্ অ্যাডমিরালকে জানান যে তাঁকে গ্রস্ অ্যাডমিরালের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। তার ফলে অবশ্যি উৎসাহিত হয়ে ডোয়ে-নিৎস ও তাঁর অনুচরবর্গ—তখনকার ব্রিটিশ সংবাদপত্রের ভাষায়, বিজয়ীদের শিবিরে পশ্চিমী বিজয়ী ও পূর্বাঞ্চলীয় বিজয়ীদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির কাজে রত থাকেন।

স্বভাবতই অ্যাংলো-আমেরিকান কম্যাণ্ডের প্রকাশ্য মদতপুষ্ট ডোয়েনিৎসের কার্যকলাপ জার্মান জনগণসহ সমগ্র গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। ২৩শে মে ডোয়েনিৎস সরকার বরখাস্ত হয় এবং তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যগণ ও প্রাক্তন নাৎসী জেনারেল স্টাফের অফিসারদেয় বন্দী করা হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে যে-সব মহল চারটি বিজয়ী দেশের মধ্যে বোঝাপড়া নষ্ট করতে আগ্রহী জাতিগুলির মধ্যে বৈরিতা ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করছে এবং ইউরোপে শান্তির ভিত্তিভূমি দুর্বল করতে উদ্যত তাদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াইয়ের মাধ্যমে জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ধারাগুলি কার্যকর করা হয়।

যুদ্ধের সুযোগে যে অঞ্চলটি সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল বলে মিত্রশক্তি বর্গের মধ্যে চুক্তি হয়েছে সেখানে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী প্রবেশ করে এবং উইনস্টন এস. চার্চিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চক্রীসুলভ মনোভাব থেকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেখান থেকে ব্রিটিশ ও মার্কিন ফৌজ অপসারণের ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ব্রিটিশ ও মার্কিন ফৌজের সরে আসা উচিত নয় যতদিন না আমরা পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে, জার্মানীর উপর রাশিয়ার সামরিক কর্তৃত্বের ব্যাপারে রুশকৃত বা রুশ নিয়ন্ত্রিত দানিউব উপত্যকা এবং বিশেষ করে অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও বল্কান অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে পারি।"[১৫]

১৯৪৫ সালের ৫ই জুন, বার্লিনে জার্মানীর পরাজয় সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বিভিন্ন সরকারের ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসাবে মার্শাল ঝুকেভ (সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র), জেনারেল ডুইট ডি আইজেনহাওয়ার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ফিল্ড মার্শাল বার্ণার্ড মণ্টগোমারী (গ্রেট ব্রিটেন) এবং জেনারেল লাত্রে দ্য তাসিঞ্যানি (ফ্রান্স) এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই ঘোষণাপত্রের ভাষা অনুযায়ী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সরকারগুলি জার্মানীর সার্বিক কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে দেশটিকে দখল করা হচ্ছে। বৃহৎ শক্তিগুলির সরকার জানাচ্ছে যে উপযুক্ত সময়ে জার্মানী অথবা তার বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সীমানা চিহ্নিত করা হবে এবং জার্মানীও ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় যে ভূখণ্ডগুলি জার্মানীর অংশ বলে পরিচিত তাদের মর্যাদা নির্ধারিত হবে।

জার্মানীর পরাজয় সংক্রান্ত ঘোষণাবলীর সঙ্গে অধিকৃত অঞ্চলগুলি ও নিয়ন্ত্রণ চুক্তির সারাংশও প্রকাশিত হয়। তার মূল কথা হচ্ছে, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দলিলকে কার্যকরী করার সময় সীমায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতিগণের হাতে জার্মানীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ভার ন্যস্ত থাকবে। একজন করে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা প্রধান সেনাপতিগণকে

সহায়তা করবেন। প্রধান সেনাপতিদের নিয়ে গঠিত হবে নিয়ন্ত্রণ পরিষদ এবং সেখানে সর্বাদিসম্মত ক্রমে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল, জার্মানীর পরাজয় সংক্রান্ত ঘোষণা, অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে বিভিন্ন চুক্তি এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—এসব মিলে রচিত হবে, ফ্যাসিবাদী বিরোধী প্রধান শক্তিগুলি দ্বারা জার্মানীর উপর দখলদারী শাসন ব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি। পরবর্তীকালে এই নীতিগুলি পটসডামে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের শীর্ষ সম্মেলনে আরো বিশদভাবে আলোচনার পর অনুমোদন লাভ করে।

জার্মানীর আত্মসমর্পণের পরই এই শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়। তিনটি দেশের সরকারই একবাক্যে বলেন যে বার্লিন শহরই সম্মেলনের পক্ষে আদর্শ জায়গা। কিন্তু যেহেতু শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত, তাই সম্মেলনস্থল বার্লিনের অদূরে পটসডামে স্থানান্তরিত হয়।

১৭ই জুলাই পটসডাম সম্মেলনের উদ্বোধন ঘটে এবং সেখনে উপস্থিত থাকেন: জে. ভি. স্টালিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত প্রতিনিধিবৃন্দ, আমেরিকার নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হ্যারী এস. ট্রুম্যানের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রতিনিধিবৃন্দ এবং প্রথমে উইনস্টন এস. চার্চিলের এবং ২৮শে জুলাই ক্লিমেন্ট এটলীর নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধি দলগুলিতে তিনটি বৃহৎ শক্তির পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভি. এম. মলোটভ, জেমস্ বার্নেস এবং অ্যান্থনী ইডেন (পরে তাঁর জায়গায় আর্নেস্ট বেভিন) ও অন্যান্য কূটনীতিবিদ ও সামরিক কর্মচারীগণ অংশ গ্রহণ করেন।

প্রধানতঃ জার্মানীর সমস্যার প্রতি পটাসডাম সম্মেলনের মনোযোগ আবদ্ধ হয়। ঐ দেশটির আশু বিকাশের পথ খুঁজে বার করা, বিভিন্ন দখলদারি শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের নীতি অনুসরণ করা, দখলদারির লক্ষ্য স্থির করা এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সূত্র নির্ণয়—এসবই হল সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। জার্মানীর সীমান্ত বলতে কিছু নেই; সরকার বা ঐ জাতীয় সংস্থা বলতেও কিছু নেই। দেশটির অর্থনীতি একেবারে বিপর্যস্ত। নাৎসীদের সর্বনাশা সর্বাত্মক যুদ্ধ দেশটিকে পুরোপুরি ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে এসেছে। সে সময়ের জার্মান সমস্যা বলতে বোঝায়, স্টালিনের ভাষায়, 'এক ভাঙাচোরা দেশের' সমস্যা।[১৬]

ত্রিশক্তি ক্রিমিয়া সম্মেলন, ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিশন এবং জার্মানী সংক্রান্ত মিত্রশক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রথম বৈঠকে গৃহীত জার্মানী সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট বিটেনের প্রতিনিধিগণ জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ, নাৎসীবাদ উৎসাদন ও গণতন্ত্রীকরণ এবং জার্মান জাতির ভবিষ্যত সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা আলোচনা করেন।

পটসডাম সম্মেলনে, 'নিয়ন্ত্রণাধীন জার্মানীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে জার্মানীর প্রতি আচরণবিধির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিগুলি' গৃহীত হয়। এই মতৈক্যের লক্ষ্য হচ্ছে জার্মানীকে গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী রাষ্ট্রে পরিণত করা। সম্মেলনের সর্বশেষ ইশ্‌তাহারে বলা হয় যে, 'জার্মান সমরবাদ ও নাৎসীবাদের মূলোচ্ছেদ ঘটানো হবে এবং মিত্রবর্গ একমত হয়ে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যাতে জার্মানী আর কোনদিন তার প্রতিবেশী ও বিশ্বশান্তি বিপন্ন না করতে পারে।'[১৭]

তারই সঙ্গে তিনটি দেশের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল যে জার্মান জাতিকে ধ্বংস করা বা দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখার কোন ইচ্ছে তাঁদের নেই। তাঁরা এও জানালেন যে, তাঁরা জার্মানীর জনগণকে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে জীবন যাত্রা পুনর্গঠনের সুযোগ দিতে চান যাতে যথাসময়ে জার্মানী আবার বিশ্বের মুক্ত ও শান্তিকামী জাতিগুলির মধ্যে তার আইনসম্মত স্থান ফিরে পায়।

*   *   *

বিজয়ীর বেশে নয় মুক্তির দূত হয়েই সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী জার্মানীতে প্রবেশ করে। নাৎসীকৃত জঘন্য অপরাধের ফলে সে দেশের জনগণ নিঃস্ব ও অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন। আজ নাৎসীবাদের দুঃস্বপ্নের কবল থেকে মুক্ত করার সময় এসেছে। সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর কম্যাণ্ড সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার জন্যে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সর্বপ্রথম, জার্মান জনগণকে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত সৈন্যরা নিজেদের খাবারের অংশ জার্মান নাগরিকদের দিয়েছে এবং যুদ্ধ থেমে যাবার পর বার্লিনবাসীর সহযোগিতায় তারা পুর-জীবন ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সোভিয়েত কম্যাণ্ড শহরে খাদ্য সরবরাহের দ্রুত আয়োজন করেন এবং শহরে অজস্র চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করেন। সোভিয়েত সরকার বার্লিনবাসীর জন্যে '৯৬ হাজার টন খাদ্যশস্য, ৬০ হাজার টন আলু, ৫০ হাজার গবাদি পশু এবং অজস্র পরিমাণে চিনি, চর্বি ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস প্রেরণ করেন। মহামারী নিবারণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ২১শে জুনের মধ্যে বার্লিনে-জার্মান শিশুদের জন্যে চারটি হাসপাতালসহ মোট ছিয়ানব্বুইটি হাসপাতাল, দশটি মাতৃসদন, ১৪৬টি ওষুধের দোকান এবং ৬৫৪ জন চিকিৎসকের অংশ গ্রহণ সম্বলিত ছটি অ্যাম্বুলেন্স কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় আটশ চিকিৎসককে আবার স্বাধীন চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করার অনুমতি দেওয়া হয়।

সোভিয়েত কম্যাণ্ড ও প্রশাসক অবিলম্বে বার্লিনের পুর-জীবন ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ২৯শে এপ্রিল কার্লস হর্স্ট জেলাতেই প্রথম ক্রিঙ্গেনবার্গ

থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। ক্লিঙ্গেনবার্গ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সোভিয়েত সৈন্য ও ফ্যাসিবিরোধী জার্মানদের তৎপরতায় নাশকতার বিপদ থেকে রক্ষা পায়। বার্লিনের কার্ল'স হর্স্ট জেলাতেই প্রথম পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী-ব্যবস্থা চালু হয়।

বার্লিন মুক্তির প্রথম দিন থেকেই সোভিয়েত কম্যাণ্ড ও জার্মান ফ্যাসি-বিরোধীদের উদ্যোগে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র যাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল জার্মানীর সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনঃ প্রবর্তন শুরু হয়। মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ বার্লিন বেতার সূচী চালু হয় এবং ঐ মাসের শেষাশেষি থিয়েটারে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয়। জুন মাসের মাঝামাঝি নাগাদ ১২০টি সিনেমার পর্দায় আবার চলচ্চিত্র অভিনীত হয়। রাজনৈতিক জীবন পুনরুজ্জীবনের জন্যে সোভিয়েত কম্যাণ্ড অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। শহরের সব কিছুর দায়িত্বভার প্রাপ্ত ৫নং শক্ আর্মি কম্যাণ্ড ও বার্লিনের জেলা কম্যাণ্ড, বার্লিন মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জার্মান জনগণের ফ্যাসিবিরোধী ও দেশপ্রেমিক অংশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই শক্তিগুলি ইতিমধ্যেই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি ওয়াল্টার উইলব্রিখটের নেতৃত্বাধীন এক তৎপর গোষ্ঠীর দ্বারা সংঘবদ্ধ হয়। সোভিয়েত সরকার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে সামরিক কর্তৃপক্ষ ক্রমশঃ জার্মান স্বয়ংশাসিত সংস্থাগুলির অধিকার ও কার্যকলাপের সুযোগ বাড়াতে থাকেন। জার্মান ভূখণ্ডে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষের নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা পত্তনের এগুলিই হল প্রাথমিক পদক্ষেপ।

জুলাই মাসে উইলহেলম পীক্ কয়েকজন পার্টিকর্মীসহ প্রবাস থেকে বার্লিনে ফিরে আসেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কর্ম-তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং অচিরেই সেটা প্রধান পার্টিতে পরিণত হয়। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের অসামান্য নেতা অটো গ্রোটেভোল প্রশ্ন করেন, 'ইতিহাসে এরকম দখলদার বাহিনীর নজীর আর আছে কি যারা যুদ্ধ শেষ হবার পাঁচ সপ্তাহ পরেই অধিকৃত দেশের মানুষদের রাজনৈতিক দল তৈরী, সংবাদপত্র প্রকাশ ও বাক্ স্বাধীনতা এবং সভা-সমিতি করার অধিকার দিয়েছে?' ১লা জুলাই নাগাদ মোটামুটি ভাবে বার্লিনে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবস্থা তৈরী হয়। জার্মান জনগণ নিজেরাই তাদের ফ্যাসি-বিরোধী রাজনৈতিক দল ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মাধ্যমে পূর্ব জার্মানীর যুদ্ধোত্তর সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করে। এবং মার্শাল জি. কে. ঝুকভের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত সামরিক প্রশাসনিক সংস্থাগুলি তাদের এই উদ্যোগকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে।

*　　*　　*

বার্লিনের শত্রু সেনাগ্রুপের উৎসাদন ও বার্লিন জয় নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে

সংগ্রামের সর্বশেষ ঘটনা। রাজধানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে নাৎসীরা সংগঠিত সশস্ত্র লড়াই চালাবার সুযোগ হারিয়ে ফেলে। তার ফলে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করা ও ফ্যাসি-বিরোধী শিবিরে বিভেদ সৃষ্টির নাৎসী মতলব বানচাল হয়ে যায় এবং তার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ত্বরান্বিত হয়।

প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আকীর্ণ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বার্লিন অপারেশনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম অপারেশনগুলির অন্যতম। আগেকার লড়াইগুলির মতো এক্ষেত্রেও সোভিয়েত সেনাবাহিনী উন্নত সামরিক নৈপুণ্য, বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেয়।

সোভিয়েত সামরিক বিদ্যার তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই অপারেশনের অবদান অসামান্য। বিগত চার বৎসর ধরে সোভিয়েত সেনাবাহিনী যুদ্ধের যা কিছু মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তারা এক্ষেত্রে সব উজাড় করে দেয়।

যুদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বার্লিন অপারেশন কোন কোন বিষয়ে অনন্য। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তা পরিকল্পিত ও কার্যকর হয় এবং বাস্তব পরিস্থিতিসম্মত-ভাবে তার রণনৈতিক পরিকল্পনা রচিত হয়।

এই অপারেশনের মাধ্যমে, যুদ্ধের ইতিহাসের বৃহত্তম শত্রু সেনাবাহিনীকে অবরুদ্ধ, নির্মূল ও বন্দী করা হয়।

বার্লিন অপারেশনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আগেকার অপারেশনের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক সৈন্যকে প্রধান আক্রমণের উদ্দেশ্যে রণাঙ্গনে জমায়েত করা হয়। তার ফলে একযোগে বেশ কটি সেক্টরে শত্রুব্যূহ ভেদ করা সম্ভব হয় এবং শত্রুর পক্ষে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় রিজার্ভ সৈন্যবাহিনীর স্থানান্তর এবং কোন নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতি-আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী জমায়েত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই অপারেশনের সময় জোরদার নৈশ তৎপরতা চালানো হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেনাবাহিনী নৈশ অভিযানে সাফল্য লাভ করে।

বার্লিন অপারেশনের ক্ষেত্রে সামরিক তৎপরতার বিভিন্ন ধরনের অপারেশনগত কৌশল অবলম্বন করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের কোন একটি সংকীর্ণ খণ্ডে দুই বা তিনদিক থেকে সরাসরি আঘাত হেনে আবার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং বেষ্টনী রচনা করা ইত্যাদি নমনীয় কৌশল অবলম্বন করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট যেমন সরাসরি আক্রমণ চালায় এবং তারই সঙ্গে ৪৭নং ও ২নং গার্ড আর্মি দুটি উত্তরদিক থেকে বার্লিনকে বেষ্টন করার জন্যে এগিয়ে যায়। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে ৩নং জার্মান প্যানজার আর্মিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় এবং তার ফলে জার্মানবাহিনীর পিঠ সমুদ্রে গিয়ে ঠেকে। নিসে ব্যূহ ভেদ হবার পর, প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের ৩নং ও ৪নং ট্যাঙ্ক আর্মি শত্রুর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে

গিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বার্লিন বেষ্টন করে এবং প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের সরাসরি আক্রমণকে আরও জোরদার করে।

সেনাবাহিনীর সব শাখা এবং বিশেষ করে ট্যাঙ্ক ব্যাহিনীর নিপুণ সদ্-ব্যবহারের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল বার্লিন অপারেশন।

প্রথম বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্টের আওতায় শত্রুর রক্ষাব্যূহ ভেদ করা ও ব্যূহের ফাটলকে প্রসারিত ও গভীরতর করার কাজে নিযুক্ত ১নং ও ২নং ট্যাঙ্ক আর্মি অপারেশনের উপসংহার পর্যন্ত পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ করে এবং এমন কি শত্রুর রক্ষাব্যূহকে বিধ্বস্ত করার পর রাস্তার লড়াইয়েও অংশগ্রহণ করে।

প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের ক্ষেত্রে ৩নং ও ৪নং ট্যাঙ্ক বাহিনীর কেবল সম্মুখ সারি ব্যূহভেদের কাজে অংশগ্রহণ করে এবং মূলবাহিনী কিন্তু পদাতিক বাহিনীকে পেছনে ফেলে শত্রুর রণনৈতিক ব্যূহের গভীরে এগিয়ে যায়। বার্লিনকে ঘিরে বাইরের ও ভেতরের বেষ্টনী তখনি দৃঢ়তর হয় যখন ৩নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি জার্মান রাজধানীর দক্ষিণ উপকণ্ঠে এসে পেঁছায় এবং ৪নং ট্যাঙ্ক আর্মি এসে শহরের পশ্চিমাঞ্চলে ৪৭নং আর্মির সঙ্গে মিলিত হয়। বার্লিন অভিমুখে ট্যাঙ্ক-বাহিনী প্রতিদিন ৩৫ থেকে ৬০ কিঃ মিঃ বেগে এগিয়ে যেতে থাকে।

বার্লিন অপারেশনের বেলায়, পদাতিক বাহিনীকে সোভিয়েত বিমানবাহিনী যথেষ্ট সহায়তা করে। অপারেশনকালীন তারা আকাশের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করার পর একানব্বই হাজার বার আকাশে ওড়ে, সাড়ে চোদ্দ হাজার টন বোমাবর্ষণ করে, ১৩১৭ বার বিমানযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ও ১১৩২টি শত্রু বিমানকে গুলি করে নামায়। রণক্ষেত্রে আগুয়ান সেনাবাহিনীকে সহায়তা করা ও প্রধান আক্রমণ হানার সময় শত্রুর উপর আঘাত হানাই হল বিমানবাহিনীর প্রধান কাজ। সোভিয়েত বিমানবাহিনী এমন এক সময়ে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে—যখন জার্মানরা জেট বিমান ইঞ্জিন ও চালকবিহীন বোমারু বিমান উদ্ভাবন করেছে।[১৮] কিন্তু সোভিয়েত বিমানবাহিনীর দাপটের সামনে এ ধরনের অভিনব জিনিসের কার্য-কারিতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। সে কারণে এ সবের ব্যবহার সত্ত্বেও শত্রুর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য লাভ হয়নি। অনুরূপভাবে নাৎসীরা নতুন উদ্ভাবিত FW-190 জঙ্গী বিমানকেও কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। আকাশযুদ্ধে শত্রুর নতুন কৌশলও, আকাশে সোভিয়েত বিমানবাহিনীর প্রাধান্যের ফলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বার্লিন যুদ্ধেই প্রথম রাডার ব্যবস্থাকে বিমানবাহিনীর প্রয়োজনে কেন্দ্রী-ভূত করা হয়—এই প্রসঙ্গে বিমানবাহিনী স্থলবাহিনীর রাডার কেন্দ্রগুলিকে কাজে লাগায়।

রণনৈতিক নেতৃত্বের অসাধারণ যোগ্যতা ও ফ্রন্টের ও আর্মির সেনানায়কদের নিপুণ সেনাপরিচালনায় দৌলতে বার্লিন অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে সংসাধিত

হয়। আগেকার বেশির ভাগ অপারেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্মি গ্রুপের সমন্বয়ের কাজটি জেনারেল হেডকোয়ার্টারের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সম্পাদিত হত। এবারে কিন্তু সৈন্য পরিচালনার সরাসরি দায়িত্ব জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের উপর ন্যস্ত হয়। তার মানে এই নয় যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক রণক্ষেত্রে সরাসরি সৈন্য পরিচালনা করেছে। তার দরকারও ছিল না; কারণ, মার্শাল জি. কে. ঝুকভ, মার্শাল আই. এস. কোনিয়েভ ও মার্শাল কে. কে. রকসোভস্কির মতো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সামরিক নেতারা যেখানে ফ্রণ্টের অধিনায়ক এবং তাঁদের স্টাফরাও যেখানে যথেষ্ট অভিজ্ঞ।

তথাপি যুদ্ধের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে, আর্মি গ্রুপগুলির উপর ন্যস্ত কর্মসূচীর বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান, সংগঠন ও রণনৈতিক সমন্বয়সাধন, রণনৈতিক রিজার্ভ বাহিনীর সময়োচিত সদ্ব্যবহার এবং সময়মতো অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের কাজ প্রভৃতি জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়। তাছাড়া সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে নাৎসী-জার্মানীর রাজনৈতিক নেতাদের নানাবিধ চক্রান্ত সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে হয়েছে এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও মিত্রশক্তি বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ ও জার্মানীর আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণের কাজও করতে হয়েছে।

অবশেষে ১৯৪৫ সালের মে মাসে ইউরোপ ভূখণ্ডে যুদ্ধের শেষ গুলিটি বর্ষিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতিদের দ্বারা লালিত পালিত নাৎসীবাদ পর্যুদস্ত হয়। এই জয়ে সোভিয়েত জনগণ ও তার সশস্ত্র বাহিনীর অবদান অসামান্য। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এই কীর্তির ফলে, বার্লিন আর কখনও আগ্রাসন ও দস্যুতার লীলাকেন্দ্র হবে না, আর কখনও জাতিগুলির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণের জন্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাকে উল্লম্ফন মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না, এবং এ কথা আগামী প্রজন্মের মানুষ মনে রাখবে। ফ্যাসিবাদের জোয়ালমুক্ত সমাজতন্ত্রের পথে অবিচল অগ্রসরমান নতুন গণতান্ত্রিক জার্মানীই হল তার বিশ্বস্ত রক্ষাকবচ।

১। এস. এম. শতেমেঙ্কো, দা সোভিয়েত জেনারেল স্টাফ এট ওয়ার (১৯৪১-১৯৪৫)। দ্বিতীয় খণ্ড, ভয়েনিজডাট, মস্কো, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৪১৮ (রুশ ভাষায় লিখিত)।

২। উইনস্টন এস. চার্চিল, দা সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার, ভল্যুম ৬, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৩৯৯।

৩। দা ইউ. এস. এস. আর. ডিফেন্স মিনিস্ট্রী সেণ্ট্রাল আর্কাইভস্, আর্কাইভাল কলেকশান নং ৩১৭, ডেসক্রিপসান লিষ্ট ৪৩০৩, ফাইল ৩১, পাতা

৪। ৎসাইটস্রিফ্‌ট ফ্যুইর মিলিট্যারগেশিষ্টে নং ২,

৫। ট্যাঙ্কবিরোধী গ্রেনেড নিক্ষেপকারী রকেট—সম্পাদক।

৬। ডাস এণ্ডে ডেস শ্রেকেন্‌স, ডকুমেণ্টে ডেস উনট্যারগাংক্‌স ইয়ারমুয়ার বিস মাই ১৯৪৫,

Hrsg ফন এরিহ কুবুহ, গেসাম্টহেয়্যার স্টেলুং স্থাইট্‌ডয়েটশ্যার ফেয়্যারলাক, মিউনিক, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ১২৪।

৭। দা মেমোয়ার্স অব মার্শাল ঝুকভ, পৃষ্ঠা ৫৮৭ ৫৮৮।

৮। আই. এস. কোনিয়েভ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৭৬।

৯। দা মেমোয়ার্স অব মার্শাল ঝুকভ, পৃষ্ঠা ৫৮৭-৮৮।

১০। আই. এস. কোনিয়েভ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৯০।

১১। টপ সীক্রেট ! ফর চীফস্ অব স্টাফ্ ওনলি ! ডকুমেণ্টস্ অ্যাণ্ড মেটেরিয়ালস্, মস্কো, পৃষ্ঠা ৩০৫ (সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ধুদ্ধমন্ত্রকের মহাফেজখানা থেকে সংগৃহীত, আর্কাইভাল কলেক্শান লিস্ট ১২১০৮, ফাইল ৫৩৬, পাতা ৩৭৫)।

১২। আই. এস. কোনিয়েভ—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৮২।

১৩। ভয়েনো—ইস্টোরিষেস্‌কি ঝুর্ণাল, নং ৫,

১৪। ক্রীক্‌সটাগেবুখ ডেস ওব্যারকম্যাণ্ডোস ডেয়ার ভেয়্যারমাখ্ট, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃষ্ঠা ১২৬৯-১২৭০।

১৫। উইনস্টন এস. চার্চিল, দা সেকেণ্ড ওয়ালড ওয়ার, ভল্যুম ৬, পৃষ্ঠা ৪৩০।

১৬। দা তেহরান, ইয়াল্টা অ্যাণ্ড পটসডাম কনফারেন্সেস্, পৃষ্ঠা ১৬২।

১৭। ঐ পৃষ্ঠা ৩২০।

১৮। চালকবিহীন বোমারু ফকে-উলফ-১৯০ জঙ্গী বিমানের সঙ্গে চালকবিহীন ডিনেমাইট বোঝাই জুঙ্কার-৮৮ বোমারু বিমান যুক্ত করে দেওয়া হয়। আকাশে ওড়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে বিমান দুটিকে বিযুক্ত করে দেওয়া হয়—জঙ্গী বিমানটি উড়ে চলে যায় এবং বোমারু বিমানটি লক্ষ্যবস্তুর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

দশম পরিচ্ছেদ

দূরপ্রাচ্য অভিযান ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ মানুষ

১। যুদ্ধের অন্তিম লগ্নে দূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি

নাৎসী-জার্মানীর আত্মসমর্পণের ফলে দূরপ্রাচ্যের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। অক্ষশক্তিজোটের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট জাপান—তার ফলে সামরিক ও রণনৈতিক দিক থেকে একদম নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। জাপান অধিকৃত দেশগুলিতে তখন জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম জোরকদমে চলেছে। ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার অধিকৃত সব দ্বীপপুঞ্জই হারিয়ে বসে। উপরন্তু জাপানের অর্থনীতিও এক বিরাট ধাক্কা খায়। ১৯৪১ সালের এপ্রিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে জাপান কঠোর নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তথাপি জাপান নাৎসী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত—সে সময় দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে সুযোগ পেলেই সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত এরকম এক বিশাল সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখে। জাপান সোভিয়েত দূর প্রাচ্যে অন্তর্ঘাত সংগঠিত করে, সোভিয়েত সীমান্তে ও তার আকাশসীমা এবং সমুদ্রবক্ষে সোভিয়েত জাহাজের চলাচল পথে অসংখ্য প্ররোচনামূলক তৎপরতা চালায়। এভাবে জাপান নির্লজ্জভাবে উপরোল্লিখিত নিরপেক্ষতা-চুক্তি বারংবার লঙ্ঘন করে। এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রায় চল্লিশ ডিভিসনের মতো এক বিশাল সেনাবাহিনীকে দূর প্রাচ্যের সীমান্তে মোতায়েন রাখতে বাধ্য করে। জাপানের শাসকগোষ্ঠীর এই আক্রমণাত্মক কাজগুলি আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নাৎসী-জার্মানীকে প্রত্যক্ষ সহায়তারই সামিল। তখন ১৯৪৫ সালের ৫ই এপ্রিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সোভিয়েত-জাপানী নিরপেক্ষতা চুক্তি খারিজ করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

জাপানের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গনে যুদ্ধে নেমে পড়ে—তাহলে জাপানকে একই সঙ্গে দুটি ফ্রন্টে লড়াই করতে হবে এবং তার পতন ত্বরান্বিত হবে। নিরপেক্ষতা চুক্তি খারিজ হওয়ার ফলে, জাপানের শাসকচক্র এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরোবার জন্যে নতুন রণনৈতিক পথের কথা চিন্তা করেন। সোভিয়েত-জাপান সম্পর্কের উন্নতিসাধনের অছিলায় জাপানী কূটনীতিবিদগণ দূর প্রাচ্যের যুদ্ধে সোভিয়েতের

ডি. রুজভেল্ট ও ডবলিউ. এস. চার্চিল এই মর্মে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। পটসডাম সম্মেলনে (১৭ই জুলাই—২রা অগাস্ট, ১৯৪৫) সোভিয়েতের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে তাঁরা আগেকার সিদ্ধান্তে অটল।

* * *

চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলীয় প্রজাতন্ত্রকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে গঠিত কোয়ানতুং আর্মিটি সর্বাধিক শিক্ষিত ও রণনিপুণ সেনাবাহিনী। জাপানী জঙ্গীশাহীর বর্শাফলক হিসাবে এই আর্মিটি ১৯৩১ সালে গঠিত হয়। ১৯৩১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর, কোয়ানতুং আর্মি চীন আক্রমণ করে এবং ১৯৩২ সালের গোড়ায় চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলভুক্ত মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে। ১৯৩২ সালের ৯ই মার্চ চীনের অধিকৃত ভূখণ্ডে তাঁবেদার রাজ্য মাঞ্চুকুও গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা জাপানের একটি উপনিবেশ এবং পরবর্তী আক্রমণ পরিচালনার একটি উল্লম্ফন মঞ্চ। তার থেকে সূত্রপাত একটার পর একটা জাপানী প্ররোচনামূলক সামরিক সংঘর্ষ এবং তাতে জাপানের কোয়ানতুং আর্মি কম্যাণ্ডের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চীনে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে জাপান-সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দূরপ্রাচ্য সীমান্তের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর রণনিপুণতা পরখ করে দেখতে চায়। জাপানের উদ্দেশ্য, পরবর্তীকালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও মঙ্গোলীয়গণ প্রজাতন্ত্রের পূর্বাঞ্চলীয় কিছু জায়গা অধিকারের জন্যে আপাতত একটি উল্লম্ফন মঞ্চ দখল। এই উদ্দেশ্যে মাঞ্চুরিয়ায় ও কোরিয়ায় মোতায়েন কোয়ানতুং আর্মির অনবরত শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো হয়। ১৯৩১ সালে যে বাহিনীটির শক্তি ছিল ৬৫ হাজার বা দুই ডিভিসন ১৯৩৮ সালে সেটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় তিন লক্ষ বা বারো ডিভিসন। ১৯৪০ সালের শেষাশেষি কোয়ানতুং আর্মির মোট সেনাশক্তি তিনলক্ষ বা বারো ডিভিসনে গিয়ে দাঁড়ায়।

১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে, কোয়ানতুং আর্মির সেনাদল খাসন হ্রদের কাছাকাছি সোভিয়েত ভূখণ্ডে হামলা চালায় এবং ১৯৩৯ সালে খালখিন-গোল নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্ররোচনামূলক অভিযান চালায়। উভয়ক্ষেত্রেই কিন্তু কোয়ানতুং আর্মি পরাজয় বরণ করে।

নাৎসী জার্মানী যেদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, তার পরের দিনই শীর্ষস্থানীয় সামরিক নেতৃবৃন্দ সহ জাপানের প্রধান রণপ্রভুরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে দুদিক থেকে আক্রমণ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। উত্তর দিক থেকে আক্রমণ চলবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ দিকের আক্রমণ চলবে দক্ষিণ সাগরীয় অঞ্চলে। জাপানী রণনীতিবিদরা অবশ্যি সোভিয়েত-দূরপ্রাচ্য অঞ্চল দখল করার জন্যে এক্ষুনি আক্রমণ করার বিপক্ষে

সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪১ সালের ২রা জুলাই জাপানের নেতারা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জাতীয় নীতি কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। তার মূল কথা হচ্ছে, 'চীনা সমস্যা' সমাধান করার জন্যে দক্ষিণদিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। আরো ঠিক হয় যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে আচমকা আক্রমণ করার জন্যে তলে তলে প্রস্তুত হবে। জাপানী নেতাদের ধারণায়, সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিপর্যয় ঘটবে ও তখন মস্কোর সরকার দূর প্রাচ্য সীমান্ত থেকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে পশ্চিমে সরিয়ে নিতে বাধ্য হবে এবং তখনই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দূরপ্রাচ্যে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলার ও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 'তড়িৎ' অভিযানের অবস্থা তৈরী হবে। এই ধারণার ভিত্তিতে কোয়ানতুং আর্মির বিশেষ অভিযান বা সাংকেতিক ভাষায় কান-তোকু-এন পরিকল্পনা রচিত হয়।

এই পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাপান গোপনে আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্য সমবেত করে এবং তার তিন লক্ষ কোয়ানতুং আর্মির সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে বাহিনীটির সেনাশক্তি সাত লক্ষে গিয়ে পৌঁছায়। এই বিপুল সৈন্যবাহিনী জেনারেল হেড কোয়ার্টারের বিভিন্ন বিভাগ এবং তেরটি পদাতিক ও দুটি বিমান ডিভিসন ও চব্বিশটি পদাতিক ব্রিগেড নিয়ে গঠিত পাঁচটি আর্মির মধ্যে বিধৃত। তাছাড়া রয়েছে ৪৬ হাজার অফিসার ও সৈন্য নিয়ে গঠিত তথাকথিত কোরীয় গার্ড আর্মি। মাঞ্চুকুয়ো সরকারের নিজস্ব স্থানীয় বাহিনী এবং অন্তর্মঙ্গোলীয় বাহিনী ইত্যাদিও কোয়ানতুং আর্মির সঙ্গে যুক্ত। ১৯৪১ সালের শরতে যখন সোভিয়েত জনগণ নাৎসী-জার্মানীর বিরুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রামে রত—তখন কোয়ানতুং বাহিনী সোভিয়েত দূরপ্রাচ্য গ্রাস করার উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় সোভিয়েত সীমান্তে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করছিল। কিন্তু সেই 'উপযুক্ত সময়' আসেনি এবং টোকিও সরকারও কান-তোকু-এন পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার সাহস পায়নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা, রিচার্ড সোর্জ একজন জার্মান সাংবাদিকের পরিচয়ে ১৯৩৩ সাল থেকে জাপানে অবস্থান করছিলেন। তিনি নাৎসী-জার্মানীর সঙ্গে যোগসাজসে জাপানের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার অভিসন্ধি ফাঁস করে দেন। টোকিওস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূতের বিশিষ্ট রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসাবে রিচার্ডসোর্জ, ১৯৪১ সালে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইওসুকে মাৎসুওকার সঙ্গে বার্লিনে যান এবং পরবর্তীকালে জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে হিটলার ও তৃতীয় রাইখের অন্যান্য নেতাদের আলাপ-আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪৫ সালের অগাস্টে, অধিনায়ক জেনারেল ওটোঝু ইয়ামাদা ও চীফ অব স্টাফ লেফট্যানেন্ট জেনারেল হিকোসাবুরো হাতার পরিচালনাধীন কোয়ানতুং

এক শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হয়। ছটি আর্মি ও মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়ায় সন্নিবেশিত ৪নং স্বতন্ত্র আর্মি নিয়ে গঠিত তিনটি ফ্রন্ট এই আর্মিটিতে বিধৃত। এই আর্মিতে রয়েছে ঃ ৩১টি পদাতিক ডিভিসন ও একটি আত্মহননকারী ব্রিগেড-সহ ১০টি পদাতিক ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত সবসুদ্ধ ১০ লক্ষ ৪০ হাজার অফিসার ও সৈন্য, ১১৫৫টি ট্যাঙ্ক, ৫৩৬০টি কামান, ১৮০০টি বিমান (২নং ও ৫নং বিমান আর্মি) এবং ২৫টি জাহাজ (সুঙ্গারী ফ্লোটিলা)। তাছাড়া কোয়ানতুং আর্মির আওতায় রয়েছে মাঞ্চুকুয়ো আর্মি। যার সামরিক শক্তি হল ঃ দুটি পদাতিক ও দুটি ক্যাভেলরী ডিভিসন এবং বারোটি পদাতিক ব্রিগেডে সংগঠিত এক লক্ষ সত্তর হাজার অফিসার ও সৈন্য, ৮০০টি কামান এবং ১০০টি যুদ্ধবিমান। যুবরাজ তে-ওয়াং পরিচালিত চারটি পদাতিক ডিভিসনে সংগঠিত ৪৪ হাজার অন্তর্মঙ্গোলীয় সৈন্যবাহিনী এবং পাঁচটি ক্যাভেলরী ডিভিসন ও দুটি ক্যাভেলরী ব্রিগেডে সংগঠিত আর্মিগ্রুপ সুইয়ুআনের ৬৬ হাজার অফিসার ও সৈন্যকেও কোয়ানতুং আর্মির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে তা ছাড়া দক্ষিণ সাখালিনে অবস্থানকারী ২০ হাজার অফিসার ও সৈন্য নিয়ে গঠিত এক শক্তিশালী ডিভিসন এবং কিউরিলস্ দ্বীপ-পুঞ্জে অবস্থানকারী ৮০ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত দুটি পদাতিক ডিভিসন ও একটি ব্রিগেডের মোকাবিলা করতে হয়।

সম্রাটের প্রতি অন্ধ আনুগত্যসম্পন্ন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট—দশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে গঠিত কোয়ানতুং আর্মি সামরিক শক্তি হিসাবে আদৌ উপেক্ষার যোগ্য নয়। তাছাড়া সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যে বীজাণুযুদ্ধের হাতিয়ারও তাদের মজুত। মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় সুগঠিত সেতুমুখের উপর জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সামরিক ও কারিগরি নির্মাণকার্যও সম্পাদিত করে। তার আগে রেলপথ ও রাজপথের জাল পাতা হয়েছে—নতুন নতুন বিমানক্ষেত্র নির্মাণের কাজও পুরোদমে চলতে থাকে। বিশেষ করে মুকদেন-চাংচুন অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি ও অস্ত্রশস্ত্রের ডিপোর সংখ্যা বাড়ানো হয়। ফৌজি ছাউনি, মোটর গ্যারেজ ও জ্বালানি তেলের ডিপো দ্রুত তৈরী হতে থাকে।

সীমান্ত অঞ্চলে দুর্গায়িত এলাকা ও শক্তিশালী ঘাঁটি প্রভৃতি স্থায়ী ইমারত নির্মাণ ও সেগুলিকে শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৪৫ সালের মধ্যে জাপান-সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলীয় প্রজাতন্ত্রের সীমান্তে ৪৫০০টি রেইনফোর্স কংক্রীটে গাঁথা কামানপাতার মঞ্চ ও পিলবক্স সজ্জিত ১৭টি দুর্গায়িত অঞ্চল নির্মাণ করে। এই দুর্গায়িত অঞ্চলগুলি ৮০০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বদিক থেকে মাঞ্চুরিয়ার মধ্যাঞ্চল এই দুর্গায়িত অঞ্চল ও পর্বতগ্রন্থি দ্বারা সুরক্ষিত। অতএব এসবের সদ্ব্যবহার করে কোয়ানতুং আর্মি

সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম। সোভিয়েত সেনাবাহিনী তখন বিচ্ছিন্নভাবে অন্যদিকে আক্রমণ করতে বাধ্য হবে।

১৯৪৫ সালের বসন্তকালে তৈরী সর্বশেষ রণনৈতিক পরিকল্পনানুযায়ী, যুদ্ধ বাধলে কোয়ানতুং আর্মি সোভিয়েত সেনাদলকে যন্ত্রণাদায়ক সীমান্ত যুদ্ধে কাহিল করে তার একটি শক্তিশালী অংশকে দুর্গায়িত এলাকা, পর্বত, অরণ্য ও জলাভূমি অধ্যুষিত অঞ্চলে আবদ্ধ করে রাখবে। এভাবে জাপানী রণনীতিবিদরা সোভিয়েত আক্রমণ প্রতিহত করার আশা রাখেন অথবা তাঁরা মনে করেন যে সোভিয়েত আগুয়ান বাহিনীর বিচ্ছিন্ন অংশগুলি বিভিন্ন সময়ে মাঞ্চুরিয়ার মধ্যাঞ্চলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব। এই রণনৈতিক পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে যদি অবস্থা অনুকূল হয়, তাহলে কোয়ানতুং আর্মি মাঞ্চুরিয়ার মধ্যাঞ্চলে সন্নিবেশিত মূল বাহিনী ও উত্তর চীন থেকে আনীত দুটি রণনৈতিক রিজার্ভ আর্মির মাধ্যমে পাল্টা আক্রমণ শুরু করবে। এই সেনাবাহিনীর কাজ হবে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে তাদের নিজেদের জায়গায় ফেরত পাঠান এবং সোভিয়েতের সামুদ্রিক এলাকা খাবারোভস্ক অঞ্চল দখল করার উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করা।

২। সোভিয়েত কম্যান্ডের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত

অত্যন্ত দ্রুত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দূর প্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু করতে সম্মত হয়। দূরপ্রাচ্যে আগ্রাসনের উৎস নির্মূল হলে—তাহলে সোভিয়েত দূরপ্রাচ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার নিরবচ্ছিন্ন আশঙ্কা আর থাকবে না। উপরন্তু জাপানের কবল থেকে দক্ষিণ সাখালিন ও কিউরাইল উদ্ধার করা সম্ভব হবে। তাছাড়া এর দ্বারা চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে জাপানী আগ্রাসকদের বিতাড়ন কার্যেও সহায়তা করা হবে।

জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যান্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম ও প্রধান কাজ হবে সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে এশিয়ায় শত্রুর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী কোয়ানতুং আর্মিকে বিধ্বস্ত করা। এবং অবস্থা যদি অনুকূল হয় তারপর দক্ষিণ সাখালিন ও কিউরাইলে অবস্থানকারী জাপানী সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে, মাঞ্চুরিয়ায় রণনৈতিক আক্রমণাত্মক অপারেশন এবং দক্ষিণ সাখালিন আক্রমণ ও কিউরাইলে অবতরণ-অপারেশন প্রভৃতিকে চূড়ান্ত যুদ্ধের আকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। মাঞ্চুরিয়া অপারেশনের ক্ষেত্রে, দুটি বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ মঙ্গোলীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ড থেকে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সেনাবাহিনী ও সামুদ্রিক অঞ্চল থেকে প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর মাধ্যমে একযোগে প্রধান আক্রমণ হানার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাছাড়া কোয়ানতুং আর্মিকে কতকগুলি

বিচ্ছিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে পরবর্তী পর্যায়ে আলাদা আলাদাভাবে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি সহায়ক আক্রমণ মাঞ্চুরিয়ার কেন্দ্রস্থলে চালানোর ব্যবস্থা হয়।

এই সুদূর রণাঙ্গনে সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার মার্শাল ভ্যাসিলিভস্কির পরিচালনাধীন দূরপ্রাচ্যের জন্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর একটি পৃথক সদর দপ্তর স্থাপনা করে।

এই সামরিক অভিযান ও তার আনুষঙ্গিক অপারেশনগুলির বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড, জেনারেল স্টাফ ও সংশ্লিষ্ট ফ্রণ্ট কম্যাণ্ড স্থির করেন যে, তাঁদের সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চল থেকে দূরপ্রাচ্যে সেনা স্থানান্তর করতে হবে। কারণ, সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে এক জটিল ও দুঃসাহসিক রণনৈতিক অপারেশনের মাধ্যমে দশ লক্ষ সৈন্যের শক্তিসম্পন্ন কোয়ানতুং আর্মিকে হাতের কাছে যা রয়েছে শুধুমাত্র সেই সৈন্যশক্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়।

নাৎসী-জার্মানী নির্মূল হওয়ার ফলে যে সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম এখন অব্যবহৃত রয়েছে—তাদের দূরপ্রাচ্যে স্থানান্তরিত করে সেখানকার সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো হয়। এভাবে ১৯৪৫ সালের মে থেকে জুলাইয়ের মধ্যে মার্শাল কে. এ. মেরেৎস্কোভ পরিচালিত কারেলীয় ফ্রণ্টের স্টাফ ও ৫নং আর্মি পূর্ব প্রাশিয়া থেকে সামুদ্রিক অঞ্চলে এবং মার্শাল আর. ইয়ে-ম্যালিনোভস্কি পরিচালিত দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের স্টাফ, পূর্ব প্রাশিয়া থেকে ৩৯নং আর্মি ও চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ৫৩নং ও ৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়।

উপরোল্লিখিত স্টাফ ও আর্মিদের জেনারেল হেড কোয়ার্টার আকস্মিকভাবে একাজের জন্যে নির্বাচন করেন নি। তারা সকলে দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গনের সম্ভাব্য যুদ্ধের বিশেষ প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। রণনৈতিক বাহিনীর অধিনায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ বাদবিচার করা হয়।

অত্যন্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সোভিয়েত সামরিক নেতাদের অন্যতম হলেন মার্শাল কে. এ. মেরেৎস্কোভ। তিনি গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, স্পেনে প্রধান সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন, বড় বড় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন, অপারেশনগত ও রণ-নৈতিক পর্যায়ে স্টাফের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন, সোভিয়েত-ফিন যুদ্ধে (১৯৩৯-৪০) তিনি ম্যানারহাইম ব্যূহ ভেদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উপরন্তু, ১৯৩০-এর দশকে যেহেতু তিনি 'লাল পতাকা বিশেষ দূরপ্রাচ্য আর্মির' চীফ অব স্টাফ ছিলেন, তাই দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গনের সামুদ্রিক অঞ্চল তাঁর একান্ত পরিচিত! নাৎসী-জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়, তিনি উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে আর্মি ও ফ্রণ্টের অধিনায়করূপে দূর উত্তরাঞ্চলের জলা-জঙ্গলা জমিতে শত্রুর

সংরক্ষিত ব্যূহ ও শক্তিশালী ঘাঁটিগুলি উৎখাত করার জন্যে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। কোয়ানতুং আর্মিকে উৎসাদন করার ক্ষেত্রে প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের অধিনায়ক হিসাবে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে ভালভাবে কাজে লাগান। দূরপ্রাচ্য অভিযানের সর্বোচ্চ সম্মানচিহ্ন হিসাবে মার্শাল কে. এ. মেরেৎস্কোভকে বিজয়পদকে (Order of Victory) ভূষিত করা হয়।

মার্শাল আর. ইয়ে. ম্যালিনোভস্কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, প্রজাতন্ত্রী সরকারের পক্ষে স্পেনে যুদ্ধ করেন ; অতএব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি একজন সুপরিণত ও অভিজ্ঞ সেনানায়ক, সামরিক তত্ত্বে সুপণ্ডিত এবং স্টাফ ও সেনা পরিচালনা উভয়ক্ষেত্রেই পারদর্শী। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের অত্যন্ত কঠিন ও জটিল সব রণক্ষেত্রে তিনি সামরিক নেতা হিসাবে দুর্লভ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পদাতিক কোরের সেনানায়ক রূপে তিনি ভয়ংকর সীমান্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ; ১৯৪১ সালের অগাস্টে তিনি আর্মি পরিচালনা করেন ও ডিসেম্বরে তিনি একটি ফ্রন্টের অধিনায়ক পদ লাভ করেন। স্টালিনগ্রাড যুদ্ধের সময় তাঁর ২নং গার্ড আর্মি অন্যান্য সেনাবাহিনীর সহযোগে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে ফিল্ড মার্শাল ম্যানস্টাইনের শক্তিশালী প্যানজার গ্রুপের গতিরুদ্ধ করে ও পরে তাকে নির্মূল করেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে, তাঁর নেতৃত্বাধীন যথাক্রমে দক্ষিণাঞ্চলীয়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় (তৃতীয় উক্রাইনীয়) ও দক্ষিণ উক্রাইনীয় ফ্রন্টের সেনাবাহিনী বহু চমকপ্রদ অভিযান সফল করে। তার মধ্যে রয়েছে শত্রুর জমাট রক্ষাব্যবস্থা ভেদ করা, শত্রুকে নাজেহাল করা ও পলায়নপর শত্রুবাহিনীর পেছনে ধাওয়া করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সামরিক নেতা হিসাবে তাঁর পারদর্শিতার স্বাক্ষর উপস্থিত। যুদ্ধে এই প্রথম কয়েকটি অপারেশনগত ইউনিটের মাধ্যমে নৈশ আক্রমণ চালিয়ে মার্শাল ম্যালিনোভস্কি ঝাপরোঝাই শহরটি অধিকার করেন। তাঁর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পায়ে হেঁটে জলরাশির বাধা অতিক্রম করে, শত্রুর বিশাল সৈন্য সমাবেশকে ঘিরে ফেলে উৎসাদন করে এবং বিশাল স্তেপ-ভূমিতে, পর্বত ও অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালায়। বহু যুদ্ধের পোড় খাওয়া ম্যালিনোভস্কিকে বিজয়পদকে সম্মানিত করা হয়। জেনারেল হেডকোয়ার্টারের নির্দেশে তিনি তাঁর সদর দপ্তরসহ ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের অধিনায়কত্বের পদ গ্রহণের জন্যে দূরপ্রাচ্যে এসে উপস্থিত হন। মাঞ্চুরিয়া রণনৈতিক অপারেশনের সূত্রে তাঁর পরিচালনাধীন ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সেনাবাহিনীকেই প্রধান আঘাত হানতে হবে।

প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের আওতায় প্রধান রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার জন্যে ৫নং আর্মি সামুদ্রিক অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। তাদের জাপানী সুরক্ষিত ও দুর্গায়িত এলাকায় প্রবেশ করে তুন্দ্রাভূমির শেষে সাইবেরিয়ার জলা-জঙ্গলা এলাকা দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বিয়েলোরুশীয় ও পূর্ব প্রাশিয়া অপারেশন লব্ধ অভিজ্ঞতা

তারা এক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবে। আর্মিটির সেনানায়ক হলেন কর্ণেল জেনারেল এন. আই. ক্রাইলভ যিনি ইতিপূর্বে গৃহযুদ্ধের সময় দূরপ্রাচ্যে লড়াই করেছেন এবং ১৯২৯ সালে পূর্বচীন রেলপথ সংক্রান্ত ঘটনার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের বহু বছর আগে থেকেই সামুদ্রিক অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। তিনি এই রণাঙ্গনের বিশিষ্ট অবস্থা সম্বন্ধে রীতিমতো ওয়াকিবহাল। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের লড়াইয়ে তিনি স্মোলেনস্কের যুদ্ধে ও বিয়েলোরুশীয় অরণ্য অধ্যুষিত রণক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেন এবং পূর্ব প্রাশিয়ার দুর্গায়িত অঞ্চলে শত্রুব্যূহ ভেদ প্রভৃতি অপারেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জাপানী দুর্গায়িত সেক্টরের ব্যূহভেদের বেলায় ও জলা-জঙ্গলা অঞ্চল অতিক্রম করে মাঞ্চুরিয়ার মধ্যাঞ্চল অভিমুখে তড়িৎ অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্বার্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতা উজাড় করে দেন।

ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের অন্তর্গত প্রধান রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার জন্যে ৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি ও ৩৯নং এবং ৫৩নং পদাতিক আর্মিকে ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চলে আমদানি করা হয়।

ফ্রন্টের মূল সামরিক তৎপরতা ও প্রধান আক্রমণের মাধ্যম হল ৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি এবং এই আর্মিকে বৃহত্তর খিংগান পর্বতমালা পার হয়ে পঞ্চম দিনে মূল বাহিনীসহ ৩৫০ কিঃ মিঃ এগিয়ে যেতে হবে। অবশেষে তাদের যাত্রাস্থল থেকে ৮০০ কিঃ মিঃ দূরবর্তী মাঞ্চুরিয়ার মধ্যাঞ্চলে গিয়ে পেঁছাতে হবে। এই আর্মির অধিনায়ক কর্ণেল জেনারেল এ. জি. ক্রাভচেঙ্কো তড়িৎ আক্রমণ ও সূক্ষ্ম সামরিক তৎপরতার ক্ষেত্রে একজন দক্ষ সংগঠক। মস্কোর যুদ্ধে একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড এবং স্টালিনগ্রাড, কুস্ক ও দ্নিপার পার হবার লড়াইয়ের সময় একটি ট্যাঙ্ক কোরকে তিনি পরিচালনা করেন। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীতে তিনি ৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মির অধিনায়ক হন এবং উক্রাইনের স্তেপভূমির যুদ্ধে ও কার্পেথীয় এবং আলপ্সের পর্বত-অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলের যুদ্ধে তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। দ্রুতগতিতে বৃহত্তর খিংগান অতিক্রম করার সময় তাঁর পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে লাগে।

ফ্রন্টের হামলাদার বাহিনীর ভূমিকায় ৩৯নং আর্মির সেনানায়ক, কর্ণেল জেনারেল আই. আই. লিউদনিকভ অত্যন্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সোভিয়েত জেনারেলদের অন্যতম। তিনি গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে একটি পদাতিক ডিভিসনের সেনানায়ক হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পরবর্তীকালে কুস্কের যুদ্ধে দ্নিপার অতিক্রম করার সময় তিনি একটি পদাতিক কোর পরিচালনা করেন। ১৯৪৪ সালে, ৩৯নং আর্মির অধিনায়ক হিসাবে তিনি বিয়েলোরুশীয় অপারেশনের সময় শত্রুর এক শক্তিশালী ব্যূহভেদ করার ক্ষেত্রে সফলভাবে সেনাপরিচালনা করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে শত্রু সেনা–

বাহিনীকে ঘিরে নির্মূল করা হয়। ১৯৪৫ সালে তাঁর নেতৃত্বে ৩৯নং আর্মি পূর্ব প্রাশিয়ায় নাৎসী দুর্গান্বিত এলাকায় সফলভাবে হামলা চালায়।

ফ্রন্টের প্রধান রণাঙ্গনে আক্রমণ জোরদার করার জন্যে দ্বিতীয় সারিতে সন্নিবেশিত ৫৩নং আর্মির অধিনায়ক কর্ণেল জেনারেল আই. এম. মানাগারোভ, প্রতিভাবান সোভিয়েত সেনানায়কদের অন্যতম। তিনি ইতিপূর্বে গৃহযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে তিনি দ্রুত আক্রমণ ও সামরিক তৎপরতার জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাছাড়া অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গন সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

এটা উল্লেখ্য যে, প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট ও ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের অন্তর্গত আর্মিগুলির জেনারেলরা যাঁরা সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্ট থেকে আসেন একমাত্র ১৭নং আর্মির জেনারেল ব্যতীত বাকী সবাই একদা দূরপ্রাচ্যের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থেকে যথেষ্ট সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কর্ণেল জেনারেল এ. পি. বেলোবোরোদভ (১নং লাল পতাকা আর্মির সেনানায়ক) গৃহযুদ্ধের সময় দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন এবং সেখানে তিনি ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্টাফের শীর্ষস্থানীয় পদে অথবা অধিনায়ক পদে বহাল ছিলেন। মস্কোর যুদ্ধে তিনি প্রথমে ডিভিসন পরিচালনায় ও পরে কোর পরিচালনায় বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন ; ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে, তাঁর নেতৃত্বে ফ্রন্টের হামলাদার বাহিনীর অন্তর্গত ৪৪নং পদাতিক আর্মি ভিতেবস্ক অঞ্চলে শত্রুর জমাট প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে এবং পশ্চিম দ্ভিনা পার হয়ে সোভিয়েত বাহিনী শত্রুর ভিতেবস্ক সেনাগ্রুপকে সফলভাবে ঘিরে ফেলে। ১৯৪৫ সালে, পূর্ব প্রাশিয়া অপারেশনের সময় কর্ণেল জেনারেল বেলোবোরোদভ পরিচালিত সেনাবাহিনী ঝড়ের বেগে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর কোনিগসবার্গের সুরক্ষিত প্রতিরক্ষাব্যূহ চুরমার করে। অরণ্য ও জলাভূমি অধ্যুষিত অঞ্চলে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা তাঁর অসামান্য—দুর্গান্বিত এলাকার উপর হামলা চালানোর অভিজ্ঞতাও তাঁর যথেষ্ট। তাছাড়া তিনি দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গনের বিশিষ্ট অবস্থা সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল। তাই এসব কারণে জেনারেল হেডকোয়ার্টার তাঁকে ফ্রন্টের প্রধান রণাঙ্গনের সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন।

২৫নং আর্মির সেনানায়ক কর্ণেল জেনারেল আই. এম. চিশ্তিয়াকভও একজন গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সৈনিক। তিনি পরবর্তীকালে দূরপ্রাচ্যের সামরিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪১ সালে তিনি মস্কো অঞ্চলে এক নৌ-সেনা ব্রিগেডের সেনানায়ক নিযুক্ত হন—তারপর যথাক্রমে ডিভিসন ও কোর পরিচালনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর তিনি ১৯৪২ সালের অক্টোবরে, ২১নং পদাতিক আর্মি পরিচালনার দায়িত্বভার পান এবং নাৎসী-জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল থাকেন। (স্টালিনগ্রাড যুদ্ধের

পরে ২১নং আর্মি ৬নং গার্ড আর্মি নামে অভিহিত হয়।) বিয়েলোরুশীয় ও বাল্টিক অঞ্চলের অরণ্য ও জলাভূমি অধ্যুষিত রণাঙ্গনে বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও দূরপ্রাচ্যে যুদ্ধ করার অতীত অভিজ্ঞতার জন্যে তাঁকে সামুদ্রিক অঞ্চলে অবস্থানকারী সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্বভার দিয়ে পাঠানো হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্ণেল জেনারেল এন. ডি. ঝাখভাতায়েভ ৩৫নং পদাতিক আর্মির সেনানায়ক পদে নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে অপারেশন বিভাগের প্রধান, চীফ অব স্টাফ ও প্রথমে কোর এবং পরে আর্মির সেনানায়ক প্রভৃতি বিভিন্ন পদে আসীন হয়ে অরণ্য জলাভূমি ও পর্বতসঙ্কুল রণাঙ্গনে অপারেশন পরিচালনা ও শত্রুর সুরক্ষিত ব্যূহ ভেদ করার কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

৩৬নং আর্মির সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্বভার নিয়ে দূরপ্রাচ্যে আসেন কর্ণেল জেনারেল লুচিনস্কী। হাইলার রণাঙ্গনে শত্রুর দুর্গায়িত অঞ্চল ভেদ করে এগিয়ে যাওয়াই হবে তাঁর কাজ। গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লুচিনস্কী ১৯৩৭-৩৮ সালে জাপানী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪১-৪৪ সালে তিনি যথাক্রমে ট্রান্স-ককেশীয় ও উত্তর-ককেশীয় ফ্রণ্টে এবং ক্রিমিয়ার অরণ্য ও পর্বতসঙ্কুল এবং স্তেপভূমি অঞ্চলের যুদ্ধে প্রথমে ডিভিসন ও পরে কোর পরিচালনার মাধ্যমে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ২৮নং পদাতিক বাহিনীর সেনানায়ক হিসাবে তিনি বিয়েলোরুশীয়, পূর্ব প্রাশিয়া, বার্লিন ও প্রাগ অপারেশনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পূর্ব প্রাশিয়ায় শত্রুর দুর্গায়িত এলাকা ভেদ ও অরণ্য-পর্বতসঙ্কুল এবং স্তেপভূমি অঞ্চলের যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লুচিনস্কীকে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রণ্টের অন্তর্গত আর্মির দায়িত্বভার দেওয়া হয়।

১৯৩৬-৩৯ সালে মঙ্গোলীয় গণ আর্মির সামরিক উপদেষ্টা কর্ণেল জেনারেল আই. এ. প্লিয়েভ সোভিয়েত-মঙ্গোলীয় সেনাবাহিনীর অন্তর্গত মোটরবাহিত ক্যাভেলরী গ্রুপ পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। মস্কোর যুদ্ধে শত্রুব্যূহের পশ্চাৎভাগে এক ক্যাভেলরী ডিভিসন নিয়ে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের বিভিন্ন রণাঙ্গনের প্রচণ্ড যুদ্ধে তিনি সফলভাবে ক্যাভেলরী কোর পরিচালনা করেন। ১৯৪৪ সালে যখন সর্বপ্রথম তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের অধিনায়কের উদ্যোগে মোটরবাহিত ক্যাভেলরী গ্রুপ গঠিত হয়—তখনই সামরিক নেতা হিসাবে প্লিয়েভের যোগ্যতা প্রথম প্রমাণিত হয়। তাঁর নেতৃত্বাধীনে এই গ্রুপটি ওডেসার যুদ্ধে এবং ১৯৪৪-৪৫ সালের পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এক কথায় বলতে গেলে আই. এ. প্লিয়েভ শত্রুব্যূহের পশ্চাৎভাগে তড়িৎ আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রে

একজন প্রতিভাবান সংগঠক। মাঞ্চুরিয়া অপারেশনের ক্ষেত্রে তাঁর এই অভিজ্ঞতা বিশেষ কাজে লাগে।

পদাতিক ও ট্যাংক বাহিনী ছাড়াও দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গনে, বহুসংখ্যক গোলন্দাজ, মর্টার, বিমান ও অন্যান্য বাহিনীর ইউনিটগুলি স্থানান্তরিত হয়। মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে সাইবেরীয়, ট্রান্স-বৈকাল ও দূরপ্রাচ্য রেল পরিবহণ ব্যবস্থার দৌলতে প্রায় দশ লক্ষ সোভিয়েত অফিসার ও সৈন্য দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত হয় অথবা স্থানান্তরের ব্যবস্থা হয়।

এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় এগারো হাজার কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও সরঞ্জাম পাঠানোর ব্যাপারটা যুদ্ধের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এবং সেটা জেনারেল স্টাফের তত্ত্বাবধানে সংঘটিত হয়।

একই সময়ে ব্লাগোভেশচেনস্ক থেকে সামুদ্রিক অঞ্চল পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার কিঃ মিঃ রেলপথ অতিক্রম করে বিভিন্ন ফ্রন্টের মধ্যে ও একই ফ্রন্টের অন্তর্গত বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সৈন্যবাহিনীর পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। তারই সঙ্গে চলে মঙ্গোলীয় সেনাবাহিনীর পায়ে হেঁটে ২৫০ থেকে ৩০০ কিঃ মিঃ পথ পরিক্রমা।

এক বিশাল লটবহর স্থানান্তর-সমস্যা ও দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গনের বিশিষ্ট পরিবেশের কথা খেয়াল রেখে সোভিয়েত নেতাদের আসন্ন যুদ্ধের জন্যে সৈন্যবাহিনী ও সরঞ্জাম স্থানান্তরের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসেই, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি দূরপ্রাচ্য রেলপথের উন্নতি সাধনের জন্যে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উপর্যুক্ত কাজটি সমাধা করার জন্যে দূরপ্রাচ্য সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতির নেতৃত্বে একটি যোগাযোগ ও সরবরাহ বিভাগ গঠিত হয়। এই বিভাগ ইরকুৎস্ক থেকে ভ্লাডিভোস্টক পর্যন্ত, ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথের যাবতীয় কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পায়। তার ফলে অভিযানের সাফল্য লাভের ক্ষেত্র তৈরী হয়। সেনাবাহিনীর রণনৈতিক পুনর্বিন্যাস ও সমাবেশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তার মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থাই হল প্রধান উল্লেখযোগ্য। সমস্ত সেনা সমাবেশের কাজ ছদ্মাবরণের আড়ালে সাধিত হয়।

সোভিয়েত কম্যাণ্ড একটি ট্যাংক আর্মি ও ৩৯টি ডিভিসন ও ব্রিগেড নিয়ে গঠিত তিনটি পদাতিক আর্মি ও অন্যান্য বাহিনী স্থানান্তর করার মাধ্যমে দূরপ্রাচ্য সেনাবাহিনীর সংখ্যাগত শক্তি ও লড়াকু দক্ষতাকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্ট থেকে আগত সেনাবাহিনী প্রধানতঃ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সৈন্যদের নিয়ে গঠিত এবং প্রধান রণনৈতিক রণাঙ্গনে সন্নিবেশিত হামলাদার বাহিনীগুলি—বিশেষ করে যুদ্ধের সরঞ্জামের দিক থেকে জাপানী সেনাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর।

১৯৪৫ সালের ৮ই অগাস্টের মধ্যে দূরপ্রাচ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অফিসার ও সৈন্যের সংখ্যা ষোল লক্ষে গিয়ে পৌঁছায় এবং তাদের মধ্যে দশ লক্ষেরও বেশি আক্রমণকারী ইউনিটগুলির সঙ্গে যুক্ত। সোভিয়েত বাহিনীর হাতে রয়েছে ৩৭০৪টি ট্যাঙ্ক, ১৮৫২টি স্বয়ংচালিত কামান, ২৬,০০০ কামান ও মর্টার, ১১৭১টি রকেট নিক্ষেপক অস্ত্র ও নৌবিমান সহ ৫০০০টি যুদ্ধ বিমান সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় নিযুক্ত।

এই বিশাল সেনাবাহিনী তিনটি ফ্রন্টে বিভক্ত : (১) ১৭নং, ৩৬নং, ৩৯নং ও ৫৩নং পদাতিক আর্মি, ৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি, সোভিয়েত-মঙ্গোলীয় মোটর-বাহিত ক্যাভেলরী গ্রুপ এবং ১২নং বিমান আর্মি নিয়ে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্ট গঠিত। (২) ১নং লাল পতাকা, ৫নং, ২৫নং ও ৩৫নং পদাতিক আর্মি, ১০নং মোটরবাহিত কোর এবং ৯নং বিমান আর্মি নিয়ে প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট গঠিত। (৩) ২নং লাল পতাকা, ১৫নং ও ১৬নং পদাতিক আর্মি, ৫নং স্বতন্ত্র রাইফেল কোর ও ১০নং বিমান আর্মি নিয়ে দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট গঠিত।

প্রধানতঃ মঙ্গোলীয়গণ প্রজাতন্ত্রে সন্নিবেশিত ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্ট তার প্রথম সারিতে সন্নিবেশিত ১৭নং, ৩৯নং ৫৩নং পদাতিক আর্মি ও ৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মির মাধ্যমে চাংচুন ও মুকদেন (শেনিয়াং) অভিমুখে প্রধান আক্রমণ হানে। এই কাজ করতে গিয়ে ৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি দ্রুতবেগে বৃহত্তর খিংগান পর্বত-মালা অতিক্রম করে।

জাপানী সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ ব্যাহত করা ও ফ্রন্টের মূলবাহিনী পর্বতমালা অতিক্রম করে মাঞ্চুরিয়ার মধ্যাঞ্চলে যাতে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে তাই এই অপারেশনটি সংঘটিত হয়।

প্রধান সেনাগ্রুপের মূল আক্রমণকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে আরো দুটি অপ্রধান আক্রমণ হানা হবে। ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে সোভিয়েত-মঙ্গোলীয় সেনাবাহিনীর অন্তর্গত মোটরবাহিত ক্যাভেলরী গ্রুপ কালগান ও ডলোনুর অভি-মুখে আক্রমণ হানবে এবং ফ্রন্টের বামপ্রান্ত থেকে ৩৬নং পদাতিক আর্মি ডাউরিয়া অঞ্চল থেকে হাইলার অভিমুখে আক্রমণ হানবে।

প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের সেনাবাহিনী খানকা হ্রদের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ১নং লাল পতাকা এবং ৬নং পদাতিক আর্মি, ২৫নং পদাতিক আর্মির কয়েকটি ইউনিট ও ১০নং মোটরবাহিত কোরের মাধ্যমে হারবিন ও জিলান অভিমুখে আক্রমণ হানবে। মূল রণাঙ্গনে আক্রমণকারী সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্যে ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে খানকা হ্রদের উত্তরদিকে মিশান অভিমুখে ৩৫নং আর্মির মাধ্যমে অপ্রধান আক্রমণ হানা হবে। এবং ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে কোরিয়া অভিমুখে ২৫নং আর্মির মূল বাহিনীর মাধ্যমে আক্রমণ হানা হবে।

দ্বিতীয় দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের বাহিনী ১৫নং পদাতিক বাহিনী ও লাল পতাকা

আমুর ফ্লোটিলার মাধ্যমে সুঙ্গারী নদী বরাবর হারবিন অভিমুখে প্রধান আক্রমণ হানবে। ফ্রন্টের বামপ্রান্তে সন্নিবেশিত ৫নং স্বতন্ত্র রাইফেল কোর রাওহে অভিমুখে এগিয়ে যাবে। আর, রাগোভেশচেনস্ক-পোইয়ারকোভো অঞ্চলে সন্নিবেশিত ২নং লাল পতাকা পদাতিক আর্মি রাগোভেশচেনস্ক-কিকিহার অভিমুখে অপ্রধান আক্রমণ হেনে মূল রণাঙ্গনের প্রধান আক্রমণকে জোরদার করবে।

সোভিয়েত প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের প্রধান কাজ হবে জাপানী নৌচলাচল ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা এবং দেখা যাতে জাপানী নৌবহর সোভিয়েত উপকূলের দিকে ঘেঁষতে না পারে ; আর যদি কোয়ানতুং আর্মিকে জাপানে স্থানান্তর করার চেষ্টা হয় তাহলে জাপানী নৌবহর যাতে উত্তর কোরীয় বলয়ের দিকে ঘেঁষতে না পারে তাও দেখা।

মঙ্গোলীয় গণ প্রজাতন্ত্রের মার্শাল হরলুজিন চোইবালসান ও মঙ্গোলীয় গণ বৈপ্লবিক বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান লেফট্যানেণ্ট জেনারেল জুমঝাগিন ৎসেডেনবেলের পরিচালনাধীন লাল পতাকা আমুর ফ্লোটিলা ও মঙ্গোলীয় গণ বৈপ্লবিক আর্মি প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের সঙ্গে একযোগে এসমস্ত অপারেশনে অংশগ্রহণ করবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্যে তৈরী—আক্রমণ শুরু করার জন্যে যা কিছু দরকার সবই তাদের আছে। সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগ পার্টি ও তরুণ কমিউনিস্ট লীগের ইউনিটগুলি এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। তারা সৈন্যদের কাছে সোভিয়েত সরকারের সিদ্ধান্ত ও সেনানায়কদের নির্দেশ ব্যাখ্যা করেছে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর প্রেস বিভাগের ভূমিকা অসামান্য। তারা সোভিয়েত সেনাবাহিনীর লড়াকু ঐতিহ্য ও নাৎসী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বীরগাথা সম্বলিত নিবন্ধাবলী প্রকাশ করে। ৮ই অগাস্ট সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রতিটি ইউনিটে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়। আক্রমণের নির্দেশ পাবার পর সোভিয়েত সৈন্যরা সম্মানজনকভাবে কর্তব্য পালনের শপথ গ্রহণ করে।

আক্রমণ শুরু করার আগে দূর প্রাচ্যের সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি চীনা জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন : "মহান সোভিয়েত জনগণের নিজস্ব সেনাদল লাল ফৌজ তার মিত্ররাষ্ট্র ও চীন বন্ধু চীনা জনগণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছে। জাপানী উৎপীড়ন ও দাসত্বের কবল থেকে চীন, মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার জনগণকে মুক্ত করার জন্যে লাল ফৌজ আজ প্রাচ্য ভূখণ্ডে মুক্তির পতাকা উড়িয়েছে।"[২]

মরুময় স্তেপভূমি ও পর্বত-অরণ্য অধ্যুষিত রণাঙ্গনে তিনটি ফ্রন্টের বিমানবাহিনী, নৌবহর, ফ্লোটিলা ও বিমানবিধ্বংসী বাহিনীর সম্মিলিত ও সংহত আক্রমণাত্মক অপারেশনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল সোভিয়েত-জাপান যুদ্ধ। ট্রান্স-

বৈকাল ফ্রন্টের আওতায় রণাঙ্গনটির প্রকৃতিগত মরুময় স্তেপভূমির চরিত্রের ফলে, শত্রুর সেনাবাহিনীর পাশ কাটিয়ে দুর্গায়িত এলাকায় আক্রমণ চালানোটা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কিন্তু প্রথম প্রাচ্য ফ্রন্টের এলাকাটির অবস্থা ঠিক তার বিপরীত। সেখানে পর্বত ও অরণ্যের প্রাধান্য। অতএব শত্রুর দুর্গায়িত এলাকার ব্যূহ ভেদ করতে হলে সেখানে সরাসরি ও সামনাসামনি শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

মাঞ্চুরিয়া অপারেশনের ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টি হল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যাবতীয় প্রস্তুতি গোপনে সারা ও সোভিয়েত কম্যাণ্ড পরিকল্পিত আক্রমণের নিশানা সম্পর্কে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত নিপুণ ছদ্মাবরণের আশ্রয় নেওয়া হয়। এই কাজটি বড় সহজ নয় কিন্তু।

আর্মি জেনারেল এস. এম. স্তেমেংকো লিখছেন, "চমক সৃষ্টির পক্ষে প্রধান অসুবিধে হচ্ছে যে, জাপানীরা অনেক দিন থেকেই জানে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। অতএব রণনৈতিক চমক সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবুও বিষয়টা নিয়ে আমরা যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই একাধিক বার চিন্তা করি। আমাদের দেশও জানত যে যুদ্ধ আসছে এবং তার জন্যে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু জার্মান আক্রমণ আমাদের উপর আকস্মিকভাবেই নেমে আসে। সুতরাং আগেভাগেই এই পরিকল্পনা বাতিল করা ঠিক হবে না।"[৩]

সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টির ব্যাপারটা অপারেশন-পরিকল্পনা ও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে চরম গোপনীয়তা অবলম্বনের মধ্যে নিহিত। এই লক্ষ্য সামনে রেখে বিশেষ সতর্কতাসহ সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস সাধন করা হয় এবং আক্রমণ শুরুর প্রকৃত সময়সূচী সম্পর্কে সকলকে অন্ধকারে রাখা হয়। সোভিয়েত জেনারেল স্টাফ এই অনুমান থেকে অগ্রসর হয় যে—জাপানীদের ধারণা, ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথের পরিবহণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং অগাস্ট মাসটা হচ্ছে দুরন্ত বর্ষাকাল; অতএব শরতের আগে কিছুতেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে পারে না। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সোভিয়েত জেনারেল স্টাফের অনুমান সঠিক। জাপানী কম্যাণ্ড সত্যিই মনে করেছিল যে, ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি অথবা অক্টোবরে যুদ্ধ শুরু হবে। এ বিষয়ে যুদ্ধবন্দী কোয়ানতুং আর্মির সহকারী চীফ্ অব্ স্টাফ মেজর জেনারেল এম. টোমোকাটসুর সাক্ষ্য প্রকৃতই দ্ব্যর্থহীন। আর্মি জেনারেল স্তেমেংকো লিখছেন, "১৯৪৫ সালের মার্চ থেকেই যে মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, এই ঘটনা শত্রু হেডকোয়ার্টারের কাছে নিশ্চয় অজানা নয়। কিন্তু সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণের জন্যে নির্ধারিত দিনটি তাদের কাছে শেষ পর্যন্ত অজানা রয়ে যায়। অতএব ৮ই অগাস্ট তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ ঘোষণা করাটা কোয়ানতুং আর্মির কাছে সত্যিই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার।"[৪]

নিখুঁত ছদ্মাবরণের আড়ালে সেনা সমাবেশ ও নির্দিষ্ট ঘাঁটি অভিমুখে সৈন্য চলাচল প্রভৃতি ঘটনা সংঘটিত হয়। এক বিশাল এলাকা জুড়ে সেনাবাহিনী চলাচল ও সমাবেশ ঘটানো হয় এবং সেনাবাহিনীর যাত্রাস্থল থেকে সমাবেশ স্থল পর্যন্ত সৈন্য চলাচল অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদিত হয়। রুটিন মাফিক সামরিক তৎপরতার আকারেই সেনাবাহিনীর এ সমস্ত গতিবিধি সংঘটিত হয় এবং তার ফলে সেনাবাহিনীর আসল উদ্দেশ্য শত্রুর অগোচরেই রয়ে গেল ও অপর দিকে বিভিন্ন ইউনিটের সম্মিলিত অভিযানের ক্ষেত্রও একই সাথে তৈরি হয়ে গেল।

সীমান্তরক্ষীরা যথারীতি তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যেতে থাকে—বিভিন্ন সেক্টরের ইউনিটগুলিও তাই। শত্রুর মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে যে দুর্গরক্ষী-বাহিনী বছরের নির্দিষ্ট ঋতুর উপযোগী কাজে লিপ্ত—তাই শত্রুর চোখের সামনে খড় কাটার জন্যে এক বিশেষ বাহিনীকে নিযুক্ত করা হয়। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের স্থানান্তর করা হয়নি এবং তারা শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় নিমগ্ন। সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস ও সমাবেশ উপলক্ষে যাবতীয় সৈন্য চলাচল কেবলমাত্র রাত্রিতেই ঘটতে থাকে। সৈন্য চলাচলের সময় দীর্ঘ ও স্বল্পস্থায়ী বিরতির সময় সৈন্যরা বনের আড়ালে অথবা সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে লুকিয়ে থাকত এবং সমস্ত সামরিক সরঞ্জাম ছদ্মাবরণের আড়ালে পুরোপুরি গোপন করা হত। দাউরিয়া ও ও মঙ্গোলীয়ার স্তেপভূমি অঞ্চলে সমস্ত ট্যাংক, কামান ও মোটরযানকে বিশেষভাবে তৈরী খাতের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়। শত্রু বিমানের নজরকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে ছদ্মাবরণের জাল দিয়ে সমস্ত সরঞ্জাম ঢেকে রাখা হত।

আক্রমণ শুরু হওয়ার দু' একদিন আগে সৈন্যবাহিনীকে রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত অবস্থায় থাকতে আদেশ করা হয়। সমাবেশ স্থলে, সৈন্য চলাচল, খাবারদাবার পাক করা অথবা কাঠ কাটা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হয়।

যেসব ইউনিট আগে থেকেই সীমান্তে অবস্থান করছে—তারাই শুধু বেতারে বার্তা প্রেরণের অধিকারী আর নবাগতরা শুধু বার্তা গ্রহণ করবে।

সমস্ত ফ্রন্টেই রেল ও মোটর পরিবহণ মাধ্যমে মিছামিছি মালপত্র সরবরাহ চলে এবং নকল সৈন্য সমাবেশ অঞ্চল তৈরী করা হয়। শত্রুর দৃষ্টিপথের আওতায় যে সমস্ত রাস্তা রয়েছে তার দুপাশে বেড়া দিয়ে তার উপর আনুভূমিকভাবে পর্দা খাটিয়ে দেওয়া হয়। কেবল মাত্র ৫নং পদাতিক আর্মির এলাকাতেই ১৮° কিঃ মিঃ রাস্তা বরাবর বেড়া ও ১৫১৫টি পর্দা রাস্তার উপর খাটান হয়। নিরীক্ষণ কার্যে রত অফিসারদের পরণে থাকে সাধারণ সৈনিকের উর্দি। প্রকৃত বিমান ঘাঁটিগুলির অস্তিত্ব গোপন করার জন্যে-নকল বিমানক্ষেত্র সব তৈরী করা হয়। প্রকৃত বিমান-ঘাঁটিতে অবস্থানকারী বিমানগুলিকে ঢেকে রাখা হয়।

প্রধান আক্রমণের নিশানা জাপানী কম্যান্ডের কাছে গোপন রাখার উদ্দেশ্যে

সমগ্র সীমান্ত জুড়ে সেনাবাহিনীর অভিযানকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। আসন্ন অভিযান প্রসঙ্গে যাবতীয় কারিগরি কাজ একেবারে বাঁধা-ধরা নিয়মে রাত্রি বেলাতেই সারা হত।

দূর প্রাচ্য রণাঙ্গনে নতুন সৈন্য আমদানীর কাজটা অত্যন্ত গোপনে করা হত। এ বিষয়ে প্রথম প্রাচ্য ফ্রন্টের অন্তর্গত ৫নং পদাতিক আর্মির বেলায় যথেষ্ট অসুবিধে সৃষ্টি হয়। সমস্যা হচ্ছে যে, খাবারোভস্ক থেকে ভ্লাডিভোস্টোক পর্যন্ত বিস্তৃত ৪০০ কিঃ মিঃ রেলপথ একেবারে সীমান্ত ঘেঁষে গিয়েছে এবং তার বেশ কিছু অংশ একেবারে শত্রুর দৃষ্টিপথের মধ্যে। উপরন্ত ৫নং আর্মির সেনাবাহিনীকে সীমান্তের লাগোয়া একটি অপ্রশস্ত সংকীর্ণ এলাকায় মোতায়েন করার কথা। সেনা সমাবেশ প্রক্রিয়া গোপনে সারার জন্যে সেনাবাহিনীকে গন্তব্য-স্থলের অনেক আগে ট্রেন থেকে নামানো হয় এবং রাত্রিতে তাদের সীমান্ত অঞ্চলে আনা হয়। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কোন রকম মেলামেশা তাদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। সীমান্ত অঞ্চলে যখন প্রতিরক্ষামূলক বিভিন্ন নির্মাণ কার্য চলছে তখন প্রথম প্রাচ্য ফ্রন্টের আওতায় এক গুরুত্বহীন অঞ্চলে নকল সেনা-সমাবেশ এলাকা তৈরী করা হয়।

অপারেশন যখন শুরু হয়, তখন দেখা গেল যে সমস্ত ফ্রন্টেই গোপনীয়তা রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা বেশ কার্যকর হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সোভিয়েত সেনাবাহিনীর শক্তি ও আক্রমণ-নিশানা সম্পর্কে শত্রু শেষ পর্যন্ত অন্ধকারেই থেকে যায়। জাপানের ৫নং আর্মির সেনানায়ক লেফট্যানেণ্ট জেনারেল শিমিঝু বলেন, "রুশ বাহিনী যে জঙ্গল অধ্যুষিত জলাভূমি (taiga) অতিক্রম করে এগিয়ে আসবে আমরা তা ভাবতেই পারিনি। একদম দুর্গম অঞ্চল থেকে রুশবাহিনী যে এত বড় আক্রমণ হানতে পারে তা আমাদের কল্পনাতীত।"[৫]

* * *

১৯৪৫ সালের ৮ই অগাষ্ট, সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভি. এম. মলোতোভ, মস্কোর জাপানী রাষ্ট্রদূত, নাওটাকে সাতোর কাছে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বিবৃতি পেশ করেন: "নাৎসী জার্মানীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পর জাপানই হল একমাত্র বৃহৎ শক্তি যে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে চায়। এই বৎসরের ২৬শে জুলাই তিনটি দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও চীন কর্তৃক জাপানী সশস্ত্র বাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবীকে জাপান প্রত্যাখ্যান করে।"......"জাপানের আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করার ফলে যুদ্ধাবসান নিকটতর করার জন্যে, যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমাবার জন্যে ও দ্রুত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মিত্র দেশগুলি সোভিয়েত সরকারকে জাপানী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছে।

একজন মিত্র হিসাবে, সোভিয়েত সরকার স্বীয় কর্তব্যের তাগিদে এই প্রস্তাব

গ্রহণ করেছে ও চলতি বছরের ২৬শে জুলাই মিত্রশক্তি যে ঘোষণা জারী করেছে তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছে।"

"সোভিয়েত সরকারের মতে এই নীতিই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা যার দ্বারা দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং সাধারণ মানুষকেও অনর্থক আরো যন্ত্রণা ও ক্ষয়-ক্ষতি আর বরণ করতে হবে না এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করার ফলে জার্মান জনগণকে যে বিপর্যয় ও বিনাশের সম্মুখীন হতে হয়েছিল—তা থেকে জাপানী জনগণ অব্যাহতি পাবে।"

"উপর্যুক্ত বক্তব্য অনুসারে সোভিয়েত সরকার এনে বলে যে, আগামী কাল থেকে অর্থাৎ ৯ই অগাস্ট থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে নিজেকে যুদ্ধরত বলে মনে করবে।"৬

দূর প্রাচ্য রণাঙ্গনে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে যোগদানের ফলে—প্রাচ্য ভূখণ্ডে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রশক্তির পক্ষে শক্তি সাম্যের পরিবর্তন ঘটে। জঙ্গীবাদী জাপানের পরিণাম তার ফলে নির্ধারিত হয়ে যায় এবং বিশ্বযুদ্ধের অবসানের দিনও নিকটতর হয়। অতএব, সোভিয়েত সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সমগ্র সোভিয়েত জনগণ ও সারা দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ অভিনন্দিত করে। সোভিয়েত সরকারের ৮ই অগাস্টের বিবৃতিকে সমর্থন করে মঙ্গোলীয় গণ-প্রজাতন্ত্র।

যে সময় সোভিয়েত সেনাবাহিনী কোয়ানতুং আর্মির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্যে তৈরী হচ্ছে—ঠিক সে সময় মার্কিন শাসক মহলের নির্দেশে জাপানের হিরোশিমা শহরের উপর প্রথম অ্যাটম বোমা বর্ষিত হয়। এবং যেদিন সোভিয়েত সেনাবাহিনী দূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে আক্রমণ শুরু করে সেদিনই নাগাসাকির উপর দ্বিতীয় অ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন প্রয়োজন ছিল না। মার্কিন নেতাদের লক্ষ্য কিন্তু সুদূরপ্রসারী: অ্যাটম বোমা দেখিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শান্তিপ্রিয় দেশগুলিকে ভীত সন্ত্রস্ত করা ও যুদ্ধোত্তরকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে রণনৈতিক প্রাধান্য অর্জন করা।

অবশ্য ইতিহাসের সাক্ষ্য হচ্ছে যে, অ্যাটম বোমার দ্বারা ঈপ্সিত ফল লাভ হয়নি, এমন কি জাপানী সরকারের বিরুদ্ধেও নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের দূর প্রাচ্য রণাঙ্গনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও কোয়ানতুং আর্মির উৎসাদনের ফলেই একমাত্র জাপানের শাসকচক্র তার সামরিক ও রাজনৈতিক ছক বদলাতে বাধ্য হয়। ৯ই অগাস্ট, সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদের সভায় জাপানের প্রধানমন্ত্রী কানতারো সুঝুকি ঘোষণা করেন: 'আজ সকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে যোগদানের ফলে আমাদের অবস্থা একেবারে সঙ্গীন হয়ে পড়েছে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এখন একেবারে অসম্ভব।"৭

সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে জাপানের যে

আর যুদ্ধ জেতার আদৌ সম্ভাবনা রইল না—একথা জাপানী মন্ত্রীসভা ও সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদের ৯ ই ও ১০'ই অগাস্টের বৈঠকে, যুদ্ধমন্ত্রী আনামি, নৌবিভাগীয় মন্ত্রী ইওনাই এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন। আবার একই সাথে জাপানের যুদ্ধ মন্ত্রী ও নৌবিভাগীয় প্রধান বলেন যে যদিও জাপান শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে হারবে—কিন্তু শত্রু যদি জাপানী ভূখণ্ডে অবতরণের চেষ্টা করে—তাহলে তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তাদের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হবে।

যদিও বৈঠকে উপস্থিত অধিকাংশের মতে মিত্রশক্তিবর্গের আত্মসমর্পণ প্রস্তাব মেনে নেওয়া উচিত—কিন্তু ৯ই অগাস্ট রাজকীয় জেনারেল হেডকোয়ার্টার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সমস্ত ফ্রন্টে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই মর্মে জাপানী সৈন্যদের প্রতি নির্দেশ পাঠায়ঃ জেনারেল হেডকোয়ার্টার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মূল লড়াই অব্যাহত রাখার সঙ্গে সঙ্গে—সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে সর্বত্র তার বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক। "কোয়ানতুং আর্মির প্রধান সেনাপতিকে সোভিয়েতের-বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি জড়ো করে শত্রুকে খতম করা ও কোরিয়াকে রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।"[৮]

৩। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক অপারেশন

দূর প্রাচ্য রণাঙ্গনে, ৯ই অগাস্ট সোভিয়েত সেনাবাহিনী জলে-স্থলে ও আকাশ-পথে কোয়ানতুং আর্মির বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। চার হাজার কিঃ মিঃ বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে এই আক্রমণ চলে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহর জাপান থেকে সমুদ্র পথে কোয়ানতুং আর্মির সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সোভিয়েত বিমানবহর উত্তর কোরীয় বন্দরগুলির উপর প্রচণ্ড হামলা চালায়।

মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনী সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সঙ্গে এই আক্রমণে যোগদান করে। রণনৈতিক উদ্যোগের অধিকারী হয়ে সোভিয়েত কম্যাণ্ড সমস্ত রণাঙ্গনে তড়িৎ অভিযান শুরু করেন। বিশাল খোলাপ্রান্তর ও সীমাহীন সমুদ্র, বিচিত্র জলবায়ু ও পরিবেশ আক্রমণকারী বাহিনীর সামনে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মঙ্গোলিয়া থেকে আক্রমণরত ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সেনাবাহিনীকে নির্জলা মরুময় স্তেপভূমি ও বৃহত্তর খিংগান পর্বতমালা অতিক্রম করতে হয়েছে। আবার সামুদ্রিক এলাকা ও আমুর অঞ্চল থেকে আক্রমণকারী বাহিনীকে শত শত কিঃ মিঃ বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি (taiga) পাহাড় ও বাদা অঞ্চলের ভেতর দিয়ে এসে আরগুন, উস্যুরি ও আমুর নদী পার হতে হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহর, কোরিয়া, দক্ষিণ সাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের নৌসেনাদের সঙ্গে একযোগে সামুদ্রিক অঞ্চলের সেনাবাহিনীকে অভিযান চালাতে হয়। ঘটনাস্রোত নিম্নবর্ণিত পথ ধরে প্রবাহমান।

৮ই অগাস্ট রাত্রিতে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের আগুয়ান বাহিনী খিংগান-মুকদেন নিশানায় আক্রমণ শুরু করে। রাত সাড়ে চারটেয় ফ্রন্টের মূল বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করে। শত্রুর সীমান্তরক্ষী বাহিনী আক্রমণকারী সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চাপের সামনে দাঁড়াতে পারে না।

১০ই অগাস্ট, কালগান ও ডলোনুর রণাঙ্গনের কতকগুলি অংশে ফ্রন্টের সেনাবাহিনী ৫০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। ৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি বৃহত্তর খিংগান গিরিবর্ত্মের নিকটবর্তী হয়।

শত্রু দ্রুত পিছু হটতে থাকে। মোটরবাহিত ক্যাভেলরী গ্রুপ ও ১৭নং পদাতিক আর্মি বিশাল মরুভূমি পার হয়ে—আক্রমণের তৃতীয় দিনের শেষে বৃহত্তর খিংগান শৈলশ্রেণীর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে এসে পৌঁছায়।

ইতিমধ্যে জাপানী কম্যাণ্ডকে অবাক করে দিয়ে ৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি বৃহত্তর খিংগান শৈলশ্রেণী পার হয়ে মাঞ্চুরিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় সমতলভূমিতে এসে পৌঁছায় এবং মাঞ্চুরিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ শহর চাংচুন ও মুকদেন অভিমুখে ধেয়ে যায়। ট্যাঙ্ক বাহিনীর পিছু পিছু আসতে থাকে ৫৩ নং পদাতিক আর্মির দ্বিতীয় সারির সেনাবাহিনী। ৩৯নং পদাতিক আর্মির একাংশ যখন শত্রুর দুর্গায়িত এলাকা অবরোধে ব্যস্ত, মূলবাহিনী তখন বৃহত্তর খিংগান অতিক্রম করে ও শত্রুর পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়।

একই দিনে ৩৬ নং পদাতিক আর্মি এক সংক্ষিপ্ত অথচ রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর হাইলার শহরটি অধিকার করে এবং বৃহত্তর খিংগান অভিমুখে এগিয়ে যায়।

ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের শক্তিশালী সেনাগ্রুপগুলির এবং বিশেষ করে ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত ইউনিটের দ্রুত ও গভীর অনুপ্রবেশের ফলে কোয়ানতুং আর্মির তৃতীয় ফ্রন্টটি দু'টুকরো হয়ে যায়। সোভিয়েত আক্রমণের গোড়াতেই, জাপানী কম্যাণ্ড ও হেডকোয়ার্টার তার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ ও তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে। যেহেতু ফ্রন্টের মূল যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন তাই জাপানী কম্যাণ্ড সেনাবাহিনীকে ধাপে ধাপে সরিয়ে মাঞ্চুরিয়ায় আগে থেকে তৈরী প্রতিরক্ষাব্যূহে সন্নিবেশিত করতে ব্যর্থ হয়।

৬ং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মির দ্রুত অগ্রগতির ফলে তাদের সঙ্গে সরবরাহ কেন্দ্রের প্রায় ৪৫০ কিঃ মিঃ ব্যবধান গড়ে ওঠে। মোটরযানগুলি অনেক পেছনে পড়ে থাকে এবং সৈন্যবাহিনীর জ্বালানি ও জল সরবরাহে ঘাটতি দেখা যায়। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অতি দ্রুত অগ্রগতির ফলে অনেক জ্বালানি খরচ হয়ে যায়। এখন তার সরবরাহ বেশ কঠিন। তখন এগিয়ে আসে পরিবহণ বিমানবাহিনী এবং তারা জ্বালানির যোগান অব্যাহত রেখে সেনাবাহিনীকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। ১২ই অগাস্ট ৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি অকস্মাৎ দক্ষিণদিকে গতিমুখ পরিবর্তন করে এবং মুকদেন অভিমুখে সফল আক্রমণ চালায়। তার সেনাবাহিনীর একাংশ তখন

চাংচুনের দিকে এগিয়ে চলে। যুবরাজ তেওয়াং পরিচালিত ক্যাভেলরী ডিভিসনকে বিধ্বস্ত করে, মোটরবাহিত ক্যাভেলরী গ্রুপ তার সেনাবাহিনীর একাংশকে কালগান শহরের প্রবেশপথে অবস্থানকারী শত্রুর বিচ্ছিন্ন সেনাদলগুলির সঙ্গে লড়াই করার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। এই গ্রুপের আগুয়ান সাঁজোয়া বাহিনী রেহে অভিমুখে এগিয়ে গিয়ে বৃহত্তর খিংগান শৈলশ্রেণীর বাধা অতিক্রম করে।

৩৬নং পদাতিক আর্মির মূলবাহিনী বৃহত্তর খিংগান গিরিবর্ত্ম দখলের জন্যে জাপানীদের সঙ্গে ভয়ংকর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

৯ই থেকে ১৪ই অগাস্ট পর্যন্ত লড়াইয়ের মাধ্যমে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সেনাবাহিনী মাঞ্চুরিয়ার গভীরে ২৫০ থেকে ৪০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে মাঞ্চুরিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় সমতলভূমিতে গিয়ে পৌঁছায়। তারা সামরিক, প্রশাসনিক ও শিল্পগত দিক থেকে মাঞ্চুরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর—কালগান, রেহে, মুকদেন, চাংচুন ও কিকিহার অভিমুখে তীব্র আক্রমণ চালায়। ১২ই অগাস্ট থেকে ১৪ই অগাস্টের মধ্যে জাপানীরা কতকগুলি অঞ্চলে ব্যর্থ প্রতি-আক্রমণ চালায়। সেনাবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাপানী কম্যাণ্ড এলোপাতাড়িভাবে সৈন্যদের যুদ্ধে নামায়। কিন্তু ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর তড়িৎ অভিযান ঠেকানো তখন তাদের সাধ্যাতীত। তাই ১৩ই অগাস্ট, শত্রুপক্ষ চাংচুন ও মুকদেনের স্থল ও বিমান বিরোধী ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্যে জরুরি পদক্ষেপ নেয়। এই উদ্দেশ্যে জাপানীরা বিরাট পদাতিক বাহিনী ও বিমানবিধ্বংসী গোলন্দাজ বাহিনীর সমাবেশ ঘটাতে থাকে।

৮ই অগাস্ট ঝোড়ো রাত্রির অন্ধকারে প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের আগুয়ান বাহিনী ও সীমান্তরক্ষীদল সামুদ্রিক এলাকা থেকে হারবিন-ঝিলিন নিশানায় আক্রমণ শুরু করে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে সীমান্তবর্তী শত্রুর দুর্গায়িত সেক্টরগুলির সংযোগস্থলে ঢুকে অনুপ্রবেশ করে অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলি দখল করে নেয় এবং শত্রু অধিকৃত এলাকায় ১৫ থেকে ২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। জাপানী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি বানচাল হয়ে যায়। তার ফলে মূল সেনাবাহিনীর অপারেশন শুরু করার পথ প্রশস্ত হয় এবং তারা সকাল ৮-৩০ মিঃ আক্রমণ শুরু করে। আক্রমণের ছক অনুযায়ী গোলন্দাজ বাহিনীকে আর কাজে লাগানোর দরকার হয় না।

ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তে শত্রু দুর্গায়িত এলাকার উপর কামান থেকে গোলাবর্ষণ ও বিমান থেকে বোমাবর্ষণ এক টানা পনের মিনিট ধরে চলার পর ৩৫নং পদাতিক আর্মি সফলভাবে উসুরি ও সুঙ্গারী নদী অতিক্রম করে। শত্রুর প্রতি-রোধ চূর্ণ করার পর, সোভিয়েত সেনাবাহিনী এই নদীগুলির পশ্চিম তীরে এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি পার হয়ে সেতুমুখগুলি প্রসারিত করা ও দুর্গায়িত এলাকায়

শত্রুর প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি কব্জা করার উদ্দেশ্যে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।

খানকা হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিমে সন্নিবেশিত ১নং লাল পতাকা আর্মি এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে সীমান্ত অতিক্রম করে। শত্রু বিশেষ কিছু বাধা দিতে পারেনি। কিন্তু খাড়া পাহাড়, বর্ষায় ধুয়ে যাওয়া রাস্তাঘাট, জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি ও প্রবল বারিপাতের ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অগ্রগতি মন্থরীভূত হয়। তাদের অগ্রগতির গড় গিয়ে দাঁড়ায় দৈনিক পাঁচ থেকে পনেরো কিঃ মিঃ।

৫নং পদাতিক আর্মিও শত্রুব্যূহ ভেদ করে ৬০ কিঃ মিঃ প্রশস্ত এক ফাটল সৃষ্টি করে এবং আক্রমণের প্রথম দিনে কয়েকটি সেক্টরে ২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

একই সময় ২৫নং পদাতিক আর্মির সেনাদলগুলি শত্রুবাহিনীর পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হয় ও দুর্গায়িত এলাকায় শত্রুর প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলিকে ঘিরে ফেলে। এই আর্মির বামপ্রান্তে তার দক্ষিণ প্রান্তীয় বাহিনী কোরিয়ার সীমান্তবর্তী নদীগুলি অতিক্রম করে।

পরবর্তী তিনদিন ফ্রন্টের মূল সেনাবাহিনী শত্রুর প্রতিরোধ ঘাঁটিগুলি চূর্ণ করার পর মুদানজিয়াং অভিমুখে আক্রমণ প্রসারিত করে। ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তে ৩৫নং পদাতিক আর্মি শত্রুর দুর্গরক্ষীবাহিনীর পিলবক্স ও কামান মঞ্চ অধ্যুষিত সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলি আবরুদ্ধ করার মাধ্যমে দুর্গায়িত এলাকা দখল করে।

মাঞ্চুরিয়ার গভীরে আক্রমণকারী বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। তাদের আক্রমণের চাপের সামনে জাপানীদের সীমান্তবর্তী শক্তিশালী ঘাঁটিগুলির একটার পর একটা পতন ঘটতে থাকে।

অসামান্য বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে সোভিয়েত সেনাবাহিনী জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমির মধ্যে রাস্তা করে বাদা অঞ্চল ও পার্বত্যভূমির প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে চলতে থাকে।

১২ই অগাস্টের মধ্যে ১নং লাল পতাকা আর্মির আগুয়ান ইউনিটগুলি মুদানজিয়াং থেকে বেশ খানিকটা দূরে মুলিংহে নদী অতিক্রম করে। ৫নং পদাতিক আর্মিও এই নদীটির নিকটবর্তী হয়। একই সময়ে ২৫নং পদাতিক আর্মির মূল বাহিনী শত্রুর প্রতিরোধ চূর্ণ করে দিয়ে ওয়াংকিং অভিমুখে এগিয়ে যায়।

মুদানজিয়াং অঞ্চলে জাপানী সেনাবাহিনী শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শত্রুর প্রতি আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী মুদানজিয়াং দুর্গায়িত এলাকার বহিসীমানায় শত্রু সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

আক্রমণ সর্বত্র সাফল্যের সঙ্গে চলতে থাকে। ১৩ই অগাস্ট ১নং লাল পতাকা আর্মি মুদানজিয়াং নদী অতিক্রম করে এবং ১৪ই অগাস্টের মধ্যে ৫নং পদাতিক আর্মি মুদানজিয়াং শহরে প্রবেশ করে ও শত্রুর সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।

কোয়ানতুং আর্মি'র প্রথম ফ্রন্টের সেনানায়ক মাঞ্চুরিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় শহর হারবিন ও জিলিনের প্রধান ব্যূহ যাতে সোভিয়েতের ১নং লাল পতাকা আর্মি ভেদ করতে না পারে তার জন্যে মুদানজিয়াং ও মুলিংথে নদীগুলিকে প্রতিবন্ধক হিসাবে ধরে নিয়ে মুদানজিয়াং অঞ্চলে প্রভূত সেনাসমাবেশ ঘটায়। ৫নং জাপানী আর্মি'র অন্তর্ভুক্ত পাঁচ ডিভিসন পদাতিক, একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও একটি আত্ম-হননকারী ব্রিগেডকে ঐ অঞ্চলে আনা হয়। শত্রু তীব্র পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং সোভিয়েত সেনাদের অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্যে আত্মঘাতী সেনারা দলে দলে এগিয়ে আসে। এই অবস্থায় শহর দখলের লড়াই দীর্ঘায়িত হতে পারত অর্থাৎ, প্রধান লক্ষ্যাভিমুখী ১নং দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর অগ্রগতি মন্দীভূত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে কিন্তু ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সেনা-বাহিনী মধ্য মাঞ্চুরিয়ার সমতলভূমিতে পৌঁছে যায়। অপারেশনের ছক অনুযায়ী কোয়ানতুং আর্মি'র মূল বাহিনীর চীনের উত্তরাঞ্চল, মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ও কোরিয়ার দিকে নিষ্ক্রমণের পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ঐ জায়গায় সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর ফ্রন্ট দুটির মিলিত হবার কথা। সে কারণে, প্রথম দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের অধিনায়ক দক্ষিণ দিক থেকে মুদানজিয়াং-এর পাশ কাটিয়ে, ৫নং ও ৩নং জাপানী আর্মি দুটির অরক্ষিত সংযোগ স্থলের সুযোগে জিলান অঞ্চলে শত্রুব্যূহ ভেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ফ্রন্টের প্রধান উদ্যম এখন যে অঞ্চলে ২৫নং পদাতিক আর্মি অপারেশনরত সেখানে কেন্দ্রীভূত করা হয়। ২৫নং পদাতিক আর্মি'র শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৫নং পদাতিক আর্মি'র একটি পদাতিক কোর ও রিজার্ভ থেকে আর একটি পদাতিক কোর সেখানে পাঠানো হয়। তার ফলে জিলিন অভিমুখে আক্রমণ তীব্রতর করা সম্ভব হয়।

১২ই অগাস্ট ১০নং মোটরবাহিত কোর এই অঞ্চলে শত্রুব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করেছিল—এখন তারা দ্রুত জিলিন অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই কোরের সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে ফ্রন্টের অন্যান্য ইউনিট ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের জন্যে নির্ধারিত রণাঙ্গন অভিমুখে আক্রমণ শুরু করে।

১৪ই অগাস্টের মধ্যে প্রথম দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের ইউনিটগুলি বন্ধুর পর্বতমালা ও দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি অতিক্রম করে এবং শত্রুর হিংস্র প্রতিরোধ ব্যর্থ করে দিয়ে মাঞ্চুরিয়ার গভীরে ১২০ থেকে ১৫০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তারা শত্রুর সাতটি শক্তিশালী দুর্গায়িত এলাকা দখল করে। যে মুদানজিয়াং শহর সামুদ্রিক অঞ্চল থেকে মধ্য মাঞ্চুরিয়ার দিকে নিষ্ক্রমণ পথ আগলে রয়েছে তার সুরক্ষিত রক্ষাব্যবস্থার পরিধির মধ্যে প্রবেশ করে সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

জাপানী কম্যান্ড ভেবেছিল যে, হারবিন-জিলিন রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনা-

বাহিনী সুরক্ষিত সীমান্ত অঞ্চলে ও পূর্ব মাঞ্চুরিয়ার পার্বত্যাঞ্চলে আটকা পড়ে যাবে এবং তখন অল্প সংখ্যক জাপানী রক্ষী বাহিনীর দল তাদের শেষ করে দেবে। কিন্তু তাদের হিসাবে ভুল হয়েছে।

এই রণাঙ্গনেও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণের চাপের মুখে তারা তাদের মূল বাহিনীকে মাঞ্চুরিয়ার অভ্যন্তরে পূর্ব থেকে প্রস্তুত প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে সরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়।

খিংগান-মুকদেন রণাঙ্গনে ইতিপূর্বে যা ঘটেছিল, তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণের ধাক্কায় জাপানী সেনাদের বেসামাল অবস্থা—তারা নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় বিশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ করে।

হারবিন-জিলিন রণাঙ্গনে যুদ্ধের প্রথম দিনেই জাপানী কম্যান্ড সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বেশির ভাগ সৈন্যদলের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। তার ফলে জাপানী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায় ও প্রথম দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়।

৮ই অগাস্ট রাত্রিবেলা দ্বিতীয় দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের সেনাবাহিনীও আক্রমণ শুরু করে। প্রধান রণাঙ্গনে ১৫নং পদাতিক আর্মি সুঙ্গারী নদী বরাবর হারবিনের দিকে এগিয়ে যায় এবং ৫নং পৃথক পদাতিক কোর ফ্রন্টের বাম দিক থেকে রাওহে অভিমুখে আঘাত হানে। ব্লাগোভেশচেনস্ক-পইয়ারকভো অঞ্চল বরাবর রাষ্ট্রিক সীমান্ত রক্ষীর ভার ২নং লাল পতাকা আর্মির উপর ন্যস্ত হয়।

ঐদিন ফ্রন্টের সংবাদপত্রে দ্বিতীয় দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর উদ্দেশে গৃহযুদ্ধ যুগের একজন পার্টিজান নেতার আবেদন প্রকাশিত হয়ঃ "প্রিয় পুত্র ও কমরেড সৈনিকগণ! তোমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছ। সামনে তোমাদের শত্রু এবং পেছনে রয়েছে সুজলা সুফলা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি দূর প্রাচ্যদেশ।

এই দেশ সম্বন্ধে তোমাদের মা ঘুম পাড়ানি ছড়া শুনিয়েছিল। এখানেই ১৯১৮-২২ সালে 'মানুষের তাজা রক্তে পতাকা লাল হয়ে ওঠে।' এখানেই ঘটেছে, 'স্পাস্কের ঝোড়ো রাত্রি' এবং 'ভোলোচায়েভকা দিন।' এসব গানে আমাদের পিতা ও ভ্রাতাদের গৌরবগাথা ও তাদের শৌর্যবীর্য ও জয়ের কাহিনী বিধৃত। সেসব ভয়ংকর যুদ্ধ। ছিন্নভিন্ন ওভারকোট পরণে সৈন্যরা সব গভীর বরফের মধ্যে তলিয়ে যাবার উপক্রম।" ভোলোচায়েভকা পাহাড় দখলের জন্যে সেই বিখ্যাত ফেব্রুয়ারী আক্রমণের কথা স্মরণ করে গৃহ যুদ্ধের সেই প্রবীণ যোদ্ধাটি বলে চললেন, "রাইফেল ছাড়া আর কোন অস্ত্র তখন আমাদের ছিল না। অভূতপূর্ব সাহসের সঙ্গে সৈন্যরা আক্রমণে ধেয়ে যায়। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপানীদের সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হল।"

"প্রিয় কমরেডগণ!

আমরা আশাকরি ও বিশ্বাস রাখি যে, তোমরা তোমাদের কর্তব্য ভালভাবেই

পালন করবে, ন্যায়ের আদর্শ ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে এবং চিরকালের জন্যে দূর প্রাচ্য ভূখণ্ডকে জাপানী আক্রমণের আশংকা থেকে মুক্ত করবে।"

পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে, ১৫নং পদাতিক আর্মি ও ৫নং স্বতন্ত্র পদাতিক কোরের সেনাবাহিনী সীমান্ত রক্ষীদল ও লাল পতাকা আমুর ফ্লোটিলার নৌসেনা-দল সহ একযোগে আমুর ও উসুরি নদী অতিক্রম করে। তারা নদীর অপর পারের ১২০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত অঞ্চল শত্রু মুক্ত করে এবং লিউওবেই, টংজিয়াং, ফুইউয়ান শহর ও সুঙ্গারী দুর্গায়িত এলাকার প্রতিরোধ ঘাঁটিগুলি একের পর এক অধিকার করে।

যদিও জাপানী সেনাদল মাঞ্চুরিয়ার গভীরে দলে দলে সরে যায় তবুও কয়েকটি জায়গায় তাদের প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। ১১ই অগাস্ট সারা দিন ধরে ১৫নং পদাতিক আর্মির আগুয়ানদল ফুজিন দখলের জন্যে যুদ্ধ করতে থাকে। দিনের শেষে তারা শহরের মধ্যাঞ্চল অধিকার করে এবং শত্রুর রক্ষীবাহিনীর বাকীরা নদীর দিকে কোণঠাসা হয়ে অসহায় অবস্থায় আত্মসমর্পণ করে।

একই সঙ্গে ৫নং স্বতন্ত্র পদাতিক কোরের সেনাবাহিনী উসুরি নদী অতিক্রম করে এবং তারা শত্রুর দুর্গায়িত এলাকার প্রতিরক্ষা বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। ২০ই অগাস্ট নাগাদ তারা আশি কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গনে ১১ থেকে ২৩ কিঃ মিঃ এগিয়ে যায়। জলাভূমি ও খারাপ রাস্তাঘাটের অসুবিধা সত্ত্বেও সোভিয়েত সেনাবাহিনী ১৯ই অগাস্ট আক্রমণ তীব্রতর করে।

তিনটি ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখে দূর প্রাচ্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মার্শাল এ. এম. ভ্যাসিলিভস্কি ১১ই অগাস্ট সকালে ১৬নং পদাতিক আর্মি ও ২নং লাল পতাকা আর্মিকে যথাক্রমে দক্ষিণ সাখালিন ও কাকিহারের অভিমুখে আক্রমণ হানার নির্দেশ দেন।

আক্রমণের প্রথম দিনেই ২নং লাল পতাকা আর্মি সাংগালিয়াং ও আইগুন শহর অধিকার করে। ১২ই থেকে ১৪ই অগাস্টের মধ্যে তারা দুর্গায়িত এলাকার অধিকাংশ প্রতিরোধ ঘাঁটি থেকে শত্রু সৈন্যদের উচ্ছেদ করে।

জিয়ামুসির সঙ্গে প্রধান সংযোগ রক্ষাকারী দুর্গায়িত ফুজিন পার্বত্যাঞ্চলের প্রতিরোধ ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ১৫নং পদাতিক আর্মির সৈন্যরা ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু করে। ১৪ই অগাস্টের মধ্যে শত্রুর প্রতিরোধ ঘাঁটিগুলি চূর্ণ করা হয় এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনী উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দুদিক থেকেই জিয়ামুসির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

গোটা মাঞ্চুরিয়া জুড়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে। শত্রুর অবস্থা বেসামাল এবং তারা কিছুতেই সোভিয়েতের অগ্রগতি রোধ করতে পারে না। আমরা পরে এসব কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব।

৪। কোরিয়ায়

কোরিয়াকে মুক্ত করার কাজ প্রথম দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত ২৫নং পদাতিক বাহিনী প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের সহযোগিতায় অতি চমৎকারভাবে সম্পাদিত করে। তারা একযোগে উত্তর কোরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলি দখল করে. কোয়ানতং আর্মিকে তার সরবরাহ কেন্দ্র থেকে ও মূল ভূভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

৯ই অগাস্ট সামুদ্রিক অঞ্চলে অপারেশনরত ২৫ নং পদাতিক আর্মি কোরিয়ার সীমান্তবর্তী দুর্গায়িত এলাকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধের প্রথম দুদিন নৌ-বিমানবাহিনী উত্তর কোরিয়ার ইয়ুকি (উঙ্গি , রাশিন নাজিন) ও শেইশিন (চোংজিন) বন্দরের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় এবং তিরিশটিরও বেশি জাপানী পরিবহণ জাহাজকে ডুবিয়ে দেয় বা ক্ষতিগ্রস্ত করে। তারই সঙ্গে, সোভিয়েত টর্পেডো বোটগুলি বন্দরে এবং নৌ ঘাঁটিতে অবস্থানকারী জাপানী যুদ্ধ জাহাজগুলির উপর হামলা চালায়। সমুদ্র ও আকাশ থেকে আচমকা হামলার ফলে কোরীয় উপকূলবর্তী জাপানী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

যেহেতু, সামুদ্রিক অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী সফল অভিযান চালাচ্ছে, তাই প্রথম দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টের অধিনায়ক ২৫নং পদাতিক আর্মিকে মাঞ্চুরিয়ায় অপারেশনরত ৩নং জাপানী আর্মির সরবরাহ ব্যবস্থার পেছনে আক্রমণ চালিয়ে কোরিয়ার প্রধান বন্দরগুলি দখল করার নির্দেশ দেন। সোভিয়েত সেনাদের কাজ হবে কোরিয়ায় অবস্থানকারী ১৭নং ফ্রণ্টের জাপানী সেনাবাহিনীকে ৩নং জাপানী আর্মি ও জাপান সমুদ্রোপকূল থেকে বিচ্ছিন্ন করা। উত্তর কোরিয়ার ইয়ুকি রাশিন ও শেইশিন বন্দরে নৌবাহিনী নামাবার অপূর্ব সুযোগ প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের কম্যাণ্ডের জন্যে সৃষ্টি হয়। ১২ই অগাস্ট, সমুদ্রকূল বরাবর আগুয়ান অবতরণকারী ও পদাতিক সেনাদল ইয়ুকি শহর অধিকার করে। ঐদিনই রাশিনের দিকে আগুয়ান সোভিয়েত সেনাবাহিনী শহর সীমান্তে পৌঁছে যায় এবং শত্রুর প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৩ই অগাস্ট সকালে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহর থেকে এক ব্যাটেলিয়ান নৌসেনা উপকূলে অবতরণ করে এবং তারা সঙ্গে সঙ্গে শহরকে শত্রুমুক্ত করার কাজে লেগে যায়।

দ্বীপপুঞ্জ রক্ষায় নিযুক্ত জাপানীরক্ষীদল ও বিশেষ করে রাশিন বন্দরের প্রবেশপথে প্রহরারত সেনাদল অনমনীয়ভাবে প্রতিরোধ করে। নৌসেনাদের সঙ্গে একযোগে রাশিনে প্রবেশকারী সোভিয়েত ২৯৩ নং পদাতিক ডিভিসনের সেনাদল জাপানী সৈন্যদের বন্দর ও শহর থেকে বিতাড়িত করে। রাশিনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের নৌঘাঁটি ও কোরিয়ার বৃহৎ শিল্প কেন্দ্র শেইশিন দখলের পথ প্রশস্ত হয়।

ভ্লাডিভস্টোকের ২৪০ কিঃ মিঃ দূরত্বে অবস্থিত শেইশিন-পিয়ঙ্গ-ইয়াঙ্গের পরে উত্তর কোরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এটা জাপানীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্ত ঘাঁটি ও রণনৈতিক বন্দর ; যেহেতু, সংক্ষিপ্ততম রাস্তা ধরে এখানে জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও সামুদ্রিক অঞ্চল ঘেঁষে সোভিয়েত সীমান্তের জন্যে বিপুলসংখ্যক সৈন্য ও সমরোপকরণ এনে জড়ো করত।

শেইশিনের রণনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাপান শহরটাকে এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে। শহরের বাড়িঘর ও আশেপাশের পাহাড়ে পিলবক্স ও কামান দাগার স্থায়ীমঞ্চ বসান হয়। উপকূলবর্তী কামান শ্রেণী পূর্বদিক থেকে শহরটির প্রহরারত এবং সমুদ্রপথে বন্দরে আসার সমস্ত রাস্তা পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রণাধীন।

১১ই অগাস্ট প্রথম, জলে ও স্থলে অপারেশন চালিয়ে শেইশিনে অবতরণ করার প্রস্তুতি শুরু হল। জাপানীদের সমুদ্রপথে নিষ্ক্রমণের রাস্তা বন্ধ করা জাপান ও কোরিয়ার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে শেষ ও বৃহত্তম বন্দরটি দখল করা এবং উপকূল বরাবর আগুয়ান ২৫নং পদাতিক আর্মিকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে, প্রশান্তমহাসাগরীয় নৌবহরের অধিনায়ক অ্যাডমিরাল আই. এস. ইয়ুমাশেভ—ইয়ুকি ও রাশিন অপারেশনের সফল পরিণতি দেখে শেইশিনে নৌসেনা অবতরণের কাজটিকে দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেন।

এই অপারেশনের সঙ্গে একটি পদাতিক ডিভিসন, একটি নৌসেনা ব্রিগেড দুটি পৃথক নৌসেনা ব্যাটেলিয়ান, একটি মেশিনগান কোম্পানী, একটি পর্যবেক্ষণ-কারী দল, একটি ডেস্ট্রয়ার, একটি মাইনপাতা জাহাজ, ছটি ফ্রিগেট, দুটি টহলদারী জাহাজ, সাতটি মাইন উত্তোলক জাহাজ, ছ'টি টহলদারী ও আঠারোটি টর্পেডো বোট, বারোটি অবতরণ সহায়ক ভেলা এবং সাতটি মালপরিবহণ জাহাজ যুক্ত হয়। অবতরণকারী দলকে পাহারা দেওয়া ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে ২৬১টি যুদ্ধবিমান নিযুক্ত হয়।

এই উভচর অপারেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শেইশিন বন্দর ও শহরটি দখল করা এবং উপকূল বরাবর আগুয়ান ২৫নং পদাতিক আর্মির সেনাদলের শহরে না আসা পর্যন্ত তাকে আগলে রাখা।

১৩ই অগাস্ট মধ্যাহ্নে, একটি পর্যবেক্ষণকারী দল ও সাব-মেশিনগান কোম্পানী নিয়ে গঠিত অবতরণকারী বাহিনীর আগুয়ান দল বন্দরের পশ্চিমাংশে জাপানী উপকূলবর্তী কামানশ্রেণীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ অগ্রাহ্য করে অবতরণ করে। প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয় এবং সেটা শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি যুদ্ধে পর্যবসিত হয়।

জাপানীরা প্রভূত সংখ্যায় সৈন্য আমদানী করে পাল্টা আক্রমণ চালায়। তারা পর্যবেক্ষণ বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করে এবং তাদের ঘিরে ফেলে। সংখ্যাগুরু শত্রু সৈন্যরা সেদিন বিকেলে টর্পেডোবোট থেকে অবতরণকারী সোভিয়েত মেশিন-গান কোম্পানীর সৈন্যদেরও ঘিরে ফেলে।

পরের দিন ভোরে, জাহাজ থেকে শেইশিন বন্দরে অবতরণকারী বাহিনীর প্রথম সারির সৈন্যদল হিসাবে একটি পৃথক নৌসেনা ব্যাটেলিয়ান অবতরণ করে। তারা অবতরণের সাথে সাথেই যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং অতি দ্রুত শহর দখল করে। তারা পর্যবেক্ষণ বাহিনীকে অবরোধ মুক্ত করে ও সাব-মেশিনকারী দল যারা আগেই অবতরণ করেছে তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে।

কিন্তু হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত অবতরণকারী বাহিনী সংখ্যাগুরু শত্রু সেনা-বাহিনীর সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীর পর্যাপ্ত সহায়তা ছাড়া এঁটে উঠতে পারে না। এবং তাদের আত্মরক্ষায় মন দিতে হয়। সেদিন দুপুরে জাপানী সেনাবাহিনী আচমকা আক্রান্ত হওয়ার বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে সোভিয়েত নৌসেনাদের উপকূল থেকে বিতাড়িত করার জন্যে আরও সৈন্য আমদানী করে ও পাল্টা আক্রমণ চালায়: অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও শত্রু নৌসেনাদের ছোট ছোট দলগুলিকে ঘিরে ফেলতে সক্ষম হয় ও তাদের উপকূলের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে এবং জাপানী উপকূলবর্তী কামানের গোলা-বর্ষণের মুখে সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজগুলিকে শেইশিন উপসাগর ছেড়ে চলে যেতে হয়। নৌসেনাদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে আসছে। তবুও তারা শত্রুর তীব্র আক্রমণের মুখেও খাড়া থাকে এবং সেতুমুখ আগলে রাখে। ঠিক সে সময় প্রধান অবতরণকারী বাহিনীর অন্তর্গত নৌসেনা ব্রিগেড এসে হাজির হয়।

১৫ই অগাস্ট ভোরে, একটি পৃথক ব্যাটেলিয়ানের মদতপুষ্ট, নৌসেনা ব্রিগেডটি বন্দরের জেটিতে অবতরণ করে ও তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে যোগ দেয়। সকাল আটটার মধ্যে শহরের অধিকাংশ তাদের দখলে চলে আসে।

কিন্তু নৌসেনা দলের সঙ্গে কামান ছিল না; তাই শহরের চারপাশের পাহাড়ের উপর তৈরী শত্রুর প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলি এই যাত্রায় দখল করা গেল না। পরের দিন গোলন্দাজ ও মর্টার ইউনিট এসে পড়ে এবং অবতরণকারী বাহিনী বিমান-বাহিনী ও নৌবাহিনীর কামানের পৃষ্ঠপোষকতায় চরম আঘাত হানে এবং বেলা দুটোর মধ্যে শহরটি পুরোপুরি শত্রুকবল মুক্ত হয়। সেদিন বিকেলে পরি-বহণ জাহাজে করে পদাতিক ডিভিসনের একটি রেজিমেন্ট শেইশানে এসে হাজির হয়।

উপকূল বরাবর আগুয়ান ৩৯৩ নং সোভিয়েত পদাতিক ডিভিসন ইতিমধ্যে ১৬ই অগাস্ট ভোরবেলা শেইশানের ১২ কিঃ মিঃ উত্তরে এক গিরিবর্ত্মের কাছা-কাছি শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। বেলা তিনটে নাগাদ জাপানী সেনাদলকে বিধ্বস্ত করার পর তারা দিনের শেষে শেইশানে প্রবেশ করে ও অবতরণকারী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়।

এভাবে চারদিন ধরে যুদ্ধের পর শেইশিনে অবতরণ প্রক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়। জাপানী সেনাবাহিনীর জন্যে সমুদ্রপথে পলায়নের উপায় আর রইল

না। জাপান ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সংযোগসাধনকারী বৃহত্তম বন্দরটি জাপানের হাতছাড়া হয়ে যায়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দ্বারা শেইশিন অধিকৃত হওয়ার ফলে সামুদ্রিক অঞ্চলে কোয়ানতুং আর্মি'র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একদম ভেঙে পড়ে।

পরবর্তী দুদিন, ২৫নং ফিল্ড আর্মি'র অন্তর্গত তিনটি পদাতিক ডিভিসন ও একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ক্রমাগত উত্তর কোরিয়ার গভীরে অগ্রসর হতে থাকে। একটি পদাতিক ডিভিসন ইতিমধ্যেই শেইশিনে পৌঁছে যায় এবং অপরটি আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক শত্রু সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার মাধ্যমে ওডাজিন ও উনসান অভিমুখে দক্ষিণদিকে এগুতে থাকে।

সোভিয়েত কম্যাণ্ড, শত্রু যাতে মূল্যবান জিনিসপত্র সরাতে না পারে ও অর্থনৈতিক সম্পদ ধ্বংস না করতে পারে তার জন্যে উত্তর কোরিয়ার বিভিন্ন বন্দরে ও শহরে নৌসেনা ও ছত্রীবাহিনী নামাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৯শে অগাস্ট ওডাজিনে একটি অবতরণকারী দল এসে পৌঁছায় এবং ঐদিনই শহরটি দখল করে। ২০শে অগাস্ট নৌসেনাবাহী জাহাজগুলি শেইশিন ত্যাগ করে এবং পরের দিন তারা উনসানে এসে পেঁছায়। নৌসেনাদের এই আকস্মিক অবতরণ জাপানীদের হকচকিয়ে দিল ; কারণ, ২৫নং ফিল্ড আর্মি তখনো উনসান থেকে বেশ দূরে রয়েছে। কিন্তু যেহেতু অবতরণকারী নৌসেনারা সংখ্যায় কম এবং রিয়ার অ্যাডমিরাল হারি (নৌঘাঁটির অধিনায়ক) ও কর্ণেল সাতো (দুর্গাধিপতি) পরিচালিত জাপানী সৈন্যদের সংখ্যা ছ'হাজার, অতএব তারা আত্মসমর্পণ করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সোভিয়েত প্রতিনিধিদের কড়া আদেশ ও সেইমতো ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে তারা ২২শে অগাস্ট সকালে অস্ত্রত্যাগ করতে শুরু করে। ঐদিনই প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের ছত্রীবাহিনী উনসান বিমানক্ষেত্র অধিকার করে। পরের দিন একটি চলমান অগ্রগামী দল শহরে প্রবেশ করে এবং তার দুদিন পরে প্রবেশ করে ৩৯৩ নং পদাতিক ডিভিসন। ২৪শে অগাস্ট, ছত্রীবাহিনী প্রথমে দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট কম্যান্ডের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একযোগে উত্তর কোরিয়ার বৃহৎ শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র পিয়ঙইয়াঙ্গ শহরটি দখল করে।

ঐদিনই প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও কোরিয়ার অন্যতম শিল্পশহর কানকোতে বিমানবাহিত সেনাদল অবতরণ করে। শহরটি কোরিয়ার প্রাদেশিক রাজধানী এবং রেলপথ ও রাজপথের সংযোগস্থলও বটে।

সোভিয়েত কম্যাণ্ডের আহ্বানে, জাপানী অফিসাররা জানাল যে রক্ষীবাহিনী অস্ত্রত্যাগ করতে প্রস্তুত। অল্প সময়ের মধ্যে পদাতিক সেনাদলের গতিশীলবাহিনী শহরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অবতরণকারী বাহিনীর সঙ্গে একযোগে তারা শত্রু সেনাদের নিরস্ত্র করে ও তাদের আত্মসমর্পণ প্রস্তাব গ্রহণ করে।

২৯শে অগাস্ট প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের অধিনায়ক মার্শাল মেরেৎস্কোভ ২৫নং

আর্মি'র সেনানায়ক কর্ণেল জেনারেল আই. এম. চিশ্‌তিয়াকভকে, ৩৮তম অক্ষরেখা পর্যন্ত উত্তর কোরিয়া মধ্যাঞ্চলে ১০নং মোটরবাহিত ও ৮৮নং পদাতিক কোরকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিতে বলেন। ৩৮তম অক্ষরেখা দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সীমান্ত রেখা হিসাবে মিত্রশক্তিবর্গ সিদ্ধান্ত করেছেন। ১৯৪৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বরের মধ্যে, পদাতিক কোরের ইউনিটগুলি ঐ নির্ধারিত রেখা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। মোটরবাহিত সেনা কোরের একাংশ যখন ৩৮তম অক্ষরেখার নিকটবর্তী হয় ; বাহিনীর অন্যাংশ তখন ১০-১২ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পিয়ঙইয়াঙ শহরে প্রবেশ করতে থাকে।

কোরিয়াবাসী তাদের মুক্তিদাতা সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে সাদর সম্বর্ধনা জানায়। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই তাদের লাল পতাকা আন্দোলিত করে ও ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। কৃষকরা তাদের তরমুজ ও ফল উপহার দেয়। শেইশিনের অধিবাসীরা জাপানীদের কোরীয় ভূখণ্ড থেকে বিতাড়নের কাজে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে। উনসানের কোরীয় শ্রমিকগণ গান গেয়ে সোভিয়েত সৈনিকদের অভিনন্দন জানায়।

১৫ই অগাস্ট দিনটি কোরিয়ায় মুক্তিদিবস হিসাবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়। কোরীয় জনগণের ঐ ঐতিহাসিক দিনে ঘণ্টাধ্বনি করে জাপানী আগ্রাসকদের দাসত্বের জোয়াল থেকে মুক্তির আনন্দে দীর্ঘদিনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করা হয়। ঐ স্মরণীয় দিনে সোভিয়েত কম্যাণ্ড কোরিয়ার জনগণের উদ্দেশে এক আবেদন প্রচার করেন : "কোরিয়ার নাগরিকবৃন্দ ! মনে রাখবেন আজ থেকে আপনাদের হাতেই আপনাদের সুখ-সমৃদ্ধির ভার। আপনারা স্বাধীনতা অর্জন করেছেন ; এখন সবকিছুই আপনাদের উপর নির্ভর করছে। কোরীয় জনগণের মুক্ত ও সৃজনধর্মী শ্রমের বিকাশের জন্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান সৃষ্টি করেছে। আপনারাই এখন আপনাদের সুখ-সমৃদ্ধির স্রষ্টা।"

কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসাবে কোরিয়ার বহু শহরে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সম্মানার্থে স্তম্ভ ও সৌধ নির্মিত হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে, সোভিয়েত সরকারের উদ্দেশে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষ এক সকৃতজ্ঞ চিঠি লেখেন। এক কোটি সত্তর লক্ষ কোরীয়বাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত এই চিঠিতে লেখা হয়েছে :

সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে বিদায় জানাতে গিয়ে আমাদের মাতৃভূমির প্রতি লাল ফৌজের অমূল্য সেবার জন্যে তাকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি ও তার জয়গান করছি। আমাদের দেশের মুক্তি ও পুনরুজ্জীবনের জন্যে লালফৌজের গৌরবময় বীরত্ব কখনও ম্লান হবার নয়। এই বীরত্বগাথা মুক্তির স্মারকস্তম্ভে খোদিত থাকবে। সোভিয়েত সহায়তায় পুনসংস্থাপিত কলকারখানার ধোঁয়া ওড়া চিমনীর গায়ে উল্লিখিত হবে ঢেউ খেলানো সোনালী শস্যের বুকে ও আমাদের জনগণের

হাসিভরা মুখে চির-অম্লান হয়ে বিরাজ করবে। কোরিয়ার মানুষ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এই বীরত্বব্যঞ্জক লড়াইয়ের কথা কখনও ভুলবে না প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের ধারাপথ বেয়ে সে আশ্চর্য-সুন্দর কাহিনী চির প্রবাহমান থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুক লালফৌজের প্রতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠবে। এই বীরগাথা কোরিয়ার জনগণের কৃতজ্ঞ হৃদয়ে চিরদিন বাসা বেঁধে থাকবে।"

উত্তর কোরিয়ার মুক্তির পর জনগণের বৈষয়িক উন্নতিসাধনের জন্যে, কোরীয় শ্রমিকদলের নেতৃত্বে অনেক কিছু করা হয়েছে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে আমেরিকান ও সিঙ্গম্যান রী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্রী শিবিরের অন্যান্য দেশের সহায়তায় তারা জয়ী হয়।

৫। দক্ষিণ সাখালিন ও কিউরাইল দখলের লড়াই

দক্ষিণ সাখালিন দখল অভিযানের দায়িত্ব পড়ে দ্বিতীয় দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের উপর। এই কাজের জন্যে টাস্ক ফোর্স হল ৫৬নং রাইফেল কোর। তারা উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় ফ্লোটিলার সঙ্গে একযোগে এবং দুটি বিমান ডিভিসনের পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাজটি সম্পন্ন করবে।

দক্ষিণ সাখালিনে জাপানীরা পরিখা খনন করার মাধ্যমে মজবুত রক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং তারা জবরদস্ত প্রতিরোধের জন্যে তৈরী। ৮৮নং জাপানী পদাতিক ডিভিসন ও অন্যান্য সেনাদল মিলিয়ে প্রায় কুড়ি হাজার সৈন্য ঐ রণাঙ্গনে সন্নিবেশিত।

১১ই অগাস্ট সকালে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর দুর্গায়িত এলাকার প্রধান প্রবেশপথের উপর আক্রমণ শুরু করে। ঘন কুয়াশা ও নিবিড় অরণ্যের সুযোগে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রু ঘাঁটিকে অবরুদ্ধ করে এবং পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। পরের দিন দেড় ঘণ্টা ধরে তুমুল গোলাবর্ষণের পর, সোভিয়েত সেনাবাহিনী পেছন ও সামনে থেকে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুঘাঁটি ধ্বংস করে। দিনের শেষে আগুয়ান সোভিয়েত বাহিনী শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অগ্রবর্তী ঘাঁটি পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

বামদিক থেকে পোরোনাই নদীর তীর বরাবর আগুয়ান সোভিয়েত সেনাবাহিনী মুইকা ঘাঁটি অধিকার করে; কিন্তু তাদের দক্ষিণমুখী অগ্রগতি শত্রুর প্রবল বাধার ফলে ব্যাহত হয়। রাত্রিবেলায় জলাভূমি পার হয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী জাপানীদের চমকে দেয় এবং শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্র কোতোন-এ পৌঁছে যায়। ১৭ই অগাস্টের শেষাশেষি সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর প্রতিরক্ষা বাহিনীকে বিভিন্ন খণ্ডে টুকরো টুকরো করে এবং পরের দিন গোটা দুর্গায়িত এলাকা বিধ্বস্ত হয় ও রক্ষীবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা-বাধা অতিক্রম করে ও জাপানীদের মোক্ষম মার দিয়ে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী দ্রুত পশ্চিমদিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ১৬ই অগাস্ট যখন ৫৬নং রাইফেল কোরের সৈন্যরা দুর্গায়িত এলাকার উপর হামলা চালাতে ব্যস্ত তখন উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় ফ্লোটিলা থেকে একশ চল্লিশ জনের মতো এক উভয়চর বাহিনী তুরো বন্দরে অবতরণ করে। পরবর্তী দুদিন ধরে আরও পনেরশ' সৈন্যের দুটি ব্যাটেলিয়ান উপকূলে অবতরণ করে এবং তারা তুরোর দক্ষিণ উপকূলের সেতুমুখটিকে জোরদার করে।

১৯শে অগাস্ট জাপান নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে; কিন্তু তার আগেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী শাখালিনে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে। এখন শুধু কম ক্ষয়-ক্ষতি ও স্থানীয় জনসাধারণের অকিঞ্চিৎকর দুঃখ-দুর্দশার বিনিময়ে গোটা দ্বীপটি দখল করা বাকী।

২০শে অগাস্ট, ১১৩ নং রাইফেল ব্রিগেড ও নৌসেনাদল মিলিয়ে, মোট তিন হাজার চারশ সৈন্য শাখালিনের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মাওকা বন্দরে অবতরণ করে ও সেটিকে দখল করে। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও, শত্রু সৈন্য ও সরঞ্জাম সরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে কালহরণের জন্যে তীব্র প্রতিরোধ করে। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় ও ২৫শে অগাস্ট মধ্যাহ্নের মধ্যে শাখালিনের যুদ্ধ শেষ হয়। আঠারো হাজার তিনশো কুড়ি জন জাপানী অফিসার ও সৈন্য বন্দী হয়।

১৮ই অগাস্ট কিউরাইল উভয়চর অভিযানের সূত্রপাত ঘটে এবং অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তা সংসাধিত হয়। জাপানীরা ঐ দ্বীপপুঞ্জে আশি হাজারেরও বেশি সৈন্য জমায়েত করে। এই দ্বীপমালার মধ্যে সবচেয়ে সুরক্ষিত শুমশু দ্বীপটি কামচাট্কার নিকটতম এবং শুমশু দ্বীপটি স্থায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সুসজ্জিত। রেইনফোর্স কংক্রীটে তৈরী কামান-মঞ্চ, মাটি ও কাঠ দিয়ে তৈরী পিলবক্স, বুস্কার, আশ্রয়স্থল ও ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথে একটি প্রতিরক্ষা ঘাঁটির সঙ্গে অপরটির যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি ঐ দ্বীপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ। পারামুশির, উরুপ, ইতুরুপ ও কুনাশির প্রভৃতি দ্বীপগুলিও সুরক্ষিত।

শুমশু দ্বীপ দখলের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে অপারেশনটি নাটকীয় মোড় নেয়। ১৫ই অগাস্ট ভোরে দূর প্রাচ্যের সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, মার্শাল এ. এম. ভ্যাসিলিভস্কি দ্বিতীয় দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের অধিনায়ক ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের অধিনায়ককে অবিলম্বে কিউরাইলে সৈন্য অবতরণ ঘটিয়ে তাকে মুক্ত করার নির্দেশ দেন। কামচাট্কা প্রতিরক্ষা বলয় ও পেট্রোপাভলোভস্ক নৌসেনাবাহিনীর উপর এই কাজের দায়িত্ব পড়ে।

অপারেশনের ছকটি হচ্ছে, শুমশু দ্বীপটির উত্তর-পূর্বাংশে আচমকা সৈন্য নামিয়ে দ্বীপটি অধিকার করা। তার ফলে কিউরাইলের উত্তরাঞ্চলীয় সমস্ত দ্বীপে

শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটবে। শুমশু তখন পরবর্তী পর্যায়ে, পারামুশির ও ওনেকোটান দ্বীপগুলির উপর আক্রমণ হানার সেতুমুখে পরিণত হবে।

১৮ই অগাস্ট, কামচাটকার দক্ষিণতম প্রান্তীয় কেপ লোপাটকার উপকূলবর্তী কামানশ্রেণী থেকে শুমশু দ্বীপের উত্তরাঞ্চলীয় রক্ষাব্যবস্থার উপর গোলাবর্ষণের পর, জাহাজগুলি আগুয়ান বাহিনীকে নিয়ে ঘন কুয়াশার আড়ালে দ্বীপটির নিকটবর্তী হয়। সেখানকার রক্ষীদল ঘটনার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। পরে জানা যায় যে জাপানী কম্যান্ড বিশ্বাস করেনি যে এত শীঘ্রই সোভিয়েত সেনাবাহিনী এসে অবতরণ করবে ; এবং উপকূলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যেখানে এত শক্তিশালী। কেপ লোপাটকা থেকে গোলাবর্ষণটাকে রুটিন মাফিক ব্যাপার বলে মনে করেছিল ; যেহেতু গত কয়েকদিন ধরেই এই গোলাবর্ষণ নিয়মিত চলছিল।

দ্বীপটির রক্ষীদল হকচকিয়ে যায়। শত্রু সৈন্যরা জায়গা নেবার আগেই—দুটি পরিখাশ্রেণী সোভিয়েত সৈন্যদের দখলে চলে যায়। সোভিয়েত অবতরণকারী বাহিনী বিরামহীন আক্রমণ চালিয়ে দ্বীপের গভীরে দুই কিঃ মিঃ এগিয়ে শত্রু সেনাদের পেছনে গিয়ে পড়ে। একদম শেষ মুহূর্তে, যখন অবতরণকারী বাহিনীর সমস্ত আগুয়ান দল এসে পড়েছে এবং জাহাজগুলি থেকে সোভিয়েত সেনাদল দলে দলে নামা শুরু করেছে—তখনই কেবল শত্রু বুঝল যে ব্যাপক আকারে অবতরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

২৩শে অগাস্ট, শুমশু ও পারামুশির দ্বীপের জাপানী সেনারা আত্মসমর্পণ করে এবং মাতুয়া দ্বীপের জাপানী সৈন্যরা করে ২৪শে অগাস্ট। ২৬শে অগাস্ট. সোভিয়েত সৈন্যরা ওনেকোটান এবং শিকোটান দ্বীপে অবতরণ করে এবং দুদিনের মধ্যে তারা সিমুশির ও উরুপ দ্বীপ মুক্ত করে। ২৮শে অগাস্ট, উত্তর প্রশান্তমহাসাগরীয় ফ্লোটিলার অন্তর্গত জাহাজগুলি থেকে ইতুরুপ দ্বীপে নৌসেনাবাহিনী অবতরণ করে এবং ১লা অগাস্ট তারা হোক্কাইডো দ্বীপ থেকে একটি সংকীর্ণ প্রণালীর দ্বারা বিযুক্ত কুনাশির দ্বীপের উপর হামলা চালায়।

৩১শে অগাস্ট, দ্বীপপুঞ্জ দখলের যুদ্ধ পুরোপুরি অবসিত হয়। তারপর থেকে কিউরাইল আর কখনো জাপানী আগ্রাসনের সেতুমুখে পরিণত হয়নি। এই দ্বীপগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা ঘাঁটি ও ওখোৎস্ক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশের ফটকে পরিণত হয়।

৬। কোয়ানতুং বাহিনী উৎসাদনের শেষ পর্যায়। জাপানের আত্মসমর্পণ

১৪ই অগাস্ট জাপানের সরকার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেনের সরকারকে জানায় যে, জাপানের সম্রাট হিরোহিতো পটসডাম ঘোষণাপত্রের শর্তাবলী মেনে নিয়েছেন

সেইদিনই বেতারযোগে কোয়ানতুং আর্মি'র সদরদপ্তর থেকে, কালহরণের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠান হয়। কিন্তু তাতে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ সম্পর্কে একটি কথারও উল্লেখ নেই। ইতিমধ্যে কোয়ানতুং আর্মি দেয়ালে পিঠ রেখে লড়াই জারী রাখে। তারা বারংবার প্রতিআক্রমণ চালায় এবং অস্ত্র ত্যাগের কোন অভিপ্রায়ই যেন তাদের নেই।

১৬ই অগাস্ট, জাপানের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে এক বিবৃতির মাধ্যমে সোভিয়েত জেনারেল স্টাফ মন্তব্য করেন যে এটা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ সম্পর্কে একটি সাধারণ বিবৃতি মাত্র এবং জাপানী সশস্ত্র বাহিনীকে অস্ত্র ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়নি—তাই তারা এখনো প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছে। অতএব জাপানের পক্ষ থেকে, প্রকৃতপক্ষে, কোন আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটেনি। তাই সোভিয়েত জেনারেল স্টাফ জানান তখনি প্রকৃত আত্মসমর্পণ বলে মেনে নেওয়া হবে, যখন জাপানের সম্রাট সশস্ত্র বাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধ করে অস্ত্র ত্যাগের নির্দেশ দেবেন।

ইতিমধ্যে দূর প্রাচ্যের সোভিয়েত সেনাবাহিনী কোয়ানতুং আর্মি'র বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত রাখে।

লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সেনাবাহিনী ১৭ই অগাস্টের মধ্যে ঝাঙ্গবেই, দলোনুর, ছিফেং, কাইলু, টঙ্গলিয়াও, কায়তোং, ঝালানতুন, বুহেদু রেখার নিকটবর্তী হয়। হালুন, আর্শান, সুওলুন, ওয়ানিসিয়াও সেক্টরে, শত্রু দ্রুত পলায়নের সময় সমস্ত সেতু এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে সমস্ত রেলপথ উড়িয়ে দেয়। এসব কারণে ও মাঞ্চুরিয়ার রেলওয়ে ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রয়োজনে দ্রুত আগুয়ান ৩৯নং ফিল্ড আর্মি ও ৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মি'র সৈন্যদের জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাঠানোর প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়।

যাই হোক্, অনতিক্রমণীয় বৃহত্তর খিংগান শৈলশ্রেণী অনেকখানি পেছনে ফেলে সোভিয়েত সেনাবাহিনী এগিয়ে চলেছে। মাঞ্চুরিয়ার মধ্যাঞ্চলে পেঁছে, ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর আক্রমণের বর্শা ফলক এখন বৃহত্তম প্রশাসনিক ও শিল্প কেন্দ্র মুকদেন ও চাংচুনের দিকে উদ্যত।

কোয়ানতুং আর্মি কম্যান্ড সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণ সংগঠিত করে তাদের মুলিংখে ও মুদানজিয়াং নদী বরাবর প্রতিরোধের জন্যে জড়ো করার আগেই—সোভিয়েত সেনাবাহিনী দ্রুত আক্রমণের মাধ্যমে শত্রুর যাবতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

১৭ই অগাস্ট, কোয়াতুং আর্মি'র প্রধান সেনাপতি, জেনারেল ইয়ামাদা আর প্রতিরোধ চালানো নিরর্থক মনে করেন ও তাঁর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেনাবাহিনীর উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, দূর প্রাচ্যের সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মার্শাল এ. এম ভ্যাসিলিভস্কিকে জানান যে, তাঁর আর্মি আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত। একই সঙ্গে কোয়ানতুং আর্মি'র সদরদপ্তর থেকে বেতার যোগে সমস্ত

সৈন্যদের যুদ্ধ বন্ধ করতে বলা হয়। কিন্তু ১৭ই অগাস্টের সারাদিন জাপানী সৈন্যরা রণাঙ্গনের প্রায় প্রতিটি সেক্টরে যুদ্ধ জারী রাখে এবং এমনকি কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা পাল্টা আক্রমণও চালায়।

অতএব এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যেখানে জাপানী কম্যাণ্ড আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে এবং তারই সঙ্গে সোভিয়েত সেনাদের গতিরোধের চেষ্টা করে চলেছে। আসলে তারা প্রকৃত আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করার জন্যে প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি বরণ করছে এবং নতুন রক্ষাব্যূহ সংগঠিত করার জন্যে কালহরণ করছে।

১৭ই অগাস্ট ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের অধিনায়ক মুকদেন ও চাংচুন শহরে আলোচনা করার জন্যে প্রতিনিধিসহ ছত্রীবাহিনী অবতরণ করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রতিনিধিগণ কোয়ানতুং আর্মির বিভিন্ন সেনাদলের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ সম্পর্কে জাপানী কম্যাণ্ডের সঙ্গে আলোচনা চালাবেন।

স্থির হয় যে ফ্রন্ট সদরদপ্তরের অপারেশন বিভাগের প্রধান, কর্ণেল আই. টি. আর্তেমেঙ্কো চেংচুনের কোয়ানতুং আর্মির সদরদপ্তরে গিয়ে জেনারেল ইয়ামাদাকে জানাবেন যে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের আশা যে তিনি সমস্ত শর্ত মেনে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ সনদে স্বাক্ষর করবেন। যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার কোন প্রশ্ন ওঠে না। লোকক্ষয় নিবারণের জন্যে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ ও আত্মসমর্পণ-ই সোভিয়েত কম্যাণ্ডের কাছে গ্রহণযোগ্য।

মাঞ্চুকুও সরকারের বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে কর্ণেল আর্তেমেঙ্কোকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তিনি যেন পুতুল সরকারের শাসকবর্গকে বেতার মারফৎ ঘোষণা করতে বলেন যে জাপানী সেনারা আত্মসমর্পণ করেছে এবং তারা অস্ত্রত্যাগ করছে। অতএব সোভিয়েত সৈন্যরা জাপানী দাসত্বের জোয়াল থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্যে মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করছে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। অবতরণকারী বাহিনীর প্রধান অংশ টঙ্গলিয়াও বিমানক্ষেত্রে আর্তেমেঙ্কোর সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।

ঐ দিনই ফ্রন্টের অধিনায়ক আর্তেমেঙ্কোর নামে একটা চিঠি লিখলেন, যার বয়ান হচ্ছেঃ "পত্রবাহক কর্ণেল আর্তেমেঙ্কোকে আমার প্রতিনিধি হিসাবে চাংচুন রক্ষীবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত জাপানী ও মাঞ্চুরীয় বাহিনী ও ঐ অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সৈন্যদলের আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্যে চাংচুন শহরে পাঠানো হচ্ছে।"

"চাংচুন অঞ্চলের সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে কর্ণেল আর্তেমেঙ্কো যা দাবী করবে তা সবই নিঃশর্তভাবে পালন করতে হবে।"

"কর্ণেল আর্তেমেঙ্কোর সঙ্গে চারজন অফিসার ও ছ'জন সোভিয়েত সৈন্য যাচ্ছে।"

"এই দলিলের নীচে আমার স্বাক্ষর থাকছে ঃ ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের প্রধান সেনাপতি সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল, আর. ম্যালিনোভস্কি।"

এই আদেশ-পত্র ছাড়াও, জেনারেল ইয়েমাদার হাতে নিজে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আর একখানি চরমপত্র দেওয়া হয়। একটু পরেই কর্ণেল আর্তেমেঙ্কো দলবলসহ বিমানবন্দরে রওনা দিলেন। তার একটু পরেই শত্রু অধিকৃত অঞ্চলের গভীরে সফরকারী সোভিয়েত প্রতিনিধি দলকে 'শুভযাত্রা' জানাবার জন্যে মার্শাল আর. ইয়ে ম্যালিনোভস্কি স্বয়ং সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রতিনিধি দলের উদ্দেশে বলেন ঃ

"কমরেডগণ! আপনাদের উপর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও সামরিক কর্তব্যভার দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের ইতিহাসে এটা একটি জটিল, অসাধারণ ও অভূতপূর্ব দায়িত্ব। আপনাদের যাত্রাপথে যুদ্ধের সময় যা স্বাভাবিক সেরকম একটা অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। আপনাদের বিমানযাত্রা জাপানী কম্যাণ্ডের সম্মতি ছাড়াই ঘটতে চলেছে। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী, প্রতিনিধিদলের নিরাপত্তার আশ্বাস অপরপক্ষ দিয়ে থাকে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত জাপানী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এরকম কোন আশ্বাসবাণী পাওয়া যায় নি।...

"আপনারা সফল হোন! কর্তব্যপালনে আপনারা অবশ্যই কৃতকার্য হবেন।"

১৯শে অগাস্ট সকাল আটটায়, ন'টি জঙ্গী বিমানের পাহারায়, প্রতিনিধি-দলবাহী বিমান চাংচুনের উদ্দেশে রওনা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়েমাদার উদ্দেশে বার্তা পাঠিয়ে দিল।

আজ ১৯শে অগাস্ট, ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের প্রধান সেনাপতির প্রতিনিধি হিসাবে কর্ণেল আই. টি. আর্তেমেঙ্কোর নেতৃত্বাধীন একটি দল নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধ বন্ধের চরমপত্রসহ, ন'টি জঙ্গী বিমানের পাহারায় একটি পরিবহণ বিমানে চড়ে কোয়ানতুং আর্মি'র সদর দপ্তরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। আমি শেষবারের মতো তাদের নিরাপদ যাত্রা সুনিশ্চিত করার দাবী জানাচ্ছি। যদি কোন আন্তর্জাতিক রীতি লঙ্ঘিত হয় তাহলে সব দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে আপনার উপর অর্সাবে।

"আর. ইয়ে. ম্যালিনোভস্কি, ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের প্রধান সেনাপতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল।"

চাংচুনের নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছ'টি বিমানকে ওপর থেকে পাহারা দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বাকী তিনটি জঙ্গী বিমান প্রতিনিধিদল-বাহী বিমানের সঙ্গে একযোগে বিমানক্ষেত্রে অবতরণ করবে।

১৯শে অগাস্ট বেলা বারোটায়, ছটি সোভিয়েত জঙ্গী বিমান ওপর থেকে পাহারা দিতে থাকে এবং তিনটি জঙ্গী বিমান চাংচুনের খোদ সামরিক বিমানক্ষেত্রে এসে অবতরণ করে। ঠিক সে সময় আশেপাশের জাপানী বিমানগুলি আকাশে ওড়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। সোভিয়েত বিমানের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব

এবং অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু জঙ্গী বিমানগুলির উদ্দেশে আক্রমণের ডাক্ করা প্রভৃতি ঘটনায় জাপানী বৈমানিকরা ঘাবড়ে যায়। তারা বাধাদানের কোন সুযোগ-ই পায় না।

তার একটু পরেই প্রতিনিধি দলবাহী পরিবহণ বিমানটি এসে অবতরণ করে। প্রতিনিধি দলটিকে বিমান বন্দরের সেনানায়কের দপ্তরে কোয়ানতুং আর্মি সদর-দপ্তরের এক প্রতিনিধি অভ্যর্থনা করে জানান যে জেনারেল ইয়েমাদা সোভিয়েত অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে প্রস্তুত।

কর্নেল আর্তেমেঙ্কো কোয়ানতুং আর্মি সদরদপ্তরে টেলিফোন করেন এবং কয়েক মিনিট পর কয়েকজন অফিসারসহ সহকারী চীফ অব স্টাফ সেখানে এসে উপস্থিত হন। চাংচুনে তাঁরা নিরাপদে পেঁছেছেন এবং বিমানবাহী ফৌজ পাঠানো দরকার এই মর্মে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সদর দপ্তরে বার্তা পাঠিয়ে কর্ণেল আর্তেমেঙ্কো নিজের গাড়ীতে চড়েই জেনারেল ইয়েমাদায় উদ্দেশে রওনা দেন। গাড়ীখানি পরিবহণ বিমানে করে আনা হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে যান একজন দোভাষী, দুজন সোভিয়েত অফিসার ও কোয়ানতুং আর্মির সদর দপ্তরের প্রতি-নিধিগণ।

আধঘণ্টা পর, জেনালে ইয়েমাদার সঙ্গে তাঁর সদরদপ্তরে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কর্নেল আর্তেমেঙ্কো তৎক্ষণাৎ, ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের প্রধান সেনাপতির দাবীপত্র জাপানী জেনারেলের কাছে পেশ করেন: এক্ষুণি যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে, এই ফ্রন্টের বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত জাপানী সেনাদের অবিলম্বে অস্ত্রত্যাগ করে রাজধানী ও তার সন্নিহিত অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের জন্যে নির্ধারিত জায়গায় সমবেত হবার জন্যে নির্দেশ দিতে হবে। তারই সঙ্গে অস্ত্রত্যাগ করে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে জেনারেল ইয়েমাদাকে জাপানী সেনাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে হবে। একটু পরেই জাপানী তাঁবেদার রাষ্ট্র মাঞ্চুকুয়োর প্রধানমন্ত্রী ঝাংজিনগুয়েই সেখানে আসেন। তাঁকে মাঞ্চুরিয়ার জনগণের উদ্দেশে এই মর্মে বেতার ভাষণ দিতে বলা হয়: জাপানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছে ও অস্ত্রত্যাগ করেছে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী জাপানী আগ্রাসকদের কবল থেকে তাদের মুক্ত করার জন্যে শহরে প্রবেশ করেছে।

উপযুক্ত দাবিপত্রের মধ্যে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের শর্তটি মেনে নিতে জেনারেল ইয়েমাদা গড়িমসি করতে লাগলেন। নানা অছিলায় তিনি শুধু যুদ্ধ বিরতির কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর কোন জারিজুরি খাটল না। আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা দেরী করিয়ে দিয়ে জাপানী কম্যান্ডের বিশেষ কোন লাভ হল না। কারণ, সর্বনাশ আসন্ন।

পাঁচশ বিমানবাহিত সোভিয়েত সেনা নিয়ে সোভিয়েত বিমান চাংচুন বিমান-

ক্ষেত্রে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের যবনিকাপাত ঘটল। কর্তব্যরত জাপানী অফিসারটি জাপানী জেনারেলের অফিসে ঢুকেই জানালেন:

"ধর্মাবতার! জঙ্গী বিমানের পাহারায় একটি রুশ ভারী বিমানদল রাজধানীর নিকটবর্তী হচ্ছে। আমাদের বিমানবহর ফাঁদে আটক। রুশ জঙ্গী বিমানবহর বিমানক্ষেত্র অবরোধ করেছে।"

হতবুদ্ধি জাপানী জেনারেল কর্ণেল আর্তেমেস্কোর উদ্দেশে বলেন:

"শ্রীযুত প্রতিনিধি!

আমি সেনাবাহিনীর প্রধান ও এই দেশের কর্তা হিসাবে জানতে চাইছি এসব কি হচ্ছে? আশা করি আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন?"

কর্ণেল আর্তেমেস্কো শান্তভাবে জবাব দিলেন: "এই সমস্ত বিমান আলোচনা সফল করার ব্যাপারে সহায়তা করার জন্যে আমারই আহ্বানে এসেছে। আমি এই সেনাদলের প্রধান হিসাবে আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি আপনার আচরণ আমার প্রতি যাই হোক না কেন, যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমার উপরওয়ালার কাছে আলোচনার ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে বার্তা না পাঠাই তাহলে যে চাংচুন শহর ও তার উপকণ্ঠকে দুর্গে পরিণত করেছেন তাকে নির্মমভাবে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে উড়িয়ে দেওয়া হবে।"

জেনারেল ইয়েমাদা সরাসরি বলেন, 'যদি শহরটাকে বোমাবর্ষণ থেকে রক্ষা করার এখনো সময় থাকে এবং সে বিষয়ে আপনার করার ক্ষমতা থাকে, তাহলে, আমার অনুরোধ আপনি তা করুন।'

কর্ণেল আর্তেমেস্কো জাপানী বিমানক্ষেত্রে অবস্থানকারী তাঁর সংযোগ রক্ষাকারী অফিসারকে আরও পরিবহণ বিমান অবতরণ করাবার নির্দেশ দেন এবং জেনারেল ইয়েমাদাকে শুনিয়ে বলেন যে, 'আমি সংকেত না পাঠানো পর্যন্ত বোমারু বিমানগুলি শহরের উপর চক্কর দেবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমি যদি সঙ্কেত না পাঠাই, তাহলে তারা তাদের সেনাপতির আদেশ পালন করবে।' এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে জেনারেল ইয়েমাদা যেন বোঝেন যে কালহরণের পথ নিলে পরিণাম কি হতে পারে।

তার ফলে জেনারেল ইয়েমাদা ও মাঞ্চুকুয়োর প্রধানমন্ত্রীর হুঁশ ফিরে এল। তাঁরা তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হলেন। তারপর শুরু হল পনেরো হাজার জাপানী নগররক্ষী দলের নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া। মিশন সফল হয়েছে বলে তক্ষুণি ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্ট নেতৃত্বকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

সোভিয়েত স্থলবাহিনী শহরে প্রবেশ করার আগে, নিরস্ত্রীকরণ তদারক করা ছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ব্যাঙ্ক, বেতার কেন্দ্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে পাহারা দেবার দায়িত্ব বিমানবাহিত সেনাদলের উপর ন্যস্ত হয়। শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৪শে অগাস্ট, মার্শাল আর. ইয়ে. ম্যালিনোভস্কি এবং আর্মি জেনারেল এম. ভি. ঝাকারভ চাংচুনে এসে উপস্থিত হন। তাঁরা জাপানী সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ তদারককারী জেনারেল ইয়েমাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মুকদেন দখলের ক্ষেত্রেও ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের বিমানবাহিত সেনাদল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফ্রন্ট কম্যান্ড রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান মেজর-জেনারেল এ. ডি. প্রিতুলাকে এই দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

১৯শে অগাস্ট সকালে জঙ্গী বিমানের প্রহরাধীন, পরিবহণ বিমানগুলি মুকদেন অভিমুখে যাত্রা করে এবং বেলা একটা নাগাদ শহরে গিয়ে পেঁছায়। শহরে ও বিমানক্ষেত্রের অবস্থা পুরোপুরি শান্ত। কিন্তু সোভিয়েত ছত্রীবাহিনীর ভাগ্যে কি আছে কে জানে ?

কোন রকম প্ররোচনার মুখোমুখি যাতে না পড়তে হয়, সেজন্যে জঙ্গী বিমান-গুলি একদম নীচু দিয়ে মুকদেন বিমানক্ষেত্রের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। পরিষ্কার দেখা গেল যে সৈন্যরা জাপানী বিমানগুলি থেকে একদম দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

শহরের মাথার ওপর চক্কর দেবার পর পরিবহণ বিমানগুলি অবতরণের জন্যে প্রস্তুত। ইতিমধ্যে ওপর থেকে জঙ্গী বিমানগুলি তাদের পাহারা দিচ্ছে—যে কোন গোলমাল দেখা দিলে তারা সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাবে।

ঠিক বেলা সোয়া একটায়, একটার পর একটা পরিবহণ বিমান, বিমান বন্দরের রানওয়েতে এসে নামল। সাবমেশিনগানধারী সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত অবস্থায় বিমান থেকে নামল—তারা শত্রুর যে কোন আক্রমণ মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। তাদের মধ্যে কয়েকজন সামরিক বিমান বন্দরের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র দখল করে নিল।

সোভিয়েত অফিসাররা দোভাষীর মাধ্যমে জাপানী রক্ষীদলের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নতুন স্থাপিত সোভিয়েত হেড-কোয়ার্টারে একজন ধোপদুরস্ত পোষাক পরিহিত জাপানী অফিসার এসে উপস্থিত। তিনি দোভাষীর মাধ্যমে জানান যে জাপানী তৃতীয় ফ্রন্টের সেনানায়ক জেনারেল জুন উশিরোকু সোভিয়েত কম্যান্ডের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে অপেক্ষমান। জাপানী অফিসারকে একটু অপেক্ষা করতে বলা হল। সামরিক ও বেসামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি রক্ষা করার বিষয়ে সোভিয়েত ছত্রী বাহিনীকে জরুরী নির্দেশ পাঠান দরকার। তাছাড়া নিরস্ত্রীকৃতদের কোথায় রাখা হবে—যুদ্ধ বন্দীদেরই বা কোথায়—এসব স্থির করা দরকার। তাছাড়া বন্দীকৃত মাঞ্চুকুয়ো 'সম্রাট' পু-ইকে বিমান বন্দরে পাঠানও আর এক সমস্যা।

এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে সম্রাট মুকদেন বিমান বন্দরে বন্দী হন। কোয়ানতুং আর্মির প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়েমাদার অভিপ্রায় হচ্ছে পু-ইকে কোরিয়া হয়ে জাপানে পাঠাতে হবে। সেই মতো তিনি ১২ই অগাস্ট চুংচিং পরিত্যাগ করে দলবলসহ ট্রেনযোগে গন্তব্যস্থলে এসে পেঁছান। কিন্তু ততদিনে

উত্তর কোরিয়ার সব প্রধান নৌবন্দর ও বিমান বন্দর সোভিয়েত সেনাদের দখলে চলে গিয়েছে। অতএব পু-ইকে বিমানযোগে জাপানে পাঠান গেল না। সুতরাং ১৯শে অগাস্ট প্রত্যুষে বিমানে করে তাঁকে দলবলসহ মুকদেনে আনা হবে এবং সেখান থেকে এক পরিবহণ বিমানযোগে তাঁকে পরে জাপানে পাঠান স্থির হয় অতএব সেদিন অতি প্রত্যুষে যখন 'সম্রাটের' বিমানের প্রতীক্ষা করছিল সবাই তখন ইতিমধ্যে সোভিয়েত ছত্রীবাহিনী এসে অবতরণ করে। স্বভাবতই পু-ই ও তাঁর সঙ্গীগণ এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দী হলেন।

তাঁবেদার রাষ্ট্রের 'সম্রাট' মহোদয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের প্রতিনিধিগণ জাপানের তৃতীয় ফ্রণ্টের সদরদপ্তরে যান এবং সেখানে জেনারেল এ. ডি. প্রিতুলা আনুষ্ঠানিকভাবে জেনারেল জুন উশিরোকুর কাছে জাপানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের শর্তাবলী পেশ করেন।

ঐদিনই ট্রান্স-বৈকাল ফ্রণ্টের প্রতিনিধিগণ নিকটবর্তী মিত্র সৈন্য-যুদ্ধবন্দী শিবিরে যান।[১০] এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। যুদ্ধবন্দীরা নিজেদের ভাষায় চীৎকার করে মুক্তিদাতাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে ছুটে এল।

জেনারেল প্রিতুলা তাদের জানান, এই মুহূর্তে ব্রিটিশ, মার্কিন ও অন্যান্য মিত্রদেশের যুদ্ধবন্দীরা ইচ্ছে করলে, নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারে। এক অবিশ্বাস্য সোল্লাস চীৎকার ধ্বনিত হল।

তারপর যা ঘটল তা অবর্ণনীয়: তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল—অনেকে আনন্দে কেঁদে ফেলল। মুক্তি! মুক্তি!!—'মুক্তি' শব্দটা বারবার বিভিন্ন ভাষায় উচ্চারিত হতে থাকে।

এক স্বতঃস্ফূর্ত সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে আমেরিকাবাসী আলেকজাণ্ডার বেইবী বললেন: রুশ সৈন্যরা আমাদের মুক্ত করেছে। সাড়ে তিন বছর ধরে আমরা জাপানী বন্দীশালায় মৃতপ্রায় হয়েছিলাম। ক্ষুধায় ও অত্যাচারে হাজার হাজার বন্দী মারা গিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মাত্র চারজন শিবির থেকে পালাতে পেরেছিল—কিন্তু জাপানীরা তাদের খুঁজে বার করে ফের বন্দী করে আনে। তারপর তাদের না খাইয়ে রেখে মারা হয়। জাপানী প্রশাসকদের হাতে যে অপমান ও নির্যাতন আমাদের সইতে হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি একজন সাধারণ আমেরিকান সৈন্য হিসাবে আমাদের রুশ সহযোদ্ধাদের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। এই দিনটিকে কেউ আমরা ভুলবো না। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত আমরা তোমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে থাকব এবং রাশিয়ার সঙ্গে এই বন্ধুত্বের উত্তরাধিকার আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্যে রেখে যাবো।"

১৯৪২ সাল থেকে বন্দী একজন ডাচ সাংবাদিক বলেন: "রুশ বন্ধুরা! আমি তোমাদের সম্বন্ধে লিখবো। আমাদের এই সূচীভেদ্য অন্ধকার বন্দীশালায় ভগবান তোমাদের পাঠিয়েছেন!"

আধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত জাপানীদের মার্চ করিয়ে যুদ্ধবন্দীদের সামনে আনা হয় এবং সেখানেই জাপানীরা অস্ত্র ত্যাগ করে। মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈনিকরা অস্ত্রগুলি সাজিয়ে রাখে এবং নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেয়। সোভিয়েত ছত্রীবাহিনীর সৈন্যদের থেকে যেতে বলা হয়, যুদ্ধবন্দীরা সবাই তাদের স্বাক্ষর চায় ও তাদের সঙ্গে করমর্দন করে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী, জাপানী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কে সোভিয়েত সৈন্যদের অজস্র প্রশ্ন করে যুদ্ধবন্দীরা। সবশেষে সবাই একবাক্যে বলে: "রুশরা খুবই ভাল সৈন্য, আমরা তাদের প্রশংসা করি। দেশে গিয়ে সকলকে তাদের কথা বলব।"

সোভিয়েত কম্যাণ্ডের একজন প্রতিনিধি জাপানী রক্ষীদের নিরস্ত্র করার আদেশ দেন এবং তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধবন্দীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে তাদের বন্দী করা হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী না আসা পর্যন্ত, সাময়িকভাবে শিবির পরিচালনার দায়িত্বভার আমেরিকান ও ব্রিটিশ জেনারেলদের উপর ন্যস্ত হয়।

মুকদেন শিবিরবাসীদের মধ্যে প্রবীণতা ও মর্যাদার দিক থেকে জেনারেল পার্কারের স্থান সর্বোচ্চ। দোভাষীর মাধ্যমে তিনি জানান যে, রুশদের দেখে তিনি অত্যন্ত সুখী। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণের দ্রুততা দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত।

সাময়িকভাবে জেনারেল পার্কারকে শিবির-প্রধান নিযুক্ত করা হয়। তাঁর উপর আস্থা প্রদর্শনের জন্যে, তিনি সোভিয়েত কম্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান।

২০শে অগাস্ট, ৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মির ইউনিটগুলি মুকদেন ও চাংচুন শহরে প্রবেশ করে। তারপর তারা আনদং ও দালনী অভিমুখে এগিয়ে যেতে থাকে। ১৮ই অগাস্ট, সোভিয়েত-মঙ্গোলীয় সেনাবাহিনীর অন্তর্গত যান্ত্রিক ক্যাভেলরী গ্রুপ কালগান ও রেহে-তে পৌঁছে যায়; তার ফলে কোয়ানতুং আর্মি চীনে অবস্থানকারী জাপানী সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

* * *

১৫ই ও ১৬ই অগাস্ট, শত্রুর ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ চূর্ণ করার মাধ্যমে প্রথম দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী মুদানজিয়াং রণাঙ্গন ছাড়া, বাকী সর্বত্র সফল আক্রমণ চালাতে থাকে। মুদানজিয়াং অঞ্চলে ১নং লাল পতাকা আর্মি ও ৫নং আর্মির ইউনিটগুলি শত্রুর সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত। জাপানী কম্যাণ্ডের তরফে, আরও সৈন্য জমায়েত করে শক্তিশালী পাল্টা আক্রমণ চালানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীর আক্রমণ মন্দীভূত করার মাধ্যমে কাল-হরণের সব চেষ্টা জাপানীদের ব্যর্থ হয়। সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাসের জন্যে জাপানীদের সময়ের প্রয়োজন। এবং সেটা তারা পায় না। প্রথম দফায়, মুলিংখে নদী-পারের যুদ্ধে ও দ্বিতীয় দফায়, মুদানজিয়াং শহরের প্রবেশপথের যুদ্ধে

মুদানজিয়াং অঞ্চলে সন্নিবেশিত জাপানী ৫নং আর্মি'র প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। তাছাড়া তার কতকগুলি ইউনিট মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে আটকা পড়ে এবং সেখানে তাদের একে একে শেষ করা হয়।

১৫ই অগাস্ট রাত্রিবেলা ১নং লাল পতাকা আর্মি ও ৫নং আর্মি'র সেনাবাহিনীর নতুন করে বিন্যাস সাধিত হয়। তারা মুদানজিয়াং-এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি সেতুর নিকটবর্তী দুর্গায়িত এলাকায় প্রচণ্ড যুদ্ধের পর প্রবেশ করে। তারা মুদানজিয়াং নদী অতিক্রম করে, কোয়ানতুং আর্মি'র প্রথম ফ্রণ্টের মূল বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে এবং পূর্বদিক থেকে হারবিনগামী পথের প্রধান প্রতিরোধ কেন্দ্র ও রাজপথের সংযোগ স্থল মুদানজিয়াং শহর অধিকার করে। মুদানজিয়াং যুদ্ধে কোয়ানতুং আর্মি'র চল্লিশ হাজারেরও বেশি অফিসার ও সৈন্য খোয়া যায়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণের দাপটে অবশিষ্ট জাপানী সেনাদল দ্রুত পশ্চাদপসরণ করে ও বিশৃঙ্খলভাবে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পালাতে থাকে। প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী পলায়নপর শত্রুসৈন্যদের তাড়া করে এবং শেষ করে। তারপর তাদের মূল বাহিনী ট্রান্স-বৈকাল ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একযোগে কোয়ানতুং আর্মিকে ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রণ্ট অভিমুখে অগ্রসর হয়।

১৬ই অগাস্টের মধ্যে প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রণ্টের সেনাবাহিনী মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর কোরীয় ভূখণ্ডে দেড়শ থেকে দুশো কিঃ মিঃ এগিয়ে যায়। পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে, তারা জাপানী ৫নং আর্মিকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে ও শত্রুর ৩নং আর্মি'র প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, প্রথম দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টের প্রধান সেনাপতি মার্শাল কে. এ. মেরেৎস্কোভ ফ্রণ্টের সহকারী স্টাফ প্রধান জেনারেল জি. এ. শেলাখোভের পরিচালনায় ১৮ই অগাস্ট একটি বিমানবাহিত সেনাবাহিনী হারবিনে অবতরণ করার নির্দেশ দেন। তাদের কাজ হবে শত্রু কর্তৃক সুঙ্গারীর উপর সেতুধ্বংস এবং বিভিন্ন মজুতভাণ্ডার ও গুরুত্বপূর্ণ ইমারতগুলি উড়িয়ে দেবার আগেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি দখল করা ও আড়াই মাইল দূরবর্তী সোভিয়েত সেনাবাহিনী না পৌঁছানো পর্যন্ত, সেগুলিকে আগলে রাখা।

ইতিমধ্যে হারবিনে সড়ক পাহারাদার ৫নং জাপানী আর্মি'র মনমরা সৈন্যরা মুজানজিয়াং-এর পতনের পর দ্রুত পালাতে থাকে। সমস্ত জাপানী সেনা ইউনিটগুলি একে একে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধ তখনও অব্যাহত থাকে, কারণ তখনও হারবিন অঞ্চলে বিশাল জাপানী সেনাবাহিনী বর্তমান।

১৮ই অগাস্ট বিকেলে, সোভিয়েত বিমানবাহিত সেনাবাহিনীর প্রথম দল হারবিন বিমান বন্দরে অবতরণ করে। রাত এগারোটায়, ৪নং জাপানী আর্মি'র সেনা-প্রধানরা যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেন এবং হারবিন রক্ষীবাহিনীর তেতাল্লিশ হাজার

সৈন্য অস্ত্রত্যাগ করে। সোভিয়েত ছত্রীবাহিনী সেতু, বৈদ্যুতিক কেন্দ্র, রেলওয়ে স্টেশন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

১৯শে অগাস্ট সকাল সাতটায়, কোয়ানতুং আর্মির স্টাফ প্রধান, জেনারেল হাতা, কয়েকজন জাপানী সেনানায়ক ও স্টাফ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে হারবিন থেকে বিমানে করে সোভিয়েত প্রথম দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের সদরদপ্তরে এসে হাজির হন। সেখানে, বিকেল সাড়ে তিনটেয় (দূরপ্রাচ্য সময়) সোভিয়েত মার্শালগণ, যথাক্রমে, এ. এম ভ্যাসিলেভস্কি, কে এ. মেরেৎস্কোভ ও এ. এ. নভিকভের সঙ্গে জেনারেল হাতার সাক্ষাৎকার ঘটে। তাঁকে সহায়তা করার জন্যে হারবিনের জাপানী কন্সাল মিয়িকাওয়া উপস্থিত থাকেন।

মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কি আত্মসমর্পণের রীতিনীতি ব্যাখ্যা করেন এবং এখনও যুদ্ধরত সমস্ত জাপানী ইউনিটকে অবিলম্বে অস্ত্রত্যাগের আহ্বান জানান। তিনি জাপানী যুদ্ধবন্দীদের জমায়েত হওয়ার নির্ধারিত স্থান ও সময়সূচী নির্দিষ্ট করে দেন। তিনি নাম করে বিভিন্ন জাপানী ডিভিসন ও সেনা ইউনিটগুলিকে কোন পথ ধরে জমায়েত-স্থানে আসতে হবে তাও বলে দেন।

মার্শাল ভ্যাসিলিভস্কি আরও বলেন: "জাপানী সৈন্যদের অফিসারসহ সংগঠিতভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আরো মনে রাখবেন আত্মসমর্পণের পর প্রথম কয়েকদিন সৈন্যদের খাওয়ানোর দায়িত্ব জাপানী অফিসারদের। তাদের খাবার-দাবার ও রান্নার সাজসরঞ্জামসহ আত্মসমর্পণ করতে হবে।"

জেনারেল হাতা সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়লেন।

সোভিয়েত মার্শাল বলে চলেন, "জাপানী জেনারেলদের অ্যাডজুটেন্ট ও নিজেদের জিনিসপত্র সহ আত্মসমর্পণ করতে হবে। না হলে পরে তাঁরা নিজস্ব প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব বোধ করতে পারেন। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পক্ষে থেকে আমি ভদ্র আচরণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এবং সেটা শুধু উচ্চ পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে নয়—সৈন্যদের সঙ্গেও।

তারপর তাঁরা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। একসঙ্গে অনেক সমস্যাব সমাধান করতে হবে। জেনারেল হাতা, সোভিয়েত কম্যাণ্ডের কাছে মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার কতকগুলি বিশেষ অঞ্চলে সোভিয়েত সেনাবাহিনী না পেঁছানো পর্যন্ত জাপানী সৈন্যদের অস্ত্র রাখতে দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, 'সেখানকার লোকগুলি সুবিধের নয়'। অর্থাৎ জাপানীরা তাদের প্রাক্তন চৈনিক ও কোরীয় প্রজা যাদের উপর এতদিন অত্যাচার চালিয়ে এসেছে তাদের এখন ভয় করছে। মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণদিকে বহু জাপানী পালিয়ে গিয়ে সেখানে শরণার্থী হিসাবে বাস করছে। জেনারেল হাতা বিষয়টি বিবেচনা করতে বলেন সোভিয়েত কম্যাণ্ডকে। তার উত্তরে মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কি বলেন যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত সমস্ত অঞ্চলে সোভিয়েত কম্যাণ্ড পূর্ণ শৃঙ্খলা বজায় রাখবে।

মার্শাল তখন সোভিয়েত ও জাপানী কম্যান্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দেশ দেন। এই উপলক্ষে কি ধরনের বিমান ব্যবহার করতে হবে—তা বলে দেন এবং কোয়ানতুং আর্মি হেড কোয়ার্টারের পক্ষ থেকে কাদের এই সম্মেলনে পাঠানো হবে জানতে চান। জেনারেল হাতা তাঁর সহকারীবৃন্দ ও অন্যান্য স্টাফ অফিসারদের নাম বলেন। সকলের জন্যে উপযুক্ত পরিচয় পত্র ও যানবাহন বন্দোবস্ত করার জন্যে তাঁকে বলা হয়।

সমস্ত সমস্যার নিষ্পত্তি ও শর্তাবলী নির্ধারিত হবার পর জেনারেল হাতা ও তাঁর সহকারী অফিসারদের যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। সেইদিনই জাপানীরা যুদ্ধ বন্ধ করে ও অস্ত্র ত্যাগ করে এবং সংগঠিতভাবে আত্মসমর্পণ করতে থাকে।

১৫ই অগাস্ট থেকে ১৯শে অগাস্ট পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রথম দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের সেনাবাহিনী শত্রুর গভীর ও ঘনানিবদ্ধ রক্ষাব্যূহ ভেদ করে এবং জাপানীদের প্রথম ও সপ্তদশ ফ্রন্টের সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী দুর্গম পর্বত ও জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি অতিক্রম করে ১৯শে অগাস্ট নাগাদ লিংকাউ, ওয়াইহে, এমু, ডানহুয়া, ইয়ার্নাঝি, এবং রনানের নিকটবর্তী হয়। তারা সামরিক নৌবাহিনী কেন্দ্র শেইশিন অধিকার করে ও ২০শে অগাস্ট জিলিনে প্রবেশ করে এবং দ্বিতীয় দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর সঙ্গে একযোগে হারবিন মুক্ত করে।

সোভিয়েত দ্বিতীয় দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের প্রতিপক্ষীয় জাপানী সেনারা যখন দেখল যে ট্রান্স-বৈকাল ও প্রথম দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের সেনাবাহিনী তাদের পশ্চাদভাগে উপস্থিত তখন পরিবেষ্টনী এড়াবার জন্যে পালাবার চেষ্টা করে। তারা হারবিন অভিমুখে দ্রুত পালানো শুরু করে।

২নং লাল পতাকা আর্মি সুনউ অঞ্চলে শত্রুর কুড়ি হাজার সেনাবিশিষ্ট গ্রুপকে ঘিরে ফেলে এবং বীইয়ানঝেন রণাঙ্গনে তারা ১৯শে অগাস্ট লংঝেনে প্রবেশ করে।

বর্ষায় ধুয়ে যাওয়া রাস্তার দরুন, সুঙ্গারী নদী বরাবর ১৫নং আর্মির অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বিশেষ সানশিং অভিমুখে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর গতি অত্যন্ত মন্থর। শুধু গোলাগুলি বর্ষণ করে নয় পরিবহণের মাধ্যমেও লাল পতাকা আমুর-ফ্লোটিলা স্থলবাহিনীকে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করে। ১৭ই অগাস্ট, ১৫নং আর্মি গুরুত্বপূর্ণ শহর ও নদী-বন্দর জিয়ামুশি দখল করে এবং দুদিন পরে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের স্মারক চিহ্নসহ সানশিং শহর অধিকার করে।

আক্রমণকারী সোভিয়েত সৈন্যদের দাপটে জাপানীরা কেবল পিছু হটতে থাকে। প্রতিরোধ জারী রাখার উদ্দেশ্যে তারা সেতু, পারঘাট, শহর, গঞ্জ সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিতে থাকে। কিন্তু শত্রু সুঙ্গারী রণাঙ্গনেও সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়।

১৫ই অগাস্ট থেকে ১৯শে অগাস্ট পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধের মাধ্যমে দ্বিতীয় দূর

প্রাচ্য ফ্রন্টের সেনাবাহিনী জাপানী চতুর্থ সেনাবাহিনী ও ৩নং আর্মির একাংশের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। সোভিয়েত সৈন্যরা জলাভূমি ও বাদা অঞ্চল পার হয়ে কিকিহার রণাঙ্গনে একশ থেকে দেড়শ এবং সুঙ্গারী রণাঙ্গনে তিনশ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। ২নং লাল পতাকা আর্মি কেলুওখান এবং লংমেন অঞ্চলে পেঁৗছে যায়। ১৫নং আর্মি সানসিংকং অঞ্চল পর্যন্ত ও ৫নং স্বতন্ত্র পদাতিক কোর বোলি অঞ্চল পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

২০শে অগাস্ট হারবিন অঞ্চলে সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রবেশ করার ফলে, কোয়ানতুং আর্মির উত্তরাঞ্চলীয় গ্রুপ কয়েকটি অংশে ভেঙে পড়ে।

ইতিপূর্বে, ১৮ই অগাস্ট, জেনারেল হেডকোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ড হিসাব করে দেখেন ফ্রন্টের বেশ কয়েকটি সেক্টরে বহু জাপানী ইউনিট আত্মসমর্পণ করা শুরু করেছে। তাঁরা সে সব সেক্টরের জন্যে এক সুনির্দিষ্ট নির্দেশ জারী করেন। রাত দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে, দূর প্রাচ্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মার্শাল এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি জেনারেল হেডকোয়ার্টারের এই নির্দেশ সম্পর্কে তাঁর সেনাবাহিনীকে অবহিত করেন এবং ফ্রন্ট অধিনায়কদের গুরুত্বপূর্ণ শত্রু-শহর, সরবরাহ কেন্দ্র, রেলওয়ে জংশন ও অন্যান্য রণনৈতিক কেন্দ্র দখল করার জন্যে গতিশীল বাহিনী ও বিমানবাহিত সেনাদল পাঠাবার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশে ডিভিসন ও ব্রিগেডের সেনানায়কদের শত্রু ইউনিটগুলির আত্মসমর্পণের রীতিনীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে।

জাপানী সৈন্যদের নিরস্ত্র ও বন্দী করার উদ্দেশ্যে এবং মূল্যবান বস্তুসম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের প্রতিনিধি জেনারেল এ. এ. ইয়ামানভ এক আক্রমণকারী দলসহ ২২শে অগাস্ট, দালনীতে অবতরণ করেন।

দালনী শ্বেতাঙ্গ প্রবাসীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চলের শ্রমিক কৃষকদের জল্লাদ দস্যু-সর্দার সেমিওনভের বাসস্থান এখানে। প্রথম অবতরণ-কারী দলের সঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীর দল এসে তাকে গ্রেপ্তার করে। এই জল্লাদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ প্রবাসী সংস্থা প্রধান জেনারেল নেচায়েভ, সহস্র সহস্র লোকের উৎপীড়ন, অত্যাচার ও হত্যার জন্যে দায়ী চিতার প্রধান জেনারেল টোকমাকোভ এবং কোলচাকের ৫নং আর্মির প্রাক্তন প্রধান, জেনারেল খানশিন সহ অন্যান্য দেশদ্রোহীদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। সকলেই বিচারের পর ন্যায্য সাজা ভোগ করে।

২২শে অগাস্ট, সোভিয়েত বাহিনীর অবতরণের অব্যবহিত পরেই শহরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়। সোভিয়েত কম্যাণ্ডের তদারকীতে ট্রাম, ট্রেন প্রভৃতি নিয়মিত চলতে থাকে। বিকেলেও সব দোকানপাট খোলা থাকে। বিদ্যুৎ উৎ-পাদন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে, এমন কি নাপিতের দোকানও খোলা থাকে। দালনী

শহরের রাস্তায় রাস্তায় লোকের ভীড়। তারা জাপানী হানাদারদের বিরুদ্ধে বিজয়োৎসব শুরু করে।

সেদিনই ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সহকারী সেনানায়ক লেফটান্যেন্ট জেনারেল ভি. ভি. আইভানভ বিমানবাহিত সেনাসহ পোর্ট আর্থারে অবতরণ করেন।

এই ঐতিহাসিক শহরের নাম প্রতিটি সোভিয়েত সৈনিকের হৃদয় গৌরবে ভরে তোলে। এই পর্বতসঙ্কুল জায়গায় মাতৃভূমি থেকে এত দূরে ১৯৪৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পোর্ট আর্থারের মাটি রুশ সৈন্যদের রক্তে ভেজা। এখানকার প্রতিটি পাথর জেনারেল আর. আই. কোনড্রাতেঙ্কো পরিচালিত পদাতিকবাহিনী ও অ্যাডমিরাল এস. ও. মাকারোভ পরিচালিত নৌসেনাদের বীরত্ব প্রত্যক্ষ করেছে। তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জাপানী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে শহর রক্ষার জন্যে লড়াই করেছে। তাদের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। দিনের পর দিন জাপানীদের এগার ইঞ্চি গোলা এসে উচ্চ পর্বত, বড় ঈগলের বাসা ও অন্যান্য দুর্গের প্রকোষ্ঠে এসে পড়েছে। দুর্গরক্ষীরা ধ্বংস স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে শত্রুর একটার পর একটা আক্রমণ প্রতিহত করেছে। গোলাগুলি ফুরিয়ে যাওয়াতে, রুশ সৈন্যরা শুধু বেয়নেট সম্বল করে ও পাথর ছুঁড়ে লড়াই করেছে।

যখন পোর্ট আর্থার পতনের খবর আসে, প্রতিটি রুশ হৃদয় তীব্র ব্যথায় অসাড় হয়ে যায়। একেবারে অপদার্থ ও দুর্নীতিগ্রস্ত জার সরকার ও স্তেসেল্ ও ফকের মতো নীচ প্রকৃতির অপদার্থ জেনারেলরা আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু রুশ সৈন্যরা পরাজিত হয়নি। রুশ জনগণের যুদ্ধের ইতিহাসে পোর্ট আর্থার রক্ষীবাহিনী এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় যুক্ত করেছে।

এখন জাপানীদের মনে রাখার মতো শিক্ষা নেবার সময় এসেছে। শহরটির নতুন জীবনযাত্রা শুরু হল। দোকান, সেলুন ও প্রসাধন-বিপণি, চায়ের দোকান ও আবাসিকদের ঘরের দরজা নতুন অতিথিদের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছে। পোর্ট আর্থার পুরোপুরি সুশৃঙ্খল ও শান্ত। শহরের প্রথম সোভিয়েত রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক লেফট্যানেন্ট জেনারেল আই. ডি. আইভানভের কড়া ব্যবস্থাপনার দৌলতে সে সব সম্ভব হয়।

পোর্ট আর্থারের জাপানী নৌসেনাদের অধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল কোবায়াশী স্টাফ অফিসারদের সঙ্গে করে, জেনারেল আইভানভের হেড কোয়ার্টারে এসে আনুষ্ঠানিক ভাবে দুর্গ সমর্পণ করেন, যদিও সেটিকে ইতিমধ্যে সোভিয়েত সেনারা দখল করে নিয়েছে। প্রথমেই কোবায়াশী সমমর্যাদা সম্পন্ন একজন সোভিয়েত কম্যান্ডের প্রতিনিধির কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইলেন। যখন জেনারেল আইভানভ জানালেন যে তিনি ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সহকারী অধিনায়ক এবং একজন লেফট্যানেন্ট জেনারেল তখনি কোবায়াশী বিনীতভাবে মাথা নত করে তাঁর সামুরাই তরবারিটি সমর্পণ করলেন। তাঁর অফিসাররাও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

সোভিয়েত সর্বোচ্চ অধিনায়কের নির্দেশ অনুযায়ী তরবারিটি অ্যাডমিরালকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

জেনারেল আইভানভ দুর্গরক্ষীদের নামের তালিকা চাইলেন এবং সমস্ত জাপানী স্থলসেনা ও নৌসেনাকে আত্মসমর্পণ করে অস্ত্র ত্যাগ করার পর নির্ধারিত জমায়েত কেন্দ্রে হাজির হতে আদেশ করলেন। কিন্তু যখন পোর্ট আর্থার দুর্গের নক্সা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দলিল চাওয়া হল কোবায়াশী সদুত্তর দিতে পারলেন না। তিনি জানালেন যে সে সমস্ত কাগজ পত্র জাপানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে কিন্তু সোভিয়েত বিমানবাহিত সেনাদলের আবির্ভাবের কয়েকদিন আগে সেগুলি তিনি পুড়িয়ে ফেলেছেন।

কোবায়াশীর আত্মসমর্পণের পর জাপানী স্থলবাহিনীর সেনাপতি এসে সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করেন।

২৩শে অগাস্ট, উপস্থিত সোভিয়েত অফিসার ও সৈন্যদের উপস্থিতিতে জাপানের নৌবাহিনীর পতাকা নামিয়ে ফেলা হল এবং তার জায়গায় তিনবার তোপধ্বনিসহ, শত্রুর বিরুদ্ধে জয়সূচক সোভিয়েতের লাল পতাকা উড্ডীন করা হয়। সেইদিনই ৬নং গার্ড ট্যাঙ্কবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এক ট্যাঙ্ক ব্রিগেড পোর্ট আর্থারে প্রবেশ করে।

২৫শে অগাস্ট, প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে পোর্ট আর্থারে সোভিয়েত নৌবাহিনীর পতাকা উড্ডীন হয়। এই উৎসবের প্রাক্কালে বিমানবাহিত নৌ-সেনারা এসে অবিলম্বে বন্দরটিকে সোভিয়েত জাহাজ প্রবেশের উপযুক্ত করে তোলে।

অগাস্টের শেষাশেষি, পেরেপ্লিনায়া পর্বতশৃঙ্গে, যেখানে জাপানীরা ১৯০৫ সালের যুদ্ধ জয়ের স্তম্ভ নির্মাণ করে তার উপর, জাপানী জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ১৯৪৫ সালে জয়লাভের স্মারকচিহ্ন স্বরূপ রক্তপতাকা উড্ডীন হয়। মঙ্গোলীয় উষর ভূমি পার হয়ে, প্রায় অনতিক্রম্য বৃহৎ খিংগান শৈল-শ্রেণীর বাধা অতিক্রম করে এবং মাঞ্চুরীয় জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি পার হয়ে ও শত্রুর বাধা চূর্ণ করে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আর একটি জয়লাভের উদ্দেশ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে উপনীত হয়। যে ভূমিতে তাদের পূর্বপুরুষের রক্ত ঝরেছে, তার উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে গোটা দুনিয়াকে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের শৌর্য ও ক্রম-বর্ধমান দাপট দেখিয়ে চমৎকৃত করেছে।

২৮শে অগাস্ট, প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের যুদ্ধজাহাজ জয়গর্বে পোর্ট আর্থারে প্রবেশ করে। দুর্গরক্ষীদল সোল্লাসে তাদের অভ্যর্থনা জানায়।

চল্লিশ বছরেরও বেশি আগে রুশ ব্যাটেলশিপ রেৎভিজান, পল্লাদা, ৎসেসারেভিচ ও বায়ান পোর্ট আর্থারের সমুদ্রের বুকে শত্রুর বিরুদ্ধে বীরত্ব সহকারে লড়াই করেছে।......জাপানীরা সেদিন অবশিষ্ট রুশ জাহাজকে পোর্ট আর্থারের মধ্যে উচ্চ পর্বত থেকে সরাসরি এগারো ইঞ্চি কামান থেকে গোলা চালিয়ে ঝাঁঝরা করে

দেয়। তুশিমার জলে কোরীয় উপকূলের কাছে সেদিন শত্রুর বিরুদ্ধে রুশ নাবিকরা মরণপণ যুদ্ধ করেছে। কুস্থার ভারইয়াগ সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে তবুও আত্মসমর্পণ করেনি। শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে সমুদ্রবক্ষে আশ্রয় নেওয়া শ্রেয় মনে করেছে রুশ নাবিকরা ; কারণ তারা জানত, একদিন তাদের দেশবাসীরা আবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ফিরে আসবে।

অবশেষে সেদিন এল। জনগণের ইচ্ছা শিরোধার্য করে ও সেদিনের নাবিকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্যে তুশিমা ও কোরিয়াকে পাশ কাটিয়ে সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজগুলি পোর্ট আর্থারে প্রবেশ করে। তোপধ্বনি সহকারে শহর ও বন্দরের মানুষ তাদের অভ্যর্থনা জানায়। গৌরবমণ্ডিত রুশ নৌবহর, দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত জয় এবং পোর্ট আর্থারের মুক্তিদাতাদের সম্মানার্থে এই অভিনন্দন।

* * *

২রা সেপ্টেম্বর, টোকিও উপসাগরে নোঙ্গর করা মিশৌরি ব্যাটেলশিপের উপরে জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ-পত্র স্বাক্ষরিত হয়। ঐদিন দীর্ঘ ছ'বৎসর স্থায়ী প্রচণ্ড লোকক্ষয়কারী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

বিশ্বজয়ের উন্মত্ততা-দুষ্ট জঙ্গীবাদী জাপান পরাজিত হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে সে এক গৌরবময় দিন। সীমাসংখ্যাহীন জাপানী যুদ্ধবন্দী, সৈন্য ও অফিসারের তাদের জেনারেলদের নেতৃত্বে উত্তরদিকে অর্থাৎ, সোভিয়েত ইউনিয়নের পথে চলেছে। তারা সেখানে একদিন বিজয়ীর বেশে যাবে বলে স্বপ্ন দেখেছিল—এখন যেতে হচ্ছে যুদ্ধবন্দী হয়ে। কি যেন হঠাৎ ঘটে গেল—তারা পুরোপুরি বুঝতে পারছে না এবং যন্ত্রের মতো তারা এগিয়ে চলেছে। এই শতকের তিন-চতুর্থাংশ ধরে রণপ্রভুরা তাদের মাথাটি নানা আজগুবি ধারণায় ভরিয়ে দিয়েছে। "প্রাচ্য দেশের প্রভাবাধীন এলাকা," "এশিয়াবাসীর জন্যে এশিয়া" (অর্থাৎ জাপানীদের জন্যে এশিয়া—সম্পাদক), 'জাপান উরাল পর্বত পর্যন্ত এগিয়ে যাবে'······ইত্যাদি। শৈশবস্থা থেকে তাদের মগজ ধোলাই করা হয়েছে ; পাঠশালার পর্ব থেকেই তাদের হাতে কাঠের রাইফেল তুলে দেওয়া হয়েছে। রাইফেলই সবকিছু—কথিত ও অকথিতভাবে তাদের বোঝানো হয়েছে যে জাপানীদেরই এই পৃথিবীকে বদলে দিতে হবে।

চরম বিপর্যয় ঘটেছে এ সত্যটা জাপানীদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। চূড়ান্ত ও অপ্রতিরোধ্য পতন। এবং তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই। 'শান্তিপূর্ণ" জাপানী নাগরিক ও সৈনিকরা এবং বিশেষ করে অফিসার কুল-হারবিনের রাস্তায় চলমান সোভিয়েত সৈন্যসারির দিকে ভাবলেশহীন নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারা জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদ পাঠ করেছে। তারা এও জানে যে কোয়ানতুং আর্মি নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং তাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এক বজ্র-

বাহী ঝড় জাপানী স্থলবাহিনীর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। তারা সবাই জানে কিন্তু তাদের মন বিশ্বাস করতে চায় না। তাদের বিশিষ্ট ধরনের জীবনচর্চাপ্রসূত বিশ্বাস—জীবনের কঠিন বাস্তবকে স্বীকৃতি দিতে চায় না।

জাপানী শাসকচক্র চটজলদি এক কল্পকাহিনী তৈরী করে। কাহিনীটা হচ্ছে ঃ 'দয়ালু' সম্রাট তাঁর অপদার্থ প্রজাদের যুদ্ধজনিত অবসাদ ও দুর্দশা দেখে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে মনস্থ করেন। এই উপাখ্যান যদিও জাপানের প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি ও চূড়ান্ত বিপর্যয়ের বাস্তব চিত্রের সঙ্গে বেমানান, তবুও জাপানী প্রচারের মাহাত্ম্যে এই অযৌক্তিক ব্যাখ্যাও প্রজাসাধারণ ভগবৎ বাণীর মতো গলাধঃকরণ করেছে। জাপানী প্রচারবিদরা জোরের সঙ্গে বলেন. পৃথিবীর যে কোন সেনাবাহিনীর তুলনায় জাপানী সাহসী যোদ্ধারা শ্রেষ্ঠতর। উপরন্তু যুদ্ধের সময় ভগবান তাদের রক্ষাকর্তা।

আত্মঘাতী বাহিনীতে হাজার হাজার লোক যোগ দিয়েছিল। অনুন্নত সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যার ঘাটতি পূরণের এটা একটি জাপানী পদ্ধতি। শত্রু জাহাজকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে একজন মানুষকে টর্পেডোর সঙ্গে বাঁধা, একটি চুম্বক-মাইন সহ একজন সৈনিকের ট্যাঙ্কের দিকে ধেয়ে যাওয়া, উগ্র বিস্ফোরক-বাহী যান চালিয়ে শত্রুব্যূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া, মেশিনগানের সঙ্গে শৃঙ্খলিত সৈনিক অথবা শত্রু সৈন্যব্যূহের পেছনে এক নিঃসঙ্গ স্কাউট যার কাজ হবে নিজের প্রাণের বিনিময়ে একটি শত্রুকে হলেও হত্যা করা প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। একজন আত্মঘাতী সৈনিক মাত্র একটা কাজই করতে পারে এবং তারপর সে জীবিত থাকে না—যদিও সারা জীবন ধরে সে তারই সাধনায় রত। তার এই দুঃসাহসিক কাজ শুধুমাত্র ঐ নির্দিষ্ট কাজটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কোন একটা বড় লক্ষ্য তার দ্বারা সাধিত হয় না।

দূরপ্রাচ্য অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সৈন্যরাসহ বহু সোভিয়েত সৈন্য আত্মবিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু তারা আত্মহননের মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে সে কাজ করেনি—তারা তাদের সহযোদ্ধাদের বাঁচাবার জন্যেই মৃত্যুবরণ করেছে। সমস্ত পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করেই তারা বীরের মৃত্যু বরণ করেছে এবং সচেতনভাবেই করেছে। উপায়ান্তর ছিল না বলেই নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। যুদ্ধের কঠিন ও কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে এবং সঙ্গীদের বাঁচাতে হবে শুধু এই উদ্দেশ্যে তারা এসব দুঃসাহসিক কাজ করেছে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বেঁচে থাকার যদি বিন্দুমাত্র সুযোগ তারা পেত নিশ্চয়ই তার আরো লড়াই করার জন্যে বেঁচে থাকত। এটাই একজন জাপানী আত্মঘাতী সৈনিক ও আত্মহননকারী একজন সোভিয়েত সৈন্যের মধ্যে বড় প্রভেদ।

দূরপ্রাচ্যে, মাত্র চব্বিশ দিন স্থায়ী, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অভিযানটিকে ঝটিকা অভিযান বললে ভুল হবে না। এবং এই অভিযানের ব্যাপ্তি, লক্ষ্যসাধনের পদ্ধতি ও সাধিত লক্ষ্যের দিক থেকে অভিযানটিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্গত সবচেয়ে চমকপ্রদ যুদ্ধগুলির পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

জাপানী স্থলবাহিনীর বিরুদ্ধে এত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে অর্জিত এই মহান জয়ে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র ও তার সশস্ত্রবাহিনীর পরাক্রম এবং সোভিয়েত সামরিক বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব আর একবার প্রমাণিত হল।

মাঞ্চুরিয়ায় ও কোরিয়ায় এবং দক্ষিণ সাখালিন ও কিউরাইলে জাপানী সেনা-বাহিনীর উৎসাদনের ফলে জাপান এশিয়া ভূখণ্ডে শুধু যে তার সামরিক ও শৈল্পিক ভিত্তিভূমি হারালো তা নয়, দীর্ঘকাল ধরে সে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে যে সব সেতুমুখ ও নৌঘাঁটি নির্মাণ করেছিল তাও খোয়া গেল। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানী আগ্রাসনের পরিণামও মুছে গেল, জাপানী জঙ্গীবাদীদের দ্বারা পূর্বাধিকৃত দক্ষিণ সাখালিন ও কিউরাইলের উপর সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ঐতিহাসিক অধিকার ফিরে পেল। তার ফলে, দূরপ্রাচ্যে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হল।

এশিয়ার জনগণ, তাদের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েতের অবদানকে ভূয়সী প্রশংসাবাদ জানিয়েছে; কারণ, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ছত্রভঙ্গ হওয়ার পেছনে রয়েছে সোভি-য়েতের বিশেষ ভূমিকা। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের ফলে এশিয়া-বাসীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হল। স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্যে গণতান্ত্রিক শক্তির সফল সংগ্রাম এবং জাতীয় মুক্তির আঙিনায় পরাক্রান্ত অভ্যুত্থান—তারই ফলে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়। মাঞ্চুরিয়ায় কোয়ানতুং আর্মি নিশ্চিহ্ন হওয়ার ফলে, জাপ বিরোধী লড়াইয়ে চীনা জনগণের জয়লাভ ও উত্তর-পূর্ব চীনের চার কোটি চীনবাসীর একীকরণের পথ প্রশস্ত হয়। মাঞ্চু-রিয়ার শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কলকারখানা ও অস্ত্রশস্ত্রাদি, পরবর্তী পর্যায়ে চীনের গণমুক্তিবাহিনী প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিন্টাং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভালভাবে কাজে লাগিয়েছিল। চীনের জনগণের বিপ্লবের সার্থক উপসংহারের ক্ষেত্রে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোরীয় জন-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক (বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক) ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিও জাপানের বিপর্যয়ের ফলে রচিত হয়। তার ফলে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা ও অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথও সুগম হয়। যুদ্ধের অবসানের ফলে, জাপানী জনগণের জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়; কারণ, তারা জঙ্গীবাদী একনায়কতন্ত্রের কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং ঐ দেশের

প্রগতিশীল শক্তি দেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের জন্যে তৎপর হবার ভরসা পায়।

গোটা এশিয়া ভূখণ্ড জুড়ে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ও জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র এবং প্রগতির জন্যে সংগ্রামরত শক্তি জোরদার হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিকতার প্রতি দায়বদ্ধ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র মুক্তির মহৎ ও পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বশেষ অভিযানটি সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনী সুসম্পূর্ণ করে এবং তার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সামরিক বিদ্যা আর একধাপ উন্নীত হয়।

রণনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অভিযানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এই অভিযানের সূত্রে একটিমাত্র লক্ষ্য সাধনের জন্যে স্থল, নৌ, বিমান এবং বিমান-বিধ্বংসী বাহিনীকে জড়িয়ে একটি সুপরিকল্পিত ও বৃহদায়তন অপারেশনের ছক তৈরী হয়। যখন নাৎসী-জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জোরকদমে চলছে তখনই এই ছক তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হয়। তার অর্থ, যেখানে চার বৎসর ধরে সোভিয়েত সেনারা যুদ্ধরত সেই মূল সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্ট থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে আর একটি নতুন রণনৈতিক ফ্রন্টে অপারেশন চালানোর জন্যে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সমাবেশ থেকে তাদের বিভিন্ন রণাঙ্গনে মোতায়েন প্রভৃতি এক পুরো ছক গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নতুন করে তৈরী করতে হয়েছে।

দূরপ্রাচ্য খণ্ডে যুদ্ধগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন হল মাঞ্চুরিয়া অভিযান। তার অভিনব বৈশিষ্ট্য হল: রণাঙ্গনগুলির অসাধারণ ভৌগোলিক দূরত্ব ও তার ফলে ফ্রন্ট, আর্মি ও এমন কি ছোট আকারের সেনাবাহিনীগুলিকেও অনেকটা পরিমাণে এককভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছে। অপারেশনের শেষ পর্যায়েই কেবল বিভিন্ন সেনাদলের মধ্যে অপারেশনগত সমন্বয়সাধন সম্ভব হয়। কতকগুলি ক্ষেত্রে কৌশলগত সমন্বয় গড়ে ওঠে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাও সম্ভব হয় নি। যখন সোভিয়েত সেনাবাহিনী মাঞ্চুরিয়ার মধ্যাঞ্চলে প্রবেশ করে তখনই শুধু সেটা সম্ভব হয়। এসবই অপারেশনগত ছকের বৈচিত্র্যের আওতায় পড়ে এবং তাছাড়া সংশ্লিষ্ট ফ্রন্টগুলির সেনাবাহিনী, নৌবহর, ও ফ্লোটিলার মধ্যে কার্যকর সংহতিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

ট্রান্স-বৈকাল, প্রথম ও দ্বিতীয় দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের স্থল সেনাবাহিনী এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহর ও লাল পতাকা আমুর-ফ্লোটিলার নৌসেনাবাহিনীর পরিকল্পিত সামরিক তৎপরতা কেবলমাত্র একটা লক্ষ্যপূরণ—অর্থাৎ, কুওমিনতাং আর্মি উৎসাদনের জন্যে সংসাধিত হয়। শত্রু যাতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্যে নতুন রিজার্ভ বাহিনী আমদানি করে তৎপরতা চালাতে পারে—তাই সমস্ত রণাঙ্গনে দুরন্ত বেগে ও দ্রুত পদক্ষেপে সর্বাত্মক হামলা চালানো হয়।

শত্রুর মূল বাহিনীকে পরিবেষ্টিত করে, তাকে রণাঙ্গনে আমদানীকৃত নতুন রিজার্ভ বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে শত্রুব্যূহের অনেকখানি গভীরে আক্রমণ চালাবার জন্যে রণনীতিগত অপারেশন ছক তৈরী করা হয়। একই সঙ্গে প্রধান রণাঙ্গনে সংসাধিত মূল আক্রমণের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্যে এবং শত্রুসেনাগ্রুপকে একই জায়গায় নিশ্চল করে দেওয়া অথবা তার অংশবিশেষকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি কম গুরুত্বপূর্ণ হামলাও চালানো হয়। তার ফলে, এক দীর্ঘ ফ্রণ্ট জুড়ে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর অসম্ভব চাপ পড়ে। শত্রু যে শুধু গোটা ফ্রণ্ট জুড়ে স্থানুবৎ অচল হয়ে গেল, তা নয়—সে বুঝতেই পারল না কোন্ দিক থেকে আসল আক্রমণ আসছে।

মাঞ্চুরিয়া অভিযান ও অন্যান্য গৌণ অপারেশনের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস সাধন হল অন্যতম প্রধান রণনৈতিক সমস্যা। ১৯৪৫-এর মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে পশ্চিম থেকে পূবে সেনাবাহিনীর ব্যাপকতম স্থানান্তরের ঘটনাটি শুধুমাত্র জেনারেল স্টাফ ও পরিবহণ কর্তৃপক্ষের কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়—সেটা সোভিয়েত রেলকর্মীদের কর্মকুশলতারও এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

যাবতীয় প্রস্তুতিমূলক কাজ, বিশেষ করে পশ্চিম থেকে পূবে এক বিশাল সেনাবাহিনীর স্থানান্তর, ফ্রণ্টগুলির পুনর্বিন্যাস, অপারেশনগত ও রণনীতিগতভাবে সেনা সমাবেশ এবং বিপুল সাজসরঞ্জাম জমায়েত প্রভৃতি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সামরিক কম্যাণ্ড নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা রক্ষা করতে সমর্থ হয়। গোপনীয়তা রক্ষাব্যবস্থা নিখুঁত হওয়ার ফলে সমগ্র অভিযানের ক্ষেত্রে আগাগোড়া সোভিয়েত কম্যাণ্ড শত্রুর বিরুদ্ধে চমক সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় এবং সেটাও রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন সাফল্য।

মস্কোতে অবস্থিত জেনারেল হেড কোয়ার্টার সুপ্রীম কম্যাণ্ডের সদর দপ্তর থেকে এত বেশি দূরের বিশাল রণাঙ্গনে নিরবচ্ছিন্ন রণনৈতিক নেতৃত্বদানের সমস্যার মীমাংসাকল্পে দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জন্যে এক বিশেষ পরিচালকমণ্ডলী বা হাই কম্যাণ্ড তৈরী করা হয়। সমস্ত ফ্রণ্ট, নৌবহর ও স্থানীয় প্রশাসনিক এবং সামরিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে হাই কম্যাণ্ডের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়।

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফলপ্রসূ পদক্ষেপ। তার ফলে রণনৈতিক পরিকল্পনার দ্রুত রূপায়ণ, নির্ধারিত লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয় সাধন ও রণাঙ্গনে পরিস্থিতির উচ্চাবচতার তালে তালে কার্যধারায় পরিবর্তন সাধন প্রভৃতি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। তাছাড়া, পৃথক হাই-কম্যাণ্ড গঠনের ফলে, প্রস্তুতিপর্বে ও অভিযান চলাকালীন বিভিন্ন জটিল রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হয়। হাইকম্যাণ্ড সৃষ্টির মতোই সমগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় হল উপযুক্ত প্রধান সেনাপতি নির্বাচন।

তিনি এমন একজন ব্যক্তি হবেন যিনি রণাঙ্গনের অদূরে অবস্থান করবেন ও মিত্রশক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ক্ষমতা তাঁর থাকবে এবং উপরন্তু তিনিই জাপানী কম্যাণ্ডকে আত্মসমর্পণের শর্তাবলী জানাবেন।[১২]

যদিও দূরপ্রাচ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অভিযানের মেয়াদ অত্যন্ত কম, তবুও যুদ্ধ পরিচালনার পদ্ধতিগত দিক থেকে এই স্বল্পকালস্থায়ী অভিযানটির গুরুত্ব অসামান্য। মাঞ্চুরিয়ার রণনৈতিক অপারেশনটি পরিকল্পনা, ব্যাপ্তি, গতিময়তা, লক্ষ্যপূরণ-পদ্ধতি ও অর্জিত ফলের বিচারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম অসাধারণ অভিযান।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির সাবলীল প্রয়োগই হল এই অপারেশনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রণাঙ্গনের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কথা খেয়াল রেখে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে মূল রণাঙ্গনে অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ার মধ্যাঞ্চলে শত্রুর প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী এই বিশিষ্ট পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে কোয়ানতুং আর্মিকে টুকরো টুকরো করে ফেলে এবং তাদের আলাদা আলাদা ভাবে নিকেশ করে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কৃৎকৌশলগত উৎকর্ষ ও ফ্রণ্ট এবং আর্মির উন্নত ধরনের সংগঠনের দৌলতে সামরিক তৎপরতা উচ্চস্তরে উন্নীত হয় এবং সেনাবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির ফলে সংক্ষিপ্ততম সময়সীমার মধ্যে অপারেশনটি পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

যুদ্ধচলাকালীন রেলপথের সংযোগস্থল, সেতু, রেলস্টেশন ও অন্যান্য সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর নিপুণভাবে ও ব্যাপক আকারে বিমান আক্রমণ সংঘটিত হয়। তার ফলে; যে সমস্ত সেক্টরে সোভিয়েত সেনাবাহিনী এগিয়ে চলেছে সে সব ক্ষেত্রে শত্রুর পক্ষে সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস সাধন ও রিজার্ভ বাহিনী আমদানি করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বিমান হানার ফলে বিচ্ছিন্ন শত্রুবাহিনীগুলিকে একে একে নির্মূল করার পথ প্রশস্ত হয়। শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর অবিরাম বিমান আক্রমণের রণনৈতিক তাৎপর্যও যথেষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অনবরত বিমান হানার ফলে, ট্রান্স-বৈকাল ফ্রণ্ট এলাকায় শত্রু বৃহৎ খিংগান শৈলশ্রেণীর গিরিবর্ত্মগুলি দখল করতে পারে নি এবং তারই ফলে অপারেশনটির সফল পরিণাম নির্ধারিত হয়।

মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার শহরগুলিতে এবং দক্ষিণ সাখালিনে, অপারেশনের শেষ পর্যায়ে বিমানবাহিত সেনাবাহিনীর অবতরণের কাজটিও নিখুঁত। তার ফলে, জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ পর্বে, তাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ধ্বংস করা আর সম্ভব হয় নি।

স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে ক্রিয়াগত সমন্বয় সাধনের বিষয়টিও এই অপারেশনের অন্যতম সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য। প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহর ও উত্তর—

প্রশান্ত মহাসাগরীয় ফ্লোটিলার জাহাজ ও নৌসেনাদের সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় দূর-প্রাচ্য ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্রিয়াগত মেলবন্ধন গড়ে ওঠে। ছক অনুযায়ী জাহাজ থেকে কোরিয়া, দক্ষিণ সাখালিন ও কিউরাইলে উভয়চর বাহিনী নামানো হয় এবং কামান থেকে গোলাবর্ষণ করে নৌবাহিনীর জাহাজগুলি রাইফেলধারী স্থলসেনাদের মদত যোগায়। নৌ-বিমান বহরের সফল তৎপরতাও এবিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য। দ্বিতীয় দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের অপারেশন-সাফল্যের মূলে রয়েছে উত্তর-মাঞ্চুরিয়ার পরিবহণের ধমনী, সুঙ্গেরী নদী বরাবর আমুর-ফ্লোটিলার যৌথ তৎপরতা। নৌবাহিনী যে শুধু স্থলবাহিনীর পার্শ্বভাগ সুরক্ষিত রেখেছিল তাই নয়, তারা উত্তর কোরিয়ার বন্দরগুলি মুক্ত করার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। তার ফলে জাপানের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে কোরিয়ার জলপথে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায় এবং ত্বরান্বিত হয় জাপানের পরাজয়।

রণাঙ্গনের বিশিষ্ট ভৌগোলিক বৈচিত্র্য অপারেশনের চরিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ট্রান্স-বৈকাল রণাঙ্গনের মরুপ্রান্তর ও মরুময় পার্বত্য বৈশিষ্ট্যের জন্যে যেখানে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের পক্ষে এক বিশাল রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণ চালিয়ে এবং শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটিগুলিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। সামুদ্রিক অঞ্চল ও মধ্য মাঞ্চুরিয়ার মধ্যবর্তী প্রায় অনতিক্রম্য পার্বত্যাঞ্চল ও অরণ্যসংকুল জলাভূমির অস্তিত্ব প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে এবং তাদের সরাসরি শত্রুর দুর্গায়িত এলাকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

উত্তর-মাঞ্চুরিয়ার বিশাল অঞ্চল জুড়ে কেবল অরণ্য আর জলাভূমি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলার উপযোগী রাস্তাটুকুও নেই ; কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন সুঙ্গেরী নদীই একমাত্র পরিবহণের মাধ্যম। তার ফলে দ্বিতীয় দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের বিভিন্ন বাহিনীর, সামরিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে কয়েকশো কিলোমিটারের ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

তার ফলে সেনাবাহিনীর অপারেশন কিভাবে প্রভাবিত হয়, কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে তা উপলব্ধি করা যাবে। যেমন, ৫নং আর্মিকে ৬৫ কিঃ মিঃ প্রশস্ত এলাকা জুড়ে যুদ্ধ করতে হয় এবং অপরপক্ষে ২১নং আর্মিকে সাতশো কিঃ মিঃ প্রশস্ত এলাকা জুড়ে তৎপরতা চালাতে হয়। ২৫নং আর্মিকে ১৭০ কিঃ মিঃ গভীর অঞ্চল পর্যন্ত আক্রমণ চালাতে হয় এবং অপরপক্ষে ৬নং গার্ড ট্যাংক আর্মিকে ৮২০ কিঃ মিঃ গভীর রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে হয়। আক্রমণের দৈনিক গতির গড়ের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট তারতম্য ঘটে, যেমন—২৫নং আর্মি দৈনিক সতেরো কিঃ মিঃ বেগে এগিয়ে যায় এবং ৬নং গার্ড ট্যাংক আর্মির দৈনিক অগ্রগতির গড় হল নব্বুই কিঃ মিঃ। আক্রমণ চলাকালীন, একই আর্মির প্রান্তিক বাহিনীগুলির মধ্যে, যেমন—যান্ত্রিক ও ক্যাভেলরী গ্রুপ এবং ১৫নং, ৬নং গার্ড ট্যাংক আর্মিগুলির মধ্যে প্রায়

একশো-দেড়শো কিঃ মিঃ ব্যবধান গড়ে ওঠে। আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিকূল আবেষ্টনী সত্ত্বেও বেশিরভাগ বাহিনীই বেশ গতিচঞ্চল।

৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মির অপারেশনটি হল তড়িৎগতিতে শত্রুব্যূহ ভেদ করার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুশো কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গনে দশদিন ব্যাপী যুদ্ধের মাধ্যমে এই বাহিনীটি শত্রু অধিকৃত অঞ্চলের প্রায় আটশো কিঃ মিঃ ভিতরে ঢুকে যায়। ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের এই আগুয়ান বাহিনীটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে পদাতিক বাহিনীর প্রায় পাঁচ থেকে দশদিন সময় লাগে। ট্যাঙ্ক আর্মির ঝটিকা আক্রমণের ফলে শত্রু তার মূল বাহিনীকে সমাবেশ ঘটানোর আদৌ অবকাশই পায় না। এসবের ফলে অন্যান্য সেনাবাহিনীর পক্ষে আক্রমণের সাফল্যকে বিস্তৃততর করার সুযোগ উপস্থিত হয়। কঠিন আবেষ্টনীর মধ্যেও ৬নং গার্ড ট্যাঙ্ক আর্মির এই ঝড়োগতি কিন্তু জাপানী রক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা প্রসূত নয়। অপারেশনের নিখুঁত পরিকল্পনা, সোভিয়েত ট্যাঙ্ক সৈনিকদের অসামান্য নৈপুণ্য ও সাহস এবং গোটা বাহিনীর সুসংগঠিত পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দূরপ্রাচ্য অভিযানের সাফল্য অনেকখানি পরিমাণে সৈন্য নিয়ন্ত্রণের সুবন্দোবস্তের ফলে সম্ভব হয়েছে। এক অসম্ভব ফ্রন্ট লাইন জুড়ে যুদ্ধরত দুটি সহযোগী বাহিনীর মধ্যে যেখানে বিরাট দূরত্বের ব্যবধান—সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ এক দুরূহ ব্যাপার। কারণ, প্রথমতঃ দুই বা ততোধিক বাহিনীর সেনানায়কদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ-ই এক বিরাট সমস্যা। সেক্ষেত্রে বেতার মারফৎ সংবাদ আদান-প্রদানই একমাত্র উপায়। কতকগুলি ক্ষেত্রে একাজের জন্যে বিমানবাহিনীকেও ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধের প্রয়োজন ব্যতীত যে ক'বার আকাশে বিমান উড়েছে তার তিরিশ শতাংশই যোগাযোগ রক্ষার কাজে।

যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সাফল্যের মূলে রয়েছে সেনাবাহিনীর অসাধারণ মনোবল ও বীরত্ব। তার জন্যে যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে ও যুদ্ধ চলাকালীন যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়। নাৎসী-জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে ও দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গনের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একাজটি করা হয়। জাপানী আগ্রাসকদের নির্মূল করা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটানোর কাজটিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী, এশিয়াবাসীর প্রতি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসাবে দেখেছে। রাজনৈতিক প্রশিক্ষকদের অসামান্য উদ্যম বৃথা যায়নি—কারণ, সোভিয়েত অফিসার ও সৈন্যরা তাদের যুদ্ধের ন্যায্যতা উপলব্ধি করেছিল এবং তারা জানত যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী মুক্তির দূত হয়ে এই দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে এসেছে। এ সমস্ত ধ্যান-ধারণা যখন কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় তখন সেটা হয়ে ওঠে এক বিশাল বস্তুগত শক্তি ও তার রণনৈতিক গুরুত্ব তখন অসাধারণ।

মহৎ লক্ষ্য সাধনে উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত সেনারা, জাপানী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঐকান্তিকতা, ত্যাগ ও গণবীরত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী বেশ কয়েক ডজন বাহিনীকে—যে সমস্ত জায়গা তারা মুক্ত করেছে, তাদের নামানুযায়ী সম্মানিত করা হয়; যেমন—'খিংগান', 'আমুর', 'হারবিন', 'মুকদেন', 'সাখালিন' ও 'কিউরাইল'।

স্থানীয় প্রশাসন ও জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করাটা ছিল সেনা কম্যাণ্ড ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষকদের একটি প্রধান কর্তব্য। ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল মঙ্গোলীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের সাধারণ মানুষ ও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অন্তর্গত যান্ত্রিক ক্যাভেলরী গ্রুপের অংশ হিসাবে যুদ্ধে যোগদানকারী মঙ্গোলীয় সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। এই সংগ্রামী সহযোগিতার অভিজ্ঞতা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। তাছাড়া এটা মঙ্গোলীয় গণ-প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেও বিশেষ উপযোগী। মঙ্গোলীয় গণবিপ্লবীবাহিনী জাপানী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিঃস্বার্থভাবে লড়াই করেছে।

অপারেশন চলাকালীন সোভিয়েত কম্যাণ্ড মুক্ত অঞ্চলের স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে সুষ্ঠু যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে সচেষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মুক্ত এলাকার শহর ও গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহভরে এই প্রচেষ্টার সাড়া দিয়েছে। সেখানকার অধিবাসীরা জাপানী হানাদারদের কবল থেকে মুক্তিদাতা হিসাবে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। সোভিয়েত সেনারাও তাদের জীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার কাজে মুক্ত এলাকার মানুষদের সর্বতোভাবে সহায়তা করেছে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী, জাপানী নাশকতার ফলে বিধ্বস্ত রাস্তাঘাট, সেতু ও কলকারখানা মেরামত করেছে এবং নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছে।

চীনের বিভিন্ন শহরের বহু মানুষ সোভিয়েত সৈন্যদের কাছে অভ্যর্থনা জানিয়ে চিঠি লিখেছে এবং তা থেকে বোঝা যায় মুক্ত এলাকার মানুষ তাদের মুক্তিদাতাদের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল।

হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর অ্যাটম বোমা নিক্ষেপের ফলেই জাপান আত্মসমর্পণ করেছে—পশ্চিমী দুনিয়ায় এই গল্পটা খুব চালু। কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে, অ্যাটম বোমায় লক্ষ লক্ষ শান্তিপ্রিয় নাগরিক নিহত হওয়া সত্ত্বেও জাপান অস্ত্রত্যাগ করেনি। কেবলমাত্র জাপানের আসল আক্রমণকারী বাহিনী কোয়ানতুং আর্মির উৎসাদনের পরই জাপানের জঙ্গীবাদীরা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে সম্মত হয়। এই সত্য সে সময়ে, পশ্চিমী জগতের বহু রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারাও

স্বীকার করেছেন। 'দা নিউইয়র্ক' টাইম্‌স্‌'-এর সংবাদদাতার কাছে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে চীনের মার্কিন বিমানবাহিনীর অধিনায়ক, মেজর জেনারেল ক্লেয়ার চেন্‌-নল্ট বলেন, "জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণের ফলেই জাপানের পরাজয় ত্বরান্বিত হয়—অ্যাটম বোমা না ফেললেও তাই ঘটত।" তিনি আরও বলেন, '……তাদের দ্রুত আঘাত জাপানের চারপাশের বেষ্টনীকে সম্পূর্ণ করে এবং তার ফলে ঐ জাতি নতজানু হতে বাধ্য হয়।"[১৩]

১। হার্বার্ট ফীস্‌—চার্চিল, রুজভেল্ট, স্টালিন, দা ওয়ার দে ওয়েজ্‌ড্‌ অ্যাণ্ড দা পীস্‌ দে সট, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রিন্সটন (নিউ জার্সি), ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ৫০৩।

২। আই. ভি. পারোৎকিন—লিবারেশান মিশন অব দা সোভিয়েত আর্মড্‌ ফোর্সেস্‌ ইন দা সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার ১৯৪১—১৯৪৫, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৩৯০।

৩। এস. এম. স্তেমেস্কো—দা সোভিয়েত জেনারেল স্টাফ অ্যাট ওয়ার (১৯৪১—১৯৪৫), প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৩৩৬।

৪। ঐ।

৫। দা ইউ. এস. এস. আর ডিফেন্স মিনিস্ট্রী সেণ্ট্রাল আর্কাইভ্‌স, আর্কাইভাল কালেকশান ডেস্‌ক্রিপশান লিস্ট ৩৬৪০২, ফাইল ৩, পাতা ৮৭।

৬। দা ফরীন পলিসি অব্‌ দা সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিউরিং দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার, ভল্যুম ৩, মস্কো, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা ৩৬২—৬৩ (রুশ ভাষায়)।

৭। এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪৭১।

৮। তাকুশিরো হাত্তুরী—জাপান ইন দা ওয়ার, ১৯৪১—১৯৪৫, মস্কো, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৫৫৮—৫৯ (রুশ ভাষায়)।

৯। এখানে ও অন্যত্র জনপ্রিয় সোভিয়েত সঙ্গীতগুলির অংশমাত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে।

১০। ১৯৪১-৪২ সালে দক্ষিণ সাগরীয় অঞ্চলে ধৃত।

১১। একজন জারতন্ত্রী কর্ণেল যে ১৯১৮—২২ সালে গৃহযুদ্ধের সময় সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করে।

১২। এ. এম. ভ্যাসিলিভস্কি—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪৬৩, দেখুন।

১৩। দা নিউ ইয়র্ক টাইমস, ১৫ই অগাস্ট, ১৯৪৫।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ও তার শিক্ষা

(উপসংহারের পরিবর্তে)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানব জাতির বিবেকে গভীরভাবে দাঁত ফুটিয়েছে। যে ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদ লক্ষ-কোটি মানুষের মৃত্যু ও সীমাহীন ধ্বংসের জন্যে দায়ী এবং যার প্রভাব আজও পর্যন্ত বহু দেশ কাটিয়ে উঠতে পারেনি—তার বিরুদ্ধে ঘৃণায় গোটা মানবসমাজ আজ আপ্লুত।

ফ্যাসিবাদী জঙ্গী জোটের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের জয়লাভের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসিত। এই জয় বিশ্ব ইতিহাসের ধারা ও সমসাময়িক বিশ্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই যুদ্ধ সামরিক বিদ্যার উপর গভীর ছাপ ফেলেছে।

অতীতের কোন যুদ্ধে যা ঘটেনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেলায় তাই ঘটেছে। জলে, স্থলে, আকাশে বিশাল সেনাবাহিনী, বিমানবহর, বিমানবিধ্বংসী কামানশ্রেণী ও নৌবাহিনীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই যুদ্ধের আওতায় অতিকায় ধরনের রণনৈতিক অপারেশন সংসাধিত হয়। এই যুদ্ধে ১৭০ কোটি লোকসংখ্যা সম্বলিত ৬১টি দেশ ও তাদের ১১ কোটি সশস্ত্র সৈন্য সংশ্লিষ্ট হয়।

এই যুদ্ধের আসল বোঝা সোভিয়েত সেনাবাহিনীকেই বহন করতে হয়—যেহেতু তাদের প্রধান রণাঙ্গনে অনুষ্ঠিত বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টেই এবং বিশেষ করে মস্কোর যুদ্ধে নাৎসী-জার্মানীর ঝটিকা অভিযানের রণনীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে যুদ্ধের গতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য অপরিসীম। নাৎসী রণপ্রভুদের যা সবচেয়ে ভয়ের বস্তু তাই ঘটল। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হতে থাকে এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নাৎসী অধিকৃত দেশের জনগণ সম্মিলিত হওয়ার ফলে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ফ্রন্ট সম্প্রসারিত হতে থাকে।

দুটি রণাঙ্গন বাস্তবায়িত হবার আগে, হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়নকে খতম করার দুরাশা স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে সমাহিত হয়।

রাজ্য জয়ের সর্বোচ্চ সীমানায় পৌঁছানোর পর ভেরমাখ্‌ট স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধের পর সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণের দাপটে ক্রমাগত পিছু হটতে থাকে।

১৯৪৩ সালে নাৎসী-জার্মানী কেবলমাত্র কুর্স্কের ৩০০ কিমিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গনে অপারেশন চালাবার সামর্থ্য রাখে। অথচ তারা ১৯৪২ সালে ৮৫০ কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গনে ও তার আগে ১৯৪১ সালে ৩০০০ কিঃ মিঃ প্রশস্ত রণাঙ্গন জুড়ে অপারেশন চালিয়েছে। কুর্স্ক-স্যালিয়েণ্টে জার্মান আক্রমণের বিপর্যয় এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হাতে ভ্যেরমাখ্‌টের আর একবার পরাজয় জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়লাভের পথে একটি পথনির্দেশক চিহ্নবিশেষ এবং এই পরাজয় জার্মানীকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে আসে।

১৯৪৪ সালে শুরু হয় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অভূতপূর্ব আক্রমণ, জার্মান যুদ্ধবাজদের রণনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং আগ্রাসক দেশগুলির জোটে ভাঙন।

পরিশেষে, ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অন্তিম অপারেশনের মাধ্যমে সোভিয়েত যুদ্ধবিদ্যার জয়-জয়কার ঘটে এবং জার্মান ফ্যাসিবাদ ও জাপানী জঙ্গীবাদের পতন হয়।

হিটলার-বিরোধী জোটের সমস্ত জাতির সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়েছে। তৃতীয় রাইখ বিরোধী সংগ্রামে তারাই আসল শক্তি। কিন্তু সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের ক্ষেত্রে জোট অন্তর্ভুক্ত সব অংশীদারের অবদান সমান নয়। ফ্যাসিবাদী জোট নির্মূল করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অবদান কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং এই বইয়ে তাই দেখানো হয়েছে। জার্মান ফ্যাসিবাদের বিশ্বগ্রাসী মতলবকে ব্যর্থ করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তারাই প্রথমে নাৎসী-জার্মানীকে ও পরে জঙ্গীবাদী জাপানকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে।

যুদ্ধ চলাকালীন কেউ এ সত্য অস্বীকার করেনি। সে সময় যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের চূড়ান্ত অবদান সম্পর্কে পশ্চিমী মহলে অনেক কথা বলা হয়েছে ও অনেক কিছু লেখা হয়েছে। এমন কি যিনি সোভিয়েত বিদ্বেষের জন্যে প্রসিদ্ধ সেই গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হন। তিনি বলেন, 'কেবল রুশ সেনাবাহিনীর হাতেই জার্মান যুদ্ধযন্ত্র চুরমার হয়েছে।'[১] রুশদের অসাধারণ বিজয় অভিযানে আনন্দিত, পশ্চিম ইউরোপের মিত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, জেনারেল ডুইট আইজেনহাওয়ার রুশদের মহান জয়ের জন্যে প্রাপ্য কৃতিত্ব সম্পর্কে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন। মার্কিন স্থলবাহিনীর সেনাপতি জেনারেল জোসেফ স্টীলওয়েল বলেন যে, আমেরিকাবাসী যখন রুশ সৈন্যদের সমীহ করে মন্তব্য করেন, তখন তাঁরা মার্কিন সৈন্যদের মনোভাবই ব্যক্ত করেন। আমেরিকাবাসী দেখেছে যে, কিভাবে তিন বছর ধরে অবিরাম লড়াইয়ের মাধ্যমে রুশরা জার্মান আক্রমণের চাপ সহ্য করার পর অবশেষে তাদের পরাজিত করল। সমস্ত সভ্য জগতের উচিত এই লড়াইয়ের

প্রধান নায়ক রুশ সৈন্যের বীরত্বের বিশেষভাবে তারিফ জানান—একথা বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও অন্যান্য ধনতন্ত্রী দেশে ফ্যাসিবাদকে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাকে ছোট করে দেখিয়ে, বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও সামরিক নেতারা নানারকম বিবৃতি দিতে থাকেন। আন্তর্জাতিক মৈত্রীর শত্রুদের খুশি করার জন্যে আজও এসব কথা পশ্চিমী মহলে রটানো হয়। ঐতিহাসিক তথ্য কিন্তু অখণ্ডনীয়। নাৎসী-জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের সংগ্রাম প্রায় চার বৎসর ধরে চলে। এই সময়সীমার মধ্যে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্ট বা পশ্চিমী সাহিত্যের ভাষায় পূর্বাঞ্চলীয় অথবা রুশ ফ্রন্ট ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গন। এখানেই নাৎসী-জার্মানী ও তার তাঁবেদার দেশগুলির সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশ আটকা পড়ে। ১৯৪১-৪২ সালে ভেয়েরমাখটের সেনা ডিভিসনগুলির ৭০ থেকে ৭৬ শতাংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয় এবং অপরপক্ষে অ্যাংলো-মার্কিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জার্মানীর মাত্র ২ থেকে ৪ শতাংশ সৈন্য। এমন কি ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি হবার পরও, নাৎসী-জার্মানীর অর্ধেকেরও বেশি সৈন্য সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে যুদ্ধে নিযুক্ত থাকে এবং পশ্চিমী মিত্র বাহিনীকে মোকাবিলা করতে হয় জার্মানীর এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য।

জার্মানী ও তার তাঁবেদারদের মূল বাহিনী অর্থাৎ ৬০৭ ডিভিসন সৈন্য সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে বিধ্বস্ত হয়। পশ্চিমী মিত্রদের হাতে উত্তর আফ্রিকায় ও পশ্চিম ইউরোপে বিনষ্ট হয় জার্মানীর ১৭৬ ডিভিসন সৈন্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে নাৎসীদের গোলন্দাজ ও প্যানজার বাহিনীর সিংহভাগ, বিমানশক্তির তিন-চতুর্থাংশ ও ১৬০০-এরও বেশি যুদ্ধজাহাজ ও পরিবহণ জাহাজ খোয়া যায়। হতাহত ও নিখোঁজ মিলিয়ে নাৎসী-জার্মানীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ সৈন্য বিনষ্ট হয় এবং তার মধ্যে তিয়াত্তর শতাংশ বা এক কোটি সৈন্য নষ্ট হয় সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে।

নাৎসী জার্মানীর মিত্রদেশগুলি রাজতন্ত্রী রুমেনিয়া, জারতন্ত্রী বুলগেরিয়া, ম্যানারহাইমের ফিনল্যাণ্ড ও হর্থীর হাঙ্গেরীর যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণের ঘটনা কেবলমাত্র সোভিয়েত সেনাবাহিনীর একের পর এক যুদ্ধজয়ের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকক্ষয় ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। যুদ্ধক্ষেত্রে, ফ্যাসিস্ত বন্দীশালায় ও নির্যাতন কুঠুরীতে সোভিয়েতের প্রায় দুকোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ব্রিটেনের প্রাণহানি ঘটেছে তিন লক্ষ সত্তর হাজার ও আমেরিকার চার লক্ষ।

ব্রিটিশ প্রগতিশীল লেখক পিয়ার্স পল রীড মন্তব্য করেন যে, হিটলারের

পরাজয়ের মাধ্যমে দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসান, উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে অথবা নর্ম্যাণ্ডির উপকূলে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ফলশ্রুতি নয়—সেটা নির্ধারিত হয়েছে স্টালিনগ্রাড, লেনিনগ্রাড ও কুর্স্কের রণক্ষেত্রে। হিটলারের কাছে গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর-আফ্রিকার গুরুত্ব যৎসামান্যমাত্র। ফ্যুরারের পৈশাচিক উন্মত্ততা তখনি দানবীয় শক্তি নিয়ে পুরোমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করে যখন তিনি ভ্যেরমাখ্‌টকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার মাটিতেই তিনি নিজের কবর খোঁড়েন—এই বলে ব্রিটিশ লেখক বক্তব্যের উপসংহার টানেন।

এই মূল্যায়নের সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত সৎ মানুষই একমত হবেন। নাৎসী-জার্মানীকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদানকে লঘু করে দেখাতে গিয়ে বুর্জোয়া প্রচারকরা নিজেদের দেশের লোকের কাছে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে প্রকৃত সত্য গোপন করে রাখে। তারা সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড শক্তির কথা চেপে যায় এবং দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির বেলায় অহেতুক গড়িমসি ভাব ও যুদ্ধক্ষেত্রে মার্কিন ও ব্রিটিশ ফৌজের অনীহা প্রদর্শনের ভূরি ভূরি উদাহরণের কারণ আবিষ্কার করে।

তারই সঙ্গে পশ্চিমী তত্ত্ববাগীশরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন কৃতিত্বের পঞ্চমুখে প্রশংসা করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অক্ষশক্তি জোটের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে হিটলার বিরোধী শিবিরের শক্তি জোরদার হয়। কিন্তু সেটাই অক্ষশক্তি জোটের নির্মূল হওয়ার পেছনে 'চূড়ান্ত কারণ'—একথাটি ভিত্তিহীন। এটা মনে রাখা দরকার যে, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত জার্মানীর ঝটিকা অভিযানের ছক উল্টে দেওয়া এবং অন্য দেশে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন ছড়িয়ে পড়ার রাস্তা বন্ধ করার পরই কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধে নামে। ইতিমধ্যে কিন্তু 'কে কাকে হারাবে'—এই সওয়ালের মীমাংসা এককভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী-জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে সেরে নিয়েছে। যুদ্ধের যখন মোড় ফেরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র-বাহিনী ও যুদ্ধ-অর্থনীতি তখনও ভ্রূণাবস্থায় রয়েছে। একথার স্বীকৃতি পাওয়া যায়, মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন চীফ অব স্টাফ, জেনারেল জর্জ মার্শালের (১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে), প্রতিরক্ষা সচিবের কাছে প্রেরিত রিপোর্টে। সেখানে বলা হয়েছে, সময় পাওয়াটাই হচ্ছে একটা দেশের পক্ষে সবচেয়ে বড় জিনিস। এবং আমেরিকা সে মূল্যবান সময়টুকু, নাৎসী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে পেয়েছে।'

গত বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শুধু নিজের দেশের স্বাধীনতা ও ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেনি—তারা ইউরোপ ও এশিয়ার মানুষের ন্যায়সঙ্গত মুক্তিযুদ্ধকেও সহায়তা করেছে। ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি অবিচলিতভাবে যে আন্তর্জাতিকতা-

বাদী নীতি অনুসরণ করে আসছিল সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর এই মুক্তি মিশন তারই স্বাভাবিক বিকাশ। নাৎসীদের থেকে বিপদ শুধু ইউরোপবাসীর নয়, অন্যান্য মানুষদেরও ; একথা সেদিন আমেরিকা ও ব্রিটেনের বহু প্রখ্যাত রাষ্ট্র-নায়ক ও সামরিক নেতারা স্বীকার করেছেন। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট, ১৯৪১ সালের ২৭শে মে মার্কিন জাতির উদ্দেশে বক্তৃতায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে লাতিন আমেরিকা জয় করার পর, নাৎসীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার গলা টিপে ধরবে।

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে যখন সোভিয়েত সৈন্যরা উত্তরে বারেন্তস সাগর থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে হিটলারী জোটের সেনা-বাহিনীর বিরুদ্ধে অতিকায় সংগ্রামে লিপ্ত, তখন ওয়াশিংটন পোস্ট সংবাদপত্র লিখছেন, 'আমেরিকাবাসী, এই ভেবে ভয়ে কাঁপছে যে যদি আগুয়ান জার্মান বাহিনীর চাপের মুখে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় তাহলে কি হবে! রুশ জনগণ যদি যথেষ্ট সাহসী ও নির্ভীক না হয় তাহলে কি হবে! এই বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মাধ্যমে রুশরা গোটা মানবজাতির শত্রুর হাত থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করেছে'। এই সংবাদপত্রে আরো লেখা হয় যে 'তারা সকলের স্বার্থে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে'।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে, ১৯৪১ সালের ২৯শে জুন কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার প্রদত্ত বিবৃতিতে এবং ১৯৪১ সালের ৩রা জুলাই, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির সভাপতি জে. ভি. স্টালিনের জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণের মাধ্যমে, সোভিয়েত জনগণ ও তার সেনাবাহিনীর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকারের তরফ থেকে স্টালিন বলেন যে, ফ্যাসিবাদী উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক যুদ্ধের লক্ষ্য শুধু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে বিপদমুক্ত করা নয়, নাৎসী বুটের তলায় নিষ্পেষিত সমগ্র ইউরোপবাসীকে সহায়তা করাও বটে। এবং এই মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ নিঃসঙ্গ নয়। স্টালিন বলেন, 'এই মহান যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ নাৎসীশাসকদের পদানত জার্মান জনগণসহ, ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত মানুষকেও বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে তার পাশে পাবে।'[২]

সোভিয়েত সেনাবাহিনী যখন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন তাদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা যেন মুক্তদেশ-গুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে এবং তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভার তাদেরই উপর ছেড়ে দেয়। ফ্যাসিবাদীদের পদানত ইউরোপের জনগণের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্যে ন্যায্য লড়াইকে সাহায্যদানের কর্মসূচীই হল এসব নির্দেশের উৎস। এই কর্মসূচীকে কার্যকর করার মাধ্যমে, সোভিয়েত

সেনাবাহিনী তারা যে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী আদর্শের প্রতি সর্বদা অনুগত —তার প্রমাণ দিয়েছে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী পুরোপুরি অথবা অংশতঃ ইউরোপের দশটি ও এশিয়ার দুটি দেশ এবং একশ কোটি মানুষের বাসভূমি পঁচিশ লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ অঞ্চল মুক্ত করেছে। ইউরোপের দেশগুলিকে মুক্ত করতে গিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী, সেখানকার কলকারখানা, ঐতিহাসিক সৌধ, গ্রাম ও গোটা শহরকে অক্ষত রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এ বিষয়ে অ্যাংলো-মার্কিন কম্যাণ্ড আবার চরম উদাসীন। ড্রেসডেন, সোফিয়া ও অন্যান্য শহরের উপর অ্যাংলো-মার্কিন বিমান বহরের বর্বর আক্রমণ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। ১৯৪৫ সালের অগাস্ট মাসে, জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরের উপর অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবজাতির বিরুদ্ধে ইতিহাসের অতুলনীয় অপরাধটি সংসাধিত করেছে। তার ফলে শহর দুটি সমস্ত অধিবাসীসহ ধ্বংস হয়েছে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পোল, চেক, যুগোশ্লাভ, বুলগার ও রুমেনীয় সেনাদল এবং কয়েকটি হাঙ্গেরীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ও একটি ফরাসী বিমানবাহিনীর রেজিমেণ্ট নাৎসীশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে দূরপ্রাচ্য অভিযানে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অংশ হিসাবে মঙ্গোলীয় গণবাহিনী লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে। স্বভাবতই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্যে জার্মান ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সোভিয়েত জনগণ ও অন্যান্য জাতির সমস্বার্থ থেকেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী এবং ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীর ঘনিষ্ঠ সামরিক সহযোগিতার উদ্ভব।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সেনাবাহিনী জার্মান জনগণকে ফ্যাসিবাদের কবলমুক্ত করেছে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী নাৎসীবাদকে উচ্ছেদ করার জন্যে, জঙ্গীবাদকে নির্মূল করার জন্যে ও ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জার্মানীতে প্রবেশ করেছিল। সোভিয়েত সেনাবাহিনী জার্মান জনগণের মুক্তির দূত, বিজেতা হিসাবে অথবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে জার্মানীতে প্রবেশ করেনি। জার্মান জনগণ নিজেরাই তার সাক্ষী। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সীমাহীন উদ্যম ও অপরিসীম আত্মত্যাগের ফলেই ইউরোপের মানুষের মুক্তি সম্ভব হয়েছে। রুমেনীয় রণাঙ্গনে ৬৯ হাজার; পোল্যাণ্ডে প্রায় ৬ লক্ষ; চেকোশ্লোভাকিয়ার মাটিতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার; হাঙ্গেরীতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার এবং ১ লক্ষ ২ হাজারেরও বেশি সোভিয়েত সৈন্য জার্মানীতে প্রাণ হারিয়েছে। সবসুদ্ধ দশ লক্ষেরও বেশি সোভিয়েত অফিসার ও সৈন্যের মরদেহ ইউরোপের নানা দেশের মাটিতে সমাহিত রয়েছে।

সোভিয়েত সৈন্যদের অতুলনীয় বীরত্বের পবিত্র স্মৃতি, মুক্ত দেশগুলির

শ্রমজীবী মানুষের হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে। তাদের বীর-কীর্তির স্মরণে তারা সর্বত্র স্মৃতিসৌধ ও স্তম্ভ নির্মাণ করেছে এবং রাস্তা, পার্ক, কলকারখানা ও স্কুলের নামকরণ করেছে অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে। অন্য দেশের সরকারগুলি সহস্র সহস্র সোভিয়েত অফিসার ও সৈন্যকে খেতাব ও পদকে ভূষিত করেছে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে সংগ্রামী মেলবন্ধন হল ফ্যাসিবাদ বিরোধী দুঃসাহসিক লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর শৌর্যমণ্ডিত বিজয় লক্ষ লক্ষ পদানত মানুষকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্দীপিত করেছে এবং তাদের বুকে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমেরিকা ও ব্রিটেনের শাসককুল ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তিকে সাহায্য করেনি—বরঞ্চ তারা মুক্তি সংগ্রামের পরিধিকে সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করেছে। তারা দেশপ্রেমী শক্তির জন্যে অস্ত্র সাহায্যের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়ে দেয় এবং তাদের তৎপরতাকে নিজেদের স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। কতকগুলি ঘটনা থেকে তা প্রমাণিত; দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে, ইতালীর মিত্রবাহিনীর প্রধান-সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল হ্যারল্ড আলেকজাণ্ডার পার্টিজান বাহিনীকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করে। একই মাসে, উইনস্টন চার্চিলের নির্দেশে, ব্রিটিশ সেনাদল, রাজতন্ত্রী ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গ্রীসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী জঙ্গীবাদী জাপানের অধীনতার নাগপাশ থেকে জনগণকে মুক্ত করার মাধ্যমে তার আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন করেছে। তারা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ চীনের জনগণকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে। জাপানী জঙ্গীবাদের ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে শুধু এশিয়ার জনসাধারণই মুক্তি লাভ করেনি—জাপানী জনগণ নিজেরাও জঙ্গীবাদী-ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মুক্তি মিশন শুধু ফ্যাসিবাদী প্লেগের কবল থেকে দেশগুলিকে মুক্ত করার মধ্যেই সীমিত নয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়জয়কারের ফলে, সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সপক্ষে পরিবর্তিত হয়। তার ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে এবং ঔপনিবেশিক ও পদানত দেশের মুক্তি সংগ্রামের বিকাশ আরও এক ধাপ উন্নীত হয়েছে।

* * *

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর অনেকদিন কেটে গিয়েছে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার আকর্ষণ কমেনি। এ বিষয়ে বহু মনোগ্রাফ, স্মৃতিকথা, প্রামাণ্য দলিল ও অসংখ্য নিবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এবং কখনো কখনো যুদ্ধের

কারণ, তার চরিত্র ও ফলাফলকে বিকৃত করে দেখানো হচ্ছে। একথা মনে রাখা দরকার, এ সবের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

বিগত যুদ্ধের আসল শিক্ষাটা কি?

নাৎসী জার্মানী ও জঙ্গীবাদী জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুক্তিসঙ্গত জয়লাভই হল প্রথম ও প্রধান শিক্ষা।

বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও প্রগলভ ব্যক্তিরা এবং বিশেষ করে যে সব নাৎসী জেনারেল সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হাতে নাকাল হয়েছে, তারা অক্ষশক্তি জোটের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়ের কারণ হিসাবে—দৈব, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভৌগোলিক বিশালতা, রাশিয়ার তুষারপাত, বসন্তকালীন বরফগলা, হিটলারের ভুল এবং কত কি-ই না বলে। এসবই ডাহা মিথ্যে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিক জয়ের প্রধান কারণ— প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার শক্তির মধ্যে নিহিত; যার দ্বারা সমগ্র সোভিয়েত সমাজ অবিনাশী ঐক্যের ভিত্তিতে গ্রথিত তার অর্থনীতি অভূতপূর্ব-ভাবে শক্তিশালী ও গতিশীল—তার সামরিক বিজ্ঞান উচ্চতর স্তরে উন্নীত এবং যার দৌলতে এই অসাধারণ জেনারেল ও সৈন্যদের আবির্ভাব। এই যুদ্ধ অকাট্য-ভাবে প্রমাণ করেছে যে বিশ্বের কোন শক্তিই সমাজতন্ত্রী মাতৃভূমির প্রতি অনুগত জনগণকে নতি স্বীকার করাতে পারে না।

সুপরিকল্পিত সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির বিরাট সুবিধার দৌলতে ও সোভিয়েত জনগণের নিঃস্বার্থ শ্রমের উপর নির্ভর করে সোভিয়েত সরকারের পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম নির্মাণের ক্ষেত্রে নাৎসী জার্মানীকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার জন্যে সমস্ত মজুত শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। এবং তার ফলে সোভিয়েত সরকার সাম্রাজ্যবাদদের হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয়লাভে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হল সোভিয়েত জনসাধারণের ঘরে ও রণাঙ্গনে অভূতপূর্ব গণ-বীরত্বের গাথাবিশেষ। সমগ্র জগত অবাক বিস্ময়ে ব্রেস্ট দুর্গশ্রেণী, ওডেসা, সিবাস্তোপোল ও লেনিনগ্রাডের রক্ষীবাহিনীর লৌহদৃঢ় ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করেছে। মস্কো ও স্টালিনগ্রাডের ঐতিহাসিক যুদ্ধে, ককেশাস ও কুস্ক-স্যালিয়েন্টে এবং ১৯৪৪-৪৫ সালের চমকপ্রদ অপারেশনগুলির ক্ষেত্রে সোভিয়েত সেনাবাহিনী লড়াই করতে গিয়ে অতুলনীয় সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছে।

কোন্ অতলান্ত উৎস থেকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী এই শক্তি সংগ্রহ করেছে? প্রধানতঃ, তাদের উন্নত মানের নৈতিকতা, সমাজতন্ত্রী দেশের প্রতি পুরোমাত্রায় ভক্তি ও ভালবাসা এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে অবিচল প্রত্যয়ই হল সেই শক্তির উৎস।

গত যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জয়লাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ

হল ঃ হিটলারের ভেয়রমাখ্‌টের তুলনায় সোভিয়েত যুদ্ধবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব, সোভিয়েত সেনাপতিদের নৈপুণ্য ও যুদ্ধক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মীদের উপস্থিতি। অত্যন্ত কঠিন সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও সোভিয়েত সেনাবাহিনী চমকপ্রদ অপারেশনের বেলায় এটা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। মস্কোর যুদ্ধে শত্রুর সংখ্যাগত প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও তারা নির্মূল হয়েছে ; স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে উভয় পক্ষের সংখ্যাগত সমতা থাকা সত্ত্বেও, নাৎসী বাহিনীর তিন লক্ষ তিরিশ হাজার সৈন্য অবরুদ্ধ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এবং পরবর্তী অপারেশনের বেলায়, সোভিয়েত সেনাবাহিনী তাদের দুঃসাহসিক লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও রূপায়ণ নৈপুণ্যের মাধ্যমে, বিশাল অপারেশনগত ব্যাপ্তি, নিপুণ সামরিক তৎপরতা ও দক্ষ সেনা নিয়ন্ত্রণের পরাকাষ্ঠা দেখায়।

নাৎসী জেনারেল ও বুর্জোয়া মহলের অন্যান্য প্রথিতযশা ব্যক্তিদের সোভিয়েত সামরিক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিতে হয়। নুরেমবার্গ বিচারমঞ্চে গোয়েরিং-এর পক্ষ সমর্থনকারী উকীল অত্যন্ত ঘৃণাভরে বলেন যে, যুদ্ধবন্দী থাকাকালীন ফিল্ড মার্শাল পাউলাস নিশ্চয় সোভিয়েত সামরিক অ্যাকাডেমিতে রণনীতি সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন। তার উত্তরে পাউলাস বলেন, 'সোভিয়েত রণনীতি এত উচ্চস্তরে পেঁাচেছে যে, রুশরা আমাকে তাদের নন-কমিশান্‌ড্‌ অফিসারদের স্কুলেও বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানাবে না। তার প্রমাণ হচ্ছে যে ভোলগার যুদ্ধের পরিণাম—যার জন্যে আজ আমি বন্দী এবং আপনারা, ভদ্রলোকরা কাঠগড়ায় বসে।"

মার্কিন সাংবাদিক রালফ ইঙ্গেরসোল্‌ তাঁর বই, 'টপ সীক্রেট'-এ লেখেন, 'এটা খুবই পরিষ্কার যে রুশরা যুদ্ধক্ষেত্রকে এক বিশাল দাবার ছক বলে মনে করেছিল —তারা আসল যুদ্ধের আগে অনেকগুলি বিকল্প চালের কথা চিন্তা করে থাকে— যার ফলে, বাল্টিক সাগর থেকে দানিউবের মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গনে জার্মানদের পরবর্তী রুশ আক্রমণকে মোকাবিলা করার জন্যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় অনবরত ছুটোছুটি করতে হয়। এই দাবার ছকরূপী রণক্ষেত্রে, কি যে রুশরা ঘটাতে যাচ্ছে জার্মানিরা কখনও ঠাহর করে উঠতে পারেনি।"[৩]

সোভিয়েত সেনাবাহিনী নাৎসী-জার্মানী ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে মোক্ষম আঘাত হানে এবং অন্য দেশ ও মহাদেশের দিকে অগ্রসরোদ্যত আগ্রাসকদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ইতিহাস আর একবার অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক অ্যাডভেঞ্চার ও তাদের আক্রমণাত্মক অভিপ্রায় অবশেষে তাদের প্রযোজকদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়। যুদ্ধের এটাই হল প্রথম শিক্ষা।

দ্বিতীয় শিক্ষাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেটা হল যে, যুদ্ধ তার প্রকৃত উস্কানিদাতা, অর্থাৎ, যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের মূল হোতা, তার

স্বরূপকে জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করে এবং গোটা দুনিয়ার মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে, আরো ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী এবং সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধকে নিবারণ করে স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই চালাতে উদ্বুদ্ধ করে।

বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশরা জনসাধারণের কাছে যতই যুদ্ধের প্রকৃত উস্কানিদাতা ও যুদ্ধের আসল কারণ গোপন করার চেষ্টা করুক না কেন, তথ্য ও প্রামাণ্য দলিলপত্র থেকে এটা পরিষ্কার বেরিয়ে আসে যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরাই হল পালের গোদা, তারাই বিশ্বের প্রথম সমাজতন্ত্রীদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার জন্যে নাৎসী-জার্মানীকে লালন-পালন করেছে।

এমন কি যুদ্ধ চলাকালীনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মিত্রশক্তির অঙ্গীকার সম্বন্ধে বাগাড়ম্বর করার সাথে সাথে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যাপারে টালবাহানা করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে রিক্ত ও রক্তশূন্য করার নীতি অনুসরণ করে চলে যাতে নাৎসী-জার্মানীর পরাজয়ের সাথে সাথে তারা নিজেদের শর্তে যুদ্ধোত্তর বিলিব্যবস্থা সারতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে মিত্রশক্তি হিসাবে যাবতীয় অঙ্গীকার সততার সঙ্গে পালন করেছে—সেক্ষেত্রে মার্কিন ও ব্রিটিশ নীতি হচ্ছে, যুদ্ধকে জীইয়ে রাখা ও নাৎসী কবলমুক্ত কতকগুলি দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে এটাই পরিষ্কার বেরিয়ে আসে যে, সাম্রাজ্যবাদ থেকেই যুদ্ধের বিপদ উদ্ভূত। সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধের উৎস, আগেও তাই ছিল এবং বর্তমানেও তাই। অতএব অবিচল দার্ঢ্য ও সংকল্প নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রস্তুতির উপর সতর্ক প্রহরা রাখার জন্যে, সময়মতো সম্প্রসারণবাদী ও প্রভুত্বকামী মতলব ফাঁস করার জন্যে এবং আক্রমণকারীকে রজ্জুবদ্ধ করার জন্যে যেন সমস্ত শান্তি সৈনিককে এই অভিজ্ঞতায় উদ্বুদ্ধ করে।

পূর্বোক্ত শিক্ষা থেকেই তৃতীয় শিক্ষা বেরিয়ে আসে। সে শিক্ষা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী মতলব ও কুটিল ষড়যন্ত্রী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অতন্দ্র সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যুদ্ধ বাধাবার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা সযত্নে যুদ্ধের রাজনৈতিক মর্মবস্তু ও অর্থনৈতিক কারণকে ছদ্মবেশ পরায় এবং তার প্রকৃত কারণ ও লক্ষ্যকে গোপন করার চেষ্টা করে। এই মতলবে তারা নানা রাজনৈতিক ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে শুধু নিজের দেশের লোককে নয়, বিশ্ব জনমতকেও প্রতারিত করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, জার্মান ফ্যাসিবাদ তার বিশ্বজয়ের আগ্রাসী পরিকল্পনার যুক্তি হিসাবে জার্মানীর জন্যে তথাকথিত 'স্থান সঙ্কুলান' তত্ত্ব হাজির করে এবং তাকে 'কমিউনিস্ট বিপদ'-এর বাগাড়ম্বর সহযোগে বাজারে ছাড়ে। নিবারণমূলক

আক্রমণের অজুহাত দেখিয়ে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাদের কুতঘ্ন ও আকস্মিক আক্রমণকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। জঙ্গীবাদী জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌঘাঁটি পার্ল হারবারের উপর আকস্মিক-ভাবে জোরালো হামলা চালিয়ে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করে।

যুদ্ধোত্তর যুগেও সাম্রাজ্যবাদীরা এধরনের বিশ্বাসঘাতক পদ্ধতিতে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৫৬ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইজরাইল সুয়েজ খালের 'অবারিত' নৌ-পরিবহণের অধিকার চাই—এই অজুহাতে মিশরের উপর হামলা চালায়—যদিও সুয়েজ খাল দিয়ে চলাচল এর আগে মোটেই বিঘ্নিত হয়নি। দক্ষিণ ভিয়েতনামবাসীর 'স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে' আমেরিকাকে উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে—আমেরিকার এই প্রচারতত্ত্ব আগাগোড়াই মিথ্যা দিয়ে তৈরী। তেমনি ইজরাইলের জাইয়নবাদীরা প্রতিবেশী আরব দেশ-গুলিকে আক্রমণ করার অজুহাত হিসাবে 'ইজরাইলের নিরাপত্তার গ্যারান্টির' কথা বলে এবং এও ডাহা মিথ্যা। তাছাড়া, 'গ্যালিলীর শান্তি' রক্ষার মিথ্যা বুলি আওড়ে তারা ১৯৮২ সালে লেবাননের বিরুদ্ধে হামলা চালায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চতুর্থ শিক্ষা হল, ভিন্নধর্মী সমাজব্যবস্থার আওতাভুক্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যেও একই রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে বহুমুখী সহ-যোগিতার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন হিটলারবিরোধী জোটের ক্রিয়াকলাপ এ ধরনের সহযোগিতার উজ্জ্বল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। আজও আণবিক বিশ্বযুদ্ধ নিবারণ করার উদ্দেশ্যে, ভিন্নধর্মী সমাজব্যবস্থার আওতা-ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার চিরস্থায়ী তাৎপর্য বিদ্যমান।

পঞ্চম শিক্ষা হচ্ছে যে, যখন আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী মহল 'শক্তির দাপট' দেখিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অগ্রসর হয় তখন তারা দূরদৃষ্টি-হীনতারই পরিচয় দেয়। সামরিক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষদের একথা খেয়াল রাখা উচিত যে, সোভিয়েত জনগণ ও তার সেনাবাহিনী, তাদের মহান অক্টোবর সমাজ-তন্ত্রী বিপ্লবজাত সুফল যে কোন আক্রমণকারীকে হটিয়ে রক্ষা করতে দৃঢ়সংকল্প। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে যে, আজ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়ারশ চুক্তির আওতাভুক্ত দেশগুলি শান্তি ও নিরাপত্তার এক শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—বিশ্বের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার অসারতা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিপন্ন করেছে। আজ যখন শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, তার সঙ্গে রয়েছে বিশ্ব সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা, শক্তিশালী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, শান্তি, প্রগতি ও স্বাধীনতার সপক্ষে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলন—তখন এসব পরিকল্পনা তো একেবারেই অলীক।

চল্লিশ বছর হল যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা তা থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেনি। তারা যুদ্ধ প্রস্তুতি সবেগে চালাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে দল পাকাচ্ছে এবং আগ্রাসী জোটগুলিকে জোরদার করছে ও গোটা পৃথিবীকে নতুন যুদ্ধের ঘাঁটি দিয়ে ছেয়ে ফেলেছে। তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্রী দেশগুলির বিরুদ্ধে পারমাণবিক হামলা চালাবার উদ্দেশ্যে ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে গলা টিপে মারার জন্যে এবং অন্য দেশের জায়গা কেড়ে নেবার মতলবে তাদের পরিকল্পনাকে শাণিত ও নিখুঁত করার জন্যে সচেষ্ট।

গত তিন দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে দুশো বারেরও বেশিবার সেনাবাহিনীকে কাজে লাগিয়েছে। মার্কিনী সিয়া ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন দেশের প্রগতিশীল সরকারগুলিকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে অবিরাম নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর প্রতি চারজনে একজন সৈনিক আজ দেশের বাইরে। উপরন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে তার স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী অবস্থান রত। অন্য দেশগুলির উপর অনবরত রাজনৈতিক ও সামরিক চাপ দেবার জন্যে এই বাহিনীগুলি মোতায়েন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও তার শিক্ষা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সমাজতন্ত্রী দেশগুলির বিকাশ ব্যাহত করার জন্যে ও জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের দাবীতে জনগণের সংগ্রামকে প্রতিহত করার মতলবে সাম্রাজ্যবাদীরা বেপরোয়াভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ ও সামরিক আক্রমণের আশ্রয় নিচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বছরগুলির ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার বেরিয়ে আসছে যে এসব পথে গেলে সাম্রাজ্যবাদীদের লাভ কিছুই হবে না ; বরঞ্চ তারা যা চায় তার উল্টোটাই ঘটবে। যদিও এটা মনে হবার যথেষ্ট কারণ আছে যে—এমন লোকও আছে যারা ইতিহাস থেকে কোন কিছুই শেখেনি।

আমাদের যুগে, যখন যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন অত্যন্ত বাস্তব ও প্রাসঙ্গিক—তখন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের এবং বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মারমুখী ভাব সতেজে বর্ধমান সেসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক শিক্ষাকে উড়িয়ে দেওয়ার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। যুদ্ধের বিপদকে ছোট করে দেখার যে ভুল অতীতে ঘটেছে তার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তাহলে অনেক রক্তক্ষয়, লোকক্ষয় ও সীমাহীন ধ্বংসের বিনিময়ে এই ভুলের মাশুল গুনতে হবে। এই ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, তার জন্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে উদ্যোগী হতে হবে—এই সোজা সরল কথাটা সকলেরই মনে রাখা কর্তব্য।

তাই এই বইয়ের লেখকগণ, গত যুদ্ধের সময় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর শৌর্যমণ্ডিত অসাধারণ সব লড়াইয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে গত যুদ্ধের ফলাফল ও শিক্ষা

ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেটা তাঁদের নতুন বিশ্বযুদ্ধ নিবারণের ক্ষেত্রে একটি অবদান মাত্র।

এল. আই, ব্রেজনেভ বলেছেন, 'আমরা যে ইউরোপের রক্তাক্ত অতীতকে অতিক্রম করার আহ্বান জানাই—তাকে কিন্তু ভুলে যাবার জন্যে নয়; তার পুনরাবৃত্তি ঠেকাবার জন্যে।'[৪]

১। করেসপণ্ডেন্স বিটুয়িন দা চেয়ারম্যান অব দা কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স অব দা ইউ. এস. এস. আর. অ্যাণ্ড দা প্রেসিডেন্টস্ অব দা ইউ. এস. এ. অ্যাণ্ড দা প্রাইম মিনিস্টার্স অব গ্রেট ব্রিটেন ডিউরিং দা গ্রেট পেট্রিয়টিক্ ওয়ার অব ১৯৪১-১৯৪৫, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ২৫৭।

২। জে. ভি. স্টালিন—অন দা গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়ার অব দা সোভিয়েত ইউনিয়ন, গসপোলিটিজডাট, মস্কো.

৩। রালফ ইঙ্গেরসোল্, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩১৮।

৪। এল. আই. ব্রেঝনেভ—আওয়ার কোর্স: পীস্ অ্যাণ্ড সোশ্যালিজম, নভোস্তি প্রেস এজেন্সি পাবলিশিং হাউস, মস্কো.